কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(চতুর্থ খণ্ড।)

(১) Rare

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
সম্পাদিতা।

[illegible]
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-কার্য্যালয়
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা ।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ॥

দ্বিতীয়ঃ কাণ্ডঃ ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥
দ্বিতীয়াদিচতুর্থান্তৈস্ত্রিভিরেতৈঃ প্রপাঠকৈঃ ।
উক্তাঃ কাম্যেষ্টয়ঃ কাণ্ডে দ্বিতীয়ে পরতস্তু যৎ ॥ ২ ॥
আদ্যে দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রব্যাখ্যানমীরিতম্ ।
বিধয়ো মন্ত্রসম্বদ্ধা বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছেষবিধয়ো বাচ্যা ব্যাখ্যেয়া হৌত্রমন্ত্রকাঃ ।
অতোঽনুব্রাহ্মণং স্বত্র বর্ণ্যতে পাঠকদ্বয়ে ॥ ৪ ॥
প্রপাঠকে পঞ্চমেঽনুবাকা দ্বাদশ সংস্থিতাঃ ।
আধ্বর্য্যবং পূর্ব্বষট্কে যাজ্যা উত্তম ঈরিতাঃ ॥ ৫ ॥
হৌত্রমন্ত্রবিধিব্যাখ্যাঘারাদিপ্রায়মন্তরে ।
অগ্নীষোমীয়হবিষো বিধিস্তত্রাঽন্তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৬ ॥

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । প্রথমোঽনুবাকঃ ।)

বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়োঽসুরাণাং তস্য

ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসন্ৎসোমপানং সুরাপানমন্নাদনং স প্রত্যক্ষং

দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ সর্ব্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং
ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্ত-
স্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃঙ্ বৈ রাষ্ট্রং বি পর্য্যাবর্ত্তয়তীতি তস্য বজ্র-
মাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্যৎ সোমপানম্ আসীৎ স কপিঞ্জলোঽভবদ্যৎ
সুরাপানꣳ স কলবিঙ্কো যদন্নাদনꣳ স তিত্তিরিস্তস্যাঞ্জলিনা
ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্লাত্তাꣳ সম্বৎসরমবিভস্তং ভূতান্যভ্যক্রোশন্ ব্রহ্ম-
হন্নিতি স পৃথিবীমুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি
গৃহাণেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ খাতাৎ পরাভবিষ্যন্তী মন্যে ততো
মা পরা ভূবমিতি পুরা তে সম্বৎসরাদপি রোহাদিত্যব্রবীত্ত-
স্মাৎ পুরা সম্বৎসরাৎ পৃথিব্যৈ খাতমপি রোহতি বারেবৃতꣳ
হ্যস্যৈ তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্লাত্তৎ স্বকৃতমিরিণমভবত্তস্মা-

দাহিতাগ্নিঃ শ্রদ্ধাদেবঃ স্বকৃত ইরিণে নাব স্যেদ্‌ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ-

বর্ণঃ স বনস্পতীনুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নী-

তেতি তেঽব্রুবন্বরং বৃণামহৈ বৃক্‌ণাৎ পরাভবিষ্যন্তো মন্যামহে

ততো মা পরা ভূমেত্যাব্রশ্চনাদ্বো ভূয়াꣳস উত্তিষ্ঠানিত্যব্রবীত্ত-

স্মাদাব্রশ্চনাদ্ বৃক্ষাণাং ভূয়াꣳস উত্তিষ্ঠন্তি বারেবৃতꣳ হ্যেষাং

তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্নন্ৎস নির্য্যাসোঽভবত্তস্মান্নির্য্যাসস্য

নাঽশ্যং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ বর্ণোঽথো খলু য এব লোহিতো যো

বাঽব্রশ্চনান্নির্য্যেবতি তস্য নাঽশ্যম্ কামমন্যস্য স স্ত্রীষꣳসাদমুপা-

সীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নীতেতি তা অব্রুবন্বরং

বৃণামহা ঋত্বিয়াৎ প্রজাং বিন্দামহৈ কামমা বিজনিতোঃ সং

ভবামেতি তস্মাদৃত্বিয়াৎ স্ত্রিয়ঃ প্রজাং বিন্দন্তে কামমা বিজনিতোঃ

সং ভবন্তি বারেবৃত৺ হ্যাসাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্নন্ৎসা

মলবদ্বাসা অভবত্তস্মান্ মলবদ্বাসসা ন সং বদেত ন সহাঽঽসীত

নাস্যা অন্নমদ্যাদ্ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষা বর্ণং প্রতিমুচ্যাঽঽস্তেঽথো খল্বা-

হুরভ্যঞ্জনং বাব স্ত্রিয়া অন্নমভ্যঞ্জনমেব ন প্রতিগৃহ্যং কামমন্যদিতি

যাং মলবদ্বাসস৺ সম্ভবন্তি যস্ততো জায়তে সোঽভিশস্তো যাম্

রণ্যে তস্যৈ স্তেনো যাং পরাচীং তস্যৈ হ্রীতমুখ্যপগল্ভো যা স্নাতি

তস্যা অপ্সু মারুকো যা অভ্যঙ্‌ক্তে তস্যৈ দুশ্চর্ম্মা যা প্রলিখতে

তস্যৈ খলতিরপমারী যাঽঙ্‌ক্তে তস্যৈ কাণো যা দতো

ধাবতে তস্যৈ শ্যাবদন্যা নখানি নিকৃন্ততে তস্যৈ

কুনখী যা কৃণত্তি তস্যৈ ক্লীবো যা রজ্জু৺ সৃজতি তস্যা

উদ্বন্ধুকো যা পর্ণেন পিবতি তস্যা উন্মাদুকো যা খর্ব্বেণ পিবতি

তুস্যৈ খর্ব্বস্তিস্রো রাত্রীর্ব্ব্রতং চরেদঞ্জলিনা বা পিবেদখর্ব্বেণ বা পাত্রেণ প্রজায়ৈ গোপীথায় ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বিশ্বরূপ ইতি বিশ্ব—রূপঃ। বৈ। ত্বাষ্ট্রঃ। পুরোহিত ইতি পুরঃ—হিতঃ। দেবানাম্। আসীৎ। স্বস্রীয়ঃ। অসুরাণাম্। তস্য। ত্রীণি। শীর্ষাণি। আসন্। সোমপানমিতি সোম—পানম্। সুরাপানমিতি সুরা—পানম্। অন্নাদনমিত্যন্ন—অদনম্। সঃ। প্রত্যক্ষমিতি প্রতি—অক্ষম্। দেবেভ্যঃ। ভাগম্। অবদৎ। পরোক্ষমিতি পরঃ—অক্ষম্। অসুরেভ্যঃ। সর্ব্বস্মৈ। বৈ। প্রত্যক্ষমিতি প্রতি—অক্ষম্। ভাগম্। বদন্তি। যস্মৈ। এব। পরোক্ষমিতি পরঃ—অক্ষম্। বদন্তি। তস্য। ভাগঃ। উদিতঃ। তস্মাৎ। ইন্দ্রঃ। অবিভেৎ। ঈদৃঙ্। বৈ। রাষ্ট্রম্। বীতি। পর্য্যাবর্ত্তয়তীতি পরি—আবর্ত্তয়তি। ইতি। তস্য। বজ্রম্। আদায়েত্যা—দায়। শীর্ষাণি।

অচ্ছনৎ। যৎ। সোমপানমিতি সোম—পানম্। আসীৎ। সঃ। কপিঞ্জলঃ।

অভবৎ। যৎ। সুরাপানমিতি সুরা—পানম্। সঃ। কলবিঙ্কঃ। যৎ।

অন্নাদনমিত্যন্ন—অদনম্। সঃ। তিত্তিরিঃ। তস্য। অঞ্জলিনা। ব্রহ্মহত্যামিতি

ব্রহ্ম—হত্যাম্। উপেতি। অগৃহ্ণাৎ। তাম্। সম্বৎসরমিতি সং—বৎসরম্।

অবিভঃ। তম্। ভূতানি। অভীতি। অক্রোশন্। ব্রহ্মহন্নিতি ব্রহ্ম—হন্। ইতি।

সঃ। পৃথিবীম্। উপেতি। অসীদৎ। অস্যৈ। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—

হত্যায়ৈ। তৃতীয়ম্। প্রতীতি। গৃহাণ। ইতি। সা। অব্রবীৎ। বরম্।

বৃণৈ। খাতাৎ। পরাভবিষ্যন্তীতি পরা—ভবিষ্যন্তী। মন্যে। ততঃ। মা।

পরেতি। ভ্রকম্। ইতি। পুরা। তে। সম্বৎসরাদিতি সং—বৎসরাৎ।

অপীতি। রোহাৎ। ইতি। অব্রবীৎ। তস্মাৎ। পুরা। সম্বৎসরাদিতি

সং—বৎসরাৎ। পৃথিব্যৈ। খাতম্। অপীতি। রোহতি। বারেবৃতমিতি

বারে বৃতম্। হি। অস্যৈ। তৃতীয়ম্। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ।

প্রতীতি। অগৃহ্লাৎ। তৎ। স্বকৃতমিতি স্ব—কৃতম্। ইরিণ্ম্। অভবৎ।

তস্মাৎ। আহিতাগ্নিরিত্যাহিত—অগ্নিঃ। প্রজাদেব ইতি প্রজা—দেবঃ। স্বকৃত

ইতি স্ব—কৃতে। ইরিণে। ন। অবোত। সেৎ। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম

—হত্যায়ৈ। হি। এবঃ। বর্ণঃ। সঃ। বনস্পতীন্। উপোত। অব্রীৎ।

অস্যৈ। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। তৃতীয়ম্। প্রতীতি। গৃহ্লীত।

ইতি। তে। অব্রুবন্। বরম্। বৃণামহৈ। বৃক্ণাৎ। পরাভবিষ্যন্ত ইতি

পরা—ভবিষ্যন্তঃ। মন্যামহে। ততঃ। মা। পরেতি। ভূম। ইতি।

আব্রশ্চনাদিত্যা—ব্রশ্চনাৎ। বঃ। ভূয়াংসঃ। উদিতি। তিষ্ঠান্। ইতি।

অব্রবীৎ। তস্মাৎ। আব্রশ্চনাদিত্যা—ব্রশ্চনাৎ। বৃক্ষাণাম্। ভূয়াংসঃ।

উদিতি। তিষ্ঠন্তি। বারেবৃতমিতি বারে—বৃতম্। হি। এষাম্। তৃতীয়ম্।

ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। প্রতীতি। অগৃহ্লন্। সঃ। নির্যাস

ইতি নিঃ—যাসঃ। অভবৎ। তস্মাৎ। নির্যাসস্যেতি নিঃ—যাসস্য। ন।

আশ্রম্। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। হি। এষঃ। বর্ণঃ। অথো

ইতি। খলু। যঃ। এব। লোহিতঃ। যঃ। বা। আব্রশ্চনাদিত্যা—

ব্রশ্চনাৎ। নির্বেষতীতি নিঃ—বেষতি। তস্য। ন। আশ্রম্। কামম্।

অন্যস্য। সঃ। স্ত্রীষংসাদমিতি স্ত্রী—সংসাদম্। উপেতি। অসীদৎ। অস্যৈ।

ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। তৃতীয়ম্। প্রতীতি। গৃহ্ণীত। ইতি।

তাঃ। অব্রুবন্। বরম্। বৃণামহৈ। ঋত্বিয়াৎ। প্রজামিতি প্র—জাম্।

বিন্দামহৈ। কামম্। এাত। বিজনিতোরিতি বি—জনিতোঃ। সমিতি।

ভবাম। ইতি। তস্মাৎ। ঋত্বিয়াৎ। স্ত্রিয়ঃ। প্রজামিতি প্র—জাম্।

বিন্দন্তে। কামম্। এতি বিজনিতোরিতি বি—জনিতোঃ। সমিতি।

ভবন্তি। বারেবৃতমিতি বারে—বৃতম্। হি। আসাম্। তৃতীয়ম্। ব্রহ্মহত্যায়া

ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। প্রতীতি। অগৃহ্ণন্। সা। মলবদ্বাসা ইতি মলবৎ—বাসাঃ।

অভবৎ। তস্মাৎ। মলবদ্বাসসেতি মলবৎ—বাসসা। ন। সমিতি। বদেত।

ন। সহ। আসীত। ন। অস্যাঃ। অন্নম্। অদ্যাৎ। ব্রহ্মহত্যায়া ইতি
ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ। হি। এষা। বর্ণম্। প্রতিমুচ্যেতি প্রতি—মুচ্য। আস্তে।
অথো ইতি। খলু। আহুঃ। অভ্যঞ্জনমিত্যভি—অঞ্জনম্। বাব। স্ত্রিয়াঃ।
অন্নম্। অভ্যঞ্জনমিত্যভি—অঞ্জনম্। এব। ন। প্রতিগৃহ্যমিতি প্রতি—
গৃহ্যম্। কামম্। অন্যৎ। ইতি। যাম্। মলবদ্বাসসমিতি মলবৎ—বাসসম্। সম্ভবন্তীতি
সং—ভবন্তি। যঃ। ততঃ। জায়তে। সঃ। অভিশস্ত ইত্যভি—শস্তঃ।
যাম্। অরণ্যে। তস্যৈ। স্তেনঃ। যাম্। পরাচীম্। তস্যৈ। হ্রীতমুখীতি
হ্রীত—মুখী। অপগল্ভ ইত্যপ—গল্ভঃ। যা। স্নাতি। তস্যাঃ।
অপ্স্বিত্যপ্—সু। মারুকঃ। যা। অভ্যঙ্‌ক্তে ইত্যভি—অঙ্‌ক্তে। তস্যৈ।
দুশ্চর্ম্মেতি দুঃ—চর্ম্মা। যা। প্রলিখত ইতি প্র—লিখতে। তস্যৈ। খলতিঃ।
অপমারীত্যপ—মারী। যা। আঙ্‌ক্ত ইত্যা—অঙ্‌ক্তে। তস্যৈ। কাণঃ। যা।
দতঃ। ধাবতে। তস্যৈ। শ্যাবদন্নিতি শ্যাব—দন্। যা। নখানি। নিকৃন্তত ইতি

নি—কৃন্ততে। তস্যৈ। কুনখী। যা। কৃণত্তি। তস্যৈ। ক্লীবঃ। যা।

রজ্জুম্। সৃজতি। তস্যাঃ। উদ্বন্ধুক ইত্যুৎ—বন্ধুকঃ। যা। পর্ণেন।

পিবতি। তস্যাঃ। উন্মাদুক ইত্যুৎ—মাদুকঃ। যা। খর্ব্বেণ। পিবতি।

তস্যৈ। খর্ব্বঃ। তিস্রঃ। রাত্রীঃ। ব্রতম্। চরেৎ। অঞ্জলিনা। বা।

পিবেৎ। অখর্ব্বেণ। বা। পাত্রেণ। প্রজায়া ইতি প্র—জায়ৈ। গোপীথায়॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

তত্র দ্বিতীয়ানুবাকে পৌর্ণমাসীগতাগ্নীষোমীয়পুরোডাশং বিধিৎসুস্তদুৎপত্তিবাক্যত্বেন প্রথমানুবাকে কাঞ্চিদাখ্যায়িকামাহ—"বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়োঽসুরাণাং তস্য ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসন্‌ৎসোমপানꣳ সুরাপানমন্নাদনꣳ স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ সর্ব্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেদীদৃঙ্বৈ রাষ্ট্রং বি পর্য্যাবর্ত্তয়তীতি তস্য বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্যৎ সোমপানমাসীৎ স কপিঞ্জলোঽভবদ্যৎ সুরাপানꣳ স কলবিঙ্কো যদন্নাদনꣳ স তিত্তিরিঃ" ইতি। বিশ্বানি বহুবিধানি রূপাণি যস্যাসৌ বিশ্বরূপঃ। ত্রিভিঃ শিরোভিরুপেতত্বাদ্বিশ্বরূপত্বম্। যো বিশ্বরূপনামকস্ত্বষ্টুঃ পুত্রঃ স দেবানাং পুরোহিতো ন তু শরীরসম্বন্ধী, অসুরাণাং তু ভাগিনেয়ঃ। স চ সাত্ত্বিকেন শিরসা সোমং পিবতি। রাজসেনান্নমত্তি। তামসেন সুরাং পিবতি। স চ যজ্ঞমণ্ডপেষু গত্বা সর্ব্বেষাং শ্রোত্রপ্রত্যক্ষং যথা ভবতি তথা দেবেভ্যো হবির্ভাগো যুক্ত ইতি বদতি সর্ব্বেষাং পরোক্ষং যথা ভবতি তথা রহস্য ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহায়ং হবির্ভাগোঽসুরেভ্যো যুক্তোঽতস্তানেবোদ্দিশ্য প্রযচ্ছতেতি স এবং বদতি। তেষামৃত্বিজাং তস্মিন্ পরোক্ষবাদে বিশ্বাস উৎপন্নঃ। তস্য পরোক্ষবাদস্য হৃদয়পূর্ব্বকত্বাৎ। লোকেঽপি তবায়ং ভাগ ইতি সর্ব্বস্মৈ পুরুষায় প্রীতিমুৎপাদয়িতুং তৎসমীপে সর্ব্বে বদন্তি। হৃদয়পূর্ব্বকত্বাভাবান্ন স উদিতো ভবতি। পরোক্ষং যদর্থং তু ভাগ উচ্যতে তস্যৈব ভাগো হৃদয়পূর্ব্বকত্বাদুদিতো ভবতি। এবং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা তস্মাদ্বিশ্বরূপাদিন্দ্রোঽবিভেৎ। কিমিতি, ঈদৃক্স্বামিদ্রোহং সর্ব্বথা কৃত্বা রাষ্ট্রং বিপর্য্যাবর্ত্তয়তীতি। অস্মত্তোঽপনীয়াসুরেভ্যঃ সমর্পণং বিপর্য্যাবৃত্তিঃ। ততস্তস্য দ্রোহিণঃ শিরাংস্য চ্ছিনত্তু তানি শিরাংসি পক্ষিত্রয়রূপেণোৎপন্নানি॥

তস্যেন্দ্রস্য প্রত্যবায়ং জনাপবাদং চ দর্শয়তি—"তস্যাঞ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্ণাত্তাঙ্‌ সম্বৎসরমবিভস্তং ভূতান্যভ্যক্রোশন্ ব্রহ্মহন্নিতি" ইতি। তস্যাসুরস্য বধেন নিষ্পন্না যা ব্রহ্মহত্যা তামঞ্জলিনা স্বা চকার। পাপিনাং শিক্ষায়ামীশ্বরেণ নিযুক্তানাং যমচিত্রগুপ্তাদীনাং পুরতোঽঞ্জলিং কৃত্বা নির্ভয়ঃ সন্ ব্রহ্মহত্যা ময়া বুদ্ধিপূর্ব্বকমেব কৃতেত্যেবমঙ্গী চকারেত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা সম্বৎসরং নিরন্তরং ব্রহ্মহত্যামঙ্গীকৃত্যৈব তস্থৌ। আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন পাপলেপাভাবাত্তীব্রাভাবস্তস্য যুক্তঃ। অত এব কৌষীতকিন ইন্দ্রবাক্যমেতদামনন্তি—"যস্মাং হি বিজানীয়াস্ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহন্মহনন্মরুন্মুখান্‌যতীন্‌ৎসালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" ইত্যাদি। দুরিতাভাবেঽপি সর্ব্বপ্রাণিনস্তমিন্দ্রং ব্রহ্মহন্নিত্যেবং সম্বোধ্যাভিতস্তস্যাক্রোশং কৃতবন্তঃ॥

ততস্তস্য জনাপবাদস্য পরিহারায়েন্দ্রেণানুষ্ঠিতমুপায়বিশেষং দর্শয়তি—"স পৃথিবীমুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহাণেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ খাতাৎ পরাভবিষ্যন্তী মন্যে ততো মা পরা ভূবমিতি পুরা তে সম্বৎসরাদপি রোহাদিত্যব্রবীত্তস্মাৎ পুরা সম্বৎসরাৎ পৃথিব্যৈ খাতমপি রোহতি বারেবৃতঙ্‌ হ্যস্যৈ তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎস্বকৃতমিরিণমভবত্তস্মাদাহিতাগ্নিঃ শ্রদ্ধাদেবঃ স্বকৃত ইরিণে নাব স্যেদ্‌ ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ বর্ণঃ" ইতি। উপাসীদদুপেত্য প্রার্থিতবান্। খাতাৎ পরাভবিষ্যন্তী মন্যে, জনাঃ স্বেচ্ছয়া তত্র তত্র ভূমিং খনন্তি তদুপদ্রবাৎ পরাভূতা পীড়িতা ভবিষ্যামীতি মনসা চিন্তয়ামি। খাতপ্রদেশঃ সম্পূরণমন্তরেণ পাংসুপ্রক্ষেপাত্তৃণাদ্যুৎপত্তের্ব্বাঽপি-রোহাৎ পূরিতো ভূয়াদিতি বরঃ। তদিদমস্যৈ বারেবৃতমস্যাঃ পৃথিব্যাঃ খাতপূরণং বরেণ লব্ধম্। পৃথিব্যাঃ স্বীকৃতস্তৃতীয়ো ব্রহ্মহত্যায়া ভাগঃ স্বকৃতমিরিণমভবৎ। ইতস্তত আনীয় প্রক্ষিপ্তং ন ভবতীতি স্বতঃসিদ্ধমূষরক্ষেত্রমাসীৎ। যস্মাদিরিণং ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বরূপং তস্মাদাহিতাগ্নিঃ শ্রদ্ধাদেবস্তস্মিন্নিরিণে কদাচিদপি ন তিষ্ঠেৎ। যদ্বা, দেবযজনত্বেন নাধ্যবস্যেৎ। শ্রদ্ধৈব দেবো যস্যাসৌ শ্রদ্ধাবানিত্যর্থঃ॥

একস্য ব্রহ্মহত্যাভাগস্য পরিহারোপায়মুক্ত্বাঽপরস্য তং দর্শয়তি—"স বনস্পতীনুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্ণীতেতি তেঽব্রুবন্বরং বৃণামহৈ বৃক্ণাৎ পরাভবিষ্যন্তো মন্যামহে ততো মা পরা ভূমেত্যাব্রশ্চনাদ্বো ভূয়াংসঃ উত্তিষ্ঠানিত্যব্রবীত্তস্মাদাব্রশ্চনাদ্বৃক্ষাণাং ভূয়াংস উত্তিষ্ঠন্তি বারেবৃতঙ্‌ হ্যেষাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্‌ৎস নির্যাসোঽভবত্তস্মান্নির্যাসস্য নাঽশ্যং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষ বর্ণোঽথো খলু য এব লোহিতো যো বাঽব্রশ্চনান্নির্যেষতি তস্য নাঽশ্যং কামমন্যস্য" ইতি। বৃক্ণাচ্ছেদনাৎ। আব্রশ্চনাচ্ছিন্নপ্রদেশাদ্ভূয়াংসো বহবঙ্কুরা উত্তিষ্ঠন্ত্বিতি বরঃ। বৃক্ষান্নির্গত্য ঘনীভূতো রসো নির্যাসঃ। ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বরূপত্বান্নির্যাসস্য স্বরূপং ন ভোজ্যং ভবতি। অপি চ পক্ষান্তরমস্তি; ন সর্ব্বোঽপি নির্যাসো নিষিদ্ধঃ কিন্তু যো লোহিতবর্ণো যশ্চ ছিন্নবৃক্ষপ্রদেশান্নির্গতস্তদেবোভয়ং নিষিদ্ধম্। অন্যস্য তু নির্যাসস্য স্বরূপমাশ্যমিচ্ছায়াং সত্যামশিতুং যোগ্যম্॥

ত্রিষু ব্রহ্মহত্যাভাগেষু দ্বয়োঃ পরিহারমুক্ত্বা তৃতীয়স্যাবশিষ্টস্য পরিহারং দর্শয়তি—"স স্ত্রীষংসাদমুপাসীদদস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্ণীতেতি তা অব্রুবন্বরং বৃণামহা ঋত্বিয়াৎ প্রজাং বিন্দামহৈ কামমা বিজনিতোঃ সম্ভবামেতি তস্মাদৃত্বিয়াৎ স্ত্রিয়ঃ প্রজাং বিন্দন্তে কামমা বিজনিতোঃ সং ভবন্তি বারেবৃতঙ্‌ হ্যাসাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্‌ৎসা মলবদ্বাসাঃ

অতএবস্মান্মলবদ্বাসসা ন সংবদেত ন সহাসীত নাস্যা অন্নমদ্যাদ্ ব্রহ্মহত্যায়ৈ হ্যেষা বর্ণং প্রতিমুচ্যাস্তেঽথো খল্বাহুরভ্যঞ্জনং বাব স্ত্রিয়া অন্নমভ্যঞ্জনমেব ন প্রতিগৃহ্যং কামমন্যদিতি” ইতি। স্ত্রিয়ঃ সম্যক্ সাদয়ন্তি বিশ্রব্ধেনোপবিশন্তি যস্যাং সভায়ামিতি স্ত্রীসভাবিশেষঃ স্ত্রীষংসাদঃ। ঋত্বিয়াদৃতুসম্বন্ধাদ্বীর্য্যাৎ প্রথমসম্ভোগাদেব গর্ভে জাতেঽপি কামমুদ্দিশ্যাঽবিজনিতোরা প্রসবাৎ পুরুষেণ সঙ্গচ্ছেমহি। গর্ভোপদ্রবঃ প্রত্যবায়শ্চ নিষিদ্ধাদনকৃতোঽস্মাকং মা ভূদিতি বরঃ। অত এব যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ—“যথাকামী ভবেদ্বাঽপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্” ইতি। যো ব্রহ্মহত্যায়াস্তৃতীয়ো ভাগঃ সা মলবদ্বাসা রজস্বলা যোষিদভবৎ। যস্মাদিয়ং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং শরীরে কঞ্চুকবৎ প্রতিমুচ্যাস্তে তস্মাত্তয়া সহ সম্ভাষণং ন কুর্য্যাৎ। তয়া সহৈকস্মিন্ গৃহে বাসো ন কর্ত্তব্যঃ। তৎস্বামিকং তৎস্পৃষ্টং বাঽন্নং নাশ্নীয়াৎ। আপস্তম্বাভিজ্ঞাঃ কেচিদেবমাহুঃ—স্ত্রিয়াঃ শৃঙ্গারোপযোগিত্বেনাভ্যঞ্জনমেবান্নস্থানীয়ং, তদীয়ং তৈলাদিকমেব ন গৃহ্ণীয়াৎ। তয়া বা স্বশরীরাভ্যঞ্জনং ন কারয়েৎ। অন্যদন্নং সত্যামিচ্ছায়াং ভোক্তব্যমিতি॥

প্রসঙ্গাদ্রজস্বলাব্রতানি বিধত্তে—“যাং মলবদ্বাসসং সম্ভবন্তি যস্ততো জায়তে, সোঽভিশস্তো যামরণ্যে তস্যৈ স্তেনো যাং পরাচীং তস্যৈ হ্রীতমুখ্যপগল্ভো যা স্নাতি তস্যা অপ্সু মারুকো যাঽভ্যঙ্ক্তে তস্যৈ দুশ্চর্ম্মা যা প্রলিখতে তস্যৈ খলতিরপমারী যাঽঙ্ক্তে তস্যৈ কাণো যা দতো ধাবতে তস্যৈ শ্যাবদন্যা নখানি নিকৃন্ততে তস্যৈ কুনখী যা কৃণত্তি তস্যৈ ক্লীবো যা রজ্জুꣳ সৃজতি তস্যা উদ্বন্ধুকো যা পর্ণেন পিবতি তস্যা উন্মাদুকো যা খর্ব্বেণ পিবতি তস্যৈ খর্ব্বস্তিস্রো রাত্রীর্ব্রতং চরেদঞ্জলিনা বা পিবেদখর্ব্বেণ বা পাত্রেণ প্রজায়ৈ গোপীথায়॥” ইতি॥ অভিশস্তো মিথ্যাপবাদযুক্তঃ। যামরণ্যে, মলবদ্বাসসꣳ সম্ভবন্তীত্যনুবর্ত্ততে। পরাচীমুচ্চারণভীত্যা লজ্জয়া বা পরাঙ্মুখীম্। সভায়ামবাঙ্মুখো বক্তুমশক্তো হ্রীতমুখ্যপগল্ভ ইত্যুচ্যতে। মারুকো মরণশীলঃ। দুশ্চর্ম্মা কুষ্ঠী। প্রলিখতে ভিত্তৌ চিত্রাদিকং করোতি। খলতিঃ কেশশূন্যঃ। অপমারী দুর্ম্মরণযুক্তঃ। কাণঃ কুণ্ঠিতাক্ষঃ। শ্যাবদন্মলিনদন্তঃ। কৃণত্তি তৃণাদি ছিনত্তি। উদ্বন্ধুকো রজ্জুং বদ্ধ্বা মরণশীলঃ। খর্ব্বেণ অল্পকেন শরাবাদিনা। খর্ব্বো বামনঃ। যস্মাদুক্তা দোষা বর্ত্তন্তে তস্মাত্তৎপরিহারায় রজস্বলাব্রতং সম্ভবাদবর্জ্জনরূপং নিয়মমাচরেৎ। ভোজনেঽঞ্জলির[illegible]শরাবাদির্ব্বা সাধনমস্তু। ব্রতাচরণমুৎপৎস্যমানায়াঃ প্রজায়া রক্ষণার্থং ভবতি॥

অত্র মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—“ন সম্বদেত মলবদ্বাসসেত্যাপি পূর্ব্ববৎ। পুমর্থঃ স্যাৎ ক্রতৌ কাপি সংবাদস্যাপ্রসক্তিতঃ॥” দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে শ্রূয়তে—“মলবদ্বাসসা ন সম্বদেত” ইতি। অস্য নিষেধস্য প্রকরণাৎ ক্রত্বঙ্গত্বমিতি চেন্ন। অপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গাৎ। “যস্য ব্রত্যেঽহন্ পত্ন্যনালম্ভুকা ভবতি। তামপরুধ্য যজেত” ইতি রজস্বলায়া নিঃসারণান্ন ক্রতৌ সংবাদপ্রসক্তিঃ। তস্মাৎ কেবলপুরুষার্থস্যাস্য প্রকরণাদুৎকর্ষঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমোঽনুবাকঃ॥ ১॥

* * *

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।)

ত্বষ্টা হতপুত্রো বীন্দ্রꣳ সোমমাহরত্তস্মিন্নিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত তং নোপাহ্বয়ত পুত্রং মেঽবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবত্তস্য যদত্যশিষ্যত তত্ত্বষ্টাহবনীয়মুপ প্রাবর্ত্তয়ৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্বেতি যদবর্ত্তয়ত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বং যদব্রবাৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্বেতি তস্মাদস্যেন্দ্রঃ শত্রুরভবৎ স সম্ভবন্নগ্নীষোমাবভি সমভবৎ স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙ্ঙবর্দ্ধত স ইমাল্লোঁকানবৃণোদ্যদিমাল্লোঁকানবৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বং তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেৎ স প্রজাপতিমুপাধাবচ্ছত্রুর্ম্মেঽজনীতি তস্মৈ বজ্রꣳ সিক্ত্বা প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত তাবব্রূতামগ্নীষোমৌ মা প্র হারাবমন্তঃ স্ব ইতি মম বৈ যুবꣳ স্থ ইত্যব্রবীন্মামভ্যেতমিতি তৌ ভাগধেয়মৈচ্ছেতাং তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং

পূর্ণমাসে প্রাযচ্ছত্তাবক্র তামভি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শক্নুব ঐত্তুমিতি

স ইন্দ্র আত্মনঃ শীতরূরাবজনয়ত্তস্বীতরূবয়োর্জ্জন্ম য এর৺

শীতরূরয়োর্জ্জন্ম বেদ নৈন৺ শীতরূরৌ হতস্তাভ্যামেনমভ্যনয়ত্ত-

স্মাজ্জঞ্জভ্যমানাদগ্নীষোমৌ নিরক্রামতাং প্রাণাপানৌ বা এনং তদ-

জহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোঽপানঃ ক্রতুস্তস্মাজ্জঞ্জভ্যমানো ব্রূয়ান্ময়ি

দক্ষক্রতূ ইতি প্রাণাপানাবেবাত্মন্ধত্তে সর্ব্বমায়ুরেতি স দেবতা

বৃত্রান্নির্হূয় বার্ত্রঘ্ন৺ হবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদ্ঘ্নন্তি বা এনং

পূর্ণমাস আ অমাবাস্যায়াং প্যায়য়ন্তি তস্মাদ্বার্ত্রঘ্নী পূর্ণমাসেঽ-

নূচ্যেতে বৃধন্বতী অমাবাস্যায়াং তৎ স৺স্থাপ্য বার্ত্রঘ্ন৺ হবি-

র্ব্বজ্রমাদায় পুনরভ্যায়ত তে অব্রূতাং দ্যাবাপৃথিবী মা প্র হারা-

বয়োর্ব্বৈ শ্রিত ইতি তে অব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ নক্ষত্রবিহিতাঽ-

হমসানীত্যসাবব্রবীচ্চিত্রবিহিতাঽহমিতীয়ং তস্মান্নক্ষত্রবিহিতাঽসৌ

চিত্রবিহিতেয়ং য এবং দ্যাবাপৃথিব্যোঃ বরং বেদৈনং বরো

গচ্ছতি স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তে দেবা বৃত্রং

হত্বাঽগ্নীষোমাবব্রুবন্ হব্যং নো বহতমিতি তাবব্রূতামপতেজসৌ

বৈ ত্যৌ বৃত্রে বৈ ত্যয়োস্তেজ ইতি তেঽব্রুবন্ ক ইদমচ্ছৈতীতি

গৌরিত্যব্রুবন্ গৌর্ব্বাব সর্ব্বস্য মিত্রমিতি সাঽব্রবীৎ বরং বৃণৈ

ময্যেব সতোভয়েন ভুনজাধ্বা ইতি তদ্গৌরাঽহরত্তস্মাদ্গবি সতো-

ভয়েন ভুঞ্জত এতদ্বা অগ্নেস্তেজো যদ্ঘৃতমেতৎসোমস্য যৎ পয়ো

য এবমগ্নীষোময়োস্তেজো বেদ তেজস্ব্যেব ভবতি ব্রহ্মবাদিনো

বদন্তি কিং দেবত্যং পৌর্ণমাসমিতি প্রাজাপত্যমিতি ব্রুয়াত্তে-

নেন্দ্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিরবাসায়য়দিতি তস্মাজ্জ্যেষ্ঠং পুত্রং

ধনেন নিরবসায়য়ন্তি ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

ত্বষ্টা। হতপুত্র ইতি হত—পুত্রঃ। বীন্দ্রমিতি বি—ইন্দ্রম্। সোমম্। আ। অহরৎ। তস্মিন্। ইন্দ্রঃ। উপহবমিত্যুপ—হবম্। ঐচ্ছত। তম্। ন। উপৈতি। অহ্বয়ত। পুত্রম্। মে। অবধীঃ। ইতি। সঃ। যজ্ঞবেশসমিতি যজ্ঞ—বেশসম্। কৃত্বা। প্রাসহেতি প্র—সহা। সোমম্। অপিবৎ। তস্য। যৎ। অত্যশিষ্যতেত্যতি—অশিষ্যত। তৎ। ত্বষ্টা। আহবনীয়মিত্যা—হবনীয়ম্। উপ। প্রেতি। অবর্ত্তয়ৎ। স্বাহা। ইন্দ্রশত্রুরিতীন্দ্র—শত্রুঃ। বর্দ্ধস্ব। ইতি। যৎ। অবর্ত্তয়ৎ। তৎ। বৃত্রস্য। বৃত্রত্বমিতি বৃত্র—ত্বম্। যৎ। অব্রবীৎ। স্বাহা। ইন্দ্রশত্রুরিতীন্দ্র—শত্রুঃ। বর্দ্ধস্ব। ইতি। তস্মাৎ। অস্য। ইন্দ্রঃ। শত্রুঃ। অভবৎ। সঃ। সম্ভবন্নিতি সং—ভবন্। অগ্নীষোমাবিত্যগ্নী—সোমৌ। অভি। সমিতি। অভবৎ। সঃ। ইষুমাত্রমিষুমাত্রমিতীষুমাত্রম্—ইষুমাত্রম্। বিষ্বঙ্। অবর্দ্ধত। সঃ। ইমান্। লোকান্। অবৃণোৎ। যৎ। ইমান্। লোকান্। অবৃণোৎ। তৎ। বৃত্রস্য। বৃত্রত্ব-

মিতি বৃত্র—ঘ্নম্। তস্মাৎ। ইন্দ্রঃ। অবিভেৎ। সঃ। প্রজাপতিমিতি প্রজা—

পতিম্। উপেতি। অধাবৎ। শত্রুঃ। মে। অজনি। ইতি। তস্মৈ।

বজ্রম্। সিক্ত্বা। প্রেতি। অযচ্ছৎ। এতেন। জহি। ইতি। তেন।

অভীতি। আয়ত। তৌ। অব্রূতাম্। অগ্নীষোমাবিত্যগ্নী—সোমৌ। মা।

প্রেতি। হাঃ। আবম্। অন্তঃ। স্বঃ। ইতি। মম। বৈ। যুবম্।

স্থঃ। ইতি। অব্রবীৎ। মাম্। অভি। এতি। ইতম্। ইতি। তৌ।

ভাগধেয়মিতি ভাগ-ধেয়ম্। ঐচ্ছেতাম্। তাভ্যাম্। এতম্। অগ্নীষোমীয়-

মিত্যগ্নী—সোমীয়ম্। একাদশকপালমিত্যেকাদশ—কপালম্। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—

মাসে। প্রেতি। অযচ্ছৎ। তৌ। অব্রূতাম্। অভীতি। সন্দষ্টাবিতি

সং—দষ্টৌ। বৈ। স্বঃ। ন। শক্নুবঃ। ঐতুমিত্যা—এতুম্। ইতি। সঃ।

ইন্দ্রঃ। আত্মনঃ। শীতরূরাবিতি শীত—রূরৌ। অজনয়ৎ। তৎ। শীত-

রূরয়োরিতি শীত—রূরয়োঃ। জন্ম। যঃ। এবম্। শীতরূরয়োরিতি শীত—

রুরয়োঃ। জন্ম। বেদ। ন। এনম্। শীতরুরাবিতি শীত—রুরৌ। হন্তঃ।

তাভ্যাম্। এনম্। অভীতি। অনয়ৎ। তস্মাৎ। জঞ্জভ্যমানাৎ। অগ্নীষোমা-

বিত্যগ্নী—সোমৌ। নিরিতি। অক্রামতাম্। প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানৌ। বৈ। এনম। তৎ। অজহিতাম্। প্রাণ ইতি প্র—অনঃ।

বৈ। দক্ষঃ। অপান ইত্যপ—অনঃ। ক্রতুঃ। তস্মাৎ। জঞ্জভ্যমানঃ।

ক্রয়াৎ। ময়ি। দক্ষক্রতূ ইতি দক্ষ—ক্রতূ। ইতি। প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানৌ। এব। আত্মন্। ধত্তে। সর্ব্বম্। আয়ুঃ। এতি। সঃ।

দেবতাঃ। বৃত্রাৎ। নিহ্নূয়েতি নিঃ—হূয়। বার্ত্রঘ্নমিতি বার্ত্র—ঘ্নম্। হবিঃ।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে। নিরিতি। অবপৎ। ঘ্নন্তি। বৈ। এনম্।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে। এতি। অমাবাস্যায়ামিত্যমা বাস্যায়াম্। প্যায়য়ন্তি।

তস্মাৎ। বার্ত্রঘ্নী ইতি বার্ত্র—ঘ্নী। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে। অম্বিতি।

উচ্যেতে ইতি। বৃধন্বতী ইতি বৃধন্—বতী। অমাবাস্যায়ামিত্যমা—বাস্যায়াম্। তৎ।

৯৮ সংস্থাপ্যেতি সং—স্থাপ্য। বাত্রঘ্নমিতি বাত্র—ঘ্নম্। হবিঃ। বজ্রম। আদায়েত্যা—দায়। পুনঃ। অভীতি। আয়ত। তে ইতি। অব্রূতাম। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। মা। প্রেতি। হাঃ। আবয়োঃ। বৈ। শ্রিতঃ। ইতি। তে ইতি। অব্রূতাম্। বরম্। বৃণাবহৈ। নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—বিহিতা। অহম্। অসানি। ইতি। অসৌ। অব্রবীৎ। চিত্রবিহিতেতি চিত্র—বিহিতা। অহম্। ইতি। ইয়ম্। তস্মাৎ। নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—বিহিতা। অসৌ। চিত্রবিহিতেতি চিত্র বিহিতা। ইয়ম্। যঃ। এবম্। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি দ্যাবা—পৃথিব্যোঃ। বরম্। বেদ। এতি। এনম্। বরঃ। গচ্ছতি। সঃ। আভ্যাম্। এব। প্রসূত ইতি প্র—সূতঃ। ইন্দ্রঃ। বৃত্রম্। অহন্। তে। দেবাঃ। বৃত্রম্। হত্বা। অগ্নীষোমাবিত্যগ্নী—ষোমৌ। অব্রুবন্। হব্যম্। নঃ। বহতম্। ইতি। তৌ। অব্রূতাম্। অপতেজসাবিত্যপ—তেজসৌ। বৈ। ত্যৌ। বৃত্রে। বৈ। ত্যয়োঃ।

তেজঃ। ইতি। তে। অব্রুবন্। কঃ। ইদম্। অচ্ছ। এতি।

ইতি। গৌঃ। ইতি। অব্রুবন্। গৌঃ। বাব। সর্ব্বস্য। মিত্রম্। ইতি।

স। অব্রবীৎ। বরম্। বৃণে। মযি। এব। সতী। উভয়েন। ভুনজাধ্বৈ।

ইতি। তৎ। গৌঃ। এতি। আহরৎ। তস্মাৎ। গবি। সতী। উভয়েন।

ভুঞ্জতে। এতৎ। বৈ। অগ্নেঃ। তেজঃ। যৎ। ঘৃতম্। এতৎ। সোমস্য।

যৎ। পয়ঃ। যঃ। এবম্। অগ্নীষোময়োরিত্যগ্নী—সোময়োঃ। তেজঃ।

বেদ। তেজস্বী। এব। ভবতি। ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ। বদন্তি।

কিংদেবত্যমিতি কিং—দেবত্যম্। পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্। ইতি।

প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্। ইতি। ব্রূয়াৎ। তেন। ইন্দ্রম্। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। নিরবাসায়য়দিতি নিঃ—অবাসায়য়ৎ। ইতি। তস্মাৎ। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। ধনেন। নিরবসায়য়ন্তীতি নিঃ—অবসায়য়ন্তি ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

উপোদ্ঘাতে বিশ্বরূপবধঃ সম্যক্ সমাবিতঃ ॥

অথ দ্বিতীয়ানুবাকেঽগ্নীষোমীয়পুরোডাশং বিধিৎসুবাদৌ তস্যোপোদ্ঘাতস্য বিধ্যাপসানং দর্শয়তি—"ত্বষ্টা হতপুত্রো বীন্দ্রꣳ সোমমাহরত্তস্মিন্নিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত তং নোপাহ্বয়ত পুত্রং মেঽবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবত্তস্য যদত্যশিষ্যত তত্ত্বষ্টাঽহবনীয়মুপ প্রাবর্ত্তয়ৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেতি যদবর্ত্তয়ত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বং যদব্রবাৎ স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেতি তস্মাদস্যেন্দ্রঃ শত্রুরভবৎ স সম্ভবন্নগ্নীষোমাবভি সমভবৎ স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙ্ঙবর্দ্ধত স ইমাল্লোঁকানবৃণোদ্যদিমাল্লোঁকানবৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বং তস্মাদিন্দ্রোঽবিভেৎ" ইতি। যস্মাৎ কারণাদস্যোৎপত্ত্যর্থমাহুতিমবর্ত্তয়ত্তস্মাৎ কারণাদ্বর্ত্তয়তোতদর্থমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বৃত্রত্বং সম্পন্নম্। যস্মাৎ কারণাৎ ষষ্ঠীসমাসস্বরং বিসৃজ্য বহুব্রীহিস্বরমুচ্চারিতবান, তস্মাৎ কারণাদিন্দ্রঃ শাতয়িতা যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বৃত্রস্যাস্যেন্দ্রো ঘাতকোঽভূৎ। শেষং পূর্ব্বপ্রপাঠকে ব্যাখ্যাতম্ ॥

তস্য বধোপায়ং দর্শয়তি—"স প্রজাপতিমুপাধাবচ্ছত্রুর্মেঽজনীতি তস্মৈ বজ্রꣳ সিক্ত্বা প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত" ইতি। ইন্দ্রো মম কশ্চিচ্ছত্রুর্জাত ইতি বদন্ প্রজাপতিমসরত। তস্মা ইন্দ্রায় স প্রজাপতির্ব্বজ্রং সিক্ত্বা বৃত্রমুদ্দিশ্য কৃত্যাভিমন্ত্রিতজলেন প্রোক্ষ্যৈতেন জহীতি বদন্ প্রাযচ্ছৎ। জহি মারয়েত্যর্থঃ। তেন বজ্রেণ সহিতঃ স ইন্দ্র এনং বৃত্রং হন্তুমভিলক্ষ্যাঽয়তাং গতবান্ ॥

ইত্থমুপোদ্ঘাতং তদুপযোগং চোক্ত্বাঽগ্নীষোমীয়পুরোডাশবিধিমর্থবাদেনাহ্নয়তি—"তাবব্রূতামগ্নীষোমৌ মা প্র হারাবমন্তঃ স্ব ইতি মম বৈ যুবꣳ স্থ ইত্যব্রবীন্মামভ্যেতমিতি তৌ ভাগধেয়মৈচ্ছেতাং তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে প্রাযচ্ছৎ" ইতি। হে ইন্দ্র মা প্রহাঃ, বৃত্রং মা প্রহর। আবমন্তঃ স্বঃ, আবামুভাবেতস্য মুখে তিষ্ঠাবঃ। তজ্জ্ঞাত্বা স ইন্দ্রোঽব্রবীৎ—যুবাং মম স্থো বৈ খল্বিতি তস্মান্মামভোতং মামভিলক্ষ্যাগচ্ছতম্ ইতি। ততোঽগ্নীষোমৌ তৎসকাশমাগতয়োরাবয়োঃ কিং ভাগধেয়মিতি পপ্রচ্ছতুঃ। স চেন্দ্রঃ পূর্ণমাসে যোঽগ্নীষোমীয়পুরোডাশঃ স যুবয়োর্ভাগ ইতি দত্তবান্। অগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং নির্ব্বপেদিতি বিধিরত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥

অগ্নীষোময়োর্নির্গমনপ্রকারং দর্শয়তি—"তাবব্রূতামভি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শক্নুব ঐতুমিতি স ইন্দ্র আত্মনঃ শীতরূরাবজনয়ত্তচ্ছীতরূরয়োর্জন্ম য এবꣳ শীতরূরয়োর্জন্ম বেদ নৈনꣳ শীতরূরৌ হতস্তাভ্যামেনমভ্যনয়ত্তস্মাজ্জঞ্জভ্যমানাদগ্নীষোমৌ নিরক্রামতাম্" ইতি। বৃত্রস্য মুখে দন্তপঙ্ক্তিভ্যামভিতঃ সম্যগ্দষ্টাবেব বর্ত্তাবহে। তস্মাদাগন্তুং ন শক্নুব ইতি উক্ত ইন্দ্রস্তয়োরাগমনায় স্বাত্মনঃ সকাশাচ্ছীতজ্বরং তদনন্তরভাবিসন্তাপং চোভাবুৎপাদিতবান্। তদানীং শীতরূরশব্দাভিধেয়য়োর্জ্বরতাপয়োর্জন্ম সমুৎপন্নম্। তজ্জন্মবেদিনং ন শীতরূরৌ হতো ন মারয়তঃ। ততঃ স ইন্দ্রস্তাভ্যাং শীতরূরাভ্যামায়ুধসদৃশাভ্যামেনং বৃত্রমভিলক্ষ্য প্রযুক্তাভ্যামনয়দেনং বৃত্রং সংযোজিতবান্। তদা শীতজ্বরসন্তাপাভ্যাং জঞ্জভ্যমানান্মুখবিদারণং কুর্ব্বতস্তস্মাদ্বৃত্রাদগ্নীষোমৌ নির্গতৌ ॥

প্রসঙ্গান্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্ক্তে—"প্রাণাপানৌ বা এনং তদজহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোঽপানঃ

ক্রতুস্তস্মাজ্জঞ্জভ্যমানো ক্রয়ান্ময়ি দক্ষক্রতূ ইতি প্রাণাপানাবেবাঽত্মন্ধত্তে সর্ব্বমায়ুরেতি” ইতি। অগ্নীষোমৌ যদা নির্গতৌ তদানীং প্রাণপানাবেবৈনং বৃত্রং ত্যক্তবন্তৌ তয়োশ্চ প্রাণাপানয়োঃ ক্রমেণ দক্ষঃ ক্রতুরিত্যেব নামনী। যস্মাৎ কারণাদেতে তয়োর্নামনী তস্মাৎ কারণাৎ ক্রতুকালে জঞ্জভ্যমানো মুখবিদারণরূপং গাত্রবিনামং কুর্ব্বন্ যজমানো ময়ি দক্ষক্রতূ ইতি মন্ত্রং ক্রয়াৎ। তিষ্ঠেতামিতি মন্ত্রবাক্যশেষস্যাধ্যাহারঃ। তেন মন্ত্রপাঠেন প্রাণাপানাবেব স্বাত্মনি স্থিরৌ ধারিতবান্ ভবতি ততোঽপমৃত্যুপরিহারেণ সর্ব্বমায়ুঃ প্রাপ্নোতি॥

অথানেন বৃত্রবধপ্রসঙ্গেনাঽজ্যভাগমন্ত্রযুগলয়োঃ কালভেদেন ব্যবস্থাং বিধত্তে—“স দেবতা বৃত্রান্নির্হূয় বার্ত্রঘ্নং হবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদ্‌ঘ্নন্তি বা এনং পূর্ণমাস আঽমাবাস্যায়াং প্যায়য়ন্তি তস্মাদ্বার্ত্রঘ্নী পূর্ণমাসেঽনূচ্যেতে বৃধন্বতী অমাবাস্যায়াম্” ইতি। স ইন্দ্রোঽগ্নীষোমপ্রমুখা বৃত্রমুখে স্থিতাঃ সর্ব্বা দেবতা বৃত্রান্নির্হূয় নিঃসার্য্য বৃত্রহননহেতুভূতং হবিরাজ্যভাগদ্রব্যরূপং পূর্ণমাসে সম্পাদিতবান্। লোকেঽপ্যেনং বৃত্রমাবরণাত্মকং বৃত্রান্ধকাররূপেণাবস্থিতং শত্রুং পূর্ণমাদিনে জ্যোৎস্নয়া বিনাশয়ন্তি। অমাবাস্যায়াং জ্যোৎস্নায়া অভাবাদ্‌বৃত্ররূপমন্ধকারমাপ্যায়য়ন্তি সর্ব্বতো বর্দ্ধয়ন্তি। যস্মাদেবং তস্মাদ্‌বৃত্রহননশব্দলাঞ্ছিতে ঋচাবাজ্যভাগয়োঃ পূর্ণমাসে পুরোনুবাক্যে কর্ত্তব্যে। বৃধিধাতুযুক্তে ঋচাবমাবাস্যায়াং পুরোনুবাক্যে কর্ত্তব্যে। অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্‌ বাৎ সোম বৃত্রহাসীত্যনয়োর্ব্বৃত্রহননপ্রতীতেরেতে ঋচৌ বার্ত্রঘ্ন্যৌ। কবির্ব্বিপ্রেণ বাবৃধে বর্দ্ধয়ামো বচোবিদ ইত্যেতে ঋচৌ বৃধিধাতুযুক্তত্বাদ্‌বৃধন্বত্যৌ॥

প্রাসঙ্গিকীমাজ্যভাগব্যবস্থাং বিধায় প্রকৃতং বৃত্রবধপ্রকারং দর্শয়তি—“তং স স্থাপ্য বার্ত্রঘ্নং হবির্বজ্রমাদায় পুনরভ্যায়ত তে অব্রূতাং দ্যাবাপৃথিবী মা প্র হারাবয়োর্ব্বৈ শ্রিত ইতি তে অব্রূতাং বরং বৃণাবহৈ নক্ষত্রবিহিতাঽহমসানীত্যসাবব্রবীচ্চিত্রবিহিতাঽহমিতীয়ং তস্মান্নক্ষত্রবিহিতাঽসৌ চিত্রবিহিতেয়ং য এবং দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বরং বেদৈনং বরো গচ্ছতি স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্রমহন্” ইতি। স ইন্দ্রো বৃত্রহননহেতুভূতমাজ্যভাগরূপং হবিঃ সম্পূর্ণং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্বজ্রমাদায় পুনরপি বৃত্রমভিলক্ষ্য হন্তুমাগতবান্। তদানীং দ্যাবাপৃথিব্যাবিন্দ্রমব্রূতাম্—অয়ং বৃত্রো ভূমিমারভ্য দ্যুলোকপর্য্যন্তং ব্যাপ্যাঽবয়োরাশ্রিতো বর্ত্ততে তস্মাদ্দীয়মেনং ন প্রহরেতি। তত ইন্দ্রস্যানঙ্গীকারমালোক্য প্রহারমভ্যনুজ্ঞাতুমুৎকোচত্বেন বরং বৃতবত্যৌ। নক্ষত্রৈর্ব্বিহিতাঽলঙ্কৃতা স্যামিতি দিবো বরঃ। মনুষ্যপশুবৃক্ষনগনদীসমুদ্রাদিরূপেণ বিচিত্রেণ বিহিতাঽলঙ্কৃতা স্যামিতি পৃথিব্যা বরঃ। তেন বরেণ তে তথৈব স্যাতাম্। এতদ্বরাভিজ্ঞোঽপি স্বাভীষ্টং বরং প্রাপ্নোতি। ততঃ স ইন্দ্রো দ্যাবাপৃথিবীভ্যামনুজ্ঞাতো বৃত্রং হতবান্॥

অথাভিহিতস্যাগ্নীষোমীয়পুরোডাশস্য দেবৌ প্রশংসতি—“তে দেবা বৃত্রং হত্বাঽগ্নীষোমাবব্রুবন্ হব্যং নো বহতমিতি তাবব্রূতামপতেজসৌ বৈ ত্যৌ বৃত্রে বৈ ত্যয়োস্তেজ ইতি তেঽব্রুবন্ক ইদমচ্ছৈতীতি গৌরিত্যব্রুবন্ গৌর্ব্বাব সর্ব্বস্য মিত্রমিতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ ময্যেব সতোভয়েন ভুনজাধ্বা ইতি তাং গৌরাঽহরত্তস্মাদ্গবি সতোভয়েন ভুঞ্জত এতদ্বা অগ্নেস্তেজো যদ্‌ঘৃতমেতৎসোমস্য যৎ পয়ো য এবমগ্নীষোময়োস্তেজো বেদ তেজস্ব্যেব ভবতি” ইতি। ইন্দ্রযুক্তাঃ পার্শ্ববর্ত্তিনঃ সর্ব্বে দেবা বৃত্রং হত্বা তন্মুখান্নিঃসৃতাবগ্নীষোমৌ প্রতি হব্য-

মস্মদর্থে বহতমিত্যব্রুবন্। ততস্তাবগ্নীষোমৌ তান্দেবান্ প্রত্যেবমব্রূতাম — আবাং তথাবিধৌ বৃত্রেণ চিরং দংশনাদপগততেজস্কাবেব সম্পন্নৌ, তাবেস্তথাবিধয়োস্তেজঃ সামর্থ্যং বৃত্র এব স্থিতমিতি। তে দেবা অব্রুবন্ পরস্পরং কো নামেদং তেজ আপ্তুং গচ্ছতীতি। তত্র বুদ্ধিমত্তো গোঃ সর্ব্বমিত্রত্বেন বৈরাভাবাদেগৌরেব বৃত্রশরীরে গত্বা তেজঃ সমানেষ্যতীত্যুক্তবন্তঃ। সাঽপি গৌরুৎকোচত্বেন বরমেবমযাচত — অনয়োঃ সম্বন্ধি ঘৃতপয়োরূপং তেজো বৃত্রশরীরাদানেষ্যামি, আনীতং চ তন্ময্যেব সর্ব্বদা তিষ্ঠতু, ময্যেব স্থিতেন তেনোভয়েন তদা তদা স্বীকৃতেন ভোজনং নির্ব্বর্ত্তয়ধ্বমিতি। তমিমং বরং লব্ধ্বা তত্তেজো গৌরানয়ৎ তস্মাদত্র বৃত্তান্তাল্লোকেঽপি নিরন্তরং গবি তিষ্ঠতৈব তেজসা ঘৃতপয়োরূপেণোভয়েন তদা তদা স্বীকৃতেন সর্ব্বে ভোজনং নিষ্পাদয়ন্তি। তত্র যদদ্ভুতমেতদেবাগ্নেস্তেজো যৎ পয় এতদেব সোমস্য তেজস্তদুভয়বেদনেন তেজস্বী ভবতীতি॥

তদিদমগ্নীষোমীয়পুরোডাশরূপং পৌর্ণমাসকর্ম্ম প্রজাপতিসম্বন্ধিত্বেনেন্দ্রসম্বন্ধিত্বেন চ প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবতাং পৌর্ণমাসমিতি প্রাজাপত্যমিতি ব্রূয়াত্তেনেন্দ্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিরবাসায়য়দিতি তস্মাজ্জ্যেষ্ঠং পুত্রং ধনেন নিরবসায়য়ন্তি॥" ইতি॥ নাত্র প্রজাপতের্হবির্ভোক্তৃত্বেন পৌর্ণমাসদেবতাত্বং কিং তু তৎকর্ম্মস্রষ্টৃত্বেন। তচ্চ পূর্ব্বকাণ্ডে উদাহৃতম্—"প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজতাগ্নিহোত্রং চাগ্নিষ্টোমং চ পৌর্ণমাসীং চোক্থ্যং চ" ইত্যাদি। স চ প্রজাপতিস্তেন পৌর্ণমাসকর্ম্মণা স্বকীয়ং জ্যেষ্ঠং পুত্রমিন্দ্রং নিরবাসায়য়ন্নিঃশেষবিত্তদানেন স্থিরনিবাসমকারয়ৎ। এতদপি পূর্ব্বকাণ্ড এব স্পষ্টমুদাহৃতম্—"তেনেন্দ্রং নিরবাসায়য়ত্তেনেন্দ্রঃ পরমাং কাষ্ঠামগচ্ছৎ" ইতি। যথা প্রজাপতির্যজ্ঞান্ সসর্জ্জ তথেন্দ্রোঽপ্যগ্নীষোমৌ বৃত্রান্নিঃসার্য্য তাভ্যামিমং পুরোডাশং দত্তবানিতি অস্তি প্রজাপতেরিবেন্দ্রস্যাপি সম্বন্ধঃ। যস্মাৎ প্রজাপতিরিন্দ্রং নিরবাসায়য়ত্তস্মাল্লোকেঽপি জ্যেষ্ঠং পুত্রং ধনেন নিরবসায়য়ন্তি নিঃশেষমায়ুষোঽবসানং ধনেন যুক্তো যথা প্রাপ্নোতি তথা কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"অগ্নীষোমীয় আগ্নেয়াৎ পূর্ব্বো নো বাঽস্তু পূর্ব্বতা। ব্রাহ্মণক্রমতো নৈবং মন্ত্রক্রমবলত্বতঃ॥ স্মৃতিক্রমাদনুষ্ঠানং মন্ত্রাণাং স্মারকত্বতঃ। প্রাবল্যং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিধিনাঽপি কৃতার্থতা॥" অগ্নীষোমীয়যাগস্তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ানুবাকে সমাম্নাতঃ—"তাভ্যামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে প্রাযচ্ছৎ" ইতি। আগ্নেয়যাগস্তু ষষ্ঠপ্রপাঠকে তৃতীয়ানুবাক আম্নাতঃ—"যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি" ইতি। তত্রানুষ্ঠানস্য ব্রাহ্মণোক্তবিধ্যধানত্বাদগ্নীষোমীয়স্য প্রথমমনুষ্ঠানমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মন্ত্রকাণ্ডে পূর্ব্বং পঠিতা আগ্নেয়মন্ত্রাঃ। তথা হি - হৌত্রকাণ্ডে আজ্যভাগমন্ত্রানুবাকাদুত্তরস্মিন্ননুবাকে প্রথমমগ্নির্মূর্দ্ধেত্যাদিকে আগ্নেয্যৌ যাজ্যানুবাক্যে আম্নাতে। ততঃ "প্রজাপতে ন ত্বদেতানি" ইত্যাদিকে প্রাজাপত্যে। ততোঽগ্নীষোমা সবেদসেত্যাদিকে অগ্নীষোমীয়ে। আধ্বর্য্যবকাণ্ডেঽগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপাম্যগ্নীষোমাভ্যামিত্যাগ্নেয়ঃ পূর্ব্বমাম্নাতঃ। যজমানকাণ্ডেঽপ্যগ্নেরহং দেবযজ্যয়াঽন্নাদো ভূয়াসমিত্যাম্নায় পশ্চাদগ্নীষোময়োরহং

দেবযজায়া বৃত্রহা ভূয়াসমিত্যাম্নায়তে। মন্ত্রক্রমশ্চ প্রবলঃ। মন্ত্রৈঃ স্মৃত্বা পশ্চাদনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। ব্রাহ্মণং ত্বপ্রাপ্তপদার্থবিধিনাহপি চরিতার্থম্। অতোহনুষ্ঠানস্মরণায়ৈবোৎপন্নান্মন্ত্রান্ বাধিতুং নালমিতি মন্ত্রক্রমেণাহগ্নেয়স্যৈব প্রথমমনুষ্ঠানম॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম—"যজমানমন্ত্রোক্তিঃ পুংসো ধর্ম্মঃ ক্রতোরুত। বাক্যাদাদ্যঃ প্রক্রিযয়া দ্বিতীয়স্ত্ববকল্প্যতে॥" দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রূয়তে—"প্রাণো বৈ দক্ষোহপানঃ ক্রতুস্তস্মাজ্জজমানো ব্রুয়ান্ময়ি দক্ষক্রতূ ইতি প্রাণাপানাবেবাহত্মন্ধত্তে সর্ব্বমায়ুরেতি ইতি। গাত্রবিনামেন বিদারিতমুখঃ পুরুষো যজমানঃ, তস্য বাক্যান্মন্ত্রোক্তিঃ প্রতীয়তে। বাক্যং চ প্রকরণাদ্বলীয়ঃ। তস্মাৎ কেবলং পুংধর্ম্ম ইতি চেন্নৈবম। ক্রতাবপি যজমান-পুরুষদক্ষত্বেন বাক্যপ্রকরণয়োর্ব্বিরোধাভাবে সত্যুভাভ্যাং ক্রতুযুক্তপুরুষসংস্কারত্বাবগমাৎ॥

তত্রৈব প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"বার্ত্রঘ্নী পৌর্ণমাসে স্তো বৃধন্বত্যৌ তু দর্শগে। ইতি প্রধানশেষত্বমুক্তং কিংবা ব্যবস্থিতিঃ। ক্রমেণ প্রাপিতা মন্ত্রাশ্চত্বারোহপ্যাজ্যভাগয়োঃ। ক্রমাদ্বাক্যং বলীয়োহত এষাং দর্শাদিশেষতা॥ ন মুখ্যে সোম একোহস্তি নাহধারত্বাদিকালয়োঃ। দর্শাদেরব্যবস্থিত্যা প্রাপ্তৌ বাক্যাদ্ব্যবস্থিতিঃ॥" দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রূয়তে—"তস্মাদ্বার্ত্রঘ্নী পূর্ণমাসেহনূচ্যেতে বৃধন্বতী অমাবাস্যায়াম" ইতি। তত্রৈবং বার্ত্রঘ্নীযুগলং বৃধন্বতীযুগলং চ হৌত্রকাণ্ডে আজ্যভাগয়োঃ ক্রমেহগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদিত্যনুবাকেনাহম্নাতম্। উদাহৃতেন তু ব্রাহ্মণবাক্যেন দর্শপূর্ণমাসযাগয়োরঙ্গত্বমবগম্যতে। তত্র বাক্যস্য প্রবলত্বাদেষাং মন্ত্রাণাং দর্শপূর্ণমাসযাগাঙ্গত্বং ন ত্বাজ্যভাগাঙ্গত্বমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—"অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ" ইত্যাগ্নেয়ী প্রথমা বার্ত্রঘ্নী। "ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ" ইতি সৌম্যা দ্বিতীয়া বার্ত্রঘ্নী। "অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা" ইত্যাগ্নেয়ী প্রথমা বৃধন্বতী। "সোমগীর্ভিষ্ট্বা বয়ম্" ইতি সৌম্যা দ্বিতীয়া বৃধন্বতী। তত্র মুখ্যয়োর্দ্দর্শপূর্ণমাসয়োরাগ্নেয়পুরোডাশসদ্ভাবাদাগ্নেয়ীদ্বয়স্য বিকল্পেন পুরোনুবাক্যাত্বং কথঞ্চিদ্ভবতু। সৌম্যয়োস্তু তত্র সম্ভবতি সোমদেবতায়া অভাবাৎ। নহ্যগ্নীষোমীয়েহপি কেবলঃ সোমো বিদ্যতে। কিঞ্চ, পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়ামিতি সপ্তমী-শ্রুত্যামাধারত্বং গম্যতে। তচ্চ যাগবাচিত্বে যাগস্য মুখ্যত্বান্ন সম্ভবতি। কালস্য তূপসর্জন-ত্বাত্তদ্বাচিত্বং যুক্তম্। কিঞ্চ, প্রযাজমন্ত্রানুবাকস্যানন্তরমেবায়মনুবাকঃ পঠিতঃ। স চাহজ্য-ভাগয়োরঙ্গয়োঃ ক্রমো ন তু মুখ্যয়োর্দ্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ। তস্মান্ন মন্ত্রচতুষ্টয়স্য মুখ্যযাগাঙ্গত্বম্। কিং তু আজ্যভাগাঙ্গত্বম্। নন্বেতৎ ক্রমেণৈব লব্ধং তত্রাপ্যাগ্নেয়ে প্রথম আজ্যভাগে মন্ত্রাহপ্যাগ্নেয়ঃ, সৌম্যে দ্বিতীয়ে সৌম্য ইত্যেষা ব্যবস্থা লিঙ্গেনৈব লভ্যতে। বাঢ়ম্। তথাহপি বার্ত্রঘ্নীযুগলং পূর্ণমাসে বৃধন্বতীযুগলমমাবাস্যায়ামিত্যেষা ব্যবস্থা পূর্ব্বমপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণবাক্যেন বিধীয়ত ইতি ন বৈয়র্থ্যম্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ॥ ২॥

* * *

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ।)

ইন্দ্রং বৃত্রং জঘ্নিবাꣳসং মৃধোঽভি প্রাবেপন্ত স এতং বৈমৃধং পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যমপশ্যত্তং নিরবপত্তেন বৈ স মৃধোঽপাহত যদ্বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যো ভবতি মৃধ এব তেন যজমানোঽপহত ইন্দ্রো বৃত্রꣳ হত্বা দেবতাভিশ্চেন্দ্রিয়েণ চ ব্যার্দ্ধ্যত স এতমাগ্নেয়মষ্টাকপালমমাবাস্যায়ামপশ্যদৈন্দ্রং দধি তং নিরবপত্তেন বৈ স দেবতাশ্চেন্দ্রিয়ং চাবারুন্ধ যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবত্যৈন্দ্রং দধি দেবতাশ্চৈব তেনেন্দ্রিয়ং চ যজমানোঽব রুন্ধ ইন্দ্রস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পৃথিবীমনু ব্যার্চ্ছত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভবন্ৎস প্রজাপতিমুপাধাবদ্বৃত্রং মে জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যম্ পৃথিবীমনু ব্যারত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভূবন্নিতি স প্রজাপতিঃ পশূনব্রবীদেতদস্মৈ সং নয়তেতি তৎ পশব ওষধীভ্যোঽধ্যাত্ম-

ন্‌ংসমনয়ন্তৎ প্রত্যদুহন্যৎ সমনয়ন্তৎ সান্নাষ্যস্য সান্নায্যত্বং যৎ

প্রত্যদুহন্তৎ প্রতিধুষঃ প্রতিধুক্ত্বং সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষন্ন তু

ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদস্মৈ শৃতং কুরুতেত্যব্রবীত্তদস্মৈ শৃতম-

কুর্ব্বন্নিন্দ্রিয়ং বাবাস্মিন্ বীর্য্যং তচ্ছ্রয়ন্তচ্ছৃতস্য শৃতত্বং সমনৈষুঃ

প্রত্যধুক্ষন্ তমক্রন্ন তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদস্মৈ দধি কুরুতেত্য-

ব্রবীত্তদস্মৈ দধ্যকুর্ব্বন্তদেনমধিনোত্তদ্দধ্নো দধিত্বং ব্রহ্মবাদিনো

বদন্তি দধ্নঃ পূর্ব্বস্যাবদেয়ম্ দধি হি পূর্ব্বং ক্রিয়ত ইত্যনাদৃত্য

তচ্ছৃতস্যৈব পূর্ব্বস্যাব দ্যেদিন্দ্রিয়মেবাস্মিন্ বীর্য্যং শ্রিত্বা দধ্নো-

পরিষ্টাদ্ধিনোতি যথাপূর্ব্ব:নৈতি যৎ পূর্ণাকৈর্ব্বা পর্ণবল্কৈর্ব্বাহ-

তক্র্যাং সৌম্যং তদ্যৎ কলৈ রাক্ষসং তদ্যত্তণ্ডুলৈর্ব্বৈশ্বদেবং তদ্যদা-

তঞ্চনেন মানুষং তদ্যদ্দধ্না তৎ সেন্দ্রং দধ্নাহতনক্তি সেন্দ্রত্বায়াগ্নি-

হো... ...চ্ছেষণমভ্যাতনক্তি যজ্ঞস্য সন্তত্যা ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা

পরাং পরাবতমগচ্ছদপারাধ্মিতি মন্যমানস্তং দেবতাঃ প্রৈষ-
মৈচ্ছন্ৎ সোঽব্রবীৎ প্রজাপতির্যঃ প্রথমোঽনুবিন্দতি তস্য প্রথমং
ভাগধেয়মিতি তং পিতরোঽন্ববিন্দন্তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্ব্বেদ্যুঃ
ক্রিয়তে সোঽমাবাস্যাং প্রত্যাঽগচ্ছত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা
বৈ নঃ অদ্য বসু বসতীতীন্দ্রো হি দেবানাং বসু তদমাবাস্যায়া
অমাবাস্যত্বং ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যং সান্নায্যমিতি
বৈশ্বদেবমিতি ব্রূয়াদ্বিশ্বে হি তদ্দেবা ভাগধেয়মভি সমগচ্ছন্তেত্যথৈ-
ন্দ্রমিত্যেব ব্রূয়াদিন্দ্রং বাব তে তদ্ভিষজ্যন্তোঽভি
সমগচ্ছন্তেতি ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

ইন্দ্রম্। বৃত্রম্। জঘ্নিবাংসম্। মৃধঃ। অভি। প্র। অবেপন্ত। সঃ।
এতম্। বৈমৃধম্। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ-মাসে। অনুনির্বাপ্যমিত্যনু—নির্বাপ্যম্

অপশ্যৎ। তম্। নিরিতি। অবপৎ। তেন। বৈ। সঃ। মৃধঃ।

অপেতি। অহত। যৎ। বৈমৃধঃ। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে। অনুনির্ব্বাপ্য

ইত্যনু—নির্ব্বাপ্যঃ। ভবতি। মৃধঃ। এব। তেন। যজমানঃ অপেতি।

হতে। ইন্দ্রঃ। বৃত্রম্। হত্বা। দেবতাভিঃ। চ। ইন্দ্রিয়েণ। চ। বীতি।

আর্দ্ধত। সঃ। এতম্। আগ্নেয়ম্। অষ্টাকপালমিত্যষ্টা—কপালম্।

অমাবাস্যায়ামিত্যমা—বাস্যায়াম্। অপশ্যৎ। ঐন্দ্রম্। দধি। তম্ নিরিতি।

অবপৎ। তেন। বৈ। সঃ। দেবতাঃ। চ। ইন্দ্রিয়ম্। চ। অবেতি।

অরুন্ধ। যৎ। আগ্নেয়ঃ। অষ্টাকপাল ইত্যষ্টা—কপালঃ। অমাবাস্যায়া-

মিত্যমা—বাস্যায়াম্। ভবতি। ঐন্দ্রম্। দধি। দেবতাঃ। চ। এব।

তেন। ইন্দ্রিয়ম্। চ। যজমানঃ। অবেতি। রুন্ধে। ইন্দ্রস্য। বৃত্রম্।

জঘ্নুষঃ। ইন্দ্রিয়ম্। বীর্য্যম্। পৃথিবীম্। অনু। বীতি। আর্চ্ছৎ। তৎ।

ওষধয়ঃ। বীরুধঃ। অভবন্। সঃ। প্রজাপতিমিতি প্রজা—পতিম্। উপেতি।

অধাবৎ। বৃত্রম্। মে। অস্য। ইন্দ্রিয়ম্। বীর্য্যম্। পৃথিবীম্। অনু।

বীতি। আরৎ। তৎ। ওষধয়ঃ। বীরুধঃ। অভবন্। ইতি। সঃ। প্রজাপতি-

রিতি প্রজা—পতিঃ। পশূন্। অব্রবীৎ। এতৎ। অস্মৈ। সমিতি। নয়ত।

ইতি। তৎ। পশবঃ। ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ। অধীতি। আত্মন্।

সমিতি। অনয়ন্। তৎ। প্রতীতি। অদুহন্। যৎ। সমনয়ন্নিতি সম্—

অনয়ন্। তৎ। সান্নায্যস্যেতি সাং—নায্যস্য। সান্নায্যত্বমিতি সান্নায্য—ত্বম্।

যৎ। প্রত্যদুহন্নিতি প্রতি—অদুহন্। তৎ। প্রতিধুষ ইতি প্রতি—ধুষঃ।

প্রতিধুক্ত্বমিতি প্রতিধুক্—ত্বম্। সমিতি। অনৈষুঃ। প্রতীতি। অধুক্ষন্।

ন। তু। ময়ি। শ্রয়তে। ইতি। অব্রবীৎ। এতৎ। অস্মৈ। শৃতম্।

কুরুত। ইতি। অব্রবীৎ। তৎ। অস্মৈ। শৃতম্। অকুর্ব্বন্। ইন্দ্রিয়ম্। বাব।

অস্মিন্। বীর্য্যম্। তৎ। অশ্রয়ন্। তৎ। শৃতস্য। শৃতত্বমিতি শৃত—ত্বম্।

সমিতি। অনৈষুঃ। প্রতীতি। অধুক্ষন্। শৃতম্। অক্রন্। ন। তু। মা।

ধিনোতি। ইতি। অব্রবীৎ। এতৎ। অস্মৈ। দধি। কুরুত। ইতি।

অব্রবীৎ। তৎ। অস্মৈ। দধি। অকুর্ব্বন্। তৎ। এনম্। অধিনোৎ।

তৎ। দধ্নঃ। দধিত্বমিতি দধি—ত্বম্। ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ।

বদন্তি। দধ্নঃ। পূর্ব্বস্য। অবদেয়মিত্যব—দেয়ম্। দধি। হি।

পূর্ব্বম্। ক্রিয়তে। ইতি। অনাদৃত্যেত্যনা—দৃত্য। তৎ। শৃতস্য।

এব। পূর্ব্বস্য। অবেতি। দ্যেৎ। ইন্দ্রিয়ম্। এব। অস্মিন্।

বীর্য্যম্। শ্রিত্বা। দধ্না। উপরিষ্টাৎ। ধিনোতি। যথাপূর্ব্বমিতি

যথা—পূর্ব্বম্। উপেতি। এতি। যৎ। পূতীকৈঃ। বা। পর্ণবল্কৈরিতি

পর্ণ—বল্কৈঃ। বা। আতঞ্চ্যাদিত্যা—তঞ্চ্যাৎ। সৌম্যম্। তৎ। যৎ।

ক্বলৈঃ। রাক্ষসম্। তৎ। যৎ। তণ্ডুলৈঃ। বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্। তৎ।

যৎ। আতঞ্চনেনেত্যা—তঞ্চনেন। মানুষম্। তৎ। যৎ। দধ্না। তৎ।

সেন্দ্রমিতি স—ইন্দ্রম্। দধ্না। এতি। তনক্তি। সেন্দ্রত্বায়েতি সেন্দ্র—ত্বায়।

অগ্নিহোত্রোচ্ছেষণমিত্যগ্নিহোত্র উচ্ছেষণম্। অভ্যাতনক্তীত্যভি—আতনক্তি।

যজ্ঞস্য। সন্তত্যা ইতি সং—তত্যৈ। ইন্দ্রঃ। বৃত্রম্। হত্বা। পরাম্।

পরাবতমিতি পরা—বতম্। অগচ্ছৎ। অপেতি। অরাধম্। ইতি।

মন্যমানঃ। তম্। দেবতাঃ। প্রৈষমিতি প্র—এষম্। ঐচ্ছন্। সঃ।

অব্রবীৎ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। যঃ। প্রথমঃ। অনুবিন্দতীত্যনু

—বিন্দতি। তস্য। প্রথমম্। ভাগধেয়মিতি ভাগ—ধেয়ম্। ইতি। তম্।

পিতরঃ। অন্বিতি। অবিন্দন্। তস্মাৎ। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ।

পূর্ব্বেদ্যুঃ। ক্রিয়তে। সঃ। অমাবাস্যামিত্যমা—বাস্যাম্। প্রতি। এতি।

অগচ্ছৎ। তম্। দেবাঃ। অভি। সমিতি। অগচ্ছন্ত। অমা। বৈ।

নঃ। অদ্য। বসু। বসতি। ইতি। ইন্দ্রঃ। হি। দেবানাম্। বসু।

তৎ। অমাবাস্যায়া ইত্যমা—বাস্যায়াঃ। অমাবাস্যত্বমিত্যমাবাস্য—ত্বম্।

ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ। বদন্তি। কিংদেবত্যমিতি কিং—দেবত্যম্।

সান্নায্যমিতি সাং—নায্যম্। ইতি। বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্। ইতি।

ব্রূয়াৎ। বিশ্বে। হি। তৎ। দেবাঃ। ভাগধেয়মিতি ভাগ—ধেয়ম্। অভীতি।

সমগচ্ছন্তেতি সম্—অগচ্ছন্ত। ইতি। তথো ইতি। খলু। ঐন্দ্রম্।

ইতি। এব। ব্রূয়াৎ। ইন্দ্রম্। বাব। তে। তৎ। ভিষজ্যন্তঃ।

অভি। সমিতি। অগচ্ছন্ত। ইতি॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রভাষ্য (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

দ্বিতীয়েঽগ্নীষোমযাগোঽভিহিতঃ পৌর্ণমাসিনে॥ অথ তৃতীয়েঽমাবাস্যায়াং সান্নায্যযাগো বক্তব্যঃ।

তত্র প্রথমং তাবৎপৌর্ণমাস্যামনুনির্ব্বাপ্যং বৈমৃধং বিধিৎসুঃ প্রস্তৌতি—"ইন্দ্রং বৃত্রং জঘ্নিবাংসং মৃধোঽভি প্রাবেপন্ত স এতং বৈমৃধং পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপামপশ্যত্তং নিরবপত্তেন বৈ স মৃধোঽপাহত" ইতি। অথ য ইন্দ্রো বৃত্রং হতবাংস্তমিন্দ্রং মৃধো বৃত্রপক্ষপাতিনো বৈরিণোঽন্যতঃ সমাগত্য প্রকর্ষেণ ভয়মুৎপাদ্যাকম্পয়ন্ত। বিনাশিতা মৃধো বৈরিণো যেন দেবেনাসৌ বিমৃৎ। স দেবো যস্যৈকাদশকপালস্য পুরোডাশস্য সোঽয়ং বৈমৃধঃ। তং পুরোডাশং পূর্ণমাসযাগেঽনুনির্ব্বাপ্যং প্রধানকর্ম্মণঃ পশ্চান্নির্ব্বাপযোগ্যমপশ্যৎ॥

অথ বিধত্তে—"যদ্বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যো ভবতি মৃধ এব তেন যজমানোঽপহতে" ইতি।

অথ সান্নায্যনামকমৈন্দ্রং দধি বিধাতুং প্রস্তৌতি—"ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা দেবতাভিশ্চেন্দ্রিয়েণ চ ব্যার্দ্ধ্যত স এতমাগ্নেয়মষ্টাকপালমমাবাস্যায়ামপশ্যদৈন্দ্রং দধি তং নিরবপত্তেন বৈ স দেবতাশ্চেন্দ্রিয়ং চাবারুন্ধ" ইতি। ইন্দ্রো বৃত্রবধেন ভীতো দূরে পলায়মানঃ স্বকীয়াভির্দ্দেবতাভিশ্চ স্বকীয়েন সামর্থ্যেন চ ব্যর্দ্ধো বিযুক্তোঽভূৎ।

অথ বিধত্তে—"যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবত্যৈন্দ্রং দধি দেবতাশ্চৈব তেনেন্দ্রিয়ং চ যজমানোঽব রুন্ধে" ইতি। অত্রাগ্নেয়ো ন বিধীয়তে। ষষ্ঠে প্রপাঠকে যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতীতি কালদ্বয়ে বিধানাৎ। অত ঐন্দ্রাগ্নবিধ্যুন্নয়নায়ায়মর্থবাদঃ—যদা কেবলেনাপ্যাগ্নেয়েন দেবতানামিন্দ্রিয়স্য চাবরোধো ভবতি তদানী-

মৈত্রাগ্নেন তদবরোধ ইতি কিমু বক্তব্যমিতি। অনয়োঃ স্তুত্যা তদ্বিধিরুন্নীয়তে। শাখান্তরে সমানপ্রকরণে স্পষ্টং তদ্বিধানাৎ। ঐন্দ্রদধিবিধিস্বসন্দিগ্ধ এব॥

তমেতং বিধিং স্তোতুং সান্নায্যনির্ব্বচনং দর্শয়তি—"ইন্দ্রস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পৃথিবীমনু ব্যার্চ্ছত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভবন্ৎস প্রজাপতিমুপাধাবদ্বৃত্রং মে জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পৃথিবীমনু ব্যারত্তদোষধয়ো বীরুধোঽভূবন্নিতি স প্রজাপতিঃ পশূনব্রবীদেতদস্মৈ সং নয়তেতি তৎ পশব ওষধীভ্যোঽধ্যাত্মন্ৎসমনয়ন্তৎ প্রত্যদুহন্যৎ সমনয়ন্তৎ সান্নায্যস্য সান্নায্যত্বং যৎ প্রত্যদুহন্তৎ প্রতিধুষঃ প্রতিধুক্ত্বম্" ইতি। জঘ্নুষো হতবতঃ। ব্যার্চ্ছদ্বিবিধত্বেন প্রাপ্নোৎ। ওষধিবীরুধোর্ভেদঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ—"ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা লতা গুল্মাশ্চ বীরুধঃ" ইতি। তদেতদিন্দ্রিয়সামর্থ্যস্যৌষধ্যাদিরূপত্বং প্রজাপতেরগ্রে কথিতবান্। স চ প্রজাপতিরেতদিন্দ্রিয়সামর্থ্যমিন্দ্রার্থং সম্যক্ প্রাপয়তেতি পশূনব্রবাৎ। তৎসামর্থ্যং পশব ওষধীভ্যঃ সকাশাদাদানীয় স্বাত্মন্যধি স্বশরীরে সম্যক্ স্থাপিতবন্তঃ। পুনঃ স্বনিষ্ঠং তদ্বীর্য্যং ক্ষীরাদিরূপমিন্দ্রং প্রতি দুগ্ধবন্তঃ। যস্মাৎ পশবঃ সমনয়ংস্তস্মাৎ সান্নায্যস্য গোরসস্য সম্যগানয়নেন সম্পন্নমিতি ব্যুৎপত্ত্যা সান্নায্যনাম ভবতি। যস্মাদিন্দ্রং প্রতি দুগ্ধবন্তস্তস্মাৎ প্রতিধুষঃ প্রতিদিনং দুহ্যমানস্য ক্ষীরস্য প্রতিধুগিতি নাম সম্পন্নম্॥

অথ শৃতনামনির্ব্বচনং দর্শয়তি—"সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষন্ন তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদস্মৈ শৃতং কুরুতেত্যব্রবীত্তদস্মৈ শৃতমকুর্ব্বন্নিন্দ্রিয়ং বাবাস্মিন্ বীর্য্যং তদশ্রয়ন্তচ্ছৃতস্য শৃতত্বম্" ইতি। ভোঃ প্রজাপতে ত্বদাজ্ঞয়া পশবঃ সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষংশ্চ ক্ষীররূপং তদ্বীর্য্যং ময়ি ন শ্রয়তে পাকাভাবান্মদুদরে তন্ন জায্যতীত্যর্থমুক্তবান্। ততঃ প্রজাপতিঃ পশূন্ প্রতি শৃতং পক্বং কুরুতেত্যব্রবীৎ। তথা কৃতে সতি তদিন্দ্রিয়সামর্থ্যং পক্বং পয়োঽস্মিন্নিন্দ্রোদরে সম্যগাশ্রিতমভূৎ। যস্মাচ্ছ্রা পাক ইত্যস্মাচ্ছ্রিঞো বা শৃতমিতি নাম নিষ্পন্নম্॥

অথ দধিনামনির্ব্বচনং দর্শয়তি—"সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষঞ্ছৃতমক্রন্ন তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদস্মৈ দধি কুরুতেত্যব্রবীত্তদস্মৈ দধ্যকুর্ব্বন্তদেনমধিনোত্তদ্দধ্নো দধিত্বম্" ইতি। সময়নপ্রতিদোহনশৃতত্বানি সম্পন্নান্যেব, কিং তু তচ্ছৃতং মাং তু ন ধিনোতি ন প্রীণয়তীত্যুক্তে প্রজাপতিরাতঞ্চনকর্ত্তৄন্ প্রতি দধি কুরুতেত্যব্রবীৎ। তচ্চ দধিকৃতং সদেনমিন্দ্রমধিনোদপ্রীণয়ৎ। তস্মাদ্দধিনাম সম্পন্নম্। অত ঐন্দ্রং দধীতি বিধির্ব্বিস্পষ্ট এব। শৃতনামনির্ব্বচনার্থবাদেনৈন্দ্রং পয় ইতি বিধিমুন্নয়েৎ। অন্যথা বক্ষ্যমাণশৃতাবদানবিচারানুদয়প্রসঙ্গাৎ॥

তমেব বিচারমভিপ্রেত্য পূর্ব্বপক্ষমুপন্যস্যতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দধ্নঃ পূর্ব্বস্যাবদেয়ং দধি হি পূর্ব্বং ক্রিয়ত ইতি" ইতি। যস্মাৎ পূর্ব্বদিনে রাত্রৌ দধি ক্রিয়তে তস্মাজ্জুহ্বামবদানেঽবদীয়মানে দধ্নঃ স্বরূপমেব পূর্ব্বমবদেয়ম্॥

তমেবং পূর্ব্বপক্ষং দর্শয়িত্বা সিদ্ধান্তং বিধত্তে—"অনাদৃত্য তচ্ছৃতস্যৈব পূর্ব্বস্যাব দ্যেদিন্দ্রিয়মেবাস্মিন্ বীর্য্যং শ্রিত্বা দধ্নোপরিষ্টাদ্ধিনোতি যথাপূর্ব্বমুপৈতি" ইতি। তৎপূর্ব্বং দধ্যবদানমনাদৃত্য ক্ষীরস্যৈব স্বরূপং পূর্ব্বমবদেয়ম্। তথা সত্যস্মিন্নজমান ইন্দ্রিয়রূপমেব ক্ষীরমবস্থাপ্যোপরিষ্টাদ্দধ্না প্রীণয়তি। ক্ষীরং পূর্ব্বভাবি দধি পশ্চাদ্ভাবীত্যেবমুৎপত্তিক্রমমপি প্রাপ্তবান্ ভবতি॥

অথাঽতঞ্চনং বিধত্তে—"যৎপূতীকৈর্ব্বা পর্ণবল্কৈর্ব্বাঽতঞ্চ্যাৎ সৌম্যং তদ্যৎ ক্বলৈ রাক্ষসং

তন্তত্তণ্ডুলৈর্ব্বৈশ্বদেবং তস্মদাতঞ্চনেন মানুষং তস্মদ্দধ্না তৎ সেন্দ্রং দধ্নাঽতনক্তি সেন্দ্রত্বায়” ইতি। সোমবল্লীসমানাম্না লতায়াঃ খণ্ডাঃ পূতীকাঃ। পলাশবৃক্ষস্যাংশাঃ পর্ণবল্কাঃ। প্রৌঢ়বদরফলানি ফলাঃ। ঈষদম্লতক্রমাতঞ্চনম্। পূতীকাদিভিরাতঞ্চনং সোমাদীনাং প্রিয়ম্। তথা সত্যত্রেন্দ্র-প্রীত্যৈ দধ্নাঽতঞ্চ্যাৎ॥

দধ্নাঽতঞ্চনস্যোপর্য্যগ্নিহোত্রার্থযবাগূশেষেণাতঞ্চনং বিধত্তে—“অগ্নিহোত্রোচ্ছেষণমভ্যাতনক্তি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ” ইতি। দর্শযাগস্যাগ্নিহোত্রেণ সহাবিচ্ছেদঃ সন্ততিঃ॥

অথ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞং বিধত্তে—“ইন্দ্রো বৃত্রঁ হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদপারাধমিতি মন্যমানস্তং দেবতাঃ প্রৈষমৈচ্ছন্‌ৎসোঽব্রবীৎ প্রজাপতির্যঃ প্রথমোঽনুবিন্দতি তস্য প্রথমং ভাগধেয়মিতি তং পিতরোঽন্ববিন্দস্তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্ব্বেদ্যুঃ ক্রিয়তে” ইতি। বৃত্রবধেনাসুরাণামপরাধং কৃতবানস্মীতি মন্যমান ইন্দ্রো ভীতোঽত্যন্তং দূরমগচ্ছৎ। তমিন্দ্রং প্রতি দেবতা আহ্বানমৈচ্ছন্। দেবতানাং মধ্যে যোঽস্মিন্ প্রথমমিন্দ্রং লভতে তস্য প্রথমং ভাগো দীয়ত ইতি প্রজাপতিনোক্তাঃ পিতরঃ প্রথমমিন্দ্রং যস্মাদলভন্ত তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্ব্বেদ্যুঃ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞং কুর্য্যাৎ। দর্শযাগদেবতানামমাবাস্যায়ামারম্ভঃ প্রতিপদি তদ্যাগঃ। পিতৄণাং ত্বমাবাস্যায়ামেব পিণ্ডদানম্। নন্বত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রথমকাণ্ডস্য তৃতীয়প্রপাঠকেঽন্ত্যানুবাকে মহতা প্রপঞ্চেন পিণ্ডপিতৃযজ্ঞো বিহিতঃ। বাঢ়ম্। এবং তর্হি সান্নায্যপ্রশংসার্থমত্র তদনুবাদোঽস্তু। তামেব স্তুতিং দ্যোতয়িতুমমাবাস্যানির্ব্বচনং দর্শয়তি—

“সোঽমাবাস্যাং প্রত্যাঽগচ্ছত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা বৈ নোঽদ্য বসু বসতীতীন্দ্রো হি দেবানাং বসু তদমাবাস্যায়া অমাবাস্যত্বম্” ইতি। পিতৃভিরন্বিষ্য লব্ধঃ স ইন্দ্রোঽমাবাস্যায়াং পলায়নদেশাৎ প্রতিনিবৃত্য সমাগতঃ তে দেবাস্তমিন্দ্রমভিমুখীকর্ত্তুং সম্প্রাপ্তাঃ পরস্পরমিদমব্রুবন্—অদ্য নোঽস্মাকং বসু শ্রেষ্ঠং ধনমমা বসতি সহ তিষ্ঠতি, সর্ব্বেষাং সাধারণত্বেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিং তদ্বস্বিতি তদুচ্যতে—ইন্দ্রঃ খলু সর্ব্বেষাং দেবানাং বসু শ্রেষ্ঠং ধনং, তস্মিন্বর্ত্তমানে সতি স্বামিলাভাৎ। যস্মাদ্দেবা এবমুক্তবন্তস্তস্মাদমা বসত্যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যাঽমাবাস্যানাম সম্পন্নম্॥

ঐন্দ্রং দধীতি বিধিবাক্যে সান্নায্যস্য যদৈন্দ্রত্বমুক্তং তদেব পূর্ব্বোত্তরপক্ষাভ্যাং দ্রঢ়য়তি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যঁ সান্নায্যমিতি বৈশ্বদেবমিতি ব্রূয়াদ্বিশ্বে হি তদ্দেবা ভাগধেয়মভি সমগচ্ছন্তেত্যথো খল্বৈন্দ্রমিত্যেব ব্রূয়াদিন্দ্রং বাব তে তদ্ভিষজ্যন্তোঽভি সমগচ্ছন্তেতি।” ইতি॥ পিতৃভিরানীয়মানমিন্দ্রমভিমুখীকর্ত্তুং সর্ব্বেঽপি দেবা যদা সমাগচ্ছংস্তদা তৎসান্নায্যলক্ষণং ভাগমভিলক্ষ্যৈব সমাগচ্ছন্নিতি সান্নায্যং বৈশ্বদেবমিতি কেষাঞ্চিৎ পক্ষঃ। অথোশব্দঃ পক্ষান্তরার্থঃ। ভীত্যা দূরদেশং গতমিন্দ্রং ভিষজ্যন্ত এব ভয়নিবারণেন সমাধিৎসন্ত এব তে দেবাস্তমিন্দ্রং সমাগতাঃ, ন তু সান্নায্যলিপ্সয়া। তস্মাৎ সান্নায্যমৈন্দ্রমিত্যেব বুদ্ধিমান্ ব্রূয়াৎ॥

অত্র মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—“সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীং তামনু বৈমৃধ ঈরিতঃ। দ্বয়োরঙ্গমুতৈকস্য দ্বয়োঃ স্যাৎ প্রক্রিয়াবশাৎ॥ উৎপত্তিবাক্যতঃ পূর্ণমাসসংযোগভাসনাৎ। তস্যৈবাঙ্গং ন দর্শস্য প্রক্রিয়া বাক্যবাধিতা॥”

দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রূয়তে—“সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীং বৈমৃধমনুনির্ব্বপতি” ইতি। অত্রৈবং বৈমৃধেষ্টিঃ প্রকরণবলাৎ প্রযাজাদিবদুভয়োরপি দর্শপূর্ণমাসয়োরঙ্গমিতি চেন্ন। বাক্যস্য প্রবলত্বাৎ।

ন চ সংস্থাপ্যেতি পৌর্ণমাস্যাঃ সমাপ্তাভিধানাত্তদঙ্গত্বমযুক্তমিতি বাচ্যম। দর্শসাধারণাঙ্গসমাপ্তাভি-প্রায়েণোপপত্তেঃ। তস্মাদুৎপত্তিবাক্যাদেবাকর্ত্তৃকত্ববাচিক্তাপ্রত্যয়াচ্চ পূর্ণমাসস্যৈবাঙ্গম্ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদে চিন্তিতম—"দর্শপূর্ণিময়োঃ প্রোক্ত আগ্নেয়ঃ কেবলোঽপ্যসৌ। দর্শে যদিতি বাক্যাভ্যাং কর্ম্মান্তরমথানুবাদগীঃ॥ অভ্যাসাদন্যকর্ম্মত্বং দ্বির্দর্শেঽসৌ প্রযুজ্যতাম্। একত্বং প্রত্যভিজ্ঞানাদনূক্ত্যৈন্দ্রাগ্নসংস্তুতিঃ॥" "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চাচ্যুতো ভবতি" ইতি কালদ্বয়ে বিহিতম্, "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবতি" ইতি একস্মিন্ কালে পুনর্বিহিতম্; তস্যাবিশেষপুনঃশ্রুতিলক্ষণেনাভ্যাসেন প্রযাজানামিব ভেদঃ। তথা সত্যাগ্নেয়যাগস্য দর্শকালে দ্বিঃ প্রয়োগ ইতি চেন্ন। প্রত্যভিজ্ঞানাদাগ্নেয়-স্যৈকত্বে সত্যেককালবাক্যস্যানুবাদত্বাৎ। ন চানুবাদো ব্যর্থঃ। বিধেয়ৈন্দ্রাগ্নস্তুত্যর্থত্বাৎ। যদ্যপ্যাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং ভবতি, তথাঽপি ন কেবলেনাগ্নিনা সাধুর্ভবতি। ইন্দ্র-সহিতোঽগ্নিঃ সমীচীনতরঃ। তস্মাদৈন্দ্রাগ্নঃ কর্ত্তব্য ইতি বিধেয়স্তুতিঃ। প্রযাজবৈষম্যং তূক্তমেবানুসন্ধেয়ম। তস্মাদনুবাদঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ যজেত য এনৌ সেন্দ্রৌ

যজেতেতি বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যো ভবতি তেন পূর্ণমাসঃ

সেন্দ্র ঐন্দ্রং দধ্যমাবাস্যায়াং তেনামাবাস্যা সেন্দ্রা য এবং বিদ্বা-

ন্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে সেন্দ্রাবেবৈনৌ যজতে শ্বঃশ্বোঽস্মা ঈজানায়

বসীয়ো ভবতি দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে

দেবা এতাম্ ইষ্টিমপশ্যন্নাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালꣳ সরস্বত্যৈ
চরুꣳ সরস্বতে চরুং তাং পৌর্ণমাসꣳ সꣳস্থাপ্যানু নিরব-
পন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যো ভ্রাতৃব্যবান্ৎস্যাৎ স পৌর্ণ-
মাসꣳ সꣳস্থাপ্যৈতামিষ্টিমনু নির্ব্বপেৎ পৌর্ণমাসেনৈব বজ্রং
ভ্রাতৃব্যায় প্রহৃত্যাঽগ্নাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যস্য
বৃঙ্ক্তে মিথুনান্ পশূন্ৎসারস্বতাভ্যাং যাবদেবাস্যাস্তি তৎ সর্ব্বং
বৃঙ্ক্তে পৌর্ণমাসীমেব যজেত ভ্রাতৃব্যবান্নামাবাস্যাꣳ হত্বা
ভ্রাতৃব্যং নাঽপ্যায়য়তি সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামো যস্মৈ
বা অল্পেনাঽহরন্তি নাঽত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতি যস্মৈ মহৎ
তৃপ্যত্যাত্মনা দদাত্যন্যস্মৈ মহতা পূর্ণꣳ হোতব্যং তৃপ্ত এবৈন-
মিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি দারুপাত্রেণ জুহোতি ন হি মৃন্ময়-

মাহুতিমানিশ ঔদুম্বরম্ ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর উর্ক পশব উর্জ্জৈবাস্মা
উর্জ্জং পশূনব রুন্ধে নাগতশ্রীর্ম্মহেন্দ্রং যজেত ত্রয়ো বৈ গত-
শ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যস্তেষাং মহেন্দ্রো দেবতা যো বৈ
স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং
প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি সম্বৎসরমিন্দ্রং যজেত সম্বৎসরঁ হি
ব্রতং নাতি স্বা এবৈনং দেবতেজ্যমানা ভূত্যা ইন্ধে বসীয়ান্
ভবতি সম্বৎসরস্য পরস্তাদগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং
নির্ব্বপেৎ সম্বৎসরমেবৈনং বৃত্রং জাঘ্নিবাঁ সমগ্নির্ব্ব্রতপতি-
র্ব্ব্রতমা লম্ভয়তি ততোঽধি কামং যজেত ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ

ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম-বাদিনঃ। বদন্তি। সঃ। তু। বৈ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—
পূর্ণমাসৌ। যজেত। যঃ। এনৌ। সেন্দ্রাবিতি স—ইন্দ্রৌ। যজেত।

ইতি। নৈমূরঃ। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে। অমুনির্ব্বাপ্য ইত্যনু—নির্ব্বাপ্যঃ।

ভবতি। তেন। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসঃ। সেন্দ্র ইতি স—ইন্দ্রঃ। ঐন্দ্রম্।

দধি। অমাবাস্যায়ামিত্যমা—বাস্যায়াম্। তেন। অমাবাস্যেত্যমা—বাস্যা।

সেন্দ্রেতি স—ইন্দ্রা। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণ-

মাসৌ। যজতে। সেন্দ্রাবিতি স—ইন্দ্রৌ। এব। এনৌ। যজতে। শ্বঃশ্ব

ইতি শ্বঃ—শ্বঃ। অস্মৈ। ঈজানায়। বসীয়ঃ। ভবতি। দেবাঃ। বৈ।

যৎ। যজ্ঞে। অকুর্ব্বত। তৎ। অসুরাঃ। অকুর্ব্বত। তে। দেবাঃ।

এতাম্। ইষ্টিম্। অপশ্যন্। আগ্নাবৈষ্ণবমিত্যাগ্না—বৈষ্ণবম্। একাদশকপাল-

মিত্যেকাদশ—কপালম্। সরস্বত্যৈ। চরুম্। সরস্বতে। চরুম্। তাম।

পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্। সংস্থাপ্যেতি সং—স্থাপ্য। অনু। নিরিতি।

অবপন্। ততঃ। দেবাঃ। অভবন্। পরেতি। অসুরাঃ। যঃ। ভ্রাতৃ-

ব্যবানিতি ভ্রাতৃব্য—বান্। স্যাৎ। সঃ। পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্।

সꣳস্থাপ্যেতি সং—স্থাপ্য। এতাম্। ইষ্টিম্। অনু। নিরিতি। বপেৎ। পৌর্ণমাসেনেতি পৌর্ণ—মাসেন। এব। বজ্রম্। ভ্রাতৃব্যায়। প্রহৃত্যেতি প্র—হৃত্য। আগ্নাবৈষ্ণবেনেত্যাগ্না—বৈষ্ণবেন। দেবতাঃ। চ। যজ্ঞম্। চ। ভ্রাতৃব্যস্য। বৃঙ্ক্তে। মিথুনান্। পশূন্। সারস্বতাভ্যাম্। যাবৎ। এব। অস্য। অস্তি। তৎ। সর্ব্বম্। বৃঙ্ক্তে। পৌর্ণমাসীমিতি পৌর্ণ—মাসীম্। এব। যজেত। ভ্রাতৃব্যবানিতি ভ্রাতৃব্য—বান্। ন। অমাবাস্যামিত্যমা—বাস্যাম্। হত্বা। ভ্রাতৃব্যম্। ন। এতি। প্যায়য়তি। সাকম্প্রস্থায়ীয়েনেতি সাকং—প্রস্থায়ীয়েন। যজেত। পশুকাম ইতি পশু—কামঃ। যস্মৈ। বৈ। অল্পেন। আহরন্তীত্যা—হরন্তি। ন। আত্মনা। তৃপ্যতি। ন। অন্যস্মৈ। দদাতি। যস্মৈ। মহতা। তৃপ্যতি। আত্মনা। দদাতি। অন্যস্মৈ। মহতা। পূর্ণম্। হোতব্যম্। তৃপ্তঃ। এব। এনম্। ইন্দ্রঃ। প্রজয়েতি প্র—জয়া। পশুভিরিতি পশু—ভিঃ। তর্পয়তি। দারুপাত্রেণেতি দারু—পাত্রেণ। জুহোতি।

ন। হি। মৃন্ময়মিতি মৃৎ—ময়ম্। আহুতিমিত্যা—হুতিম্। আনশে।

ঔদুম্বরম্। ভবতি। উর্ক্। বৈ। উদুম্বরঃ। উর্ক্। পশবঃ। উর্জ্জা।

এব। অস্মৈ। উর্জ্জম্। পশূন্। অবেতি। রুন্ধে। ন। অগতশ্রীরিত্যগত

—শ্রীঃ। মহেন্দ্রমিতি মহা—ইন্দ্রম্। যজেত। ত্রয়ঃ। বৈ। গতশ্রিয়।

ইতি গত—শ্রিয়ঃ। শুশ্রুবান্। গ্রামণীরিতি গ্রাম—নীঃ। রাজন্যঃ।

তেষাম্। মহেন্দ্র ইতি মহা—ইন্দ্রঃ। দেবতা। যঃ। বৈ। স্বাম্। দেবতাম্।

অতিযজত ইত্যতি—যজতে। প্রেতি। স্বায়ৈ। দেবতায়ৈ। চ্যবতে।

ন। পরাম্। প্রেতি। আপ্নোতি। পাপীয়ান্। ভবতি। সম্বৎসরমিতি

সং-বৎসরম্। ইন্দ্রম্। যজেত। সম্বৎসবমিতি সং—বৎসরম্। হি। ব্রতম্।

ন। অতীতি। স্বা। এব। এনম। দেবতা। ইজ্যমানা। ভূত্যৈ।

ইন্ধে। বসীয়ান্। ভবতি। সম্বৎসরস্যেতি সং বৎসরস্য। পরস্তাৎ।

অগ্নয়ে। ব্রতপতয় ইতি ব্রত—পতয়ে। পুরোডাশম্। অষ্টাকপালমিত্যষ্টা—

কপালম্। নিরিতি। বপেৎ। সম্বৎসরমিতি সং-বৎসরম্। এব। এনম্।

যুত্রম্। জম্বিবাᳫসম্। অগ্নিঃ। ব্রতপতিরিতি ব্রত—পতিঃ। ব্রতম্। এতি।

গমুয়তি। তন্তঃ। অধীতি। কামম্। যজেৎ॥ ৪॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

উক্তে বৈমৃধসান্নায্যে দ্বিতৃতীয়ানুবাককে॥ অথ চতুর্থ আগ্নাবৈষ্ণবাদয়ো বক্তব্যাঃ। তত্রাঽদৌ তাবৎপূর্ব্বোক্তানুবাকয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রশংসামাহ—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ যজেত য এনৌ সেন্দ্রৌ যজেতেতি বৈমৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যো ভবতি তেন পূর্ণমাসঃ সেন্দ্র ঐন্দ্রং দধ্যমাবাস্যায়াং তেনামাবাস্যা সেন্দ্রা য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে সেন্দ্রাবেবৈনৌ যজতে শ্বঃশ্বোঽস্মা ঈজানায় বসীয়ো ভবতি" ইতি। এতৌ দর্শপূর্ণমাসযাগাবিন্দ্র-সহিতৌ যো যজতে স এব দর্শপূর্ণমাসযাজী ন ত্বন্যঃ। তয়োশ্চ যাগয়োঃ সেন্দ্রত্বং বৈমৃধসান্না-য্যাভ্যাং সম্পদ্যতে। এবং বিদুষঃ সেন্দ্রযাগেনোত্তরোত্তরদিনে ধনাধিক্যং ভবতি॥

অথ পৌর্ণমাস্যাং কামামনুনির্ব্বাপ্যামিষ্টিমুত্তরং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"দেবা বৈ যদ্যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা এতামিষ্টিমপশ্যন্নাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালᳫ সরস্বত্যৈ চরুᳫ সরস্বতে চরুং তাং পৌর্ণমাসᳫ সᳫস্থাপ্যানু নিরবপন্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরাঃ" ইতি। দেবানাং যজ্ঞং দৃষ্ট্বা তথৈবানুচরতামসুরাণাং দেবসমানং বিজয়ং দৃষ্ট্বা দেবাস্তানসুরানঙ্করিত্বাঽনুষ্টিতেনানু-নির্ব্বাপ্যেণ স্বয়ং বিজয়ং প্রাপ্তা অসুরাশ্চ পরাভূতাঃ॥

অথ বিধত্তে—"যো ভ্রাতৃব্যবান্ৎস্যাৎ স পৌর্ণমাসᳫ সᳫস্থাপ্যৈতামিষ্টিমনু নির্ব্বপেৎ পৌর্ণ-মাসেনৈব বজ্রং ভ্রাতৃব্যায় প্রহৃত্যাঽগ্নাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে মিথুনান্ পশূন্ৎ-সারস্বতাভ্যাং যাবদেবাস্যাস্তি তৎসর্ব্বং বৃঙ্‌ক্তে" ইতি। পৌর্ণমাসেন প্রধানযাগেন বজ্রপ্রহারঃ। অগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুর্যজ্ঞ ইত্যুক্তত্বাত্তদীয়হবিষা বৈরিণো দেবতা যজ্ঞং ক্রতুং চ বিনাশয়তি। সারস্বতয়োঃ স্ত্রীপুরুষদেবত্বাত্তদীয়হবির্ভ্যাং মিথুনানাং পশূনাং বর্জ্জনম্। এতাবতা ভ্রাতৃব্যস্য যাবান্তত্তমস্তি তৎসর্ব্বং নাশিতং ভবতি॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—"পৌর্ণমাসীমেব যজেত ভ্রাতৃব্যবান্নামাবাস্যাং পিতৃযজ্ঞমেবামাবাস্যায়াং ক্রিয়তে" ইতি তদেতদ্বিধত্তে—"পৌর্ণমাসীমেব যজেত ভ্রাতৃব্যবান্নামাবাস্যাᳫ হত্বা ভ্রাতৃব্যং নাঽপ্যায়য়তি" ইতি। দ্বিতীয়ানুবাকে বৃত্রপ্রসঙ্গ ইদমুক্তম্—"ঘ্নন্তি বা এনং পূর্ণমাস আঽমা-বাস্যায়াং প্যায়য়ন্তি" ইতি। তস্মাদত্রাপি পূর্ণমাসানুষ্ঠানেন ভ্রাতৃব্যং হত্বা দর্শযাগপরিত্যাগেন ভ্রাতৃব্যস্যাঽপ্যায়নং পরিত্যক্তবান্ ভবতি॥

অথ দর্শপূর্ণমাসস্য গুণবিকৃতিরূপং কঞ্চিদ্‌যাগং বিধত্তে—"সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামো যস্মৈ বা অল্পেনাহরন্তি নাত্মনা তৃপ্যতি নান্যস্মৈ দদাতি যস্মৈ মহতা তৃপ্যত্যাত্মনা দদাত্যন্যস্মৈ মহতা পূর্ণ হোতব্যং তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" ইতি। দধিক্ষীরপূর্ণাভিশ্চতস্ৃভিঃ কুম্ভীভির্ব্রাহ্মণাঙ্গতাভিঃ সাকমধ্বর্য্যোঃ প্রস্থানং হোমস্থানং প্রতি প্রস্থানং যস্মিন্‌যাগে সোঽয়ং সাকম্প্রস্থায়ীয়ো যাগস্তেন পশুকামো যজেত। তত্র মহতা ক্ষীরদ্রব্যেণ পূর্ণং হবির্হোতব্যম্। লোকে চ যস্মৈ রাজ্ঞে করপ্রদায়িন্যঃ প্রজা অল্পেন প্রমাণেন ধনমাহরন্তি স রাজা ন স্বয়ং তৃপ্যতি নাপ্যন্যস্মৈ দাতুং শক্নোতি। যস্মৈ তু মহতা প্রমাণেন ধনমাহরন্তি স রাজা স্বয়ং তৃপ্যতি চান্যস্মৈ দাতুমপি চ প্রভবতি। তস্মাদত্রাপি মহতা প্রমাণেন পূর্ণস্য দ্রব্যস্য হোমে সতি স্বয়ং তৃপ্ত ইন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিশ্চৈনং যজমানং তর্পয়তি। তদ্‌যাগপ্রকারঃ সূত্রকারেণ স্পষ্টীকৃতঃ—"সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকাম ইত্যমাবাস্যা বিক্রিয়তে দ্বৌ সায়ংদোহাবেবং প্রাতঃ সায়ং সায়ন্দোহাভ্যাং প্রচরন্তি প্রাতঃ প্রাতর্দোহাভ্যাং সর্ব্বৈর্ব্বা প্রাতঃ" ইতি॥

ক্ষীরশ্রপণপাত্রাণাং মৃন্ময়ত্বাদ্ধোমেঽপি তৎপ্রসক্তিং বারয়িতুং বিধত্তে—"দারুপাত্রেণ জুহোতি ন হি মৃন্ময়মাহুতিমানশে" ইতি। যস্মান্মৃন্ময়পাত্রমাহুতিং ব্যাপ্তুং নার্হতি তস্মাদ্দারুপাত্রেণ হোমঃ। ন হ্যত্র জুহ্বামবদানমস্তি, পূর্ণস্য হোতব্যত্বাৎ। অতো হবিষ্প্রবণক্ষমেণ জুহুয়াৎ॥

দারুবিশেষং বিধত্তে—"ঔদুম্বরং ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্ক্ পশব ঊর্জ্জৈবাস্মা ঊর্জ্জং পশূনব রুন্ধে" ইতি। প্রথমপ্রপাঠক ঔদুম্বরো যূপো ভবতীত্যত্রৈতদ্ব্যাখ্যাতম্। অত্র সূত্রম—"পাত্রসংসাদনকালে চতুরঃ ঔদুম্বরপাত্রাণি প্রযুনক্তি তেষাং জুহূবৎ কল্পঃ" ইতি। "যাবত্যঃ কুম্ভ্যস্তাবন্তো ব্রাহ্মণা দক্ষিণত উপবাতিন উপোত্থায় কুম্ভীভ্যঃ পাত্রাণি পূরয়িত্বা তৈরেবাধ্বর্য্যুং জুহ্বন্তমনু জুহ্বতি স্বিষ্টকৃদ্ভক্ষাশ্চ ন বিদ্যন্তে" ইতি চ॥

অধিকারিভেদেন সান্নায্যস্য দেবতান্তরং বিধত্তে—"নাগতশ্রীর্ম্মহেন্দ্রং যজেত ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যস্তেষাং মহেন্দ্রো দেবতা যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি" ইতি। শুশ্রুবান্ বেদত্রয়াভিজ্ঞঃ। বেদত্রয়স্য চ শ্রীরূপত্বাত্তদভিজ্ঞঃ প্রাপ্তশ্রীর্ভবতি। শ্রীরূপত্বং চৈবমাম্নায়তে—"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়। যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূꣳষি। সা হি শ্রীরমৃতা সতাম্" ইতি। গ্রামাধ্যক্ষো গ্রামণীঃ। রাজ্ঞঃ পুত্রো রাজন্যঃ। তয়োঃ প্রাপ্তশ্রীকত্বং প্রসিদ্ধম্। তেষামেব ত্রয়াণাং মহেন্দ্রো দেবতা। এবং সতি যঃ পুরুষঃ স্বকীয়াং দেবতামতিক্রম্য যজতে। এতেষু কশ্চিদিন্দ্রং যজতি। অন্যো বা মহেন্দ্রং যজতি। তাদৃশঃ স্বকীয়দেবতায়াঃ প্রচ্যুতঃ সন্ পরকীয়াং দেবতাং ন প্রাপ্নোতি। তদ্দেবতাশাপেন পাপীয়ান্দরিদ্রশ্চ ভবতি॥

অগতশ্রিয়ঃ সর্ব্বদেন্দ্রপ্রাপ্তৌ বিশেষং বিধত্তে "সম্বৎসরমিন্দ্রং যজেত সম্বৎসরꣳ হি ব্রতং নাতি বৈবৈনং দেবতেজ্যমানা ভূত্যা ইন্ধে বসীয়ান্ ভবতি" ইতি। সম্বৎসরমতিক্রম্য যস্মাদ্ব্রতং নানুষ্ঠেয় ভবতি তস্মাদগতশ্রীঃ সম্বৎসরমিন্দ্রং যজেত। এবং সতি স্বকীয়ৈব দেবতাঽস্মিন্ সম্বৎসর ইজ্যমানা সতী ভূত্যর্থং যজমানং প্রকাশয়তি। ততোঽয়ং ধনাত্তরো ভবতি॥

অগতশ্রিয়ঃ কাঞ্চিদিষ্টিং বিধত্তে—"সম্বৎসরস্য পরস্তাদগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ সম্বৎসরমেবৈনং বৃত্রং জঘ্নিবাꣳসমগ্নির্ব্রতপতির্ব্রতমালম্ভয়তি" ইতি। ব্রতপালকো-

হবিশ্মহেন্দ্রযাগাধিকারনিবারকপাপরূপং বৃত্রং সম্বৎসরেন্দ্রানুষ্ঠানেন হতবন্তং যজমানং মহেন্দ্র-যাগানুষ্ঠানরূপং ব্রতং প্রাপয়তি ॥

ব্রতপতেষ্টৈরৈর্দ্ধমগতশ্রিয় ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োরৈচ্ছিকত্বং বিধত্তে—"ততোঽধি কামং যজেত ॥" ইতি ॥

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম—"অভিক্রামন্ সহ কুম্ভীভিরস্মিন্ শেষক্রিয়া ন বা। জুহ্বাহবদানাৎ প্রকৃতাবিব শেষক্রিয়োচিতা ॥ কুম্ভীষু শেষাসংসিদ্ধেঃ সাকম্প্রস্থায়কর্ম্মণি। ন স্বিষ্টকৃদিদং কার্য্যমগ্নীধে স্রুক্প্রদানতঃ ॥"

"সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামঃ" ইতি বিহিতে কর্ম্মণি শ্রূয়তে—"সহকুম্ভীভিরভি-ক্রামন্" ইতি। তত্র চতসৃভির্দ্দধিপয়ঃকুম্ভীভিঃ সহাহবনীয়দেশেঽভিক্রমণমাত্রং শ্রুতম্। ন তু তত্র কুম্ভীভির্হোমঃ শ্রুতঃ। তথা সত্যস্য কর্ম্মণঃ সান্নায্যবিকৃতিত্বাজ্জুহ্বা কুম্ভীভ্যোঽ-বদায় জুহুয়াৎ। হুতশেষেণ চ স্বিষ্টকৃদাদিকং সান্নায্যশেষেণেব কর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তে, ক্রমঃ—নাত্র কুম্ভীষু হুতশেষঃ সান্নায্য ইব জুহ্বাঽবদানাভাবাৎ। অগ্নীধে স্রুচৌ প্রদায় সহ কুম্ভী-ভিরভিক্রামন্নিত্যুক্তত্বাজ্জুহূপভৃতোঃ প্রত্ত্বাদভিক্রমণস্য হোমার্থত্বাচ্চ কুম্ভীভিরেব দধিপয়সোর্হোমে সতি কুম্ভীমাত্রমবশিষ্যতে, ন হুতহবিঃশেষঃ। অতঃ কুতঃ শেষকর্ম্ম কার্য্যম্ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ)।

নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্য পয়ো যোঽসোমযাজী যদ-সোমযাজী সং নয়েৎ পরিমোষ এব সোঽনৃতং করোত্যথো পরৈব সিচ্যতে সোমযাজ্যেব সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায্যং পয়সৈব পয় আত্মন্ধত্তে বি বা এতং প্রজয়া পশুভির্র্দ্ধয়তি

বৰ্দ্ধয়ত্যস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমাঃ অভ্যুদেতি ত্রেধা তণ্ডুলান্বি ভজেদ্যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাদ্যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধ্‌ংশ্চরুং যেঽণিষ্ঠাস্তান্বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুমগ্নিরেবাস্মৈ প্রজাং প্রজনয়তি বৃদ্ধামিন্দ্রঃ প্র যচ্ছতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতি তিষ্ঠতি ন দ্বে যজেত যৎ পূর্ব্বয়া সম্প্রতি যজেতোত্তরয়া ছম্বট্ কুর্য্যাদ্যদুত্তরয়া সম্প্রতি যজেত পূর্ব্বয়া ছম্বট্ কুর্য্যান্নেষ্টির্ভবতি ন যজ্ঞস্তদনু হ্রীতমুখ্যপগল্‌ভো জায়ত একামেব যজেত প্রগল্‌ভোঽস্য জায়তেঽনাদৃত্য তদ্দ্বে এব যজেত যজ্ঞমুখমেব পূর্ব্বয়াঽলভতে যজত উত্তরয়া দেবতা এব পূর্ব্বয়াঽবরুন্ধ ইন্দ্রিয়মুত্তরয়া দেবলোকমেব পূর্ব্বয়াঽভিজয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরয়া ভূয়সো যজ্ঞক্রতূনুপৈত্যেষা বৈ সুমনা নামেষ্টির্যমদ্যেজানং পশ্চা-

চন্দ্রমা অভ্যুদেত্যস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজেত পূর্ণমাসে সং নয়েন্মৈত্রাবরুণ্যাঽমি-
ক্ষয়াঽমাবাস্যায়াং যজেত পূর্ণমাসে বৈ দেবানাꣳ সুতস্তেষামেত-
মর্দ্ধমাসং প্রসুতস্তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাঽমাবাস্যায়ামনূবন্ধ্যা যৎ
পূর্ব্বেদ্যুর্যজতে বেদিমেব যৎ করোতি যদ্বৎসানপাকরোতি সদোহ-
বির্দ্ধানে এব সং মিনোতি যদ্যজতে দেবৈরেব সুত্যাꣳ সং পাদয়তি
স এতমর্দ্ধমাসꣳ সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবতি যন্মৈত্রাবরুণ্যাঽমি-
ক্ষয়াঽমাবাস্যায়াং যজতে যৈবাসৌ দেবানাং বশাঽনুবন্ধ্যা সো
এবৈষৈতস্য সাক্ষাদ্বা এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং যজ্ঞম্ অভ্যা-
রোহতি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যারূঢ়ঃ কাময়তে তথা করোতি
যদ্যববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃঙ্ ব্যাবৃৎকাম
এতেন যজ্ঞেন যজেত ক্ষুরপবির্হ্যেষ যজ্ঞস্তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি

প্র বা গীয়তে তস্যৈতদ্ব্রতং নানৃতং বদেন্ন মাংসমশ্নীয়ান্ন স্ত্রিয়-
মুপেয়ান্নাস্য পল্পূলনেন বাসঃ পল্পূলয়েয়ুরেতদ্ধি দেবাঃ
সর্ব্বং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ন। অসোমযাজীত্যসোম—যাজী। সমিতি। নয়েৎ। অনাগতমিত্যনা—গতম্। বৈ।
এতস্য। পয়ঃ। যঃ। অসোমযাজীত্যসোম—যাজী। যৎ। অসোমযাজীত্য-
সোম—যাজী। সন্নয়েদিতি সং—নয়েৎ। পরিমোষ ইতি পরি—মোষঃ।
এব। সঃ। অনৃতম্। করোতি। অথো ইতি। পরেতি। এব। সিচ্যতে।
সোমযাজীতি সোম—যাজী। এব। সমিতি। নয়েৎ। পয়ঃ। বৈ। সোমঃ।
পয়ঃ। সান্নায্যমিতি সাং—নায্যম্। পয়সা। এব। পয়ঃ। আত্মন্। ধত্তে।
বীতি। বৈ। এতম্। প্রজয়েতি প্র—জয়া। পশুভিরিতি পশু—ভিঃ। অর্দ্ধ-
য়তি। বর্দ্ধয়তি। অস্য। ভ্রাতৃব্যম্। যস্য। হবিঃ। নিরুপ্তমিতি নিঃ—

উগ্রম্। পুরস্তাৎ। চন্দ্রমাঃ। অভীতি। উদেতীত্যুৎ—এতি। ত্রেধা। তণ্ডু-

লান্। বীতি। ভজেৎ। যে। মধ্যমাঃ। স্যুঃ। তান্। অগ্নয়ে। দাত্রে।

পুরোডাশম্। অষ্টাকপালমিত্যষ্টা—কপালম্। কুর্য্যাৎ। যে। স্থবিষ্ঠাঃ। তান্।

ইন্দ্রায়। প্রদাত্র ইতি প্র—দাত্রে। দধন্। চরুম্। যে। অণিষ্ঠাঃ। তান্।

বিষ্ণবে। শিপিবিষ্টায়েতি শিপি—বিষ্টায়। শৃতে। চরুম্। অগ্নিঃ। এব।

অস্মৈ। প্রজামিতি প্র—জাম্। প্রজনয়তীতি প্র—জনয়তি। বৃদ্ধাম্। ইন্দ্রঃ।

প্রেতি। যচ্ছতি। যজ্ঞঃ। বৈ। বিষ্ণুঃ। পশবঃ। শিপিঃ। যজ্ঞে। এব।

পশুষু। প্রতীতি। তিষ্ঠতি। ন। দ্বে ইতি। যজেত। যৎ। পূর্ব্বয়া।

সম্প্রতীতি সং—প্রতি। যজেত। উত্তরয়েত্যুৎ—তরয়া। ছম্বট্। কুর্য্যাৎ।

যৎ। উত্তরয়েত্যুৎ—তরয়া। সম্প্রতীতি সং—প্রতি। যজেত। পূর্ব্বয়া।

ছম্বট্। কুর্য্যাৎ। ন। ইষ্টিঃ। ভবতি। ন। যজ্ঞঃ। তৎ। অন্বিতি। হ্রীত-

মুখীতি হ্রীত—মুখী। অপগল্‌ভ ইত্যপ—গল্‌ভঃ। জায়তে। একাম্। এব।

যজেত। প্রগল্ভ ইতি প্র—গল্‌ভঃ। অস্য। জায়তে। অনাদৃত্যেত্যনা—
দৃত্য। তৎ। দ্বে ইতি। এব। যজেত। যজ্ঞমুখমিতি যজ্ঞ—মুখম্। এব।
পূর্ব্বয়া। আলভত ইত্যা—লভতে। যজতে। উত্তরয়েত্যুৎ—তরয়া। দেবতাঃ।
এব। পূর্ব্বয়া। অবরুন্ধ ইত্যব—রুন্ধে। ইন্দ্রিয়ম্। উত্তরয়েত্যুৎ—তরয়া। দেব-
লোকমিতি দেব—লোকম্। এব। পূর্ব্বয়া। অভিজয়তীত্যভি—জয়তি। মনুষ্য-
লোকমিতি মনুষ্য—লোকম্। উত্তরয়েত্যুৎ—তরয়া। ভূয়সঃ। যজ্ঞক্রতু-
নিতি যজ্ঞ—ক্রতূন্। উপেতি। এতি। এষ। বৈ। সুমনা ইতি সু মনাঃ।
নাম। ইষ্টিঃ। যম্। অদ্য। ঈজানম্। পশ্চাৎ। চন্দ্রমাঃ। অভীতি।
উদেতীত্যুৎ—এতি। অস্মিন্। এব। অস্মৈ। লোকে। অর্দ্ধুকম্। ভবতি। দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেনেতি দাক্ষায়ণ—যজ্ঞেন। সুবর্গকাম ইতি সুবর্গ—কামঃ। যজেত। পূর্ণ-
মাস ইতি পূর্ণ—মাসে। সমিতি। নয়েৎ। মৈত্রাবরুণ্যেতি মৈত্রা—বরুণ্যা।
আমিক্ষয়া। অমাবাস্যায়ামিত্যমা—বাস্যায়াম্। যজেত। পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—

আসে। বৈ। দেবানাম্। সুতঃ। তেষাম্। এতম্। অর্দ্ধমাসমিত্যর্দ্ধ—মাসম্।

প্রসুত ইতি প্র—সুতঃ। তেষাম্। মৈত্রাবরুণীতি মৈত্রা—বরুণী। বশা।

অমাবাস্যায়ামিত্যমা—বাস্যায়াম্। অনুবন্ধ্যেত্যনু—বন্ধ্যা। যৎ। পূর্ব্বেদ্যুঃ।

যজতে। বেদিম্। এব। তৎ। করোতি। যৎ। বৎসান্। অপাকরো-

তীত্যপ—আকরোতি। সদোহবির্দ্ধানে ইতি সদঃ-হবির্দ্ধানে। এব। সমিতি।

মিনোতি। যৎ। যজতে। দেবৈঃ। এব। সুত্যাম। সমিতি। পাদয়তি।

সঃ। এতম্। অর্দ্ধমাসমিত্যর্দ্ধ—মাসম্। সধমাদমিতি সধ—মাদম্। দেবৈঃ।

সোমম্। পিবতি। যৎ। মৈত্রাবরুণ্যেতি মৈত্রা—বরুণ্যা। আমিক্ষয়া। অমা-

বাস্যায়ামিত্যম—বাস্যায়াম্। যজতে। যা। এব। অসৌ। দেবানাম্। বশা।

অনুবন্ধ্যেত্যনু—বন্ধ্যা। সো ইতি। এব। এষা। এতস্য। সাক্ষাদিতি স—

অক্ষাৎ। বৈ। এষঃ। দেবান্। অভ্যারোহতীত্যভি—আরোহতি। যঃ।

এষাম্। যজ্ঞম্। অভ্যারোহতীত্যভি—আরোহতি। যথা। খলু। বৈ।

শ্রেয়ান্ । অভ্যারুঢ় ইত্যভি—আরুঢ়ঃ । কাময়তে । তথা । করোতি । যদি ।

অবধিধ্যতীত্যব—বিধ্যতি । পাপীয়ান্ । ভবতি । যদি । ন । অববিধ্যতীত্যব—

বিধ্যতি । সদৃঙ্ঙিতি স—দৃঙ্ । ব্যাবৃৎকাম ইতি ব্যাবৃৎ—কামঃ । এতে ।

যজ্ঞেন । যজেত । ক্ষুরপবিরিতি ক্ষুর—পবিঃ । হি । এষঃ । যজ্ঞঃ । তাজক্ ।

পুণ্যঃ বা । ভবতি । প্রেতি । বা । মীয়তে । তস্য । এতৎ । ব্রতম্ ।

ন । অনৃতম্ । বদেৎ । ন । মাংসম্ । অশ্নীয়াৎ । ন । স্ত্রিয়ম্ । উপেতি ।

ইয়াৎ । ন । অস্য । পল্‌পূলনেন । বাসঃ । পল্‌পূলয়েয়ুঃ । এতৎ । হি ।

দেবাঃ । সর্ব্বম্ । ন । কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং) ॥

দ্বিধা চতুর্থে পুংভেদাৎ প্রোক্তা সান্নায্যদেবতা ॥ অথ পঞ্চমেঽভ্যুদয়েষ্ট্যাদয়ো বক্তব্যাঃ ॥

তত্র তাবৎসান্নায্যাধিকারিণং বিবিনক্তি—"নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্য পয়ো যোঽসোমযাজী যদসোমযাজী সং নয়েৎ পরিমোষ এব সোঽনৃতং করোত্যথো পরৈব সিচ্যতে সোমযাজ্যেব সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায্যং পয়সৈব পয় আত্মন্ধত্তে" ইতি। সোমযাগাৎ পুরা দর্শযাগী সান্নায্যং নানুতিষ্ঠেৎ। অসোমযাজিনঃ পয়োঽনাগতমপ্রাপ্তম। সোমস্যৌষধিরসত্বেন তদভাবে সত্যোষধিরসবিশেষস্য পয়সঃ সুতরামভাবাৎ। এবং সতি যস্তসোমযাজী সন্নয়েত্তর্হ্যসৌ পরিমোষ এব তস্কর এব সন্ননৃতং করোত্যন্যায্যং করোতি। অপি চ বহ্নৌ সিচ্যমানং তৎসান্নায্যমন্যায্যত্বাৎ পরৈব সিচ্যতে বিনাশ্যত এব। তস্মাৎ সোমযাজ্যেব সন্নয়েৎ। ন চাস্যেতরং পয়োঽনাগতং, সোমস্যৌষধিরসত্বেন পয়োরূপত্বাৎ। সান্নায্যমপি তথাবিধম্। অতঃ সোমযাজী সোমরূপেণ পয়সা সহ সান্নায্যরূপং পয় আত্মনি ধারয়তি ॥

অথাভ্যুদয়েষ্টিং বিধত্তে—"বি বা এতং প্রজয়া পশুভির্দ্ধয়তি বর্দ্ধয়ত্যস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি ত্রেধা তণ্ডুলান্বি ভজেদ্যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাদ্যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং যেহণিষ্ঠাস্তান্বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুমগ্নিরেবাস্মৈ প্রজাং প্র জনয়তি বৃদ্ধামিন্দ্রঃ প্র যচ্ছতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপির্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতি তিষ্ঠতি" ইতি। চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যেয়মিতি ভ্রান্ত্যা সান্দহানো রাত্রাবেব হবীংষি নির্ব্বপেৎ। তথা চ শ্রুত্যন্তরমাম্নায়তে—"যদি বিভীয়াদভি মোদেষ্যতীতি মহারাত্রে হবীংষি নির্ব্বপেৎ ফলীকৃতৈস্তণ্ডুলৈরকপালী তার্দ্ধং দধি হবিরাতঞ্চনস্য নিদধ্যাদর্দ্ধং ন যত্যাদিয়াত্তেনাহং তস্য প্রচরেত্ যদি নাভ্যুদিয়াত্তেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ" ইতি। অয়মর্থঃ—যদি চতুর্দ্দশ্যাং প্রাতরগ্নিহোত্রাদূর্দ্ধমমাবাস্যাভ্রান্ত্যা বৎসানপাকৃত্য সায়ং দুগ্ধা দধ্যর্থমাতঞ্চনং বিধায় পশ্চাত্তিথৌ সন্দিহানো মাং প্রতি চন্দ্রোঽভ্যুদেষ্যতীতি ভীতো ভবেত্তদা রাত্রিমধ্যে হবীংষি নিরুপ্য ফলীকরণান্তং বিধায় শোধিতৈস্তণ্ডুলৈরুক্তশ্চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। তৎপূর্ব্বাতঞ্চনেন নিষ্পন্নস্য দধ্নোঽর্দ্ধমুত্তরস্যাং রাত্রৌ পুনরাতঞ্চনার্থমবস্থাপয়েৎ। ইতরস্যার্দ্ধং ন পৃথগবস্থাপয়েৎ, কিন্তু তণ্ডুলৈঃ সহ পূর্ব্বতোঽবস্থাপ্য চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। যদি চন্দ্রোঽভ্যুদিয়াত্তদানীং পৃথগবস্থাপিতেনার্দ্ধেন পরেদ্যুর্য্যামাবাস্যায়াং রাত্রৌ সায়ংদোহমাতঞ্চ্য নিষ্পন্নেন দধ্না প্রতিপদি প্রাতঃ প্রচরেৎ। যদি তু ন চন্দ্রোঽভ্যুদিয়াত্তদা তণ্ডুলৈর্দধ্যর্দ্ধেন চ দর্শকর্ম্ম নিষ্পাদ্য পৃথগবস্থাপিতার্দ্ধান্তরেণ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি। এবং স্থিতে সতি যস্য যজমানস্য রাত্রাবেব ফলীকৃততণ্ডুলপর্য্যন্তং হবির্নিরুপ্তং সম্পাদিতং ভবতি। ততঃ প্রতীক্ষমাণশ্চন্দ্রমাঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি অভ্যুদেতি। চন্দ্র এতং যজমানং প্রজয়া পশুভিশ্চ বাদ্ধয়ত্যেবাস্য ভ্রাতৃব্যং চ বর্দ্ধয়তি। অতোঽভ্যুদয়ং নিমিত্তীকৃত্যোক্তাংস্তণ্ডুলান্মধ্যমস্থবিষ্ঠাণিষ্ঠরূপে স্ত্রেধা বিভজ্যৈতান্ পূর্ব্বদেবতাভ্যো বিভজেৎ। বিভজ্য চ দাত্রাদিগুণকাম্যাদেবতাভ্যো হবীংষি কুর্য্যাৎ॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—"দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ দ্বে অমাবাস্যে যজেত যঃ কাময়েতর্দ্ধুয়ামিত্যুক্তং হৃদ্ধিকামেব যজেত" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—পৌর্ণমাস্যাং পূর্ব্বাং প্রতিপদি পৌর্ণমাসযাগং কৃত্বা তদানীমেবান্ বাবায় দ্বিতীয়ায়াং পুনঃ পৌর্ণমাসযাগং কুর্য্যাৎ। এবমমাবাস্যায়ামপি। সেয়মৃদ্ধিকামস্যেষ্টিঃ সুমনা ইত্যভিধীয়তে। তামেতাং সুমনানামিষ্টিং পূর্ব্বোত্তরপক্ষাভ্যাং বিচার্য্য বিধাতুমাদৌ পূর্ব্বপক্ষাভিসন্ধানং নিরাকৃত্য স্বপক্ষং বিধত্তে—

"ন দ্বে যজেত যৎপূর্ব্বয়া সম্প্রতি যজেতোত্তরয়া ছম্বট্ কুর্য্যাদ্যদুত্তরয়া সম্প্রতি যজেত পূর্ব্বয়া ছম্বট্ কুর্য্যান্নেষ্টির্ভবতি ন যজ্ঞস্তদনু হ্রীতমুখ্যপগল্ভো জায়ত একামেব যজেত প্রগল্ভোঽস্য জায়তে" ইতি। সিদ্ধান্তিনা যদুচ্যতে দ্বে যজেতেতি তন্ন যুক্তম্। যদি তত্র পূর্ব্বয়া পৌর্ণমাস্যা সম্প্রতি যজেত সম্যগনুতিষ্ঠেত্তদানীমুত্তরয়া ছম্বট্ কুর্য্যাৎ। যদুত্তরা সম্যগনুষ্ঠিতা তদা পূর্ব্ববৈয়র্থ্যম্। তথা সতি দ্বিরনুষ্ঠিতা সেয়মিষ্টিরিত্যপি বক্তুং ন শক্যতে, ইষ্টান্তরবিকারত্বেনাবিধানাৎ। নাপ্যগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞ ইতি বক্তুং শক্যতেঽহাবক্প্রয়োগে সত্যপি প্রাতঃসবনাদীনামভাবাৎ। অত উভয়ভ্রষ্টত্বাত্তদনুষ্ঠাতা যজমানঃ সভায়াং হ্রীতমুখো ভবতি। তৈঃ পুত্রঃ সদস্যত্বং বক্তুং ন প্রগল্ভো ভবেৎ। তস্মাদৃদ্ধিকাম্য ঋদ্ধিং পরিত্যজ্যৈকামেব পৌর্ণমাসামমাবাস্যাং চ যজেত। তথা সত্যস্য যজমানস্য পুত্রোঽপি সভায়াং প্রগল্ভো জায়তে কিমু বক্তব্যমযমিতি॥

তমিমং পূর্ব্বপক্ষং নিরাকৃত্য সিদ্ধান্তং বিধত্তে—"অনাদৃত্য তদ্দে এব যজেত যজ্ঞমুখমেব পূর্ব্বয়াহলভতে যজত উত্তরয়া দেবতা এব পূর্ব্বয়াহবরুন্ধ ইন্দ্রিয়মুত্তরয়া দেবলোকমেব পূর্ব্বয়াহভিজয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরয়া ভূয়সো যজ্ঞক্রতূনুপৈত্যেষা বৈ সুমনা নামেষ্টির্যমদ্যেজানং পশ্চাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেত্যস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেহর্দ্ধুকং ভবতি" ইতি। একামেবেতি যদুক্তং তদনাদৃত্য দ্বে এব যজেত, তত্র পূর্ব্বয়েষ্ট্যা সম্যগনুষ্ঠিতয়া যজ্ঞমুখরূপযজ্ঞোপক্রমস্যাহলম্ভনং দেবতাবরোধো দেবলোকজয়শ্চেতি প্রয়োজনত্রয়ং সম্পদ্যতে। উত্তরয়া সম্যগনুষ্ঠিতয়া প্রকৃতযজ্ঞসম্পূর্ত্তিরিন্দ্রিয়াবরোধো মনুষ্যলোকজয়শ্চেতি সম্পদ্যন্তে ত্রীণি প্রয়োজনানি। অতো নৈকস্যা অপি বৈয়র্থ্যম্। নাপীষ্টিযজ্ঞত্বয়োরভাবঃ, প্রত্যেকমিষ্টিত্বেহপি সমুহিতস্য প্রৌঢ়যজ্ঞত্বাৎ। অত এতদনুষ্ঠানেন ভূয়সো বহূনেকাহাহীনসত্ররূপান্ যজ্ঞক্রতূনুপৈতি। কিঞ্চাস্য দ্বিতীয়ামিষ্টিমস্তং যজমানমভিলক্ষ্য পশ্চাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি তস্মেয়মিষ্টির্নাম্না সুমনা ইত্যুচ্যতে। বর্দ্ধিষ্ণুচন্দ্রোদয়স্য সৌমনস্যহেতুত্বাৎ। ততোহস্মিন্নেব লোকে তস্য সমৃদ্ধির্দ্ধনং ভবতি॥

যথেয়ং সুমনা নামেষ্টির্দর্শপূর্ণমাসয়োর্গুণবিকৃতিস্তথান্যাং গুণবিকৃতিং বিধত্তে—"দাক্ষায়ণযজ্ঞেন সুবর্গকামো যজেত" ইতি। এতস্য যজ্ঞস্য স্বরূপং সূত্রকারেণ স্পষ্টীকৃতম্—"দাক্ষায়ণযজ্ঞেন সুবর্গকামো দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ দ্বে অমাবাস্যে যজেতাহগ্নেয়োহষ্টাকপালোহগ্নীষোমীয় একাদশকপালঃ পূর্ব্বস্যাং পৌর্ণমাস্যামাগ্নেয়োহষ্টাকপাল ঐন্দ্রং দধ্যুত্তরস্যামাগ্নেয়োহষ্টাকপাল ঐন্দ্রাগ্ন একাদশকপালঃ পূর্ব্বস্যামমাবাস্যায়ামাগ্নেয়োহষ্টাকপালো মৈত্রাবরুণ্যামিক্ষা দ্বিতীয়োত্তরস্যাম" ইতি॥

তত্রোত্তরস্যাং পৌর্ণমাস্যামুত্তরস্যামমাবাস্যায়াং চৈকৈকং বিধত্তে—"পূর্ণমাসে সং নয়েন্মৈত্রাবরুণ্যাহমিক্ষয়াহমাবাস্যায়াং যজেত" ইতি॥

তত্রৈন্দ্রং দধিরূপং যদুত্তরস্মিন্ পৌর্ণমাসে সান্নায্যং তৎ প্রশংসতি—"পূর্ণমাসে বৈ দেবানাᳬ সুতস্তেষামেতমর্দ্ধমাসং প্রসুতঃ" ইতি। যদৈন্দ্রং দধ্যনুষ্ঠিতং তেন পৌর্ণমাস এব দেবানাং সোমোহভিষুতো ভবতি। পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায্যমিত্যুক্তত্বাৎ। তেষাং দেবানাং পৌর্ণমাসীমারভ্যামাবাস্যাপর্য্যন্তমর্দ্ধমাসং নৈরন্তর্য্যেণ সোমঃ প্রকর্ষেণ সুতো ভবতি। প্রতিদিনমনুষ্ঠিতাভিঃ সোমবিকৃতিভির্যা প্রীতিঃ সা তেন সান্নায্যেন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ॥

অথোত্তরস্যামমাবাস্যায়াং বিহিতামামিক্ষাং প্রশংসতি—"তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাহমাবাস্যায়ামনুবন্ধ্যা যৎপূর্ব্বেদ্যুর্যজতে বেদিমেব তৎ করোতি যদ্বৎসানপাকরোতি সদোহবির্দ্ধানে এব সং মিনোতি যদ্যজতে দেবৈরেব সুত্যাᳬ সম্পাদয়াত স এতমর্দ্ধমাসᳬ সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবতি যন্মৈত্রাবরুণ্যাহমিক্ষয়াহমাবাস্যায়াং যজতে যৈবাসৌ দেবানাং বশাহনুবন্ধ্যা সো এবৈষৈতস্য" ইতি। যেয়মমাবাস্যায়ামনুষ্ঠিতা মৈত্রাবরুণ্যামিক্ষা সা তেষাং দেবানাং বশাহনুবন্ধ্যা সম্পদ্যতে। তৎকথমিতি তদুচ্যতে—পূর্ব্বেদ্যুঃ শুক্লপ্রতিপদি যজত ইতি যত্তেন সৌমিকীং বেদিমেব কৃতবান্ ভবতি। তস্মিন্নেব দিনে পুনরেব বৎসানপাকরোতীতি যত্তেন সদোহবির্দ্ধানে যৌ মণ্ডপৌ সম্পাদিতবান্ ভবতি। দ্বিতীয়ায়াং প্রাতরাগ্নেয়েনাষ্টাকপালেন যজত ইতি যত্তেন দেবৈরিষ্যমাণাং সুত্যামেব সম্পাদিতবান্ ভবতি। স তাদৃশো যজমান এতমর্দ্ধমাসং শুক্লপক্ষং নৈরন্তর্য্যেণ দেবৈঃ সধমাদং সহর্ষোপেতং সোমং পীতবান্ ভবতি। তস্মাদাগ্নেয়াদূর্দ্ধং তস্মিন্দ্বিতীয়ামাবাস্যাকর্ম্মণি মৈত্রাবরুণ্যাহমিক্ষয়া যজত ইতি যৎ সো এষামিক্ষা যজমানস্য বশা সম্পদ্যতে।

কাহসৌ বশেতি তদুচ্যতে—সোমযাগাবসানে দেবানামর্থ এব যা বশাহনুবন্ধ্যা ক্রিয়তে সৈবেয়মামিক্ষেত্যর্থঃ॥

দাক্ষায়ণযজ্ঞানুষ্ঠানং প্রশংসতি—"সাক্ষাদ্বা এব দেবানভ্যারোহতি য এষাং যজ্ঞমভ্যারোহতি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যারূঢ়ঃ কাময়তে তথা করোতি" ইতি। যো যজমান এষাং বিধিবাক্যোক্তানামগ্ন্যাদীনাং দেবানাং যজ্ঞমভ্যারোহতি সম্যগনুতিষ্ঠতি এষ সাক্ষাদেব তানগ্ন্যাদিদেবানভ্যারোহতি প্রাপ্নোতি। বহুকালং ব্যবধানমন্তরেণৈব দেবসদৃশং ভোগং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। প্রাপ্য চ যথা লোকে শ্রেয়ানাগ্রামাত্যাদিরুত্তমং পদমভ্যারূঢ়ঃ স্বকীয়ভৃত্যানামগ্রে মমেদং ভোগসাধনমানয়েতি পুনঃ পুনঃ কাময়তে তথাহয়ং যজমান আবৃত্তযাজী পুনঃ পুনঃ ফলসম্পাদনং করোতি॥

পূর্ব্বং স্বর্গকামস্যায়ং যজ্ঞ উক্তঃ, ইদানীং ব্যাবৃৎকামস্য স এবোচ্যতে—"যদ্যববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃঙ্ ব্যাবৃৎকাম এতেন যজ্ঞেন যজেত ক্ষুরপবির্হ্যেষ যজ্ঞস্তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি প্র বা মীয়তে" ইতি। অন্যেষু যজ্ঞেষু যদ্যববিধ্যতি কিঞ্চিদ্বৈকল্যং করোতি তদানীং পাপীয়ান্ ভবতি অন্যযজমানাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টো ভবতি। যদি নাববিধ্যতি বৈকল্যং ন করোতি তদানীমন্যৈঃ সদৃঙ্ সমান এব ভবতি ন তু তেভ্য আধিক্যলক্ষণা ব্যাবৃত্তিঃ সিধ্যতি। অতো ব্যাবৃৎকাম এতেন দাক্ষায়ণযজ্ঞেন যজেত। যস্মাদেষ যজ্ঞঃ ক্ষুরবদ্ধারশ্চাতিতীক্ষ্ণস্তস্মাদেতদনুষ্ঠায়ী তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি তদানীমেবেতরেভ্যো ব্যাবৃত্ত এব ভবতি। এতদ্বিরোধী তাজক্ প্রমীয়ত এব। অথবা যজমান এব সম্যগনুষ্ঠানাদুত্তমো ভবতি বৈকল্যং প্রমীয়তে বা॥

অতো বৈকল্যপরিহারায় ব্রতবিশেষান্বিধত্তে—"তস্যৈতদ্ব্রতং নানৃতং বদেন্ন মাংসমশ্নীয়ান্ন স্ত্রিয়মুপেয়ান্নাস্য পল্পূলনেন বাসঃ পল্পূলয়েয়ুরেতদ্ধি দেবাঃ সর্ব্বং ন কুর্ব্বন্তি" ইতি। পল্পূলনং বস্ত্রশুদ্ধিসাধনমূষাদি তেনাস্য বাসো ন শোধয়েয়ুঃ। যস্মাদ্দেবাঃ পূজ্যা এতৎসর্ব্বমনৃতবদনাদি ন কুর্ব্বন্তি তস্মাদয়মপি ন কুর্য্যাৎ। অস্য দাক্ষায়ণযজ্ঞস্যাহধানাদূর্দ্ধ্বং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং সহ বিকল্পো দ্রষ্টব্যঃ। তথাচ সূত্রকার আহ—"দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রক্রমে বিকল্পতে, এতেন দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং বা যজতে, এতেন পঞ্চদশ বর্ষাণীষ্ট্বা বা বিরমেদ্যজেত বা যাবজ্জীবং দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ" ইতি॥

অত্র মীমাংসা।

ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—"ইষ্টিরভ্যুদয়ে দর্শং কর্ম্মান্যদুত দেবতাঃ। পূর্ব্বাস্যাজ্যবিশিষ্টস্য বিধানাদন্যকর্ম্ম তৎ॥ প্রকৃতপ্রত্যভিজ্ঞানান্ন কর্ম্মান্তরচোদনা। দেবতাঃ প্রাকৃতাস্ত্যক্ত্বা দ্রব্যমস্যাভ্য উচ্যতে॥"

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি ত্রেধা তণ্ডুলান্বিভজেদ্যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাদ্যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং যেহণিষ্ঠাস্তান্বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্" ইতি। অয়মর্থঃ—দর্শভ্রান্ত্যা কেনচিদ্যজমানেন চতুর্দ্দশ্যাং হবির্নিরুপ্তং ভবতি। ততঃ প্রত্যূষে পূর্ব্বস্যাং দিশি চন্দ্রমা অভ্যুদেতি তদা নিরুপ্তাস্তণ্ডুলাস্ত্রেধা বিভক্তব্যাঃ। অখণ্ডিতা ঈষৎখণ্ডিতা অতিসূক্ষ্মকণাশ্চেতি ত্রৈবিধ্যম্। তে চ ত্রিবিধা দাত্রাদিগুণবিশিষ্টেভ্যোহগ্ন্যাদিভ্যো দেবেভ্য ইতি। তত্রেদং প্রক্রান্তদর্শকর্ম্মণোহন্যৎকর্ম্ম। কুতঃ, কালাপরাধপ্রায়শ্চিত্তার্থং দ্রব্যদেবতাবিশিষ্টস্য কর্ম্মণো বিধীয়মানত্বাৎ। তত ইদং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা

পবেত্যুনয়েষ্টেয়মিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—হবির্নিরুপ্তমিতি প্রকৃতং যদ্দর্শকর্ম্ম তৎ পরিত্যজ্য কর্ম্মান্তর-বিবিকল্পনে প্রকৃতহানপ্রকৃতাগমৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। অতস্তস্মিন্নেব প্রকৃতে কর্ম্মণি নিরুপ্তস্য হবিষঃ পূর্ব্বদেবতাভ্যো দর্শসম্বন্ধিনীভ্যোঽপনয়োঽত্রাভিধীয়তে। তণ্ডুলোপলক্ষিতং যদ্ধবির্দ্বিধ-রূপং ব্রীহিরূপং চ পূর্ব্বেদ্যুর্নিরুপ্তং তদ্ধবিঃ পূর্ব্বদেবতাভ্যোঽগ্নেরিন্দ্রাচ্চ বিয়ুজ্যেদিতি দেবতা-হবিষোঃ পরস্পরবিভাগোঽত্র বিধীয়তে, ন তু তণ্ডুলানাং স্থবিষ্ঠমধ্যমাণিষ্ঠরূপস্ত্রিবিধো বিভাগো বিধীয়তে তস্য প্রাপ্তত্বাৎ। যে মধ্যমাঃ স্যুরিতি বিনিয়োগভেদাদর্থপ্রাপ্তঃ স বিভাগঃ। ততঃ পূর্ব্বদেবতাস্ত্যক্ত্বা দাতৃত্বাদিগুণযুক্তাভ্যো বহ্ন্যাদিদেবতাভ্যঃ পূর্ব্বং নিরুপ্তং হবিঃ প্রদাতব্যম্। ননু প্রতিপদি প্রাতর্নির্ব্বাপকালো ন তু দর্শে, তথাঽপি দর্শভ্রান্ত্যাঽপি চতুর্দশ্যাং নির্ব্বাপাভাবা-ন্নির্ব্বাপাদূর্দ্ধং চন্দ্রোদয়ো ন প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। দধ্নো দোহকালীনত্বেনার্থসিদ্ধঃ পূর্ব্বেদ্যুর্দ্দোহনাতঞ্চনে, তদভিপ্রায়েণ নিরুপ্তমিত্যুচ্যতে। যদ্বা ব্রীহিনির্ব্বাপোঽপি পূর্ব্বেদ্যুর্ব্বি-কল্পতঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"যদি বিভীয়াদভি মাদেষ্যতীতি মহারাত্রে হবীংষি নির্ব্বপেৎ" ইতি। অয়মর্থঃ—ভ্রান্ত্যা প্রমাদেন বা দর্শোঽয়মিত্যভিনিশ্চিতবতো মাং প্রতি চন্দ্রোঽভ্যুদেষ্যতীতি ভীতিরস্তি তদা তাস্মিন্নেব দিনে মহারাত্রে সর্ব্বাণি নির্ব্বপেদিতি। অতো নিরুপ্তস্যৈব হবিষোঽ-স্মিন্নেব কর্ম্মণি কালব্যত্যাসং নিমিত্তীকৃত্য দেবতান্তরসংযোগরূপঃ প্রয়োগপ্রকারভেদ উপ-দিশ্যতে। ততো দর্শস্যৈবায়ং নৈমিত্তিকঃ প্রয়োগো ন তু দর্শলোপপ্রায়শ্চিত্তমিতি নৈমিত্তিকং দর্শপ্রয়োগমনুষ্ঠায় পশ্চাৎ স্বকালে নিত্যোঽপি দর্শপ্রয়োগোঽনুষ্ঠাতব্যঃ॥

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"ঊর্দ্ধং চন্দ্রোদয়ে সেষ্টির্নির্ব্বাপাৎ পূর্ব্বমপ্যুত। উক্তেরাদ্যোঽন্তিমঃ পক্ষো নিরুপ্তেত্যবিবক্ষয়া॥" সা পূর্ব্বোক্তাঽভ্যুদয়েষ্টির্হবির্নির্ব্বাপাদূর্দ্ধং চন্দ্রোদয়ে সতি কর্ত্তব্যা, নিরুপ্তং হবিরভ্যুদেতীত্যুক্তত্বাদিতি চেন্নৈবম্। হবিরভ্যুদয়স্য নিমিত্তত্বেন তত্র শ্রূয়মাণস্য নির্ব্বাপ-স্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। অন্যথা বাক্যভেদাপত্তেঃ যস্য হবিরভ্যুদেতি তত্র হবির্নিরুপ্তমিত্যেবং বাক্য-ভেদঃ। তস্মান্নির্ব্বাপাৎ প্রাগপি চন্দ্রোদয়ে সত্যব্যবহিতকালে কর্ম্মোপক্রমমাত্রেণেয়মিষ্টিঃ কর্ত্তব্যা॥

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"প্রাক্ প্রাকৃতীভ্যো নির্ব্বাপো বৈকৃতীভ্যোঽথবাঽগ্রিমঃ। তণ্ডুলোক্তে-র্বৈকৃতীভ্যো হবির্মাত্রোপলক্ষণাৎ॥" নির্ব্বাপাৎ প্রাগ্যদা চন্দ্রোদয়স্তদা চন্দ্রোদয়াদূর্দ্ধং ক্রিয়মাণো নির্ব্বাপঃ প্রাকৃতাভ্যো দেবতাভ্যো যুক্তঃ। কুতঃ, তণ্ডুলান্বিভজেদিতি বাক্যেন তণ্ডুলাভাবাদূর্দ্ধং প্রাকৃতদেবতাপনয়নশ্রবণাৎ। নির্ব্বাপস্তু ব্রীহীণামেবেতি তস্মিন্কালে প্রাকৃতাগ্ন্যাদিদেবতা নাপনীতা ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈকৃতীভ্যো দাতৃত্বাদিগুণযুক্তাভ্যো নির্ব্বাপঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ, তণ্ডুলশব্দেন হবির্মাত্রস্যোপলক্ষণাৎ। অন্যথা দধিপয়সোরতণ্ডুলত্বেন দেবতাপনয়ো ন স্যাৎ। হবির্মাত্রবিবক্ষায়াং তু ব্রীহীণামপি হবিষ্ট্বেন প্রাকৃতদেবতাসম্বন্ধাপনয়ায় দেবতান্তরসম্বন্ধস্য কর্ত্তুং যুক্তত্বাদ্বৈকৃতীভ্যো নির্ব্বপেৎ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"প্রাকৃতীভ্যোঽল্পনির্ব্বাপেঽভ্যুদয়ে শিষ্টতণ্ডুলান্। প্রাকৃতীভ্যো বৈকৃ-তাভ্যস্তূষ্ণীং বা নির্ব্বপেদিহ॥ প্রাকৃতাভ্যঃ প্রবৃত্তত্বাদ্বৈকৃতীভ্যো নিমিত্ততঃ। শিষ্টাংশস্যাপদার্থ-ত্বাদসংযোগাদিহান্তিমঃ॥" যদা প্রাকৃতীভ্যো মুষ্টিমাত্রে নিরুপ্তে সতি চন্দ্রোঽভ্যুদেতি তদা মুষ্টিত্রয়রূপোঽবশিষ্টাংশঃ প্রাকৃতীভ্য এব নির্ব্বপ্তব্যঃ। কুতঃ, প্রাকৃতীনাং প্রবৃত্তত্বাৎ, ইত্যেকঃ পক্ষঃ। চন্দ্রোদয়ে নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকস্য পূর্ব্বদেবতাপনয়স্যাবশ্যম্ভাবাদ্বৈকৃতীভ্যো-

বশিষ্টাংশনির্ব্বাপ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। অস্ত প্রাকৃতদেবতাপনয়ো নিমিত্তাধীনঃ। অন্যদেবতা-সংযোগস্বংশস্য ন সম্ভবতি। অন্যাশ্চ দেবতাঃ প্রাকৃতদেবতাস্থানে নিবেশনীয়াঃ। প্রাকৃতানাং চ নির্ব্বাপপদার্থসম্বন্ধঃ কৃৎস্নো ন পদার্থাংশেন। ততস্তৎস্থানপতিতানাং বৈকৃতানাং চ নাংশ-সংযোগো যুক্ত ইত্যস্যাংশস্য প্রাকৃতীভ্যোঽপনীতত্বাদ্বৈকৃতীভিরসংযোগাচ্চ তূষ্ণীমেব নির্ব্বাপ ইতি রাদ্ধান্তঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"সেষ্টিঃ সান্নায্যিনো বা স্যাদন্যস্যাপি দধিক্রতেঃ। নৈষ্টিঃ স্যাদত্র প্র-যোঽস্যাঃ স্যাদ্দেবমাত্রবিধানতঃ॥" নহি সান্নায্যরহিতস্য দধিপয়সী বিদ্যেতে, তদভাবে চ দধন্শ্চরুং শৃতে চরুমিতি বিধিন সঙ্গচ্ছতে। তস্মাৎ সান্নায্যিন এব সা পূর্ব্বোক্তাঽভ্যুদয়েষ্টি-রিতি চেন্নৈবম্ অপ্রাপ্তা দেবতা এবাত্র বিধীয়ন্তে। দধিপয়সোর্বিধানে বাক্যং ভিদ্যেত। তস্মাত্তণ্ডুলবৎপ্রাপ্তয়োর্দধিপয়সোরনূদ্যমানতয়া বিধ্যভাবাদ্দধ্নি চরুশ্রপণসম্ভবাচ্চ সান্নায্যব্যতিরিক্ত-স্যাপি সেষ্টিরস্তি।

নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"শৃতদধ্নোঃ প্রণীতানাং ন ধর্ম্মাঃ সন্তি বা নহি। অপাকার্থত্বতঃ সন্তি পাকহেতুত্বসাম্যতঃ॥" অভ্যুদয়েষ্ট্যাং শৃতে চরুং দধনি চরুমিতি শৃতদধিনী আম্নায়েতে। তয়োঃ প্রণীতাধর্ম্মা ন কর্ত্তব্যাঃ। হবিঃশ্রপণার্থমুৎপন্না উৎপবনাদিধর্ম্ম-সংস্কৃতা আপঃ প্রণীতা উচ্যন্তে। দধিপয়সী তু শ্রপণার্থং নোৎপন্নে, কিং তু হবিষ্ট্বেন প্রদানার্থমুৎপন্নে। ততঃ সাম্যাভাবান্নোৎপবনাদয়ো ধর্ম্মাস্তয়োরিতি চেন্মৈবম্। অন্যার্থমুৎপন্ন-য়োরপি দধিপয়সোরত্র চন্দ্রোদয়ং নিমিত্তীকৃত্য চরুশ্রপণহেতুত্বং বাচনিকম্। ততঃ সমানত্বাত্তদ্ধর্ম্মাঃ সন্তি।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"যদ্দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্বর্গকামো যজেত তৎ। কর্ম্মান্তরং গুণো বোক্তদর্শাদৌ ফলসিদ্ধয়ে॥ গুণস্যাস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মভেদোঽত্র সংজ্ঞয়া। গুণো ব্যুৎপত্তিশেষাভ্যামাবৃত্ত্যাখ্যো ন নাম তৎ॥" দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রূয়তে—"দাক্ষায়ণ-যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজেত" ইতি। তত্র দাক্ষায়ণশব্দবাচ্যস্য কস্যচিল্লোকে প্রসিদ্ধ্যভাবাদ্ধস্ত-দাদিবদ্যাজসামানাধিকরণ্যেন কর্ম্মনামত্বাদথৈষ জ্যোতিরিত্যাদিবদপূর্ব্বসংজ্ঞয়া কর্ম্মবিধিরিতি চেন্ন। দাক্ষায়ণশব্দস্যাঽবৃত্তিবাচকত্বাৎ। তত্র শব্দনির্ব্বচনাদ্বাক্যশেষাচ্চাবগম্যতে। তথাহি—অয়নমিত্যাবৃত্তিরুচ্যতে। দক্ষস্যৈতে দাক্ষাস্তেষাময়নমিতি তন্নির্ব্বচনম্। দক্ষ উৎসাহী পুনঃ পুনরাবৃত্তাবনলস ইত্যর্থঃ। তদীয়ানাং প্রয়োগাণামাবৃত্তির্দাক্ষায়ণশব্দার্থঃ। তথা চাঽবৃত্ত্যা যুক্তঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসাত্মকো যজ্ঞো দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ। আবৃত্তিপ্রকারস্তু "দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ দ্বে অমাবাস্যে" ইত্যাদিবাক্যশেষাদবগম্যতে। ততো দধ্যাদিবৎ প্রসিদ্ধত্বাদ্দর্শপূর্ণ-মাসয়োঃ প্রকৃতয়োরয়ং স্বর্গফলসিদ্ধ্যর্থমাবৃত্ত্যাখ্যস্য গুণস্য বিধির্ন তূদ্ভিদাদিবৎকর্ম্মনামধেয়ম্। এবং সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকাম ইত্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। অমাবাস্যাযাগে দ্বৌ দ্বৌ দোহৌ সম্পাদ্য চতসৃণাং দধিপয়সোঃ কুম্ভীনাং সহ প্রস্থাপনং সাকম্প্রস্থায়স্তদ্যুক্তো যাগঃ সাকম্প্রস্থায়ীয়ঃ। তথা সতি প্রকৃতে দর্শযাগে পশুফলায় সাকম্প্রস্থায্যাখ্যো গুণো বিধীয়তে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"অনৃতং ন বদেদেষ পুংধর্ম্মো বাঽস্তু বাদগীঃ। সক্রতৌ পুংসি শুদ্ধে বা ক্রতৌ যদ্বা নিষিঃ ক্রতৌ॥ অনুক্তোক্তেঃ পুমর্থত্বাত্তন্নিষেধে তথাবিধঃ। স্মার্ত্তানুবাদঃ

স্মৃতিক্রত্বোঃ শ্রুতিপ্রক্রিয়য়োর্ব্বর্ণনাৎ॥ নাহখ্যাতে পুরুষস্যোক্তিঃ ক্রতাবেব প্রযাজবৎ। স্মার্ত্তোক্ত-নিয়মাদন্যঃ সংযোগোহতঃ ক্রতৌ বিধিঃ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে শ্রূয়তে—নানৃতং বদেদিতি। তত্র পুরুষধর্ম্মত্বেনায়ং প্রতিষেধো বিধীয়তে। কুতঃ, প্রতিযোগিনোহনৃতবদনস্য পুংধর্ম্মত্বাত্তন্নিষেধস্যাপি পুরুষধর্ম্মত্বেনৈব বিধাতব্যত্বাৎ। বদেদিত্যেতদাখ্যাতং ভাবৎকর্ত্তৃবাচকং, তেনাহখ্যাতেন কর্ত্তুঃ প্রতীয়মানত্বাৎ। পুরুষস্যাহখ্যাতপ্রত্যয়বাচ্যত্বে সতি প্রকৃতার্থস্য বদনস্য পুরুষধর্ম্মত্বং যুক্তম্। অন্যথা ভিন্নবিষয়ত্বেন বাধকত্বং ন স্যাৎ। তস্মাৎ পুরুষবাচকাখ্যাতশ্রুত্যা প্রকরণং বাধিত্বা পুরুষার্থোহয়ং নিষেধো বিধীয়তে। অস্ত্বেব স্মার্ত্তঃ প্রতিষেধ ইতি চেৎ। তর্হি তস্যৈতচ্ছ্রুতি-বাক্যং মূলমস্তু। তস্মাৎ পুরুষার্থ ইত্যেকঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। আখ্যাতভিন্নবিষয়ত্বেন বাধকত্বং ন স্যাৎ। আখ্যাতশ্রুতেঃ প্রকরণস্য চাবিরোধায় ক্রতুযুক্তপুরুষধর্ম্মোহস্তু। নহ্যেতদ্বাক্যং স্মৃতে-র্ম্মূলং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। স্মৃতিশ্চোপনয়নমারভ্যাহমরণং পুরুষস্যানৃতং প্রতিষেধতি। তন্মধ্য-পাতিত্বাৎ ক্রতাবপি স্মার্ত্তো নিষেধঃ প্রাপ্ত এব। তদুভয়ার্থোহপ্যয়ং প্রতিষেধো ন বিধীয়তে কিং ত্বনূদ্যত ইতি দ্বিতীয়ঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। আখ্যাতেন ভাবনাহভিধীয়তে। কর্ত্তা তু তদবিনা-ভূতোহর্থাৎ প্রতীয়তে। অতঃ শ্রুত্যভাবাৎ কেবলেন প্রকরণেন প্রযাজাদিবদারাদুপকারকঃ ক্রতাবেব নিবিশতে। ন চ তত্রাপি বিধীয়তে, কিং তু সার্ব্বত্রিকস্য নিষেধস্য ক্রতাবপি প্রাপ্তত্বাদনূদ্যত এবেতি তৃতীয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। সত্যমেব বদেন্নানৃতমিতি যোহয়ং স্মার্ত্তনিয়মরূপঃ পুরুষার্থঃ সংযোগস্তস্মাদন্যঃ ক্রত্বর্থঃ সংযোগঃ। অতোহত্র প্রাপ্তত্বাদ্বিধীয়তে। এতদ্বিধ্যতিক্রমে ক্রতোরেব বৈগুণ্যং ন তু পুরুষস্য প্রত্যবায়ঃ। অতোহত্র ক্রতুগামি প্রায়শ্চিত্তম্। পুরুষার্থনিয়-মাতিক্রমে তু পুরুষস্যৈব প্রত্যবায়ো ন তু ক্রতোর্ব্বৈগুণ্যং। তত্র স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তমিতি বিশেষঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোহনুবাকঃ।)

এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসা-

বিষ্ট্বা সোমেন যজতে রথস্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামব

স্যত্যেতানি বা অঙ্গাপরূংষি সম্বৎসরস্য যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং

বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতেঽঙ্গাপরূꣳষ্যেব সম্বৎসরস্য প্রতি

দধাত্যেতে বৈ সম্বৎসরস্য চক্ষুষী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং

বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে তাভ্যামেব সুবর্গং লোকমনু পশ্যতি।

এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ

যজতে দেবানামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমত, এষ বৈ দেবযানঃ

পন্থা যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে য এব

দেবযানঃ পন্থাস্তꣳ সমারোহত্যেতৌ বৈ দেবানাꣳ হরী যদ্দর্শ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে যাবেব দেবানাꣳ

হরী তাভ্যাম্ এবৈভ্যো হব্যং বহত্যেতদ্বৈ দেবানামাস্যং যদ্দর্শ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে সাক্ষাদেব দেবানামাস্যে

জুহোত্যেষ বৈ হবির্দ্ধানী যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সায়ম্প্রাতরগ্নি-

হোত্রং জুহোতি যজতে দর্শপূর্ণমাসাবহরহর্হবির্দ্ধানিনাᳲ সুতো য
এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে হবির্দ্ধান্যস্মীতি সর্ব্বমেবাস্য বর্হিষ্যং
দত্তং ভবতি দেবা বা অহঃ যজ্ঞিয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপু-
নন্তৌ বা এতৌ পূতৌ মেধ্যৌ যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে পূতাবেবৈনৌ মেধ্যৌ যজতে নামাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং
চ স্ত্রিয়ং পেয়াদ্যদুপেয়ান্নিরিন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সোমস্য বৈ রাজ্ঞোঽর্দ্ধ-
মাসস্য রাত্রয়ঃ পত্নয় আসন্তাসামমাবাস্যাং চ পৌর্ণমাসীং চ
নোপৈৎ তে এনমভি সমনহ্যেতাং তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম
আরদিতি তদ্রাজযক্ষ্মস্য জন্ম যৎ পাপীয়ানভবত্তৎ পাপযক্ষ্মস্য
যজ্জায়াভ্যামবিন্দত্তজ্জায়েন্যস্য য এতমেতেষাং যক্ষ্মাণাং জন্ম বেদ
নৈনমেতে যক্ষ্মা বিন্দান্ত স এতে এব নমস্যন্ পাপাবতে আকতাং

বরং বৃণাবহা আবং দেবানাং ভাগধে অসাব। আবদধি দেবা ইজ্যান্তা ইতি তস্মাৎ সদৃশীনা৺ রাত্রীণামমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ দেবা ইজ্যন্ত এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অস্মৈ মনুষ্যা ভবন্তি য এবং বেদ ভূতানি ক্ষুধমঘ্নন্‌ৎ সদ্যো মনুষ্যা অর্দ্ধমাসে দেবা মাসি পিতরঃ সংবৎসরে বনস্পতয়স্তস্মাদহরহর্ম্মনুষ্যা অশনমিচ্ছন্তেঽর্দ্ধমাসে দেবা ইজ্যন্তে মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে সম্বৎসরে বনস্পতয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যম্ ॥ ৬॥

পদ-পাঠঃ।

এষঃ। বৈ। দেবরথ ইতি দেব—রথঃ। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। ইষ্ট্বা। সোমেন। যজতে।

রথস্পষ্ট ইতি রথ—স্পষ্টে। এব। অবসান ইত্যব—সানে। বরো। দেবানাম্।

অবেতি। স্থিতি। এতানি। বৈ। অঙ্গাপরুঃ স্বীত্যঙ্গ—পরুংষি। সম্বৎসরস্যেতি সং

—বৎসরস্য। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্।

বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যজতে। অঙ্গাপরুংষীত্যঙ্গ—

পরূংষি। এব। সম্বৎসরস্যেতি সং—বৎসরস্য। প্রতীতি। দধাতি। এতে ইতি।

বৈ। সম্বৎসরস্যেত সং—বৎসরস্য। চক্ষুষী ইতি। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—

পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্। বিদ্বান। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ।

যজতে। তাভ্যাম্। এব। সুবর্গমিতি সুবঃ—গম্। লোকম্। অন্বিতি।

পশ্যতি। এষা। বৈ। দেবানাম্। বিক্রান্তিরিতি বি—ক্রান্তিঃ। যৎ।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ

—পূর্ণমাসৌ। যজতে। দেবানাম্। এব। বিক্রান্তিমিতি বি—ক্রান্তিম্।

অনু। বীতি। ক্রমতে। এষঃ। বৈ। দেবযান ইতি দেব—যানঃ। পন্থাঃ।

যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যজতে। যঃ। এব। দেবযান ইতি দেব—যানঃ। পন্থাঃ। তম্। সমারোহতীতি সম্—আরোহতি। এতৌ। বৈ। দেবানাম্। হরী ইতি। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যজতে। যৌ। এব। দেবানাম্। হরী ইতি। তাভ্যাম্। এব এভ্যঃ। হব্যম্। বহতি। এতৎ। বৈ। দেবানাম্। আস্যম্। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যজতে। সাক্ষাদিতি স—অক্ষাৎ। এব। দেবানাম্। আস্যে। জুহোতি। এষঃ। বৈ। হবির্দ্ধানীতি হবিঃ—ধানী। যঃ। দর্শপূর্ণমাসযাজীতি দর্শপূর্ণমাস—যাজী। সায়ম্প্রাতরিতি সায়ং—প্রাতঃ। অগ্নিহোত্রমিত্যগ্নি হোত্রম্। জুহোতি। যজতে। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। অহরহরিত্যহঃ—অহঃ। হবির্ধানিনামিতি হবিঃ—

ধানিনাম্। সুতঃ। যঃ। এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ।

যজতে। হবির্ধানীতি হবিঃ ধানী। অস্মি। ইতি। সর্ব্বম্। এব।

অস্য। বর্হিষ্যম্। দত্তম্। ভবতি। দেবাঃ। বৈ। অহঃ। যজ্ঞিয়ম্। ন।

অবিন্দন্। তে। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ পূর্ণমাসৌ। অপুনন্। তৌ। বৈ।

এতৌ। পূতৌ। মেধ্যৌ। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ। যঃ।

এবম্। বিদ্বান্। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ যজতে। পূতৌ। এব।

এনৌ। মেধ্যৌ। যজতে। ন। অমাবাস্যামিত্যমা—বাস্যায়াম্। চ। পৌর্ণ-

মাস্যামিতি পৌর্ণ—মাস্যাম্। চ। স্ত্রিয়ম্। উপেতি। ইয়াৎ। যৎ।

উপেয়াদিত্যুপ ইয়াৎ। নিরিন্দ্রিয় ইতি নিঃ—ইন্দ্রিয়। স্যাৎ। সোমস্য।

বৈ। রাজ্ঞঃ। অর্দ্ধমাসস্যেত্যর্দ্ধ—মাসস্য। রাত্রয়ঃ। পত্নয়ঃ। আসন্।

তাসাম্। অমাবাস্যামিত্যমা—বাস্যাম্। চ। পৌর্ণমাসীমিতি। পৌর্ণমাসীম্।

চ। ন। উপেতি। ঐৎ। তে ইতি। এনম্। অভি। সমিতি। অনহ্যে-

তাম্। তম্ যক্ষ্মঃ। আর্চ্ছৎ। রাজানম্। যক্ষ্মঃ। আরৎ। ইতি।

তৎ। রাজযক্ষ্মস্যেতি রাজ—যক্ষ্মস্য। জন্ম। যৎ। পাপীয়ান্। অভবৎ।

তৎ। পাপযক্ষ্মস্যেতি পাপ—যক্ষ্মস্য। যৎ। জায়াভ্যাম্। অবিন্দৎ। তৎ।

জায়েন্যস্য। যঃ। এবম্। এতেষাম্। যক্ষ্মাণাম্। জন্ম। বেদ। ন।

এনম্। এতে। যক্ষ্মাঃ। বিন্দন্তি। সঃ। এতে ইতি। এব। নমস্যন্।

উপেতি। অধাবৎ। তে। ইতি। অব্রূতাম্। বরম্। বৃণাবহৈ। আবম্।

দেবানাম্। ভাগধে ইতি ভাগ—ধে। অসাব। আবৎ। অধীতি। দেবাঃ।

ইজ্যাতৈ। ইতি। তস্মাৎ। সদৃশীনাম্। রাত্রীণাম্। অমাবাস্যায়ামিত্যমা—

বাস্যায়াম্। চ। পৌর্ণমাস্যামিতি পৌর্ণ—মাস্যাম্। চ। দেবাঃ। ইজ্যন্তে।

এতে। ইতি। হি। দেবানাম্। ভাগধে ইতি ভাগ—ধে। ভাগধা ইতি

ভাগ—ধাঃ। অস্মৈ। মনুষ্যাঃ। ভবন্তি। যঃ। এবম্। বেদ। ভূতানি।

ক্ষুধম্। অস্মিন্। সদ্যঃ। মনুষ্যাঃ। অর্দ্ধমাস ইত্যর্দ্ধ—মাসে। দেবাঃ। মাসি।

পিতরঃ। সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরে। বনস্পতয়ঃ। তস্মাৎ। অহঃহরিত্যহঃ—অহঃ। মনুষ্যাঃ। অশনম্। ইচ্ছন্তে। অর্দ্ধমাস ইত্যর্দ্ধ—মাসে। দেবাঃ। ইজ্যন্তে। মাসি। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ। ক্রিয়তে। সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরে। বনস্পতয়ঃ। ফলম্। গৃহ্ণন্তি। যঃ। এবম্। বেদ। হন্তি। ক্ষুধম্। ভ্রাতৃব্যম্।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃত)।

পঞ্চমেহভ্যুদয়েষ্ট্যাস্ত্বিস্ত্র ইষ্টয় ঈরিতাঃ। অথ ষষ্ঠে দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোমযাগেন সহ পৌর্ব্বাপর্য্যং বিধত্তে—

"এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজতে রথস্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামব স্যতি" ইতি।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি যদস্ত্যেষ এব দেবানাং রথো রথসদৃশঃ। তথা সতি প্রথমতো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা পশ্চাৎ সোমেন যো যজতে তস্যানুষ্ঠানে মহৎসৌকর্য্যং ভবতি। যথা লোকে ভূয়ো রথসঞ্চরণেন মহামার্গস্থকণ্টকপাষাণাদিষু ক্ষুণ্ণেষু মার্গো বিস্পষ্টো ভবতি অয়মস্য গ্রামস্য মার্গ ইতি সুখেনাধ্যবসাতুং শক্যতে। কণ্টকাদ্যভাবাৎ। বরঃ শ্রেষ্ঠশ্চাসৌ ভবতি তাদৃশে মার্গে মনুষ্যা অনায়াসেন গন্তুং শক্নুবন্তি, তথা দেবানাং সম্বন্ধিনা দর্শপূর্ণমাসরথেন স্পৃষ্টে সুখেনাধ্যবসাতুং শক্যে শ্রেষ্ঠে মার্গে যজমানঃ সোমেন যষ্টুমবাবস্যতি। দর্শপূর্ণমাসয়োরিষ্টিপ্রকৃতিত্বাত্তয়োঃ প্রয়োগে স্বাধীনে সতি তদ্বিকৃতিভূতাঃ সোমাঙ্গভূতাঃ প্রায়ণীয়াদ্যাঃ সাঙ্গাঃ সুখেনানুষ্ঠাতুং শক্যন্তে। অননুষ্ঠিতয়োস্তু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোমপ্রকরণে দীক্ষণীয়াদিকর্ম্মস্বরূপমাত্রস্যোপদিষ্টত্বাত্তদঙ্গানি প্রযাজাদীন্যনুষ্ঠাতুং ন শক্যন্তে। তস্মাদিষ্টিপূর্ব্বত্বং দর্শপূর্ণমাসয়োর্বহুধা প্রশস্যতে। তত্র প্রথমং সম্বৎসরাবয়বত্বেন প্রশংসতি—

"এতানি বা অঙ্গাপরূংষি সম্বৎসরস্য যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতেঽঙ্গা-

কক্ষাদিসংধিরূপাণি পরূংষি পর্ব্বাণি তথা সম্বৎসরস্য দ্বাদশ দর্শা অঙ্গানি দ্বাদশ পৌর্ণমাস্যঃ পরূংষি, তদ্বিদিদ্বাংহনুষ্ঠানে তদুভয়ং প্রতিদধাতি সম্যগনুষ্ঠাপয়তি ॥

অথ চক্ষুষ্ট্বেন প্রশংসতি—"এতে বৈ সম্বৎসরস্য চক্ষুষী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে তাভ্যামেব সুবর্গং লোকমনু পশ্যতি" ইতি।

অথেন্দ্রপরাক্রমরূপেণ প্রশংসতি—"এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে দেবানামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমতে" ইতি। সর্ব্বেভ্যঃ কামেভ্যো দর্শপূর্ণমাসাবিতি শাখান্তরে শ্রুতত্বাদ্‌যুদ্ধজয়হেতুত্বমপ্যস্তীতি পরাক্রমরূপত্বম্ ॥

অথ স্বর্গমার্গত্বেন প্রশংসতি—এষ বৈ দেবযানঃ পন্থা যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে য এব দেবযানঃ পন্থাস্তᳬ সমারোহতি" ইতি। দেবা যান্তি গচ্ছন্তি অগ্নিমার্গে সোঽয়ং দেবযানঃ ॥

অথাশ্বরূপেণ প্রশংসতি—"এতৌ বৈ দেবানাᳬ হরী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে যাবেব দেবানাᳬ হরী তাভ্যামেবৈভ্যো হব্যং বহতি" ইতি। এভ্যোঽগ্ন্যাদিদেবেভ্যস্তাভ্যামেব দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজমানঃ পুরোডাশং বহতি।

অথ দেবমুখত্বেন প্রশংসতি—"এতদ্বৈ দেবানামাস্যং যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে সাক্ষাদেব দেবানামাস্যে জুহোতি" ইতি। সাক্ষাদ্ব্যবধানমন্তরেণৈব যথা ব্রাহ্মণায় দত্তমন্নং পাত্রহস্তব্যবধানেন মুখং প্রবিশতি তদ্বদিত্যর্থঃ।

অথ সোমযাজিত্বসম্পাদনেন স্তৌতি—এষ বৈ হবির্দ্ধানী যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রং জুহোতি যজতে দর্শপূর্ণমাসাবহরহর্হবির্দ্ধানিনাᳬ সুতো য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে হবির্দ্ধান্যস্মীতি সর্ব্বমেবাস্য বর্হিষ্যং দত্তং ভবতি" ইতি। হবীংষি সোমগ্রহরূপাণি ধীয়ন্ত আসাদ্যন্তে যস্মিন্মণ্ডপে তদিহ হবির্দ্ধানং তদস্যাস্তীতি হবির্দ্ধানী সোমযাজী। দর্শপূর্ণমাসযাজিনঃ সোমযাজিত্বং কথমিত্যুচ্যতে—আধানানন্তরমেব প্রবৃত্তং যদগ্নিহোত্রং তৎপ্রতিদিনং সায়ংপ্রাতরনুতিষ্ঠতি, পর্ব্বণি পর্ব্বণি চ দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে। তদুভয়ানুষ্ঠানেন হবির্দ্ধানিনাং সোমদেবানাং প্রতিদিনং সোমোঽভিষুতো ভবতি। সোমাভিষবণে যা প্রীতিঃ সা দেবানামত্র সম্পদ্যতে। অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসপ্রবৃত্ত্যা তদনন্তরভাবিনি সোমযাগেঽপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যেব তৈর্নিশ্চেতুং শক্যত্বাৎ। তৎপ্রবৃত্তিক্রমশ্চ সূত্রকারেণ দর্শিতঃ—"অথৈকেষামগ্নীনাধায় হস্তাববনিজ্য সম্বৎসরমগ্নিহোত্রং হুত্বা দর্শপূর্ণমাসাবারভতে তাভ্যাং সম্বৎসরমিষ্ট্বা সোমেন পশুনা বা যজেত তৎ ঊর্ধ্বমন্যানি কর্ম্মাণি কুরুতে" ইতি। যো যজমান এবং দেবানাং ভবিষ্যৎসোমযাগবিষয়াং প্রীতিং বিদ্বানহং হবির্দ্ধানী সোমযাজী ভবামীতি বুদ্ধ্বা দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে। ততঃ ঊর্ধ্বমস্য যজমানস্য বর্হিষি সোমযাগে দাতব্যং যদ্বস্ত্বস্তি তৎসর্ব্বং বর্হিষ্যং দত্তং ভবতি ॥

স্বল্পেঽপি কর্ম্মণ্যাধিককর্ম্মসম্পাদনবেদনেন ফলাধিক্যপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বকাণ্ডে প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজতেত্যনুবাকে প্রপঞ্চিতা। অথ দর্শপূর্ণমাসকর্ম্মণোস্তিথিবিষয়বিধিমর্থবাদেনোন্নয়তি—"দেবা বা অহর্যজ্ঞিয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপুনন্তৌ বা এতৌ পূতৌ মেধ্যৌ যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে পূতাবেবৈনৌ মেধ্যৌ যজতে" ইতি। এতৌ দর্শপূর্ণমাসৌ যজ্ঞার্হবতীতি যজ্ঞিয়ং, তাদৃশমেকমপ্যহর্দ্দেবা ন লেভিরে। ততো বিচার্য্য দর্শপূর্ণমাসাবমাবাস্যাং

পৌর্ণমাসীং চ দিনদ্বয়মপুনঞ্চ শোধিতবন্তঃ, যজ্ঞিয়ত্বং নিশ্চিতবন্ত ইত্যর্থঃ। যস্মিন্দিনে সূর্য্য এব দৃশ্যতে চন্দ্রমাস্তু ন দৃশ্যতে সোঽয়ং দর্শঃ। অমাবাস্যা চ তাদৃশী। তস্যাং তিথৌ সূর্য্যেণ সহৈব বসতশ্চন্দ্রমসো দ্রষ্টুমশক্যত্বাৎ। অতঃ সা তিথিঃ সূর্য্যমাত্রদর্শনাদ্দর্শনামাঙ্কিতস্য কর্ম্মণো যোগ্যা। যস্যাং তিথৌ চন্দ্রমণ্ডলং সম্পূর্ণং দৃশ্যতে সা পৌর্ণমাসী। সা চন্দ্রমসঃ পূর্ত্তেঃ পূর্ণনামাঙ্কিতস্য কর্ম্মণো যোগ্যা। প্রতিপদাদিষু চতুর্দ্দশ্যন্তাসু তিথিষু চন্দ্রমা লেশতো দৃশ্যতে ন পূর্ণো নাপ্যত্যন্তাদৃষ্টঃ। অতস্তয়োঃ কর্ম্মণোর্যোগ্যা ন ভবন্তি। তস্মাত্তাবেবৈতাবুক্তৌ তিথিবিশেষৌ দেবৈঃ শুক্লবীর্য্যা শোধিতৌ সন্তৌ যজ্ঞযোগ্যৌ সম্পন্নৌ। অত্র দর্শপূর্ণমাসশব্দস্তিথিপরো ন কর্ম্মপরঃ। যস্ত্বেবং তিথ্যোঃ শুদ্ধিং বিদ্বান্ কর্ম্মদ্বয়ং কুরুতে সোঽয়ং শোধিতৌ যজ্ঞযোগ্যৌ তিথিবিশেষাবেব প্রাপ্য কৃতবান্ ভবতি। তস্মাত্তয়োস্তিথ্যোঃ কুর্য্যাদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

প্রসঙ্গাৎপুনরর্থং কঞ্চিন্নিয়মং বিধত্তে—"নামাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ স্ত্রিয়মুপেয়াদ্যদুপেয়ান্নিরিন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ" ইতি। পূর্ব্বোক্তয়োস্তিথ্যোর্জন্মাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি—"সোমস্য বৈ রাজ্ঞোঽর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়ঃ পত্নয় আসংস্তাসামমাবাস্যাং চ পৌর্ণমাসীং চ নোপৈত্তে এনমভি সমনহ্যেতাং তং যক্ষ্ম আর্চ্ছদ্রাজানং যক্ষ্ম আরদিতি তদ্রাজযক্ষ্মস্য জন্ম যৎপাপীয়ানভবত্তৎ পাপযক্ষ্মস্য যজ্জায়াভ্যামবিন্দত্তজ্জায়েন্যস্য য এবমেতেষাং যক্ষ্মাণাং জন্ম বেদ নৈনমেতে যক্ষ্মা বিন্দন্তি স এতে এব নমস্যন্নুপাধাবত্তে অব্রূতাং বরং বৃণাবহা আবং দেবানাং ভাগধে অসাবাহবদাধ দেবা ইজ্যাস্থা ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাং রাত্রীণামমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ দেবা ইজ্যন্ত এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অস্মৈ মনুষ্যা ভবন্তি য এবং বেদ" ইতি। অর্দ্ধমাসস্য শুক্লপক্ষস্য রাত্রয় একো বর্গঃ, কৃষ্ণপক্ষস্য রাত্রয়ঃ পরো বর্গস্তে অমাবাস্যাপৌর্ণমাস্যাবেনং সোমমভিসমনহ্যেতামাভিমুখ্যেন সম্ভোগায় গৃহীতবত্যৌ। বলাৎকারেণ ভুজ্যমানং তং সোমমতিব্যবায়েন ক্ষয়ব্যাধিঃ প্রাপ্তবান্। এতচ্চ প্রজাপতেস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দুহিতর ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং তথৈব ব্যাখ্যেয়ম্। আবামুভে এব দেবানাং হবির্ভাগধারিণ্যৌ ভবাব আবয়োরধিশ্রিত্যাগ্ন্যাদয়ো দেবা ইজ্যাস্তামিত্যনয়োর্ব্বরঃ। এতয়োর্ভাগধারিত্বং জানন্তো মনুষ্যাঃ সর্ব্বেঽপি ভাগং ধারয়ন্তো প্রযচ্ছন্তি॥

অথ মনুষ্যাদিসাম্যোপন্যাসেন নাক্ষত্রমেব পুনঃ প্রশংসতি—

"ভূতানি ক্ষুধমঘ্নন্ সদ্যো মনুষ্যা অর্দ্ধমাসে দেবা মাসি পিতরঃ সম্বৎসরে বনস্পতয়স্তস্মাদহরহর্ম্মনুষ্যা অশনমিচ্ছন্তেঽর্দ্ধমাসে দেবা ইজ্যন্তে মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে সম্বৎসরে বনস্পতয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যম্॥" ইতি।

ভূতানি মনুষ্যাদয়ঃ প্রাণিনঃ। বনস্পতয়ঃ পনসাম্রাদ্যাঃ। তেষাং ফলগ্রহণমেব ক্ষুন্নিবারণরূপাং তৃপ্তিং সূচয়তি। এবং ক্ষুধা হননং যো বেদ সোঽপ্যন্নসমৃদ্ধং ক্ষুদ্রূপং শত্রুং সর্ব্বদা হন্তি। (২ অষ্টক—৫ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমাঽনুবাকঃ।)

দেবা বৈ নর্চি ন যজুষ্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত হিং করোতি
সামৈবাকর্হিং করোতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র
যুঙ্‌ক্তে হিং করোতি বাচ এবৈষ যোগো হিং করোতি প্রজা
এব তদ্‌যজমানঃ সৃজতে ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাং যজ্ঞস্যৈব
তদ্বর্ম নহ্যত্যপ্রস্রংসায় সন্ততমন্বাহ প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা
অথো রক্ষসামপহত্যৈ রাথংতরীং প্রথমামন্বাহ রাথংতরো বা
অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি ত্রির্ব্বি গৃহ্লাতি ত্রয় ইমে
লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি বার্হতীমুত্তমামন্বাহ বার্হতো বা
অসৌ লোকোঽমুমেব লোকমভি জয়তি প্র বঃ বাজা ইত্য-
নিরুক্তাং প্রাজাপত্যামন্বাহ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞমেব প্রজা-

পতিমারভতে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব-
রুন্ধে প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ তস্মাৎ প্রাচীনঁ রেতো ধীয়তেঽগ্ন
আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে প্র বো
বাজাঃ ইত্যন্বাহ মাসা বৈ বাজা অর্দ্ধমাসা অভিদ্যবো দেবা হবি-
ষ্মন্তো গৌর্ঘৃতাচী যজ্ঞো দেবাঞ্জিগাতি যজমানঃ সুম্নয়ুরিদমসীদ-
মসীত্যেব যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামাব রুন্ধে যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়া-
দিতি প্র বো বাজা ইতি তস্যানুচ্যাগ্ন আ যাহি বীতয় ইতি
সন্ততমুত্তরমর্দ্ধর্চ্চমা লভেত প্রাণেনৈবাস্যাপানং দাধার সর্ব্বমায়ু-
রেতি যো বা অরত্নিঁ সামিধেনীনাং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং
কুরুতেঽর্দ্ধর্চ্চৌ সং দধাত্যেষ বা অরত্নিঃ সামিধেনীনাং য এবং
বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং কুরুত ঋষেঋর্ষের্ব্বা এতা নির্ম্মিতা যৎ-

সামিধেন্যস্তা যদ্দাংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রজয়াঃ পশুভির্যজমানস্য বি
তিষ্ঠেরন্নর্দ্ধর্চ্চৌ সং দধাতি সং যুনক্ত্যেবৈনাস্তা অস্মৈ সংযুক্তা
অবরুদ্ধাঃ সর্ব্বামাশিষং দুহ্রে ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

দেবাঃ। বৈ। ন। ঋচি। ন। যজুষি। অশ্রয়ন্ত। তে। সামন্। এব।
অশ্রয়ন্ত। হিম্। করোতি। সাম। এব। অকঃ। হিম্। করোতি।
যত্র। এব। দেবাঃ। অশ্রয়ন্ত। ততঃ। এব। এনান্। প্রেতি।
যুঙ্‌ক্তে। হিম্। করোতি। বাচঃ। এব। এষঃ। যোগঃ। হিম্।
করোতি। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। এব। তৎ। যজমানঃ। সৃজতে। ত্রিঃ।
প্রথমাং। অন্বিতি। আহ। ত্রিঃ। উত্তমামিত্যুৎতমান্। যজ্ঞস্য। এব। তৎ।
বর্স্ম্। নহ্যতি। অপ্রস্রংসায়েত্যপ্র—স্রংসায়। সন্ততমিতি সং—ততম্।
অন্বিতি। আহ। প্রাণানামিতি প্র—অনানাম্। অন্নাদ্যস্যেত্যন্ন—অদ্যস্য।

সন্তত্যা ইতি সং—তত্যৈ। অথো ইতি। রক্ষসাম্। অপহত্যা ইত্যপ—হত্যৈ।

রাথন্তরীমিতি রাথং—তরীম্। প্রথমাম্। অন্বিতি। আহ। রাথংতর ইতি

রাথং—তর। বৈ। অয়ম্। লোকঃ। ইমম্। এব। লোকম্। অভীতি।

জয়তি। ত্রিঃ। বীতি। গৃহ্লাতি। ত্রয়ঃ। ইমে। লোকাঃ। ইমান্। এব।

লোকান্। অভীতি। জয়তি। বার্হতীম্। উত্তমামিত্যুৎ—তমাং। অন্বিতি।

আহ। বার্হতঃ। বৈ। অসৌ। লোকঃ। অমুম্। এব। লোকম্।

অভীতি। জয়তি। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অনিরুক্তামিত্যনিঃ

—উক্তাম্। প্রাজাপত্যামিতি প্রাজা—পত্যাম্। অন্বিতি। আহ। যজ্ঞঃ।

বৈ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। যজ্ঞম্। এব। প্রজাপতিমিতি প্রজা

—পতিম্। এতি। রভতে। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অন্বিতি।

আহ। অন্নম্। বৈ। বাজঃ। অন্নম্। এব। অবেতি। রুন্ধে। প্রেতি। বঃ।

বাজাঃ। ইতি। অন্বিতি। আহ। তস্মাৎ। প্রাচীনম্। রেতঃ। ধীয়তে।

অগ্নে। এতি। যাহি। বীতয়ে। ইতি। আহ। তস্মাৎ। প্রজ চাঃ। প্রজা।
ইতি প্র—জাঃ। জায়ন্তে। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অর্ব্বিতি।
আহ। মাসাঃ। বৈ। বাজাঃ। অর্দ্ধমাসা ইত্যর্দ্ধ—মাসাঃ। অভিদ্যব ইত্যভি
—দ্যবঃ। দেবাঃ। হবিষ্মন্তঃ। গৌঃ। ঘৃতাচী। যজ্ঞঃ। দেবান্।
জিগাতি। যজমানঃ। সুম্নয়ুরিতি সুম্ন—যুঃ। ইদম্। অসি। ইদম্। অসি।
ইতি। এব। যজ্ঞস্য। প্রিয়ম্। ধাম। অবেতি। রুন্ধে। যম্। কাময়েত।
সর্ব্বম্। আয়ুঃ। ইয়াৎ। ইতি। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। তস্য।
অনুচ্যেত্যনু—উচ্য অগ্নে। এতি। যাহি। বীতয়ে। ইতি। সন্ততমিতি সং—
ততম্। উত্তরমিত্যুৎ—তরম্। অর্দ্ধর্চমিত্যর্দ্ধ—ঋচম্। এতি। লভেত।
প্রাণেনেতি। প্র—অনেন। এব। অস্য। অপানমিত্যপ—অনম্। দাধার। সর্ব্বম্।
আয়ুঃ। এতি। যঃ। বৈ অরত্নিম্। সামিধেনীনামিতি সাম্—ইধেনী-
নাম্। বেদ। অরত্নৌ। এব। ভ্রাতৃব্যম। কুরুতে। অর্দ্ধর্চাবিত্যর্দ্ধ—

ঋচৌ। সমিতি। দধাতি। এষঃ। বৈ। অরত্নিঃ। সামিধেনীনামিতি

সাম—ইধেনীনাম্। যঃ। এবম্। বেদ। অরত্নৌ। এব। ভ্রাতৃব্যম্।

কুরুতে। ঋষেঋর্ষেরিত্যৃষেঃ—ঋষেঃ। বৈ। এতাঃ। নির্ম্মিতা ইতি নিঃ-

মিতাঃ। যৎ। সামিধেন্য ইতি সাম্—ইধেন্যঃ। তাঃ। যৎ। অসংযুক্তা

ইত্যসং—যুক্তাঃ। স্যুঃ। প্রজয়েতি প্র—জয়া। পশুভিরিতি পশু—ভিঃ।

যজমানস্য। বীতি। তিষ্ঠেরন্। অর্দ্ধর্চাবিত্যর্দ্ধ—ঋচৌ। সমিতি। দধাতি।

সমিতি। যুনক্তি। এব। এনাঃ। তাঃ। অস্মৈ। সংযুক্তা ইতি স-যুক্তাঃ।

অবরুদ্ধাঃ। ইত্যব—রুদ্ধাঃ। সর্ব্বাম্। আশিষমিত্যা—শিষম্। দুহ্রে॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অনুবাকৈঃ ষড়্ভিরেতৈরাধ্বর্যবমুদীরিতম্। অথোত্তরৈরনুবাকৈর্হৌত্রং বিবক্ষুরস্মিন্সপ্তমেঽনুবাকে তদনন্তরভাবাষ্টমে চ সামিধেনীমন্ত্রা ব্যাখ্যায়ন্তে। তে চ ব্রাহ্মণগ্রন্থে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সমাম্নাতাঃ।

কল্পঃ—পুরস্তাৎ সামিধেনীনা৺ হোতেত্যুপক্রম্যান্তরাঽহবনীয়মুৎকরং চ প্রতীচীনং গচ্ছন্প্রজাপতি কং প্রপদ্যে তং প্রপদ্য ইত্যাদিকমুক্ত্বা সত্যং প্রপদ্য ইতি বেতি পক্ষান্তরমুক্তম্। তৎপাঠস্তু—"সত্যং প্রপদ্যে। ঋতং প্রপদ্যে। অমৃতং প্রপদ্যে। প্রজাপতেঃ প্রিয়াং তনুবমনার্ত্তাং প্রপদ্যে। ইদমহং পঞ্চদশেন বজ্রেণ দ্বিষন্তং ভ্রাতৃব্যমক্রামামি। যোঽস্মান্দ্বেষ্টি। যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ভূর্ভুবঃ

প্রারম্ভে। অস্মিন্ কর্ম্মণি বাচিকোঽপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। মনসা চিন্ত্যমানমপ্যেতং যথা ভবতি তথা প্রপদ্যে। মানসোঽপ্যপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। অমৃতত্বহেতুভূতমিদং কর্ম্ম প্রপদ্যে। অনেন কর্ম্মণা দেবত্বং প্রাপ্যতামিত্যর্থঃ। দেবেষ্বপ্যার্ত্তিরহিতাং প্রজাপতেঃ প্রিয়াং তনুবং প্রজাপতিশরীরমিদং কর্ম্ম প্রপদ্যে। ইদমিতি হস্তেনাভিনয়ঃ। অহং হোতা পঞ্চদশস্তোম-সদৃশেন বজ্ররূপেণানেন কর্ম্মণা দ্বিষন্তং শত্রুমবষ্টভ্য পীড়য়ামি। যঃ শত্রুরস্মান্ মনসা দ্বেষ্টি যং চ শত্রুং বয়ং মনসা দ্বিষ্মস্তমুভয়বিধমবক্রামামীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ভূর্ভুবঃ সুবরিত্যেতন্নামকা লোকাস্তান্ হিনোমি প্রীণয়ামীত্যর্থঃ॥

কল্পঃ—"ব্যাহৃতীকৃত্বা ত্রিরভিহিংকৃত্যানবানমভিহিংকারাদৃচমুপসন্দধাতি প্র বো বাজা অভিদ্যব ইত্যেকাদশেমাঃ সামিধেন্যঃ" ইতি। অনবানমনুচ্ছ্বসন্॥ তত্র প্রথমায়াঃ পাঠস্তু—"প্র বো বাজা অভিদ্যবঃ। হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা। দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ুঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হে দেবা বো যুষ্মদীয়া ঋত্বিগ্ যজমানাঃ প্রবর্ত্তন্তে। বাজা গমনশীলা মাসা অভিদ্যবোঽভিতঃ পূর্ব্বপক্ষরূপেণোত্তরপক্ষরূপেণ চ দীপ্যমানা অর্দ্ধমাসা হবিষ্মন্তো হবির্ভাজো দেবাশ্চ ঘৃতাচ্যা যাগসাধনভূতঘৃতপ্রদয়া গবা সহানুকূলাঃ প্রবর্ত্তন্তামিত্যধ্যাহারঃ। কিং চায়ং যজ্ঞো দেবাঞ্জিগাতি প্রাপ্নোতু। যজমানস্য সুম্নয়ুঃ সুখেচ্ছুর্ভবতু॥

যদেতদুক্তং ত্রির্হিং করোতীতি তদেতদ্বিধত্তে—"দেবা বৈ নর্চ্চি ন যজুষ্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত হিং করোতি সামৈবাকর্হিং করোতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র যুঙ্ক্তে হিং করোতি বাচ এবৈষ যোগো হিং করোতি প্রজা এব তদ্যজমানঃ সৃজতে" ইতি। দেবাঃ পূর্ব্বমৃচি নাশ্রয়ন্ত যজুষ্যপি নাশ্রয়ন্ত ন সন্তুষ্টা ইত্যর্থঃ। কিং তু সামন্যেব সন্তুষ্টাঃ। ততো হিমিতিশব্দমুচ্চারয়েৎ। তেন সামৈব কৃতং ভবতি। পঞ্চকৃত্বঃ সপ্তকৃত্বো বা সাম্ন আদৌ হিংকারস্য বিদ্যমানত্বাৎ। তস্য হিমিতিশব্দস্য ত্রিরুচ্চারণমভিপ্রেত্য ত্রিবারং বিধিরনূদ্য প্রশস্যতে। যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত যত্রৈব সামনি দেবাঃ সন্তুষ্টাস্তত এব সাম্ন এনান্দেবান্ প্রযুঙ্ক্তে হোতা হিং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণ তোষয়তীত্যর্থঃ। প্রথমোচ্চারণেন সাম কৃতং ভবতি। তথা দ্বিতীয়োচ্চারণেন বাচো যোগঃ সম্পদ্যতে। সামাশ্রয়ভূতায়া ঋগ্রূপায়া বাচঃ সম্বন্ধঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। তৃতীয়োচ্চারণং যদস্তি তেন যজমানঃ প্রজা এব সৃষ্টবান্ ভবতি॥

একাদশানাং সামিধেনীনামাদ্যন্তয়োরাবৃত্তিং বিধত্তে—"ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাং যজ্ঞস্যৈব তদ্বর্সং নহ্যত্যপ্রস্রংসায়" ইতি। "প্র বো বাজা অভিদ্যবঃ" ইত্যেষা প্রথমা। "আ জুহোত দুবস্যত" ইতি বা "ত্বং বরুণ উত মিত্র" ইতি বা দ্বয়োরন্যতরোত্তমা। তত্রেন প্রথমোত্তময়োস্ত্রিরভ্যাসেন যজ্ঞস্য বর্সমন্তভাগান্নহ্যতি বধ্নাতি। যথা লোকে বস্ত্রেণ কম্বলেন বা ব্রীহীন্ বোঢ়ুকামোঽন্তদ্বয়ং বধ্নাতি তদ্বৎ। তচ্চ বন্ধনং স্রংসনরাহিত্যায় ভবতি।

পূর্ব্বস্যামৃচ্যুত্তরার্দ্ধস্যোত্তরস্যামৃচি পূর্ব্বার্দ্ধস্য চ পরস্পরাবিশ্লেষং বিধত্তে—"সন্ততমন্বাহ প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্যৈ" ইতি। তদেতৎ সন্ততোচ্চারণং যজমানস্য প্রাণানাং সন্তত্যৈ ভোজ্যবস্তুসন্তত্যৈ চ সম্পদ্যতে। কিং চ রাক্ষসাঃ শ্বাসনিরোধেনাপহতা ভবন্তি॥

যস্যাঃ প্রথমায়া আবৃত্তির্ব্বিহিতা তাং স্বরূপেণ বিধত্তে—"রাথন্তরীং প্রথমামন্বাহ রাথন্তরো বা অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি" ইতি। কস্মিংশ্চিৎ সামশাখাবিশেষে "প্র বো

বাজাঃ” ইত্যেতস্যামৃচি রথন্তরসাম্নো গীতত্বাদিয়ং রাথন্তরী। রথন্তরসামযুক্তেন কর্ম্মণা সম্পাদয়িতুং শক্যত্বাদ্ভূলোকস্য রাথন্তরত্বম্॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—“তৃতীয়াং সামিধেনীং ত্রির্ব্বিগৃহ্ণাতি” ইতি, তদেতদ্বিধত্তে—

“ত্রির্বি গৃহ্ণাতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি” ইতি। তৃতীয়স্যাঃ সামিধেন্যাঃ প্রথমপাদমুচ্চার্য্য সকৃদ্বিগ্রহঃ কার্য্যঃ। অর্দ্ধর্চ্চ দ্বিতীয়োঃ বিগ্রহঃ। তত উত্তরার্দ্ধ উপরিতনমন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং চ সংযোজ্য তদন্তে তৃতীয়ো বিগ্রহঃ। এতেন বিগ্রহত্রয়েণ লোকত্রয়জয়ো ভবতি॥

যস্যামৃচ্যয়ং ত্রিবিধো বিগ্রহস্তামৃচং বিধত্তে—“বার্হতীমুত্তমামন্বাহ বার্হতো বা অসৌ লোকোঽমুমেব লোকমভি জয়তি” ইতি। যস্যামৃচি বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্যেতি শব্দস্য শ্রূয়মাণত্বাদিয়ং বার্হতী। সা চ তৃতীয়েতি কৃত্বা প্রথমমধ্যমাপেক্ষয়োত্তমা। তথা সত্যুত্তমাং ঘাহেত্যুক্তে তৃতীয়াত্বেন পঠেদিত্যর্থো ভবতি। এতদৃচো পাঠকর্ম্মসাধ্যত্বাৎ স্বর্গলোকস্য বার্হতত্বম্।

প্রথমায়ামৃচি দেবতাদিবিশেষাভিধানাভাবং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যনিরুক্তাং প্রাজাপত্যামন্বাহ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতির্যজ্ঞমেব প্রাজাপত্যমা রভতে” ইতি। কস্যাপি দেববিশেষস্য নিরুক্তং নামবিশেষকথনং তত্র নাস্তি সেয়মনিরুক্তা। প্রজাপতিশ্চ সৃষ্টেঃ প্রাগ্ রূপবিশেষাভাবাদনিরুক্তঃ। অত ইয়ং প্রাজাপত্যা। যজ্ঞশ্চ প্রজাপতিসৃষ্টত্বাত্তৎস্বরূপঃ। তস্মাৎ প্রাজাপত্যমন্ত্রস্য প্রথমপাঠেন যজ্ঞরূপমেব প্রজাপতিং প্রারব্ধবান্ ভবতি॥

অস্মিন্মন্ত্রে বাজশব্দোচ্চারণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যন্বাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব রুন্ধে” ইতি।

তথাঽত্র প্রশব্দোচ্চারণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তে” ইতি। যস্মাৎ প্রশব্দ উচ্চারিতস্তস্মাৎ প্রাচীনং প্রমুখে রেতোবর্ত্তিনি যোষিচ্ছরীরেঽর্ক্ভিত গচ্ছতীতি প্রাচীনং তথাবিধং রেতো ধীয়তে গর্ভাশয়ে স্থাপ্যতে॥

এতস্য মন্ত্রস্য চরমপাদেন সহোত্তরস্য মন্ত্রস্য প্রথমপাদোচ্চারণং প্রশংসতি—“অগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে” ইতি। যস্মাদায়াহীত্যুক্তং তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রত্যঙ্মুখাঃ সদৃশাঃ প্রজা উৎপদ্যন্তে॥

মন্ত্রগতানাং পদানামর্থান্দর্শয়তি—“প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ মাসা বৈ বাজা অর্দ্ধমাসা অভিদ্যবো দেবা হবিষ্মন্তো গৌর্ঘৃতাচী যজ্ঞো দেবাঞ্জিগাতি যজমানঃ সুম্নয়ুঃ” ইতি। বজন্তি গচ্ছন্তি ক্রমেণ প্রবর্ত্তন্ত ইতি চৈত্রাদিমাসা বাজাঃ। ইদমেব ব্রাহ্মণবাক্যং হৃদি নিধায় মন্ত্রার্থঃ পূর্ব্বং দর্শিতঃ॥

পদার্থানভিধায় মন্ত্রতাৎপর্য্যার্থমাহ—“ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামাব রুন্ধে” ইতি। সামিধেনীভিঃ সমিধ্যমান হেঽগ্নে ত্বমিদং মাসানাং স্বরূপমসি, অর্দ্ধমাসানাং স্বরূপমসি, দেবানাং স্বরূপমসীত্যেব তাৎপর্য্যার্থঃ। অনেন তাৎপর্য্যেণ যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামাঽহুতিস্থানমিধ্যমানাগ্নিস্বরূপং সম্পাদিতবান ভবতি॥

যদুক্তং “সন্ততমন্বাহ প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যৈ” ইতি। তদেবেদানীং কাম্যত্বেনাপি বিধত্তে—“যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি প্র বো বাজা ইতি তস্যানূচ্যাগ্ন আ যাহি বীতয় ইতি

সন্তত্মুত্তরমর্দ্ধর্চ্চমালভেত প্রাণেনৈবাস্মাপানং দাধার সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি। যং যজমানমুদ্দিশ্য হোতা কাময়েত। কিমিতি—অয়ং যজমানো মৃত্যুরহিতঃ সর্ব্বমায়ুঃ প্রাপ্নুয়াদিতি, তস্য যজমানস্যাহয়ুষ্প্রাপ্তয়ে প্রথমাং সামিধেনীং সর্ব্বামনূচ্য বিচ্ছেদমকৃত্বোত্তরস্যাঃ প্রথমমর্দ্ধর্চ্চমুপক্রমেত। তেন সান্তত্যেনাস্য যজমানস্য প্রাণবায়ুনা বহির্নির্গচ্ছতা সহৈবাপানবায়ুং পুনরপ্যন্তরা গচ্ছন্তং ধারিতবান্ ভবতি। তেন চ ধারণেন সর্ব্বমায়ুঃ প্রাপ্নোতি।

তদেব সান্তত্যং পুনঃ প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"যো বা অরত্নিং সামিধেনীনাং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং কুরুতেহর্দ্ধর্চ্চৌ সং দধাত্যেষ বা অরত্নিঃ সামিধেনীনাং য এবং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং কুরুতে" ইতি। কূর্পরমারভ্য প্রসারিতকনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্য্যন্তো হস্তভাগোহরত্নিঃ। ন চ তস্যারত্নের্মধ্যে বিচ্ছেদোহস্তি তদ্বদুভয়োঃ সামিধেন্যোর্মধ্যে সান্তত্যমরত্নিত্বেনোপচর্য্যতে। যো হোতা তদিদং সান্তত্যং বিদিত্বাহনুতিষ্ঠতি স হোতা ভ্রাতৃব্যং যজমানস্যারত্নৌ স্থাপয়তি। চতুররত্নিপরিমিতস্য পুরুষস্যারত্নিমাত্রপরিমিতো বালো যথা নীচো ভবতি তদ্বদমুং কুরুত ইত্যর্থঃ। য এবং বেদেতি পুনরভিধানং প্রতিজ্ঞাতস্য নিগমনার্থম্।

তদেব সান্তত্যং বিপক্ষবাধকোপন্যাসপূর্ব্বকং পুনঃ প্রশংসতি—"ঋষেঋষের্ব্বা এতা নির্ম্মিতা যৎসামিধেন্যস্তা যদসংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রজয়া পশুভির্যজমানস্য বি তিষ্ঠেরন্নর্দ্ধর্চ্চৌ সং দধাতি সং যুনক্ত্যেবৈনাস্তা অস্মৈ সংযুক্তা অবরুদ্ধাঃ সর্ব্বামাশিষং দুহ্র॥" ইতি॥ ঋষিরতীন্দ্রিয়স্য দ্রষ্টা। তাদৃশ ঋষিরেকৈকাং সামিধেনীমীশ্বরানুগ্রহেণ দৃষ্ট্বা তৎসম্প্রদায়পরম্পরাং নির্ম্মিতবান্। অতএব স্মর্য্যতে—"যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" ইতি॥ তথা সতি ভিন্নেভ্য ঋষিভ্যঃ প্রবর্ত্তিতাস্তাঃ সামিধেন্যো যদ্যসংযুক্তা ভবেযুস্তদানীং যজমানস্য প্রজয়া পশুভিরপি সামিধেন্যো বিতিষ্ঠেরন্ বিযুক্তাস্তিষ্ঠেয়ুঃ, প্রজাপশুসমৃদ্ধিহেতবো ন ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। তৎপরিহারায় পূর্ব্বস্যাঃ সামিধেন্যা উত্তরার্দ্ধমুত্তরস্যাঃ সামিধেন্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধঞ্চ সন্দধ্যাৎ। তথা সত্যেনাঃ সামিধেনীঃ সংযোজিতবানেব ভবতি। ন চৈবমেকস্যামপি সামিধেন্যাং পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধর্চ্চৌ সংঘাতব্যাবিতি শঙ্কনীয়ম্। তয়োরেকর্ষিপ্রবর্ত্তিতত্বেন হোতৃপ্রযুক্তসন্ধানমন্তরেণাপি স্বরূপতো বিয়োগাভাবাৎ। যথোক্তরীত্যা সংযুক্তাস্তাঃ সামিধেন্যো যজমানায় সর্ব্বামাশিষং দুহ্রে দুহান্ত সম্পাদয়ন্তু।

অথ মীমাংসা।

নবমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"বিবৃত্র কিমৃচো ধর্ম্মঃ স্থানধর্ম্মোহথবাহদিমঃ। স্ত্রীলিঙ্গত্বান্ন তৎপ্রাতিপদিকপ্রবলত্বতঃ॥" দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সামিধেনীঃ প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ" ইতি। সোহয়ং ত্রিরভ্যাস আদৌ পঠিতস্য প্র বো বাজা ইত্যাগ্বিশেষস্য ধর্ম্মঃ। কুতঃ। প্রথমামিত্যস্য স্ত্রীলিঙ্গত্বাদৃক্পরত্বোপপত্তেরিতি চেন্নৈতদ্যুক্তম্। স্ত্রীলিঙ্গবাচিনষ্টাপ্প্রত্যয়াদপি পূর্ব্বং পঠিতস্য স্থানবাচিনঃ প্রথমেত্যস্য প্রাতিপদিকস্য প্রবলত্বাৎ। অতো বিকৃতিষ্বপ্যন্যস্যা অপ্যৃচঃ প্রথমস্থানপঠিতায়াস্ত্রিরভ্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। স্থান... ইত্যস্যা অপ্যৃচো নাভ্যাসঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমোহনুবাকঃ॥ ৭॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ)।

অযজ্ঞো বা এষ যোঽসামাঽগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথন্তরস্যৈষ
বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গির ইত্যাহ বামদেব্যস্যৈষ বর্ণো বৃহদগ্নে
সুবীর্য্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণো যদেতং তৃচমন্বাহ যজ্ঞমেব তৎ-
সামন্বন্তং করোত্যগ্নিরমুষ্মিল্লোঁক আসীদাদিত্যোঽস্মিন্তাবিমৌ
লোকাবশান্তৌ আস্তাং তে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ বি পর্য্যূহা-
মেত্যগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যস্মিল্লোঁকেঽগ্নিমদধুর্বৃহদগ্নে সুবীর্য্য-
মিত্যমুষ্মিল্লোঁক আদিত্যং ততো বা ইমৌ লোকাবশাম্যতাং
যদেবমন্বাহানয়োর্লোকয়োঃ শান্ত্যৈ শাম্যতোঽস্মা ইমৌ লোকৌ
য এবং বেদ পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য
রাত্রয়োঽর্দ্ধমাসশঃ সম্বৎসর আপ্যতে তাসাং ত্রীণি চ শতানি
ষষ্টিশ্চাক্ষরাণি তাবতীঃ সম্বৎসরস্য রাত্রয়োঽক্ষরশ এব সম্বৎসর-

মাপ্নোতি নৃমেধশ্চ পরুচ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাদ্যমবদেতামস্মিন্দারা-
বার্দ্রেঽগ্নিং জনয়াব যতরো নৌ ব্রহ্মীয়ানিতি নৃমেধোঽভ্যবদৎ স
ধূমমজনয়ৎ পরুচ্ছেপোঽভ্যবদৎ সোঽগ্নিমজনয়দৃব ইত্যব্রবীৎ
যৎ সমাবদ্বিদ্ব কথা ত্বমগ্নিমজীজনো নাহমিতি সামিধেনীনামেবাহং
বর্ণং বেদেত্যব্রবীদ্যদ্ঘৃতবৎ পদমনূচ্যতে স আসাং বর্ণস্তং ত্বা
সমিদ্ভিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীষ্বেব তজ্জ্যোতির্জ্জনয়তি স্ত্রিয়স্তেন
যদৃচঃ স্ত্রিয়স্তেন যদ্গায়ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়স্তেন যৎসামিধেন্যো বৃষণ্বতী-
মন্বাহ তেন পুংস্বতীস্তেন সেন্দ্রাস্তেন মিথুনা অগ্নির্দ্দেবানাং
দূত আসীদুশনা কাব্যোঽসুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং
স প্রজাপতিরগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যভি পর্য্যাবর্ত্তত ততো
দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহ
ইত্যন্বাহ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবত্যধ্বরবতীমন্বাহ

ভ্রাতৃব্যমেবৈতয়া ধ্বরতি শোচিষ্কেশমমীমহ ইত্যাহ পবিত্রে-মেবৈতদ্যজমানমেবৈতয়া পবয়তি সমিদ্ধো অগ্ন আহুতেত্যাহ পরিধিমেবৈতং পরি দধাত্যস্কন্দায় যদত ঊর্দ্ধমভ্যাদধ্যাদযথা বহিঃপরিধি স্কন্দতি তাদৃগেব তত্ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সহরক্ষা অসুরাণাং ত এতর্হ্যা শংসন্তে মাং বরিষ্যতে মাম্ ইতি বৃণীধ্বং হব্যবাহনমিত্যাহ য এব দেবানাং তং বৃণীত আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরেব নৈত্যথো সন্তত্যৈ পরস্তাদর্ব্বাচো বৃণীতে তস্মাৎ পরস্তাদর্ব্বাঞ্চো মনুষ্যান্ পিতরোঽনু প্র পিপতে ॥ ৮ ॥

পদ-পাঠঃ।

অবরুদ্ধঃ। বৈ। এষঃ। যঃ। অসামা। অগ্নে। এতি। যাহি। বীতয়ে। ইতি। আহ। রথন্তরস্যেতি রথং—তরস্য। এষঃ। বর্ণঃ। তম্। ত্বা। সমিদ্ভিরিতি

সমিৎ—ভিঃ। অঙ্গিরঃ। ইতি। আহ। বামদেব্যস্তেতি বাম—দেব্যস্ত। এষঃ।

বর্ণঃ। বৃহৎ। অগ্নে। সুবীর্য্যমিতি সু—বীর্য্যম্। ইতি। আহ। বৃহতঃ।

এষঃ। বর্ণঃ। যৎ। এতম্। তৃচম্। অন্বাহেত্যনু—আহ। যজ্ঞম্। এব।

তৎ। সামন্বন্তমিতি সামন্—বন্তম্। করোতি। অগ্নিঃ। অমুষ্মিন্। লোকে।

আসীৎ। আদিত্যঃ। অস্মিন্। তৌ। ইমৌ। লোকৌ। অশান্তৌ।

আস্তাম্। তে। দেবাঃ। অব্রুবন্। এতি। ইত। ইমৌ। বি। পরীতি।

উহাম। ইতি। অগ্নে। এতি। যাহি। বীতয়ে। ইতি। অস্মিন্। লোকে।

অগ্নিম্। অদধুঃ। বৃহৎ। অগ্নে। সুবীর্য্যমিতি সু—বীর্য্যম্। ইতি। অমুষ্মিন্।

লোকে। আদিত্যম্। ততঃ। বৈ। ইমৌ। লোকৌ। অশাম্যতাম্। যৎ।

এবম্॥ অন্বাহেত্যনু—আহ। অনয়োঃ। লোকয়োঃ। শান্ত্যৈ। শাম্যতঃ।

অস্মৈ। ইমৌ। লোকৌ। যঃ। এবম্। বেদ। পঞ্চদশেতি পঞ্চ—দশ।

সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ। অন্বিতি। আহ। পঞ্চদশেতি পঞ্চ—দশ।

বৈ। অর্দ্ধমাসস্যেত্যর্দ্ধ—মাসস্য। রাত্রয়ঃ। অর্দ্ধমাসশ ইত্যর্দ্ধমাস—শঃ। সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরঃ। আপ্যতে। তাসাম্। ত্রীণি। চ। শতানি। ষষ্টিঃ। চ। অক্ষরাণি। তাবতীঃ। সম্বৎসরস্যেতি সং—বৎসরস্য। রাত্রয়ঃ। অক্ষরশ ইত্যক্ষর শঃ। এব। সম্বৎসরমিতি সং—বৎসরম। আপ্নোতি। নৃমেধ ইতি নৃমেধঃ। চ। পরুচ্ছেপঃ। চ। ব্রহ্মবাদ্যমিতি ব্রহ্ম-বাদ্যম্। অবদেতাম। অস্মিন্। দারৌ। আর্দ্রে। অগ্নিম্। জনয়াব। যতরঃ। নৌ। ব্রহ্মীয়ান্। ইতি। নৃমেধ ইতি নৃ—মেধঃ। অভীতি। অবদৎ। সঃ। ধূমম্। অজনয়ৎ। পরুচ্ছেপঃ। অভীতি। অবদৎ। সঃ। অগ্নিম্। অজনয়ৎ। ঋষে। ইতি। অব্রবীৎ। যৎ। সমাবৎ। বিদ্ব। কথা। ত্বম্। অগ্নিম্। অজীজনঃ ন। অহম্। ইতি। সামিধেনীনামিতি সাম্—ইধেনীনাম্। এব। অহম্। বর্ণম্। বেদ। ইতি। অব্রবীৎ। যৎ। ঘৃতবদিতি ঘৃত—বৎ। পদম্। অনুচ্যত ইত্যনু—উচ্যতে। সঃ। আসাম্। বর্ণঃ। তম্। ত্বা।

সমিদ্ভিরিতি সমিৎ—ভিঃ। অঙ্গিরঃ। ইতি। আহ। সামিধেনীভিরিতি সাম্—

ইধেনীষু। এব। তৎ। জ্যোতিঃ। জনয়তি। স্ত্রিয়ঃ। তেন। যৎ।

ঋচঃ। স্ত্রিয়ঃ। তেন। যৎ। গায়ত্রিয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ। তেন। যৎ। সামিধেন্য

ইতি সাম্—ইধেন্যঃ। বৃষণ্বতীমিতি বৃষণ্—বতীম্। অন্বিতি। আহ। তেন।

পুংস্বতীঃ। তেন সেন্দ্রা ইতি স—ইন্দ্রাঃ। তেন। মিথুনাঃ। অগ্নিঃ।

দেবানাম্। দূতঃ। আসীৎ। উশনা। কাব্যঃ। অসুরাণাম্। তৌ। প্রজা-

পতিমিতি প্রজা—পতিম্। প্রশ্নম্। ঐতাম্। সঃ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ। অগ্নিম্। দূতম্। বৃণীমহে। ইতি। অভীতি। পর্য্যাবর্ত্ততেতি পরি—

আবর্ত্তত। ততঃ। দেবাঃ। অভবন্। পরেতি। অসুরাঃ। যস্য। এবম্।

বিদুষঃ। অগ্নিম্। দূতম্। বৃণীমহে। ইতি। অন্বাহেত্যনু—আহ। ভবতি।

আত্মনা। পরেতি। অস্য। ভ্রাতৃব্যঃ। ভবতি। অধ্বরবতীমিত্যধ্বর—

বতীম্। অন্বিতি। আহ। ভ্রাতৃব্যম্। এব। এতয়া। ধ্বরয়তি। শোচি-

ক্লেশ ইতি শোচিঃ—কেশঃ। তম্। ঈমহে। ইতি। আহ। পবিত্রম্। এব।

এতৎ। যজমানম্। এব। এতয়া। পবয়তি। সমিদ্ধ ইতি সম্—ইদ্ধঃ।

অগ্নে। আহুতেত্যা—হুত। ইতি। আহ। পরিধিমিতিপরি—ধিম্। এব।

এতম্। পরীতি। দধাতি। অস্কন্দায়। যৎ। অতঃ। ঊর্দ্ধম্। অত্যাদধ্যা-

দিত্যাদি—আদধ্যাৎ। যথা। বহিঃপরিধীতি ব ঃ—পরিধি। স্কন্দতি। তাদৃক।

এব। তৎ। ত্রয়ঃ। বৈ। অগ্নয়ঃ। হব্যবা ন ইতি হব্য—বাহনঃ। দেবানাম্।

কব্যবাহন ইতি কব্য—বাহনঃ। পিতৃণাম্। সহরক্ষা ইতি সহ—রক্ষাঃ।

অসুরাণাম্। তে। এতর্হি। এতি। শংসন্তে। মাম্। বরিষ্যতে। মাম্।

ইতি। বৃণীধ্বম্। হব্যবাহনমিতি হব্য—বাহনম্। ইতি। আহ। যঃ। এব।

দেবানাম্। তম্। বৃণীতে। আর্ষেয়ম্। বৃণীতে। বন্ধোঃ। এব। ন। এতি।

অথো ইতি। সংস্তত্যা ইতি সং—তত্যৈ। পরস্তাৎ। অর্ব্বাচঃ। বৃণীতে।

তস্মাৎ। পরস্তাৎ। অর্ব্বাঞ্চ। মনুষ্যান্। পিতরঃ। অনু। প্রেতি। পিপতে॥ ৮॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

সপ্তদশ সামিধেন্যস্তা ব্যাখ্যাতাঃ তত্যস্তবিস্তরাৎ॥ অথাষ্টমেৎবর্ণিষ্টাঃ সামিধেন্যো ব্যাখ্যায়ন্তে।

তত্র দ্বিতীয়া সামিধেনী মন্ত্রকাণ্ড এব পঠিতা "অগ্ন আ যাহি বীতয়ে। গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হেঽগ্নে হব্যদাতয়ে যজমানস্য হবির্দ্ধানায় বীতয়ে দেবানাং হবির্ভক্ষণায় গৃণানো যজমানো দেবানাং হবির্দ্দাস্যতীতি তৈর্হবির্ভক্ষণীয়মিতি বদন্নায়াহি। আগত্য চ হোত্রা হব্যাতা ভবন্বর্হিষি যজ্ঞে নিষৎসি নিষীদ॥

তৃতীয়সামিধেনীপাঠস্তু—"তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরঃ। ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হেঽঙ্গিরো য তং ত্বা তাদৃশং দেবানামাহ্বাতারং ত্বাং সমিদ্ভির্ঘৃতেন চ বর্দ্ধয়ামঃ। হে য বষ্ঠা যুবতম বৃহজ্জ্বালাধিক্যং যথা ভবতি তথা শোচ দীপ্যস্ব॥

চতুর্থসামিধেনীপাঠস্তু—"স নঃ পৃথু শ্রবায্যম্। অচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্য্যম্।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হেঽগ্নে দেব স ত্বং নোঽস্মদর্থং পৃথু বিস্তীর্ণং শ্রবায্যং দেবৈঃ শ্রোতুং যোগ্যমিদং কর্ম্মাচ্ছাভিমুখীকৃত্য বৃহৎ সুবীর্য্যং চ যথা ভবতি তথা বিবাসসি বিভাতং কুরু প্রকাশয়েত্যর্থঃ। বৃহচ্ছব্দেন জ্বালাধিক্যং বিবক্ষিতম্। সুবীর্য্যশব্দেন হূয়মানস্য হবিষঃ সম্যগ্দহনসামর্থ্যমুচ্যতে॥

পঞ্চমসামিধেনীপাঠস্তু—"ঈড়েন্যো নমস্যস্তিরঃ। তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। অয়মগ্নিঃ সমগিধ্যতে। কীদৃশঃ, ঈড়েন্যঃ স্তোতুং যোগ্যঃ, নমস্যো নমস্কারযোগ্যঃ, তমাংসি তিরস্কুর্বন্ দর্শতঃ পদার্থানামাদর্শয়িতা, বৃষা কামানাং বর্ষয়িতা॥

ষষ্ঠসামিধেনীপাঠস্তু—"বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতে। অশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। অয়মগ্নিঃ সম্যগিধ্যতে কীদৃশঃ, বৃষঃ কামানাং বর্ষয়িতা। অশ্বো ন দেববাহনেঽশ্ব ইব দেবার্থস্য হবিষো বোঢ়া। তমিমমগ্নিং হবিষ্মন্তো যজমানাঃ স্তুবন্তে॥

সপ্তমসামিধেনীপাঠস্তু—"বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্। বৃষাণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হে বৃষন্ কামানাং বর্ষকাগ্নে বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং ত্বাং বৃষাণো বয়মাহুতিবৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো বয়ং সমিধীমহি সম্যক্ প্রকাশয়ামঃ। কীদৃশং ত্বাং, বৃহদ্দীদ্যতং প্রৌঢ়জ্বালং যথা ভবতি তথা দীপ্যমানম্॥

অষ্টমসামিধেনীপাঠস্তু—"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে। হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। ইমমগ্নিং বয়ং বৃণীমহে প্রার্থয়ামহে। কীদৃশং, দূতং দেবান্ প্রতি প্রেষণীয়ং, হোতারমাহ্বাতারং, বিশ্ববেদসং বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবান্ বেত্তীতি বিশ্ববেদাস্তাদৃশম্। অস্য যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনং সুক্রতুং শোভনকর্ম্মাণম্॥

নবমসামিধেনীপাঠস্তু—"সমিধ্যমানো অধ্বরে। অগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ। শোচিষ্কেশস্তমীমহে।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। যোঽগ্নিরধ্বরেঽস্মিন্ কর্ম্মণি সমিধ্যমানঃ পাবকঃ শুদ্ধিহেতুরীড্যঃ স্তুত্যঃ শোচীংষি দীপ্তয়ঃ কেশস্থানীয়া যস্যাসৌ শোচিষ্কেশস্তমগ্নিমীমহে প্রাপ্নুমঃ॥

দশমসামিধেনীপাঠস্তু—"সমিদ্ধো অগ্ন আহুত। দেবান্ যক্ষি স্বধ্বর। ত্বꣳ হি হব্যবাড়সি। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হে আহুতাঽহুত্যারাধিতাগ্নে ত্বং সমিদ্ধঃ সন্ দেবান্ যক্ষি যজসি। হে স্বধ্বর সুষ্ঠু নিষ্পাদিতযাগ হি যস্মাত্ত্বং হব্যবাড়সি তস্মাৎ যজেত্যন্বয়ঃ॥

একাদশসামিধেনীপাঠস্তু—"আজুহোত দুবস্যত। অগ্নিং প্রযত্যধ্বরে। বৃণীধ্বꣳ হব্যবাহনম্। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হে যজমানা ইমমগ্নিমাহুতিভিরাজুহোত প্রীণয়ত, দুবস্যত পরিচরত প্রযতি প্রযত্নেন বর্ত্তমানেঽস্মিন্নধ্বরে যাগে হব্যবাহনমগ্নিং বৃণীধ্বং প্রার্থয়ধ্বম্। অনয়া সামিধেনীনাং পরিসমাপ্যমানত্বাদিয়ং পরিধানীয়া। তত্র পুরুষভেদেনান্যা পরিধানীয়া বিকল্পতে। তথা চ সূত্রকারঃ—"ত্বং বরুণ ইতি বসিষ্ঠরাজন্যানাং পরিধানীয়া, আজুহোতেতীতরেষাং গোত্রাণাম্" ইতি॥

বিকল্পিতায়াঃ পাঠস্তু—"ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে। ত্বাং বর্দ্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ। ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু। যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ২) ইতি। হেঽগ্নে ত্বমনিষ্টনিবারকত্বাদ্বরুণ ইষ্টপ্রাপকত্বান্মিত্রশ্চ। বসিষ্ঠগোত্রীয়া মতিভির্মননীয়াভিঃ স্তুতিভির্বর্দ্ধন্তি বর্দ্ধয়ন্তি ত্বাম্। ত্বে ত্বয়ি বসু ধনং সুষণনানি সুষ্ঠু দাতব্যানি হবীংষি চ সন্তু তিষ্ঠন্তু যূয়ং চ নোঽস্মান্ স্বস্তিভিঃ সদা পাত রক্ষত। যূয়মিতি বহুবচনং পূজার্থং॥

আসু সামিধেনীষু দ্বিতীয়াদিচতুর্থ্যন্তং তৃচং প্রশংসতি—"অযজ্ঞো বা এষ যোঽসামাঽগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথন্তরমেবৈষ বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরঃ ইত্যাহ বামদেব্যমেবৈষ বর্ণো বৃহদগ্নে সুবীর্য্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণো যদেতং তৃচমন্বাহ যজ্ঞমেব তৎসামন্বন্তং করোতি।" ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সামানি ন সন্তি। তদ্রহিতশ্চ ন মুখ্যযজ্ঞঃ। অতোঽয়ং তৃচঃ সামত্রয়স্বরূপত্বেনাত্র পঠ্যতে। যদ্যপ্যেতা ঋচো রথন্তরাদীনাং যোনয়ো ন ভবন্তি তথাঽপি স্তুতিত্বাত্তদ্রূপত্বমবিরুদ্ধম্। শাখান্তরে বা তাস্বৃক্ষু গীতানি সামানি দ্রষ্টব্যানি। এতেন তৃচপাঠেন দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞং সামবন্তং করোতি। বৃহদগ্ন ইতি তৃতীয়পাদোপাদানং বৃহৎসামস্তোতকস্য বৃহচ্ছব্দস্য প্রদর্শনার্থম্॥

অস্মিন্নেব তৃচে আদ্যন্তৌ পুনঃ প্রশংসতি—"অগ্নিরমুষ্মিল্লোঁক আসীদাদিত্যোঽস্মিংস্তাবিমৌ লোকাবশান্তাবাস্তাং তে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ বি পর্য্যূহামেত্যগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যস্মিল্লোঁকেঽগ্নিমদধুর্বৃহদগ্নে সুবীর্য্যমিত্যমুষ্মিল্লোঁক আদিত্যং ততো বা ইমৌ লোকাবশাম্যতাং যদেবমন্বাহানয়োর্লোকয়োঃ শান্ত্যৈ শাম্যতোঽস্মা ইমৌ লোকৌ য এবং বেদ।" ইতি। পুরা স্বর্গলোকেঽগ্নিঃ স্থিত আদিত্যস্তু ভূলোকে। তদানীং লোকদ্বয়মশান্তং ক্ষুব্ধমাসীৎ। স্বর্গে হ্যমৃতসেবিনাং পাকাপেক্ষা নাস্তি। প্রকাশায় কেবলমাদিত্যোঽপেক্ষিত এব। ভূলোকবাসিনাং তু পাকো মুখ্যং প্রয়োজনম্। তদুভয়াসিদ্ধের্লোকক্ষোভঃ। তং ক্ষোভং দৃষ্ট্বা তে দেবাঃ পরস্পরমিদমূচুঃ—ইমাবগ্ন্যাদিত্যৌ বিপর্য্যূহাম বিপরিবৃত্তৌ স্থাপয়াম। তস্মাদেতে সর্ব্বে যূয়মাগচ্ছতেতি। অগ্ন আয়াহীত্যস্যামৃচি বর্হিষি নিষীদেতি লিঙ্গাদৃচঃ প্রাথম্যাচ্চ প্রথমলোকে স্থাপনং তয়া সম্পদ্যতে। বৃহদগ্নে সুবীর্য্যমিত্যস্যামৃচি বিবাসসীতি বিভাতত্বোক্তিলিঙ্গাদৃচস্তৃতীয়ত্বাচ্চাস্যাস্তৃতীয়লোকে স্থাপনহেতুত্বং গম্যতে। যদ্যপ্যাদিত্যো নাস্মিন্মন্ত্রে শ্রুতস্তথাঽপ্যুচ্চৈঃস্থানবর্ত্তিত্বকারিত্বেন বিভাতত্বেনাঽদিত্যঃ শ্রূয়তে। কিং চ, হংসমন্ত্রাবসানে শ্রুতং বৃহদিত্যাদিত্যমণ্ডল-

পরত্বেন শ্রুতো বৃহচ্ছন্দোঽত্রাপি শ্রূয়মাণ আদিত্যস্য প্রত্যভিজ্ঞাপকঃ। তস্মাত্তেন মন্ত্রেণাঽদিত্যস্থাপনং সিধ্যতি। অনয়োর্ব্বিপর্য্যাবৃত্ত্যা লোকয়োঃ স্বস্বকার্য্যাসিদ্ধের্যুক্তা শান্তিঃ। তস্মাদনেন ক্রমেণ পাঠে লোকয়োঃ শান্তো ভবতি। তদ্বেদিতুশ্চ তদুভয়শান্তির্ভবতি।

সংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়োঽর্দ্ধম সশঃ সম্বৎসর আপ্যতে।" ইতি। যদ্যপি দ্বাদশ পঠিতাস্তথাঽপ্যেকাদশৈব। একস্যাঃ পুরুষভেদেন বিকল্পিতত্বাৎ। তাসু চ প্রথমোত্তময়োস্ত্রিরাবৃত্ত্যা পঞ্চদশত্বসম্পত্তিঃ। অর্দ্ধমাসস্য রাত্রীণাং পঞ্চদশত্বাত্তদ্রূপত্বমপি সম্পদ্যতে। একৈকস্মিন্নর্দ্ধমাসে পঞ্চদশস্বত্তাসু তাসামর্দ্ধমাসানাং চতুর্ব্বিংশতিবারমাবৃত্ত্যা সম্বৎসরপ্রাপ্তিশ্চ সম্পদ্যতে।

ইদানীমক্ষরসংখ্যাং সম্বৎসরসম্পত্ত্যা প্রশংসতি—"তাসাং ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চাক্ষরাণি তাবতীঃ সম্বৎসরস্য রাত্রয়োঽক্ষরশ এব সম্বৎসরমাপ্নোতি" ইতি। তাসাং সামিধেনীনাং পঞ্চদশসংখ্যানাং গায়ত্রীছন্দস্কত্বাদেকৈকা চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা। তথা সতি মিলিত্বাঽক্ষরসংখ্যা সম্বৎসররাত্রিসংখ্যা চ সমেতি কৃত্বাঽক্ষরদ্বারা তদেবং সম্বৎসরপ্রাপ্তির্ভবতি। যদ্যপি বাসিষ্ঠানাং পরিধানীয়ায়াস্ত্রিষ্টুপ্ত্বাদধিকান্যক্ষরাণি তথাঽপীতরগোত্রাপেক্ষয়াঽয়মর্থবাদ ইত্যবিরোধঃ॥

আসু সামিধেনীষু "তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি" ইত্যেতং মন্ত্রবিশেষং প্রশংসতি—"নৃমেধশ্চ পরুচ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাদ্যমবদেতামস্মিন্দারাবার্দ্রেঽগ্নিং জনয়াব যতরো নৌ ব্রহ্মীয়ানিতি নৃমেধোঽভ্যবদৎ স ধূমমজনয়ৎ পরুচ্ছেপোঽভ্যবদৎ সোঽগ্নিমজনয়দৃষ ইত্যব্রবীদ্যৎ সমাবদ্বিদ্ব কথা ত্বমগ্নিমজীজনো নাহমিতি সামিধেনীনামেবাহং বর্ণং বেদেত্যব্রবীদ্যদ্ঘৃতবৎপদমনূচ্যতে স আসাং বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীষ্বেব তজ্জ্যোতির্জ্জনয়তি" ইতি।

নৃমেধপরুচ্ছেপনামানাবৃষী ব্রহ্মবাদ্যমবদতাং মন্ত্রসামর্থ্যবিষয়ং বাদমকুরুতাম্। তত্রানয়োরিয়ং প্রতিজ্ঞা—আবয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে যতরো ব্রহ্মীয়ান্ ব্রহ্মণি সামিধেনীমন্ত্রেঽত্যন্তং কুশলস্তাদৃশং নিশ্চেতুং স্বস্বমনসি সামিধেনীমন্ত্রমনুস্মরন্নস্মিন্নার্দ্রে কাষ্ঠে মথনেনাগ্নিং জনয়াবেতি। তদা প্রথমং নৃমেধ আর্দ্রং কাষ্ঠমভিলক্ষ্য মন্ত্রমবদৎ। স তন্মন্ত্রসামর্থ্যাদ্ধূমমুৎপাদিতবান্। পরুচ্ছেপো মন্ত্রং পঠিত্বাঽগ্নিমজনয়ৎ। তদিদানীং নৃমেধঃ পরুচ্ছেপং প্রতি হে ঋষে ত্বমতীন্দ্রিয়দ্রষ্টাঽসীত্যভিপ্রেত্য সম্বোধিতবান। সম্বোধ্য চৈবং পপ্রচ্ছ—যস্মাৎ কারণাৎ সমাবদ্বিদ্বাংসাবাবয়োঃ সামিধেনীবেদনং সমানমেব, তথা সতি কথং ত্বমগ্নিমুৎপাদিতবান্ন ত্বহমিতি। তত্র পরুচ্ছেপ উত্তরমুবাচ যদ্যপ্যাবয়োঃ সামিধেনীপাঠস্তদর্থজ্ঞানং চ সমানং তথাঽপ্যহং তাসামেব সামিধেনীনাং বর্ণং রহস্যং বেদ্মি বেদ ত্বং তু ন বেৎসি। কিং তত্তেজ ইতি তদুচ্যতে—ঘৃতশব্দোপেতঃ পাদোঽনূচ্যত ইতি সোঽয়মনূচ্যমানঃ পাদঃ সামিধেনীনাং বর্ণঃ সারভূতং তেজঃ। স পাদঃ কস্যামৃচি বর্ত্তত ইতি চেত্তদুচ্যতে—"তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরঃ" ইত্যেতামৃচং পঠেৎ। তস্যামৃচি "ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি" ইত্যয়ং পাদো বর্ত্ততে। ততোঽনেন পঠিতেন পাদেন সামিধেনীষ্বেব জ্যোতির্জ্জনয়তি। তেন ত্বং পাদং পঠন্নপি মহিমানং ন জানাসি। অহং তু জানামি। তস্মাদার্দ্রকাষ্ঠে ময়াঽগ্নিরুৎপাদিতঃ।

বৃষণং ত্বা বয়মিত্যেতামৃচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—"স্ত্রিয়স্তেন যদৃচঃ স্ত্রিয়স্তেন যদ্গায়ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়স্তেন যৎসামিধেন্যো বৃষণ্বতীমন্বাহ তেন পুংস্বতীস্তেন সেন্দ্রাস্তেন মিথুনাঃ" ইতি।

ঋগ্‌গায়ত্রীসামিধেনীশব্দৈঃ স্ত্রীলিঙ্গৈরভিধীয়মানত্বাৎ স্ত্রীত্বমেব। অতঃ পুরুষত্বায় বৃষণ্‌শব্দবতীমৃচং ব্রূয়াৎ। তেন পাঠেন পুংস্বতীঃ পুরুষবত্যঃ সেন্দ্রা ইন্দ্রিয়যুক্তাঃ স্ত্রীপুরুষমিথুনরূপাঃ সম্পদ্যন্তে। ঈড়েন্য ইত্যেষাঽপি বৃষণ্বতী। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষেত্যত্রৈব পঠিতত্বাৎ। বৃষো অগ্নিরিত্যেষাঽপি বৃষশব্দোপেতত্বাদ্ বৃষণ্বতী। তয়োরপ্যেষা প্রশংসা দ্রষ্টব্যা॥

অথাগ্নিং দূতমিত্যেতামৃচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—"অগ্নির্দ্দেবানাং দূত আসীদুশনা কাব্যোঽসুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং স প্রজাপতিরাগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যভি পর্য্যাবর্ত্তত ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যন্বাহ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" ইতি। দেবাঃ স্বকার্য্যেষ্বগ্নিং দূতত্বেন প্রেষয়ন্তি। অসুরাস্তু কবেঃ পুত্রমুশনসম্। তাবুভাবপি প্রজাপতিমুপেত্য পৃষ্টবন্তৌ—আবয়োর্ম্মধ্যে সন্ধিবিগ্রহাদিকার্য্যেষু কস্য দৌত্যমুচিতমিতি। তদানীং প্রজাপতিরাগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইতি মন্ত্রেণোত্তরমুবাচ। উক্তা চোশনসঃ সকাশাৎ পরাবৃত্যাগ্নেরভিমুখোঽভূৎ ততো দেবানাং বিজয়োঽভূদসুরাশ্চ পরাভূতাঃ। এবং বিদুষো যজমানস্যাপ্যনেন মন্ত্রেণ স্ববিজয়ঃ শত্রুপরাজয়শ্চ ভবতি॥

সমিধ্যমানো অধ্বর ইত্যেতামৃচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—"অধ্বরবতীমন্বাহ ভ্রাতৃব্যমেবৈতয়া ধ্বরতি" ইতি। হিনস্তীত্যর্থঃ॥

তস্যামৃচি তৃতীয়পাদং প্রশংসতি—"শোচিষ্কেশস্তমীমহ ইত্যাহ পবিত্রমেবৈতদ্‌যজমানমেবৈতয়া পবয়তি" ইতি। মধ্যপাদেঽগ্নিঃ পাবক ঈড্য ইতি পাবকশব্দেন পবিত্রত্বং বিস্পষ্টং। অত্র শোচিঃশব্দেন শুচিহেতূনাং রশ্মীনামুক্তিমভিপ্রেত্য পবিত্রমেতদ্বাক্যমিত্যভিধীয়তে। তস্মাদেতয়র্চা যজমানমেব শোধয়তি। "সমিদ্ধো অগ্ন আহুত" ইত্যেষা কাচিদধ্বরবতী। দেবান্ যক্ষি স্বধ্বরেত্যুক্তত্বাৎ। "আ জুহোত" ইত্যাসাবপ্যধ্বরবতী। অগ্নিং প্রয়ত্যধ্বর ইত্যুক্তত্বাৎ। তয়োরপ্যুচোক্তপ্রশংসা যোজনীয়া। তদেবং সর্ব্বাসামৃচাং সামান্যতো বিশেষতশ্চ প্রশংসা দর্শিতা॥ যদুক্তং সূত্রকারেণ—"সমিদ্ধো অগ্ন আহুতেত্যভিজ্ঞায়ৈকামনূযাজসমিধমবশিষ্য সর্ব্বমিধ্মশেষমভ্যাদধাতি" ইতি।

তদেতদ্বুদ্ধি নিধায় সমিদ্ধো অগ্ন ইতি মন্ত্রং পুনঃ প্রশংসতি—"সমিদ্ধো অগ্ন আহুতেত্যাহ পরিধিমেবৈতং পরি দধাত্যস্কন্দায় যদত ঊর্দ্ধ্বমভ্যাদধ্যাদ্ যথা বহিঃপরিধি স্কন্দতি তাদৃগেব তৎ" ইতি। সমিদ্ধো অগ্ন ইত্যনেন ভূতার্থবাচিনা ক্তপ্রত্যয়েন সামিধেনীসাধ্যস্যাগ্নিসমিন্ধনস্য সমাপ্তিঃ সূচ্যতে। পরিসমাপ্তয়ে ধার্য্যমাণঃ প্রক্ষিপ্যমাণঃ কাষ্ঠবিশেষঃ পরিধিঃ। তথা সতি সমিদ্ধ ইতি সমাপ্তিসূচকমেতং মন্ত্রং পরিধিত্বেন স্থাপিতবান্ ভবতি। স চ পরিধিঃ প্রক্ষিপ্যমাণসমিধামস্কন্দায়াবিনাশায় ভবতি। যস্ত্বেতস্মান্মন্ত্রপাঠাদূর্দ্ধ্বমাজুহোতেতি মন্ত্রে সমিধোঽভ্যাদধ্যাৎ। যথাঽজ্যপুরোডাশাদিহবিষঃ পরিধের্ব্বহিঃ পতনং বিনাশায় সম্পদ্যতে তাদৃগেব তদ্দ্রষ্টব্যম্। এবং চ প্রণবে প্রণবে সামিধমাদধাতীতি সূত্রকারেণ প্রতিমন্ত্রমবসানকালীনে প্রণবে সমিদাধানস্যোক্তত্বাৎ সমিদ্ধ ইতি মন্ত্রাবসানে সমিদেকা স্বতঃ প্রক্ষেপণীয়া প্রাপ্তা। আজুহোতেত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা তিস্রঃ সমিধস্তত্র প্রক্ষেপণীয়াঃ প্রাপ্তাঃ। তদেতচ্চতুষ্টয়ং সমিদ্ধো অগ্ন ইত্যেতস্য পাদস্য পাঠকাল এব প্রক্ষিপেদিতি বিধিরন্বেষ্যঃ॥

চত্বমায়াসূ্যশ্চ হব্যবাহনমিত্যগ্নিবিশেষণং প্রশংসতি—"ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃণাꣳ সহরক্ষা অসুরাণাং ত এতর্হ্যা শꣳসন্তে মাং বরিষ্যতে মামিতি বৃণীধ্বꣳ হব্যবাহনমিত্যাহ য এব দেবানাং তং বৃণীতে" ইতি।

দেবাদীনাং সম্বন্ধিনো হব্যবাহনাদয়োঽগ্নয়ঃ প্রত্যেকং মামেব বরিষ্যত ইত্যেবমপেক্ষন্তে। অতো দেবা অগ্নেরেবং গুণসিদ্ধ্যর্থং হব্যবাহনং বৃণীধ্বমিত্যুচ্যতে॥ যত্তক্তমাশ্বলায়নেন—'সামিধেনীনামুত্তমেন প্রণবেনাগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারতেতি নিগদেঽবসায় যজমানস্যাঽর্ষেয়ান্ প্রবৃণীতে যাবন্তঃ স্যুঃ পরং পরং প্রথমম্' ইতি তদেতদ্বিধত্তে—

"আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরেব নৈত্যথো সন্তত্যৈ" ইতি। ঋষেঽপত্যমার্ষেয়মাত্মীয়গোত্রর্ষী-স্তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্তানামন্ত্রিতবিভক্ত্যা যথা প্রবরং বৃণীতে। যথা অগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারত। ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানৌর্ব্বজামদগ্ন্যেতি ভৃগুগোত্রাণাং পঞ্চার্ষেয়ঃ প্রবর ইতি। অনেন তত্তদপত্য-ত্বয়াঽগ্নিরুপচর্য্যতে। এবং বৃণানঃ পুরুষো বন্ধোর্ভ্রাত্রাদেঃ সকাশান্নৈতি নাপগচ্ছতি। অপি চেদমার্ষেয়বরণমস্য পুত্রাদিসন্তানায় ভবতি॥

অস্মিন্ বরণে প্রকারবিশেষং বিধত্তে—"পরস্তাদর্ব্বাচো বৃণীতে তস্মাৎ পরস্তাদর্ব্বাঞ্চো মনুষ্যান্ পিতরোঽনু প্র পিপতে॥" ইতি। বর্ত্তমানং যজমানমপেক্ষ্য পূর্ব্বভাবী যো গোত্র-প্রবর্ত্তকস্তমারভ্য তদপত্যপরম্পরয়াঽর্ব্বাচো নীচান্ বৃণীতে। তথৈব পূর্ব্বমুদাহৃতং—ভৃগোর-পত্যং চ্যবনস্তস্যাপত্যমপ্নবানস্তস্যাপত্যমৌর্ব্বস্তস্যাপত্যং জমদগ্নিস্তস্য সন্ততির্যজমান ইতি। তদেতদর্ব্বাক্ত্বম্। যস্মাদ্ধোতা পূর্ব্বভাবিনমারভ্যার্ব্বাচো বৃণীতে তস্মাদেব কারণাল্লোকেঽপি পূর্ব্বপূর্ব্বভাবিনঃ পিতর উত্তরোত্তরভাবিনঃ পুত্রাননুক্রমেণ পালয়ন্তি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

* * *

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

অগ্নে মহাꣳ অসীত্যাহ মহান্ হ্যেষ যদগ্নির্ব্রাহ্মণেত্যাহ ব্রাহ্মণো হ্যেষ ভারতেত্যাহৈষ হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি দেবেদ্ধ ইত্যাহ দেবা হ্যেতমৈন্ধত মন্বিদ্ধ ইত্যাহ মনুর্হ্যেতমুত্তরো দেবেভ্য

ঐন্দ্বষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো হ্যেতমস্তুবন্বিপ্রানুমদিত ইত্যাহ বিপ্রা

হ্যেতে যচ্ছুশ্রুবাংসঃ কবিশস্ত ইত্যাহ কবয়ো হ্যেতে যচ্ছুশ্রু-

বাংসো ব্রহ্মসংশিত ইত্যাহ ব্রহ্মসংশিতো হ্যেষ ঘৃতাহবন ইত্যাহ

ঘৃতাহুতির্হ্যস্য প্রিয়তমা প্রণীর্যজ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হ্যেষ যজ্ঞানাং

রথীরধ্বরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথোহতূর্তো হোতেত্যাহ ন হ্যেতং

কশ্চন তরতি তুর্ণির্হব্যবাড়িত্যাহ সর্ব্বং হ্যেষ তরত্যাস্পাত্রং

জুহূর্দ্দেবানামিত্যাহ জুহূর্হ্যেষ দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ

চমসো হ্যেষ দেবপানোহরাং ইবাগ্নে নেমির্দ্দেবাংস্ত্বং পরি-

ভূরসীত্যাহ দেবান্ হ্যেষ পরিভূর্যদ্ব্রুয়াদা বহ দেবান্দেবয়তে

যজমানায়েতি ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদা বহ দেবান্ যজমানায়েত্যাহ

যজমানমেবৈতেন বর্দ্ধয়ত্যগ্নিমগ্ন আ বহ সোমমা বহেত্যাহ দেবতা

এব তদ্যথাপূর্ব্বমুপ হ্বয়ত আ চাগ্নে দেবান্বহ সুযজা চ যজ জাতবেদ ইত্যাহাগ্নিমেব তৎ সꣳশ্যতি সোঽস্য সꣳশিতো দেবেভ্যো হব্যং বহত্যগ্নির্হোতা ইত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানাꣳ হোতা য এব দেবানাꣳ হোতা তং বৃণীতে স্মো বয়মিত্যাহাঽত্মানমেব সত্ত্বং গময়তি সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে যদ্ব্রুয়াদ্যোঽগ্নিꣳ হোতারমবৃথা ইত্যগ্নিনোভয়তো যজ্ঞমানং পরি গৃহ্ণীয়াৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যজমানদেবত্যা বৈ জুহূর্ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ যদ্দ্বে ইব ব্রূয়াদ্ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদ্ঘৃতবতীমধ্বর্য্যো স্রুচমাঽস্যস্বেত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্দ্ধয়তি দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হ্যেষাঽবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বꣳ হ্যেষাঽবতীড়ামহৈ দেবাꣳ ঈড়েন্যান্নমস্যাম নমস্যান্ যজাম যজ্ঞিয়া-

নিত্যাহ মনুষ্যা বা ঈড়েন্যাঃ পিতরো নমস্যা দেবা যজ্ঞিয়া

দেবতা এব তদ্যথাভাগং যজতি ॥ ৯ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ ।

অগ্নে। মহান্। অসি। ইতি। আহ। মহান্। হি। এষঃ। যৎ। অগ্নিঃ। ব্রাহ্মণ। ইতি। আহ। ব্রাহ্মণঃ। হি এষঃ। ভারত। ইতি। আহ। এষঃ। হি। দেবেভ্যঃ। হব্যম্। ভরতি। দেবেদ্ধ ইতি দেব—ইদ্ধঃ। ইতি। আহ। দেবাঃ। হি। এতম্। ঐন্ধত। মন্বিদ্ধ ইতি মনু—ইদ্ধঃ। ইতি। আহ। মনুঃ। হি। এতম্। উত্ত। ইত্যুৎ—তরঃ। দেবেভ্যঃ। ঐদ্ধ। ঋষিষ্টুত। ইত্যৃষি—স্তুতঃ। ইতি। আহ। ঋষয়ঃ। হি। এতম্। অস্তুবন্। বিপ্রানু-মদিত ইতি বিপ্র—অনুমদিতঃ। ইতি। আহ। বিপ্রাঃ। হি। এতে। যৎ। শুশ্রুবাংসঃ। কবিশস্ত ইতি কবি—শস্তঃ। ইতি। আহ। কবয়ঃ। হি। এতে। যৎ শুশ্রুবাংসঃ। ব্রহ্মসংশিত ইতি ব্রহ্ম—সংশিতঃ। ইতি।

আহ। ব্রহ্মসংশিত ইতি ব্রহ্ম—সংশিতঃ। হি। এষঃ। ঘৃতাহবন ইতি

ঘৃত—আহবনঃ। ইতি। আহ। ঘৃতাহুতিরিতি ঘৃত—আহুতিঃ। হি। অস্য।

প্রিয়তমেতি প্রিয়—তমা। প্রণীরিতি প্র নীঃ। যজ্ঞানাম্। ইতি। আহ।

প্রণীরিতি প্র—নীঃ। হি। এষঃ। যজ্ঞানাম্। রথীঃ। অধ্বরাণাম্। ইতি।

আহ। এষঃ। হি। দেবরথ ইতি দেব—রথঃ। অতূর্ত্তঃ। হোতা। ইতি।

আহ। ন। হি। এতম্। কঃ। চন। তরতি। তূর্ণিঃ। হব্যবাড়িতি

হব্য—বাট্। ইতি। আহ। সর্ব্বম্। হি। এষঃ। তরতি। আস্পাত্রম্।

জুহূঃ। দেবানাম্। ইতি। আহ। জুহূঃ। হি। এষঃ। দেবানাম্। চমসঃ।

দেবপান ইতি দেব-পানঃ। ইতি। আহ। চমসঃ। হি। এষঃ।

দেবপান ইতি দেব—পানঃ। অরান্। ইব। অগ্নে। নেমিঃ। দেবান্।

ত্বম্। পরিভূরিতি পরি—ভূঃ। অসি। ইতি। আহ। দেবান্। হি।

এষঃ। পরিভূরিতি পরি—ভূঃ। যৎ। ব্রুয়াৎ। এতি। বহ। দেবান্। দেব-

য়ত ইতি দেব-য়তে। যজমানায়। ইতি। ভ্রাতৃব্যম্। অস্মৈ। জনয়েৎ। এতি।

বহ। দেবান্। যজমানায়। ইতি। আহ। যজমানম্। এব। এতেন। বর্দ্ধ-

য়তি। অগ্নিম্। অগ্নে। এতি। বহ। সোমম্। এতি। বহ। ইতি।

আহ। দেবতাঃ। এব। তৎ। যথাপূর্ব্বমিতি যথা—পূর্ব্বম্। উপেতি।

হ্বয়তে। এতি। চ। অগ্নে। দেবান্ বহ। সুযজেতি সু—যজা। চ।

যজ। জাতবেদ ইতি জাত—বেদঃ। ইতি। আহ। অগ্নিম্। এব। তৎ।

সমিতি। শ্যতি। সঃ। অস্য। সংশিত ইতি সং—শিতঃ। দেবেভ্যঃ।

হব্যম্। বহতি। অগ্নিঃ। হোতা। ইতি। আহ। অগ্নিঃ। বৈ। দেবানাম্।

হোতা। যঃ। এব। দেবানাম্। হোতা। তম্। বৃণীত। স্মঃ। বয়ম্।

ইতি। আহ। আত্মানম্। এব। সত্ত্বমিতি সৎ—ত্বম্। গময়তি। সাধু। তে।

যজমান। দেবতা। ইতি। আহ। আশিষমিত্যা—শিষম্। এব। এতাম্।

এতি। শাস্তে। যৎ। ব্রূয়াৎ। যঃ। অগ্নিম্। হোতারম্। অবৃথাঃ। ইতি।

অগ্নিনা। উভয়তঃ। যজমানম্। পরীতি। গৃহ্ণীয়াৎ। প্রমায়ুক ইতি প্র—

মায়ুকঃ। স্যাৎ। যজমানদেবত্যেতি যজমান—দেবত্যা। বৈ। জুহূঃ।

ভ্রাতৃব্যদেবত্যেতি ভ্রাতৃব্য—দেবত্যা। উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। যৎ। দ্বে ইতি।

ইব। ব্রূয়াৎ। ভ্রাতৃব্যম্। অস্মৈ। জনয়েৎ। ঘৃতবতীমিতি ঘৃত—বতীম্।

অধ্বর্য্যো ইতি। স্রুচম্। এতি। আস্বস্ব। ইতি। আহ। যজমানম্।

এব। এতেন। বর্দ্ধয়তি। দেবায়ুবমিতি দেব—য়ুবম্। ইতি। আহ।

দেবান্। হি। এষা। অবতি। বিশ্ববারামিতি বিশ্ব—বারাম্। ইতি।

আহ। বিশ্বম্। হি। এষা। অবতি। ঈড়ামহৈ। দেবান্। ঈড়েন্যান্।

নমস্যাম। নমস্যান্। যজাম। যজ্ঞিয়ান্। ইতি। আহ। মনুষ্যাঃ। বৈ।

ঈড়েন্যাঃ। পিতরঃ। নমস্যাঃ। দেবাঃ। যজ্ঞিয়াঃ। দেবতাঃ। এব। তৎ

যথাভাগমিতি যথা—ভাগম্। যজতি॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দ্বিতীয়াস্যাঃ সামিধেন্যো ব্যাখ্যাতা অষ্টমে স্ফুটম্। অথ নবমে প্রবরমন্ত্রস্য নিগদস্য ক্রপাদাপন-নিগদস্য চ ব্যাখ্যানং প্রবর্ত্ততে। তে চ নিগদাদয়ো মন্ত্রকাণ্ডে সমাম্নাতাঃ। কল্পঃ—"অগ্নে নিবিৎ পদান্যন্বাহ দেবেদ্ধো মন্বিদ্ধ ইতি সপ্তমে স্বনিতি অথ চতস্রঃ" ইতি। পাঠস্তু—"অগ্নে মহা৺ অসি ব্রাহ্মণ ভারত। অসাবসৌ। দেবেদ্ধো মন্বিদ্ধঃ। ঋষিষ্টুতো বিপ্রানুমদিতঃ। কবিশস্তো ব্রহ্মস৺শিতো ঘৃতাহবনঃ। প্রণীর্যজ্ঞানাম্। রথীরধ্বরাণাম্। অতূর্ত্তো হোতা। তূর্ণির্হব্যবাট্। আস্পাত্রং জুহূর্দ্দেবানাম্। চমসো দেবপানঃ। অরা৺ ইবাগ্নে নেমির্দ্দেবা৺স্ত্বং পরিভূরসি। আবহ দেবান্ যজমানায়।" (ব্র০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ৩) ইতি। অত্রাগ্নে মহানিত্যাবভ্যাসাবসাবিত্যন্তঃ প্রবরমন্ত্রঃ। অবশিষ্টা নিবিন্মন্ত্রাঃ। তেষামর্থং ব্রাহ্মণব্যাখ্যান-মুখেনৈব স্পষ্টী করিষ্যামঃ॥

তত্র প্রবরমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—"অগ্নে মহা৺ অসীত্যাহ মহান হ্যেষ যদগ্নির্ব্রাহ্মণেত্যাহ ব্রাহ্মণো হ্যেষ ভারতেত্যাহৈষ হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি" ইতি। অগ্নিরিতি যদেষ যস্মাৎ সর্ব্বাহুত্যাধারত্বেন মহাংস্তস্মাদগ্নে মহানসীত্যুচ্যতে। যস্মাদ্ব্রাহ্মণবর্ণাভিমানী তস্মাদ্ব্রাহ্মণেতি সম্বোধ্যতে। যস্মাদেষ দেবেভ্যো হব্যং ভরতি ধারয়তি তস্মাদ্ভারতেতি সম্বোধ্যতে। মন্ত্রে যেয়-সাবসাবিতি বীপ্সা তেন ভৃগ্বাদীনামৃষীণাং নামনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতঃ। স চ ভার্গব-চ্যাবনেত্যাদিনা পূর্ব্বানুবাক এবাস্মাভিরুদাহৃতঃ॥

নিবিৎপদেষু সপ্তসু প্রথমস্যার্থং দর্শয়তি—"দেবেদ্ধ ইত্যাহ দেবা হ্যেতমৈন্ধত।" ইতি। যস্মাদ্দেবাঃ স্বকীয়েষু যাগেষ্বেতমগ্নিমৈন্ধত প্রজ্বালিতবন্তস্তস্মাদ্দেবেদ্ধ ইত্যুচ্যতে॥

দ্বিতীয়পদস্যার্থং দর্শয়তি—"মন্বিদ্ধ ইত্যাহ মনুর্হ্যেতমুত্তরো দেবেভ্য ঐন্ধ।" ইতি। দেবেভ্য উত্তরো দেবৈরিন্ধনাদূর্দ্ধং স্বকীয়যাগে মনুরৈন্ধ॥

উত্তরেষ্বপি পঞ্চসু পদেষু প্রসিদ্ধার্থতাং হিশব্দো দ্যোতয়তি—"ঋষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো হ্যেতমস্তুবন্ বিপ্রানুমদিত ইত্যাহ বিপ্রা হ্যেতে যচ্ছুশ্রুবা৺সঃ কবিশস্ত ইত্যাহ কবয়ো হ্যেতে যচ্ছুশ্রুবা৺সো ব্রহ্মস৺শিত ইত্যাহ ব্রহ্মস৺শিতো হ্যেষ ঘৃতাহবন ইত্যাহ ঘৃতাহুতির্হ্যস্য প্রিয়তমা" ইতি। শুশ্রুবা৺সঃ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না জাত্যা বিপ্রা বিদ্যয়া বিবুধাঃ কবয়শ্চ ভবন্তি তৈরয়মনুমদিতস্তোষিতঃ শস্তঃ স্তুতশ্চ। ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ সংশিতস্তীক্ষ্ণীকৃতঃ। ঘৃতরূপমা-হবনমাহুতির্যস্যাসৌ ঘৃতাহবনঃ।

অনুচ্ছ্বাসেন পঠনীয়ানাং সপ্তপদানামর্থং দর্শয়িত্বোচ্ছ্বাসাদূর্দ্ধং পঠনীয়ানাং চতসৃণাং নিবিদামর্থং দর্শয়তি—"প্রণীর্যজ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হ্যেষ যজ্ঞানা৺ রথীরধ্বরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথোঽতূর্ত্তো হোতেত্যাহ ন হ্যেতং কশ্চন তরতি তূর্ণির্হব্যবাডিত্যাহ সর্ব্ব৺ হ্যেষ তরতি" ইতি। যজ্ঞানাং নেতৃত্বমগ্নৌ প্রসিদ্ধম। রথীর্দ্দেবানাং হবির্ব্বহনায়াধ্বরাণাং সম্বন্ধী রথোঽয়মগ্নিঃ। যস্মাদাহ্বাতা মেতমগ্নিং কোঽপি দেবো ন তরতি নাতিক্রামতি তস্মাদয়মতূর্ত্তো হোতেত্যুচ্যতে। যস্মাৎ সর্ব্বমপি দেবময়ং হবির্ব্বহনাত্তরতি প্রাপ্নোতি তস্মাত্তূর্ণির্হব্যবাডিত্যুচ্যতে॥

এতাভ্যশ্চতসৃভ্যো নিবিদ্ভ্য ঊর্দ্ধমুচ্ছ্বাসং কৃত্বা পশ্চাৎ পঠনীয়ানাং চতসৃণাং নিবিদামর্থং দর্শয়তি—আস্পাত্রং জুহূর্দ্দেবানামিত্যাহ জুহূর্হ্যেষ দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ চমসো হ্যেষ

দেবপানোঽস্যাঁ৺ ইত্যাগ্নে নেমির্দ্দেবাঁ৺ স্ত্বং পরিভূরসীত্যাহ দেবান্ হ্যেষ পরিভূর্যদব্রূয়াদা বহ দেবান্ দেবয়তে যজমানায়েতি ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদা বহ দেবান্ যজমানায়েত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্দ্ধয়তি।" ইতি। এষোঽগ্নির্দ্দেবানাং জুহূসদৃশো জুহ্বামিবাস্মিন্ হবিষ্প্রক্ষেপাৎ। ন চাস্য দারুময়জুহূবচ্ছৈথিল্যং কিং ত্বাম্পাত্রং লোহপাত্রবদ্দৃঢ়মিত্যর্থঃ। যথা মনুষ্যাণং সোমপানহেতুশ্চমসস্তথা দেবানাং পানসাধনচমসস্থানীয়োঽয়মগ্নিঃ। হেঽগ্নে ত্বং যথা শকটচক্রাস্থিতান্ কুলালচক্রস্থিতান্বা তির্য্যক্কীলরূপানরান্নেমিঃ পরিতো ব্যাপ্নোতি তথা দেবানাং পরিভূঃ পরিতো ব্যাপ্তবানসি। চতুর্থ্যাং নির্বিদি দেবয়ত ইতি পদং শাখান্তরে পঠ্যতে। তদত্র যদি ব্রূয়াত্তদা হোতা যজমানস্য ভ্রাতৃব্যং জনয়েৎ। দেবানিচ্ছতীতি দেবয়ন্তস্মৈ দেবয়তে যজমানায়। এতৎ পদপ্রয়োগেণান্যঃ কশ্চিদেতদীয়ান্দেবানিচ্ছতীতি প্রতিভা ভবতি। তদেতদভ্রাতৃব্যস্যোৎপাদনম্ তস্মাত্তৎপদং পরিত্যজ্যাস্মৈ যজমানায় দেবানাবহেত্যেতাবদেব বাক্যশেষাস্তেনৈবৈতেন যজমানং বর্দ্ধয়তি বৃদ্ধিং প্রাপয়তি॥

কল্পঃ - "দেবতাং দেবতামাবাহ্য ব্যনিত্যগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহাগ্নিমাবহ প্রজাপতিমিত্যুপাংশ্বাবহেত্যুচ্চৈর্বদ্দেবত্যো বা ভবত্যাগ্নীষোমাবাবহেন্দ্রাগ্নী আবহেন্দ্রমাবহ মহেন্দ্রমাবহ দেবাঁ আজ্যপাঁ আবহাগ্নিং হোত্রায়াঽবহ স্বং মহিমানমাবহেতি ন স্বং মহিমানমাবহেদা চাগ্নে দেবান্ বহ সুযজা চ যজ জাতবেদ ইত্যুক্ত্বা।" ইতি। অত্রাঽবাহননিগদো মন্ত্রকাণ্ডে সমাম্নাতঃ সর্ব্বোঽপি সূত্রকারেণ পঠিতঃ।

তস্য সর্ব্বস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—অগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহেত্যাহ দেবতা এব তদ্‌যথাপূর্ব্বমুপহ্বয়তে" ইতি। তত্তেনাঽবাহননিগদ আবহেতি পাঠেনাঽজ্যভাগাদিসর্ব্বযাগ দেবতা অনুক্রমেণ হ্বয়তে। হে আহুত্যাধারভূতাগ্নে প্রথমাজ্যভাগদেবতামগ্নিমাবহ। দ্বিতীয়াজ্যভাগদেবং সোমমাবহ। পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যায়াং চ প্রথমপুরোডাশদেবমগ্নিমাবহ। পৌর্ণমাস্যামুপাংশুযাগদেবং প্রজাপতিমাবহ। প্রজাপতিপদং শনৈরুচ্চার্য্যাঽবহেতি পদমুচ্চৈরুচ্চারয়েৎ। পৌর্ণমাস্যাং দ্বিতীয়পুরোডাশদেবমগ্নীষোমরূপমাবহ। অমাবাস্যায়ামসান্নাষ্যিনো দ্বিতীয়পুরোডাশদেবত্বেনেন্দ্রাগ্নী আবহ। অগতশ্রিয়ঃ সান্নায্যদেবমিন্দ্রমাবহ। গতশ্রিয়ো মহেন্দ্রমাবহ। আজ্যপান্ প্রযাজানুযাজদেবানাবহ। অগ্নিং হোত্রায় হোমস্য স্বিষ্টকরণায়। আবাহনবিষয়াণামুক্তানাং দেবানাং যো যস্য দেবস্য স্বকীয়ো মহিমা সামর্থ্যাতিশয়স্তং মহিমানমাবহ। অত্র হবির্ভুজ এব দেবানভিপ্রেত্য স্বং মহিমানমিত্যুচ্যতে, ন ত্বাবাহনকর্ত্তুরগ্নের্মহিমানং তস্যাঽবাহনবিষয়ত্বাভাবাৎ, ইতি কল্পসূত্রস্যার্থঃ। জাতানি বেদাংসি জ্ঞানানি যস্মাদসৌ জাতবেদাঃ সর্ব্বজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বদেবমহিমাভিজ্ঞত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশ হেঽগ্নে ত্বং দেবানাবহ চ সুযজা শোভনেন যজ্ঞেন যজ চ। ন কেবলমাবাহনং কর্ত্তব্যং কিং তু হবিষ্প্রাপণলক্ষণো যাগোঽপি ত্বয়ৈব কর্ত্তব্যঃ। অত্র সূত্রে প্রজাপতিমিত্যুপাংশ্বাবহেত্যুচ্চৈর্বদ্দেবত্যো বা ভবতীত্যুক্তং তচ্চোপাংশুযাজে প্রজাপতিবিষ্ণ্বগ্নীষোমাণাং বিকল্পাভিপ্রায়েণ দ্রষ্টব্যম্।

এতস্যাঽবাহননিগদস্য তাৎপর্য্যং সংক্ষেপেণ দর্শয়তি—"অগ্নিমগ্ন আ বহ সোমমা বহেত্যাহ দেবতা এব তদ্যথাপূর্ব্বমুপ হ্বয়তে" ইতি। তত্তেনাঽবাহননিগদেনাঽজ্যভাগাদিস্বিষ্টকৃদন্ত-

দেবতাঃ সর্ব্বাঃ ক্রমেণ হুতবান্ ভবন্তি। প্রথমাজ্যভাগদেবৌ তথা প্রধানদেবতা ইত্যাদিক্রমো যথাপূর্ব্বমিত্যাদিনোচ্যতে॥

আবাহননিগদাবসানে যদেতন্নিগমনবাক্যং তস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—"আ চাগ্নে দেবান্ বহ সুযজা চ যজ জাতবেদ ইত্যাহাগ্নিমেব তৎ সংশ্যতি সোঽস্য সংশিতো দেবেভ্যো হব্যং বহতি" ইতি। তত্তেন বাক্যপাঠেনাগ্নিমেব সংশ্যতি তীক্ষ্ণী করোতি। সোঽগ্নিস্তীক্ষ্ণীকৃতোঽপ্রমত্তঃ সংস্তস্য যজমানস্য হব্যং দেবেভ্যঃ ক্রমেণ বহতি॥

কল্পঃ—"অথ স্রুগাদাপনেন স্রুচাবাদাপয়ত্যগ্নির্হোতা বেত্বিত্যনুবাকেনাধ্বর্য্যুর্জ্জুহূপভৃতৌ স্রুচাবাদত্তে" ইতি। ঘৃতবতশব্দে জুহূপভৃতাবাদায়েত্যাধ্বর্য্যবসূত্রে দর্শিতবান্। হোতা তু ঘৃতবতীমধ্বর্য্যো স্রুচমাস্যস্বেত্যনেন শব্দে যুক্তমনুবাকং পঠতি। তদিদং স্রুচোরাদাপনম্। সোঽয়মনুবাকো মন্ত্রকাণ্ডে সমাম্নাতঃ।

তস্য পাঠস্ত—"অগ্নির্হোতা বেত্ত্বগ্নিঃ। হোত্রং বেত্তু প্রাবিত্রম্। স্মো বয়ম্। সাধু তে যজমান দেবতা। ঘৃতবতীমধ্বর্য্যো স্রুচমাস্যস্ব। দেবাযুবং বিশ্ববারাম্। ঈড়ামহৈ দেবাং ঈড়েন্যান্। নমস্যাম নমস্যান্। যজাম যজ্ঞিয়ান্।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৫ অ০ ৪) ইতি। অয়মগ্নির্হোতা হোমস্য কর্ত্তা। তথা চাস্যত্র মন্ত্রব্রাহ্মণ আম্নাতম্—"অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ। অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা" ইতি। অতোঽয়মগ্নির্বেত্তু হোমক্রমং জানাতু। তদেব বেদনমুত্তরবাক্যেন স্পষ্টী ক্রিয়তে। প্রকৃষ্টমবিত্রং ফলদানরূপমস্যদ্রক্ষণং যস্মিন্‌হোমানুষ্ঠানে তদিদং প্রাবিত্রম্। তাদৃশং হোত্রং হোমানুষ্ঠানং বেত্তু, হোমক্রমং জানাতু। ন কেবলং দৈব্যস্য হোতুরগ্নেরুপরি ভারঃ প্রক্ষিপ্যতে কিং তু বয়ং স্মো মনুষ্যহোতারো বয়মপ্যত্র বর্ত্তামহে। অতো বয়মপি হোমক্রমজ্ঞানবন্তস্তিষ্ঠামঃ। হে যজমান তে তব হবিঃস্বীকর্ত্রী দেবতা সাধুফলং দদাত্বিতি শেষঃ। হেঽধ্বর্য্যো ঘৃতপূর্ণাং স্রুচং জুহূমাস্যস্বাঽঽক্ষিপ স্বী কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কীদৃশীং স্রুচং, দেবাযুবং দেবান্যোতি মিশ্রয়তীতি দেবাযুস্তাদৃশীম্। বিশ্ববারাং বিশ্বান্ সর্ব্বান্ রাক্ষসকৃতান্বিঘ্নান্বারয়তীতি বিশ্ববারা তাদৃশীম্। ঈড়েন্যান্ স্তোতৃপ্রিয়ান্ মনুষ্যান্বয়ং স্তুমঃ নমস্যান্নমস্কারপ্রিয়ান্ পিতৄন্নমস্কুর্মঃ। যজ্ঞিয়ান্যজ্ঞপ্রিয়ান্দেবান্যজাম॥

অগ্নের্হোতৃত্বং বেদেষু প্রসিদ্ধমিত্যেতদ্দর্শয়তি—"অগ্নির্হোতেত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা চ এব দেবানাং হোতা তং বৃণীতে" ইতি॥ দৈব্যস্য হোতুঃ সাহায্যমাচরিতুং মানুষস্য স্বস্য সদ্ভাব ইত্যেতদ্দর্শয়তি—"স্মো বয়মিত্যাহাঽঽত্মানমেব সত্বং গময়তি" ইতি॥

দদাত্বিত্যেতাদৃশেনাঽঽশীরর্থেন বাক্যপূরণায় তাৎপর্য্যার্থং দর্শয়তি—"সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহাঽঽশিষমেবৈতামা শাস্তে, ইতি। শাখান্তরে সাধু তে যজমান দেবতেত্যস্যোপরি যোঽগ্নিং হোতারমবৃথা ইতি কিঞ্চিদ্বাক্যমাম্নাতম্। তস্যায়মর্থঃ—হে যজমান যস্ত্বমগ্নিং হোতারমবৃথা হোতৃত্বেন বৃতবানসি তস্য তব সাধু দদাত্বিতি॥

তমিমং শাখান্তরপাঠং দূষয়তি—"যদ্‌ব্রূয়াদ্যোঽগ্নিং হোতারমবৃথা ইত্যগ্নিনোভয়তো যজমানং পরি গৃহ্ণীয়াৎপ্রমায়ুকঃ স্যাৎ" ইতি। অগ্নির্হোতা বেত্ত্বগ্নিরিত্যুপক্রমে পঠিতং সাধু তে যজমান দেবতেত্যস্মাদপ্যূর্ধ্বং যস্ত্বগ্নিং হোতারমিতি ব্রূয়াত্তদোভয়োঃ পার্শ্বয়োর্যজমানোঽগ্নিনা পরিগৃহীতো ভবেৎ। ততো দাহাধিক্যেন ম্রিয়েত। তস্মাচ্ছাখান্তরপাঠো নাঽদর্ত্তব্যঃ॥

যদ্যপি জুহূপভৃতৌ দ্বে অপি আদাতব্যে তথাঽপি তয়োঃ সমং প্রাধান্যং নিবার্য্য জুহ্বা এব প্রাধান্যং দ্যোতয়িতুং স্রুচমিত্যেকবচনমেব পঠনীয়মিত্যেতদ্দর্শয়তি—"যজমানদেবত্যা বৈ জুহূর্ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃদ্যদ্দ্বে ইব ক্রয়াদ্ ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদ্ ঘৃতবতীমধ্বর্য্যো স্রুচমাঽস্যস্বেত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্দ্ধয়তি" ইতি। স্রুচাবিত্যেবং দ্বিবচনেন দ্বে ইব দ্বে অপি সমপ্রধানে ইব যদি ব্রূয়াত্তদা যজমানসমানং ভ্রাতৃব্যমুৎপাদয়েৎ। তস্মাদুপভৃতমুপেক্ষিতামিব তিরস্কর্ত্তুং জুহূপ্রাধান্যায়ৈকবচনাভিধানেন যজমানং বর্দ্ধিতবান্ ভবতি। নহি জুহ্বা ইবোপভৃতঃ কচিদপি সাক্ষাদ্ধোমসাধনত্বমস্তি। তস্মাদুপসর্জ্জনত্বং তস্যা যুক্তম্॥

দেবমিশ্রণেন দেবরক্ষণং বিঘ্ননিবারণেন বিশ্বরক্ষণমভিপ্রেতমিত্যেতদ্দর্শয়তি—"দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হ্যেবাঽবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বꣳ হ্যেষাঽবতি" ইতি॥

ঈড়েন্যাদিশব্দৈর্ব্বিবক্ষিতং দর্শয়তি—"ঈড়ামহৈ দেবাꣳ ঈড়েন্যান্নমস্যাম নমস্যান্যজাম যজ্ঞিয়ানিত্যাহ মনুষ্যা বা ঈড়েন্যাঃ পিতরো নমস্যা দেবা যজ্ঞিয়া দেবতা এব তদ্যথাভাগং যজতি॥" ইতি। দেবতা যজতীত্যেতদুপলক্ষণম্। মনুষ্যান্ স্তৌতি পিতৄন্নমস্যতীত্যেতদপি দ্রষ্টব্যম্। এবং চ সতি যস্য মনুষ্যাদের্যো ভাগঃ স্তুত্যাদিরূপ উপচরিতস্তং ভাগমনতিক্রম্যানুষ্ঠিতবান্ ভবতি॥

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম—"চাতুর্মাস্যাতিদিষ্টেষু নিগমেষ্বাজ্যপানিতি। বিক্রিয়েত ন বাঽন্ত্যেঽপি কিং স্যাদন্যাজ্যপানিতি॥ দধিপানিতি বা যদ্বেত্যেবং স্যাৎ পৃষদাজ্যপান্। দ্রব্যদ্বয়োক্তেরাদ্যঃ স্যাদ্দধিমাত্রহবিষ্ট্বতঃ॥ দ্বিতীয়ঃ স্যাত্তৃতীয়োঽস্তু দ্রব্যান্তরবিধানতঃ। গুণো দধ্না চিত্রতাঽজ্যে ততো বিক্রিয়তে নহি॥

চাতুর্মাস্যেষু চোদকেনাঽবাহনস্বাহাকারায়াণ্ডস্রোষণনিগমা অতিদিষ্টাঃ। তত্রাঽজ্যপশব্দঃ প্রযুক্তঃ—"দেবাꣳ আজ্যপাꣳ আবহ।" "স্বাহা দেবাꣳ আজ্যপান্।" "অয়াড্দেবানামাজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি।" "দেবা আজ্যপা আজ্যমজুষন্ত।" ইতি। সোঽয়মাজ্যপশব্দো বিক্রিয়তে ন বেতি সংশয়ঃ। তত্র বিকারোঽপি ত্রিবিধঃ। তত্র দধ্যাজ্যপানিত্যাদ্যন্তাবৎ প্রাপ্নোতি। কুতঃ। অথ পৃষদাজ্যং গৃহ্ণাতি দ্বয়ং বা ইদং সর্পিশ্চ দধি চেতি দ্রব্যদ্বয়স্যোক্তত্বাৎ। আজ্যস্যোপস্তরণাভিঘারণার্থত্বেন হবিঃশেষত্বাদ্ধবিষ্ট্বং নাস্তীতি দধ্যেব হবিঃ। ততো দধিপানিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। দধ্যাজ্যমেলনেন নিষ্পদ্যতে পৃষদাজ্যং দ্রব্যান্তরম্। তদেব হবিরিতি পৃষদাজ্যপানিতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ। দধিমেলনাদাজ্যে পৃষত্তা গুণো নিষ্পদ্যতে। তস্মাদাজ্যস্যৈব হবিষ্ট্বমিত্যাজ্যপশব্দোপেতা এব নিগমাঃ পঠিতব্যাঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

* . *

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

ত্রী৺স্তৃচাননু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য ত্রয়ো বা অন্যে রাজন্যাৎ পুরুষা ব্রাহ্মণো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তানেবাস্মা অনুকান্ করোতি পঞ্চদশানু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য পঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ স্ব এবৈন৺ স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়কামঃ খলু বৈ রাজন্যো যজতে ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়ং পরি গৃহ্লাতি যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্চ্চসমস্ত্বিতি গায়ত্রিয়া পরি দধ্যাদ্ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চসমেব ভবতি সপ্তদশানু ব্রূয়াদ্বৈশ্যস্য সপ্তদশো বৈ বৈশ্যঃ স্ব এবৈন৺ স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি জগত্যা পরি দধ্যাজ্জাগতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খলু বৈ বৈশ্যো যজতে জগত্যৈবাস্মৈ পশূন্ পরি গৃহ্লাত্যেকবি৺শতিমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠা-কামস্যৈকবি৺শঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ চতুর্ব্বি৺শতি-

মন্যু ক্রয়াদ্ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য চতুর্ব্বিং৺শত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্ম-
বর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধে ত্রিং৺শতমনু ক্রয়াদন্ন-
কামস্য ত্রিং৺শদক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্বিরাজৈবাস্মা অন্নাদ্যমব
রুন্ধে দ্বাত্রিং৺শতমনু ক্রয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য দ্বাত্রিং৺শদক্ষরাহনু
ষ্টুগনুষ্টুপ্ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ ষট্ত্রিং৺শতমনু ক্রয়াৎ
পশুকামস্য ষট্ত্রিং৺শদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈবাস্মৈ
পশূন্ অব রুন্ধে চতুশ্চত্বারিং৺শতমনু ক্রয়াদিন্দ্রিয়কামস্য চতুশ্চ-
ত্বারিং৺শদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়মব
রুন্ধেহষ্টাচত্বারিং৺শতমনু ক্রয়াৎ পশুকামস্যাষ্টাচত্বারিং৺শদক্ষরা
জগতী জাগতাঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে সর্ব্বাণি
ছন্দাং৺স্যনু ক্রয়াদ্বহুযাজিনঃ সর্ব্বাণি বা এতস্য ছন্দাং৺স্য-
বরুদ্ধানি যো বহুযাজ্যপরিমিতমনু ক্রয়াদপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ ॥ ১০ ॥

পদ-পাঠঃ

ত্রীন্। তৃচান্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। রাজন্যস্য। ত্রয়ঃ। বৈ। অন্যে। রাজন্যাৎ।

পুরুষাঃ। ব্রাহ্মণঃ। বৈশ্যঃ। শূদ্রঃ। তান্। এব। অস্মৈ। অনুকানিত্যনু-

—কান্। করোতি। পঞ্চদশেতি পঞ্চ—দশ। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। রাজন্যস্য।

পঞ্চদশ ইতি পঞ্চ—দশঃ। বৈ। রাজন্যঃ। স্বে। এব। এনম্। স্তোমে।

প্রতীতি। স্থাপয়তি। ত্রিষ্টুভা। পরীতি। দধ্যাৎ। ইন্দ্রিয়ম। বৈ।

ত্রিষ্টুক্। ইন্দ্রিয়কাম ইতীন্দ্রিয়—কামঃ। খলু। বৈ। রাজন্যঃ। যজতে।

ত্রিষ্টুভা। এব। অস্মৈ। ইন্দ্রিয়ম্। পরীতি। গৃহ্লাতি। যদি। কাময়েত।

ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসম্। অস্তু। ইতি। গায়ত্রিয়া।

পরীতি। দধ্যাৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসম্। বৈ। গায়ত্রী। ব্রহ্ম-

বর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসম্। এব। ভবতি। সপ্তদশেতি সপ্ত—দশ। অন্বিতি।

ব্রূয়াৎ। বৈশ্যস্য। সপ্তদশ ইতি সপ্ত—দশঃ। বৈ। বৈশ্যঃ। স্বে। এব।

এনম্। স্তোমে। প্রতীতি। স্থাপয়তি। জগত্যা। পরীতি। দধ্যাৎ।

জাগতাঃ। বৈ। পশবঃ। পশুকাম ইতি পশু—কামঃ। খলু। বৈ। বৈশ্যঃ।

যজতে। জাগত্যা। এব। অস্মৈ। পশূন্। পরীতি। গৃহ্লাতি। একবিংশমিত্যেক—বিংশতিম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। প্রতিষ্ঠাকামস্যেতি প্রতিষ্ঠা—

কামস্য। একবিংশ ইত্যেক—বিংশঃ। স্তোমানাম্। প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—

স্থা। প্রতিষ্ঠিত্যা ইতি প্রতি—স্থিত্যৈ। চতুর্ব্বিংশতিমিতি চতুঃ—বিংশতিম্।

অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্যেতি ব্রহ্মবর্চ্চস—কামস্য। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরেতি চতুর্ব্বিংশতি—অক্ষরা। গায়ত্রী। গায়ত্রী। ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—

বর্চ্চসম্। গায়ত্রিয়া। এব। অস্মৈ। ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসম্।

অবেতি। রুন্ধে। ত্রিংশতম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। অন্নকামস্যেত্যন্ন—

কামস্য। ত্রিংশদক্ষরেতি ত্রিংশৎ—অক্ষরা। বিরাডিতি বি—রাট্।

অন্নম্। বিরাডিতি বি—রাট্। বিরাজেতি বি—রাজা। এব। অস্মৈ। অন্নাদ্যমিত্যন্ন

—অদ্যম্। অবেতি। রুন্ধে। দ্বাত্রিংশতম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। প্রতিষ্ঠাকামস্যেতি

প্রতিষ্ঠা—কামস্য। দ্বাত্রিংশদক্ষরেতি দ্বাত্রিংশৎ—অক্ষরা। অনুষ্টুগিত্যনু—স্তুক্। অনুষ্টুবিত্যনু—স্তুপ্। ছন্দসাম্। প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—স্থা। প্রতিষ্ঠিত্যা ইতি প্রতি—স্থিত্যৈ। ষট্‌ত্রিংশতমিতি ষট্—ত্রিংশতম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। পশুকামস্যেতি পশু—কামস্য। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরেতি ষট্‌ত্রিংশৎ—অক্ষরা। বৃহতী। বার্হতাঃ। পশবঃ। বৃহত্যা। এব। অস্মৈ। পশূন্। অবেতি। রুন্ধে। চতুশ্চত্বারিংশতমিতি চতুঃ—চত্বারিংশতম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। ইন্দ্রিয়কামস্যেতীন্দ্রিয়—কামস্য। চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরেতি চতুশ্চত্বারিংশৎ—অক্ষরা। ত্রিষ্টুক্। ইন্দ্রিয়ম্। ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুভা। এব। অস্মৈ। ইন্দ্রিয়ম্। অবেতি। রুন্ধে। অষ্টাচত্বারিংশতমিত্যষ্টা—চত্বারিংশতম্। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। পশুকামস্যেতি পশু—কামস্য। অষ্টাচত্বারিংশদক্ষরেত্যষ্টাচত্বারিংশৎ—অক্ষরা। জগতী। জাগতাঃ। পশবঃ। জগত্যা। এব। অস্মৈ। পশূন্। অবেতি। রুন্ধে। সর্ব্বাণি। ছন্দাংসি। অন্বিতি। ব্রূয়াৎ। বহুযাজিন ইতি বহু—

যাজিনঃ। সর্ব্বাণি। বৈ। এতস্য। ছন্দাᳫসি। অবরুদ্ধানীত্যব—রুদ্ধানি। যঃ।

বহুযাজীতি বহু—যাজী। অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্। অগ্নিচি। স্তুয়াৎ।

অপরিমিতসোত্যপরি—মিতসা। অবরুদ্ধ্যা ইত্যব—রুদ্ধ্যৈ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

ব্যাখ্যাতা নবমে স্পষ্টং প্রবরা নিগদান্বয়ঃ॥ অথ দশমে নৈমিত্তিক্যঃ কাম্যাশ্চ সামিধেন্য উচ্যন্তে।

তত্র রাজন্যং নিমিত্তীকৃত্য বিধত্তে—"ত্রীᳫস্তৃচাননু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য ত্রয়ো বা অন্যে রাজন্যাৎ পুরুষা ব্রাহ্মণো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তানেবাস্মা অনুকান্ করোতি॥" ইতি। প্র বো বাজা ইত্যেকা ত্রিরাবৃত্তত্বাৎ। অগ্ন আয়াহীত্যেকস্তৃচঃ। ত্বং বরুণ ইত্যেকা পরিধানীয়া ত্রিরাবৃত্তা। এবং ত্রয়স্তৃচাঃ। তেন তৃচানাং ত্রিত্বেন রাজন্যব্যতিরিক্তান্ ব্রাহ্মণাদীংস্ত্রীন্বর্ণান্ রাজন্যস্যানুকূলান্ করোতি॥

পক্ষান্তরং বিধত্তে—"পঞ্চদশানু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য পাঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ স্ব এবৈনᳫ স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি" ইতি। প্রজাপতেরুরসো বাহুভ্যাং চ পঞ্চদশস্তোমস্য রাজন্যস্য চোৎপন্নত্বাদসৌ স্তোমো রাজন্যস্য স্বকীয়ঃ। যদ্যপি পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহেতি বর্ণত্রয়সাধারণবচনেনৈবায়ং পক্ষঃ প্রাপ্তস্তথাঽপি ত্রীᳫস্তৃচানিত্যনেন বিশেষবচনেন নিত্যবাধপ্রাপ্তৌ বিকল্পার্থং পঞ্চদশেতি প্রতিপ্রসবো বিধীয়তে॥

ত্বং বরুণ ইত্যেতাং পরিধানীয়াং বিধত্তে—"ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়কামঃ খলু বৈ রাজন্যো যজতে ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়ং পরি গৃহ্ণাতি" ইতি। ত্রিষ্টুভ ইন্দ্রেণ সহোৎপন্নত্বাত্তৎসম্বন্ধীন্দ্রিয়রূপত্বম্। রাজন্যশ্চ যুযুৎসুত্বাদিন্দ্রিয়সামর্থ্যকামঃ॥

রাজন্যস্য নিত্যাং পরিধানীয়াং বিধায় কাম্যাং বিধত্তে—"যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্চ্চসমস্ত্বিতি গায়ত্রিয়া পরি দধ্যাদ্ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসমেব ভবতি" ইতি। আজুহোত দুবস্যতেত্যেষা গায়ত্রী। তৎসবিতুরিত্যস্যা গায়ত্র্যা উপদেশেন ব্রহ্মবর্চ্চসনিষ্পাদকত্বস্য গায়ত্রীরূপত্বম্।

বৈশ্যং নিমিত্তীকৃত্য বিধত্তে—"সপ্তদশানু ব্রূয়াদ্বৈশ্যস্য সপ্তদশো বৈ বৈশ্যঃ স্ব এবৈনᳫ স্তোমে প্রতি ষ্ঠাপয়তি" ইতি। "সমিধ্যমানো অধ্বরে" "সমিদ্ধো অগ্ন আহুত" ইত্যনয়োর্মধ্যে "পৃথুপাজা অমর্ত্যঃ" "তᳫ সবাধো যতস্রুচঃ" ইত্যেতয়োর্দ্ধায্যয়োঃ প্রক্ষেপেণ সপ্তদশসংখ্যানিষ্পত্তিঃ। প্রজাপতের্মধ্যদেশাৎ সপ্তদশস্তোমবৈশ্যয়োরুৎপন্নত্বাৎ সপ্তদশস্তোমস্তদীয়ঃ॥

বৈশ্যস্য সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসীত্যেতাং পরিধানীয়াং বিধত্তে—"জগত্যা পরি দধ্যাজ্জা-

গতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খলু বৈ বৈশ্যো যজতে জগত্যৈবাস্মৈ পশূন্ পরি গৃহ্লাতি" ইতি। জগত্যনুষ্ঠানলব্ধত্বাৎ পশূনাং জাগতত্বম্। বৈশ্যস্য ক্ষীরদধ্যাদিবিক্রয়ায় পশুকামত্বং প্রসিদ্ধম্॥

নৈমিত্তিকীং বিধায় কাম্যাং বিধত্তে—"একবিꣳশতিমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্যৈকবিꣳশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ" ইতি। অত্র সংখ্যাপূরণং সম্প্রদায়বিদ্ভিরেবমুক্তম্—একবিংশত্যাদিষু প্রথমায়া উত্তরে দ্বে ঈড়ে অগ্নিমিত্যাদিকে। অথাগ্ন আয়াহীত্যাদি। অথ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধীতি ত্রয়স্তৃচাঃ। অগ্নির্গ্নিমিত্যেকাদশ। পৃথুপাজা ইত্যষ্টৌ। অষ্টাচত্বারিংশত্যাক্ষরস্য দাশতয্যাস্তিস্র আগময়তব্যাঃ। একবিংশত্যাদিষু কার্য্যেষু এতাসাং যথার্থমাগম ইতি। অস্যায়মর্থঃ—যদা সামিধেনীবৃদ্ধিরপেক্ষিত তদাহস্মাত্যাঃ প্র বো বাজা ইত্যস্যা উপরীড়ে অগ্নিমিত্যাদিকং দ্বয়ং প্রক্ষেপণীয়ম্। তত ঊর্দ্ধমগ্ন আয়াহীত্যাদিকং যথাম্নাতং পঠিতম্। তত্র সমিধ্যমানসমিদ্ধবত্যোর্ম্মধ্যে ত্বামগ্ন ইত্যাদিকা উদাহৃতাঃ প্রক্ষেপণীয়াঃ। যাবতীনাং প্রক্ষেপেণ সংখ্যা পূর্য্যতে তৎপ্রমাণাতীনাং প্রক্ষেপ ইতি। মীমাংসকাস্তু ধায্যাসংজ্ঞকানামেব সমিধ্যমানসমিদ্ধবত্যোর্ম্মধ্যে প্রক্ষেপঃ। ইতরাসাং ত্বন্তে প্রক্ষেপমাহুঃ। তত্রাপি পরিধানীয়ায়া উত্তমায়াঃ প্রাগেবেত্যয়ং বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। ত্রিবৃৎপঞ্চদশসপ্তদশানাং সংখ্যা চতুর্থ একবিংশস্তোমেঽন্তর্ভূতেতি স স্তোম ইতরেষাং স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা॥

ফলান্তরায় বিধত্তে "চতুর্ব্বিꣳশতিমনু ব্রূয়াদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য চতুর্ব্বিꣳশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রিয়ৈবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চ্চসমব রুন্ধে" ইতি॥

পুনরপি ফলান্তরায় বিধত্তে—"ত্রিꣳশতমনু ব্রূয়াদন্নকামস্য ত্রিꣳশদক্ষরা বিরাডন্নং বিরাডবিরাজৈবাস্মা অন্নাদ্যমব রুন্ধে" ইতি। দশাক্ষরৈস্ত্রিভিঃ পাদৈর্ব্বিরাজস্ত্রিংশদক্ষরত্বম্। তচ্ছন্দোনুষ্ঠানেনান্নস্য লভ্যত্বাত্তস্য চ্ছন্দসোঽন্নত্বম্॥

পুনঃ ফলান্তরায় বিধত্তে—"দ্বাত্রিꣳশতমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য দ্বাত্রিꣳশদক্ষরাঽনুষ্টুগনুষ্টুপ্ ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যৈ" ইতি। অন্যত্র বাগ্বা অনুষ্টুগিতি শ্রবণাদ্বাগ্রূপত্বমনুষ্টুভঃ। বাচি সর্ব্বেষাং ছন্দসামন্তর্ভাবাদনুষ্টুবিতরচ্ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা॥

পুনঃ ফলান্তরায় বিধত্তে—"ষট্ত্রিꣳশতমনু ব্রূয়াৎ পশুকামস্য ষট্ত্রিꣳশদক্ষরা বৃহতী বার্হতাঃ পশবো বৃহত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে" ইতি। পশূনাং বৃহতীছন্দসোঽনুষ্ঠানেন লভ্যত্বাদ্বার্হতত্বম্॥

ফলান্তরায় বিধত্তে—"চতুশ্চত্বারিꣳশতমনু ব্রূয়াদিন্দ্রিয়কামস্য চতুশ্চত্বারিꣳশদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়মব রুন্ধে" ইতি॥

পুনঃ ফলান্তরায় বিধত্তে—"অষ্টাচত্বারিꣳশতমনু ব্রূয়াৎ পশুকামস্যাষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী জাগতাঃ পশবো জগত্যৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে" ইতি॥

সোমযাজিনমধিকৃত্য বিধত্তে—"সর্ব্বাণি ছন্দাꣳস্যনু ব্রূয়াদ্বহুযাজিনঃ সর্ব্বাণি বা এতস্য ছন্দাꣳস্যবরুদ্ধানি যো বহুযাজী" ইতি। বহুভির্দ্দীক্ষণীয়াদিভিরিষ্টিভিরগ্নীষোমীয়াদিপশুভিরৈন্দ্রবায়বাদিগ্রহৈশ্চ যজত ইতি বহুযাজী। এতস্য বহুযাজিনঃ সবনত্রয়ে গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্জগতীরূপাণি সর্ব্বাণি চ্ছন্দাংস্যবরুদ্ধানি ভবন্তি। তস্মাৎ সোমযাজী যদা দর্শপূর্ণমাসাবনুতিষ্ঠতি তদা তস্য ত্রাণি চ্ছন্দাংস্যনুব্রূয়াৎ। "সমিধ্যমানঃ প্রথমোঽনু ধর্ম্মঃ" ইত্যেষা ত্রিষ্টুপ্। "ত্বমগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতেন" ইত্যেষা জগতী। এতদুভয়ং সমিদ্ধবত্যাঃ পূর্ব্বং পঠনীয়ম্॥

তত্র সোমযাজিনস্ত্রীণ্যৃচা নিত্যানুবাকেঽষ্টাচত্বারিংশতমনুব্রূয়াদিত্যন্তে যঃ সংখ্যাবিশেষস্তত্র যেচ্ছেব নিয়ামিকা, ন তু বাচনিকো নিয়মোঽস্তীত্যেতদ্বিধত্তে—"অপরিমিতমনু ব্রূয়াদপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ" ইতি॥ অপরিমিতস্যাধিকস্য ফলস্যেত্যর্থঃ॥

অত্র মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠপাদে চিন্তিতম্—"সামিধেনীঃ সপ্তদশ প্রকৃতৌ বিকৃতাবুত। পূর্ব্ববৎ প্রকৃতৌ পাঞ্চদশ্যেনৈতদ্বিকল্পতে॥ বিকৃতৌ সাপ্তদশ্যং স্যাৎ প্রকৃতৌ প্রক্রিয়াবলাৎ। পাঞ্চদশ্যাবরুদ্ধত্বাদাকাঙ্ক্ষায়া নিবৃত্তিতঃ॥" অনারভ্য শ্রূয়তে—"সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ" ইতি। প্র বো বাজা অভিদ্যব ইত্যাদ্যা অগ্নিসমিন্ধনার্থা ঋচং সামিধেন্যঃ। তাসাং সাপ্তদশ্যং পূর্ব্বন্যায়েন প্রকৃতিগতম্। যদি প্রকৃতৌ পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহেতি বিধিঃ স্যাত্তর্হি পাঞ্চদশ্যং সাপ্তদশ্যং চ বিকল্পেয়াতামিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বিকৃতাবেব সাপ্তদশ্যং নিবিশতে। প্রকৃতৌ পাঞ্চদশ্যেনাবরুদ্ধানাং সামিধেনীনাং সংখ্যাকাঙ্ক্ষায়া অভাবাৎ। নচ পাঞ্চদশ্যসাপ্তদশ্যয়োঃ সমানবলত্বাদবরোধাভাব ইতি শঙ্কনীয়ম্। পাঞ্চদশ্যে প্রকরণানুগ্রহস্যাধিকত্বাৎ। তস্মান্মিত্রবিন্দাধ্বরকল্পাদিবিকৃতৌ সাপ্তদশ্যমবতিষ্ঠতে। ন চাত্র পূর্ব্বন্যায়োঽস্তি। সাপ্তদশ্যস্য চোদকপ্রাপ্ত্যভাবেন পুনর্ব্বিধানদোষাভাবাৎ॥

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"সাপ্তদশ্যং তু বৈশ্যস্য বিকৃতৌ প্রকৃতাবুত। পূর্ব্ববচ্চেন্ন সঙ্কোচান্নিত্যো নৈমিত্তিকোক্তিতঃ॥ গোদোহনেন প্রণয়েৎ কামীত্যেতদুদাহরৎ। ভাষ্যকারস্তদপ্যস্য ন্যায়স্যাত্র সমত্বতঃ॥" সপ্তদশানুব্রূয়াদ্বৈশ্যস্যেতি বিহিতং বৈশ্যনিমিত্তং সাপ্তদশ্যং পূর্ব্বন্যায়েন বিকৃতিগামীতি চেন্নৈবম্। নৈমিত্তিকেনানেন বচনেন প্রকৃতিগতস্য নিত্যস্য পাঞ্চদশ্যস্য বৈশ্যব্যতিরিক্তবিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ। নিত্যং সামান্যরূপতয়া সাবকাশত্বেন চ দুর্ব্বলং, নৈমিত্তিকং তু বিশেষরূপত্বনিরবকাশত্বাভ্যাং প্রবলম্। তস্মাদ্বৈশ্যনিমিত্তকং সাপ্তদশ্যং প্রকৃতাববতিষ্ঠতে। অত্র ভাষ্যকারোঽন্যদুদাজহার—"চমসেনাপঃ প্রণয়েদ্গোদোহনেন পশুকামস্য" ইতি। তত্র প্রকৃতেশ্চমসেনাবরুদ্ধত্বাদ্গোদোহনং বিকৃতাবিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। কামনানিমিত্তকেন গোদোহনেন নিত্যস্য চমসস্য নিষ্কামবিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ প্রকৃতাবেব গোদোহনমিতি সিদ্ধান্তঃ॥

দশমাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতম্—"সামিধেনীসাপ্তদশ্যং বৈমৃধাদাবপূর্ব্বগীঃ। সংস্কৃতির্ব্বোপকারস্য ক্লৃপ্ত্যাঽন্ত্যোঽস্ত্বাজ্যভাগবৎ॥ সামিধেন্যশ্চোদকাপ্তাঃ সাপ্তদশ্যং তু বৈমৃধে। পুনর্ব্বাক্যেন সংহার্য্যমনারভ্যোক্তিচোদিতম্॥" অনারভ্য কিঞ্চিদাম্নায়তে—"সপ্তদশ সামিধেনীরনুব্রূয়াৎ" ইতি। তথা বৈমৃধেঽধ্বরকল্পায়াং পশৌ মিত্রবিন্দায়ামাগ্রয়ণেষ্ট্যাদৌ চ পুনঃ সাপ্তদশ্যং বিহিতম্। যদ্যপ্যনারভ্যাধীতানাং প্রকৃতিগামিত্বং ন্যায্যং তথাঽপি শ্রুতেন পাঞ্চদশ্যেনাবরুদ্ধত্বাদ্বিকৃতিষ্বেতন্নিবিশতে। তথা সতি বৈমৃধাদিবিকৃতিষ্বনারভ্যবাদপ্রাপ্তাঃ সপ্তদশ সামিধেন্যঃ প্রাকরণিকেন বিধিনা পুনর্ব্বিধীয়মানা গৃহমেধীয়াজ্যভাগবৎ ক্লৃপ্তোপকারকত্বেনেতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষাং পূরয়ন্ত্যশ্চোদকং লোপয়ন্ত্যো বৈমৃধাদেরপূর্ব্বকর্ম্মতাং গময়ন্তি। সাপ্তদশ্যং ত্বনারভ্যবাদপ্রাপ্তমনূদ্যত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈমৃধাদিষু সামিধেন্য আজ্যভাগবন্ন বিধীয়ন্তে, কিং তু চোদকপ্রাপ্তাস্বনূদ্য সাপ্তদশ্যং বিধীয়তে। তত্র সাপ্তদশ্যং বৈমৃধাদিপ্রকরণেষ্বাম্নাতৈর্ব্বিধিভিঃ কাস্বচিদেব বিকৃতিষু প্রাপ্তম্। অনারভ্যবাদেন তু সর্ব্বাসু বিকৃতিষু। তত্রানারভ্যবাদো

বিলম্ব্যতে। প্রথমং বিধেয়স্য সাপ্তদশ্যস্য সামিধেনীসম্বন্ধমববোধ্য তৎসম্বন্ধান্যথানুপপত্ত্যা ক্রতুসম্বন্ধং পরিকল্প্য প্রকৃতৌ পাঞ্চদশ্যপরাহতত্ত্বেন বিকৃতিষু সর্ব্বাসু প্রবেশঃ ক্রিয়ত ইতি বিলম্বঃ। প্রাকরণিকৈর্ব্বিধিভিঃ সামিধেনীসম্বন্ধ এব বোধনীয়ঃ। ক্রতৌ তদ্বিশেষে চ প্রবেশো ন বোধনীয়ঃ, প্রত্যক্ষপ্রকরণেনৈব তৎসিদ্ধেঃ। তত্র সাপ্তদশ্যস্য বৈমৃধাদিবিকৃতিবিশেষসম্বন্ধে সহসা প্রতিপন্নে সতি তদ্বিরোধী বিকৃতিসম্বন্ধো ন কল্পয়িতুং শক্যঃ। অনারভ্যবাদস্তু বৈমৃধাদিষু প্রাপ্তস্য নিত্যানুবাদোঽস্তু। যদ্বা প্রকরণবিধিভির্ব্বৈমৃধাদিষু সাপ্তদশ্যস্য প্রাপকঃ। অনারভ্যবাদস্তু চোদকপ্রাপ্তস্য পাঞ্চদশ্যস্য বাধকঃ। সর্ব্বথাঽপি চতুর্দ্ধাকরণবদুপসংহারো ন স্বাজ্যভাগবদপূর্ব্বং কর্ম্ম।

তত্রৈব পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—"সামিধেনীবিবৃদ্ধৌ কিমাগমোঽভ্যস্যতামুত। আগমঃ পূর্ব্বত্রৈবমভ্যাসপ্রক্রান্তত্বতঃ॥ তত্রাপ্যাদ্যন্তয়োর্যাবৎ পূর্ত্ত্যভ্যাসো যথাশক্তি বা। অভ্যাস্যাঽগমতঃ পূর্ত্তিঃ পূরণার্থত্বতোঽগ্রিমঃ॥ ত্রিত্বং ন পূরণায়োক্তমন্যথাঽপ্যত্র পূরণাৎ। বিবক্ষিতমবাধিত্বা ভবেৎ পূরণমাগমাৎ॥" দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পঞ্চদশ সামিধেনীর্ব্বিধায় কাম্যা তদ্বৃদ্ধির্ব্বিধীয়তে—"একবিংশতিমনুব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য" ইত্যাদিনা। যথা বহিষ্পবমান ঋগাগমস্তথাঽত্রাপীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—একাদশভিঃ পঠিতাভিঃ পঞ্চদশসংখ্যায়া অপূর্ত্ত্যাবৃগন্তরাগমনেন তৎপূরণং ন কৃতং, কিং তু তৎপূরণায়াভ্যাসো বিহিতঃ—"ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্" ইতি। অতঃ কাম্যানামপ্যভ্যাসেন পূরণং যুক্তম্। অভ্যাসপক্ষেঽপি যাবৎকৃত্বোঽভ্যাসে সত্যেকবিংশতিসংখ্যা পূর্য্যতে তাবৎকৃত্বঃ প্রথমোত্তমে অভ্যসনীয়ে। কুতঃ। বিহিতস্য ত্রিরভ্যাসস্য পূরণার্থত্বদর্শনাৎ। মৈবম্ ন হি ত্রিত্বং পূরণার্থং বিহিতম্। প্রথমায়া দ্বিরভ্যাসেনোত্তমায়াশ্চতুরভ্যাসেন পঞ্চদশসংখ্যাপূরণাৎ। অতো বিবক্ষিতং ত্রিত্বম্। তথা সতি তদবাধায় প্রথমোত্তমে ত্রিরভ্যস্য মধ্যমামৃচামাগমেনৈকবিংশতিসংখ্যা পূরণীয়া॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

* * *

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ)।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৄণামুপবীতং দেবানামুপ ব্যয়তে

দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে তিষ্ঠন্নন্বাহ তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রুততরং বদতি

তিষ্ঠন্নন্বাহ সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যা আসীনো যজত্যস্মিন্নেব

লোকে প্রতি তিষ্ঠতি যৎ ক্রৌঞ্চমন্বাহাঽসুরং তদ্যন্মন্দ্রং মানুষং
তদ্যদন্তরা তৎসদেবমন্তরাঽনূচ্যঁ সদেবত্বায় বিদ্বাঁসো বৈ পুরা
হোতারোঽভূবন্তস্মাদ্বিধৃতা অধ্বানোঽভূবন্ন পন্থানঃ সমরুক্ষন্নন্ত-
র্ব্বেদ্যন্যঃ পাদো ভবতি বহির্ব্বেদ্যন্যোঽথাম্বাহাধ্বনাং বিধৃত্যৈ
পথামসঁরোহায়াথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রুন্ধেঽথো পরিমিতং
চৈবাপরিমিতং চাব রুন্ধেঽথো গ্রাম্যাঁশ্চৈব পশূনারণ্যাঁশ্চাব
রুন্ধেঽথো দেবলোকং চৈব মনুষ্যলোকং চাভি জয়তি দেবা বৈ
সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারমাঽঘারয়ত্ততো
বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্যত্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্যানুখ্যাত্যা অথো
সামিধেনীরেবাভ্যনক্ত্যলূক্ষো ভবতি য এবং বেদাথো তর্পয়ত্যে-
বৈনাস্তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ য এবং বেদ যদেকয়াঽঘারয়েদেকাং
প্রীণীয়াদ্যদ্দ্বাভ্যাং দ্বে প্রীণীয়াদ্যত্তিসৃভিরতি তদ্রেচয়েন্মনসাঽঘার-

য়তি মনসা হ্যনাপ্তমাপ্যতে তির্য্যঞ্চমা ঘারয়ত্যছম্বট্কারং বাক্ চ মনশ্চাহর্ত্তীয়েতামহং দেবেভ্যো হব্যং বহামীতি ব,গব্রবীদহং দেবেভ্য ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং সোঽব্রবীৎ প্রজাপতির্দ্দূতীরেব ত্বং মনসোঽসি যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতীতি তৎ খলু তুভ্যং ন বাচা জুহবন্নিত্যব্রবীত্তস্মান্মনসা প্রজাপতয়ে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ পরিধীন্ৎসং মার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনান্ ত্রির্ম্মধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানেবাভি জয়তি ত্রির্দ্দক্ষিণার্দ্ধ্যং ত্রয়ঃ ইমে লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি ত্রিরুত্তরার্দ্ধ্যং ত্রয়ো বৈ দেবযানাঃ পন্থানস্তানেবাভি জয়তি ত্রিরুপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানেবাভি জয়তি দ্বাদশ সং পদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপ দধাতি সুবর্গস্য

লোকস্য সমষ্ট্যা আধারমা ঘারয়তি তির ইব বৈ সুবর্গো লোকঃ

সুবর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়ত্যজুমা ঘারয়ত্যজুরিব হি

প্রাণঃ সন্ততমা ঘারয়তি প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসাম-

পহত্যৈ যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিতি জিহ্মং তস্যাঽঘারয়েৎ

প্রাণমেবাস্মাজ্জিহ্মং নয়তি তাজক্ প্র মীয়তে শিরো বা এত-

দ্যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা ধ্রুবা আঘারমাঘার্য্যং ধ্রুবাং সমনক্ত্যা-

ত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাত্যগ্নির্দ্দেবানাং দূত আসীদ্দৈব্যোঽ-

সুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং স প্রজাপতির্ব্রাহ্মণমব্রবী-

দেতদ্বি ব্রূহীত্যা শ্রাবয়েতীদং দেবাঃ শৃণুতেতি বাব তদব্রবী-

দগ্নির্দ্দেবো হোতেতি য এব দেবানাং তমবৃণীত ততো দেবা

অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষঃ প্রবরং প্রবৃণতে ভবত্যাত্মনা

পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং

ব্রাহ্মণায়াধি ক্রয়াদ্ব্রাহ্মণায়াধ্যাহাহত্মনেহধ্যাহ যদ্ব্রাহ্মণং পরাহাহ-

ত্মানং পরাহহ তস্মাদ্ব্রাহ্মণো ন পরোচ্যঃ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

নিবীতমিতি নি—বীতম্। মনুষ্যাণাম্। প্রাচীনাবীতমিতি প্রাচীন—আবীতম্। পিতৃণাম্। উপবীতমিত্যুপ—বীতম্। দেবানাম্। উপেতি। ব্যয়তে। দেবলক্ষমিতি দেব—লক্ষম্। এব। তৎ। কুরুতে। তিষ্ঠন্। অন্বিতি। আহ। তিষ্ঠন্। হি। আশ্রুততরমিত্যাশ্রুত—তরম্। বদতি। তিষ্ঠন্। অন্বিতি। আহ। সুবর্গস্তেতি সুবঃ—গস্ত। লোকস্ত। অভিজিত্যা ইত্যভি—জিত্যৈ। আসীনঃ। যজতি। অস্মিন্। এব। লোকে। প্রতীতি। তিষ্ঠতি। যৎ। ক্রৌঞ্চম্। অন্বাহেত্যনু—আহ। আসুরম্। তৎ। যৎ। মন্দ্রম্। মানুষম্। তৎ। যৎ। অন্তরা। তৎ। সদেবমিতি স—দেবম্। অন্তরা। অনুচ্যমিত্যনু—উচ্যম্। সদেবত্বায়েতি সদেব—ত্বায়। বিদ্বা৺সঃ।

বৈ। পুরা। হোতারঃ। অভুবন্। তস্মাৎ। বিধৃত্যা ইতি বি—ধৃত্যাঃ।
অধ্বানঃ। অভূবন্। ন। পন্থানঃ। সমিতি। অরুক্ষন। অন্তর্বেদীত্যন্তঃ
- বেদি। অন্যঃ। পাদঃ। ভবতি। বহির্ব্বেদীতি বহিঃ—বেদি। অন্যঃ।
অথ। অন্বিতি। আহ। অধ্বনাম্। বিধৃত্যা ইতি বি—ধৃত্যৈ। পথাম্।
অসংরোহায়েত্যসং—রোহায়। অথো ইতি। ভূতম্। চ। এব। ভবিষ্যৎ।
চ। অবেতি। রুন্ধে। অথো ইতি। পরিমিতমিতি পরি—মিতম্। চ।
এব। অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্। চ। অবেতি। রুন্ধে। অথো ইতি।
গ্রাম্যান্। চ। এব। পশূন্। আরণ্যান্। চ অবেতি। রুন্ধে। অথো
ইতি। দেবলোকমিতি দেব—লোকম্। চ। এব। মনুষ্যলোকমিতি মনুষ্য
—লোকম্। চ। অভীতি। জয়তি। দেবাঃ। বৈ। সামিধেনীরিতি সাম্
—ইধেনীঃ। অনূচ্যেত্যনু—উচ্য। যজ্ঞম্। ন। অন্বিতি। অপশ্যন্। সঃ।
প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। তূষ্ণীম্। আঘারমিত্যা—ঘারম্। এতি।

অঘারয়ৎ। ততঃ। বৈ। দেবাঃ। যজ্ঞম্। অস্বিতি। অপশ্যন্। যৎ।

তূষ্ণীম্। আঘারমিত্যা ঘারম্। আঘারয়তীত্যা—ঘারয়তি। যজ্ঞস্য। অনুখ্যাত্যা

ইত্যনু—খ্যাত্যৈ। অথো ইতি। সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ। এব।

অভীতি। অনক্তি। অলূক্ষঃ। ভবতি। যঃ। এবম্। বেদ। অথো

ইতি। তর্পয়তি। এব। এনাঃ। তৃপ্যতি। প্রজয়েতি প্র—জয়া। পশু-

ভিরিতি পশু—ভিঃ। যঃ। এবম্। বেদ। যৎ। একয়া। আঘারয়েদিত্যা

—ঘারয়েৎ। একাম্। প্রীণীয়াৎ। যৎ। দ্বাভ্যাম্। দ্বে ইতি। প্রীণীয়াৎ।

যৎ। তিসৃভিরিতি তিসৃ—ভিঃ। অতীতি। তৎ। রেচয়েৎ। মনসা।

এতি। ঘারয়তি। মনসা। হি। অনাপ্তম্। আপ্যতে। তির্যঞ্চম্।

এতি। ঘারয়তি। অচ্ছম্বট্কারমিত্যচ্ছম্বট্—কারম্। বাক্। চ। মনঃ। চ।

আর্ত্তীয়েতাম্। অহম্। দেবেভ্যঃ। হব্যম্। বহামি। ইতি। বাক্।

অব্রবীৎ। অহম্। দেবেভ্যঃ। ইতি। মনঃ। তৌ। প্রজাপতিমিতি

প্রজা—পতিম্। প্রশ্নম্। ঐতাম্। সঃ। অব্রবীৎ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ। দূতীঃ। এব। ত্বম্। মনসঃ। অসি। যৎ। হি। মনসা।

ধ্যায়তি। তৎ। বাচা। বদতি। ইতি। তৎ। খলু। তুভ্যম্। ন।

বাচা। জুহবন্। ইতি। অব্রবীৎ। তস্মাৎ। মনসা। প্রজাপতয় ইতি

প্রজা—পতয়ে। জুহ্বতি। মনঃ। ইব। হি। প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ। প্রজাপতেরিতি প্রজা—পতেঃ। আপ্ত্যৈ। পরিধীনিতি পরি-ধীন।

সমিতি। মার্ষ্টি। পুনাতি। এব। এনান্। ত্রিঃ। মধ্যমম্। ত্রয়ঃ। বৈ।

প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ। প্রাণানিতি প্র—অনান্। এব। অভীতি। জয়তি।

ত্রিঃ। দক্ষিণার্দ্ধামিতি দক্ষিণ—অর্দ্ধাম্। ত্রয়ঃ। ইমে। লোকাঃ। ইমান্।

এব। লোকান্। অভীতি। জয়তি। ত্রিঃ। উত্তরার্দ্ধামিত্যুত্তর—অর্দ্ধাম্।

ত্রয়ঃ। বৈ। দেবযানা ইতি দেব—যানাঃ। পন্থানঃ। তান্। এব।

অভীতি। জয়তি। ত্রিঃ। উপেতি। বাজয়তি। ত্রয়ঃ। বৈ। দেবলোকা

ইতি দেব-লোকাঃ। দেবলোকানিতি দেব—লোকান্। এব। অভীতি। অয়তি। দ্বাদশ। সমিতি। পদ্যন্তে। দ্বাদশ। মাসাঃ। সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরঃ। সম্বৎসরমিতি সং—বৎসরম্। এব। প্রীণাতি। অথো ইতি। সম্বৎসরমিতি সং-বৎসরম্। এব। অস্মৈ। উপেতি। দধাতি। সুবর্গ-মেতি সুবঃ—গম্। লোকম্। সমষ্ট্যা ইতি সম্—অষ্ট্যৈ। আধারমিত্যা—ধারম্। এতি। ধারয়তি। তিরঃ। ইব। বৈ। সুবর্গ ইতি সুবঃ—গঃ। লোকঃ। সুবর্গমিতি সুবঃ—গম্। এব। অস্মৈ। লোকম্। প্রেতি। রোচয়তি। ঋজুম্। এতি। ধারয়তি। ঋজুঃ। ইব। হি। প্রাণ ইতি প্র অনঃ। সন্ততমিতি সং—ততম্। এতি। ধারয়তি। প্রাণানামিতি প্র—অনানাম্। অন্নাদ্যস্যেত্যন্ন—অদ্যস্য। সন্তত্যা ইতি সং—তত্যৈ। অথো ইতি। রক্ষসাম্। অপহত্যা ইত্যপ—হত্যৈ। যম্। কাময়েত। প্রমায়ুক ইতি প্র—মায়ুকঃ। স্যাৎ। ইতি। জিহ্মম্। তস্য। এতি। ধারয়েৎ।

প্রাণমিতি প্র—অনম্। এব। অস্মাৎ। জিহ্মম্। নয়তি। তাজক্।

প্রেতি। মীয়তে। শিরঃ। বৈ। এতৎ। যজ্ঞস্য। যৎ। আঘার ইত্যা

—ঘারঃ। আত্মা। ধ্রুবা। আঘারমিত্যা—ঘারম্। আঘার্য্যেত্যা—ঘার্য্য।

ধ্রুবাম্। সমিতি। অনক্তি। আত্মন্। এব। যজ্ঞস্য। শিরঃ। প্রতীতি।

দধাতি। অগ্নিঃ। দেবানাম্। দূতঃ। আসীৎ। দৈব্যঃ। অসুরাণাম্।

তৌ। প্রজাপতিমিতি প্রজা—পতিম্। প্রশ্নম্। ঐতাম্। সঃ। প্রজাপতি-

রিতি প্রজা—পতিঃ। ব্রাহ্মণম্। অব্রবীৎ। এতৎ। বাতি। ব্রূহি। ইতি।

এতি। শ্রাবয়। ইতি। ইদম্। দেবাঃ। শৃণুত। ইতি। বাব। তৎ।

অব্রবীৎ। অগ্নিঃ। দেবঃ। হোতা। ইতি। যঃ। এব। দেবানাম্।

তম্। অবৃণীত। ততঃ। দেবাঃ। অভবন্। পরেতি। অসুরাঃ। যস্য।

এবম্। বিদুষঃ। প্রবরমিতি প্র—বরম্। প্রবৃণত ইতি প্র—বৃণতে।

ভবতি। আত্মনা। পরেতি। অস্য। ভ্রাতৃব্যঃ। ভবতি। যৎ। ব্রাহ্মণঃ।

চ। অব্রাহ্মণঃ। চ। প্রশ্নম্। এয়াতামিত্যা—ইয়াতাম্। ব্রাহ্মণায়।

অধীতি। ব্রূয়াৎ। যৎ। ব্রাহ্মণায়। অধ্যাহেত্যধি—আহ। আত্মনে।

অধীতি। আহ। যৎ। ব্রাহ্মণম্। পরাহেতি পরা—আহ। আত্মানম্।

পরেতি। আহ। তস্মাৎ। ব্রাহ্মণঃ। ন। পরোচ্য ইতি পরা—উচ্যঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

নৈমিত্তিক্যঃ সামিধেন্যঃ কাম্যাশ্চ দশমে শ্রুতাঃ ॥ অথৈকাদশে সামিধেনীষু হোতুর্নিয়মবিশেষোঽধ্বর্য্যোরাঘারবিশেষশ্চাভিধীয়তে।

তত্রাঽদৌ তাবত্যাগকর্ত্তৃণামুপবীতং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৄণামুপবীতং দেবানাম্" ইতি। যজ্ঞোভাবপি বাহূ কণ্ঠগতৌ সন্তৌ ব্রহ্মসূত্রেণ বস্ত্রেণ বা বীয়েতে সম্বৃতাবাচ্ছাদিতৌ ক্রিয়েতে তন্নিবীতম্। তচ্চ মনুষ্যাণাং কার্য্যেষু প্রশস্তম্। তস্মাদ্‌-ঋষিতর্পণং নিবীতযুক্তৈঃ পুরুষৈরনুষ্ঠীয়তে। প্রাচীনো দক্ষিণো বাহুরাবীয়তেঽধস্তাৎ ক্রিয়তে যত্র তৎপ্রাচীনাবীতম্। তচ্চ পিতৄণাং কর্ম্মণি প্রশস্তম্। অত এব শিষ্টাঃ প্রাচীনাবীতযুক্তাঃ পিণ্ডদানং কুর্ব্বন্তীতি। উপবীতস্য লক্ষণং স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম্—"দক্ষিণং বাহুমুদ্ধরতেঽবধত্তে সব্যমিতি যজ্ঞোপবীতম্" ইতি। তচ্চ দেবানাং কর্ম্মণি প্রশস্তম্। অত এব শিষ্টাঃ স্বাধ্যায়াদিকং তথৈবাঽচরন্তি ॥

ইদানীং বিধত্তে—"উপ ব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে" ইতি। তত্তেনোপবীতেন দেবলক্ষ্মমেব দেবচিহ্নমেব কৃতং ভবতি।

যাগকর্ত্তৃণামুপবীতং বিধায় হোতুঃ সামিধেন্যনুবচনকালে স্থিতিং বিধত্তে—"তিষ্ঠন্নন্বাহ তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রুততরং বদতি" ইতি। আসীনো নানুব্রূয়াৎ কিং তু তিষ্ঠন্নেব ব্রূয়াৎ। তস্মাত্তিষ্ঠন্নুষ্য আ সমন্তাদতিশয়েন শ্রুতং যথা ভবতি তথা বদিতুং প্রভবতি। তস্মাত্তিষ্ঠন্ননুব্রূয়াৎ ॥

তদেবানূদ্য প্রশংসতি—"তিষ্ঠন্নন্বাহ সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ" ইতি। আসনাদুত্থিতস্য প্রত্যাসন্নঃ স্বর্গঃ। তস্মাত্তস্যাভিজিতৌ সম্পদ্যতে ॥

যাজ্যাকাল উপবেশনং বিধত্তে—"আসীনো যজত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি" ইতি। যজতি যাজ্যাং পঠেদিত্যর্থঃ। আসীনস্য চলনাভাবাদত্র প্রতিষ্ঠা ॥

অত্যুচ্চধ্বনিমতিনীচধ্বনিং চাপবদন্মধ্যমধ্বনিং বিধত্তে—"যৎ ক্রৌঞ্চমন্বাহাঽসুরং তদ্যন্মন্দ্রং মানুষং তদন্তরা তৎসদেবমন্তরাঽনূচ্য সদেবত্বায়" ইতি। যথা ক্রৌঞ্চাখ্যঃ পক্ষিবিশেষ

উচ্চধ্বনিং করোতি তৎসদৃশে সত্যাসুরং ভবেৎ। মনুষ্যাস্তু পবিশ্য মন্দ্রস্বরেণ সম্ভাষন্তে। অতঃ সোঽপি বর্জ্জ্যঃ। মধ্যমধ্বনেন্দেবপ্রিয়ত্বাত্তেনানুবচনং কার্য্যম্ ॥

অপরং কঞ্চিদ্বিশেষং বিধত্তে—"বিদ্বাংসো বৈ পুরা হোতারোঽভূবংস্তস্মাদ্বিধৃতা অধ্বানোঽভূবন্ন পন্থানঃ সমরুক্ষন্নন্তর্ব্বেদ্যন্যঃ পাদো ভবতি বহির্ব্বেদ্যন্যোঽথাধ্বনাং বিধৃত্যৈ পথামসংরোহায়" ইতি। মূঢ়ঃ কশ্চিদ্ধোতা বেদের্ব্বহিরেব পাদদ্বয়মবস্থাপ্যানুব্রূতে, তস্য পাদদ্বয়স্থাপনান্মার্গঃ সঙ্কীর্ণো ভবতি। অপরস্তু মূঢ়ঃ পাদদ্বয়ং বেদিমধ্য এব প্রক্ষিপ্যানুব্রূতে। স তু মার্গং ন জানাতি, তদিদং দোষদ্বয়ং বিদ্বাংসঃ কেচিৎ কুশলাঃ পুরা যজ্ঞেষু হোতারোঽভূবন্। তে চ দক্ষিণং পাদং বহির্ন প্রক্ষিপন্তি। তেন তেষামধ্বানো বিস্তীর্ণত্বেন ধৃতা ভবন্তি। বামপাদমন্তর্ন প্রক্ষিপন্তি কিং তু বহিরেব স্থাপয়ন্তি। তেন বহিঃস্থাপনেন পন্থানস্তন্বিত্তুষঃ পুরুষান্নৈব সমরুক্ষন্ সংরোহং ন কৃতবন্তঃ। অন্যো মার্গোঽন্যত্র চ গচ্ছন্তীত্যেতাদৃশো মার্গভ্রংশো মার্গকৃতঃ সংরোহঃ। সোঽপ্যেষাং নাঽসীৎ। তস্মাৎ পুরাতনবিদ্বাংস ইবায়মপি দক্ষিণং পাদং বেদেরন্তঃ প্রক্ষিপেৎ। বামপাদং বহিঃ প্রক্ষিপেৎ। ততোঽনুব্রূয়াৎ। এবং চ সত্যধ্বনাং বিস্তীর্ণত্বেন ধারণং ভবতি। পথিবিষয়ে সম্মোহশ্চ ন ভবতি ॥

পরস্পরবিলক্ষণং পাদবিন্যাসং বহুধা প্রশংসতি- "অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রুন্ধেঽথো পরিমিতং চৈবাপরিমিতং চাব রুন্ধেঽথো গ্রাম্যাংশ্চৈব পশূনারণ্যাংশ্চাব রুন্ধেঽথো দেবলোকং চৈব মনুষ্যলোকং চাভি জয়তি" ইতি। চতুর্ষ্বপ্যেতেষু পর্য্যায়েষু প্রথমেনান্তঃপাদপ্রশংসা দ্বিতীয়েন বহিষ্পাদপ্রশংসেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥

তদেবং সামিধেনীষু বিশেষনিয়মা হৌত্রাঃ সমাপিতাঃ। অথাঽধ্বর্য্যবশ্রৌতমাঘারং বিধত্তে—"দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণীমাঘারমাঽঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্তস্তূষ্ণীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্যানুখ্যাত্যৈ" ইতি। পূর্ব্বং দেবাঃ সামিধেনীরনূচ্য তত্রত্যেষু নিয়মবিশেষেষু ব্যাপৃতমনস্কাঃ সন্ত উপরিতনযজ্ঞগতং কর্ত্তব্যবিশেষং কঞ্চিদপি নৈব স্মৃতবন্তঃ। ততঃ প্রজাপতির্ম্মন্ত্রং কমপ্যনুচ্চার্য্য তূষ্ণীমেব ঋজুমাঘারমনুষ্ঠিতবান্। তাবতা কালেন দেবাঃ সামিধেনীষু বিক্ষিপ্তং চিত্তং সমাধায়ৈকাগ্রেণ মনসা যজ্ঞগতকর্ত্তব্যবিশেষমনুস্মৃতবন্তঃ। অতোঽত্রাপি তূষ্ণীমনুষ্ঠিতঃ প্রথমাঘারোঽনন্তরভাবিনো যজ্ঞকর্ত্তব্যস্যানুস্মরণায় ভবতি। যদ্যপি পৌরোডাশিককাণ্ডে বেদেনোপযত্য স্রুবেণ প্রাজাপত্যমাঘারমাঘারয়তীতি অয়মাঘারো বিহিতঃ, তথাঽপি তূষ্ণীংভাবাদয়ো গুণবিশেষা ন বিহিতা ইতি নাস্তি পুনরুক্তিঃ ॥

তমেবাঽঘারং প্রশংসতি—"অথো সামিধেনীরেবাভানক্তি" ইতি। ন কেবলমনন্তরভাবিযজ্ঞকর্ত্তব্যপ্রতিভানমাঘারস্য প্রয়োজনং, কিং তু বহ্নৌ প্রক্ষিপ্তানাং সামিধেনীকাষ্ঠানামভ্যঞ্জনমপ্যেকং প্রয়োজনম্ ॥

এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"অলক্ষো ভবতি য এবং বেদ" ইতি। উক্তাভ্যঞ্জনাভিজ্ঞঃ স্বয়মরূক্ষঃ পারুষ্যরহিতঃ স্নেহোপেতো ভবতি ॥

আঘারমেব পুনঃ প্রশংসতি "অথো তর্পয়ত্যেবৈনাঃ" ইতি। কিঞ্চানেনাঽঘারেণৈনাঃ সামিধেন্যভিমানিদেবতাস্তর্পয়তি ॥

এতদীয়তৃপ্তিবেদনং প্রশংসতি—"তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ" ইতি। যদুক্তং

সূত্রকারেণ—"স্রুবেণ ধ্রুবায়া আজ্যমাদায় বেদেনোপযম্যাহসীন উত্তরং পরিধিসন্ধিমন্ববহৃত্য প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ন্দক্ষিণাপ্রাঞ্চমৃজুং সন্ততং জ্যোতিষ্মত্যাঘারমাঘারয়ন্ সর্ব্বাণীধ্মকাষ্ঠানি সংস্পর্শয়তি" ইতি, বেদেনোপযম্য স্রুবস্যাধস্তাদ্বেদং ধারয়িত্বোত্তরং পরিধিসন্ধিমন্ববহৃত্য বায়ব্যাং সন্ধৌ স্রুবযুক্তহস্তমন্তঃ প্রসার্য্য জ্যোতিষ্মতি বহ্নৌ ঘৃতং ক্ষারয়ংস্তদ্ঘৃতং সর্ব্বসামিধ্যেন কাষ্ঠস্পৃষ্টং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

তত্র মনসা প্রজাপতের্ধ্যানং তদেতদ্বিধত্তে—"যদেকয়াহঘারয়েদেকাং প্রীণীয়াদ্যদ্বাভ্যাং দ্বে প্রীণীয়াদ্যত্তিসৃভিরতি তদ্রেচয়েন্মনসাহঘারয়তি মনসা হ্যনাপ্তমাপ্যতে" ইতি। যদ্যেবমৃচং পঠিত্বাহঘারয়েত্তদানীমেকৈব সামিধেনী তৃপ্তা ভবেৎ। দ্বাভ্যামৃগ্ভ্যাং দ্বে এব তৃপ্তে ভবেতাম্। ত্রিপ্রভৃতিভির্ঋগ্ভিরাঘারং যদি কুর্য্যাত্তদায়মাঘারঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যতিরিক্তবান্ ভবতি। একস্য হি কর্ম্মণ একৈব ঋক্প্রাপ্তা। তথা সতি বহ্বীভিরনুষ্ঠানমতিরেকঃ। তস্য সর্ব্বস্য দোষস্য পরিহারায় মনসৈবাহঘারয়েন্মনসোহপ্রতিহতগতিত্বাৎ। যদ্বাগাদিভির্ন প্রাপ্যং তৎসর্ব্বং মনসা প্রাপ্তুং শক্যতে॥

দক্ষিণাপ্রাঞ্চমিত্যুদাহৃতে সূত্রে বায়ব্যাং দিশমারভ্যাহগ্নেয্যাং সমাপনমুক্তম্। স এব সূত্রকার আঘারয়োঃ পুনরপি দ্বে পক্ষান্তরে দর্শিতবান্—"ঋজূ প্রাঞ্চৌ হোতব্যৌ তির্য্যঞ্চৌ বা" ইতি।

তত্র তির্য্যক্পক্ষং বিধত্তে—"তির্য্যঞ্চমাঘারয়ত্যচ্ছম্বট্কারম্" ইতি। দক্ষিণাং দিশমারভ্যোত্তরস্যাং সমাপনং তির্য্যক্ত্বম্। প্রতীচীমারভ্য প্রাচ্যাং সমাপনে সত্যেকস্যা এব সমিধ উপরি ঘৃতং পতেৎ। তথা সতি সমিদন্তরাণামস্পর্শাচ্ছম্বট্কারো বৈযর্থ্যং ভবেৎ। তস্মাদচ্ছম্বট্কারং যথা ভবতি তথা হোতব্যম্। তির্য্যক্ত্বে সতি সর্ব্বসমিৎসংস্পর্শাদ্বৈয়র্থ্যং ন ভবতি॥

মনসাহঘারয়তীতি যদ্বিহিতং তদেব পুনঃ প্রশংসতি—"বাক্ চ মনশ্চাহর্ত্তীয়েতামহং দেবেভ্যো হব্যং বহামীতি বাগব্রবীদহং দেবেভ্য ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং সোহব্রবীৎ প্রজাপতির্দূতীরেব ত্বং মনসোহসি যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতীতি তৎ খলু তুভ্যং ন বাচা জুহ্বন্নিত্যব্রবীত্তস্মান্মনসা প্রজাপতয়ে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ" ইতি। আর্ত্তিরতিশয়স্তামিচ্ছেতাম্। সেয়মার্ত্তিঃ স্পষ্টী ক্রিয়তে—"অহং দেবেভ্যো হব্যং বহামি" ইতি বাক্যেন। ততো বাক্ চ মনশ্চেত্যেতৌ হবির্বহননির্ণয়ায় প্রশ্নং কর্ত্তুং প্রজাপতিং প্রাপ্নুতাম্। স প্রজাপতির্বাচমব্রবীৎ—হে বাক্ ত্বং মনসো দূতীরেবাসি দাসীভূতৈবাসি ন তু স্বতন্ত্রা। তৎ কথমিত্যুচ্যতে—যস্মাল্লোকে পুরুষো যৎপূর্ব্বং মনসা ধ্যায়তি তৎপশ্চাদ্বাচা বদতি তস্মাদ্বাচো দূতীত্বমেবেতি। অনন্তরং ক্রুদ্ধা বাগব্রবীৎ—হে প্রজাপতে যদ্যহং দূতী তর্হি তুভ্যং কোহপি বাচা মা জুহোত্বিতি। তস্মাদাঘারং প্রজাপতয়ে মনসা জুহ্বতি। যথা মনঃ সঙ্কল্পেন কার্য্যং সাধয়তি তথা প্রজাপতিরপি। অতঃ সাদৃশ্যান্মনসা হোমঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ ভবতি॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—"ইধ্মসংনহনৈঃ সহ স্ফ্যমুদ্ধৃতে স্ফ্যেনাহগ্নীধ্রোহম্বুপরিক্রামন্ পরিধীন্ যথা পরিধি তদন্বগ্রং ত্রিস্ত্রিঃ সংমৃজ্য" ইতি।

তদেতৎসংমার্জ্জনং স্ফ্যেন সহিতৈরিধ্মসংনহনদর্ভৈঃ কর্ত্তব্যমিতি বিধত্তে—"পরিধীন্ৎসংমার্ষ্টি পুনাত্যেবৈনান্" ইতি॥

ক্রমেণৈকৈকস্য পরিধেঃ সংমার্জ্জনাবৃত্তিং বিধত্তে—"ত্রির্ম্মধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানেবাভি জয়তি ত্রির্দ্দক্ষিণার্দ্ধ্যং ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকানভি জয়তি ত্রিরুত্তরার্দ্ধ্যং ত্রয়ো বৈ দেবযানাঃ পন্থানস্তানেবাভি জয়তি" ইতি। প্রাণাপানব্যানা ইতি ত্রিত্বং, লোকত্রিত্বং প্রসিদ্ধং, স্বর্গলোকযমলোকব্রহ্মলোকবিষয়াস্ত্রয়ঃ পন্থানঃ। তত্র যমলোকবিষয়স্য পরিহারো জয় ইতরয়োঃ প্রাপ্তির্জ্জয়ঃ। ত্রিত্বসাম্যাত্তজ্জয় ইতি স্তূয়তে ॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—"বেদেনাগ্নিং ত্রিরুপবাজ্য" ইতি, তদেতদ্বিধত্তে—"ত্রিরুপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানেবাভি জয়তি" ইতি। দেবলোকানাং ত্রিত্বং তদভিজয়শ্চ মার্গত্রিত্বতজ্জয়বদ্ব্যাখ্যেয়ম্ ॥

ত্রিষু পরিধিষু বহ্নৌ চ যেয়ং প্রত্যেকং ত্রিঃ ক্রিয়াবৃত্তিস্তামেকীকৃত্য প্রশংসতি—"দ্বাদশ সংপদ্যন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎসরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবাস্মা উপ দধাতি সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ" ইতি। ন কেবলং সম্বৎসরদেবতায়াঃ প্রীতিঃ কিং তু তংসম্বৎসরং যজমানার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানকালত্বেন সম্পাদয়তি। তচ্চ স্বর্গলোকপ্রাপ্ত্যৈ ভবতি ॥

পূর্ব্বত্র বিহিতং তির্য্যক্ত্বমাঘারমনূদ্য প্রশংসতি—"আঘারমা ঘারয়তি তির ইব বৈ সুবর্গো লোকঃ সুবর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়তি" ইতি। প্রাঙ্মুখেন যজমানেন দৃশ্যমানঃ স্বর্গো লোকো দক্ষিণোত্তরায়ামেন প্রতীয়মানত্বাত্তির ইব ভবতি। অতস্তির্য্যগাঘারেণ যজমানায় স্বর্গমুৎপাদিতবান্ ভবতি। অথবা স্রুচ্যাঘারস্য দ্বিতীয়স্যায়ং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ ॥

আঘারে গুণান্তরদ্বয়ং বিধত্তে—"ঋজুমা ঘারয়ত্যৃজুরিব হি প্রাণঃ সন্ততমা ঘারয়তি প্রাণানামন্নাদ্যস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্যৈ" ইতি। দক্ষিণাং দিশমারভ্যোত্তরদিগবসানপর্য্যন্তমাঘারধারায়া বক্রত্বং যথা ন ভবতি যথা চ বিচ্ছেদো ন ভবতি তথা কুর্য্যাৎ। প্রাণবায়ুশ্চ হৃদয়মারভ্য মুখে নিঃসরন্বামদক্ষিণপার্শ্বয়োরপ্রবেশেন ঋজুরেব ভবতি সন্ততশ্চ ভবতি। অতঃ প্রাণস্যান্নস্য চ সন্তত্যৈ সম্পদ্যতে। কিং চ সান্তত্যেন রক্ষসামবকাশাভাবাদপহতির্ভবতি।

ঋজুত্বস্য নিত্যপ্রয়োগাঙ্গত্বাৎ কাম্যত্বেন বক্রত্বং বিধত্তে—"যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্যাদিতি জিহ্মং তস্যাঽঘারয়েৎ প্রাণমেবাস্মাজ্জিহ্মং নয়তি তাজক্ প্রমায়তে" ইতি। যং যজমানমুদ্দিশ্য মরণং কাময়েত তস্য জিহ্মং বক্রং যথা ভবতি তথাঽঘারয়েৎ। তেন বক্রত্বেনাস্মাদ্যজমানাৎ প্রাণং বামাদিপার্শ্বনাড়ীষু প্রবিশ্য বক্রত্বং প্রাপয়তি। তেন শ্বাসোপরোধেন তদানীমেবাসৌ ম্রিয়তে ॥

আঘারশেষেণ ধ্রুবায়ামঞ্জনং বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা ধ্রুবাঽঘারমাঘার্য্য ধ্রুবাꣳ সমনক্ত্যাত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাতি" ইতি। স্বাত্মস্থানীয়ায়াং ধ্রুবায়াং যজ্ঞশিরঃস্থানীয়স্যাঽঘারস্য প্রক্ষেপে সতি স্বাত্মন্যেব যজ্ঞশিরঃ স্থাপিতবান্ ভবতি। ননু পরিধিসংমার্জ্জনাদয়ঃ পৌরোডাশককাণ্ডেঽপি বিহিতাঃ। বাঢ়ম্। তত্র হ্যনুক্রমেণ মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যায়মানত্বাদ্ভুবনমিত্যাদিমন্ত্রব্যাখ্যানাবসরে যুক্তা এতদ্বিধয়ঃ। ইহ তু তদনুবাদেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তেষ্বৃজুত্বাদয়ো গুণা বিধীয়ন্তে। ততো নাস্তি পুনরুক্তদোষঃ। অত এবোক্তানুবাদকত্বাদনুব্রাহ্মণমেতদিতি সম্প্রদায়বিদঃ ॥

যদুক্তং সূত্রকারেণ—"ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ হোতারং বৃণীতেঽগ্নির্দ্দেবো হোতা দেবান্যক্ষদ্বিদ্বাꣳশ্চিকিত্বান্মনুষ্যবদ্ভরতবদমুবদমুবদিতি যথার্ষেয়ো যজমানঃ" ইতি। "হত উদ্ধানধ্বর্য্যুর্ব্বৃণীতেঽ-

মুতোঽর্ব্বাঙে হোতা" ইতি চ অস্যায়মর্থঃ—যজমানস্য যাদৃশান্যার্ষেয়াণি তাদৃশানি হোতারং প্রত্যামুবদন্ননুবদন্নিতি তত্তন্নামপূর্ব্বকং প্রযোক্তব্যানি। তদিদমধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকং হোতৃবিষয়ং বরণম্। সামিধেনীপ্রস্তাবে ত্বার্ষেয়ং বৃণীত ইতি হোতৃকর্ত্তৃকমগ্নিবিষয়ং বরণমুক্তম্। তয়োরয়ং বিশেষঃ। অর্ব্বাঙ্কমারভ্যোত ঊর্দ্ধামুক্তরাত্রমানধ্বর্য্যুর্ব্বৃণীতে। হোতা তূক্তমমারভ্যাধস্তনান্ বৃণীতে। তদ্যথা—ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানৌর্ব্বজামদগ্নেত্যেবং হোতৃকর্ত্তৃকং পূর্ব্বমুদাহৃতম্। অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকে তু মনুষ্বত্তরত্তবদিত্যস্মং মন্ত্রং পঠিত্বা জমদগ্নিবদূর্ব্ববদপ্নবানবচ্চ্যবনবদ্ভৃগুবদিতি প্রযোক্তব্যমিতি। তদিদমধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকং হোতৃবিষয়ং বরণং বিধত্তে—"অগ্নির্দ্দেবানাং দূত আসীদ্দৈব্যোঽসুরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাং স প্রজাপতির্ব্রাহ্মণমব্রবীদেতদ্বি ব্রূহীত্যা শ্রাবয়েতীদং দেবাঃ শৃণুতেতি বাব তদব্রবীদগ্নির্দ্দেবো হোতেতি য এব দেবানাং তমবৃণীত ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা যস্যৈবং বিদুষঃ প্রবরং প্রবৃণতে ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" ইতি। দ্বিবিধো হ্যগ্নির্ম্মানুষো দৈব্যশ্চেতি। ভূলোকে বর্ত্তমানো হোমসাধনভূতো মানুষোঽগ্নিঃ। স চ দেবানাং হবির্ব্বহনেন তদীয়ো দূত আসীৎ। দিবি বর্ত্তমানো। স চান্যত্রাপি শ্রূয়তে—"দিবি নাকো নামাগ্নিঃ। তস্য বিপ্রুষো ভাগধেয়ম" ইতি। স চাসুরাণাং হিতমাচরংস্তদীয়ো দূত আসীৎ। তাবুভাবাবয়োঃ কস্য হোতামুচিতমিতি প্রশ্নমভিলক্ষ্য প্রজাপতিং প্রাপ্নুতাম্। তত্র যোঽয়ং মানুষোঽগ্নিঃ স ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মণি বেদে বিহিতং কর্ম্ম সাধয়িতুং প্রবৃত্তত্বাৎ। দৈবাস্ত্বসুরাণাং কর্ম্ম সাধয়িতুং প্রবৃত্তত্বাদাসুর ইত্যুচ্যতে ন ব্রাহ্মণ ইতি। তয়োর্ম্মধ্যে ব্রাহ্মণমগ্নিং প্রতি প্রজাপতিরব্রবীৎ—হে মানুষাগ্নে ত্বমেব দূত্যমর্হসি। তস্মাত্ত্বমেব যাগে বক্তব্যমেতৎসর্ব্বং ব্রূহীতি। কিং তৎসর্ব্বমিতি তদুচ্যতে—হোতারং প্রত্যাধ্বর্য্যুরাশ্রাবয়েতি প্রযুঙ্ক্তে। তস্য প্রয়োগস্যাভিপ্রায়ঃ কথ্যতে—হে দেবা ইদং যজমানসম্বন্ধি হবির্দ্দানং শৃণুতেত্যেতমর্থমেব হোতর্ব্রূহীত্যভিপ্রেত্য তদাশ্রবণবাক্যং হে হোতস্ত্বং প্রত্যাধ্বর্য্যুরব্রবীৎ। তস্মাত্ত্বমেব যাজ্যাপাঠমুখেন দেবানাং শ্রবণং যথা ভবতি তথা হৌত্রমেতৎসর্ব্বং ত্বমেব ব্রূহীতি। আসুরং প্রত্যাধ্বর্য্যুণাঽশ্রাবয়েত্যনুক্তত্বাদসৌ যাজ্যাদিকং মা ব্রবীদিত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ প্রজাপতির্ব্রাহ্মণাগ্নিবরণং কৃতবাংস্তস্মাদ্দেবা উৎকৃষ্টা অভবন্। পরাভূতা অসুরাঃ॥

প্রশংসতি—"যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাহ্মণায়াধি ব্রূয়াদ্যদ্ব্রাহ্মণায়াধ্যাহাঽত্মনেঽধ্যাহ যদ্ব্রাহ্মণং পরাহাঽত্মানং পরাঽহ তস্মাদ্ব্রাহ্মণো ন পরোচ্যঃ॥" ইতি। যদি লোকে ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণৌ বিবদমানাবহমেবাধিক ইতি আধিবিষয়ং প্রশ্নং কর্ত্তুং কঞ্চিদভিজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছেতাং তদানীং সোঽভিজ্ঞো ব্রাহ্মণস্যৈবাঽধিক্যং ব্রূয়াত্তেন বক্তুঃ স্বস্যৈবাঽধিক্যং সম্পাদিতং ভবতি। ব্রাহ্মণস্য পরাভববচনে স্বস্যৈব পরাভব উক্তো ভবতি। তস্মাৎ কদাচিদপি ব্রাহ্মণঃ পরাভববিষয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। সোঽয়ং প্রাসঙ্গিকঃ পুরুষার্থো বিধির্দ্রষ্টব্যঃ॥

অত্র মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম—"নিবীতং তু মনুষ্যাণাং বিধির্ব্বৈষোঽর্থবাদকঃ। অপূর্ব্বত্বাৎ প্রকরণাগ্নুঃ ক্রতোর্ব্বা বিধীয়তে॥ প্রাপ্তং নিবীতং মর্ত্ত্যেষু প্রায়েণৈতস্য দর্শনাৎ। দৈবান্নিধিরেকবাক্যত্বাদর্থবাদতা॥" দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—'নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে" ইতি। তত্র নিবীতস্য

পূর্ব্বং মানান্তরেণাপ্রাপ্তত্বাদ্বিধেয়ত্বমভ্যুপেতব্যম্। তচ্চ নিবীতং মনুষ্যাণামিতি ষষ্ঠ্যা পুরুষার্থত্বেন বিধীয়ত ইত্যেকঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। অস্মিন্‌পক্ষে মনুষ্যসম্বন্ধো দ্বিবিধঃ—সুবর্ণধারণবৎ সর্ব্বপুরুষার্থ ইত্যেকঃ প্রকারঃ। উপবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ ঋতুপ্রবেশরহিতয়োঃ স্বতন্ত্রদৈবিকপৈতৃককর্ম্মণোরপি দর্শনাত্তৎসাহচর্য্যেণ স্বতন্ত্র আচার্য্যাতিথ্যাদিমনুষ্যবিষয় কর্ম্মণি নিবীতমিত্যপরঃ প্রকারঃ প্রকরণবলাত্যাগধর্ম্ম ইতি দ্বিতীয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। অস্মিন্‌পক্ষে মনুষ্যগ্রহণং কর্ত্তৃসম্বন্ধানুবাদঃ। ষষ্ঠীশ্রুতিপ্রকরণয়োরবিরোধাত্তুভয়াবলম্বনেন ক্রতুসম্বন্ধিমনুষ্যধর্ম্ম ইতি পক্ষান্তরমুদেতি। তচ্চ দ্বিবিধং, লোহিতোষ্ণীষাদিবদৃত্বিগ্ধর্ম্ম ইত্যেকঃ প্রকারঃ। ঋতাবেব যন্মনুষ্যপ্রধানং কর্ম্মান্বাহার্য্যদানাদি তদ্ধর্ম্মত্বে সতি উপবীতপ্রাচীনাবীতসাহচর্য্যমপ্যনুগৃহ্যত ইত্যপরঃ প্রকারঃ। সর্ব্বথা নিবীতং নার্থবাদ ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অত্র প্রতীয়মানং নিবীতাদিকং বাসোবিষয়ং ন তু ত্রিবৃৎসূত্রবিষয়ম্। অজিনং বাসো বা দক্ষিণত উপবীয়েত্যনেন সদৃশত্বাৎ। বস্ত্রস্য চ নিবীতং সৌকর্য্যায় প্রাপ্তম্। অত্র প্রাচীনাবীতোপবীতয়োরবশ্যমেকস্মিন্ পার্শ্বে বস্ত্রমধঃ পতেৎ। অতঃ প্রাপ্তেঽর্থে মনুষ্যাণামিতি ষষ্ঠীশ্রুতির্ন বিধাত্রিকা। ন চ প্রকরণাৎ ক্রত্বঙ্গত্বেন বিধিঃ, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। উপবীতং তাবদ্বিধীয়তে। অন্যথা দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুত ইতি প্রশংসাবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। তস্মিংশ্চোপবীতবিধাবর্থবাদত্বেন নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োরেকবাক্যত্বসম্ভবে পৃথগ্বিধানমযুক্তম্। নিবীতপ্রাচীনাবীতে মনুষ্যপিতৃবিষয়ত্বাদ্দৈবিকে কর্ম্মণ্যযোগ্যে, উপবীতং তু যোগ্যমিতি ব্যতিরেকমুখেন স্তাবকং নিবীতম্। তস্মাদর্থবাদঃ। উপব্যয়ত ইত্যস্য তু বিধিত্বং প্রথমকাণ্ডস্যাঽস্যানুবাকে চিন্তিতম্!

তৃতীয়াধ্যায়স্যৈব প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"উপব্যয়ত ইত্যস্য সামিধেন্যঙ্গতাঽথবা। দর্শাঙ্গতা প্রক্রিয়ৈষাঽবান্তরাঽতোঽস্তিহাগ্রিমঃ॥ লিঙ্গাদগ্নেরঙ্গভূতৈর্নিবিৎসংজ্ঞকমন্ত্রকৈঃ। বিচ্ছেদে সতি দর্শাঙ্গং মহাপ্রকরণোক্তিতঃ॥" দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্র ইত্যস্মিন্‌প্রপাঠকে সপ্তমাষ্টময়োরনুবাকয়োঃ সামিধেনীব্রাহ্মণমাম্নাতম্। নবমে নিবিৎসংজ্ঞকানামগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারতেত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণম্। দশমে কাম্যাঃ সামিধেনীপক্ষাঃ। একাদশে তূপবীতমেবং বিহিতম্—"নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎকুরুতে" ইতি। তত্র পূর্ব্বন্যায়েন সামিধেনীপ্রকরণস্যাবান্তরস্য স্বীকারাৎসামিধেন্যঙ্গত্বমুপবীতস্যেতি চেন্ন। নিবিদ্ব্রাহ্মণেন সামিধেনীপ্রকরণস্য বিচ্ছিন্নত্বাৎ। ন চ নিবিদামপি সামিধেন্যঙ্গতয়া তৎপ্রকরণপাঠাদবিচ্ছেদকত্বমিতি বাচ্যম্। লিঙ্গেন নিবিদামগ্ন্যঙ্গত্বাবগতত্বাৎ। আহুত্যধিকরণভূতমগ্নিং সম্বোধ্য মহাঁ অসীত্যাদিভির্নিবিদ্বাক্যৈরগ্নেরুৎসাহজননায় তদ্‌গুণা আবেদ্যন্তে। অতএব নির্ব্বচনমেবং শ্রূয়তে—"নিবিদ্ভির্ন্যবেদয়ন্। তন্নিবিদাং নিবিত্ত্বম্।" ইতি নমু সম্যগিধ্যতেঽগ্নির্যাভির্ঋগ্ভিস্তাঃ সামিধেন্য ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তা অপ্যত্র জ্বলনদ্বারেণাগ্ন্যর্থা এবেতি চেৎ। ভবতু নাম। নৈতাবতা পরস্পরমঙ্গাঙ্গিভাবঃ। নমু বিচ্ছিদ্যতাং সামিধেনীপ্রকরণং, নিবিৎপ্রকরণেনোপবীতস্য নিবিদঙ্গত্বং স্যাদিতি চেন্ন। পূর্ব্বোত্তরানুবাকয়োর্নিবিদামশ্রবণেন প্রকরণাভাবাৎ। সন্নিধিনা তদঙ্গত্বমিতি চেন্ন। কাম্যসামিধেনীভির্ব্যবহিতত্বাৎ। ন চ কাম্যসামিধেন্যঙ্গতা শঙ্কনীয়া, সন্নিধিতঃ প্রকরণস্য প্রবলত্বাৎ। তস্মাদিহ প্রবান্তরাভাবান্মহাপ্রকরণেন দর্শপূর্ণমাসাঙ্গমুপবীতম্।

(চাঞ্চল্যনিবন্ধন চিত্তবৃত্তি-সমূহ অনন্তের সহিত মিলনের বাধক হয়। সেইজন্য অন্তরাত্মা আত্মাকে উদ্বোধিত করেন। প্রার্থনা এই যে—হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে অসদ্ভাবও সদ্ভাবে পরিণত হয়)।

৩। হে মনোবৃত্তি! তুমি সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী এবং পর্ব্বতবদ্দৃঢ় বলিয়া অবিচলিত হও; (খ) অতএব হৃদয়স্থিত সদ্বৃত্তির স্তম্ভনকারী প্রতিবন্ধক-সমূহ তোমাকে পরিত্যাগ করুক।

৪। হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি সদ্বুদ্ধিদাত্রী হও; (খ) অনন্ত-শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল ও সদ্ভাব-সম্পন্ন) বলিয়া জানুন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন!

৫। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবি! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবির্ভাগপূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে (অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হবিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধাকে) ভগবৎকার্য্যে সম্যক্‌প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি। (খ) হে মন! তুমি সকলের প্রীতিকারক হও; অতএব, (আমাদিগের অন্তরে) সমস্ত দেব-ভাবকে প্রীণন অর্থাৎ প্রেরণ কর।

৬। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ু-সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন-কামনায় সংযত করিতেছি; (খ) হে মন! তোমাকে আমার অপানবায়ু সংরক্ষণের নিমিত্ত (অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি-পরিহারের জন্য) সংযত করিতেছি; (গ) হে মন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ু সংরক্ষণের (শারীরবলরক্ষার্থ) নিমিত্ত সংযত করিতেছি!

৭! হে মন! ইহ-সংসারে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত সম্পাদনযোগ্য অশেষ সৎকর্ম্ম আছে জানিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধির (অথবা ভগবানের পরিতৃপ্তির) নিমিত্ত তোমাকে সংযত করিতেছি। (বহুবিধ সৎকর্ম্ম সাধনার জন্যই মনুষ্য জীবন লাভ। সুদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। যোগসাধনাই আয়ুর্ব্বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদ্বৃত্তিসমূহ আয়ুঃ-হানিকারক। অতএব, মন্ত্রের শেষাংশে (অষ্টম মন্ত্রে) তাহাদিগকে

সম্বোধন করা হইতেছে।) অথবা, হে মন! অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সদাকাল তাঁহার সন্তোষ-বিধানান্তর আয়ুর্ব্বৃদ্ধির অথবা সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত তোমাকে সংযতভাবে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—হে মন! ভগবানের সন্তোষবিধান করিয়া আমাদের সন্তোষবর্দ্ধন কর। তোমার দ্বারা সেবিত হইলে ভগবৎ-প্রীতিতে আমরা প্রীতি পাইব)।

৮। হে অসদ্বৃত্তিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান সবিতৃদেব, তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৬অনুবাক)॥

* + *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেঽনুবাকে ব্রীহ্যবঘাত উক্তঃ। অবহতানাং চ তণ্ডুলানাং পেষণাৎ পূর্ব্বং কপালোপধানস্য নিষ্প্রয়োজনত্বেন তদুপধানাৎ পূর্ব্বং ষষ্ঠে পেষণমভিধীয়তে।

১। "অবধূতꣳ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।"—কল্পঃ—"অথ প্রোক্ষিতেষু ত্রিষ্ফলীকৃতেষু তৈরেব কৃষ্ণাজিনমবধূনোত্যধ্বগ্রীবমুদগাবৃত্যাবধূতꣳ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইতি ত্রিবদেনৎ পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাত্যদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিতি' ইতি। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"অবধূতꣳ রক্ষোঽবধূতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। অদিত্যাস্ত্বগসীত্যাহ। ইয়ং বা অদিতিঃ। অস্যা এবৈনত্ত্বচং করোতি। প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্ত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। পুরস্তাৎ প্রতীচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি মেধ্যত্বায়। তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ পশবো মেধমুপতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রজা মৃগংগ্রাহুকাঃ। যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। যৎকৃষ্ণাজিনে হবিরধিপিনষ্টি। যজ্ঞাদেব তদ্যজ্ঞং প্রযুঙ্‌ক্তে। হবিষো স্কন্দায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। অবঘাতস্যেবাত্র পেষণস্য বিশিষ্টবিধিঃ॥

২। "দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু।"—কল্পঃ—'তস্মিন্নুদীচীনকুম্বাꣳ শম্যাং নিদধাতি দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিতি' ইতি। গদয়া সমানাকারো ব্যামার্দ্ধ-পরিমিতঃ কাষ্ঠবিশেষঃ শম্যা। তাং কৃষ্ণাজিনস্যোপর্য্যুদীচীনশিরস্কাং নিদধ্যাৎ। সা চ পেষণহেতোর্দৃষদঃ পশ্চাদ্ভাগধারণেন তদ্ভাগস্যৌন্নত্যং করোতি। হে শম্যে ত্বং দ্যুলোকস্য ধারয়িত্র্যসি। তস্মাৎ কৃষ্ণাজিনরূপায়া ভূমেস্ত্বগিয়ং ত্বামভিমন্যতাং। শম্যায়া দ্যুলোকাধারত্ব-মুপপাদয়তি—'দ্যাবাপৃথিবী সহাঽস্তাং। তে শম্যামাত্রমেকমহর্ব্ব্যৈতাꣳ শম্যামাত্রমেকমহঃ। দিবঃ স্কম্ভনিরসি প্রতি ত্বাঽদিত্যাস্ত্বগ্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বীত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রজাপতিনা সৃষ্টে দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূর্ব্বং জতুকাষ্ঠবৎ পরস্পরং সংশ্লিষ্টে

অভূতাং। তে পশ্চাদেকস্মিন্দিনে শম্যাপ্রমাণেন পরস্পরং বিযুক্তে অভূতাং। প্রতিদিনং তথেতি বিবক্ষয়া বীপ্সোক্তা। তয়োঃ পুনঃ সংশ্লেষে যাগস্তাবকাশো ন স্যাৎ। ততো বিশ্লেষার্থা দিবঃ স্কম্ভনিরিত্যুচ্যতে ॥

৩। "ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্তু।"—কল্পঃ—'তস্যাং প্রাচীং দৃষদমধ্যূহতি বিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্ত্বিতি' ইতি। হে পেষণসাধনভূতে দৃষদ্রূপে ত্বং পেষ্টব্যভিজ্ঞতয়া ধিষণাঽসি দৃঢ়তয়া পর্ব্বতাবস্থাননর্হসি। তাদৃশীং ত্বাং দ্যুলোকধারিকা শম্যাঽভিমন্যতাং। সেয়ং দৃষদ্দৃঢ়তয়া লোকদ্বয়ধারণায় কল্পত ইত্যাহ—'ধিষণাঽসি পর্ব্বত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্কম্ভনির্ব্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বিধৃত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি।

৪। "ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্তু।"—কল্পঃ—'দৃষদ্যুপলামধ্যূহতি ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্ত্বিতি' ইতি। পূর্ব্ববৎ। পর্ব্বতিঃ পর্ব্বতসম্বন্ধিনী দৃষৎ। তথৈব ব্যাচষ্টে—"ধিষণাঽসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতির্ব্বেত্ত্বিত্যাহ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্দ্ধৃত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

৫। "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামধি বপামি ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্।"—বৌধায়নঃ—'তস্যাং পুরোডাশীয়ানুদ্বপতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টমধিবপাম্যগ্নীষোমাভ্যামমুষ্মা অমুষ্মা ইতি যথাদেবতমধিবপতি ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিতি' ইতি। আপস্তম্বস্তু ধান্যমসীত্যনেন সহৈকমন্ত্রতামাশ্রিত্যাহ—'দেবস্য ত্বেত্যনুদ্রুত্যাগ্নয়ে জুষ্টমধিবপামীতি যথাদেবতং দৃষদি তণ্ডুলানধিবপতি ত্রির্যজুষা তূষ্ণীং চতুর্থং' ইতি। অত্র বাক্যপূরণায়াগ্নয় ইত্যাদিকমধ্যাহৃতমতো যথাম্নাতমেবানূদ্য ব্যাচষ্টে—'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। অধিবপামীত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনানধিবপতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। দেবান্ প্রীণয়েতি যদুক্তং তস্য নাস্ত্যুপপত্তিঃ, আহুতীরূপস্য ধান্যস্যাল্পত্বেঽপি মন্ত্রসামর্থ্যেন তদভিবৃদ্ধেরিত্যাহ-'ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিত্যাহ। এতস্য যজুষো বীর্য্যেণ। যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা। তাবদাহুতিঃ প্রথতে। ন হি তদস্তি। যত্তাবদেব স্যাৎ। যাবজ্জুহোতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বীপ্সা সর্ব্বত্রানুগমার্থা। যদি দ্রব্যং যাবজ্জুহোতি তাবদেব দেবান্ প্রাপ্নুয়াৎ, তদা কথমিদমল্পং দেবান্ প্রীণয়েদিত্যাশঙ্ক্যোত, ন তু তাবদেবেতি নিয়মোঽস্তি কিং তু যাবৎকাম্যতে তাবৎ প্রবর্দ্ধতে। ততঃ সম্ভবত্যেব প্রীণনং॥

৬। "প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা।"—বৌধায়নঃ—'পিনষ্টি প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বেতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'প্রাণায় ত্বেতি প্রাচীমুপলাং প্রোহত্যপানায় ত্বেতি প্রতীচীং ব্যানায় ত্বেতি মধ্যদেশে ব্যবধারয়তি প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বেতি সন্ততং পিনষ্টি' ইতি। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসতৎসন্ধিগতা বৃত্তয়ঃ প্রাণাপানব্যানাঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। হে হবির্ব্বৃত্তিত্রয়ং যজমানে চিরং স্থাপয়িতুং ত্বাং পিনষ্মি। এতদেব দর্শয়তি—'প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বেত্যাহ। প্রাণানেব যজমানে দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

৭। 'দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধাং।''—বৌধায়নঃ—'অথ বাহূ অন্ববেক্ষতে দীর্ঘামনু প্রসিতি-মায়ুষে ধামিতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'প্রাচীমন্ততোঽনুপ্রোহ্' ইতি। প্রসিতিঃ প্রবন্ধঃ কর্ম্মসন্তানঃ। যজমানস্যাঽঽয়ুরভিবৃদ্ধ্যর্থমিমামবিচ্ছিন্নকর্ম্মসন্ততিহেতুরূপামুপলাং ধারিতবানস্মি। তদেতদাহ—দীর্ঘামনু প্রসিতিমায়ুষে ধামিত্যাহ। আয়ুরেবাস্মিন্দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

৮। "দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাতু।"—কল্পঃ—"দেবো বঃ সবিতা হিরণ্য-পাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাত্বিতি কৃষ্ণাজিনে পিষ্টানি প্রস্কন্দয়তি" ইতি। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"অন্তরিক্ষাদিব বা এতানি প্রস্কন্দন্তি। যানি দৃষদঃ। দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্ণাত্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। হবিষোঽস্কন্দায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। পত্নীং দাসীং বা প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদ্য ব্যাচষ্টে—"অসংবপন্তী পিংষাণূনি কুরুতাদিত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। তথা চ সূত্রিতং—"অসংবপন্তী পিংষাণূনি কুরুতাদিতি সম্প্রেষ্যতি দাসী পিনষ্টি পত্নী বাঽপি বা পত্ন্যবহন্তি শূদ্রা পিনষ্টি" ইতি। হে দাসি তণ্ডুলেষন্যদ্রব্যং কিমপ্য-প্রবেশয়ন্তী পেষণং কুরু। তানি চ পিষ্টানি সূক্ষ্মাণি কুরু। তমিমং প্রৈষমধ্বর্য্যুঃ পঠেৎ। পিষ্টস্য সূক্ষ্মত্বে পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞযোগ্যতা ভবতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অবেতি পূর্ব্ববত্তত্র শম্যাং স্থাপয়তে দিবঃ। ধিষণা দ্বে তথাঽশ্মানৌ দেবত্যধিবপেদ্ধবিঃ॥ ১॥

প্রাণায়েতি ত্রিভিঃ পিষ্ট্বা দীর্ঘেত্যস্ত উপোহতি। দেবোঽজিনে স্কন্দয়েত প্রোক্তা একাদশ ত্বিহ॥ ২॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

যদ্যপ্যত্র বিশেষাকারেণ বিচারা বহবো নোপলভ্যন্তে তথাঽপি সামান্যবিচারাঃ পূর্ব্বোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ। ইষে ত্বেত্যত্র বাক্যপূর্ত্তয়ে যথাঽধ্যাহারস্তথৈবাধিবপামীত্যত্রাপ্যগ্নয়ে জুষ্টমিত্যা-দিকমধ্যাহর্ত্তব্যং। অধ্যাহৃতস্য চানাম্নাতত্বেনামন্ত্রত্বাদূহাদিষিব স্বরাদ্যপরাধো নাস্তি। কিং চ নবমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"নোহ ঊহোঽথ বা ধান্যশব্দো নাসঙ্গতোক্তিতঃ। ঊহো লক্ষণয়াঽর্থস্য গোপানস্যেব সঙ্গতেঃ" ইতি॥

দৃষদি পেষণায় তণ্ডুলাবাপেঽয়ং মন্ত্রো বিহিতঃ—ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিতি। সোঽয়ং ধান্যশব্দোঽসমবেতার্থং ব্রূতে নিস্তুষাণাং তণ্ডুলানাং ধান্যশব্দার্থত্বাভাবাৎ। তদয়ং সবিত্রাদি-শব্দবন্নোহনীয় ইতি চেৎ। নৈবং। লক্ষণাবৃত্ত্যা ধান্যশব্দস্য তণ্ডুলরূপেঽর্থে সমবেতত্বাৎ। যথা গাবঃ পীয়ন্ত ইত্যত্র মুখ্যবৃত্ত্যভাবেঽপি নাসমবেতার্থত্বং লোকা বর্ণয়ন্তি কিং তু পয়ো লক্ষয়িত্বাঽর্থং সমবেতমেব প্রতীযন্তি তদ্বৎ। তস্মাচ্ছাক্যানাময়নে ষট্ত্রিংশৎসম্বৎসরে ধান্যশব্দ ঊহনীয়ঃ। তত্র হ্যেবমাম্নায়তে—সংস্থিতেঽহনি গৃহপতির্মৃগয়াং যাতি, স তত্র যান্মৃগান্ হন্তি, তেষাং তরসা সবনীয়াঃ পুরোডাশা ভবন্তীতি। তত্র দৃষদি পেষণায় মাংসমাবপন্মাংসমসি ধিনুহি দেবানিত্যেবং মন্ত্রমূহেৎ। ন চ ধান্যশব্দবল্লক্ষকো মৃগশব্দ ঊহে প্রয়োক্তব্য ইতি বাচ্যং, লক্ষণাবৃত্তেঃ প্রকৃতাবার্থিকত্বেনাতিদেশানর্হত্বাৎ। তস্মান্মাংসমিত্যেব ধান্যশব্দস্যোহঃ॥

অথ ব্যাকরণং।

অবধূতমিত্যাদয়ো গতাঃ। পর্ব্বত্যেত্যস্য পর্ব্বতমর্হতীত্যস্মিন্নর্থে ছন্দোবিষয়ে তকাররহিতস্য যপ্রত্যয়স্য বিধানাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। পার্ব্বতেয়ীত্যত্র ঙীষুদাত্তঃ। পর্ব্বতিরিত্যত্র তদর্হতীত্য-

স্মিন্নর্থে ছান্দস ইকারপ্রত্যয়োঽপ্যুদাত্তঃ। ধান্যশব্দস্য তিল্যাশিক্যমর্ত্ত্যকাশ্মর্য্যধান্যকন্যারাজন্য-মনুষ্যাণানিত্যন্তস্বরিতত্বং। ধিষুহীত্যত্র 'সের্হ্যপিচ্চ' (পা০ ৩-৪-৮৭) ইতি সিপঃ স্থান আদিষ্টস্য হিশব্দস্য পিত্বনিষেধাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্যপি বিকরণপ্রত্যয়স্যোকারস্য স্বরঃ সতি-শিষ্টস্তথাঽপি ব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। প্রসিতিমিত্যত্র কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ 'তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ' (পা০ ৬।২।৫০) তুপ্রত্যয়ব্যতিরিক্তে তকারাদৌ নিতি কৃতি প্রত্যয়ে পরতঃ পূর্ব্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:§ * §:—

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ ব্রীহির অবঘাত-মূলক; আর এই ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রগুলি তণ্ডুলপেষণাত্মক। 'ব্রীহি অবঘাত' বলিতে খড় হইতে ব্রীহি বা ধান ছাড়ান, আর তণ্ডুলপেষণ বলিতে সেই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করণ বুঝিতে পারি। অবঘাতমূলক মন্ত্র-সমূহের ন্যায়, পেষণ-সংক্রান্ত মন্ত্র-সমূহেও বিভিন্ন সামগ্রী উপলক্ষিত হইয়াছে। আর উপলক্ষিত তত্তদ্দ্রব্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই সকল সামগ্রীই অনেক স্থলে মন্ত্রের সম্বোধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বিনিয়োগ অনুসারে, মন্ত্রে উপলক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কে, মন্ত্র যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি; যথা,—

'অবধূতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যাগ্রহণান্তর 'দিবঃ স্কম্ভনীঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা স্থাপন করিবে; তার পর, 'ধিষণাসি' মন্ত্রদ্বয়ে পেষণ-সাধনভূত দৃষৎ গ্রহণ করিয়া, 'দেবস্য ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে হবিঃ অধিবপন, 'প্রাণায় ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রত্রিতয়ে তণ্ডুল পেষণ, 'দীর্ঘামনু' প্রভৃতি মন্ত্রে উপহৃতি এবং 'দেবো বঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিষ্ট তণ্ডুল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন। ফলতঃ, ধান ভানিতে হইলে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে সেইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিরই আভাষ পাই।

এইরূপে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—শম্যা, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—পেষণসাধনভূত দৃষৎ। তৃতীয় মন্ত্রের হবিঃপুরোডাশ, চতুর্থ মন্ত্রের হবির্ত্তিত্রয় সম্বোধন পদ রূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে তণ্ডুল এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে তণ্ডুল-পেষণকারী দাসী উপলক্ষিত। এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথাক্রমে তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি; যথা,—প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মন্তব্যের আভাষ পঞ্চম অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয়ে প্রদান করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রে পাষাণভূত শম্যাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি এইরূপ—'একখণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে উত্তর শিয়রে শম্যা স্থাপন

করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্যামার্দ্ধ পরিমিত কাষ্ঠবিশেষ—শম্যা। সেই শম্যা দৃষতের পশ্চাদ্ভাগ ধারণ করে। দৃষৎ বলিতে যাঁতার ভাব মনে আসে। দুই খণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরে যাঁতা প্রস্তুত হয়। নিম্নভাগস্থ প্রস্তরের কেন্দ্র-স্থানে বিদ্ধ যে কাষ্ঠ-ফলক উপরিভাগস্থ পাষাণ খণ্ডকে ধারণ করে, তাহাই শম্যা পদবাচ্য বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, সেই শম্যা-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শম্যে! তুমি দ্যুলোকের ধারয়িত্রী হও। সুতরাং ভূমির ত্বকরূপ এই কৃষ্ণাজিন তোমাকে স্বভূত বলিয়া মনে করুক। অর্থাৎ, কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর ত্বকস্বরূপ; তুমি পৃথিবীর অস্থিস্বরূপ। তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।' এই মন্ত্রের সহিত একটী আখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। তাহা এই—সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবী ও স্বর্গ জতুকাষ্ঠের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সহসা একদিন তাহারা শম্যা প্রমাণে পরস্পর বিযুক্ত হয়। তাহাদের পুনরায় সংশ্লেষে যাগের অবকাশ হয় না। তাই যাগ-নিষ্পাদক বিশ্লেষের নিমিত্ত 'দিবঃ স্কম্ভনীরসি' প্রভৃতি মন্ত্রের সার্থকতা। তৃতীয় মন্ত্র দৃষতের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—'হে দৃষৎ! তুমি পেষণে অভিজ্ঞ, সুতরাং অতিশয় দৃঢ়। পর্ব্বত হইতে তোমার উৎপত্তি; সুতরাং তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। তুমি দ্যুলোকধারিকা এই শম্যাকে জান অর্থাৎ তোমার সহিত তাহার মিলন হউক।' তার পর চতুর্থ মন্ত্র। এই মন্ত্রে দৃষতের উপর একখণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর আর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। তার পর সেই উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম্ম—'হে উপলখণ্ড! তুমি পেষণ ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। সে তোমাকে দুহিতার ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করুক।' যাহা হউক, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের উপর একটী যাঁতা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়ই এই কয়েকটী মন্ত্রে বোধগম্য হয়। যাঁতা প্রতিষ্ঠাপনান্তর তণ্ডুল-পেষণের বিষয় পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করি।

পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী অনুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তণ্ডুলকে, পিষ্ট-তণ্ডুলকে এবং আজ্যকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র-সমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসারে, দৃষতের (প্রস্তর খণ্ডের) উপরে তণ্ডুল রক্ষা করিয়া পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বলা হইতেছে—'হে তণ্ডুল! তোমরা ধান্য হইতে উৎপন্ন; সুতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও।' পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহ তণ্ডুলকে পেষণ করিবার সময় উচ্চারণের বিধি। তদনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে তণ্ডুল! যজমানের প্রাণ অপান ও ব্যান বায়ু বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।' প্রাণাদির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন,—উচ্ছ্বাস এবং নিশ্বাস এতদুভয়ের সন্ধিগত বৃত্তি-সমূহ প্রাণ অপান ও ব্যান নামে অভিহিত। আবার প্রাণ ও অপানের সন্ধি ব্যান,—শ্রুত্যন্তরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ হয়,—'হে হবির্ব্বৃত্তিত্রয়! যজমানের চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদিগকে পিষ্ট করিতেছি। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—যজমানের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য, 'হে উপলখণ্ড, তোমাকে আমি ধারণ করিতেছি।' আর অষ্টম মন্ত্রের অর্থ,—'হে দাসি, তুমি তণ্ডুলকে পেষণ কর, যেন তাহার সহিত অন্য কোনও দ্রব্য

প্রবেশ না করে।' যজমানের পত্নী বা দাসী তদভাবে শূদ্রকর্তৃক তণ্ডুল পেষণ করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, যে কারণে যে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—দৃষৎ নহে; আমরা মনে করি, ঐ মন্ত্রে মনকে অথবা অসদ্‌বৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মন্ত্রে 'অদিত্যাস্তগসি' বাক্য আছে। ঐ পদে কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর ত্বক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাজিনকে পৃথিবীর ত্বক বা অনন্তের ত্বক বলিয়া অভিহিত করায় কি ইষ্ট সংসাধিত হইতে পারে? দ্বিবিধ পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। প্রথম অসদ্‌বৃত্তি পক্ষে। তাহারাই যে সদ্‌বৃত্তির বাধক বা স্তম্ভনকারী, তাহা বলা যায়। আবার মনঃ পক্ষে, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শম্যা বা যাঁতার খিল দ্যুলোককে কিরূপে ধারণ করিবে অথবা স্তম্ভিত করিবে? ইহাতে কোনও সুষ্ঠু ভাব দ্যোতনা করে বলিয়া মনে হয় না। সৎকর্ম্মপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হয়—এখানে এই ভাবই দ্যোতনা করে বলিয়া মনে করি। আবার মনই দেবভাবের ধারক ও পোষক। সুতরাং মনকে বলা হইতেছে,—'তোমার এমন সামর্থ্য যে, দেবভাবসমূহ তোমাতেই অবস্থিতি করে; অসদ্ভাবও তোমাতেই অবস্থিত। তুমি যদি সম্যক্ ব্যবস্থিত হও; অসৎও সৎ হইতে পারে। এমনই আশ্চর্য্য শক্তি তোমার! সৎসঙ্গে অসৎও যে সদ্ভাবাপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তো শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! অতএব মন! তুমি সদ্ভাবসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ হও। ভগবানের অনুগ্রহ অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় মন্ত্রে 'ধিষণা' ও 'পর্ব্বত্যা' এই দুই শব্দের সহিত 'অসি' ক্রিয়াপদের সমাবেশ হওয়ায় মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্ব্বতবদ্দৃঢ় হইতে বলা হইয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ মন্ত্রে প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় মন্ত্রে কি উচ্চভাব সূচিত হয়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ড। উপলখণ্ডই বা কি ইষ্ট-সাধনে সমর্থ! 'ধিষণা' পদে ভাষ্যকার 'ধারিকা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থও অতি দূর অন্বয়ে কল্পিত হয়। আমরা তাই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী।' প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—'সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এমন অবিচঞ্চল হউক; যেন অনন্তশক্তিশালিনী পরাপ্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন; সেই দৃঢ়তার দ্বারা যাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা, চতুর্থ অনুবাকের সপ্তম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'মন! তুমি ভগবৎপ্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও। সকল দেবভাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক।' সেই দেবভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রয়ে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি? 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিত্তস্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। ষষ্ঠ মন্ত্রের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম-সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে? প্রাণবায়ু সংরক্ষণ-পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয় বা অপচয় নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই অধিগত হইয়া আসে। ব্যান ও অপান বায়ু সংযমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ব্যান-বায়ু সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারে দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মানুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে? অপান বায়ু নিরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—ব্যাধি-নিবারণ। উৎসৃজন হেতু যে বায়ুর দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই অপান বায়ু। অপানবায়ু নিম্নগামী। সে বায়ু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদরস্তম্ভনজনিত বিবিধ পীড়ার উদয় হয়। তাই ত্রিবিধ বায়ু নিরোধের উপদেশ মন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ—ত্রিগুণের সাম্য-সাধন সকল অবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এ মন্ত্রে সেই ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনও লক্ষীভূত বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম মন্ত্রে এ বিষয়টী অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। কি জন্য আয়ুঃ বৃদ্ধির প্রয়োজন? সংসারে অশেষ-বিধ সৎকর্ম্ম আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্যই তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম-সাধনা অভ্যাস কর, তোমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছে,—সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে! তোমার অসদ্বৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই শেষ বা অষ্টম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'ভগবান যেন অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।'

অন্য ভাবে সপ্তম মন্ত্রে চরম প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। আমার মন যেন সকল সৎকর্ম্মে - ভগবানের প্রীতিসাধক সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—এরূপ বাক্যে কি বুঝি? বুঝিতে পারি না কি, আমি যেন এমন কিছু অপকর্ম্ম না করি, যাহা ভগবৎপ্রীতির অন্তরায় হয়? পরন্তু আমার কর্ম্ম যেন এমন হয়, যাহাতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতে পারি। ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তোমার সেবায় তোমার উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক, এ ভাবের তুলনা আছে কি? শ্রীমদ্ভাগবতে

ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে। শাস্ত্র-সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—সংসারের কয় জন? এ ভাবের একটু প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি হরি-পরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব? কে আর কহিবে এখন—

'তোমারি সুখেতে, আমারই সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয় রাশি
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।'

ফলতঃ, সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে, এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! আমরা মনে করি, মন্ত্র এও এক উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রে এইরূপ উচ্চভাবই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

—*—

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ।)

(১) ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ। (২) অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি
নিষ্ক্রব্যাদঁ৺ সেধাঽদেবযজং বহ।
(৩) নির্দ্দগ্ধঁ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃঁ৺হায়ুর্দ্দৃঁ৺হ
প্রজাং দৃঁ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।

(৪) ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ প্রাণং দৃꣳহাপানং দৃꣳহ সজাতানস্মৈ

যজমানায় পর্য্যূহ ধরুণমসি দিবং দৃꣳহ চক্ষুঃ দৃꣳহ শ্রোত্রং

দৃꣳহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধর্ম্মাসি দিশো দৃꣳহ

যোনিং দৃꣳহ প্রজাং দৃꣳহ সজাতানস্মৈ যজমানায়

পর্য্যূহ চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ

সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।

(৫) ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বং।

(৬) যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি

ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাং ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ধ্রুবিঃ। অসি। ব্রহ্ম। যচ্ছ। (২) অপেতি। অগ্নে। অগ্নিম্। আমাদমিত্যাম—অদম্।

জহি। নিস্রিতি। ক্রব্যাদমিতি ক্রব্য—অদম্। সেধ। এতি।

দেবযজমিতি দেব—যজম্। বহ। নির্দগ্ধমিতি।

(৩) নিঃ দগ্ধম্। রক্ষঃ। নির্দ্দগ্ধা ইতি নিঃ--দগ্ধাঃ। অরাতয়ঃ। ধ্রুবম্। অসি।

পৃথিবীম্। দৃꣳহ। আয়ুঃ। দৃꣳহ। প্রজামিতি প্র—জাম্। দৃꣳহ।

সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।

(৪) ধর্ত্রম্। অসি। অন্তরিক্ষম্। দৃꣳহ। প্রাণমিতি প্র—অনম্। দৃꣳহ। অপাননিত্যপ—অনম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।

ধরুণম্। অসি। দিবম্। দৃꣳহ। চক্ষুঃ। দৃꣳহ। শ্রোত্রম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ। ধর্ম্ম। অসি। দিশঃ। দৃꣳহ। যোনিম্। দৃꣳহ। প্রজামিতি প্র—জাম্। দৃꣳহ। সজাতানিতি। স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ। চিতঃ। স্থ।

প্রজামিতি প্র—জাম্। অস্মৈ। রয়িম্। অস্মৈ। সজাতানিতি স—জাতান্। অস্মৈ। যজমানায়। পরীতি। ঊহ।

(৫) ভৃগূণাম্। অঙ্গিরসাম্। তপসা। তপ্যধ্বম্।

(৬) যানি। ঘর্ম্মে। কপালানি। উপচিন্বতীত্যুপ—চিন্বন্তি। বেধসঃ। পূষ্ণঃ। তানি।

অপীতি। ব্রতে। ইন্দ্রবায়ূ ইতীন্দ্র—বায়ূ। বীতি। মুঞ্চতাম্॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (ধর্ষণে সমর্থঃ—সর্ব্বশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মং, সত্বভাবং বা) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ)। অথবা হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগল্ভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বং' 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে, ভগবৎকৃপা-লাভায়—তৎপ্রীতিহেতুভূতায় কর্ম্মসম্পাদনায় ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রবুদ্ধো ভব, যদ্বা—চাঞ্চল্যং পরিহৃত্য স্থিরঃ ভব ইতি ভাবঃ)। অথবা হে মনঃ! ত্বং হি 'ধৃষ্টিঃ' (সর্ব্বস্য ধারকঃ) 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'যচ্ছ' (অবিচঞ্চলঃ ভব, যদ্বা—সত্বভাবং পরমধনং মোক্ষং বা প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ)।

২। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'আমাদং অগ্নিং' (অপক্বং জ্ঞান, বিভ্রমং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়); (খ) 'ক্রব্যাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ' (নিঃশেষেণ বিনাশয়, দূরে পরিত্যজ ইতি যাবৎ); ততঃ 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়, সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে উদ্দীপিতং কুরুহি ইতি ভাবঃ); অথবা—হে মনঃ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়)। যদ্বা, হে অগ্নে! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকেন জ্ঞানাগ্নিরূপেণ ইতি যাবৎ) 'আ বহ' (সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে প্রবহমানঃ ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ অন্যোদ্বোধকশ্চ। দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অগ্নিঃ সদা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি সঃ সেধনীয়ঃ। জ্ঞানাগ্নিঃ হি সর্ব্বসিদ্ধিদায়কঃ। অতঃ যৎপ্রভাবেন দেবভাবং উপজায়তি তমগ্নিং আরাধয় ইতি ভাবঃ।

৩। হে দেব! তব প্রভাবেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ অন্তঃশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) "নির্দ্দগ্ধং" (নিঃশেষেণ দগ্ধং, বিনাশপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ভবতু; অপিচ 'অরাতয়ঃ' (কামক্রোধাদয়ঃ রিপু-শত্রবঃ ইতি ভাবঃ) 'নির্দ্দগ্ধাঃ' (নিঃশেষেণ দগ্ধাঃ, ভস্মীভূতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু। অস্মাকং সর্ব্বে শত্রবঃ সমূলেন বিনাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ধ্রুবং' (স্থিরং, একাগ্রং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—সদ্বৃত্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, যদ্বা—সৎকর্ম্মশীলং পূর্ণজীবনং চিরজীবনং বা ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, বিশ্বপ্রীতিং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)।

(গ) তদনন্তর হে মনঃ অথবা হে দেব! 'অস্মৈ' (প্রবর্ত্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনা-

কারিণে—সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃণাং কল্যাণ-সাধনায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতাঃ বন্ধন-মূলকাঃ সৎপ্রতিবন্ধকাঃ অসদ্‌বৃত্তীঃ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (পরিতঃ অভিভব, নাশয় ইত্যর্থঃ)।

৪। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'ধর্ত্রং' (ধারকং, সত্ত্বভাবসংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তং—সদ্ভাবানাং সর্ব্বব্যাপকত্বং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'প্রাণং' (প্রাণশক্তিং--সংকর্ম্মসাধনশীলাং ইতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'অপানং' (চৈতন্যং—পরমাত্মানোঽংশীভূতং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ; তদনন্তর হে মনঃ! ত্বং 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (অভিভব, পরিতো চ্ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ধরুণং' (ধারকং, সদ্‌বৃত্তিপালকং) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'দিবং' (দেবভাবং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'চক্ষুঃ' (দর্শনশক্তিং, সদ্বস্তুদর্শন-সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'শ্রোত্রং' (শ্রবণশক্তিং, সদ্‌বাক্যশ্রবণসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ হে মনঃ! ত্বং 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (অভিভব, পরিতো চ্ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনঃ! ত্বং 'ধর্ম্ম' (প্রকাশশীলং) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'দিশঃ' (সর্ব্বসু দিক্ষু পরিব্যাপ্তং সদ্ভাবং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং শুদ্ধসত্ত্বং অথবা বিশ্বহিতসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), তথা 'যোনিং' (সদ্‌বৃত্তিমূলং, সদ্‌বৃত্তেরাধারং বা) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, বিশ্বপ্রীতিং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যূহ' (পরিতো ছাদয়, সদ্ভাবসঞ্চারেণ বিদূরয় ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) 'চিতঃ' (হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) যূয়ং 'স্থ' (ভবথ—ভগবদনুসারিণঃ ইতি ভাবঃ)। পরং চ 'অস্মৈ' (মোক্ষকামিনে) 'প্রজাং' (সদ্ভাবমূলকং বিশ্বপ্রীতিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ ; অপিচ 'অস্মৈ' (মোক্ষকামিনে) 'রয়িং' (পরমধনং) প্রযচ্ছেতি শেষঃ ; কিঞ্চ 'অস্মৈ' (সৎকর্ম্মসু প্রবৃত্তায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনাকারিণে—অস্য সাধনরতস্য কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) 'সজাতান্' (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সৎপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইতি যাবৎ) 'পর্য্যূহ' (বিনাশয়, পরিতো ছাদয়—সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ)।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'ভৃগূণাং' (অত্যুচ্চানাং) 'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানানাং লাভায় ইতি যাবৎ) 'তপসা' (সাধনাপ্রভাবেন, একাগ্রেণ) 'তপ্যধ্বং' (ভগবন্তং আরাধয়ত)। * সৎকর্ম্মসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎপ্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ।

---

* 'ভৃগূণাং' এবং 'অঙ্গিরসাং' শব্দদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মন্ত্রার্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা

৬। 'বেধসঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) 'ধর্ম্মে' (প্রকাশশীলে, প্রবর্দ্ধমানে জ্ঞানাগ্নৌ ইত্যর্থঃ) 'যানি' (প্রসিদ্ধানি) 'কপালানি' (অবরোধকানি, জ্ঞানাবরণানি ইত্যর্থঃ) 'উপচিন্বন্তি' (প্রক্ষিপন্তি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রবায়ূ' (প্রাণশক্তিদায়কৌ হে দেবৌ !) 'পূষ্ণঃ' (সদ্ভাবপোষকস্য, সদ্ভাবকামিনঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রত' (ব্রতে, যাগাদিরূপে সৎকর্ম্মে ইতি যাবৎ— আবির্ভূতৌ সন্তৌ ইতি ভাবঃ) 'তানি' (সদ্ভাবাবরোধকানি আবরণানি ইত্যর্থঃ) 'বিমুঞ্চতাং' (অপসারয়তাং, বিযুক্তানি কুরুতাং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন। তুমি শত্রুসমূহের ধর্ষণে সমর্থ হও। অতএব তুমি পরব্রহ্ম (সত্ত্বভাব) প্রদান কর। অথবা হে মন ! তুমি স্বতঃই প্রগল্‌ভ অর্থাৎ চঞ্চল আছ ; অতএব তুমি ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রীতি-হেতুভূত কর্ম্মসম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও অর্থাৎ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির হও। অথবা, হে মন ! তুমি সকলের ধারক পরব্রহ্মস্বরূপ হও ; অতএব তুমি সত্ত্বভাবরূপ পরমধন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কর।

২। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনি অপক্ক জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত করুন। (খ) দুষ্টজ্ঞান অর্থাৎ পাপবুদ্ধিরূপ দহনজ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ করুন। (গ) তার পর দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে আনয়ন করিয়া আমাদের অন্তরে সর্ব্বতোভাবে প্রদ্দীপিত করুন ; অথবা, হে মন ! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর ; অথবা হে অগ্নিদেব ! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিরূপে সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে বিস্তৃত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থামূলক। ভাব এই যে,—দাহক বা অজ্ঞান-রূপ যে অগ্নি সদা-প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও ; জ্ঞানাগ্নিই সর্ব্বসিদ্ধিকারক ; তাহারই অনুসরণ কর)।

করিতে হইলে, ঐ পদদ্বয়ে কখনই ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ধাত্বর্থ ও শব্দার্থের অনুসরণে 'ভৃগু' শব্দে 'অত্যুচ্চ' এবং 'অঙ্গিরস' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। সেই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। 'তপ্যধ্বং' ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ ভৃগু ও অঙ্গির ঋষিদ্বয় ক্রান্তদর্শী হইলেও তাঁহারা মানুষ। মনুষ্য সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইলে বেদমন্ত্রের পৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে ; নিত্যত্বও সিদ্ধ হয় না। আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৩। (ক) হে দেব! আপনার প্রভাবে দুর্ব্বুদ্ধিরূপ অন্তঃশত্রু নিঃশেষে বিদগ্ধ (বিনাশপ্রাপ্ত) হউক; অপিচ, কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু নিঃশেষে দগ্ধ (ভস্মীভূত) হউক। (ভাবার্থ এই যে—আমাদের সকল শত্রু নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(খ) হে মন! তুমি স্থির একাগ্র হও। সদ্বৃত্তিমূল অধারক্ষেত্রকে দৃঢ় কর, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে অথবা সৎকর্ম্মশীল পূর্ণজীবনকে রক্ষা কর, এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় (রক্ষা) কর।

(গ) তদনন্তর হে মন! অথবা হে দেব! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত প্রার্থনাকারীর কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাহার জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অভিভূত বা অপসারিত কর।

৪। (ক) হে মন! তুমি সত্ত্বভাবসংরক্ষক হও। অতএব অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত অর্থাৎ সত্ত্বভাব সমূহের সর্ব্বব্যাপিত্ব দৃঢ় কর; আর সৎকর্ম্ম-সাধনশীল প্রাণশক্তিকে এবং পরমাত্মার অংশভূত চৈতন্যকে তোমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর। তদনন্তর হে আমার মন! অথবা হে ভগবন্! তুমি সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণকামনায় তাহার জন্ম-সহজাত সৎপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্বৃত্তি-সমূহকে (সদ্ভাবাদির দ্বারা) সর্ব্বতোভাবে আবরণ অর্থাৎ বিনাশ কর।

(খ) হে মন! তুমি সদ্বৃত্তিসমূহের ধারক ও পালক হও। অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব-দেবভাব দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; সদ্বস্তুদর্শনসামর্থ্য দৃঢ় কর, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্য দৃঢ় কর। তদনন্তর হে মন! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণ-কামনায় তাহার জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক বন্ধন-হেতুভূত অন্তঃশত্রুদিগকে (সদ্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত কর অর্থাৎ অপসারিত কর।

(গ) হে মন! তুমি প্রকাশশীল হও। অতএব তুমি সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত সদ্ভাবকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বকে বা বিশ্বহিতসাধন-সামর্থ্যকে দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; এবং সদ্বৃত্তির মূল বা আধারকে দৃঢ় কর এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর। তদনন্তর হে আমার মন! সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) জন্ম-

সহজাত বন্ধনমূলক সৎপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে (সদ্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদূরিত কর।

(ঘ) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবদনুসারী হও। তার পর মোক্ষকামীকে (আমাকে) সদ্ভাবমূলক বিশ্বপ্রীতি প্রদান কর। অপিচ, মোক্ষকামীকে (আমাকে) পরমধন প্রদান কর; এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) কল্যাণের নিমিত্ত জন্মসহজাত সৎপ্রতিবন্ধক বন্ধমূলক অন্তঃশত্রুদিগকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিবৃত কর।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা অত্যুচ্চ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একাগ্রতার সহিত ভগবানের আরাধনায় নিরত হও। সৎকর্ম্ম-সহজাত বিশিষ্ট-জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে।

৬। মেধাবী অর্থাৎ আত্মদর্শিগণ প্রকাশশীল অর্থাৎ প্রবর্দ্ধমান জ্ঞানাগ্নিতে যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানাবরণ-সমূহকে প্রক্ষিপ্ত করেন; জ্ঞান-শক্তি-প্রজনক হে ইন্দ্র-বায়ু দেবদ্বয়! আপনারা উভয়ে সদ্ভাবপোষক (অনুষ্ঠাতার) যাগাদি সৎকর্ম্মে (আবির্ভূত হইয়া) সেই সদ্ভাবাবরোধক আবরণ-সমূহকে বিমুক্ত অর্থাৎ অপসারিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক)॥ (১অ—১প্র—৭অ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠানুবাকে পেষণমুক্তং। যদ্যপ্যনন্তরং পুরোডাশো নিষ্পাদনীয়স্তথাঽপ্যতপ্তেষু কপালেষু পুরোডাশস্য শ্রপয়িতুমশক্যত্বাৎ সপ্তমে কপালোপধানমভিধীয়তে।

১। "ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ।"—কল্পঃ—'ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যুপবেষমাদায়' ইতি। পলাশশাখামূলে ছিন্নঃ প্রাদেশপরিমিত উপবেষঃ। হে উপবেষ ত্বমঙ্গারাণাং ধর্ষণে সমর্থোঽসি। অতো ব্রহ্মশব্দোদিতং পুরোডাশরূপং দেবান্নং প্রযচ্ছ। ধৃষ্টিশব্দো ধৈর্য্য-দ্যোতনায়েত্যাহ—'ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যাহ ধৃত্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৭) ইতি॥

২। "অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধাঽদেবযজং বহ।"—কল্পঃ—'অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহীতি গার্হপত্যাদাহবনীয়াদ্বা প্রত্যঞ্চাবঙ্গারৌ নির্ব্বর্ত্ত্য নিষ্ক্রব্যাদং সেধেতি তয়োরন্যতরমুত্তরমপরমবান্তরদেশং বা নিরস্যাঽদেবযজং বহেতি দক্ষিণামস্থাপ্য' ইতি। হে গার্হপত্যাগ্নে যোঽগ্নিঃ শাস্ত্রীয়ং পাকমন্তরেণাঽমং দ্রব্যমত্তি ন তু পাকার্থস্থাপিতস্য পাকং করোতি তমপনয় মারয়। যশ্চ লৌকিকং মাংসমত্তি তমপি নিষেধয়। যস্তু দেবান্ যজতি তমাবহ। যথোক্তস্যাগ্ন্যানয়নস্য কপালোপধানার্থতাং দর্শয়ন্ প্রশংসতি—'অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধাঽ দেবযজং বহেত্যাহ। য এবাঽমাৎক্রব্যাৎ তমপহত্য। মেধ্যেঽগ্নৌ কপালমুপদধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৭) ইতি॥

৩। "নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হায়ুর্দ্দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।"—নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয়ো ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হায়ুর্দ্দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যেতয়োর্ম্মন্ত্রয়োরর্থক্রমেণ বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—'ধ্রুবমসীতি তস্মিন্মধ্যমং পুরোডাশকপালমুপদধাতি নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয় ইতি কপালেঽঙ্গারমত্যাধায়' ইতি। হে কপাল ত্বং দৃঢ়মস্যতঃ পৃথিব্যাদীন্ দৃঢ়ী কুরু। অস্য যজমানস্য জ্ঞাতীন্ পরিতঃ সেবকান্ কুরু। অস্মিন্ কপালেঽবস্থিতং রক্ষো নিঃশেষেণ দগ্ধং। আম্নানক্রমেণ নির্দ্দগ্ধমন্ত্রমাদৌ ব্যাচষ্টে - 'নির্দ্দগ্ধ৺ রক্ষো নির্দ্দগ্ধা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষা৺স্যেব নির্দ্দহতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। কপালানামুপধানং বিধত্তে—'অগ্নিবত্যুপদধাতি। অস্মিন্নেব লোকে 'জ্যোতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। যথোক্তাঙ্গারযুক্তে প্রদেশে কপালমুপদধ্যাৎ। কপালোপর্য্যন্যস্যাঙ্গারস্য স্থাপনং বিধত্তে-'অঙ্গারমভিবর্ত্তয়তি। অন্তরিক্ষ এব জ্যোতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি কপালস্যাধ উর্দ্ধং চ স্থিতাভ্যামঙ্গারাভ্যাং লোকদ্বয়স্য জ্যোতিষ্মত্ত্বে ততোঽপ্যূর্দ্ধমঙ্গারস্য স্থাপনাসংভবাদ্দিবো জ্যোতির্ন স্যাদিতি ন শঙ্কনীয়মিত্যাহ—'আদিত্যমেবামুষ্মিল্লোঁকে জ্যোতির্ধত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি এতদ্বৃত্তান্তজ্ঞানং প্রশংসতি—'জ্যোতিষ্মন্তোঽস্মা ইমে লোকা ভবন্তি। য এবং বেদ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৪। "ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হ প্রাণং দৃ৺হাপানং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধরুণমসি দিবং দৃ৺হ চক্ষুর্দ্দৃ৺হ শ্রোত্রং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হ যোনিং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহ।"—বোধায়নঃ—'অথ পূর্ব্বার্ধ্যমুপদধাতি ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হ প্রাণং দৃ৺হাপানং দৃংহ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যথ পরার্ধ্যমুপদধাতি ধরুণমসি দিবং দৃ৺হ চক্ষুর্দ্দৃ৺হ শ্রোত্রং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যেথ দক্ষিণার্ধ্যমুপদধাতি ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হ যোনিং দৃ৺হ প্রজাং দৃ৺হ সজাতানস্মৈ যজমানায় পর্য্যূহেত্যথ পূর্ব্বার্ধ্যমুপদধাতি চিতঃ স্থ প্রজামস্মৈ রয়িমস্মৈ সজাতানস্মৈ যজমামায় পর্য্যূহেতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'ধর্ত্রমসীতি পূর্ব্বং দ্বিতীয়ং স৺স্পৃষ্টং ধরুণমসীতি পূর্ব্বং তৃতীয়মিতি ধর্ম্মাসীতি সপ্তমং চিতঃ স্থেত্যষ্টমং' ইতি।

তত্র ধর্ত্রধর্ম্মধরুণশব্দা ধারকত্বং ধ্রুবত্বো দৃঢ়ত্বং লক্ষয়ন্তি। হেঽষ্টমকপাল ত্বমুপচিতরূপোঽসি। ততো যজমানস্য প্রজাদিকং পরিতঃ সম্পাদয়। প্রজাদেঃ প্রত্যেকমুপচয়বিবক্ষয়া পৃথগ্বাক্যত্বং দ্যোতয়িতুমস্যা ইতি পদস্যাঽবৃত্তিঃ। চিতঃ স্থেতি বহুবচনমাদরার্থং। ক্রমেণ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে -"ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃ৺হেত্যাহ। পৃথিবীমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধর্ত্রমস্যন্তরিক্ষং দৃ৺হেত্যাহ। অন্তরিক্ষমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধরুণমসি দিবং দৃ৺হেত্যাহ। দিবমেবৈতেন দৃ৺হতি। ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৺হেত্যাহ। দিশ এবৈতেন দৃ৺হতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। উপসংহরতি—"ইমানেবৈতেল্লোঁকান্ দৃ৺হতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"দৃ৺হন্তেঽস্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া পশুভিঃ। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। সর্ব্বত্র বিধেয়ার্থং

কেনাপি প্রকারেণ স্তুত্বা শ্রদ্ধোৎপাদনীয়েতি ব্যুৎপাদয়িতুং কপালোপধানং বহুধা স্তৌতি। তত্রায়মেকঃ প্রকারঃ—"ত্রীণ্যগ্রে কপালান্যুপদধাতি। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। মধ্যমপূর্ব্বাপরকপালগতং ত্রিত্বমপি প্রশস্তং। অথাপরঃ প্রকারঃ—"একমগ্রে কপালমুপদধাতি। একং বা অগ্রে কপালং পুরুষস্য সম্ভবতি। অথ দ্বে। অথ ত্রীণি। অথ চত্বারি। অথাষ্টৌ। তস্মাদষ্টাকপালং পুরুষস্য শিরঃ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। প্রথমং ধ্রুবমসীত্যেকং কপালমুপধীয়তে। ততো ধর্ত্রমসীত্যনেন সহ দ্বে। ধরুণমসীত্যনেন সহ ত্রীণি। ধর্ম্মাসীত্যনেন সহ চত্বারি। ততঃ কেষাংচিন্মতে চিতঃ স্থেত্যনেনৈবোপরিতনানি চত্বারীত্যষ্টৌ ভবন্তি। পুরুষস্যাপি গর্ভে প্রথমং শিরোরূপমখণ্ডং কপালমুৎপদ্যতে। পশ্চাৎ ক্রমেণ রেখাভিরষ্টধা ভিদ্যতে। কপালেষু সংখ্যাং স্তুত্বা তদুপধানং স্তৌতি—'যদেবং কপালান্যুপদধাতি। যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমেব প্রজাপতিꣳ সꣳস্করোতি। আত্মানমেব তৎসংস্করোতি। তꣳ সꣳস্কৃতমাত্মানং। অমুষ্মিল্লোঁকেঽনুপরৈতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। উপধানেন কপালেষু সংস্কৃতেষু তদ্দ্বারা তৎসাধ্যো যাগঃ সংক্রিয়তে। যজ্ঞদ্বারা তৎস্র : প্রজাপতেঃ সংস্কারঃ। তেন কপালযজ্ঞপ্রজাপতিসংস্কারেণ তেষাং সংস্কৃতত্বাদ্যজমানঃ স্বয়ং সংস্কৃতো ভবতি। তং চ সংস্কৃতং স্বর্গে লোকে গচ্ছন্তমনু ফলদানায় যজ্ঞঃ প্রজাপতিরূপধারী কশ্চিদ্দেবো গচ্ছতি। অপরঃ প্রকারঃ—"যদষ্টাবুপদধাতি। গায়ত্রিয়া তৎসম্মিতং। যন্নব। ত্রিবৃতা তৎ। যদ্দশ। বিরাজা তৎ। যদেকাদশ। ত্রিষ্টুভা তৎ। যদ্দ্বাদশ। জগত্যা তৎ। ছন্দঃসম্মিতানি স উপদধৎ কপালানি। ইমাল্লোঁকানন্নুপূর্ব্বং দিশো বিধৃত্যৈ দৃꣳহতি। অথাহুঃ প্রাণান্ প্রজাং পশূন্ যজমানে দধাতি। সজাতানস্মা অভিতো বহুলান্ করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি। ত্রিবৃচ্ছব্দঃ স্তোমবাচী। স চ স্তোম উপাস্মৈ গায়তা নর ইত্যাদ্যৃগ্‌ভির্নবভিঃ সম্পদ্যতে। ছন্দঃশব্দশ্চ স্তোমমপ্যুপলক্ষয়তি। গায়ত্রীবিরাট্‌ত্রিষ্টুভ্‌জগতীনাং চাষ্টত্বাদ্যক্ষরসংখ্যা প্রসিদ্ধা। তথা সংখ্যয়া ছন্দঃসাদৃশ্যং। নবত্রাঽগ্নেয়স্যাষ্টৌ কপালান্যগ্নীষোমীয়স্য চৈকাদশ ন তু নবাদিসংখ্যা লভ্যত ইতি চেদ্বাঢ়ং। তথাঽপি সংখ্যাঽন্যত্র বিদ্যমানা প্রসঙ্গাদিহ স্তূয়তে। ত্রয়োদশাদিসংখ্যা ন ক্বাপ্যস্তি। একাদিকা সপ্তপর্য্যন্তা সংখ্যাঽন্যত্রাস্তীতি চেত্তাহি তস্যা অপ্যনেন ন্যায়েন স্তুতিরূহ্যেয়া। ঈদৃশানি কপালান্যুপদধানোঽধ্বর্য্যুরনুক্রমেণ পৃথিব্যাদিলোকান্ প্রাগাদিদিশশ্চ দৃঢ়ী করোতি। লোকবুদ্ধ্যা কপালানাং স্থাপিতত্বাৎ। অত ইদমুপধানং লোকবৃদ্ধ্যৈ ভবতি। কিং চাঽযুরাদীন্ ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ যজমানে সম্পাদিতবান্ ভবতি। ক্রমপ্রাপ্তে মন্ত্রে স্পষ্টার্থত্বং দর্শয়তি—"চিতঃ স্থেত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৫। "ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্।"—কল্পঃ—"ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিতি বেদেন কপালেষঙ্গারানধ্যূহ" ইতি। হে কপালানি দেবতাতপোরূপেণানেনাগ্নিনা তপ্তানি ভবত। ইমমেবার্থং দর্শয়তি—ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিত্যাহ। দেবতানামেবৈনানি তপসা তপতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥

৬। "যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধসঃ। পূষ্ণস্তান্যপি ব্রত ইন্দ্রবায়ূ বি মুঞ্চতাম্॥"

ইতি। অয়ং মন্ত্রো যদ্যপি যাগসমাপ্তৌ পঠনীয়স্তথাঽপি কপালপ্রসঙ্গাদিহাঽম্নাতঃ। তদ্বিনিয়োগঃ সূত্রে দর্শিতঃ—"যানি ঘর্ম্মে কপালানীতি চতুষ্পদয়র্চা কপালানি বিমুচ্য সংখ্যায়োদ্বাসয়তি সন্তিষ্ঠেতে দর্শপূর্ণমাসৌ" ইতি। অধ্বর্য্যুরূপা বেধসো যানি ধর্ম্মে কপালান্যাদীপ্তে বহ্নৌ ধ্রুবমসীত্যাদিমন্ত্রৈরুপস্থাপিতবন্তঃ। পূজার্থং বহুবচনং। তাদৃশান্যপি কপালানি বিমোক্তুং সমর্থাবিন্দ্রবায়ূ পোষকস্য যজমানস্য যাগরূপে ব্রতে সম্যাপ্তে সতি বিমুঞ্চতাম্। অনেকগুণ-বিশিষ্টং বিমোকং বিধত্তে—"তামি ততঃ সং স্থিতে। যানি ঘর্ম্মে কপালান্যুপচিন্বন্তি বেধস ইতি চতুষ্পদয়র্চা বিমুঞ্চতি। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশুষ্বেবোপরিষ্টাৎ প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৭) ইতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"ধৃষ্টিরাদায়োপবেষমপাঙ্গারৌ বিযোজয়েৎ। নিস্ক্রাপসারয়েদেকমা দেবান্যং তু শোষয়েৎ॥ ১॥ ধ্রুবং কপালমাধায় নির্দ্দাঙ্গারং ততো পরি। ধত্র্বং দ্বিতীয়ং ধরুনং তৃতীয়ং ধর্ম্ম সপ্তমম্॥ ২॥ চিতোঽষ্টনং ভৃগূ তেষু সর্ব্বেষঙ্গারোপণম্। যানি স্বকালে সম্প্রাপ্তে কপালানি বিমুঞ্চতি॥ অনুবাকে সপ্তমেঽস্মিন্নুক্তা দ্বাদশ-মন্ত্রকাঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"শ্রপণং তুষবাপশ্চ কপালস্য প্রযোজকৌ। উত শ্রপণমেবাঽন্ত্যো বাপার্থত্বাত্তৃতীয়য়া॥ পুরোডাশকপালেতি নাম্না স্যাচ্ছ্রপণার্থতা। প্রযুক্তস্য প্রযুক্তির্নো তস্য বাপে প্রসঞ্জনম্" ইতি॥ কপালেষু শ্রপয়তীতি শ্রপণং পুরোডাশস্য শ্রুতং। তথা পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতীতি কপালে তুষধারণং শ্রুতং। তে চ তুষাঃ সকপালা রক্ষসাং ভাগোঽসীতি মন্ত্রেণ কৃষ্ণাজিনস্যাধস্তাদবস্থাপনীয়াঃ। তত্র শ্রপণং যথা কপাল-সম্পাদনস্য প্রযোজকং তথা তুষবাপোঽপি প্রযোজকঃ। একহায়ন্যেতি তৃতীয়য়া যথা গোঃ ক্রয়ার্থত্বং তথা কপালেনেতি তৃতীয়য়া কপালস্য তুষবাপার্থত্বাবগমাদিতি চেন্মৈবং। নাত্র কপালমাত্রস্য তুষোপবাপসাধনত্বং শ্রুতং কিং তর্হি যৎকপালং পুরোডাশশ্রপণায়োপাত্তমাসাদিতং চ তস্যৈব কপালস্য সাধনত্বং। এতচ্চ পুরোডাশকপালেনেতি সবিশেষণনাম্না তদ্বিধানাদব গম্যতে। তথা সতি প্রথমং শ্রপণেন কপালং প্রযুজ্যতে। ন চ প্রযুক্তস্য পুনস্তুষবাপেন প্রযুক্তিঃ সম্ভবতি। তস্মাচ্ছ্রপণেনৈব প্রযুক্তং কপালং তুষোপবাপেঽপি প্রসঙ্গাৎ সিধ্যতি। ঈদৃশমেবাঙ্গত্বং তৃতীয়াশ্রুত্যা বোধ্যতে॥

অথ ব্যাকরণং।

ধৃষ্টিশব্দঃ ক্তিন্প্রত্যয়ান্তত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। আমাচ্ছব্দে কৃৎস্বরঃ। তথৈব দেবযজশব্দঃ। নির্দ্দগ্ধমিতি প্রত্যুষ্টবৎ। সজাতানিত্যত্র সমানং জাতং জন্ম যেষাং তে সজাতাঃ। "বা জাতে" (পা০ ৬-২-১৭১) জাতশব্দ উত্তরপদে বহুব্রীহৌ সমাসে বিকল্পেনান্তোদাত্তো ভবতি। ভৃগ্বঙ্গিরঃ-শব্দৌ বৃষাদী। উপচিন্বন্তীত্যত্র যানীত্যনেন যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবঃ। বিকরণপ্রত্যয়স্বরস্য সতি শিষ্টত্বাপ্যবলীয়স্ত্বেন "উদাত্তযণঃ" (পা০ ৬-১-১৭৪) ইতি উপরিতনস্যাকারস্যোদাত্তঃ। পূষ্ণ ইত্যত্র "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" (পা০ ৬-১-১৬১) ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। ইন্দ্রবায়ূ ইত্যত্র "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা০ ৬-২-১৪১) ইত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ

—"নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদাবপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু" (পা০ ৬-২-১৪২) অনুদাত্তাদৌ পৃথিব্যাদি-ব্যতিরিক্ত উত্তরপদে দেবতাদ্বন্দ্বস্বরো ন ভবতি। ততঃ সমাসস্বেত্যন্তোদাত্তঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে। পঞ্চমে ব্রীহ্যবঘাত, ষষ্ঠে তণ্ডুলপেষণ এবং সপ্তমে কপালোপধান। একে একে কেমন পর পর তণ্ডুল-প্রস্তুত-করণের প্রণালী মন্ত্রসমূহে বিবৃত রহিয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই,—'ধৃষ্টি' প্রভৃতি মন্ত্রে উপবেষ (পলাশ-শাখামূলে ছিন্ন প্রাদেশ-পরিমিত অংশ) গ্রহণ করিয়া 'অপাগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার পরিত্যাগের বিধি। 'নিষ্ক্রব্যাদং' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল অপসারিত করিয়া 'দেবযজং' প্রভৃতি মন্ত্রে অন্যকে স্থাপন করিবে। তার পর 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কপালটী গ্রহণ করিয়া 'নির্দ্দগ্ধঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'ধর্ত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, 'ধরুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, এইরূপ ক্রমে 'ধর্ম্মমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সপ্তম কপাল এবং 'চিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অষ্টম কপাল স্থাপন করিয়া 'ভৃগূণাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সকল কপালের চারিদিকে অঙ্গাররোপণ বিধেয়। সর্ব্বশেষে 'যানি ঘর্ম্মে' প্রভৃতি মন্ত্রে কর্ম্মসম্পাদনান্তর কপাল-সমূহ বিমোচন করিবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে সপ্তম অনুবাকের দ্বাদশটী মন্ত্র ক্রিয়াকর্ম্মে এইরূপ পদ্ধতিক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ ক্রমে প্রথম মন্ত্র (ধৃষ্টিরসি প্রভৃতি) 'উপবেশ' সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র ('অপাগ্নে' প্রভৃতি) গার্হপত্য অগ্নির সম্বোধনে, তৃতীয় মন্ত্র ('নির্দ্দগ্ধং' প্রভৃতি) 'কপাল' সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র ('ধৃষ্টিরসি' প্রভৃতি) 'অষ্টম কপাল' সম্বোধনে, পঞ্চম মন্ত্র ('ভৃগূণাং' ইত্যাদি) কপালসমূহের সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র ইন্দ্রবায়ু দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত, মন্ত্র হইতেই তাহা বোধগম্য হয়।

এ হিসাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাস লউন। প্রথম মন্ত্রের সম্বোধন—উপবেশ। মন্ত্রের অর্থ—'হে উপবেশ! তুমি অঙ্গার-সমূহের ধর্ষণে সমর্থ হও অতএব ব্রহ্মশব্দোদিত পুরোডাশরূপ দেবান্ন প্রদান কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—গার্হপত্যাগ্নি। মন্ত্রের অর্থ—'যে অগ্নি শাস্ত্রীয় পাকদ্রব্য ভিন্ন অমন্ত্রিত অপরিপক্ক আম দ্রব্য ভক্ষণ করে অপিচ যে অগ্নি পাকার্থ স্থাপিত দ্রব্যকে পাক না করে, তাহাকে নাশ কর। এবং যে অগ্নি লৌকিক মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকেও ধ্বংস কর।' এই মন্ত্রে 'আমাৎ' ও 'ক্রব্যাৎ' অগ্নিদ্বয়ের দূরীকরণোদ্দেশ্যে এবং 'দেবযজ' অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নি লাভ সঙ্কল্পে প্রযুক্ত হয়। 'আমাৎ' অগ্নি

বলিতে অপক্ক বা ভক্ষবস্তু প্রস্তুতকারী অগ্নিকে বুঝায়, আর 'ক্রব্যাৎ' বলিতে মাংসদাহক চিতার অগ্নিকে বুঝায়। আর 'দেবযজ' বলিতে যজ্ঞে বেদমন্ত্রোচ্চারণে আহুত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। তৃতীয় মন্ত্রে কপাল-সম্বোধন। মন্ত্রের অর্থ—'হে কপাল! তুমি দৃঢ় হও; অতএব তুমি পৃথিবীকে দৃঢ় কর, গৃহ দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। অপিচ, এই যজমানদিগের জ্ঞাতিদিগকে তাহাদের সেবক কর। এই কপালে অবস্থিত রক্ষোগণ নিঃশেষে দগ্ধীভূত হউক।' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কপাল অর্থাৎ মালসার নিম্নভাগ হইতে একখানি অঙ্গার গ্রহণ করিতে হয়। তার পর অঙ্গারযুক্ত প্রদেশে কপাল স্থাপন করিবার বিধি। তার পর চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে (ধত্র্মসি···পর্য্যূহ), একটী কপাল স্থাপন। মন্ত্রের অর্থ—'হে কপাল, তোমার অন্তরিক্ষভাগ যেন দৃঢ় হয়। তাহাতে প্রাণ অপান প্রভৃতি দৃঢ় হউক; যজমানের স্বজাতিগণ তাহার অনুগত হউক।' ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (ধরুণমসি···পর্য্যূহ) উচ্চারণ করিয়া আর একটী কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—'হে কপাল! তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর। দ্যুলোক দৃঢ় কর, চক্ষু দৃঢ় কর, শ্রোত্র দৃঢ় কর, অর্থাৎ সে সকল হইতে যেন বাধা না আসে।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে (ধর্ম্মাসি···পর্য্যূহ) আর একটী কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—'হে কপাল। তুমি ধর্ম্মস্বরূপ হও। দিক্-সকলকে দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। তুমি যোনি দৃঢ় কর, প্রজা দৃঢ় কর। ইত্যাদি।' মন্ত্রের চতুর্থ অংশে (চিতঃ···পর্য্যূহ) অবশিষ্ট চারিটী কপাল স্থাপন করিবে। মন্ত্রাংশের অর্থ—'হে কপাল-চতুষ্টয়, তোমরা সকলের সহায় হও।' ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কিরূপে আটটী কপাল স্থাপন করিতে হয়, ভাষ্যে তাহার আভাষ আছে। আর সেই আটটী-কপাল-স্থাপন-ব্যপদেশে যেরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং কপাল স্থাপনের সার্থকতা ভাষ্যকার বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল, 'ধত্র্মসি' প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, 'ধরুণমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, 'ধর্ম্মাসি' প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ কপাল এবং 'চিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্ট চারিটী কপাল স্থাপন করিবে। সর্ব্বসমেত এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিবার বিধি। যে কারণে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিতে হয়, তাহা এই,—'গর্ভে অবস্থান-কালে প্রথমে মানুষের শিরোরূপ একটী অখণ্ড কপাল উদ্ভূত হয়। তার পর সেই কপাল রেখাদিক্রমে আটটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চম মন্ত্র আটটী কপালের সম্বোধনেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চারিদিকে অঙ্গারাচ্ছাদন পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির তপস্যায় যাহা উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।' কাহারও কাহারও মতে—'ভৃগু ঋষির পূর্ব্বে কেহ অগ্নির ব্যবহার অবগত ছিলেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই মন্ত্রে তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট আছে।' ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র যজ্ঞশেষে পঠিত হইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—অধ্বর্য্যুরূপ মেধাবিগণ যে সকল কপালসমূহ, 'ধ্রুবমসি' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিতে স্থাপন করেন, সেই কপাল-সমূহ বিমুক্ত করিতে সমর্থ ইন্দ্রবায়ু পোষক যজমানের যাগরূপ ব্রত সমাপ্ত হইলে বিমুক্ত করুন।' ফলতঃ, চরুপ্রস্তুতের জন্য অগ্নিতে কপাল বা মালসা স্থাপনই যেন মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আভাস প্রদান করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—একই মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সার্ব্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—"তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং'—ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের—সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। তাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রগুলির যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমরা ব্যবহারিক কার্য্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা সময়ে নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, সে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু মন্ত্র সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। এইরূপ, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ যেমন 'কপাল' স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্য্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশকে বা কপালকে সম্বোধন মাত্র মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য বিশ্বজনীন-ভাব-মূলক। মনে করুন—'ভগবন্! রক্ষা কর'—এই একটী বাক্য। জলে ডুবিবার সময়েও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আগুণে পুড়িবার সময়ও এই বলিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে পারে, আবার উপদ্রবহীন সুস্থ অবস্থায় মানুষ 'ভগবান! রক্ষা কর' বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্র-সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রকয়েকটীর সম্বোধন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। মন্ত্র-সমূহে উপবেশকে ও কপালকে সম্বোধনের উপযোগী কোনও পদও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তাহাদের সম্বোধনই বা কিরূপে অধ্যাহৃত হয়, তাহাও বুঝি না। অনিষ্ট-পরিহারে ইষ্টদান-সামর্থ্য তাহাদের কি থাকিতে পারে? শত্রুনাশে তাহাদের কোনও সামর্থ্যের পরিচয়ই পাই না। তাহারা জড়পদার্থ। জড়ের কি সাধ্য যে, সে অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করে? অন্তরে বিবিধ শত্রুকে বিমর্দ্দিত করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। একখণ্ড অঙ্গার ঊর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার যে বাধা-নিবারণে সমর্থ হইবে, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহের সম্বোধ্য—প্রধানতঃ আপনার অন্তর ও জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব। চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত বা মন জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রসমূহের লক্ষ্য।

সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সেই লক্ষ্যই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যানে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সাধারণ-ভাবে একটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব উপলব্ধির উপায় সুগম হইয়া আসিবে! আপনার মন বা অন্তর প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রেরই লক্ষ্য। বিশেষভাবে মনের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য আপনা-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'। অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে আমি মন।'

সুতরাং মনই যে সর্ব্বমূলাধার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনকে স্থির করিতে পারিলেই, মন সংযত হইলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সিদ্ধি-লাভ সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ তপের উল্লেখ আছে, সে সকল তপেরই মূল—মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপই সিদ্ধ হয় না। মন যদি দেব-দ্বিজ গুরু-জনে ভক্তিমান না হয়, মন যদি শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আগ্রহান্বিত না হয়, দেহের কোনও ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। শারীরিক সামর্থ্য বল—সকলই মনের অধীন। ফলতঃ, মন না চালাইলে কেহই চলিতে সমর্থ হয় না। কায়িক ও বাচিক—সকল তপেই সেই মনের প্রভাব। কাহারও ক্লেশ-প্রদ নহে, অথচ সত্য বাক্য কহিতে হইবে; শ্রুতিসুখকর হইবে, অথচ হিতকর বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে;—মন প্রসন্ন সংযত কাপট্যহীন না হইলে, কোনও তপস্যায়ই সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মনকে সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে। মন যেন সদাই সচ্চিন্তায় সৎ-কথায় আবিষ্ট থাকে। মন যদি সদ্বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিপথের সকল কণ্টক আপনা-আপনিই অপসৃত হয়। সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না;—মন যদি সৎপথানুসারী থাকে। তবে মনকে সৎপথে প্রধাবিত করার পক্ষে শরীরের ও বাক্যের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শরীর বাক্য ও মন—তিনটীকে ভগবান একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। মন যেমন সৎপথানুসারী হইবে, দেহ সেইরূপ সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, বাক্য সেইরূপ সত্যের সেবায় রত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা কিছু সকলই মনের অধীন।

এ সকল জানিয়াও মানুষ সৎপথানুসারী হইতে পারে না কেন? জন্মাবধি মানুষ সদুপদেশ সৎশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে! পিতা, মাতা, গুরুজন—শিশুকাল হইতেই সন্তানকে সৎশিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সৎ-শিক্ষা-দান—মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন যতই কলুষিত হউক না কেন, সৎ-শিক্ষা—জ্ঞানালোক সকলের হৃদয়েই এক একবার উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আবাল্য সৎ-শিক্ষা সদুপদেশ লাভ করিয়াও মানুষ সৎপথে প্রধাবিত হইতে পারে না!—পদে পদে পথ-ভ্রষ্ট বিপথগামী হয়; সকল সৎশিক্ষা—সকল সদুপদেশ কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কেন এমন হয়? মানুষ কেন সৎ-শিক্ষা—সদুপদেশ অধিককাল স্মরণ রাখিতে পারে না? মত্ত-হস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত সদুপদেশরূপ অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া আছে। তথাপি কেন মানুষ প্রতিনিয়ত বিপথগামী হইতেছে? এ অবস্থা কেবল আমাদের নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনেরও একদিন এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাই বড় ক্ষোভেই তিনি শ্রীভগবানকে কহিয়াছিলেন;—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমি যে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না! মন অতিশয় চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ; বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না! যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত; কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি,—কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দ-বিহারী বায়ু-

নিরোধ যেমন অসম্ভব, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব।' অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহাত্মাই যখন চিত্ত-চাঞ্চল্য-হেতু এতাদৃশ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! মনের এই অবস্থার বিষয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ নানা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'মন কেবল চঞ্চল নয়; পরন্তু প্রমাথি। প্রমাথি অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়-বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ দমন করিতে পারে না। অধিকন্তু দৃঢ় অর্থাৎ তন্তুনাগবৎ (নাগপাশের ন্যায়) অচ্ছেদ্য। বিবেক কি করিবে? ফলতঃ যে মন এমন দৃঢ়—এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ নহে।' এইরূপ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—'বহু দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পান্থ যেমন বিপন্ন হয়, সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মন সেইরূপ আত্মাকে অভিভূত করে।' শ্রীমন্মধুসূদন আবার বলিয়াছেন,—'আকাশে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাকে যেমন রোধ করা যায় না; মনের চাঞ্চল্যও সেইরূপ অরোধনীয়।' শ্রীধরস্বামী মনোগতি-রোধে অধিকতর সংশয়ান্বিত হইয়া বলিয়াছেন,—'ঘোর বাত্যা প্রবাহিত হইলে কুম্ভাদি-পাত্র মধ্যে তাহার নিরোধ যেমন অসম্ভব; উদ্দাম চিত্তকে সংযত করাও সেইরূপ অসম্ভব। শ্রীমদ্বলদেব এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ মনঃস্থৈর্য্য সাধনপক্ষে একেবারে হতাশ্বাস হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'সুদৃঢ় লৌহকে যেমন সূক্ষ্ম সূচী দ্বারা বিদ্ধ করা যায় না, অথবা বায়ুকে যেমন মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নহে, চঞ্চল চিত্তকে তেমনি স্থির রাখা অসম্ভব।'

অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন জীবন্মুক্তির সম্ভাবনা নাই। 'প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের ধর্ম্ম-সমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না।' এবম্বিধ কারণে মুক্তি সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ান্বিত হইয়া অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ভগবান তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন, সকলেরই তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। মন যে চঞ্চল, মনকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য, তাহা স্বীকার করিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন গৃহ্যতে।
অসংযতাত্মনো যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

অর্থাৎ,—তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাহার চিত্ত বিষয় ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই। তাহার পক্ষে যোগ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল; কিন্তু যাহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।' অর্জ্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে; চঞ্চল মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন,—ভগবান তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন,—'অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধির দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে।' মুমুক্ষু হইলে—পরমার্থ-তত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—স্থূলতঃ আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াসী হইলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সকল মঙ্গলের মূল—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা অন্তরের কলুষতা—দূর করিতে হইলে, হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার করিতে হইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ভিন্ন পরমাশ্রয়ের সন্ধান মিলে না। পথভ্রষ্ট পথিক -ঝড়ঝঞ্ঝাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত ;—একবার যদি আশ্রয় লাভ করিতে পারে, আনন্দের সীমা থাকে কি ? সংসার অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক আমরা ; দুঃখদাবদাহে সদা দগ্ধীভূত হইতেছি আমরা ; এমন আশ্রয়-স্থান আমাদের কি আছে, যেখানে আশ্রয় লইলে সকল জ্বালার নিবৃত্তি হয় ? পরমাশ্রয় পরমেশ্বরই আমাদের সেই আশ্রয়। তাঁহাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আর সংসারে গতাগতি করিতে হয় না। মনঃ-সংযমে চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনে সেই পরমাশ্রয় পরম আনন্দময় ভগবানকে লাভ করিবার পন্থানিদর্শনেই বেদ-মন্ত্র-সমূহের অবতারণা।

প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—মন বা চিত্তবৃত্তি। পূর্ব্বের অবতরণিকা হইতেই বুঝা যাইবে, মন অন্তরস্থ সকল শত্রুকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। বিবিধ ভাবে যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-দৃষ্টেই উপলব্ধি হইবে। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থে সেই বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়। ভাষ্যেতে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'অন্ন', আবার নিরুক্তাদিতে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'বাক্য' 'কর্ম্ম' প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে ; আবার 'ব্রহ্ম' শব্দে পরমব্রহ্মও উপলক্ষিত হয়। তবে সে সকল অর্থেরই লক্ষ্য—এক অভিন্ন। সকলেরই লক্ষ্য – ভগবান। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থে, আমাদের মতে, মনশ্চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশই প্রদান করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরায়ণতা আর কি ?—সতত তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদন, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তদ্গতচিত্তে তাঁহার প্রতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ। ফলতঃ—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥' ইহাই হইল ভগবৎ-কর্ম্ম—ভগবৎ-প্রীতির মূলীভূত। জ্ঞানোদয় ভিন্ন, চাঞ্চল্য-পরিহার-ব্যতিরেকে, সদ্বৃত্তির অনুযোগে কিছুই সম্ভবপর হয় না। মন্ত্রের তাই নিগূঢ় উপদেশ—চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত একনিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—চিত্ত ভগবানে ন্যস্ত রহুক।

দ্বিতীয় মন্ত্র অগ্নিদেবের সম্বোধন-মূলক। মন্ত্রের অর্থ—'আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া দেবযজ অগ্নিকে আহ্বান কর।' ভাষ্যের এ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হয় ? এখানে অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ক যে জ্ঞান, তাহার এক ফল ; আবার অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত দুর্ব্বুদ্ধি রূপ যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। 'আমাৎ' আর 'ক্রব্যাৎ' পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানে লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথমরূপ জ্ঞান একদেশ-ব্যাপক বা অস্ফুট জ্ঞান ; দ্বিতীয়রূপ জ্ঞান—বিপরীত-মার্গানুসারী। সুতরাং উভয়ই পরিণাম-ক্লেশপ্রদ। প্রথম, আমাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। আলোক দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার 'আমাৎ' বা অপক্ক জ্ঞান। আলোক যে

আলোক, তাহা সত্য; কিন্তু সেই আলোকই যে অগ্নিরূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোককে আলোক বলিয়া- গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া, সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান—'আমাৎ'। এইরূপ 'ক্রব্যাৎ' অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দস্যু বা নরহন্তা আপনার দস্যুতা হত্যাকার্য্য সাধনের নিমিত্ত কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দুষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধি। তাহাকে ক্রব্যাৎ অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি সত্যই দেহদাহকারক। সে অগ্নি সত্যই আপনার অস্থিচর্ম্মমেদমাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি। দেবযজন-রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজজ্ঞান দেবসম্বন্ধী জ্ঞান--সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়! মন্ত্রের তাই লক্ষ্য এই যে,—'হে আমার অন্তর। তুমি দেবসম্বন্ধি জ্ঞানই লাভের জন্য প্রযত্নপর হও।' অন্য যে সকল জ্ঞান—সে কেবল অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। দেব-যজনরূপ জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে প্রতীত হইবে, পর পর মন্ত্রগুলি সকলই পরস্পর কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—তিন ভাবই সকলের অন্তরে বিদ্যমান। মন যদি স্থির হয়—মন যদি অচঞ্চল হয়,—গুণত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ় অচঞ্চল হয়, তাহা হইলে গুণ-সাম্যে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দ্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া, পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। তাই মনকে দৃঢ় করিবার উদ্বোধনা। যজমানের আয়ুঃ, পুত্রকলত্র ও ভূমি গৃহাদি দৃঢ় হউক, মন্ত্রে ভাষ্যের ভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পৃথিবী, ঐ আয়ুঃ এবং ঐ প্রজা পদে ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি করি। পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। 'সজাতান্' পদে ভাষ্যকার 'জ্ঞাতীন্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে ঐ পদে জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুকে লক্ষ্য করে। তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ সমান জাত বলিয়া 'সজাতান্' বলিয়া অভিহিত। জ্ঞাতীও তাহাই। তাই অধুনা—অধুনা কেন সর্ব্বকালেই—জ্ঞাতিগণ সংসারে পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাবোন্মেষণের অন্তরায়। সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রু বিনাশের প্রার্থনা তাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই। অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

আমরা চতুর্থ মন্ত্র চারিটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মর্ম্মানুসারিণীতেই তাহা পরিদ্রষ্টব্য। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটী পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে পদ কয়েকটী—অন্তরিক্ষ, প্রাণ, অপান, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা প্রভৃতি। প্রাণ, আত্মা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। যেন তাহাদের অভাব হইবার উপক্রম হইয়াছে,—সে কামনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'আমার প্রাণ আত্মা আয়ু শ্রোত্র চক্ষু প্রভৃতিকে দৃঢ় কর।' এরূপ প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি? ইহাতে মনে হয় না কি—কি যেন ছিল, এখন যেন তাহা হারাইতে বসিয়াছি; আর সেই হারানিধি পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে! যদি বল—'আমায়

অন্তরিক্ষবৎ বিস্তৃত সদ্ভাবমূল অন্তরকে দৃঢ় কর, তাহাতে কি ভাব মনে আসে? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, বিবিধ কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে!—এখানে প্রার্থনাকারী সেই সদ্ভাব পূর্ণ অন্তরের দৃঢ়তা সাধনের অর্থাৎ অন্তরকে সংসারের কলুষ-লাঞ্ছন হইতে মুক্ত করিয়া সদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবা-পরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎ-কার্য্যে জীবনকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ন্যায় সরলতা আবশ্যক;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থনা দেখিতে পাই—এখানে তাই প্রার্থনার মুখে ফুটিয়াছে এক বিশ্বজনীন প্রার্থনা—কেবল আমার অন্তর সদ্ভাবে পূর্ণ হইলে হইবে না; পরন্তু সে সদ্ভাব যেন বিশ্ববাসী সকলকে পরিপূর্ণ করে। ফলতঃ, পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ধ্রুবের যে সরলতায় সিংহ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল; ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক সারল্য সেইরূপই হওয়া চাই। 'আমার অন্তরিক্ষ দৃঢ় হউক'— বাক্যের তাৎপর্য্য তাই মনে হয়,—'আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্ম নিয়োগ করি;—আমি যেন বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া বিশ্বকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দেই।'

মন্ত্রে আবার বলা হইয়াছে, আমার প্রাণকে দৃঢ় কর, আমার 'অপান' অর্থাৎ আত্মাকে দৃঢ় কর।' আমাদের প্রাণ থাকিয়াও যে আমরা প্রাণহীন! আমাদিগের আত্মা থাকিতেও যে আমরা আত্মশূন্য—আত্মহারা, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন আছে? আমাদের প্রাণ কোথায়? আমরা অনায়াসে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, ভাই হইয়া ভাইকে প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ করি! পিতা পুত্রকে পুত্র পিতাকে প্রতারণায় প্রতারিত করি! আমাদিগের আবার প্রাণ আছে! প্রাণ ছিল বটে সেই দিন—শিশুকালে যে দিন পুত্তলিকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত;—ক্ষুদ্র একটা কীটের বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত! প্রাণ তো অনেক দিনই অচৈতন্য হইয়া আছে। চৈতন্য থাকিলে আর নিত্য নূতন অপকর্ম্ম করিয়া, মাথার উপরে যিনি বিদ্যমান রহিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—তাঁহাকেও লুকাইবার চেষ্টা করিতাম! অপকর্ম্ম করি, আর মনকে প্রবোধ দেই,—'কেহ দেখিতে পাইল না।' এই কি চৈতন্যের কার্য্য? চৈতন্য ছিল বটে তখন—যখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না! নরবলি প্রদান করিতে করিতে জহ্লাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া উঠে যে, শেষে আর নরহত্যার প্রতি তাহার কোনও বৃত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, আমরা ততই সেই জহ্লাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন! তাই কাতরকণ্ঠে আত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'যে চৈতন্যটুকু ছিল, তাহা তো হারাইতে বসিয়াছি। আমার সেই চৈতন্যটুকু দৃঢ় হউক।

মন্ত্রে আর প্রার্থনা আছে,—'আমার চক্ষুকে এবং কর্ণকে দৃঢ় কর। আমি যেন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হই।' কেন? আমার কি চক্ষু নাই! এমন

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জোড়া চক্ষুর্দ্বয় থাকিতে আবার চক্ষুকে দৃঢ় করিবার প্রার্থনা কেন? 'শ্রোত্রও তো বধির নহে!' চোখও দেখিতে পায়, কাণও শুনিতে পায়। তবে আবার চক্ষু কর্ণ দৃঢ় করিবার আকাঙ্ক্ষা কেন? ভ্রান্ত! সে এ চোখ—এ কাণ নয়! এ কি আর চোখ্!—এ কি আর কাণ! যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল, যে শোত্র ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে না পাইল; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণরূপ বিষয়-বিষে পূর্ণ রহিল! সে চক্ষু কি আর চক্ষু—সে কর্ণ কি আর কর্ণ? সাধক এখানে তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—আমি যেন সেইরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হই, যে চক্ষু কেবল ভগবানের সেই 'নবনীরদনিন্দিতকান্তিধরং' রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যায়। আর আমি যেন সেইরূপ কর্ণ প্রাপ্ত হই—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথারূপ সুধারসে পরিপূর্ণ থাকে।' আমরা যাঁহার নিকট হইতে যে কার্য্যের প্রেরণা লইয়া এ সংসারে আসিয়াছি, তাঁহার স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া এখন অন্য পথে চলিয়াছি। এই মন্ত্র আমাদিগকে সেই পথ পুনঃপ্রদর্শন করিতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আমার আয়ুঃকে দৃঢ় কর।' ইহার তাৎপর্য্য কি? আমি তো জীবিতই রহিয়াছি!—আমি তো মরি নাই! তবে আবার এরূপ প্রার্থনা কেন? অতএব বুঝিতে হইবে, এখানে সে আয়ুর কামনা নাই। এখানকার প্রার্থনা,—'আমার যে এমন আয়ুঃ নাই, যে আয়ুঃ আমায় সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে। আহার মৈথুন নিদ্রা—এই লইয়াই তো জীবন নহে! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে। তেমন আয়ু তো অতি নীচ পাষণ্ডেরও অধিকার আছে! প্রার্থী কি সেই আয়ুঃ দৃঢ় করিবার প্রার্থনা করিতেছেন! কথনই তাহা মনে করিতে পারি না। সৎকর্ম্মশীল পুণ্যপূত আয়ুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রজা', 'যোনি'—প্রভৃতি দৃঢ় করিবার প্রার্থনায়ও আমরা একইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি। 'প্রজা' বলিতে এখানে আমরা লোকানুরাগ—বিশ্ব-প্রেমই বুঝি; আর 'যোনি' বলিতে উৎপত্তিমূল—সদ্ভাব-সমূহের প্রজনন-স্থান হৃদয়মূলকেই লক্ষ্য করে। তাই আমাদের মতে 'প্রজাং দৃংহ' 'যোনিং দৃংহ' প্রভৃতি বাক্যে লোকানুরাগ জনপ্রীতি বা বিশ্বপ্রীতি প্রতিষ্ঠার এবং সেই সেই প্রীতির আধার হৃদয়কে সদ্ভাবপূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, মন, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ—প্রভৃতিকে ভগবানের পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে পারিলে, ভাবনা থাকে কি? তখন কোনও শত্রুই আর বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা আপনা-আপনিই আনুগত্য স্বীকার করে। তাই, মনকে স্থির করিয়া একাগ্রতার সহিত ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য এবং তৎসাধনভূত উপায়-সমূহ অবলম্বনের নিমিত্ত মন্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাই।

তোমার মন যদি সদ্বৃত্তি-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অনুকম্পা কিরূপে লাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মনকে বলা হইয়াছে—'ধত্র্যমসি' অর্থাৎ 'মন, তুমি সদ্বৃত্তি-সমূহের ধারক হও।' তোমার সদ্ভাব-সমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।' ভাব এই যে,—সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র

গণ্ডীর ভিতরে—আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; পরন্তু যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর।' তার পর মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'তোমাতে সত্ত্ব-রজঃ-তম তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে; কখন কোন্ ভাব প্রবল হয়, কখন কোন্ ভাব পর্য্যুদস্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরতা নাই। সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—'আমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়কে আমি যেন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে ন্যস্ত হউক—ইহার অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই বা আর কি আছে? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বা কি ঘটিতে পারে? তাই বলি মন! সত্ত্বভাবের ধারক তুমি, তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; আর তোমার সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক।'

তার পর পঞ্চম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই সর্ব্ব প্রকার অনিষ্টের মূলীভূত। সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাঙ্কানুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হও। ঊদ্ধের প্রতি তোমাদের গতি হউক। অত্যুচ্চ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান কি আর অনুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? ভগবানের অনুকম্পা-লাভ, তোমার নিজেরই আয়ত্তাধীন। যদি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিতে চাও, চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ভাবে ভগবানের আরাধনায় ন্যস্ত কর।'

উপসংহারে, ষষ্ঠ মন্ত্রে, অসদ্‌বৃত্তি-সমূহের নিরাকরণ বিষয়ক প্রার্থনা প্রকটিত। এই মন্ত্র কপাল-মোচনে যজ্ঞের উপসংহারে প্রযোক্তব্য বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই মন্ত্রে নিত-সত্য এবং প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করি। ক্রিয়া-শেষে যেন বৈগুণ্য-পরিহার;—মন্ত্রটি এমনইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারি। এখানে অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারণে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

(১) সং বপামি। (২) সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সং

রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বম্।

(৩) অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বং।

(৪) জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি। (৫) অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যাং।

(৬) মখস্য শিরোঽসি। (৭) ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ।

(৮) উরুপ্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং। (৯) ত্বচং গৃহ্লীম্ব।

(১০) অন্তরিতং রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ো।

(১১) দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে

তনুবং মাঽতি ধাক্। (১২) অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব।

(১৩) সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব। (১৪) একতায় স্বাহা দ্বিতায়

স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা॥ ৮॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) সমিতি। বপামি। (২) সমিতি। আপঃ। অদ্ভিরিত্যৎ—ভিঃ। অগ্মত। সমিতি।

ওষধয়ঃ। রসেন। সমিতি। রেবতীঃ। জগতীভিঃ। মধুমতীরিতি

মধু—মতীঃ। মধুমতীভিরিতি মধু—মতীভিঃ। সৃজ্যাধ্বম্।

(৩) অদ্ভ্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। পরীতি। প্রজাতা ইতি প্র—জাতাঃ। স্থ। সমিতি।

অদ্ভিরিত্যৎ—ভিঃ। পৃচ্যধ্বম্। (৪) জনয়ত্যৈ। ত্বা। সমিতি। যৌমি।

(৫) অগ্নয়ে। ত্বা। অগ্নীষোমাভ্যামিত্যগ্নী—সোমাভ্যাম্। (৬) মখস্য। শিরঃ। অসি।

(৭) ঘর্ম্মঃ। অসি। বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ।

(৮) উরু। প্রথস্ব। উরু। তে। যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ। প্রথতাম।

(৯) ত্বচম্। গৃহ্ণীষ। (১০) অন্তরিতমিত্যন্তঃ—ইতম্। রক্ষঃ।

অন্তরিতা। ইত্যন্তঃ—ইতাঃ। অরাতয়ঃ।

(১১) দেবঃ। ত্বা। সবিতা। শ্রপয়তু। বর্ষিষ্ঠে। অধীতি। নাকে। অগ্নিঃ।

তে। তনুবম্। মা। অতীতি। ধাক্। (১২) অগ্নে। হব্যম্। রক্ষস্ব।

(১৩) সমিতি। ব্রহ্মণা। পৃচ্যস্ব।

(১৪) একতায়। স্বাহা। দ্বিতায়। স্বাহা। ত্রিতায়। স্বাহা॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ হবিঃ! ত্বাং 'সংবপামি' (ভগবৎকর্ম্মসু সম্যক্ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)। উদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মানং ভগবতি সংন্যসনায় সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

২। (ক) 'আপঃ' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'অদ্ভিঃ' (সত্ত্বসমুদ্রেণ সহ) 'সং' (সম্যক্-প্রকারেণ) 'অগ্মত' (গচ্ছত, যদ্বা—সম্মিলিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)।

(খ) অপিচ 'ওষধয়ঃ' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানি জীবনানি ইতি ভাবঃ) 'রসেন' (স্নেহ-রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সংগচ্ছন্তু, সম্মিলিতানি ভবন্তু)।

(গ) 'রেবতী' (অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) তথা 'মধু-মতীঃ' (অস্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্বিভূতিভিঃ সহ) 'সৃজ্যধ্বং' (সংসৃষ্টাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)।

৩। হে মম শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! যূয়ং 'অদ্ভ্যঃ, (সত্ত্বসমুদ্রেভ্যঃ) 'পরি' (পরিতঃ, সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রজাতাঃ' (উৎপন্নাঃ) 'স্থ' (ভবথ); অতঃ যূয়ং 'অদ্ভিঃ' (সত্ত্বসমুদ্রে—ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'সং পৃচ্যধ্বং' (সম্যক্ সংপৃক্তাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ)!

৪। হে মনঃ! 'জনয়ত্যৈ' (সদ্ভাবসংজননার্থং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংযৌমি' (মিশ্রীকরোমি—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ভগবৎকর্ম্মসু নিয়োজয়ামি)।

৫। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপিণে, যদ্বা—প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবৎপ্রীতয়ে ইত্যর্থঃ) তথা 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তীরূপাভ্যাং অগ্নীষোমদেবাভ্যাং) সুসংস্কৃতং সৎপথানুবর্ত্তিং বা করোমি ইতি শেষঃ।

৬। হে মনঃ! ত্বং 'মখস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'শিরঃ' (শিরোরূপং উন্নত-স্থানং, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ হি মূলং। মনং বিনা কমপি কর্ম্ম সুসম্পাদিতং ন ভবেৎ ইতি ভাবঃ।

৭। হে ভগবন্! ত্বং 'বর্ম্মঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবানেব বিশেষাং সর্ব্বেষাং প্রকাশরূপঃ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ।

(৮) হে ভগবন্! ত্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুষু প্রখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রখ্যাতঃ ভব)। পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান প্রখ্যাত এব; অস্মৎসদৃশানাং পাপিনাং পরিত্রাণায় তস্য মাহাত্ম্যং বহুবিস্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'যজ্ঞপতিঃ' (অয়ং অর্চ্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সৎকর্ম্মণি বিশেষেণ প্রখ্যাতঃ ভবতু)।

৯। হে ভগবন্! ত্বং 'ত্বচং' (অজ্ঞানরূপমাবরণং, অহংজ্ঞানং ইতি ভাবঃ; অথবা বহিরাবরণং পাঞ্চভৌতিকং দেহং ইতি যাবৎ) 'গৃহ্নীষ্ব'। প্রতিগ্রহণং কুরুষ্ব, বিনাশয় ইত্যর্থঃ)। হে ভগবন্! মদীয় অন্তরস্থং জ্ঞানবাধকং অজ্ঞানমূলকং ভাবং সর্ব্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন বিদূরয় ইতি ভাবঃ।

১০। তেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'অন্তরিতং' (বিনাশিতং) ভবতু। তথা 'অরাতয়ঃ' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিতাঃ' (বিদূরিতাঃ, বিতাড়িতাঃ বা) ভবন্তু ইতি শেষঃ।

১১। হে ভগবন্! 'সবিতা দেবঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ দ্যোতমানঃ জ্ঞানসূর্য্যঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্ষিষ্ঠে' (সমুন্নতে) 'নাকে' (হৃদয়রূপে অতিবিস্তৃতে স্বর্গে ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রপয়তু' (প্রতিষ্ঠাপয়তু); অপিচ 'অগ্নিঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'তে' (তবসম্বন্ধিনং) 'তনুবং' (আবরণং) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা ধাক্' (মা গচ্ছতু—প্রজ্বলতু ইত্যর্থঃ)। ভগবৎসম্বন্ধিনং জ্ঞানং বিনাশং ন যাতু ইতি ভাবঃ। অথবা অগ্নিঃ' (মম সংসারসন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনং জ্ঞানং, যদ্বা—তব সত্তাং) 'মা অতিধাক্' (অতিশয়েন ভস্মীভূতং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

অথবা

হে মনঃ! 'সবিতা' (নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষিষ্ঠে' (অতিপ্রবৃদ্ধে, চিরস্থায়িনী) 'নাকে' (সর্ব্ববিধদুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) 'অধি' (অধিকং যথা স্যাৎ তথা) 'প্রপয়তু' (পরিপক্কং করোতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। 'অগ্নিঃ' (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'তে' (তব) 'তনুবং' (প্রতিবন্ধকং, চাঞ্চল্যজনকং আবরণং) 'অতি' (অতিক্রম্য, পরিহৃত্য ইত্যর্থঃ) 'মা ধাক্ (মা প্রজ্বলতু ইতি ভাবঃ)। অথবা, 'অগ্নিঃ' (মম সংসারসন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব-সম্বন্ধি জ্ঞানং, তব সত্বাং বা) 'মা অতিধাক্' (নিঃশেষেণ বিদগ্ধং ভস্মীভূতং বা মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

১২। 'অগ্নে' (হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্)! ত্বং তৎ 'হব্যং' (আহ্বনীয়ং, মম হৃগতং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'রক্ষ' (পালয়, ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিবাধকান্ অপসৃত্য চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ত্বং হি বিশ্বরূপঃ ইতি মত্বা মমানুরাগং সদ্ভাবং চ ত্বয়ি সংন্যস্তং করোমি। তদনুরাগঃ বিশ্বং ব্যাপ্নোতু! ত্বং চ সদ্ভাবং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ।

১৩। হে হবিঃ—শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ ইতি ভাবঃ! 'ব্রহ্মণা' (ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংপৃচ্যস্ব' (সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মা পরমাত্মনি প্রবিশতু ইতি ভাবার্থঃ। অথবা জ্ঞান-ভক্তিরূপঃ হে হবিঃ! 'ব্রহ্মণা' (ভগবৎকর্ম্মণা সহেতি ভাবঃ) সংপৃচ্যস্ব' (সম্মিলিতঃ ভব)। মম কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৪। হে মনঃ! 'একতায়' (একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ ব্যাপ্তং পরমাত্মব্রহ্মরূপং দেবং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ) সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং—মম আত্মদানরূপং যজ্ঞং বা। হে মনঃ! ত্বাং অদ্বিতীয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ! 'দ্বিতায়' (প্রকৃতিপুরুষরূপেণ অথবা জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ স্বপ্রকাশ দেবদ্বয়ং উদ্দিশ্য) ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ প্রেরয়ামি, সুহুতং সুসিদ্ধমস্তু মমানুষ্ঠানং—মম আত্মোৎসর্গরূপং যজ্ঞং ইত্যর্থঃ)। যঃ দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞানক্রিয়ারূপেণ বা দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাত্মানং অনুসন্ধেহি ইতি মম ত্বয়ি নিয়োগঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মনঃ! ত্বাং 'ত্রিতায়' (ত্রিতং, ত্রিলোকব্যাপিনং বিশ্বব্যাপকং বা গুণত্রয়াত্মকং অনাদিদেবং উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিবেদয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞং) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। (১অ—১প্র—৮অ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভগবৎ-কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মাকে পরমাত্মায় সংন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প বর্ত্তমান)।

২। (ক) আমাদের আপস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব, সত্ত্বসমুদ্রের সহিত সম্যক-প্রকারে সম্মিলিত হউক।

(খ) অপিচ, আপস্বরূপ আমাদের সেই স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই ওষধীস্বরূপ কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহকেও স্নেহরসময় ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত করুক।

(গ) আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হউক; এবং আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতির সহিত সম্মিলিত হউক।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমরা সম্যক্‌প্রকারে সত্ত্বসমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছ। অতএব তোমরা সেই সত্ত্বসমুদ্র ভগবানে সম্যক্-প্রকারে সম্মিলিত অর্থাৎ বিলীন হও।

৪। হে মন! সদ্ভাবসংজননার্থ তোমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করি অথবা ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করি।

৫। হে মন! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অপিচ জ্ঞান-ভক্তিরূপী দেবতাদ্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে সুসংস্কৃত ও সৎপথানুবর্ত্তী করিতেছি।

৬। হে মন! তুমি সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। (ভাব এই যে,—মনই মূল। মন ভিন্ন কোনও কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না)।

৭। হে ভগবন্! আপনি প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন। (ভাব এই যে—ভগবানই বিশ্বের সকলকেই প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের প্রাণ-স্বরূপ হয়েন)।

৮। হে ভগবন্! আপনি বহু প্রকারে প্রখ্যাত আছেন। আবার বহু ভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! আপনার অর্চ্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।

৯। হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ—অহংজ্ঞান অথবা আমার বহিরাবরণ-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ জ্ঞানাবরণকারী অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক-প্রদানে সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করুন)।

১০। তাহাতে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হউক; এবং সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিদূরিত অর্থাৎ বিনষ্ট হউক।

১১। হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ দ্যোতমান্ জ্ঞানসূর্য্য (কর্ম্মের দ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অপিচ, হে আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞানাগ্নি! আপনার সম্বন্ধি আবরণকে অতিক্রম করিয়া যেন আপনি গমন না করেন। (ভাবার্থ—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান যেন বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়)। অথবা, সংসার-সন্তাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত না করে (অঙ্গারে পরিণত না করে)।

অথবা,

হে মন! নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান তোমাকে চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় স্থানে (স্থাপন পূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উন্নতিসাধন করুন। অপিচ, সংসার-সন্তাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত না করে।

১২। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন (অর্থাৎ ইহলোক পরলোক সম্বন্ধি শত্রুদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন)। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সদ্ভাব আপনাতে সংন্যস্ত করিতেছি। আমার সেই অনুরাগ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক, আপনি আমার সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। (আত্মা পরমাত্মায় প্রবেশ করুক—এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত)। অথবা হে জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত মিলিত হও। (আমার কর্ম্ম জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হউক)।

১৪। (ক) হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্বাহা-মন্ত্রে নিয়োজিত করিতেছি! আমার আত্মদানরূপ যজ্ঞ সুহুত বা সুসিদ্ধ হউক। (ভাবার্থ—মন যেন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়)।

(খ) হে মন! তোমাকে সেই প্রকৃতিপুরুষরূপে অথবা জ্ঞানক্রিয়া-রূপে প্রকাশমান দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহামন্ত্রোচ্চারণে প্রেরণ করিতেছি। আমার আত্মোৎসর্গরূপ শুভ অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক! (যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, হে মন, তুমি সেই পরমাত্মার সন্ধানে নিযুক্ত হও)।

(গ) হে মন! সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবরূপে প্রকাশমান সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমার উদ্বোধনযজ্ঞ সুহুত বা সুসিদ্ধ হউক। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনু)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমে কপালোপধানমুক্তং ততস্তপ্তেষু কপালেষু লব্ধাবসরত্বাদষ্টমে পুরোডাশ-শ্রপণমভিধীয়তে।

১। "সংবপামি।"—সংবপামীত্যস্যাহম্নাতস্য মন্ত্রস্য শেষং পূরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—"অথোত্তরেণ গার্হপত্যমুপবিশ্য বাচংযমস্তিরঃপবিত্রং পাত্র্যাং কৃষ্ণাজিনাৎ পিষ্টানি সংবপতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্টং সংবপাম্যগ্নীষোমাভ্যা-মমুষ্মা অমুষ্মা ইতি" ইতি।

অপেক্ষিতস্থানে প্রযোক্তব্য ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমেব নির্ব্বাপপেষণয়োর্দ্দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রো দ্বিরাম্নাতঃ। অত্রানাম্নাতমপ্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ। সংবপামীত্যাহ। যথাদেবতমেবৈনানি সংবপতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৮) ইতি॥

২। "সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সং রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বম্।"—বৌধায়নঃ—"প্রণীতাভ্যঃ স্রুবেণোপহত্য বেদেনোপযম্য পাণিং চাত্তর্দ্ধায়ৈবং

মদন্তীত্যস্যা উত্তরার্দ্ধাণীয়মানাঃ প্রতিমন্ত্রয়তে সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেন সꣳ রেবতী-র্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বমিতি” ইতি।

পূর্ব্বং চমসে সংগৃহীতা আপঃ প্রণীতাঃ। তপ্তা আপো মদন্ত্যঃ। আপস্তম্বেন তু প্রণীতামাত্রেঽয়ং মন্ত্রো বিনিযুক্তঃ—“স্রুবেণ প্রণীতাভ্য আদায় বেদেনোপযম্য সমাপো অদ্ভিরগ্মতেতি পিষ্টেষ্বানয়তি” ইতি। প্রণীতা আপো মদন্তীভিরদ্ভিঃ সংগচ্ছন্তাং। পিষ্টরূপা ওষধয়ো বিবিধোদকরসেন সংগচ্ছন্তাং। কিং চ হে আপো যূয়ং সর্ব্বসস্যাভি-বৃদ্ধিহেতুত্বাত্তদ্দ্বারা ধনবত্যঃ স্বভাবতো মাধুর্য্যবত্যশ্চ। ওষধয়োঽপি জঙ্গমরূপপশ্বভিবৃদ্ধি-হেতুতয়া পশুরূপধনযুক্তাঃ স্বভাবসিদ্ধস্বাদুত্বেন মাধুর্য্যবত্যশ্চ। ততঃ পিষ্টরূপাভিস্তাভিরোষধীভিঃ সংসৃষ্টা ভবত। মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে জলৌষধিসঙ্গমস্য ফলমাহ—“সমাপো অদ্ভিরগ্মত সমোষধয়ো রসেনেত্যাহ। আপো বা ওষধীর্জ্জিন্বন্তি। ওষধয়োঽপো জিন্বন্তি। অন্যা বা এতাসামন্যা জিন্বন্তি। তস্মাদেবমাহ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। জিন্বন্তি প্রীণয়ন্তি। যদ্যপ্যচেতনানামপামোষধীনাং চ নাস্তি প্রীতিস্তথাঽপি পুরোডাশরূপেণ দেবপ্রিয়হেতুত্বাত্ত-দুপচারঃ। ন হি কেবলেন জলেন পিষ্টেন বা পুরোডাশঃ সম্ভবতি কিং ত্বন্যোন্যমেলন-রূপেণ প্রীণনেন। যস্মাত্তাসামপামোষধীনাং চ মধ্যেঽন্যা আপোঽন্যা ওষধীঃ প্রীণয়ন্তি। অন্যাশ্চৌষধয়োঽন্যা অপঃ প্রীণয়ান্ত। তস্মান্মন্ত্রঃ সমোষধয়ো রসেনেত্যেবং ব্রূতে। উত্তরভাগে মাধুর্য্যসম্পাদনং ফলমাহ—“সং রেবতীর্জ্জগতীভির্ম্মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ সৃজ্যধ্বমিত্যাহ। আপো বৈ রেবতীঃ। পশবো জগতীঃ। ওষধয়ো মধুমতীঃ। আপ ওষধীঃ পশূন্‌। তানেবাস্মা একধা সꣳসৃজ্য। মধুমতঃ করোতি” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৩। “অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বম্‌।”—বৌধায়নঃ—“অথাপুপরিপ্লাবয়ত্যদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বমিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতা ইতি তপ্তাভিরনুপরিপ্লাব্য” ইতি॥ পরিপ্লাবনং পিষ্টস্য সর্ব্বত অর্দ্রীকরণং। হে পিষ্টরূপা ওষধয়ো যূয়ং পূর্ব্বমদ্ভ্য উৎপন্নাঃ স্থ। ততোঽস্মাপ্যদ্ভিঃ সম্পৃক্তা ভবত। মন্ত্রেণ পরিপ্লাবনং বিধত্তে—“অদ্ভ্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্থ সমদ্ভিঃ পৃচ্যধ্বমিতি পর্য্যাপ্লাবয়তি। যথা সুবৃষ্ট ইমামনুবিসৃত্য। আপ ওষধীর্ম্মহয়ন্তি। তাদৃগেব তৎ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। যথা পর্জ্জন্যে সুবৃষ্টে সত্যাপো ভূমিমনুপ্রবিশ্যৌষধীর্ব্বর্দ্ধয়ন্তি তথাবিধমিদং পরিপ্লাবনং জলেন পিষ্টে সর্ব্বতঃ প্লাবিতে সতি পুরোডাশনিষ্পত্তেঃ॥

৪। “জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমি”—কল্পঃ—“সং যৌতি জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমীতি” ইতি। হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট ত্বাং হস্তাঙ্গুলিমর্দ্দনেন সম্যঙ্‌মিশ্রী করোমি। এতচ্চ যজমানস্য শুক্রশোণিতমিশ্রণেনৈব প্রজোৎপত্তয়ে সম্পদ্যতে। এতদেব বিশদয়তি—“জনয়ত্যৈ ত্বা সং যৌমীত্যাহ। প্রজা এবৈতেন দাধার” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৫। “অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যাম্‌”—কল্পঃ—“সংযুত্য দ্যু (দ্বু) ধাতিমৃশত্যগ্নয়ে ত্বাঽগ্নী-ষোমাভ্যামমুষ্মা অমুষ্মা ইতি যথাদেবতং” ইতি। ত্বামহং স্পৃশামীতি শেষঃ। অসাঙ্কর্য্যং মন্ত্রস্য-প্রয়োজনমিত্যাহ—“অগ্নয়ে ত্বাঽগ্নীষোমাভ্যামিত্যাহ ব্যাবৃত্ত্যৈ” (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৬। “মখস্য শিরোঽসি”—কল্পঃ—“পিণ্ডং করোতি মখস্য শিরোঽসীতি” ইতি।

বিশদীকৃত্য ব্যাচষ্টে—"মখস্য শিরোঽসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ মখঃ। তস্যৈতচ্ছিরঃ। যৎপুরোডাশঃ। তস্মাদেবমাহ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৭। "ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ"—কল্পঃ—"ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুরিত্যাগ্নেয়ং পুরোডাশমষ্টাসু কপালেষ্বধিশ্রয়ত্যেবমুত্তরমুত্তরেষু" ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং তপ্তকপালাবস্থানেন দীপ্তো দেবতাযোগ্যত্বেন কৃৎস্নায়ুঃপ্রদশ্চাসি। বিশ্বমায়ুর্যস্যেতি বহুব্রীহেরায়ুষ্প্রদত্বমিত্যেবাত্রার্থ ইত্যাহ—"ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাঽয়ুর্যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৮। "উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্।"—কল্পঃ—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিতি পুরোডাশং প্রথয়ন্ সর্ব্বাণি কপালান্যভিপ্রথয়ত্যতুঙ্গমনপূপাকৃতিং কূর্ম্মস্যেব প্রতিকৃতিমশ্বশফমাত্রং করোতি" ইতি॥ হে পুরোডাশ ত্বং বহু যথা ভবতি তথা বিস্তীর্ণো ভব। ত্বদীয়ো যজমানোঽপি প্রজাদিভিঃ প্রথিতোঽস্তু। যজ্ঞপতের্ব্বিস্তারং দর্শয়তি—"উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ। যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

৯। "ত্বচং গৃহ্ণীষ্ব"—কল্পঃ—"ত্বচং গৃহ্ণীষ্বেত্যদ্ভিঃ শ্লক্ষ্ণী করোত্যনভিক্ষারয়ন্" ইতি। হে পুরোডাশ ত্বমদ্ভিঃ শ্লক্ষ্ণীভূতাং ত্বচং স্বী কুরু। নিম্নোন্নতভাবপরিহারেণ ত্বক্সাদৃশ্যে সতি পুরোডাশঃ সদেহো ভবতীত্যাহ—"ত্বচং গৃহ্ণীষ্বেত্যাহ। সর্ব্বমেবৈন৺ সতনুং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। শ্লক্ষ্ণীকরণং বিধত্তে—"অথাপ আনীয় পরিমার্ষ্টি। মা৺স এব তত্ত্বচং দধাতি। তস্মাত্ত্বচা মা৺সং ছন্নং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। তত্তেন মার্জ্জনেন পিষ্টরূপে মাংস এব শ্লক্ষ্ণত্বরূপত্বচং স্থাপয়তি। ততো লোকে সাঽপি তথা দৃশ্যতে॥

১০। "অন্তরিত৺ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয়ঃ।"—কল্পঃ—"অন্তরিত৺ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয় ইতি সর্ব্বাণি হবী৺ষি ত্রিঃ পর্য্যগ্নি কৃত্বা" ইতি। দর্ভৈর্দ্দীপ্তৈঃ পুরোডাশস্য পরিতো রক্ষসাং সংশোধনং পর্য্যগ্নিকরণং। অনেন পর্য্যগ্নিকরণেন রাক্ষসজাতির্ব্যবহিতা। শত্রবোঽপি ব্যবহিতাঃ। তদেতদ্বিধত্তে—ঘর্ম্মো বা এযোঽশান্তঃ। অর্দ্ধমাসেঽর্দ্ধমাসে প্রবৃজ্যতে। যৎপুরোডাশঃ। স ঈশ্বরো যজমান৺ শুচাঽপ্রদহঃ। পর্য্যগ্নি করোতি। পশুমেবৈনমকঃ। শান্ত্যা অপ্রদাহায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। পুরোডাশো যোঽস্তি স এব দীপ্যমানোঽগ্নির্ভূত্বা কদাচিদপি ন শাম্যতি প্রতিপক্ষং তপ্তকপালৈঃ সন্তপ্যমানত্বাৎ। স চ তাপেন যজমানং প্রদগ্ধুং সমর্থঃ। তত্র পশুপ্রচারেণ পর্য্যগ্নিকরণেন পুরোডাশে পশৌ কৃতে সতি প্রদীপ্তাগ্নিরূপপরিত্যাগেন শান্তো ভূত্বা যজমানং ন প্রদহতি। আবৃত্তিং বিধত্তে "ত্রিঃ পর্য্যগ্নি করোতি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"অন্তরিত৺ রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামন্তর্হিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি॥

১১। "দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে তনুবং মাঽতি ধাক্"—বৌধায়নঃ—"পুরোডাশ৺ শ্রপয়তি দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেঽগ্নিস্তে তনুবং মাঽতি ধাগিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়ত্বিত্যুল্মুকৈঃ প্রতিতপত্যগ্নিস্তে

তন্বং মাঽতি ধাগিতি দর্ভৈরভিজ্বলয়তি" ইতি। হে পুরোডাশ প্রবৃদ্ধে নাকনাম্ন্যগ্নৌ স্বামধিশ্রিত্য সবিতা দেবঃ পক্বং করোতু। অয়মগ্নিস্তব শরীরস্য ভস্মীভাবরূপমতিদাহং মা করোতু। সবিতৃপদস্য নাকপদস্য মাঽতিধাগিত্যস্য চাভিপ্রায়মাহ—"পুরোডাশং বা অধিশ্রিতꣳ রক্ষাꣳস্যজিঘাꣳসন্। দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহা। স এবাস্মাদ্রক্ষাꣳস্যপাহন্। দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়ত্বিত্যাহ। সবিতৃপ্রসূত এবৈনꣳ শ্রপয়তি। বর্ষিষ্ঠে অধি নাক ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। অগ্নিস্তে তন্বং মাঽতি ধাগিত্যাহানতিদাহায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি।

১২। "অগ্নে হব্যꣳ রক্ষস্ব।"—বৌধায়নঃ—"গার্হপত্যমভিমন্ত্রয়তেঽগ্নে হব্যꣳ রক্ষস্বেতি" ইতি। আপস্তম্বস্ত পূর্ব্বমন্ত্রস্যৈব শেষং মন্যতে। পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"অগ্নে হব্যꣳ রক্ষস্বেত্যাহ গুপ্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদ্য ব্যাচষ্টে—"অবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি বাচং বিসৃজতে। যজ্ঞমেব হবীꣳষ্যভিব্যাহৃত্য প্রতনুতে। পুরোরুচমবিদাহায় শৃত্যৈ করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। সংবপনকালে যো বাঙ্নিয়মস্তমিদানীং পরিত্যজেৎ। বিশেষেণ দাহো ভস্মীভাবস্তং পরিত্যজ্য সম্যক্পাকং শ্রপণং কুরুত। অত এবাঽম্নায়তে—"যো বিদগ্ধঃ স নৈর্ঋতো যোঽশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা শৃতং কৃত্যঃ সদেবত্বায়" ইতি। অবিদহন্ত ইতি বহুবচনং পূজার্থং। অস্মিন্ কালে বাগ্বিমোকে সতি যজ্ঞমেবাভিলক্ষ্য তত্রাপি প্রধানভূতানি হবীꣳষ্যভিলক্ষ্য বাচমুচ্চার্য্য যজ্ঞং বিস্তারিতবান্ ভবতি। কিং চ বিশেষেণ দাহনিবৃত্ত্যৈ সম্যক্পাকগুণসিদ্ধয়ে চৈনং প্রৈষমুচ্চারয়ন্ হবিঃস্বীকারাৎ পুরৈব দেবেভ্যো রুচিং কৃতবান্ ভবতি। পুরোডাশাচ্ছাদনং বিধত্তে—"মস্তিষ্কো বৈ পুরোডাশঃ। তং যন্নাভিবাসয়েৎ। আবির্ম্মস্তিষ্কঃ স্যাৎ। অভিবাসয়তি। তস্মাদ্গুহা মস্তিষ্কঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। মস্তিষ্কঃ শিরস্থবস্থিতো মেদসঃ খণ্ডো গুহা গূঢ় আচ্ছাদিত ইত্যর্থঃ। ছাদনযোগ্যং দ্রব্যং বিধত্তে—"ভস্মনাঽভিবাসয়তি। তস্মান্মাꣳসেনাস্থি ছন্নং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। যস্মান্মেদঃস্থানীয়ঃ পুরোডাশো মাংসস্থানীয়েন ভস্মনাঽচ্ছাদিতস্তস্মাল্লোকেঽপ্যস্থিসংশ্লিষ্টং মেদো মাংসেন ছন্নং ভবতি। পুরোডাশস্যোপরি ভস্মনোঽধ্যূহনে সাধনং বিধত্তে "বেদেনাভিবাসয়তি। তস্মাৎ কেশৈঃ শিরশ্ছন্নং' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি।. দর্ভমুষ্টিনির্ম্মিতো বেদিসম্মার্জ্জনহেতুর্ব্বেদঃ। তস্মিন্দর্ভাণাং কেশৈঃ সাম্যং। এতদ্বেদনং প্রশংসতি—"অখলতিভাবুকো ভবতি। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। কেশরহিতশিরোযুক্তঃ খলতিস্তদ্ভবনশীলো ন ভবতি॥

১৩। "সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব।"—কল্পঃ—"সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্বেতি বেদেন পুরোডাশে সাঙ্গারং ভস্মাধ্যূহতি" ইতি। হে পুরোডাশ মন্ত্রেণ সম্পৃক্তো ভব। সমন্ত্রকত্বপ্রকাশকং মন্ত্রমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্যাচষ্টে—"পশোর্বৈ প্রতিমা পুরোডাশ। স নাযজুষ্কমভিবাস্যঃ। বৃথেব স্যাৎ। ঈশ্বরা যজমানস্য পশবঃ প্রমেতোঃ। সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্বেত্যাহ। প্রাণা বৈ ব্রহ্ম। প্রাণাঃ পশবঃ। প্রাণৈরেব পশূন্‌ৎসংপৃণক্তি। ন প্রমায়ুকা ভবন্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। পর্য্যগ্নিকরণেন পুরোডাশস্য পশুকৃতত্বাৎ পশোশ্চ মন্ত্রসংস্কার্য্যত্বাদযজুষা বিনাঽভিবাসনমনর্থকং স্যাৎ। ন কেবলং বৈয়র্থ্যং কিং তু যজমানস্য পশবশ্চ মর্তুং সমর্থা ভবন্তি।

সোঽয়ং ব্যতিরেকঃ। উক্তদোষপরিহারায় মন্ত্রেণ সংপৃচ্যস্বেত্যেবমস্বং মন্ত্রো ব্রূতে। তত্র সম্পর্কপ্রতিযোগী মন্ত্রঃ পশূন্ মরণাৎ পালয়তীতি প্রাণস্বরূপঃ। পশবশ্চ প্রাণাধারত্বাৎ প্রাণ-স্বরূপাঃ। অতো যোগ্যত্বাৎ সম্পর্কে সতি পশবো মরণশীলা ন ভবন্তি। সোঽয়মন্বয়ঃ। মন্ত্রেণ যথা সম্পর্কস্তথা ভস্মনাঽপি সম্পর্কো যুক্ত এবেত্যাহ—"যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজা পশবঃ পুরীষং। যদেবমভিবাসয়তি। যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮] ইতি। পুরীষং ভস্ম॥

১৪। "একতায় স্বাহা দ্বিতায় স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা।"—কল্পঃ—"অত্রৈতৎপাত্রীসংক্ষালনং গার্হপত্যাঙ্গারেণাভিতপ্য হৃত্বাঽন্তর্ব্বেদি প্রতীচীনং তিসৃষু লেখাসু নিনয়ত্যেকতায় স্বাহা দ্বিতায় স্বাহা ত্রিতায় স্বাহেতি" ইতি। তেভ্য ইদং পাত্রীপ্রক্ষালনোদকং হুতমস্ত। একতাদীনামুৎ-পত্তিপ্রকারমাহ—"দেবা বৈ হবির্ভূত্বাঽব্রুবন্। কস্মিন্নিদং ম্রক্ষ্যামহ ইতি। সোঽগ্নিরব্রবীৎ। ময়ি তনূঃ সংনিধদ্ধ্বং। অহং বস্তং জনয়িষ্যামি। যস্মিন্ ম্রক্ষ্যধ্ব ইতি। তে দেবা অগ্নৌ তনূঃ সংন্যদধত। তস্মাদাহুঃ। অগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি। সোঽঙ্গারেণাপঃ। অভ্যপাতয়ৎ। তত একতোঽজায়ত স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততো দ্বিতোঽজায়ত। স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততস্ত্রিতোঽজায়ত। যদদ্ভ্যোঽজায়ন্ত। তদাপ্যানামাপ্যত্বং যদাত্মভ্যোঽজায়ন্ত। তদাত্মানা-মাত্ম্যত্বং" [ব্রা০ কা০ ৩ প্র ২ অ০ ৮] ইতি। দেবাঃ পূর্ব্বং ব্রীহ্যবঘাতাদিনা হবিঃ সম্পাদ্য বীজবধাদিপাপলেপঃ কস্মিন্ পুরুষে মার্জ্জনীয় ইতি বিচার্য্যাগ্নিবচনেন স্ববীর্য্যমগ্নৌ স্থাপিতবন্তঃ। ততঃ সোঽগ্নিঃ সর্ব্বদেববীর্য্যধারিণাঽঙ্গারেণাব্দেবতামভিলক্ষ্য তদ্বীর্য্যমপাতয়ৎ। তস্মাদুৎপন্না নামেকতাদিনামকানাং দেববিশেষাণামাপো মাতরো দেবা আত্মানঃ পিতর ইত্যাপ্যনামকত্ব-মাত্ম্যনামকত্বং চ যুক্তং। স চ লেপঃ পরম্পরয়া ব্রীহ্যবঘাতিনি পুরুষে পর্য্যবসিত ইত্যাহ—"তে দেবা আপ্যেষমৃজত। আপ্যা অমৃজত সূর্য্যাভ্যুদিতে। সূর্য্যাভ্যুদিতঃ সূর্য্যাভিনিম্রুক্তে। সূর্য্যাভিনিম্রুক্তঃ কুনখিনি। কুনখী শ্যাবদতি। শ্যাবদন্নগ্রদিধিষৌ। অগ্রদিধিষুঃ পরিবিত্তে। পরিবিত্তো বীরহণি। বীরহা ব্রহ্মহণি। তদ্ব্রহ্মহণং নাত্যচ্যবত" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। আপ্যা একতাদয়ঃ। উদয়াস্তময়কালয়োঃ সুপ্তৌ পুরুষাবভ্যুদিতাভিনিম্রুক্তৌ। তথা চোক্তং—"সুপ্তে যস্মিন্নস্তমেতি সুপ্তে যস্মিন্নুদেতি চ। অংশুমানভিনিম্রুক্তাভ্যুদিতৌ তৌ যথাক্রমং" ইতি। নখবক্রত্বং দন্তমালিন্যং চাত্র রোগবিশেষকৃতং। জেষ্ঠায়ামনূঢায়াং কনিষ্ঠামূঢ্বাঽবস্থিতো গ্রদিধিষুঃ। উঢ়বতি কনিষ্ঠে সতি বিবাহরহিতো জ্যেষ্ঠঃ পরিবিত্তঃ। বীরস্য ক্ষত্রিয়স্য হন্তা বীরহা। ব্রাহ্মণস্য হন্তা ব্রহ্মহা। এতেম্বাপ্যানামেকতাদীনাং দেবানাং পাপ-লেপমার্জ্জনায়ৈব সৃষ্টত্বাত্তেষু তন্মার্জ্জনমুচিতং। সূর্য্যাভ্যুদিতাদীনাং ব্রহ্মহান্তানাং পাপপ্রবণত্বা-ন্নিম্নগামিনো জলস্যেব লেপস্যাপি তেষু প্রবাহো যুক্তঃ। ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাপাধিক্যতারতম্য-বিশ্রান্তিভূমিত্বাল্লেপো ব্রহ্মহণং নাতিক্রামতি। প্রক্ষালনোদকস্য লেখাসু নিনয়নং বিধত্তে— "অন্তর্ব্বেদি নিনয়ত্যবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। এতেন নিনয়নেন কর্ম্মফল-প্রতিবন্ধকপাপলেপস্যাপনীতত্বাৎ ফলসম্পাদনায়েদং নিনয়নং সম্পদ্যতে। তস্য জলস্য বহ্নিতাপং বিধত্তে—"উল্মুকেনাভিগৃহ্লাতি শৃতত্বায়। শৃতকামা ইব হি দেবাঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৮) ইতি। শৃতং পক্বং। যঃ শৃতঃ স সদেব ইতি পূর্ব্বমুদাহৃতং॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"সংবপামি হবির্ব্বাপঃ সমা তত্র জলং ক্ষিপেৎ। অস্ত্যঃ সংপ্লাব্য তপ্তাভির্জ্জলং সংযৌত্যশেষতঃ॥ ১॥
অগ্নাগ্নী নির্দ্দিশেদ্ভাগৌ মথ পিণ্ডং করোতি হি। ঘর্ম্মঃ কপালে নিক্ষিপ্য প্রথয়েদুরুমন্ত্রতঃ॥ ২॥
ত্বচং গ্রক্ষী করোত্যদ্ভিরন্তঃ পর্য্যগ্নয়ে কৃতিঃ। শ্রপয়ত্ব্যল্পকৈর্দ্দেবো হবিস্তে আল্যতে কুশৈঃ॥ ৩॥
সং বেদেন চ সাঙ্গারভস্মনাহচ্ছাদয়েদ্ধবিঃ। একান্তর্ব্বেদি লেখাসু ক্ষালনং নিনয়েত্রিভিঃ॥
অনুবাকেঽষ্টমে সপ্তদশ মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

অত্রাবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি কশ্চিন্মন্ত্র উক্তঃ। শৃতকামা ইব হি দেবা ইত্যর্থবাদশ্চ। এতদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তরবাক্যমপি যো বিদগ্ধ ইত্যাদিকমুদাহৃতং। তত্র কিঞ্চিত্তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"পরুষি চ্ছিন্নমিত্যুক্ত্যা বর্হিষস্তু সমূলতাং। ঘৃতং দৈবং মস্তু পিত্র্য-মিত্যুক্ত্যা নবনীতকং॥ যো বিদগ্ধঃ স ইত্যুক্ত্যা পুরোডাশস্য পক্বতাং। স্তৌতি পূর্ব্বোত্তরৌ পক্ষৌ যোজনীয়ৌ নিনীতবৎ" ইতি॥ চাতুর্ম্মাস্যেষু মহাপিতৃযজ্ঞে শ্রূয়তে "যৎপরুষি দিতং তদ্দেবানাং। যদন্তরা তন্মনুষ্যাণাং। যৎ সমূলং তৎপিতৃণাং। সমূলং বর্হির্ভবতি ব্যাবৃত্ত্যৈ" ইতি। পরুঃ পর্ব্ব। দিতং খণ্ডিতং। জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাত্যঙ্গে শ্রূয়তে—"ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৃণাং নিষ্পক্বং মনুষ্যাণাং তদ্বা এতৎসর্ব্বদেবত্যং যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যঙ্‌ক্তে সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি মস্তু দধিভবং মণ্ডং। নিষ্পক্বং শিরসি প্রক্ষেপ্তুমীষদ্বিলীনং নবনীতং তক্রং বা। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশশ্রপণে শ্রূয়তে—"যো বিদগ্ধঃ স নৈর্ঋতো যোঽশৃতঃ স রৌদ্রো যঃ শৃতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা শৃতং কৃত্যঃ সদেবত্বায়" ইতি। বিদগ্ধোঽতিপক্বঃ। অশৃতোঽপক্বঃ। তত্র বর্হিষি সমূলচ্ছেদনস্যাভ্যঙ্গে নবনীতস্য পুরোডাশে যথোচিতপাকস্য চ বিধেয়তয়া সর্ব্বমবশিষ্টং স্তাবকং। অত্র পূর্ব্বোত্তরপক্ষৌ ন প্রপঞ্চিতৌ। অস্যৈব পাদস্য প্রথমাধিকরণে নিবীত-বাক্যে প্রোক্তয়োরেবাত্রাপি যোজনীয়ত্বাৎ। তস্যৈবাধিকরণস্যোদাহরণবাহুল্যমনেনৈবাধিকরণেন প্রপঞ্চ্যতে॥

অথ ব্যাকরণম্।

সংবপামীত্যাদৌ স্বরা গতাঃ। আপ ইত্যত্র ফিট্‌স্বরঃ। অদ্ভিরিত্যত্র "ঊড়িদং পদাদ্য-প্পুংরৈদ্যুভ্যঃ" (পা০ ৬-১-১৭১) ঊড়াদেশাদিদংশব্দাৎপদদন্নিত্যাদ্যাদেশেভ্যোঽপ্‌শব্দাৎপুংশব্দা-দ্রৈশব্দাদ্দিব্‌শব্দাচ্চোত্তরসর্ব্বনামস্থানমুদাত্তং ভবতি। যদ্যপি "সাবেকাচস্তৃতীয়াদিঃ" (পা০ ৬-১-১৬৮) ইতি সূত্রেণৈতৎ সিদ্ধং তথাঽপি দ্বিতীয়াবহুবচনার্থমস্য সূত্রস্য বক্তব্যত্বাদনেন বিশেষ-সূত্রেণোদাত্তো বিধেয়ঃ। রেবতীরিত্যত্র রেশব্দাচ্চোপসংখ্যানমিতি মতুবাদ্যুদাত্তঃ। প্রজাতা ইত্যত্রান্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়াং "গতিরনন্তরঃ" (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। জনয়ত্যা ইত্যত্র ক্তিন্‌প্রত্যয়ান্তত্বেন "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" (পা০ ৬-১-১৯৭) ইত্যাদ্যু-দাত্তঃ। উরুশব্দস্য নিত্যনপুংসকত্বাভাবাৎ ফিট্‌স্বরঃ। যজ্ঞপতিমিত্যত্র "পত্যাবৈশ্বর্য্যে" (পা০ ৬-২-১৮) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অন্তরিতমিত্যত্রান্তঃশব্দস্য গতিত্বাৎ "গতিরনন্তরঃ" (পা০

৬-২-৪৯) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বর্ষিষ্ঠ ইত্যত্রেষ্ঠন্‌প্রত্যয়স্য নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। এবং সর্ব্বমূহ্যম্‌॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:§*§:——

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ পুরোডাশ-নিষ্পাদক। সপ্তমে প্রজ্বলিত অঙ্গারোপরি কপাল-স্থাপনের বিষয় কথিত হইয়াছে; আর এই অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে সেই উত্তপ্ত কপালে পুরোডাশ শ্রপণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিবদ্ধ আছে। মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' গ্রন্থের নির্দ্দেশ এইরূপ,—

'সংবপামি' মন্ত্রে উত্তপ্ত কপালে হবিঃ (অর্থাৎ পিষ্ট তণ্ডুল বা চাউলের গুঁড়া) স্থাপন; তার পর 'সমাপঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাতে জল-নিক্ষেপ, 'অদ্ভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জলকে নাড়িয়া 'জনয়ত্যৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে মিশ্রিত হবিঃ উত্তপ্ত করিবার বিধি। তদনন্তর 'অগ্নয়ে' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবির এক একটী ভাগ গ্রহণ করিয়া 'মখস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে এক একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। তার পর, 'ঘর্ম্ম' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিণ্ড-সমূহ পূর্ব্বস্থাপিত কপালে স্থাপন করিয়া, 'উরুপ্রথা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে ভর্জ্জন করিবে। তদনন্তর 'অন্তরিতং' প্রভৃতি মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া 'ত্বচং' প্রভৃতি মন্ত্রে পুরোডাশে জল-প্রক্ষেপ এবং 'শ্রপয়তি' প্রভৃতি মন্ত্রে কপাল মধ্যে সেই পুরোডাশ সঞ্চালন করিবার বিধি। 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে কুশ-দ্বারা পুরোডাশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন, 'সংব্রহ্মণা' প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা সেই হবিকে আচ্ছাদন করিবে। তার পর 'একতায়' প্রভৃতি মন্ত্রে জল দ্বারা পাত্রগুলিকে ধৌত করিয়া সেই জল দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করিবে। বিনিয়োগ অনুসারে এই অনুবাকে সপ্তদশটী মন্ত্রের বিদ্যমানতা কথিত হয়।

ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রের পূর্ব্ববিধ প্রয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার যে অর্থ ও যে সম্বোধন-পদ-সমূহ অধ্যাহার করিয়াছেন, প্রথমে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমাদের হিসাবে এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহ চৌদ্দটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তবে কোনও কোনও বিভাগে আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপবিভাগও কল্পিত হয়। অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'সংবপামি।' ভাষ্যে এই আম্নাত মন্ত্রের প্রথমে 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র সংযোজন করিবার বিধি আছে। মন্ত্রটী পিষ্ট-সম্বোধন-মূলক। পিষ্ট প্রস্তুত হইলে, পবিত্র অর্থাৎ কুশ-সংযুক্ত পাত্রে তাহা স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিষ্ট! তোমাকে এই পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছি।' দ্বিতীয় মন্ত্রে পিষ্ট-সমূহে (চালের গুঁড়াতে) প্রণীত উপসর্জ্জনী (খিল বা বাতা ধোয়া জল)

নিক্ষেপ করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই প্রণীত জল-ভাগ পিষ্টের জলীয় ভাগের সহিত মিলিত হউক; ওষধিভাগ পিষ্টের ওষধিভাগের সহিত মিলিত হউক; রেবতীভাগ, পিষ্টের জগতী-ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক; মাধুর্য্যভাগ পিষ্টের মাধুর্য্য-ভাগের সহিত মিলিত হউক।' ভাব এই যে, চালের গুঁড়া ও জল এক হইয়া যাউক। সূত্র-গ্রন্থে এই মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—'প্রণীত আপ মদযুক্ত জল-সমূহের সহিত সঙ্গত হউক। পিষ্টরূপ ওষধী-সমূহ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উদকরসের সহিত মিলিত হউক; অপিচ, হে উভয়বিধ আপ। তোমরা সকলের অভিবৃদ্ধি সাধন কর বলিয়া তোমরা স্বভাবতঃ ধনবতী ও মাধুর্য্যবতী। ওষধী-সমূহও জঙ্গমরূপ পশ্বাদির অভিবৃদ্ধির জন্য পশুরূপ ধনযুক্ত এবং স্বভাব-সিদ্ধ স্বাদুত্ব-হেতু মাধুর্য্য-সম্পন্ন। সুতরাং পিষ্টরূপ ওষধীর সহিত তাহাদের মিলন সংসাধিত হউক।

তৃতীয় মন্ত্রে জলকে পরিপ্লাবিত করিতে হয়। পরিপ্লাবন বলিতে পিষ্টের সর্ব্বত্র আর্দ্রীকরণ বুঝায় অর্থাৎ পিটালুর মধ্যে জল দিয়া, সেই পিটালু-মিশ্রিত জল নাড়িয়া জলে ও পিটালুতে মিশাইতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে পিষ্টরূপ ওষধী-সমূহ! তোমরা পূর্ব্বে জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তোমরা অন্য জলের সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ মিলিত হও।' সুবৃষ্টি হইলে বারিবর্ষণে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল যেমন ওষধী-সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করে; সেইরূপ এই পরিপ্লাবনে পিষ্টের ও জলের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণে পুরোডাশ নিষ্পত্তি হইবে—তাই বিনিয়োগের সার্থকতা। চতুর্থ মন্ত্রও পিষ্ট সম্বোধনে বিনিযুক্ত। চাউলগুলি শিলায় অথবা যাঁতায় গুঁড়া হইবার পর, সেই শিলা বা যাঁতা ধুইয়া যে জল বাহির হয়, তাহা এবং প্রণীত জল উভয়কে পিষ্টের সহিত হস্তাঙ্গুলির দ্বারা মিশাইতে হয়। সেই মিশ্রণকালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হে পরিপ্লাবিত পিষ্ট! তোমাকে হস্তাঙ্গুলির দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে এই জলের সহিত মিশ্রিত করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই জলমিশ্রিত পিষ্টকে বিভাগ করতঃ, এইটী অগ্নির জন্য, এইটী সোম-দেবতার জন্য এবং এই দুইটী অগ্নীষোম দেবতার জন্য রহিল—বলিয়া এক একটীকে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থাপনের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিষ্ট! তোমাকে অগ্নিদেবতা এবং অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।' তার পর ষষ্ঠ মন্ত্রে পিণ্ড প্রস্তুত, আর সপ্তম মন্ত্রে সেই সকল পিণ্ড পূর্ব্বস্থাপিত আটটী কপালে স্থাপন করিবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ—'হে পুরোডাশ! তপ্ত-কপালে অবস্থান-হেতু তুমি দীপ্ত হও। সেই হেতু তোমাতে দেবতার অধিষ্ঠান। সুতরাং তুমি যজমানের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর।' অষ্টম মন্ত্র পুরোডাশ-ভর্জ্জনে বিনিযুক্ত হয়। উহার অর্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমরা যাহাতে বহু হইতে পার, সেইরূপ ভাবে বিস্তৃত হও। তোমাদের বিস্তৃতিতে যজমানও প্রখ্যাত হইবে।' নবম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেচন করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—হে পুরোডাশ! তুমি জলসকলের দ্রবীভূত ত্বক্‌কে স্বীকার কর।' দশম মন্ত্রে দীপ্যমান পুরোডাশের চারিদিকে রক্ষ-সংশোধন-মূলক অগ্নি-স্থাপন করিবার বিধি। সেই অগ্নি-স্থাপনে রাক্ষস-জাতি এবং শত্রু-সমূহ পুরোডাশের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। এই বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'রাক্ষসগণ এবং অরাতিগণ [illegible] হউক।' একাদশ মন্ত্রে

পুরোডাশকে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলা হয়,—'হে পুরোডাশ! প্রবৃদ্ধ মাক-নামক অগ্নিতে তোমাকে স্থাপন করিয়া সবিতা দেবতা তোমাকে পক্ক করুন। এই অগ্নি তোমার শরীরের ভস্মীকরণরূপ অতিদাহ যেন সাধন না করেন।' ফলতঃ, পিষ্টক ধরিয়া না যায়, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, পরন্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়—এই জন্যই মন্ত্রের প্রার্থনা। দ্বাদশ মন্ত্রে বাঙ্-নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। হবিঃ-সংবপন সময়ে বাক্-সংযম করা হইয়াছিল। এখন সেই বাঙ্-নিয়ম পরিত্যক্ত হইল। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'বিশেষভাবে দাহ দ্বারা ভস্মীভূত না করিয়া সম্যক্-ভাবে যাহাতে পাক হয়, তাহা কর।' ত্রয়োদশ মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা হবিকে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—হে পুরোডাশ! তুমি মন্ত্রের সহিত সংপৃক্ত হও।' চতুর্দ্দশ বা শেষ মন্ত্র, পাত্র-প্রক্ষালিত জলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,- 'হে পাত্র-ধৌত জল! 'একত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য, 'দ্বিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য, 'ত্রিত' নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে জল প্রক্ষেপ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটী এই—'এক সময়ে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি জলমধ্যে লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময়ে তাঁহার বীর্য্যে জলের মধ্যে 'একত' 'দ্বিত' ও 'ত্রিত' নামক দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্যান্য দেবগণের অনুকম্পায় অগ্নিদেব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তদুৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্রটী এইভাবে পল্লবিত হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে 'সংবপামি' পদ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই মন্ত্রে আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে হবিঃ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সত্ত্বভাব-সমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বেশ একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ যখন মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তখনই তাহার কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহ-সত্ত্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটে; তখনই তাহার সেই মরণ-ধর্ম্মী জীবনের সহিত রস-স্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন হয়। তখনই তাহার সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহ বিশ্বজনীন স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য্য-ভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতি-সমূহের সম্মিলন সংসাধিত হইবে। ফলতঃ, এই মন্ত্রে এক বিরাট সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের ভাব, সে ভাব উপলব্ধির পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটাইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী পদ—'আপঃ' ও 'ওষধীভিঃ' সেই ভাব উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। ঐ দুই পদে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্তে ধান্যাদিতে জলসেচনের

প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রোক্ত 'সংবপামি' পদের সার্থকতাও তাহাতেই পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন—এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থূলদৃষ্টিতে, মন্ত্রে কৃষিকর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন্ কৃষিকার্য্য! কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই। কিন্তু সে কোন্ ভাবে কোন্ ব্যাপারে? অনুধ্যান করুন—সে বহির্জ্জগতের ব্যাপার, কি অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত 'ওষধয়ঃ' ও 'রসেন' এবং 'অদ্ভিঃ' পদত্রয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়'; অর্থাৎ—'হে অর্জ্জুন! জলের মধ্যে আমি রস।' ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে 'ওষধয়ঃ' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে? তাহারা কি সেই ধান্যাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি,—মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে, ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মানুষ ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্ম্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের 'ওষধী' পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে, প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপ্‌স্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাবের সম্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত পদ-চতুষ্টয়ে (সোমাপঃ হইতে রসেন পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে; বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সম্বন্ধ সংশ্রব সংসূচিত হয়। 'রেবতীর্জ্জগতীভিঃ' শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই স্ফূর্ত্তিরই চরম পরিণতি—'মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ'। তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ব্ব সম্মিলন সংসাধিত হয়।

তার পর, শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানেরই বিভূতি—তৃতীয় মন্ত্রে তাহাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের ভাবই বর্ত্তমান। জলবুদ্‌বুদ্ জল হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আবার জলেই যেমন তাহার পরিণতি; শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবান হইতে তাহার উৎপত্তি, আবার তাঁহাতেই তাহার পরিণতি। এই ভাবে এক সম্মিলনের বিরাট ভাব মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'অদ্ভিঃ' পদে আমরা সত্ত্বসমুদ্র সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। মহাসমুদ্র হইতে যেমন অশেষ শাখাপ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তোয়নিধির উদ্ভব হইয়া চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে; শুদ্ধসত্ত্ব বিষয়েও তাহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীনালা, নানা দিগ্দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে যেমন মহাসমুদ্রেই তাহাদের জলরাশি নিঃসারণ করে, শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবানের বিভূতিরূপ

শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধন—পিষ্টসমূহ প্রভৃতি। চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ যে সকল ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আভাষ প্রারম্ভেই প্রদান করিয়াছি। আমাদের মতে মন্ত্রের কোথাও পিষ্টের বা পুরোডাশের সম্বন্ধ নাই। মন্ত্র সমূহের লক্ষ্য অন্যরূপ। মন্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে,—মন যদি সদ্ভাবপুষ্টির জন্য ভগবানের সহিত মিলিত অর্থাৎ ভগবৎ কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান হইতেই অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া থাকে। মনঃসম্বন্ধভূত সৎকর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির মূলীভূত। পর পর মন্ত্রসমূহে এই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রে তাহা উপলব্ধ করুন। অষ্টম ও নবম মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ!—বিশ্ব যে তাঁহারই অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মুখ্য প্রখ্যাতি পাপীর পরিত্রাণের জন্য। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার ন্যায় পাপীকে পরিত্রাণ করুন। সৎকর্ম্মের জন্য আমি যেন বিখ্যাত হই। দশম ও একাদশ মন্ত্রের প্রার্থনা যেন ঐ প্রার্থনারই পূর্ণতাদ্যোতক। প্রথমে বলা হইল—'পাপ দূর করুন'; তার পর বলা হইল,—'হে ভগবন! আপন জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করুন। অথবা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন—সে যেন সাধনার অনুপযুক্ত না হয়! সে যেন আমার হৃদয়কে সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।' দ্বিবিধ ভাবে একাদশ মন্ত্রের অর্থ নিষ্কর্শিত হইতে পারে। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

দ্বাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা চতুর্থ অনুবাকে দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ মন্ত্রেও এক কিরাট সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অন্বয়ে সেই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে একতায়, দ্বিতায় ও ত্রিতায় পদত্রয়ে উচ্চোচ্চ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে। অতি উচ্চস্তরের সাধক বুঝিলেন,—'একতায় ত্বা।' সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,-'মন! কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর?' 'একতায়'—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।' তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একটু নিম্ন স্তরের সাধক যিনি, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ধারণা করিতে যিনি সমর্থ হইলেন না, 'দ্বিত' অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষরূপে অথবা ক্রিয়া জ্ঞানরূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তখন তিনি কহিলেন,-'প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাবে বর্ত্তমান সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি মন তুমি বিনিবিষ্ট হও।' 'দ্বিতায় ত্বা' মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। আরও নিম্নস্তরের সাধক যিনি, যিনি ভগবানকে এক

বা দুই ভাবে বুঝিতে অসমর্থ, তখন তিনি 'ত্রিত'রূপে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—ভগবান সত্ত্বরজস্তমোময়। তিনি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদবস্থায় মনকে সম্বোধন করিয়া বলাই স্বাভাবিক,—'মন! তোমায় সেই ত্রিতায় অর্থাৎ তিন স্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি। রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন কার্য্যে তিন অবস্থায় তিনি প্রকাশমান। তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি।' মন্ত্রের 'ত্রিতায় ত্বা' বাক্য এই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে। একেই তিন আবার তিনেই এক, মন্ত্রে এই ভাব প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। জল মধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানে অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত, দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,—রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায়। এই মন্ত্রের 'একতায়' পদে অদ্বৈতবাদ, 'দ্বিতায়' পদে দ্বৈতবাদ এবং 'ত্রিতায়' পদে বহুবাদ প্রসঙ্গও মনে আনিতে পারে। (১অষ্টক—১প্রপাঠক-৮অনুবাক)॥

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

(১) আ দদ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ।

(৩) পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্।

(৪) অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ। (৫) ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং।

(৬) বর্ষতু তে দ্যৌঃ।

(৭) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্য্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।

(৮) অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু

তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যো-

ঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগপহতোঽররুঃ

পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে

দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন

পাশৈর্য্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং

দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।

(৯) অররুস্তে দিবং মা স্কান্।

(১০) বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু

ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽদিত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসা।

(১১) দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধসঃ।

(১২) ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসি।

(১৩) ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি।

(১৪) পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্‌শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈ-
রয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) এতি। দদে। (২) ইন্দ্রস্য। বাহুঃ। অসি। দক্ষিণঃ। সহস্রভৃষ্টিরিতি সহস্র—ভৃষ্টিঃ। শততেজা ইতি শত—তেজাঃ। বায়ুঃ। অসি। তিগ্মতেজা ইতি তিগ্ম—তেজাঃ। (৩) পৃথিবি। দেবযজনীতি দেব—যজনি। ওষধ্যাঃ। তে। মূলম্। মা। হিꣳসিষম্। (৪) অপহত। ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যৈ। (৫) ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্। (৬) বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। (৭) বধান। দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি পরা—বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৮) অপহত ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যৈ। দেবযজন্যা ইতি দেব—যজন্যৈ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্। বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। বধান।

দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি পরা—বতি। শতেন। পাশৈঃ।

যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ। তম্। অতঃ। মা

মৌক্। অপহত ইত্যপ—হতঃ। অররুঃ। পৃথিব্যাঃ। অদেবযজন

ইত্যদেব—যজনঃ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোস্থানমিতি গো—স্থানম্।

বর্ষতু। তে। দ্যৌঃ। বধান। দেব। সবিতঃ। পরমস্যাম্। পরাবতীতি

পরা-বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৯) অররুঃ। তে। দিবম্। মা। স্কান্।

(১০) বসবঃ। ত্বা। পরীতি। গৃহ্ণন্তু। গায়ত্রেণ। ছন্দসা। রুদ্রাঃ।

ত্বা। পরীতি। গৃহ্ণন্তু। ত্রৈষ্টুভেন। ছন্দসা। আদিত্যাঃ। ত্বা।

পরীতি। গৃহ্ণন্তু। জাগতেন। ছন্দসা। (১১) দেবস্য।

সবিতুঃ। সবে। কর্ম্ম। কৃণ্বন্তি। বেধসঃ। ঋতম্। অসি।

(১২) ঋতসদনমিত্যৃত—সদনম্। অসি। ঋতশ্রীরিত্যৃত-শ্রীঃ। অসি।

(১৩) ধাঃ। অসি। সধেতি। স্ব—ধা। অসি। উর্ব্বী। চ। অসি। বস্বী। চ। অসি।

(১৪) পুরা। ক্রূরস্য। বিসৃপ ইতি বি—সৃপঃ। বিরপ্শিন্নিতি বি—রপ্শিন্। উদাদায়েত্যুৎ—আদায়। পৃথিবীম্। জীরদানুরিতি জীরী—দানুঃ। যাম্। ঐরয়ন্। চন্দ্রমসি। স্বধাভিরিতি স্ব—ধাভিঃ। তাম্। ধীরাসঃ। অনুদৃশ্যেত্যনু—দৃশ্য। যজন্তে ॥ (১অ—১প্র—৯ অনুবাক) ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম কর্ম্মফল! ত্বাং 'আ' (সম্যক্প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি—ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

২। হে দেবার্পিতকর্ম্মফলসজ্য! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (অনন্তশক্তিসম্পন্নস্য দেবস্য—ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদ্গতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্রনয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ —পাপদাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) 'অসি' (ভবসি)। কর্ম্মফলং দেবার্পিতং সৎ অনন্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ।

অথবা

হে কর্ম্মফল! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (অনন্তশক্তিশালিনঃ ভগবতঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, বহুসামর্থ্যোপেতঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); (খ) অপিচ ত্বং 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবৎক্ষিপ্রগামিনঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকঃ ইতি ভাবঃ 'অসি' (ভবসি ; (গ) অতঃ ত্বং 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ, অশেষসন্তাপজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) ভবতু ইতি শেষঃ।

৩। 'দেবযজনি' (দেবসম্বন্ধিকর্ম্মণঃ আধারভূতে) 'পৃথিবি' (হে তনু! মম স্থূলশরীর ইতি ভাবঃ। 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ' (কর্ম্মফলাবসানে ক্ষরন্ত্য) 'মূলং' (কারণং) 'মা হিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি)। হে স্থূলশরীর! তব পুনরাবৃত্তিঃ ইহ মা ভূয়াৎ ইতি ভাবঃ।

৪। দেহস্য মঙ্গলসাধনার্থং 'পৃথিব্যৈ' (দেবসম্বন্ধিকর্ম্মণঃ আধারভূতাৎ হৃদপ্রদেশাৎ) 'অররুঃ (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

৫। হে মনঃ! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যা ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) বিষয়লিপ্সাং পরিত্যজ্য বৈরাগ্যং অবলম্বয় ইতি ভাবঃ।

৬। হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ)।

৭। 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহ-প্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুং ইতি যাবৎ) 'বয়ং দ্বিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্‌বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৮। (ক) 'দেবযজন্যৈ' (দেবানাং প্রীতিসাধিকায়ৈ, যাগাদিসৎক্রিয়াসাধনসমর্থায়ৈ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যৈ' (মন হৃদ্‌রূপায়ৈ যজ্ঞভূম্যৈ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—হৃদ্‌রূপাৎ যজ্ঞপ্রদেশাৎ ইতি ভাবঃ) 'অররু' (অতঃশত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু)।

(ঘ) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুঃ) 'বয়ং দ্বিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'তং' (তান্ শত্রূন্) 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্‌বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(ঙ) 'পৃথিব্যাঃ' (হৃদ্‌রূপাৎ যজ্ঞপ্রদেশাৎ ইত্যর্থঃ) 'অদেবযজনঃ' (দেবভাবপ্রতি-বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) 'অররুঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ।

(চ) তথা সতি হে মন! ত্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণপ্রদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ)। বিষয়সঙ্গং পরিত্যজ ইতি ভাবঃ।

(ছ) হে মনঃ! 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণ-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ)।

(জ) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শত্রুঃ) 'বয়ং দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষসীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ'

(বহুবিধৈঃ বন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধান' (বন্ধনং কুরু); 'অতঃ' (তদনন্তরং,) 'তং' (তান্ শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'মা মেক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদমিতান্ কুরু। তান্ চিরায় বধান ; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৯। হে মনঃ! 'অররুঃ' (শত্রুঃ) 'তে' (তব) 'দিবং' (দেবস্থানং) 'মা স্কান্' (মা গচ্ছতু, অবিকারং মা করোতু)। হৃদয়াৎ অসদ্ভাবঃ অপসৃতঃ ভবতু অপিচ সদ্ভাবঃ সমুদ্ভবতু ইতি ভাবঃ।

১০। (ক) হে চিত্তবৃত্তি! 'বসবঃ' (সর্ব্বেষং পরমপদি প্রতিষ্ঠাপকাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা— পরিত্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) পরিগৃহ্নন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে বিনিযোজয়ন্তু)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! 'রুদ্রাঃ' (রুদ্রদেবাঃ, যদ্বা—শত্রুসংহারে রুদ্রভাবসম্পন্নাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা' ত্রিষ্টুভছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা—সর্ব্বশত্রুনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ সামর্থ্যা ইত্যর্থঃ) 'পরিগৃহ্নন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎকর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তু ইতি ভাবঃ)।

গ) হে মনোবৃত্তে! 'আদিত্যাঃ' (আদিত্যগণাঃ, যদ্বা—পাপনাশকাঃ প্রজ্ঞানদায়কাঃ দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জাগতেন ছন্দসা' (জগতীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ, যদ্বা— অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'পরিগৃহ্নন্তু' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎকর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তু ইতি যাবৎ)।

১১। 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, প্রকাশরূপস্য ইত্যর্থঃ) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ভগবতঃ) 'সবে' (প্রসবে, প্রেরণে সতি ইত্যর্থঃ) 'বেধসঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) 'কর্ম্ম' যাগাদি সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি, স্বাভীষ্টপূরণায় সম্পাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্য-সত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহং বিনা কোঽপি কর্ম্মং সম্পাদয়িতুং শক্নোতি ইতি ভাবঃ।

১২। (ক) হে মম অন্তর! ত্বং 'ঋতং' (সৎকর্ম্মময়ঃ—শুদ্ধসত্ত্বরূপং কর্ম্মফলং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা হে হৃদয়! ত্বং 'ঋতং' (সৎকর্ম্মণঃ আধারভূতং, যদ্বা—কর্ম্মফল-সাধকং) 'অসি' (ভবসি)।

(খ) হে মনঃ বা হৃদয়! ত্বং 'ঋতসদনং' (সৎকর্ম্মণামাধাররূপং,—সৎকর্ম্মসাধনার্থং সত্ত্বাংশভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃদয়! ত্বং 'ঋতশ্রীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য কর্ম্মফলস্য মাধুর্য্যসম্পাদকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)।

এতাঃ ত্রয়ঃ মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ। হৃন্নিহিতাভিঃ সদ্বৃত্তিভিঃ সহ ভগবান অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

১৩। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধাঃ' (সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং ধারয়িত্রী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা হে ভগবন্! ত্বং 'ধাঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(খ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞাননাশিকা, ভববন্ধনছেদিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! ত্বং 'স্বধা' (অহংজ্ঞান-নাশকঃ ভববন্ধনছেদকঃ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) অসি' (ভবসি)।

(গ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণা, বহূনাং ধারিকা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা, হে ভগবন্! ত্বং 'উর্ব্বীঃ' (বিস্তীর্ণঃ, বিশ্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(ঘ) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'বস্বী চ' (বহুধনবতী, পরমধনপ্রদাত্রী চ) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন্! ত্বং 'বস্বী' (সর্ব্বেষাং নিবাসঃ, জগতাং ধারকঃ—পরমধনদাতা বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

১৪। হে ভগবন্! ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংসকস্য, সংপ্রতিবন্ধকস্য ইত্যর্থঃ) 'বিস্নপঃ' (ইতস্ততঃ বিসর্পণশীলস্য) 'বিরপ্শিন্' (মহতঃ) 'জীরদানুঃ' (জীবনশীলস্য দানবস্য উপদ্রবাৎ ইত্যর্থঃ) 'যং পৃথিবীং' (ভূমিং—হৃদ্রূপং আধারং ইত্যর্থঃ) 'পুরা' (নিত্যকালমেব—রক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রমসি' (অমৃতকিরণৈঃ, স্নিগ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ ইতি ভাবঃ) 'ঐরয়ন্' (উদ্ভাসিতবানসি), 'ধীরাসঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনশীলাঃ জনাঃ) 'তাং' (পৃথিবীং—হৃদ্রূপং বেদিং ইত্যর্থঃ) 'অনুদৃশ্য' (মনসা অনুচিন্ত্য—ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ) 'স্বধাভিঃ' (সজ্জ্ঞানসমন্বিতৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈঃ ইত্যর্থঃ) 'যজন্তে' (ভগবদুদ্দেশ্যে বিনিযোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

বিরপ্শিন্ (শব্দব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংস্রকস্য রিপুশত্রোঃ) 'বিস্নপঃ' (সংগ্রামে) 'জীরদানুঃ' (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (পার্থিব-পদার্থসম্বন্ধাৎ, ভ্রান্ত্যাঃ ইতি যাবৎ) 'উদাদায়' (ঊর্দ্ধং গৃহীত্বা, মূর্দ্ধ্নি সংরক্ষায়) 'পুরা' (নিত্যকালং) অস্মান্ অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ। দেবাঃ 'স্বধাভিঃ' (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থ) 'যাং' (জীরদানুং) 'চন্দ্রমসি' (চন্দ্রলোকে, স্নিগ্ধালোকময়ে মূর্দ্ধ্নিপ্রদেশে 'ঐরয়ন্' (স্থাপয়ন্, সরক্ষয়ন্ ইতি যাবৎ) 'তাং' (সারভূতাং জীরদানুং) 'অনুদৃশ্য' (অনুসৃত্য, প্রাপ্তিকামনায়) 'ধীরাসঃ' (ধীরাঃ, মেধাবিনঃ) 'যজন্তে' (আরাধনং কুর্ব্বন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবভাবাদয়াঃ সদা মূর্দ্ধ্নিদেশে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসঙ্কল্পসাধনার্থং ত্বাং অর্চ্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ তৎ কুরু ইতি ভাবঃ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৯অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার কর্ম্মফল! তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি অর্থাৎ ভগবানে ন্যস্ত করিতেছি।

২। হে দেবচরণে সমর্পিত কর্ম্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের দক্ষিণ-বাহু হও অর্থাৎ ভগবানকে পরমানন্দ দান করিয়া থাক; তুমি

অশেষ পাপ-নাশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেব-সমীপে ক্ষিপ্রগমনকারী, পাপ-সমূহের দাহক এবং রিপু শত্রুগণের হননকারী হইয়া থাক। (ভাবার্থ এই যে,—কর্ম্মফল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে অনন্ত-ফলোপধায়ক এবং অশেষ পাপ-নাশক হইয়া থাকে)।

অথবা,

(ক) হে কর্ম্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বহু-সামর্থ্য-সম্পন্ন বাহু-স্বরূপ পরমানন্দদায়ক হও; (খ) অপিচ তুমি অশেষ-পাপনাশক অমিততেজ-সম্পন্ন, বায়ুবৎ ক্ষিপ্র-গমনকারী অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হেতুভূত হও; (গ) অতএব তুমি তীব্র-জ্বালাবিশিষ্ট অশেষ-সন্তাপ জনক রিপু-শত্রুদিগের হন্তারক হও অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ কর।

৩। দেব-সম্বন্ধি কর্ম্মের আধার-স্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ! কর্ম্মফলা-বসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না। অর্থাৎ, এই স্থূল-শরীরের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তাহাই করিও।

৪। দেহের মঙ্গল-সাধন জন্য, দেব-সম্বন্ধি কর্ম্মের আধারভূত হৃদয় হইতে শত্রুগণ বিনষ্ট হউক।

৫। হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

৬। হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন অর্থাৎ তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও।

৭। হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অন্তরস্থিত অসদ্‌বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন)।

৮। (ক) দেবগণের প্রীতি-সাধক যাগাদিসৎক্রিয়াসাধনসমর্থ আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে আমার অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক।

(খ) হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

(গ) হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন।

(ঘ) হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপু-বর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন)।

(ঙ) হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে দেবভাব-প্রতিবন্ধক শত্রু বিনষ্ট হউক।

(চ) তাহা হইলে হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রবজ্যা অবলম্বন করিবে;—অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে।

(ছ) হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন।

(জ) হে দ্যোতমান্ সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন।

৯। হে মন! অন্তঃশত্রু যেন তোমার হৃদ্রূপ দেব-স্থানে গমন না করে অর্থাৎ হৃদয় অধিকার না করে। (ভাব এই যে,—হৃদয় হইতে অসদ্ভাব অপসৃত হইয়া সদ্ভাব সমুদ্ভূত হউক)।

১০। (ক) হে আমার চিত্তবৃত্তি! বসুদেবগণ অর্থাৎ জীব-সমূহকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপক দেবভাব-সমূহ তোমাকে গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাধক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করুন।

(খ) হে মনোবৃত্তি! রুদ্র-দেবগণ অর্থাৎ শত্রু-সংহারে রুদ্রভাব-সম্পন্ন দেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ শত্রুবিনাশক অভীষ্টপূরক সামর্থ্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

(গ) হে মনেবৃত্তি! আদিত্যগণ অর্থাৎ পাপ-নাশক প্রজ্ঞানদায়ক দেব-ভাব-সমূহ তোমাকে জগতীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

১১। দ্যোতমান্ প্রকাশরূপ জ্ঞান-প্রেরক ভগবানের প্রেরণায় আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ভগবৎ-প্রীতিকর যাগাদি সৎকর্ম্ম (আপন আপন অভীষ্টপূরণের জন্য) সম্পাদন করেন।

১২। (ক) হে আমার অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ কর্ম্মফল হও। অথবা, হে অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মের আধারভূত অর্থাৎ কর্ম্মফল-সাধক হও।

(খ) হে আমার অন্তর! তুমি সৎকর্ম্মের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত সত্যের আশ্রয়ভূত হও!

(গ) হে আমার অন্তর! তুমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ কর্ম্মফলের মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়া থাক।

(এই তিনটী মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি-সমূহের সহিত ভগবান অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন)।

১৩। (ক) হে মনোবৃত্তি! তুমি দেবভাব-সমূহের ধারক হও। অথবা হে ভগবন্! তুমি বিশ্বের সকলের ধারক হও।

(খ) হে মনোবৃত্তি! তুমি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন-ছেদক হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন ছেদক পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ হয়েন।

(গ) হে মনোবৃত্তি! তুমি বহুধারক হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি বিরাট বিশ্ব-রূপ হয়েন।

(ঘ) হে মনোবৃত্তি! তুমি বহু ধনবতী পরমধনপ্রদাত্রী হও। অথবা হে ভগবন্! আপনি সকলের নিবাস-হেতুভূত জগতের ধারণকর্ত্তা হয়েন।

১৪। হে ভগবন্! হিংসক সৎপ্রতিবন্ধক ইতস্ততঃ বিসর্পণশীল মহা-পরাক্রান্ত শত্রুর উপদ্রব হইতে আপনি যে পৃথিবীকে অর্থাৎ হৃদয়-রূপ আধার-ক্ষেত্রকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধসত্ত্ব-ভাব-সমন্বিত জ্ঞান-কিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জন সেই হৃদ্‌রূপ বেদিকে

মনের দ্বারা অনুকল্পিত করিয়া সদ্‌জ্ঞান-সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব সহকারে আপনার উদ্দেশ্যে (আপনার প্রীতিকর কর্ম্মে) নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

অথবা

শব্দব্রহ্মরূপ হে পরমেশ্বর! অপনি (এই) হিংস্র রিপু-শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে পার্থিব পদার্থ-সম্বন্ধ হইতে (পাপ-সংশ্রব হইতে) ঊর্দ্ধে গ্রহণ-পূর্ব্বক (মূর্দ্ধিদেশে জ্ঞানাধারে রক্ষা করিয়া) আমাদিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন। দেবগণ (দেবভাব-সমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশে) সংরক্ষিত করেন; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেধাবিগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন। (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই)। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণচার্য্যকৃতং)।

অষ্টমে পুরোডাশশ্রপণমুক্তম্। অথ পক্বস্য হবিষো বেদ্যামাসাদনীয়ত্বান্নবমে বেদিরুচ্যতে।

১। "আদদে।"—আদদ ইত্যাম্নাতস্য মন্ত্রস্য শেষং পূরয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ "অথ জঘনেন বেদ্যাস্তিষ্ঠন্‌ স্ফ্যমাদত্তে দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদ ইতি" ইতি। যথোক্তমাদানং বিধত্তে—"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্ফ্যমাদত্তে প্রসূত্যৈ। অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যামিত্যাহ। অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং। পূষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ যত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

২। "ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ।"—বৌধায়নঃ—"আদায়াভিমন্ত্রয়ত ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যথৈনং বর্হিষা সং শ্যতি বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইতি" ইতি। সংশ্যতি সম্যক্তনূ করোতি। একমন্ত্রত্বমাহাঽপস্তম্বঃ—"ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যভিমন্ত্রয়তে" ইতি। হে স্ফ্য ত্বমিন্দ্রস্য দক্ষিণো বাহুরিব সমর্থোঽসি। কীদৃশো বাহুঃ সহস্রসংখ্যানাং শত্রূণাং ভৃষ্টিঃ পাকো মারণং যস্যাসৌ সহস্রভৃষ্টিঃ। পুনঃ কীদৃশঃ। শতসংখ্যাকান্যায়ুধানি তেজোযুক্তানি যস্যাসৌ শততেজাঃ। ন কেবলমিন্দ্রবাহুসদৃশঃ কিং তু বায়ুসদৃশোঽপ্যসি। যথা বায়ুস্তীক্ষ্ণামগ্নিজ্বালামুৎপাদয়ংস্তিগ্মতেজাস্তথা স্ফ্যোঽপি বক্ষ্যমাণস্তম্ব-চ্ছেদরূপং তীব্রং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তিগ্মতেজা ইত্যুচ্যতে। মন্ত্রস্য প্রথমভাগ ইন্দ্রশব্দবিবক্ষামাহ—"আদদ ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। অত্রাঽদদ ইতি পদং পূর্ব্বমন্ত্রস্বরূপং। তচ্চ স্পষ্টার্থং। ইন্দ্রস্যেতি মন্ত্রাদিঃ। দ্বিতীয়ভাগে মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেব বাহুসদৃশস্য স্ফ্যস্য মহিমানং খ্যাপয়তীত্যাহ—"সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। তৃতীয়-ভাগে তেজোজনকতয়া তেজোরূপেণ বায়ুনা স্ফ্যরূপ উপমিতে সতি যজমানে তেজো ভবতীত্যাহ

"বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইত্যাহ। তেজো বৈ বায়ুঃ। তেজ এবাস্মিন্দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

৩। "পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষম্।"—কল্পঃ—"অথাস্তর্ব্বেদ্যুদীচীনাগ্রং দর্ভং নিধায় তস্মিন্ স্ফ্যেন প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিতি" ইতি। হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি ত্বদীয়ায়া ওষধ্যা মূলং মা বিনাশয়ামি। অত্র দেবযজনীতি বিশেষণেন বাস্তিলোহিতাভ্যামাপাদিতমশুচিত্বং নিবারয়তীত্যাহ—"বিষাদ্বৈ নামাসুর আসীৎ। সোঽবিভেৎ। যজ্ঞেন মা দেবা অভিভবিষ্যন্তীতি। স পৃথিবীমভ্যবমীৎ। সাঽমেধ্যাঽভবৎ। অথো যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্। তস্য লোহিতং পৃথিবীমনু ব্যধাবৎ। সাঽমেধ্যাঽভবৎ। পৃথিবি দেবযজনীত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং দেবযজনীং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি বিষমত্তীতি বিষাৎ। ইতরভাগপ্রয়োজনমাহ—"ওষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিত্যাহ। ওষধীনামহিꣳসায়ৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯ ইতি॥

৪। "অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ।"—কল্পঃ—"অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইতি স্ফ্যেন সতৃণান্পাꣳসূনপাদায়" ইতি। অররুর্নামকোঽসুরঃ। সোঽত্র রজোপনয়নেন পৃথিব্যাঃ সকাশাদপহতঃ॥

৫। "বজ্রং গচ্ছ গোস্থানম্।"—কল্পঃ—"ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি" ইতি। অস্ত্ব শ্রৌষডিত্যনেন মন্ত্রেণাঽগ্নীধ্রঃ প্রত্যাশ্রাবণং বক্তি। সেয়ং বাগত্র গোশব্দেন বিবক্ষিতা। তস্যা বাচঃ স্থানভূত উৎকরদেশো ব্রজঃ। হে তৃণসহিতপাংসো তং ব্রজং গচ্ছ। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইত্যেবং পূর্ব্বং মন্ত্রং স্পষ্টার্থত্বাদুপেক্ষ্যোত্তরং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিত্যাহ। ছন্দাꣳসি বৈ ব্রজো গোস্থানঃ। ছন্দাꣳস্যেবাস্মৈ ব্রজং গোস্থানং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংস্যেব গোশব্দাভিধেয়ানাং বাচামবস্থানযোগ্যো ব্রজশব্দাভিধেয়ো দেশবিশেষঃ। তত্রার্থদ্বয়সাধারণশব্দোপেতং মন্ত্রং পঠন্নুৎকরদেশং ছন্দোরূপং সম্পাদিতবান ভবতি॥

৬। "বর্ষতু তে দ্যৌঃ।"—কল্পঃ—"বর্ষতু তে দ্যৌরিতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে" ইতি। হে বেদে তবাঽপ্যায়নায় দ্যুশব্দোপলক্ষিতঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু। পর্জ্জন্যাধারতয়া তদ্রূপত্বোপচারো দিব ইত্যাহ—"বর্ষতু তে দ্যৌরিত্যাহ। বৃষ্টির্বৈ দ্যৌঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে" ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বর্ষতীতি বৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ॥

৭। "বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।"—কল্পঃ—"হৃত্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি" ইতি। হে সবিতর্দ্দেবানেন সতৃণপাংসুরূপেণাবস্থিতং দ্বেষ্টারং দ্বেষ্যং চ পাশশতেনাত্যন্তদূরদেশে বধান তং পুরুষদ্বয়মতো বন্ধনান্মা মুঞ্চ। অত্র যোঽস্মান্যং চেতি ন পুনরুক্তির্দ্বেষ্টং প্রতি কর্ত্তৃত্বেন কর্ম্মত্বেন চ পুরুষভেদাদিত্যাহ—"বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতীত্যাহ। দ্বৌ বাব পুরুষৌ। যং চৈব দ্বেষ্টি। যশ্চৈনং দ্বেষ্টি। তাবুভৌ বধ্নাতি। পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈঃ। যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিত্যাহানির্মুক্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি পরাবতি দূরভূমৌ। অনির্মুক্তিরনির্মোক্ষঃ। ব্যাখ্যাতামন্ত্রত্রয়াৎপূর্ব্বভাবী যো মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থবুদ্ধ্যোপেক্ষিতস্তং পুনঃ

সিংহাবলোকনন্যায়েন স্মৃত্বা ব্যাচষ্টে—"অররুর্ব্বৈ নামাসুর আসীৎ। স পৃথিব্যামুপম্লুপ্তোঽশয়ৎ। তং দেবা অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইতি পৃথিব্যা অপাঘ্নন্। ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ। অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা ইতি যদাহ। ভ্রাতৃব্যমেব পৃথিব্যা অপহন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। উপম্লুপ্তস্তিরোহিতঃ। যজ্ঞবিঘাতায় গূঢ়রূপেণ ভূমৌ শয়ানত্বাৎ। অত এবায়ং ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুঃ। তং চ দেববন্মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকেণ সতৃণানাং পাংসূনামপনয়নেনাপহন্তি॥

৮। "অপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যৈ ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে দ্যৌর্ব্বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।"—কল্পঃ—"দ্বিতীয়ং প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিত্যপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যা ইত্যাদত্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে দ্যৌরিতি হৃত্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি তৃতীয়ং প্রহরতি পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিꣳসিষমিত্যপহতোঽররুঃ পৃথিব্যা অদেবযজন ইত্যাদত্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে দ্যৌরিতি হৃত্বোৎকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌগিতি" ইতি। যদ্যপ্যপহত ইত্যনয়োর্দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ পৃথিবি দেবযজনীত্যয়মাদ্যমন্ত্রোনাঽম্নাতস্তথাঽপি প্রথমপর্য্যায়াদনুষঞ্জনীয়ঃ। যথা বাক্যস্য পারপূর্ত্তয়ে শব্দান্তরমনুষজ্যতে তথা প্রয়োগপরিসমাপ্ত্যর্থং মন্ত্রানুষঙ্গো ন্যায্যঃ। অররুশয়নেনোপহতবেদিভূমিপাংসবঃ কিয়ন্তোঽপি প্রথমপর্য্যায়েঽপনীতাস্তাবতা বেদিভূম্যেকদেশো যাগযোগ্যঃ সম্পন্নঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়পর্য্যায়েঽপহতোঽররুঃ পৃথিব্যৈ দেবযজন্যা ইতি পৃথিবী বিশেষ্যতে। তৃতীয়পর্য্যায়ে তু অদেবযজন ইত্যররুবিশেষণং। তদেবমুপহতাতৃণপাংসবো যজ্ঞভূমেরুদ্ধৃত্য যস্মিন্ দগ্দেশে নিরস্যন্তে স উৎকর উচ্যতে॥

৯। "অররুস্তে দিবং মা স্কান্।"—কল্পঃ—"অররুস্তে দিবং মা স্কানিতি বৃথুপ্তমাগ্নীধ্রোঽঞ্জলিনাঽভিগৃহ্লাতি" ইতি। হে পাংসুসমূহরূপোৎকর তব সম্বন্ধী যোঽররুঃ স স্বর্গং মা গচ্ছতু। দ্বিতীয়তৃতীয়পর্য্যায়য়োঃ প্রথমব্যাখ্যয়াঽববোদ্ধুং শক্যতয়া ভাবুপেক্ষ্য মন্ত্রমেতং ব্যাচষ্টে—"তেঽমন্যন্ত। দিবং বা অয়মিতঃ পতিষ্যতীতি। তমররুস্তে দিবং মা স্কানিতি দিবঃ পর্য্যবাধন্ত। ভ্রাতৃব্যো বা অররুঃ। অররুস্তে দিবং মা স্কানিতি যদাহ। ভ্রাতৃব্যমেব দিবঃ পরিবাধতে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। তে দেবাঃ কেনাপ্যুপায়েনাররুর্ব্বন্ধং ছিত্বা ফলবিঘাতায় স্বর্গং গমিষ্যতীতি মত্বা মন্ত্রেণ বন্ধনং দৃঢ়ীকৃত্য দিবঃ সকাশাদ্যথা পরিতো বাধিতো ভবতি তথা যত্নং কৃতবন্তঃ। তস্মাদাগ্নীধ্রাঞ্জলিনা পাংসুরাশৌ নিরুদ্ধে সতি ভ্রাতৃব্যঃ স্বর্গবাধিতো ভবতি। মন্ত্রান্ ব্যাখ্যায়ানুষ্ঠানং বিধত্তে—"স্তম্বযজুর্হরতি। পৃথিব্যা এব ভ্রাতৃব্যমপহন্তি। দ্বিতীয়ꣳ হরতি। অন্তরিক্ষাদেবৈনমপহন্তি। তৃতীয়ꣳ হরতি। দিব এবৈনমপহন্তি। তূষ্ণীং চতুর্থꣳ হরতি। অপরিমিতাদেবৈনমপহন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। যজুর্মন্ত্রেণ ছিন্নো দর্ভঃ স্তম্বযজুঃ। তচ্চ স্তম্বরূপং স্ফ্যেন ছিত্ত্বোৎকরদেশে

হরেৎ। ত্রিবারমেবং হরণেন লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যো হতো ভবতি। অমন্ত্রকেণ চতুর্থহরণেনা-পরিমিতাদ্ব্রহ্মাণ্ডাৎ সর্ব্বস্মাদ্ভ্রাতৃব্যাবঘাতঃ॥

১০। "বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাহ দিত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসা।"—"কল্পঃ—অথ পূর্ব্বং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি বসবস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসেতি দক্ষিণতো রুদ্রাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসেতি পশ্চাদাদি-ত্যাস্ত্বা পরি গৃহ্ণন্তু জাগতেন ছন্দসেত্যুত্তরতঃ" ইতি। আহবনীয়গার্হপত্যয়োর্ম্মধ্যে বেদিং খনিতুং বেদিমানায় স্ফ্যেন দিক্ত্রয়ে রেখাত্রয়ং কর্ত্তব্যং। সোঽয়ং বেদেঃ পরিগ্রাহঃ। পরিগ্রহীতাঽধ্বর্য্যুর্দ্দিক্ত্রয়ে ক্রমেণ ভাবনয়া বস্বাদিরূপঃ। পরিগ্রাহসাধনভূতঃ স্ফ্যশ্চ ছন্দস্ত্রয়-রূপঃ। তমিমং পরিগ্রাহং বিধত্তে—"অসুরাণাং বা ইয়মগ্র আসীৎ। যাবদাসীনঃ পরাপশ্যতি। তাবদ্দেবানাং। তে দেবা অব্রুবন্। অস্ত্বেব নোঽস্যামপীতি। কিয়ন্নো দাস্যথেতি। যাবৎ স্বয়ং পরিগৃহ্ণীথেতি। তে বসবস্ত্বেতি দক্ষিণতঃ পর্য্যগৃহ্ণন্। রুদ্রাস্ত্বেতি পশ্চাৎ। আদিত্যাস্ত্বেত্যুত্তরতঃ। তেঽগ্নিনা প্রাঞ্চোঽজয়ন্। বসুভির্দ্দক্ষিণা। রুদ্রৈঃ প্রত্যঞ্চঃ। আদিত্যৈরুদঞ্চঃ। যস্যৈবং বিদুষো বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি। ভবত্যাত্মনা। পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। পুরা কদাচিদসুরাণাং বিজয়ে সতি এষা পৃথিবী কৃৎস্নাঽপি তেষামেব স্বভূতাঽসীৎ। দেবানাং কোঽপি ভূম্যংশভূতো নাভূৎ। কিং তু যো দেবো যত্র যদোপবিষ্টো যাবদ্দেশং পশ্যতি তত্র তাবান্দেশস্তস্য দেবস্য তদা স্বাধীনোঽভবৎ। ততো দেবা অসুরানযাচন্ত যুষ্মদধীনায়ামস্যাং পৃথিব্যাং কোঽপ্যংশোঽস্মাকং নিয়তোঽপেক্ষিত স্তত্র কিয়দ্ভূস্থানমস্মভ্যং দাস্যথেতি। ততোঽসুরৈরনুজ্ঞাতা দেবা মন্ত্রৈর্ব্বেদিং স্বকীয়ত্বেন স্বীকৃতবন্তঃ। তস্যাশ্চ বেদেঃ প্রাচ্যামাহবনীয়োঽগ্নিঃ পালকো দক্ষিণাদিষু বস্বাদয়ঃ। ততশ্চতুর্দ্দিক্ষ্ব-বস্থিতানাং দেবানামগ্ন্যাদিমুখেন বিজয় এব। তস্মাদেবং বিদুষো যস্য যজমানস্যাধ্বর্য্যবো যথোক্তমন্ত্রৈর্ব্বেদিং পরিগৃহ্ণীয়ুঃ স যজমানঃ স্বেনৈব রূপেণাভিপ্রখ্যাতো ভবতি। তস্য ভ্রাতৃব্যঃ পরাভবতি। পরিগৃহ্ণন্তীতি বহুবচনং পূজার্থং প্রয়োগভেদাভিপ্রায়েণ বা॥

১১। "দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধসঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রাচীং স্ফ্যেন বেদিমুদ্ধন্তি দেবস্য সবিতুঃ সবে কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধস ইতি" ইতি। আপস্তম্বস্তু শাখান্তরমন্ত্রেণ ভূমেরুপরিভাগাবস্থিতায়াস্তৃণসহিতায়া মৃদ উদ্ধননমভিধায় ব্রূতে—"দেবস্য সবিতুঃ সব ইতি খনতি" ইতি। পরমেশ্বরস্যানুজ্ঞায়াং সত্যাং বেধসঃ সমানা অধ্বর্য্যব ইদমুদ্ধননরূপং খননরূপং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ঈশ্বরানুজ্ঞয়া সর্ব্বৈর্জ্জনৈঃ স্বাভীষ্টং কর্ম্ম ক্রিয়ত ইত্যেতদ্বিদুষাং প্রসিদ্ধমি-ত্যাহ—"দেবস্য সবিতুঃ সব ইত্যাহ প্রসূত্যৈ। কর্ম্ম কৃণ্বন্তি বেধস ইত্যাহ। ইষিতঁ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। বেদের্দ্দিগ্‌দ্বয়ে নিম্নতাং বিধত্তে—'পৃথিব্যৈ মেধ্যং চামেধ্যং চ ব্যুদক্রামতাং। প্রাচীনমুদীচীনং মেধ্যং। প্রতীচীনং দক্ষিণা মেধ্যং। প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতি। মেধ্যামেবৈনাং দেবযজনীং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। ব্যুদক্রামতাং বিভাগমাপ্নুতাং। অংসাকারেণ শ্রোণ্যাকারেণ চ কোণেষু চতুর্ষ্বোন্নত্যং বিধত্তে—প্রাঞ্চৌ বেদ্যঁসাবুন্নয়তি। আহবনীয়স্য পরিগৃহীত্যৈ। প্রতীচী শ্রোণী। গার্হপত্যস্য পরিগৃহীত্যৈ। অথো মিথুনত্বায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি।

অংসয়োঃ শ্রোণ্যোশ্চ প্রত্যেকং যুগ্মতয়া মিথুনত্বং। যদ্বা পুমানংসো যোষিচ্ছ্রোণিরিতি মিথুনত্বং। ভূমেরূর্দ্ধভাগস্য ত্বক্স্থানীয়স্য স্ফ্যেনাপসারণং বিধত্তে—'উদ্ধন্তি। যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপহন্তি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। তমেব বিধিমনূদ্যার্থবাদান্তরমাহ—'উদ্ধন্তি। তস্মাদোষধয়ঃ পরাভবন্তি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ আ° ৯) ইতি। তস্মাদুদ্ধননাদ্ভূমিষ্ঠাস্তৃণস্তম্বা বর্হিরাস্তরণহবিরাসাদনবিরোধিনো বিনশ্যন্তি। ভূমাবত্যন্তং নিরূঢ়ানাং তৃণমূলানামুদ্ধননমাত্রেণাপগমাভাবাৎ পৃথগ্যত্নেন ছেদনং বিধত্তে—"মূলং ছিনত্তি। ভ্রাতৃব্যস্যৈব মূলং ছিনত্তি। মূলং বা অতিতিষ্ঠদ্রক্ষাꣳস্যনূৎপিপতে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। বৈরিণো মূলং নিবাসাধিকরণং গৃহাদিকং। যদি তৃণমূলং ভূমিমতীত্য কিঞ্চিদবতিষ্ঠেত তদা তদনু রক্ষাꣳস্যুদ্ভবেয়ুঃ। তস্মান্মূলং ছেদনীয়ং। ছেদনসাধনং বিধত্তে—"যদ্ধস্তেন ছিন্দ্যাৎ। কুনখিনীঃ প্রজাঃ স্যুঃ। স্ফ্যেন ছিনত্তি। বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। বজ্রেণৈব যজ্ঞাদ্রক্ষাꣳস্যপহন্তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। স্ফ্যস্য বজ্রত্বমন্যত্রস্পষ্টমাম্নাতং—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ। স ত্রেধা ব্যভবৎ। স্ফ্যস্তৃতীয়ং। রথস্তৃতীয়ং। যূপস্তৃতীয়ং" ইতি। প্রাদেশপরিমিতং বেদিখননং বিধত্তে—"পিতৃদেবস্যাহতিখাতা। ইয়তীং খনতি। প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতাং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। যদেয়ং বেদিঃ প্রাদেশপরিমাণমতীত্য খাতা স্যাত্তদা পিতৃদেবত্যত্বাদিয়ং দৈবিকী ন ভবেৎ। ইয়তীমিতি প্রাদেশপরিমাণাভিনয়ঃ। প্রজাপতিসৃষ্টতয়া তদ্রূপং যজ্ঞপুরুষস্য মুখং। তচ্চ প্রাদেশপরিমিতং। অতস্তৎসংমিতাং বেদিং খনেৎ। পক্ষান্তরং বিধত্তে—"বেদির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং চতুরঙ্গুলেঽন্ববিন্দন্। তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খেয়া" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যো বিমুখীভূতা বেদিদেবতা ভূমৌ নিলীনা সতী চতুরঙ্গুলমাত্রং খননেন লব্ধা। তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খনেৎ। তং বিধিমনূদ্যার্থবাদান্তরমাহ—"চতুরঙ্গুলং খনতি। চতুরঙ্গুলে হোষধয়ঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। ওষধিমূলে ভূমেরন্তশ্চতুরঙ্গুলং প্রসৃতে সতি তা ওষধয়ো বায়ুনা নোন্মূল্যন্তে। পক্ষান্তরং বিধত্তে—"আ প্রতিষ্ঠায়ৈ খনতি। যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি।" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ ২ অ° ৯) ইতি। যদি চতুরঙ্গুলপ্রমাণেন প্রাদেশপ্রমাণেন বা সিকতাদিপ্রযুক্তশৈথিল্যাদ্ভূমির্ন লভ্যেত তদা তল্লাভপর্য্যন্তং খনেৎ। দক্ষিণস্যাং দিশ্যৌন্নত্যং বিধত্তে—"দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি। দেবযজনস্যৈব রূপমকঃ।" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি। প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতীত্যনেনৈব সিদ্ধেঽপ্যৌন্নত্যে পুনরপি কুড্যাকারেণ মৃত্তিকাপ্রক্ষেপোঽত্র বিধীয়তে। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। লোষ্টভাবরহিতাং সিকতয়া সদৃশীং মৃদং বেদ্যাং সর্ব্বত্র বিকিরেদিত্যাহ—"পুরীষবতীং করোতি। প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং। প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ পুরীষবন্তং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৯) ইতি।

১২। "ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসি।"—কল্পঃ—"উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি ঋতমসীতি দক্ষিণত ঋতসদনমসীতি পশ্চাদৃতশ্রীরসীত্যুত্তরতঃ" ইতি॥ ঋতং সত্যং। তচ্চ সত্যত্বং ত্রিষ্বস্তি বেদ্যাং হবিষি ফলে চ। অসুরদানাৎপূর্ব্বমাসীনো দেবো যাবন্তং ভূদেশং পশ্যতি ন তস্য দেবযজনত্বং নিয়তং। অতোঽনৃতত্বং। বেদেরদত্তত্বাত্তস্য পুনঃ পরাবর্ত্তত ইত্যৃতত্বং। ততো হে বেদে ত্বমৃতমসি। হবিষঃ ফলহেতুত্বং ন কদাচিদ্ব্যভিচরতীত্যস্তি সত্যত্বং। তচ্চ সত্যং হবিরস্যাং

বেদ্যাং সীদতি। ততো হে বেদে ত্বমৃতসদনমসি। ফলস্যাবশ্যংভাবিত্বাদস্ত্যতত্ত্বং। তচ্চ ফলং হবির্দ্ধারেণ বেদ্যা শ্রীয়তে। ততো হে বেদে ত্বমৃতশ্রীরসি। বিধত্তে—"উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি। এতাবতী বৈ পৃথিবী। যাবতী বেদিঃ। তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজ্য। আত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বেদিব্যতিরিক্তায়া ভূমেরাসুরত্বেন কর্ম্মণ্যনুপযোগাদুপযুক্তা ভূমির্ব্বেদিরেব। তথা সতি পূর্ব্বপরিগ্রাহেণ মহাভূমেঃ সম্বন্ধিনো বেদিরূপাদেব তাবতঃ প্রদেশাদ্বৈরিণং নিঃসার্য্য স্বার্থমুত্তরপরিগ্রাহং কুর্য্যাৎ। মন্ত্রার্থো মন্ত্রপদেম্বেবাভিব্যক্ত ইত্যাহ—ঋতমস্যৃতসদনমস্যৃতশ্রীরসীত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ". (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি॥

১৩। "ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপিশন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্য্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রতীচী৺ স্ফ্যেন বেদিং যোযুপ্যতে ধা অসি স্বধা অস্যুর্ব্বী চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্য্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"ধা অসি স্বধা অসীতি প্রতীচীং বেদি৺ স্ফ্যেন যোযুপ্যতে, উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুরিতি বেদিমনুবীক্ষতে" ইতি। যোযুপ্যতে সমী করোতি। বিবিধং রপণং শব্দনমুচ্চৈরূপাংশুত্বাদিভেদেন মন্ত্রোচ্চারণং বিরপ্। তদ্বন্ত ঋত্বিজো বিরপ্শাঃ। লোমশব্দবদ্দ্রষ্টব্যং। বিরপ্শা ঋত্বিজো যস্যাং বেদ্যাং সা বেদির্বিরপ্শিনী। তস্যাঃ সম্বোধনং ছান্দসং বিরপ্শিন্নিতি।

হে বেদে ক্রূরস্যোৎকরে পাশৈর্ব্বদ্ধস্যারেরোর্ব্বিসর্পণান্নির্গমাৎ পুরা ত্বং দৈবিকহবিষাং ধারয়িত্র্যসি। স্বধাশব্দেনৈতত্তে তত যে চ ত্বামন্বিত্যাদিনোক্তং পৈতৃকপিণ্ডাদিকমুপলক্ষ্যতে। তেনাপি যুক্তাঽসি। অত এব কৃৎস্নধারণাদিস্তীর্ণা চাসি। পুরোডাশাদিরূপধনবত্ত্বাদ্বস্বী চাসি। দ্রব্যবত্যসি। জীরা জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারো যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রপ্রেরিতা যজমানা যস্যাং পৃথিব্যাং সা পৃথিবী জীরদানুঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। যদ্বা জীরাশ্চ তে দানবশ্চ। ছান্দসো বচনব্যত্যয়ঃ। তাদৃশাঃ পূর্ব্বে যজমানা বেদিরূপাং যাং পৃথিবীং কৃৎস্নভূমেরাসুর্য্যাঃ সকাশাদূর্দ্ধ্বমাদায় চন্দ্রমস্যমৃতকিরণৈঃ সার্দ্ধং স্থাপিতবন্তঃ, ইদানীন্তনাস্তু ধীমন্তস্তামিমাং বেদিং মনসাঽনুচিন্ত্য তস্যাং যজন্তে। সমীকরণং বিধত্তে—"ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি। যদ্বেদিং করোতি। ধা অসি স্বধা অসীতি যোযুপ্যতে শান্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বিশেষণদ্বয়েন কৃৎস্নভূমিরূপত্বমশেষধনোপেতত্বং চ সম্পাদ্যত ইত্যাহ—"উর্ব্বী চাসি বস্বী চাসীত্যাহ। উর্ব্বীমেবৈনাং বস্বীং করোতি'। (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। বিসৃপঃ পুরেত্যুক্ত্যাঽররুপ্রযুক্তমশুচিত্বং নিবার্যত ইত্যাহ—"পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্শিন্নিত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। চন্দ্রমস্যৈরয়ন্নিত্যনুসন্ধানস্য প্রয়োজনমাহ—"উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্যামৈরয়ঞ্চন্দ্রমসি স্বধাভিরিত্যাহ। যদেবাস্যা অমেধ্যং। তদপহত্য। মেধ্যাং দেবযজনীং কৃত্বা। যদদশ্চন্দ্রমসি মেধ্যং। তদস্যামেরয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯) ইতি। এরয়তি আনয়তীত্যর্থঃ। অনুদৃশ্যেতি পদস্যাভিপ্রায়মাহ—"তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইত্যাহানুখ্যাত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ৯)

ইতি। অনুসন্ধানায়েত্যর্থঃ। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমুৎপাদয়তি—প্রোক্ষণীরাসাদয়। ইধ্মাবর্হি-রূপসাদয়। স্রুবং চ স্রুচশ্চ সংমৃড়ঢি। পত্নীং সংনহ্য। আজ্যেনোদেহীত্যাহানুপূর্ব্বতায়ৈ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। বহ্বর্থবিষয়প্রৈষোঽনুক্রমেণানুষ্ঠানায়োপযুজ্যতে। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"প্রোক্ষণীরাসাদয়তি। আপো বৈ রক্ষোঘ্নীঃ। রক্ষসামপহত্যৈ। স্ফ্যস্য বর্ত্মন্নৎসাদয়তি। যজ্ঞস্য সংতত্যৈ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। প্রোক্ষণী-নামপাং বাহুল্যং বিধত্তে—"উবাচ হাসিতো দৈবলঃ। এতাবতীর্ব্বা অমুষ্মিল্লোঁক আপ আসন্। যাবতীঃ প্রোক্ষণীরিতি। তস্মাদ্বহ্বীরাসাদ্যাঃ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। অস্মিন্ যাগে যাবত্যঃ প্রোক্ষণ্য আসাদ্যন্তে তাবত্য এবামুষ্মিল্লোঁক আপো ভবন্তীতি দেবলেনোক্তত্বাদ্বাহুল্যমত্র কর্ত্তব্যং। উৎকরে স্ফ্যস্য পরিত্যাগং ধ্যানবিশিষ্টং বিধত্তে—"স্ফ্যমুদস্যন্। যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুচৈবৈনমর্পয়তি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৯) ইতি। যথোক্তপ্রৈষকালে স্ফ্যস্য তির্য্যগ্ধারণং বিধত্তে—"বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। যদন্বঞ্চং ধারয়েৎ। বজ্রেঽধ্বর্য্যুঃ ক্ষণ্বীত। পুরস্তাত্তির্য্যঞ্চং ধারয়তি। বজ্রো বৈ স্ফ্যঃ। বজ্রেণৈব যজ্ঞস্য দক্ষিণতো রক্ষাংস্যপহন্তি। অগ্নিভ্যাং প্রাচশ্চ প্রতীচশ্চ। স্ফ্যেনোদীচশ্চাধরাচশ্চ। স্ফ্যেন বা এষ্য বজ্রেণায়ো পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যমপহত্য। উৎকরেঽধি প্রবৃশ্চতি। যথোপধায় বৃশ্চন্ত্যেবং" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ১০) ইতি। স্ফ্যস্য বজ্রত্বপ্রতিপাদকং শ্রুত্যন্তরং পূর্ব্বমুদাহৃতং। অন্বঞ্চমভিমুখং। ক্ষণ্বীত ম্রিয়েত। তৎপরিহারায় বেদ্যাঃ পূর্ব্বভাগে তির্য্যঞ্চং ধারয়েৎ। তথা সতি দক্ষিণাগ্রত্বেন বেদের্দ্দক্ষিণাদিশ্যবস্থিতানি রক্ষাংসি হতানি ভবন্তি। আহবনীয়াগ্নিনা পূর্ব্বদিগবস্থিতানসুরান্ হন্তি। গার্হপত্যাগ্নিনা পশ্চিমদিগবস্থিতান্। স্ফ্যস্য মূলেনোত্তরদিগবস্থিতানসুরান্ হন্তি। স্ফ্যস্যাধোধারণয়াঽধস্তনান্। ঊর্ধ্বধারণয়োপরিত-নানিত্যপি দ্রষ্টব্যং। এবং তির্য্যঞ্চং ধারয়ন্নধ্বর্য্যুঃ পাপরূপং বৈরিণমস্যা বেদেরপহত্যোৎকরে ছিনত্তি। যথা কাষ্ঠং কস্মিংশ্চিদাধারেঽবস্থাপ্য লোকাশ্ছিন্দন্তি তদ্বৎ। হস্তপ্রক্ষালনং বিধত্তে—"তস্মাববনেনিক্তে। আত্মানমেব পবয়তে" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ১০) ইতি। স্ফ্যস্যাপি তদ্বিধত্তে - "স্ফ্যং প্রক্ষালয়তি মেধ্যত্বায়। অথো পাপ্মন এব ভ্রাতৃব্যস্য ন্যঙ্গং ছিনত্তি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ১০) ইতি। প্রক্ষালিতঃ স্ফ্যো যজ্ঞযোগ্যো ভবতি। কিং চানেন পাপরূপস্য বৈরিণঃ শরীরং ছিন্নং ভবতি। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"ইধ্মাবর্হিরূপসাদয়তি যুক্ত্যৈ। যজ্ঞস্য মিথুনত্বায়। অথো পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি। উত্তরস্য কর্ম্মণোঽনুখ্যাত্যৈ" (ব্রা॰ কা ৩ প্র॰ ২ অ॰ ১০) ইতি। ইধ্মস্য বর্হিষশ্চোভয়োঃ সহৈব সাদনং পরস্পরং যোগায়। তেন চ যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি। কিং চানেন পাপরূপস্য বৈরিণঃ শরীরং ছিন্নং ভবতি। আগ্নীধ্রস্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"ইধ্মাবর্হিরূপসাদয়তি যুক্ত্যৈ। যজ্ঞস্য মিথুনত্বায়। অথো পুরো রুচমেবৈতাং দধাতি। উত্তরস্য কর্ম্মণোঽনুখ্যাত্যৈ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ১০) ইতি। ইধ্মস্য বর্হিষশ্চোভয়ো সহৈব সাদনং পরস্পরং তেন চ যোগায়। যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি। কিং চৈতামুপসাদনরূপাং দীপ্তিং পুরঃ করোতি। তয়া দীপ্ত্যোত্তরং কর্ত্তব্যং খ্যাপিতং ভবতি। তয়োরূপসাদনে প্রাগগ্রত্বং বিধত্তে—"ন পুরস্তাৎপ্রত্যগুপসাদয়েৎ। যৎপুরস্তাৎ প্রত্যগুপসাদয়েৎ। অন্যত্রাঽহুতিপথাদিধ্মং প্রতিপাদয়েৎ। প্রজা বৈ বর্হিঃ।

অপরাধুন্নাৰ্দ্বর্হিষা প্রজানাং প্রজননং। পশ্চাৎপ্রাগুপসাদয়তি। আহুতিপথেনেধ্মং প্রতিপাদয়তি। সম্প্রত্যেব বর্হিষা প্রজানাং প্রজননমুপৈতি' (ব্রা০ কা ২ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। ইধ্মস্যাহুতিপথঃ প্রাগগ্রত্বং। প্রত্যগগ্রেণ বর্হিষা প্রজানামুৎপত্তির্বিনশ্যেৎ। ততঃ স্বয়ং পশ্চাদবস্থায়োভয়ং প্রাগগ্রমুপসাদয়েৎ। তথা সতীধ্মস্যাহুতিপথো নাপৈতি। সম্প্রত্যেব সমীচীনেন বর্হিষা প্রাজাৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতি। ইধ্মবর্হিষোঃ পরস্পরং দিগ্ভেদং বিধত্তে—'দক্ষিণমিধ্মং। উত্তরং বর্হিঃ। আত্মা বা ইধ্মঃ। প্রজা বর্হিঃ। প্রজা হ্যাত্মন উত্তরতরা তীর্থে। ততো মেধমুপনীয়। যথাদেবতমেবৈনং প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ২ অ০ ১০) ইতি। পিতুর্যজমানস্য দক্ষিণভাগো যুক্তঃ। প্রজায়া উত্তরভাগঃ। তথা সত্যুভয়ং তীর্থে যোগ্যস্থানে সম্পদ্যতে। ততস্তদুভয়ং যজ্ঞং নীত্বা তত্তদ্দেবতামনতিক্রম্য স্থাপিতবান্ ভবতি। এতেন যজমানস্য প্রজাপশুসমৃদ্ধির্ভবতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

'আদদে স্ফ্যং সমাদত্ত ইন্দ্রস্যেত্যভিমন্ত্রয়েৎ। পৃথিবী স্তম্বযজুশ্ছিত্বা হ্যপগৃহ্লাতি ভূরজঃ ॥ ১ ॥
ব্রজং গচ্ছেদ্দদেশং বর্ষ বেদিং সমীক্ষতে। বধা ধূলিং ক্ষিপেদেবং পুনঃ স্তম্বহ্নতিদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥
অথাত্র পূর্ব্ববন্মন্ত্রা অরাঽগ্নীধ্রোঽঞ্জলৌ ধরেৎ। বসন্তিভির্গ্রহোবেদের্দ্ধেব বেদিং খনেদমূম্ ॥ ৩ ॥
খাতোত্তরপরিগ্রাহো ধা অসীতি সমীকৃতিঃ। উদাদায়েতি বেদীক্ষা মন্ত্রোক্তাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—মুখ্যাঙ্গৈতৈব বেদাদেঃ প্রযাজাদ্যঙ্গতাঽপি বা। তদ্বাক্য প্রক্রিয়াযুক্তং মুখ্যাঙ্গত্বস্য বোধকম্ ॥ মুখ্যাঙ্গস্যাপি বেদ্যাদেঃ প্রযাজাদিষু চাঙ্গতা। মুখ্যার্থত্বাৎ প্রযাজাদেশ্চাপূর্ব্বব্যবধানতঃ' ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—বেদ্যাং হবীংষ্যাসাদয়তি বর্হি হবীংষ্যাসাদয়তীতি। তথ, তদ্ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে—'বেদিং খনতি বর্হির্লুনাতি' ইত্যাদয়ঃ। মুখ্যা হবীংষ্যাগ্নেয়পুরোডাশাদীনি। অমুখ্যহবীংষি তু প্রযাজাদ্যর্থানি। তত্র স্বস্বধর্ম্মসহিতানি বেদ্যাদী প্রকরণবলান্মুখ্যহবিষামেবাঙ্গানি। বেদ্যাং হবীংষ্যাসাদয়তীতি বাক্যাৎ সর্ব্বহবিরঙ্গতেতি চেন্ন প্রকরণনৈরপেক্ষ্যেণ স্বতন্ত্রং স্যাৎ, তদা সাদনমাত্রপর্য্যবসানেন যাগাভাবে বৈয়র্থ্যং স্যাৎ সৌমিকহবিষামপ্যেতদ্বেদ্যাসাদনং প্রসজ্যেত। তস্মান্মুখ্যং হবিরঙ্গং বেদ্যাদিকমিতি প্রাপ্তে ব্রূ —অস্তু বৈয়র্থ্যাতিপ্রসঙ্গপরিহারেণ প্রকৃতাপূর্ব্বসাধনভূতহবিঃষু বেদ্যাদেরঙ্গত্বং। প্রযাজাদি হবীংষ্যপি স্বকীয়াবান্তরাপূর্ব্বদ্বারা মুখ্যাপূর্ব্বসাধনান্যেবেতি তদঙ্গত্বমপি বেদ্যাদের্যুক্তং। এ সতি বাক্যস্যাত্যন্তসংকোচো ন ভবিষ্যতি।

পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"পুরোডাশভিবাসান্তস্যাপকর্ষোঽস্তি দর্শকে। বাঽন্ত্যোঽস্বপকৃষ্টায়া বেদের্বৈগুণ্যহানয়ে ॥ অভিবাসাৎ পরা বেদিরিতি তৎক্রমবোধতঃ প্রাগেব বিহিতা দর্শে বেদির্নাতোঽপকর্ষণং" ইতি ॥ "দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুরোডাশস্য কপালে শ্রপিতস্যাঽচ্ছাদনমাম্নাতং—ভস্মনাঽভিবাসয়তীতি। তত ঊর্ধ্বং বেদিরাম্নাতা। তথৈব ক্রমে পৌর্ণমাসীযাগে প্রতিপদ্যমনুষ্ঠানং কৃতং। দর্শযাগে তু বেদেরপকর্ষ আম্নাতঃ—"পূর্ব্বেদ্যুরম বাস্যায়াং বেদিং করোতি" ইতি। তত্র বেদেঃ পূর্ব্বভাবিনোঽভিবাসনান্তস্যাঙ্গসমূহস্যাপক কর্ত্তব্যোঽন্যথা বেদের্বৈগুণ্যপ্রসঙ্গাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদি দর্শঃ পূর্ণমাসীবিকারঃ স্যাত্ত পৌর্ণমাস্যাং কৢপ্তঃ ক্রমো দর্শেঽতিদিশ্যেত। ন ত্বসৌ বিকারঃ। তস্মাৎ কশ্চিৎ ক্রমোঽ

স্বাতন্ত্র্যেণোন্নেয়ঃ। ক্রমোন্নয়নং চ সর্ব্বেষু ধর্ম্মেষ্বাম্নাতেষু পশ্চাৎ পাঠাদিভিঃ সম্পত্স্যতে। বেদিপদার্থশ্চাভিবাসনাদূর্ধ্বং দর্শপূর্ণমাসসাধারণ্যেনাঽম্নাতঃ। বিশেষতস্তু দর্শযাগে পূর্ব্বেদ্যুরেবাঽম্নায়তে। তথা সত্যভিবাসনবেদ্যোঃ ক্রমবোধাৎ প্রাগেব দার্শিকবেদেঃ পূর্ব্বদিনসম্বন্ধাবগমাত্তদেব তস্যাঃ স্থানমিতি বেদেরপি তাবন্নাপকর্ষঃ। তৎ কুতোঽভিবাসনাস্তস্যাঙ্গসমূহস্যাপকর্ষঃ। প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"প্রোক্ষণীঃ সংস্কৃতির্জ্জাতির্যোগো বা সর্ব্বভূমিষু। তথোক্তেঃ সংসকৃতির্জাতিঃ স্যাদ্রূঢ়েঃ প্রবলত্বতঃ॥ অন্যোন্যাশ্রয়তো নাঽদ্যো ন জাতিঃ কল্প্যশক্তিতঃ। যোগঃ স্যাৎ কৢপ্তশক্তিত্বাৎ কৢপ্তির্ব্ব্যাকরণাদ্ভবেৎ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে —"প্রোক্ষণীরাসাদয়তি" ইতি। তত্র প্রোক্ষণীশব্দস্যাভিমন্ত্রণাসাদনাদিসংস্কৃতিঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং। কুতঃ। সর্ব্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কৃতানামেবাপাং প্রোক্ষণীশব্দেনোচ্যমানত্বাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। লোকে জলক্রীড়ায়াং প্রোক্ষণীভিরুদ্বেজিতাঃ স্ম ইত্যসংস্কৃতাস্বপ্সু প্রয়োগাদ্বর্হিরাদিশব্দজ্জাতৌ রূঢ়ত্বাদুদকত্বজাতিঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং। ন চ প্রকর্ষেণোক্ষ্যতে সিচ্যত আভিরিতি যোগোঽত্র শঙ্কনীয়ো রূঢ়েঃ প্রবলত্বাদিতি পক্ষান্তরং। তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যুক্তোঽন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। বিহিতেষ্বভিমন্ত্রণাদিসংস্কারেষ্বনুষ্ঠিতেষু পশ্চাৎসংস্কৃতাস্বপ্সু প্রোক্ষণীশব্দপ্রবৃত্তিঃ। তৎপ্রবৃত্তৌ সত্যাং প্রোক্ষণীশব্দেনাপোঽনূদ্যাভিমন্ত্রণাদিবিধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বং। নাপি জাতিপক্ষো যুক্তঃ। উদকজাতৌ প্রোক্ষণীশব্দস্য বৃদ্ধব্যবহারে পূর্ব্বমকৢপ্তত্বেনেতঃ পরং কল্পনীয়ত্বাৎ। ততো গোশব্দবদশ্বকর্ণশব্দবচ্চ রূঢ়ো ন ভবতি। যোগস্তু ব্যাকরণেন কৢপ্তঃ সোপসর্গাদ্ধাতোঃ করণে ল্যুট্‌প্রত্যয়েন ব্যুৎপাদনাৎ। তস্মাৎ প্রোক্ষণীশব্দো যৌগিকঃ। ঘৃতাদেঃ প্রোক্ষণীত্বং প্রয়োজনং।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি নিগদস্ত্রিবিধাদ্বহিঃ। যজুর্ব্বোচ্চৈস্ত্বধর্ম্মস্য ভেদাদস্য চতুর্থতা॥ পরপ্রত্যায়নার্থত্বাদুচ্চৈস্ত্বং যজুরেব সঃ। তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাত্রৈবিধ্যমিতি সুস্থিতং" ইতি। প্রোক্ষণীরাসাদয়েধ্মাবর্হিরুপসাদয়াগ্নীদগ্নীন্বিহর বর্হিঃ স্তৃণীহীত্যাদয়ো নিগদা আম্নাতাঃ। পরসম্বোধনার্থা মন্ত্রা নিগদাঃ। তে চ পূর্ব্বেভ্য ঋগ্যজুঃসামভ্যো বর্হির্ভূতাশ্চতুর্থপ্রকারাঃ। কুতঃ। পাদগীত্যোর্ঋক্‌সামলক্ষণয়োরভাবাৎ প্রশ্লিষ্টপাঠস্য যজুর্লক্ষণস্য সত্ত্বেঽপি ধর্ম্মভেদেন যজুষ্যন্তর্ভাবানুপপত্তেঃ। উপাংশু যজুষোচ্চৈর্নিগদেনেতি হি ধর্ম্মভেদ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বহির্ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাং পরিব্রাজকাস্ত্বন্তরিত্যত্র সত্যেব পরিব্রাজকানাং ব্রাহ্মণ্যে পূজানিমিত্তো বিশেষো যথা তথা নিগদানাং যজুর্লক্ষণোপেতত্বাদ্যজুষামেব সতাং পরপ্রত্যায়ননিমিত্ত উচ্চৈস্ত্বং ধর্ম্মঃ। ততো মন্ত্রাণাং ত্রৈবিধ্যং সুস্থিতং॥

অথ ব্যাকরণং।

আদদ ইত্যাদৌ স্বরাঃ প্রসিদ্ধাঃ। দক্ষিণ ইত্যত্র স্বাঙ্গাখ্যায়ামাদির্ব্বেত্যাদ্যুদাত্তঃ। পৃথিবীত্যত্র বাক্যাদিত্বেন ষাষ্ঠিকামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অররুরিত্যত্রার্ত্তিবাতোররুপ্রত্যয় আদ্যুদাত্তঃ। গোস্থানমিত্যত্র কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে "তদপবাদেন নুক্তনুব্যাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদিক্রীতাঃ" (পা০ ৬-২-১৫১) মন্নন্তং ক্তিন্নন্তং ব্যাখ্যানাদিচতুষ্টয়ং যাজকাদিগণঃ ক্রীতশব্দশ্চোত্তরপদমন্তোদাত্তং ভবতীত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে "পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং" (পা০ ৬-২-১৯৯) ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তঃ। বর্ষত্বিতি বাক্যাদিঃ। তথা বধানেত্যপি। তত্র শানজাদেশস্য (চিত্বাদন্তোদাত্তঃ)

পাশশব্দো ঘঞন্তঃ। দ্বেষ্টীত্যত্র যচ্ছব্দযোগান্ন নিঘাতঃ। গায়ত্রশব্দস্য তৃচ্ প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়-স্বরঃ। ত্রৈষ্টুভজাগতশব্দয়োরঞ্ প্রত্যয়ে সত্যাদ্যুদাত্তঃ। উর্ব্বীশব্দো ঙীষন্তঃ। বস্বীশব্দো বৃষাদিঃ। পুরাশব্দস্য নিপাতত্বাভাবাদন্তোদাত্তঃ। বিস্থপ ইত্যত্রোত্তরপদস্য কসুন্‌প্রত্যয়ান্তত্বাদা-দ্যুদাত্তঃ। উদাদায়েত্যত্র ল্যপঃ পিত্বাদ্ধাতুস্বরাবশেষে কৃৎস্বরঃ। জীরদানুশব্দো দাসীভারাদিঃ। ঐরয়ন্নিত্যত্র যচ্ছব্দযোগান্নিঘাতাভাবে সতি আডাগমস্য বিহিতমুদাত্তত্বং সতি শিষ্টং। চন্দ্রমসীতি পৃষোদরাদিঃ। অনুদৃশ্যেতি কৃৎস্বরঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

নবম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ বেদী নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হয়। বিনিয়োগ ও ভাষ্য অনুসারে বুঝা যায়,—মৃত্তিকা খননের নিমিত্ত 'স্ফ্য' নামক মৃত্তিকা খননের উপযোগী যন্ত্র-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া, অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য বেদি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত মাটী খুঁড়িতে হইবে। তাই খোন্তার বা কোদালীর ন্যায় কোনও সামগ্রী এস্থলের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে 'স্ফ্য' বলিতে খড়্গাকার যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ পরিগৃহীত হয়। কারণ, তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখে নাই। যাঁহারা যতদূর আদিম অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'স্ফ্য' শব্দে লৌহাগ্রভাগবিশিষ্ট কাষ্ঠদণ্ড (খোন্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্ফ্য! তোমাকে ধারণ করিতেছি।' এস্থলে, কল্পে, 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব" ত্যাদি মন্ত্রের সহিত 'আদদে' মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় 'হে স্ফ্য! অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয়ের এবং পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবপূজার জন্য তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিতেছি।' এই মন্ত্রের পর ঐ স্ফ্যকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণের বিধি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্ফ্য! তুমি ইন্দ্রদেবের দক্ষিণ বাহু, তুমি বহুদীপ্তিশালী, বহু জীবের নাশক, উগ্রতেজের জন্য তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই যজ্ঞের বেদিপ্রস্তুতরূপ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।' ভাষ্যকার বিশেষণগুলির তাৎপর্য্য যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। স্ফ্য, ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় সামর্থ্যসম্পন্ন; তাই তাহাকে 'ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ' বলা হইয়াছে। সেই দক্ষিণ বাহু কিরূপ? অর্থাৎ 'সহস্রভৃষ্টিঃ'—শত্রু-সমূহের মারক, 'শততেজা' অর্থাৎ শতসংখ্যক তেজপূর্ণ আয়ুধযুক্ত। তার পর কেবল যে ইন্দ্রের বাহুর তুল্য তাহা নহে; পরন্তু বায়ু-সদৃশ। কেন না, বায়ু যেমন অগ্নির তীব্রজ্বালা উৎপাদন করিয়া তিগ্মতেজা হয়, স্ফ্য তেমনি বক্ষ্যমাণ ভূখননরূপ তীব্র কর্ম্ম করে বলিয়া স্ফ্য তিগ্মতেজা। স্থূলতঃ, মন্ত্রের

দ্বিতীয় ভাগে স্ফ্যয়ের মহিমা এবং তৃতীয় ভাগে তেজঃ জন্য বায়ুর সহিত স্ফ্যয়ের উপমা পরিকল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে।

অতঃপর, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর সম্বোধন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেদি প্রস্তুতের জন্য মৃত্তিকাদি খননের সময় মন্ত্র-কয়টী প্রধানতঃ তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—'পৃথিবী'; পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—তৃণসমূহ; ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধন বেদি; এবং সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধন- সবিতা দেবতা। তদনুসারে ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি! তোমার ওষধী অর্থাৎ তৃণসমূহের মূলকে আমি নষ্ট করিতেছি না।' স্ফ্যয়ের দ্বারা ভূরজ অর্থাৎ তৃণ সহিত মৃত্তিকা গ্রহণান্তর চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের ভাব এই যে—'ধূলি অপনয়নে পৃথিবী হইতে অররু নামক শত্রু নষ্ট হউক।' পঞ্চম মন্ত্রে স্ফ্য দ্বারা খনিত সতৃণ মৃত্তিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়, 'হে তৃণসমন্বিত অপাংস, তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর। ষষ্ঠ মন্ত্র বেদির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ,—'হে বেদি! দ্যুলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক করুন।' সপ্তম মন্ত্র, খনন হইতে উৎখাত তৃণ সহ মৃত্তিকা-সমূহকে উত্তোলন-পূর্ব্বক উৎকরে (খামারে) নিক্ষেপ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ধতামিস্র নরকে) লইয়া গিয়া শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন। কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না।'

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকাখননের এবং বেদি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি পরিবর্ণিত। তদনুসারে 'অপহতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্ফ্যয়ের দ্বারা মৃত্তিকায় দ্বিতীয় বার আঘাত করিয়া কতকগুলি মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে। তার পর, 'ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং' মন্ত্রে মৃত্তিকা পরিত্যাগ', 'বর্ষতু স্তৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেক এবং 'বধান দেব সবিতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি পরিত্যাগ। ফলতঃ, তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভৃতি মন্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তৎসমুদায়েরই পুনরুল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-সমূহের সহিত অভিন্ন। মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল দ্বারা তাহাকে মাখিয়া কাদা করিয়া লইয়া, যেরূপভাবে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই মন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ঠিক তদনুরূপ। এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যানুসারী অর্থ তৃতীয় হইতে সপ্তম মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বলিয়া মনে করি।

নবম মন্ত্র পাংসুসমূহরূপ উৎকরকে (খামারকে) সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হে পাংসুসমূহরূপ উৎকর! তোমার সংস্পৃষ্ট যে শত্রু, সে যেন স্বর্গে গমন না করে অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ দ্যুলোককে প্রাপ্ত না হয়। দশম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উচ্চারণ করিয়া আহবনীয় এবং গার্হপত্যের মধ্যস্থলে স্ফ্যয়ের দ্বারা এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি দিকে তিনটী রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। সেই রেখাসমূহ বেদির পবিগ্রাহ। সেই রেখাঙ্কিত দিক্‌সমূহে অধ্বর্য্যু মনে মনে যথাক্রমে বসু, রুদ্র এবং আদিত্য দেবতাসমূহের অনুধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিক হইতে 'রুদ্রাস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে পশ্চিম দিক হইতে,

আদিত্যাস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তরদিক হইতে এবং 'তেহগ্নিনা' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্ব্বদিক হইতে রেখা পাত করিবার নিয়ম। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—(ক) বসুদেবগণ তোমাকে গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; (খ) রুদ্রদেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; অদিত্যগণ তোমাকে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন। একাদশ মন্ত্রে বেদি খনন। বেদি-খনন ব্যপদেশে প্রথমতঃ চারি অঙ্গুলি অথবা প্রাদেশ-পরিমিত স্থান খনন করিতে হয়। আর যে পর্য্যন্ত তৃণাদির মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত খনন করিয়া তৃণ-মূল সহ মৃত্তিকা উৎকীর্ণ করিবার বিধি সূত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বিনিয়োগানুসারে ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পরমেশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে অধ্বর্য্যুগণ খননরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় সকলেব স্বাভীষ্টানুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করেন।' দ্বাদশ মন্ত্র বেদি সম্বোধন-মূলক। এই মন্ত্র উচ্চারণে বেদী-প্রস্তুতের জন্য উৎকর পরিগ্রহণ এবং ত্রয়োদশ মন্ত্রে বেদি সমীকরণ। দ্বাদশ মন্ত্রের তাই ভাষ্যানুসারী অর্থ—'হে বেদি! তুমি অমৃত-স্বরূপ হও। হবিঃ সমূহের ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত ব্যভিচার-দোষ পরিহার জন্য তোমার সত্যত্ব প্রখ্যাপিত। সত্য-স্বরূপ সেই হবি বেদীতে নিষিক্ত হউক। হে বেদি! তুমি অবশ্যম্ভাবিত ফলদাতা হও ; অপিচ, ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত তুমি ঋতশ্রী।' দ্বাদশ মন্ত্রে সমীকরণ উল্লিখিত। এ মন্ত্র কখনও বেদিকে এবং কখনও বা হোতৃ-বিশেষকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝা যায়। মন্ত্রের সহিত একটী পৌরাণিক উপাখ্যানেরও সংশ্রব-সূচনা দেখি। সে উপাখ্যান - পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ-কালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সার-বস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য সামগ্রী অসুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয়। অসুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বেদি মার্জ্জনা করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'ক্রূর অসুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্ব্বকালে পৃথিবীর যে সার-ভাগ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক বেদের সহিত ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, হে যজ্ঞ-বেদি! তুমিই সেই সামগ্রী। তদনুসারে তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া মেধাবিগণ যজনা করিতেছেন।' মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ,—'হে বেদি! তুমি দৈবিক-হবির ধারণকর্ত্রী হও। তুমি পৈত্রিক-পিণ্ডযুক্ত হও। অতএব তুমি বিস্তীর্ণ এবং পুরোডাশাদি-রূপ ধন ধারণ কর বলিয়া 'বস্বী' অর্থাৎ ধনবতী হও।'

'দ্বাদশ মন্ত্রের ন্যায় এই অনুবাকের আরও কয়েকটা মন্ত্র সম্বন্ধে উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই। সেই সকল উপাখ্যানে ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রগুলি কিরূপ পল্লবিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয়। বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা এতৎপ্রসঙ্গে উপাখ্যান-সমূহের উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্র পৃথিবী সম্বোধনে প্রযুক্ত। পুরাকালে বিষাদ নামক অসুর পৃথিবীকে হিংসা করিত। [illegible]গণ যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত না হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। বৃত্রবধে ইন্দ্রের প্রভাব অবগত হই[illegible] অসুর পৃথিবীর প্রতি প্রধাবিত হয়। পৃথিবী তখন মেদ-রূপ ধারণ করেন। সেই জন্য পৃথিবীকে 'দেবযজনি' বলা হইয়াছে। অররু-নামক অসুর পৃথিবীতে শয়ন করিয়া পৃথিবীকে আবরণ করে। তাহাতে পৃথিবীর বিলোপ-সাধন হয়।

দেবগণ সেই অররুকে নিহত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। 'বধান দেবঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তৃণ-সহিত মৃদপসারণে সেই অররু নামক অসুরের নিধন সাধিত হয় বলিয়া মন্ত্র প্রয়োগের সার্থকতা। অষ্টম মন্ত্রে রেখাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অররু নামক অসুর বিতাড়িত হয়। কোনও উপায়ে বন্ধন-ছেদন করিয়া অররু স্বর্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবগণ এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার বন্ধন দৃঢ় করেন। সেই জন্যই আগ্নীধ্রগণ অঞ্জলি দ্বারা পাংশু-রাশিকে আবদ্ধ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন দর্ভকে স্তম্ব-রূপে বদ্ধ করিয়া স্ফ্যয়ের দ্বারা তাহাকে ছেদনান্তর উৎকরদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। তিন বার ছেদনে এবং তিন বার নিক্ষেপে শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। বিনা মন্ত্রে চতুর্থ বার ছেদনে ও নিক্ষেপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতে শত্রুগণ বিতাড়িত হইয়া থাকে। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির চতুর্দ্দিকে রেখাঙ্কন সম্বন্ধেও একটী উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটী এই,—পুরাকালে এক সময়ে অসুরগণ দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া পৃথিবী অধিকার করিয়া লয়। তখন দেবগণের কেহই আর পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না। কিন্তু যে দেবতা যখন যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখান হইতে যতদূর পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়াছিল, সেই সকল ভূ-খণ্ডে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তার পর, অসুরগণের নিকট দেবগণ কিঞ্চিৎ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের অধীনস্থ পৃথিবীর যে কোনও অংশ আমাদিগের অপেক্ষিত; সুতরাং তোমরা আমাদিগকে সেই অংশ প্রদান কর। তদনন্তর অসুরদিগের আদেশে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা বেদি স্বীকার করিয়া লয়েন। তাহাতে বেদির চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেবগণ অগ্নি-মুখে বিজয় লাভ করেন। তদনুসারে বেদির পূর্ব্বদিকে আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্‌সমূহে বসু প্রভৃতি নামক অগ্নি বেদির পালক। সেই হেতু, অধ্বর্য্যুগণ এই মন্ত্রের দ্বারা যে ভাবে বেদি পরিগ্রহণ করেন, সেই সেই ভাবে যজমান অভি-প্রখ্যাত হন; তাঁহার শত্রুগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বেদি প্রস্তুতের সময় যে চতুরঙ্গুলি পরিমিত ভূমি প্রথমে খনন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণে একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যান কোনও কারণে দেবগণের প্রতি বিরূপ হইয়া বেদি-দেবতা মৃত্তিকা মধ্যে বিলীন হন। তার পর দেবগণ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া, চারি অঙ্গুলি ভূমি উৎখাত করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এই জন্যই প্রথমে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি কর্ষণের নিয়ম। কিন্তু চারি অঙ্গুলি বা প্রাদেশ পরিমিত ভূমি কর্ষণেও, বালুকাদি প্রযুক্ত যদি ভূমি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খননের বিধি নিবদ্ধ আছে।

'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, তাহা এই,—'আদদে' মন্ত্রে স্ফ্য গ্রহণান্তর 'ইন্দ্রস্য' মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। 'পৃথিবী' প্রভৃতি মন্ত্রে স্তম্বযজুঃ ছিন্ন করিয়া 'অপহতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ভূমি হইতে ধূলি গ্রহণান্তর 'ব্রজং গচ্ছ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই তৃণ-সমন্বিত মৃত্তিকা উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবার বিধি। অনন্তর 'বর্ষতু' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, 'বধান' প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিবে। তার পর, 'অপহতঃ' প্রভৃতি কয়েকটী মন্ত্রে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণাদি নিক্ষেপ এবং 'অরাতয়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে আগ্নীধ্র

কর্তৃক অঞ্জলি দ্বারা সেই স্তম্বাদি ধারণ। 'বসবস্ত্বা' প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে রেখা অঙ্কন, 'দেবস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি খনন। তদনন্তর 'ঋত' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তর পরিগ্রাহ এবং 'ধা অসি' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি সমীকরণ অর্থাৎ বেদিকে মার্জ্জনা করিবে।

এক্ষণে আমরা এই সকল মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে বিতর্কের কোনই প্রয়োজন দেখি না। আমাদের অভিপ্রায় এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের ভাব অপেক্ষা আমাদের নিষ্কর্শিত অর্থ যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তাই, কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা।

আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যজ্ঞকর্ম্মসঞ্জাত কর্ম্মফল। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে—'আমার রূপ হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, স্বর্গলাভ হউক' মানুষ এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রে সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতেছি।' ইহাই নিষ্কামকর্ম্ম-সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল, দেবতার চরণে সমর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপিত করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হইলে, তাঁহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে অশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাহার অমিততেজে পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুগণ বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈব অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক,—ইচ্ছাসত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু'—এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মফল ন্যস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে এই মন্ত্রদ্বয়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্যই পরিব্যক্ত দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়েই সেই একই ভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মফল—সৎকর্ম্মের সুফল—বায়ুর ন্যায় ত্বরিতগতিতে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দেয়। ফলতঃ, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া, অর্থাৎ সকল কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যে অনুষ্ঠানই করা যায়, তাহাই মুক্তির হেতুভূত হইয়া থাকে।

অতঃপর তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। শব্দ মাত্রের সাধারণ অর্থ একপ্রকার, ভাবার্থ অন্যরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অধিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্র মধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। তৃতীয় মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ-দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে,—'হে দেবযজনি পৃথিবি! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।' ইহাতে কি ভাব আসে? এস্থলে 'পৃথিবী' শব্দেরই বা তাৎপর্য্য কি? এবং 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়েরই বা মর্ম্ম কি? তাই নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখানে রূপকে দেবতত্ত্বই লক্ষ্য আছে। 'দেবযজনি' শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'দেবযাগাশ্রয়ভূতে অর্থাৎ

দেবতা পূজিত হয়েন যাহাতে।' দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? আমার দেহ মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? 'পৃথিবি' পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয় ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কর্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে,—সেই কারণ যেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কর্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়,—মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট দেখি। অন্তঃশত্রুই যে কর্ম্মফল অবসানের প্রধান অন্তরায়, তাহারাই যে জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহের মূলীভূত, চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই বিবৃত দেখি। মানুষের অন্তঃশত্রুই সংসারবন্ধন দৃঢ় করিয়া দেয়; তাহাদের প্রভাব বশতঃই মানুষ কর্ম্মফলের অধীন হয়; আর সেই কর্ম্মফলই মানুষকে সংসারের সহিত অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখে। মন্ত্রে তাই অন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বিদ্যমান রহিয়াছে। 'অন্তর হইতে অন্তঃশত্রু বিতাড়িত হউক, আমার কর্ম্মফল অবসানের মূল হৃদয় দৃঢ় হউক'—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—তৃতীয় মন্ত্রে কর্ম্মফলাবসানের আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়-চতুর্থ মন্ত্রে, অন্তঃশত্রুর উপদ্রবে—বিষয়সংসর্গে তাহাতে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা; তৃতীয়—পঞ্চম মন্ত্রে—বিষয়ানুরাগের বিরতিই যে অন্তঃশত্রুনাশের মূল এবং বৈরাগ্য অবলম্বনই যে পুনরাবৃত্তি-নিবারক, তাহাই প্রখ্যাপিত। বৈরাগ্য—বিষয়ানুরাগের বিরতি-পুনরাবৃত্তি-নিবারক, শাস্ত্র তাহা পুনঃপুনঃ ঘোষণ করিয়াছেন। সে বৈরাগ্য—ভগবদনুকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অসদ্বৃত্তি-সমূহই-প্রলোভন-রাশিই—বৈরাগ্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অসদ্বৃত্তি-সমুদায়কে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আসিলে, আমার কর্ম্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হইব। আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটী এই মহান্ লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে', তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্ত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং তদনুসারে ভাষ্যকারের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বেদিপ্রস্তুত জন্য গর্ত্ত খনন করিতে হয়। মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের মর্ম্মার্থ স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করি। পূর্ব্বে মন্ত্রে 'পৃথিবী' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করি। দেবযজনের স্থান—হৃদ্প্রদেশ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিঘ্নকারী শত্রুগণকে দূর করিবার জন্য সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে ভাবার্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। অন্তঃশত্রু যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী

যেন হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়; অর্থাৎ কোনরূপ অসৎকর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে। তার বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা—শত্রুগণকে দূরে রাখিবার ব্যাকুল সকলই পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র-সমূহের ন্যায় এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তঃশ দমনই চরম সাধনা। তদ্দারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্দারাই কল্যাণা স্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে কা

নবম মন্ত্রেও সেই শত্রুনাশের প্রার্থনা। হৃদয়রূপ দেবস্থানে শত্রুর আধিপত্য যেন বি না হয়; অপিচ, অন্তরশত্রুর উপদ্রব নিবারিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারে হৃদয় পবিত্রতা ল করে, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। দশম মন্ত্রের তিনটী বিভাগে ভগবানে আত্মসমর্প ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র কয়টী বেদি সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়। বেদীর চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খ করিয়া গণ্ডী দিয়া, এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া, এক একটী মন্ত্রোচ্চারণের প্রথা আছে। ম ভাষ্যানুসারী অর্থ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে এই ভাব মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায়। যাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না। মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ ক আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মনোবৃ গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক। তাহাতে অন্তর ক্রমে ক্র উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে,—মানুষ অমৃতত্বের পর্য্যন্ত অধিকারী হই পারিবে। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদ অধিষ্ঠিত হন। সুখ ও শান্তি তখন যথাক্রমে মানুষকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের বক্তব্য এই যে, 'মন! তুমি মন্ত্র সহ ভগবানে মিলিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও, প্রশান্তভাব ধারণ ক মুক্তি অধিগত হইবে।'

মন্ত্রে রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাবাচক স্বতন্ত্র পদ থাকিলেও ঐ তিন নামে যে এক অদ্বিতীয় ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একেই তিন, তি এক—ত্রিমূর্ত্তিতে তিনি সংসারে প্রকাশমান। 'আদিত্য' বা ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি, 'বসু' বা বি রূপে স্থিতি এবং 'রুদ্র' বা সংহাররূপে প্রলয়কর্ত্তা তিনি। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের এ বিরাট কল্পনা মন্ত্রত্রয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। এক তিনি, আবার বহু তিনি। যি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার নিকট তিনি সেই রূপে প্রকাশমান। ফলতঃ, মন্ত্রে প্রার্থ কারীর দৃঢ়তা সংসূচনায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ হইয়াছে; নচেৎ, মূল লক্ষ্য সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি। সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই আমরা 'বসবঃ', রুদ্রাঃ এ 'আদিত্যাঃ' শব্দত্রয়ের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। আর তদনুসারেই 'গায়ত্রেণ' 'ত্রৈষ্টুভেন' এ 'জাগতেন' পদত্রয়ের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সে অর্থ—সে ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারি ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'গায়ত্রী' শব্দের অর্থে 'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায় ত্বং ততঃ স্মৃতা' এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 'যে গানকারীকে পরিত্রাণ করে অথবা যে গা দ্বারা পরিত্রাণ করে'—তাহাই গায়ত্রী। এই তাৎপর্য্য হইতে 'গায়ত্রেণ' পদের 'গায়ত্রীছন্দে বিশিষ্টেন' অর্থের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিত্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন বা প্রভাবেন' অর্থ নিষ্প

করিয়াছি। মানুষের প্রধান অভীষ্ট মোক্ষ-লাভ—পরিত্রাণ-প্রাপ্তি। একমাত্র ভগবানই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। 'ত্রৈষ্টুভেন' পদে আমরা 'শত্রুনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শত্রুনাশে—অন্তঃশত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে অভীষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হয়, তদ্বিষয় বহুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্তম্ভঃ' অর্থাৎ স্তম্ভন করা হইতে আমরা শত্রুস্তম্ভনকারী বা শত্রুনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি! অতঃপর 'জাগতেন' পদ। ঐ পদের অর্থ, আমাদের মতে, 'অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ চ প্রভাবেন' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে 'তমসাবৃত' অর্থ অথবা 'গম্' ধাতু হইতে গমন করা অর্থ সূচিত হয়। 'আদিত্যা' পদের সহিত 'জগতী' পদের একত্র সমাবেশে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানোদয়ে যে অভীষ্ট সামগ্রী লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, মন্ত্রের বিভাগত্রয়ের লক্ষ্য এক অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে সেই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে কর্ম্মফল সমর্পণ, তার পর আত্মসমর্পণ!—মন্ত্র-সমূহ কি এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রও উচ্চভাব-মূলক। ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, তিনি না করাইলে মানুষ যে কোনও সদনুষ্ঠানেই সমর্থ হয় না,—একাদশ মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; আর হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া অন্তরকে ভগবৎ-কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইতে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রেরণা, তার পর অন্তরের উদ্বোধনা—এতদুভয় ভিন্ন কোনও সদনুষ্ঠানেই সাফল্য লাভ হয় না। ত্রয়োদশ মন্ত্রে মনই যে সকলের মূলীভূত, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। মনে যদি সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের প্রবৃত্তি না জন্মে, কাহার সাধ্য সে কর্ম্ম সাধন করে? তাই একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের প্রেরণা, তার পর অন্তর্বৃত্তির উন্মেষণোদ্বোধনা এবং পরিশেষে মনের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্তি। পর পর মন্ত্র-ত্রিতয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি।

তার পর চতুর্দ্দশ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। তবে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র-সম্বন্ধে ভাষ্যকারে অভিমত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে আমাদের তাৎপর্য্যের বিষয় অনুধাবন করুন। আমরা এই মন্ত্রকে ভগবৎ-সম্বোধন-মূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিরপ্শিন্' প্রভৃতি কয়েকটী পদের অর্থ লইয়া ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। 'বিরপ্শাঃ' পদে ভাষ্য মতে ঋত্বিক্‌গণ নির্দ্দিষ্ট হয়। 'বিরপশাঃ' অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণ যুক্ত যে—এই অর্থে 'বিরপ্শিন্' পদে বেদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা ঐ পদে ভগবানকে বুঝিয়াছি। মন্ত্রস্থিত 'পুরা' পদ আমরা 'নিত্যকাল' অর্থে গ্রহণ করিলাম। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই 'পুরা' তাহারই পূর্ব্বের ভাব দ্যোতনা করে। তাহাতে অনন্ত-অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংসূচিত হইয়া আসিবে। 'ক্রূরস্য' পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—'হিংস্রক রিপু-শত্রুর'; 'বিসৃপো' শব্দের সহিত উহা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আমরা উহার অর্থ সংগ্রামে আমনন করিলাম। 'জীরদানুম্' পদে 'জীরদ বা জীবদ' 'অনু' অর্থাৎ 'জীবের প্রাণ-

স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণ-ধারণই বৃথা। 'পৃথিবীং' পদে 'পার্থিব-সম্বন্ধ' হইতে অর্থাৎ 'মায়া ভ্রান্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে ঊর্দ্ধে গ্রহণ করার—মূর্দ্ধি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সুষ্ঠু সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রূর রিপু-শত্রুর দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পার্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশের হেতুভূত। মন্ত্রাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে মূর্দ্ধি-দেশে জ্ঞানাধারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রু-সমরে আমি বিজয় লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় অনুধাবন করুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবের দ্বারা 'জীরদানুম্' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবানু-কম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চ্চনায় শুদ্ধসত্ত্ব ভাব পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশে' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যে মূর্দ্ধিদেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের তাহাই আশ্রয়-স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের দুইটী অন্বয় পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, প্রথমে তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রথম অন্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রে 'বিরপশিন্' পদ যদিও সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অন্বয়ে তদনুসরণে আমরা যদিও সেই সম্বোধন-রূপেই 'বিরপ্শিন্' পদকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রথম অন্বয়ে ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। 'জীরদানুং' পদের অর্থ, প্রথম অন্বয়ে 'জীবন-শীলস্য দানবস্য উপদ্রবাৎ' নিষ্পন্ন করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারঃ।' এখানে 'দানবঃ' পদে ভাষ্যকার হবির্দ্দানকারী অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্যত্র অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। শব্দের অর্থ সর্ব্বত্র একই প্রকার না হইলে বড়ই বিসদৃশ হয়। আবশ্যক মত একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা সাধন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার 'জীরদানুং' পদকে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভক্তিব্যত্যয়ে আমরা উহাকে পঞ্চম্যান্ত অর্থ গ্রহণ করি। 'পুরা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারের অর্থের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে অররু নামক অসুরকে পাশবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে রাখা হয়। উৎকরে পাশবদ্ধ 'অররু' অসুরের নির্গমনের পূর্ব্বে বেদি দৈবিক হবিঃ ধারণ করিয়া ছিল—'পুরা' পদে ভাষ্য মতে এই অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ঐ 'পুরা' পদে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ খ্যাপন করি না। আমাদের মতে 'পুরা' পদে 'নিত্যকাল, সদা-সর্ব্বদা' অর্থ সংসূচিত করে। মানুষের অন্তরদেশে অসুরের উপদ্রব নিরন্তরই চলিয়াছে।

কামক্রোধাদি রিপুশত্রু মানুষকে নিত্যকাল বিপর্য্যস্ত করিতে প্রযত্নপর। অসুরের সেই উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। মন্ত্রের সহিত যে উপাখ্যান বিজড়িত, তদনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—পূর্ব্বে যজমানগণ বেদিরূপা যে পৃথিবীকে ভুবিসংশৃষ্ট অসুরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রের অমৃতকিরণের সহিত ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইদানীং ধীমানগণ সেই বেদিকে মনে মনে অনুধ্যান করিয়া পূজা করেন।' যজ্ঞের আধার বলিয়া অথবা সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া 'পৃথিবী' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা। আমরা এখানে লৌকিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছি না। আমরা মানব যজ্ঞের প্রতিই লক্ষ্য করি। সেই হিসাবেই আমরা 'পৃথিবীং' পদের অর্থ করিয়াছি,— 'হৃদ্রূপং আধারং।' আর তদনুসরণে 'চন্দ্রমসি' পদের অর্থ করিয়াছি—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ।' তাহাতে মন্ত্রের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে,—'হে ভগবন্! ইতস্ততঃ বিসর্পণশীল মহাশক্তিসম্পন্ন দানবগণের উপদ্রব হইতে হৃদয়রূপ যে আধারক্ষেত্রকে আপনি নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, সেই আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ হৃদয়কে সজ্জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনারই পূজায় নিয়োজিত করেন।' এখানে আত্মসম্মিলনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৯অনুবাক)॥

—— * ——

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

(১) প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োঽগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামি।

(২) গোষ্ঠং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহং সং মার্জ্মি বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীং সং মার্জ্মি।

(৩) আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং তনূম্। অগ্নেরনুব্রতা

ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কম্।

(৪) সুপ্রজসস্ত্বা বয়ং সুপত্নীরুপ সেদিম। অগ্নে

সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্।

(৫) ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ।

ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে

সহ পত্যা করোমি।

(৬) সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চ্চসা পুনঃ। সং পত্নী পত্যাঽহং

গচ্ছে সমাত্মা তনুবা মম।

(৭) মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নিঃ বপামি।

(৮) মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসোঽদব্ধেন ত্বা

চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়।

(৯) তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈৎ।

(১০) অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভব।

(১১) শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি।

(১২) দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(১৩) শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে গৃহ্ণামি।

(১৪) জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে গৃহ্ণামি॥ ১০॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) প্রতুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্। রক্ষঃ। প্রত্যুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ। অরাতয়ঃ। অগ্নেঃ। বঃ। তেজিষ্ঠেন। তেজসা। নিঃ। ইতি। তপামি।

(২) গোষ্ঠমিতি গো—স্থম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্। বাজিনম্। ত্বা। সপত্নসাহমিতি সপত্ন—সাহম্। সমিতি। মার্জ্মি। বাচম্। প্রাণমিতি প্র—অনম্। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্। প্রজামিতি প্র—জাম্। যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্ বাজিনীম্। ত্বা। সপত্নসাহীমিতি সপত্ন—সাহীম্। সমিতি। মার্জ্মি।

(৩) আশাসানেত্যা—শাসানা। সৌমনসম্। প্রজামিতি প্র—জাম্। সৌভাগ্যম্। তনুম্। অগ্নেঃ। অনুব্রতেত্যনু ব্রতা। ভূত্বা। সমিতি। নহ্যে। সুকৃতায়েতি সু—কৃতায়। কম্।

(৪) সুপ্রজস ইতি সু—প্রজসঃ। ত্বা। বয়ম্। সুপত্নীরিতি সু—পত্নীঃ। উপেতি। সেদিম। অগ্নে। সপত্নদম্ভনমিতি সপত্ন—দম্ভনম্। অদব্ধাসঃ। অদাভ্যম্।

(৫) ইমম্। বীতি। স্যামি। বরুণস্য। পাশম্। যম্। অবধ্নীত। সবিতা। সুকেত ইতি সু—কেতঃ। ধাতুঃ। চ। যোনৌ। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। স্যোনম্। মে। সহ। পত্যা। করোমি।

(৬) সমিতি। আয়ুষা। সমিতি। প্রজয়েতি প্র—জয়া। সমিতি। অগ্নে। বর্চ্চসা।

পুনঃ। সমিতি। পত্নী। পত্যা। অহম্। গচ্ছে।

সমিতি। আত্মা। তনুবা। মম।

(৭) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। ওষধীনাম্। রসঃ। তস্য। তে।

অক্ষীয়মাণস্য। নিরিতি। বপামি

(৮) মহীনাম্। পয়ঃ। অসি। ওষধীনাম্। রসঃ। অদব্ধেন। ত্বা। চক্ষুষা।

অবেতি। ঈক্ষে। সুপ্রজাস্ত্বায়েতি সুপ্রজাঃ—ত্বায়।

(৯) তেজঃ। অসি। তেজঃ। অনু। প্রেতি। ইহি। অগ্নিঃ। তে।

তেজঃ। মা। বীতি। নৈৎ।

(১০) অগ্নেঃ। জিহ্বা। অসি। সুভূরিতি সু ভূঃ। দেবানাম্। ধাম্নেধাম্ন ইতি

ধাম্নে-ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ ইতি যজুষে—যজুষে। ভব।

(১১) শুক্রম্। অসি। জোতিঃ। অসি। তেজঃ। অসি।

(১২) দেবঃ। বঃ। সবিতা। উদিতি। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ।

বসোঃ। সূর্য্যস্য। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ।

(১৩) শুক্রম্। ত্বা। শুক্রায়াম্। ধাম্নেধাম্ন ইতি ধাম্নে—ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ

ইতি যজুষে—যজুষে। গৃহ্নামি। (১৪) জ্যোতিঃ। ত্বা। জ্যোতিষি। অর্চ্চিঃ। ত্বা। অর্চ্চিষি।

ধাম্নেধাম্ন ইতি ধাম্নে—ধাম্নে। দেবেভ্যঃ। যজুষেযজুষ ইতি

যজুষে - যজুষে। গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ—সৎপ্রতিবন্ধকঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু ইতি শেষঃ। 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বুদ্ধিঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু।

(খ) 'অগ্নে' (জ্ঞানোদ্ভাসিতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'তেজিষ্ঠেন' (অত্যুগ্রেণ, অভীষ্টপূরকেণ—ভগবৎপ্রাপকেণ ইত্যর্থঃ) 'তেজসা' (কর্ম্মশক্ত্যা, জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি ভাবঃ) পুনরপি 'নিষ্টপামি' (উদ্দীপ্তাঃ করোমি—উদ্দীপয়ামি ইতি ভাবঃ)।

২। (ক) হে মনঃ! 'গোষ্ঠং' (সত্ত্বভাবং) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (মা বিনাশয়ামি) তথা 'বাজিনং' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংমাজ্মি' (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ)। সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! 'বাচং' (সৎকথনসামর্থ্যং—সত্যানুরাগং ইতি যাবৎ) 'প্রাণং' (সৎকর্ম্মশীলং জীবনং) 'চক্ষুঃ' (সদ্বস্তুদর্শনসামর্থ্যং—দূরদৃষ্টিং, জ্ঞানদৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) 'শ্রোত্রং' (সৎপ্রসঙ্গশ্রবণসামর্থ্যং—ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনশ্রবণসামর্থ্যং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং, জনহিত-প্রবৃত্তিং) 'যোনিং' (সদ্বৃত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি) তথা 'বাজিনীং' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থা) 'সপত্নসাহীং' (শত্রূণাং অভিভবয়িত্রীং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সংমাজ্মি' (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইত্যর্থঃ)। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ।

৩। হে চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'সৌমনসং' (ভগবৎপ্রীতিং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং) 'সৌভাগ্য'

(পরমৈশ্বর্য্যং - মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) 'তনূং' (শরীরং, কর্ম্মফলাবসানং ইতি ভাবঃ) 'আশাসানা' (কাময়মানা সত্যা) বর্ত্তসে ইতি শেষঃ। অতঃ 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষাং ইত্যর্থঃ) 'অনুব্রতা' (অনুসারিণী) 'ভূত্বা' (সত্যা - পরাজ্ঞানং লব্ধ্বা ইতি ভাবঃ) যথা ত্বং 'কং' (সুখং—পরমানন্দং ইতি যাবৎ) অবাপ্স্যসি, তথা ত্বাং 'সুকৃতায়' (শোভনকর্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কর্ম্মণি ইত্যের্থঃ) 'সংনহ্যে' (সম্যক্‌প্রকারেণ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

যা মম চিত্তবৃত্তি 'অগ্নেরনুব্রতা' (জ্ঞানানুসারিণী) 'ভূত্বা' (সত্যা) 'সৌমনসং' (ভগবৎ-প্রীতিং) 'প্রজাং' (লোকানুরাগং) 'সৌভাগ্যং' (মোক্ষরূপং পরমৈশ্বর্য্যং) 'তনূং' (সৎকর্ম্ম-শীলং জীবনং—যদ্বা, কর্ম্মফলাবসানং ইতি ভাবঃ) 'আশাসানা' (কাময়মানা সত্যা) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, তাং এতাং চিত্তবৃত্তিং ইতি যাবৎ 'সুকৃতায়' (শোভনকর্ম্মণে—ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতে কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'কং' (সুখং—নিত্যানন্দং) যথা ভবতি তথা 'সংনহ্যে' (সম্যক্ বিনি-য়োজয়ামি ইতি শেষঃ)।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'সুপ্রজসঃ' (লোকানুরাগসম্পন্নাঃ, বিশ্ব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া উদ্‌বুদ্ধাঃ ইতি ভাবঃ) 'সুপত্নীঃ' (শোভনপত্নীযুক্তাঃ, সদ্বুদ্ধিসমন্বিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'অদব্ধাসঃ' (কেনাপ্যহিংসিতাঃ, শত্রোকপদ্রবরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ, সৎকর্ম্মনিরতাঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) 'সপত্নদম্ভনং' (সর্ব্বশত্রুবিনাশকং) 'অদাভ্যং' (অপ-রাজেয়ং) ত্বাং 'উপ সেদিম' (উদ্দীপয়াম, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। সদ্‌বুদ্ধিলাভায় তথা লোকানুরাগবর্দ্ধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৫। 'বরুণস্য' (মম কর্ম্মণা সঞ্জাতস্য, কামনাদিজনিতস্য ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং প্রসিদ্ধং) 'পাশং' (সংসারবন্ধনং) 'অবধ্নীত' (অহং কৃতবানস্মি) 'সুকেতঃ' (শোভনপ্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞানাধারঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান—যদ্বা, তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (বন্ধনং, সংসারবন্ধনং ইত্যর্থঃ) 'বি ষ্যামি' (বিশেষেণ বিমুঞ্চামি)।

(খ) তথা সতি অহং 'সুকৃতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ফলভূতে ইতি ভাবঃ) 'লোকে' (পরমপদি ইতি যাবৎ অধিষ্ঠিতঃ সন্ ইতি শেষঃ) 'ধাতুঃ' (বিধাতুঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'যোনৌ' (উৎপত্তিমূলে, যদ্বা –হৃদ্‌রূপে ভগবদধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'পত্যা সহ' (সদ্ভাবাদিভিঃ সঙ্গতঃ সন) যথা 'মে' (মম) 'স্যোনং' (সুখং, পরমসুখং পরমানন্দং চ ইতি যাবৎ) ভবতি তথা 'করোমি' (সম্পাদয়ামি)। চ এব পাদপূরণে।

অত্র প্রথমপাদে সঙ্কল্পঃ দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্বোধনঃ বর্ত্ততে। পরাজ্ঞানং হি বন্ধনচ্ছেদকং। হৃদয়ং যদি জ্ঞানেন উদ্ভাসিতং বর্ত্ততে, বন্ধহেতুভূতং কর্ম্মমূলং [illegible] নশ্যতি। তদা ভগবদনুগ্রহ-লাভঃ সুগমঃ ভবতি। তস্মাৎ সঙ্কল্পঃ অহং ভগবদনুসারিণঃ ভবেয়ং।

৬। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'আয়ুষা' (পূর্ণায়ুষ্কালেন, সৎকর্ম্মসমন্বিতেন জীবনেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি ইত্যর্থঃ)। তবার্চ্চনেন অহং সৎকর্ম্মশীলং জীবনং লভেয়ং ইতি ভাবঃ।

(খ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'প্রজয়া' (লোকানুরাগেণ

জনহিতসাধনেন চ সহ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্ত্তিষ্যামি ইতি যাবৎ)। ভগবদারাধনেন অহং জনহিতসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং।

(গ) 'অগ্নে' (জ্ঞানদাতঃ হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'বর্চ্চসা' (তেজসা, জ্ঞান-জ্যোতিষা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্ত্তিষ্যামি ইতি যাবৎ)। জ্ঞানপ্রভাবেন অহং ভগবৎপূজনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়ামি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'পত্নী' (অনুগতঃ ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'পত্যা' (জগতাং স্বামিনা, ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) যথা অবতিষ্ঠেয়ং তথা 'সংগচ্ছে' (সাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। অপিচ, 'তনুবা' (বিয়োগঃ) কদাচিদপি মা ভূৎ ইতি শেষঃ। পতিব্রতা পত্নী যথা ছায়াবৎ স্বামিনঃ অনুগামিনী ভবতি, তথাহং ভগবতঃ একান্তানুরাগী ভবানি।

(ঙ) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'আত্মা' (জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) 'সং' (চিরং গচ্ছতু, পরমাত্মনি ইতি ভাবঃ)। অত্র আত্মনি আত্মসম্মিলনায় সঙ্কল্প বর্ত্ততে।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃত-স্বরূপঃ, জীবনকারণঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু। সঙ্কল্পস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ, পরিরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(গ) হে মনঃ! 'তস্য' (তথাবিধস্য) 'অক্ষীয়মাণস্য' (ক্ষয়রহিতস্য, অক্ষরাব্যয়স্য ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব স্বরূপং—ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'নির্ব্বপামি' (ভগবৎকর্ম্মসু বিনিয়োজয়ামি)।

৮। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ইতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু ইতি ভাবঃ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ পরিরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ইতি শেষঃ।

(গ) অতঃ হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুপ্রজাস্ত্বায়' (শোভনপ্রজানিষ্পত্তয়ে, যদ্বা—শুদ্ধ-সত্ত্বাদেঃ সংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ, জনহিতসাধনায় বা ইত্যর্থঃ) 'অদব্ধেন' (প্রীত্যাতিশয়যুক্তেন) 'চক্ষুষা' (দৃষ্ট্যা) 'অবেক্ষে' (সন্দর্শয়ামি ইতি শেষঃ)।

৯। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! ত্বং 'তেজঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা দীপ্তিমন্তঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'তেজঃ' (তেজস্বরূপঃ—জ্ঞানেনোদ্ভাসিতঃ) ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অনুপ্রেহি' (অনুপ্রবিশ, ভগবতা সহ সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান) 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'তেজঃ' (জ্ঞানং—শক্তিং) 'মা বি নৈৎ' (মা অপনয়তু)। অত্র ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিতং সত্য ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ভবতি ইতি ভাবঃ।

১০। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'জিহ্বা' (রসনা—আহ্বান-কারী) ভবসি; অথবা জ্বালারূপায়াঃ জিহ্বায়াঃ যদ্বা তেজোরূপেণ কিরণেন ত্বং 'অগ্নেঃ' উৎপাদকরূপেণ বর্ত্তসে। অতএব 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'সু ভূঃ' (সুখায় সুপ্রতিষ্ঠায়

চ ইত্যর্থঃ ভবতু)। হে ভগবন্! তব 'অগ্নের্জিহ্বা' (অগ্নিরূপ রশনা) 'অসি' (বিদ্যতে)। অতঃ ত্বং 'সোমঃ' (দেবভাবানাং) 'সু' (সম্যক্ জনয়িতা গ্রহীতা বা) 'ভূঃ' (ভব)।

(খ) অপিচ হে মনঃ! 'মে' (মম) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বাবস্থানে) 'যজুষে যজুষে' (যাগাদি সর্ব্বসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানায়, সর্ব্বদেবভাবপ্রতিষ্ঠাপনার্থায় ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সুষ্ঠু আহ্বানকারী—সম্যক্ ব্যবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ভব ইতি শেষঃ)।

১১। হে মনঃ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! ত্বং 'শুক্রং' (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি যাবৎ; অথবা বিশুদ্ধং সত্ত্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিস্বরূপং প্রজ্ঞানাধারং) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং শক্তিমন্তং) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ হি সর্ব্বস্য মূলং ইতি ভাবঃ।

১২। হে কর্ম্মণী! দেবঃ (দ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ দেবঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (দোষরাহিত্যেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন—বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'বসোঃ' (জগন্নিবাসহেতোঃ—যদ্বা, জগদ্ধারকস্য ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্য, বিশ্বপ্রকাশকস্য দেবস্য—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইত্যর্থঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রান্ করোতু, যদ্বা—যুষ্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্য-সত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! 'শুক্রং' (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা বিশুদ্ধতাপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বৈবাবস্থানে ইত্যর্থঃ, সর্ব্বাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) 'যজুষে যজুষে' (সর্ব্বৈব সদনুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায়, যদ্বা—সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়, হৃদি ইতি যাবৎ) 'গৃহ্লামি' (বিনিযোজয়ামি)।

১৪। অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তি! সঃ ভগবান 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা 'অর্চ্চিঃ' (তেজঃস্বরূপঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধাম্নে ধাম্নে' সর্ব্বাবস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়াং ইত্যর্থঃ) 'যজুষে যজুষে' (সর্ব্বৈব সদনুষ্ঠানে 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়—সর্ব্বদেবপ্রীতিসাধনায় চ) 'জ্যোতিষি' (জ্যোতিঃস্বরূপে ভগবতি) তথা 'অর্চ্চিসি' (তেজঃরূপিণে ভগবতি) 'গৃহ্লামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি)। অত্র পরমাত্মনি আত্মপ্রতিষ্ঠাপনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক, আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। (অর্থাৎ,—হে দেব! আপনি আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন)।

(খ) জ্ঞানোদ্ভাসিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগকে অত্যুগ্র অভীষ্টপূরক (ভগবৎপ্রাপক) জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থাৎ কর্ম্মশক্তির দ্বারা পুনরায় উদ্দীপিত করিতেছি।

১। (ক) হে মন! আমার সত্ত্বভাব যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্বোধিত করিতেছি।

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি! আমার সত্যানুরাগ, সৎকর্ম্মশীল জীবন, সদ্-বস্তুদর্শনসামর্থ্য (জ্ঞানদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি), ভগবন্মহিমাশ্রবণসামর্থ্য, লোকানুরাগ (বিশ্বপ্রীতি), সদ্‌বৃত্তিমূল (শুদ্ধসত্ত্ব) যাহাতে নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়, সেই-রূপে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ শত্রুনাশকারী তোমাকে উদ্বোধিত (উদ্দীপিত) করি। (ভাব এই যে—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই)।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ এবং মোক্ষ-রূপ পরমৈশ্বর্য্য ও কর্ম্মফলাবসানে কর্ম্মক্ষয় কামনা করিতেছ। অতএব জ্ঞান-জ্যোতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া (অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া) যাহাতে তুমি পরমানন্দ লাভ করিতে পার, সেইরূপভাবে তোমাকে ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্ম্মে সম্যক্‌প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি।

অথবা

আমার যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানানুসারিণী হইয়া, ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ, মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য্য, সৎকর্ম্মশীল জীবন অথবা কর্ম্মফলাবসান কামনা করে; আমার সেই চিত্তবৃত্তি ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্ম্মে যাহাতে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তাহাকে সম্যক্‌প্রকারে বিনিযুক্ত করি।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! লোকানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ, সদ্‌বুদ্ধিসমন্বিত, শত্রুর উপদ্রবরহিত, সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি (আমরা) সর্ব্বশত্রুবিনাশক অপরাজেয় আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধিলাভের এবং লোকানুরাগবর্দ্ধনের নিমিত্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে)।

৫। (ক) আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত অর্থাৎ কামনাদিজনিত যে সংসার-বন্ধন আমরা দৃঢ় করিয়াছি; শোভনপ্রজ্ঞ (প্রজ্ঞানাধার) জ্ঞানদাতা ভগবানের অনুগ্রহে সেই সংসার-বন্ধন যেন বিমুক্ত করিতে সমর্থ হই।

(খ) তাহাতে, সৎকর্ম্মের ফলভূত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, হৃদয়রূপ

ভগবদধিষ্ঠানে সম্ভাবাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যেন পরমসুখ—পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।

(এই মন্ত্রের প্রথমপাদে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্বোধনা বিদ্যমান রহিয়াছে। পরাজ্ঞানই বন্ধন-ছেদক। হৃদয় যদি জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়! বন্ধনহেতুভূত কর্ম্মমূল স্বতই বিনষ্ট হয়, আর তখনই ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হইয়া আসে। অতএব সঙ্কল্প—আমি যেন ভগবদনুসারী হই)।

৬। (ক) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন সৎকর্ম্মান্বিত জীবন প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ—আপনার অর্চ্চনার দ্বারা যেন সৎ-কর্ম্মশীল জীবন লাভ করি। ভাবার্থ—আমি যেন সদা সৎকর্ম্মে রত থাকি)।

(খ) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমার জন-হিতসাধনে লোকানুরাগ জন্মে। (অর্থাৎ, ভগবদারাধনায় যেন জনহিত-সাধন-সামর্থ্য লাভ করি অর্থাৎ পরোপকারই যেন জীবনের ব্রত হয়)।

(গ) জ্ঞানদাতা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জ্ঞানঃ-জ্যোতি-সমন্বিত হইয়া, আপনাকে সম্যক্‌প্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপূজন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)।

(ঘ) প্রার্থনাকারী আমি, পত্নীর ন্যায় অনুগত হইয়া জগৎপতি ভগ-বানের সহিত যাহাতে অবস্থিতি করিতে পারি, তাহাই যেন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, কদাচ যেন বিয়োগ-সাধন না হয়। (পতিব্রতা রমণী যেমন ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ভগবানের একান্ত অনুরাগী হই—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)।

(ঙ) আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় গমন করুক। এখানে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের সঙ্কল্প বর্ত্তমান।

৭। (ক) হে মন! তুমি বিশ্বের লোকসমূহের অমৃতস্বরূপ পরিরক্ষক অর্থাৎ জীবন-কারণ হও।

(খ) হে মন! তথাবিধ ক্ষয়রহিত অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয় তোমাকে ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করিতেছি।

৮। (ক) হে মন! তুমিই সকলের অমৃতস্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—আমাদের মন সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের সাধক হউক। সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য্য)।

(খ) অপিচ, হে মন বা কর্ম্ম! তুমি কর্ম্মক্ষয়ের দ্বারা ক্ষয়সূচক জীবনের অমৃত-স্বরূপ পরিরক্ষক হও।

(গ) অতএব হে মন বা কর্ম্ম! শুদ্ধসত্ত্ব-সংরক্ষণের নিমিত্ত অর্থাৎ জন-হিত-সাধন জন্য অতিশয় প্রীতিযুক্ত দৃষ্টিতে যেন তোমাকে সন্দর্শন করি।

অথবা

হে ভগবন্! আমার বিভ্রমরহিত (অদগ্ধ) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই।

৯। হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তিমন্ত হও। অতএব জ্ঞানোদ্ভাসিত তুমি তেজোময় ভগবানের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও। প্রজ্ঞানাধার ভগবান যেন তোমার জ্ঞানকে অপনীত না করেন। (এই মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের অপিচ আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। কর্ম্ম জ্ঞান-সমন্বিত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক হইয়া থাকে)।

১০। (ক) হে মন! তুমি প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের রসনাস্বরূপ অর্থাৎ আহ্বানকারী হও; অথবা জ্বালারূপ জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ তেজরূপ কিরণের দ্বারা তুমি অগ্নির উৎপাদকরূপে বিদ্যমান আছ। অতএব তুমি দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের সুখহেতুভূত হও। অথবা হে ভগবন্! আপনার অগ্নিরূপ রসনা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনি দেবভাবসমূহের সম্যক্ গ্রহীতা হয়েন।

(খ) অপিচ হে মন! অথবা হে ভগবন্! আমার সর্ব্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্ব্বদেব-ভাব বিকাশের নিমিত্ত) তুমি অথবা আপনি সুষ্ঠু আহ্বানকারী হও অথবা হউন।

১১। হে মন! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমি দীপ্তিমন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ। তুমি জ্যোতিস্বরূপ প্রজ্ঞানাধার হও; অপিচ তুমি তেজোময় শক্তিমন্ত হও। (ভাব এই যে, মনই সকলের মূলীভূত)।

১২। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক দেবতা অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে এবং জগন্নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞান-স্বরূপ বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিনিবহের দ্বারা তোমা-

দিগের উৎকর্ম-সাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কর্ম্ম পবিত্র হউক,—এই প্রার্থনা)।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত তোমাকে আমাদিগের সকল অবস্থায় সর্ব্বাবস্থানে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবজনন জন্য (আমাতে সর্ব্বদেবভাব-বিকাশের জন্য) তোমাকে বিনিযুক্ত করি।

১৪। অপিচ হে চিত্তবৃত্তি! ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজ (শক্তি) স্বরূপ হয়েন। অতএব তোমাকে, আমাদিগের সকল প্রকার অবস্থিতির স্থানে এবং আমাদিগের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে সকলদেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত (আমাদিগের মধ্যে সর্ব্ববিধ দেবভাব বিকাশের জন্য) জ্যোতিস্বরূপ এবং তেজঃ (শক্তি) স্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (এখানে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে।)॥

(১অষ্টক—১প্রপাঠক—১০অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নবমে বেদিরুক্তা। দশমে বেত্যামাসাদনীয়স্যাহুত্যাদিহবিষো গ্রহণমভিধীয়তে।

১। "প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োঽগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈতাঃ স্রুচঃ সমাদত্তে দক্ষিণেন স্রুবং জুহূপভৃতৌ সব্যেন ধ্রুবাং প্রাশিত্রহরণং বেদপরিবাসনানীতি গার্হপত্যে প্রতিতপতি প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়োঽগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামীতি" ইতি। আপস্তম্বস্য মতে প্রত্যুষ্টমগ্নের্ব্ব ইত্যেতৌ দ্বৌ মন্ত্রৌ। তৌ চ সংমার্জ্জনাৎ প্রাক্‌ পশ্চাচ্চ ক্রমেণ স্রুচাং তাপনে বিনিযুজ্যেতে। প্রত্যুষ্টমন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। হে স্রুচো যুষ্মানতিতীক্ষ্ণেনাগ্নেস্তেজসা নিঃশেষেণ তপামি। অনিষ্টপরিহারায়েষ্টসিদ্ধয়ে চোভৌ মন্ত্রাবিত্যাহ—"প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। অগ্নের্ব্বস্তেজিষ্ঠেন তেজসা নিষ্টপামীত্যাহ মেধ্যত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি॥

২। "গোষ্ঠং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহꣳ সং মার্জ্মি বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহীꣳ সং মার্জ্মি।"—কল্পঃ—"অথ স্রুবং সংমার্ষ্টি গোষ্ঠং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহꣳ সংমার্জ্মীত্যথ জুহূং সংমার্ষ্টি বাচং প্রাণং মা নির্ম্মৃক্ষং বাজিনীং

ত্বা সপত্নসাহী৺ সংমার্জ্মীত্যথোপভৃতং সংমার্ষ্টি চক্ষুঃ শ্রোত্রং মা নির্মৃক্ষং বাজি ত্বা সপত্নসাহ৺ সংমার্জ্মীত্যথ ধ্রুবাং সংমার্ষ্টি প্রজাং যোনিং মা নির্মৃক্ষং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহী৺ সংমার্জ্মীতি" ইতি। হে স্রুব গবাং স্থানং মা বিনাশয়ামীত্যভিপ্রেত্যান্নবন্তং বৈরিণমভিভবিতারং ত্বাং সম্যক্‌-শোধয়ামি। এবমন্যেষু যোজ্যং। দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োর্ম্মা নির্মৃক্ষমিত্যাদিরনুষজ্যতে। মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থত্বমভিপ্রেত্য তদ্ব্যাখ্যানমুপেক্ষ্যানুষ্ঠানং বিধত্তে—"স্রুচঃ সংমার্ষ্টি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। তত্র ক্রমং বিধত্তে—"স্রুবমগ্রে। পুমা৺সমেবাহভ্যঃ স৺শ্যতি মিথুনত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। স্রুবঃ পুমাঞ্জুহ্বাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। ততস্তাভ্যঃ পূর্ব্বভাবিত্বং স্রুবস্য যুক্তং। স৺শ্যতি সম্যক্তনূ করোতি বিবাহার্থং সংস্করোতীত্যর্থঃ। জুহ্বাদীনাং পৌর্ব্বাপর্য্যং বিধত্তে—"অথ জুহূং। অথোপভৃতং। অথ ধ্রুবাম্" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। প্রশংসতি—"অসৌ বৈ জুহূঃ। অন্তরিক্ষমুপভৃৎ। পৃথিবী ধ্রুবা। ইমে বৈ লোকাঃ স্রুচঃ। বৃষ্টিঃ সংমার্জ্জনানি। বৃষ্টির্ব্বা ইমাল্লোঁকাননুপূর্ব্বং কল্পয়তি। তে ততঃ ক্লৃপ্তাঃ সমেধন্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। ক্রমাবস্থানসাম্যেন স্রুচাং লোকত্বং। সংমৃজ্যান্তে স্রুচো যৈর্ব্বেদাগ্রৈস্তানি সংমার্জ্জনানি। পূর্ব্বং দর্ভৈর্ব্বেদং কৃত্বা তদগ্রাণি পরিবাস্য তানি বেদপরিবা-সনানি স্রুচাং সংমার্জ্জনায় স্থাপিতানি। তেষাং বৃষ্টিজন্যতয়া বৃষ্টিরূপত্বং। বৃষ্টিরূপৈর্ব্বেদাগ্রৈ-র্লোকরূপাণাং জুহ্বাদীনাং ক্রমেণ সংমার্জ্জনে সতি বৃষ্টিরেবানুক্রমবর্ত্তিনো লোকান্ধান্যাদিসম্পন্নান্ করোতি। ততস্তে লোকাঃ সম্পন্নাঃ সম্যগভিবর্দ্ধন্তে। বেদনং প্রশংসতি—"সমেধন্তেঽস্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া পশুভিঃ। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। বেদ পরিবাসনানামগ্রমূলাবয়বয়োর্ব্ব্যবস্থাং দর্শয়তি—"যদি কাময়েত বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যঃ স্যাদিতি। অগ্রতঃ সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেব নিযচ্ছতি। অবাচীনাগ্রা হি বৃষ্টিঃ। যদি কাময়েতাবর্ষুকঃ স্যাদিতি। মূলতঃ সংমৃজ্যাৎ। বৃষ্টিমেবোদ্যচ্ছতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। নিযচ্ছতি ন্যগ্ভাবেন প্রবর্ত্তয়তি। উদ্যচ্ছত্যূর্দ্ধাকাবেণ বারয়তি। তস্মিন্নেব বিষয়ে সম্প্রদায়বিদাং মতমাহ— "তদু বা আহুঃ। অগ্রত এবোপরিষ্টাৎ সংমৃজ্যাৎ। মূলতোঽধস্তাৎ। তদনুপূর্ব্বং কল্পতে। বর্ষুকো ভবতীতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। উপরিষ্টাদিতি স্রুচো বিলভাগঃ। অধস্তাদিতি তদ্দণ্ডভাগঃ। এবং সতি পরিবাসনানাং স্রুবস্রুচাং চাগ্রমগ্রেণ সম্বধ্যতে মূলং মূলেনেত্যানুপূর্ব্বী সমা ভবতি। পর্জ্জন্যশ্চ বর্ষতি। বিলভাগে বিশেষমাহ—"প্রাচীমভ্যাকারং। অগ্রৈরন্তরতঃ। এবমিব হ্যন্নমদ্যতে। অথো অগ্রাদ্বা ওষধীনামূর্জ্জং প্রজা উপজীবন্তি। ঊর্জ্জ এবান্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি।

বিলভাগে পশ্চিমোপক্রমাং প্রাগবসানাং স্রুক্‌সংমার্জ্জনক্রিয়াং কৃত্বা বিলস্যাভ্যন্তরে সর্ব্বত আকৃষ্যাঽকৃষ্য সংমৃজ্যাৎ। যথা ভুঞ্জানঃ পুমান্ হস্তং পুরতঃ পাত্রে প্রসার্য্যাভিতো ভোজ্যাম্যা-কৃষ্যাঽকৃষ্য মুখবিলে প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। কিং চ প্রজা ওষধীনামগ্রভাগাদানীয় রসমুপজীবন্তি তদ্বৎ। অত্র পরিবাসনাগ্রৈঃ সংমার্জ্জনং রসরূপস্যান্নস্য যোগ্যস্যান্নস্য প্রাপ্ত্যৈ ভবতি। দণ্ডভাগে বিশেষমাহ—"অধস্তাৎ প্রতীচীং। দণ্ডমুত্তমতঃ। মূলেন মূলং প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। অধস্তাদবস্থিতং দণ্ডং প্রতি প্রাগুপক্রমাং পশ্চিমাবসানাং সংমার্জ্জনক্রিয়ামুত্তমেন দর্ভভাগেন (৭) কুর্য্যাৎ। তথা সতি দর্ভমূলেন স্রুচো মূলং সংবধ্যতে। তচ্চ প্রতিষ্ঠিত্যৈ

ভবতি। বিলদণ্ডয়োরুক্তাং ব্যবস্থাং লৌকিকলিঙ্গেন দ্রঢ়য়তি—'তস্মাদয়ন্তৌ প্রাঞ্চ্যুপরিষ্টা-লোমানি। প্রত্যঞ্চ্যধস্তাৎ। স্রুগ্ঘোষা" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। মণিবন্ধাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মরোমাণি প্রাঙ্মুখান্যধস্তাত্তু প্রত্যঙ্মুখানি। এষা হি লৌকিকী স্রুক্‌দৃষ্টান্তেন বৈদিক্যামপি স্রুচি যথোক্তপ্রকারো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র কেচিদাহুঃ—ঊর্দ্ধবিলত্বেন হস্তধৃতায়াঃ স্রুচ ঊর্দ্ধাধোভাগৌ কৃৎস্নাবপ্যুপরিষ্টাদধস্তাচ্ছব্দাভ্যাং বিবক্ষিতৌ ন তু বিলভাগদণ্ডভাগৌ। এবং ধারকহস্তেঽপ্যূর্দ্ধা-ধোদেশৌ। তথা সত্যুক্তং লোমলিঙ্গমনুকূলমিতি। তর্হি তথৈবাস্তু। স্রুবস্য প্রথমতঃ সংবার্জ্জনং রূপককল্পনায়োপপাদয়তি—"প্রাণো বৈ স্রুবঃ। জুহূর্দ্দক্ষিণো হস্তঃ। উপভৃৎসব্যঃ। আত্মা ধ্রুবা। অন্ন৺ সংমার্জ্জনানি। মুখতো বৈ প্রাণোঽপানো ভূত্বা। আত্মানমন্নং প্রবিশ্য। বাহূ তন্তনুব৺ শুভয়তি। তস্মাৎ স্রুবমেবাগ্রে সংমার্ষ্টি। মুখতো হি প্রাণোঽপানো ভূত্বা। আত্মানমন্নমাবিশতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। আত্মা হস্তয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তিশরীরং। মুখসঞ্চারিণো বায়োঃ প্রাণাপানাভিধেয়ে দ্বে বৃত্তী। উচ্ছ্বাসরূপেণ বহির্নির্গচ্ছন্তী প্রাণবৃত্তিঃ। নিঃশ্বাসরূপেণান্তঃ প্রবিশত্যপানবৃত্তিঃ। তত্র প্রাণরূপো বায়ুঃ প্রাণতাং পরিত্যজ্য স্বয়মপানো ভূত্বা মুখে প্রক্ষিপ্তমন্নগ্রাসং মধ্যশরীরে প্রবেশ্য বাহুং হস্তাদিরূপং শরীরং পুষ্ট্যা শোভিতং করোতি। তস্মাদন্নরূপৈর্ব্বেদাগ্রৈঃ প্রাণরূপস্য স্রুবস্যাঽদৌ সংমার্জ্জনং কর্ত্তব্যং। তথা কৃতে সতি প্রথম-তোঽন্নপ্রবেশঃ পশ্চাদ্বাহুহস্তরূপস্য জুহ্বাদেঃ শোভেত্যেতদুপপন্নং। প্রসঙ্গাৎ প্রাণাপানবেদনং প্রশংসতি—"তৌ প্রাণাপানৌ। অব্যধুর্কঃ প্রাণাপানাভ্যাং ভবতি। য এবং বেদ' (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ৩ অ০ ১) ইতি। প্রকর্ষেণ বহিরনিতীতি প্রাণঃ। অপকর্ষেণান্তরনিতীত্যপানঃ। ইত্যেবং বৃত্তিভেদাত্তৌ প্রাণাপানৌ সম্পন্নাবিতি বেদিতুরকালে প্রাণাপানাভ্যাং বিয়োগো মৃত্যুরূপো ন ভবতি। মন্ত্রমুৎপাস্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—'দিবঃ শিল্পমবততং। পৃথিব্যাঃ ককুভি শ্রিতং। তেন বয়৺ সহস্রবল্‌শেন। সপত্নং নাশয়ামসি স্বাহেতি। স্রুক্‌সংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। দিবঃ সকাশাদ্‌বৃষ্টিরূপেণাধঃ প্রসৃতমিদং দর্ভরূপং চিত্রং বস্তু ভূমেরুপর্য্যাশ্রিতং শতশাখেন তেন দর্ভেণ বয়ং বৈরিণং নাশয়ামঃ। ইদং দর্ভরূপং হুতমস্তু। অনেন মন্ত্রেণ বেদপরিবাসনান্যগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ।

অস্মিন্মন্ত্রে সংমার্জ্জনানি ন প্রতীয়ন্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি—"আপো বৈ দর্ভাঃ। রূপমেবৈষামে-তন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। দিবোঽবততমিত্যনেন বৃষ্টিরূপা আপঃ প্রতীয়ন্তে। আপশ্চ দর্ভরূপাঃ। দর্ভরূপেণোৎপত্তিঃ পূর্ব্বমেবোৎপবনব্রাহ্মণে দর্শিতা। তস্মাদেতন্মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেবৈষাং দর্ভাণাং দিবঃ শিল্পত্বাদিলক্ষণং মহিমানং প্রখ্যাপয়তি। অস্য মন্ত্রস্যানুষ্টুপ্‌ছন্দস্ত্বমৃগুপত্বং চানুসন্ধেয়মিত্যাহ—"অনুষ্টুভর্চ্চা" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। সংমৃজ্যাদিতি শেষঃ। বিধেয়মনুষ্টুপ্‌ত্বং স্তৌতি—"আনুষ্টুভঃ প্রজাপতিঃ। প্রাজাপত্যো বেদঃ। বেদস্যাগ্র৺ স্রুক্‌সংমার্জ্জনানি। স্বেনৈ-বৈনানি ছন্দসা। স্বয়া দেবতয়া সমর্দ্ধয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। জগৎসৃষ্টৌ প্রজাপতেরনুষ্টুপ্‌সহকারিণীতি তাপনীয়োপনিষদি শ্রূয়তে—'স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভম-পশ্যৎ। তেন বৈ সর্ব্বমিদমসৃজত" ইতি। তস্মাৎ প্রজাপতেরানুষ্টুভত্বং। "প্রজাপতের্ব্বা এতানি শ্মশ্রূণি। যদ্বেদঃ" ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাদ্বেদস্য প্রাজাপত্যত্বং। তথা সতি বেদাগ্রস্য স্বকীয়ং

ছন্দঃ স্বকীয়া চ দেবতেত্যুভয়ং সমৃদ্ধিহেতুর্ভবতি। ন কেবলং ছন্দসঃ প্রাশস্ত্যং কিং তু ঋচোঽপীত্যাহ—"অথো ঋগ্বাব যোষা। দর্ভো বৃষা। তন্মিথুনং। মিথুনমেবাস্য তদ্যজ্ঞে করোতি প্রজননায়। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। বৃষা সেচনসমর্থঃ পুমান্। অত্র স্রুক্সংমার্জ্জনানামুক্তমন্ত্রেণাগ্নৌ প্রক্ষেপ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। অদ্ভিঃ প্রক্ষাল্যোৎকরে পরিত্যজেদিত্যপরঃ পক্ষঃ। অত এব সূত্রকারোঽগ্নৌ প্রহরতীত্যুক্ত্বা পুনরপ্যাহোৎকরে বা ন্যস্যতীতি। তমিমং পক্ষং বিধত্তে—"তান্যেকে বৃথৈবাপাস্যন্তি। তত্তথা ন কার্য্যং। আরব্ধস্য যজ্ঞিয়স্য কর্ম্মণঃ স বিদোহঃ। যত্তেনানি পশবোঽভিতিষ্ঠেয়ুঃ। ন তৎপশুভ্যঃ কং। অদ্ভির্মার্জয়িত্বোৎকরে ন্যস্যেৎ। যদ্বৈ যজ্ঞিয়স্য কর্ম্মণোঽন্যত্রাহুতীভ্যঃ সন্তিষ্ঠতে। উৎকরো বাব তস্য প্রতিষ্ঠা। এতাং হি তস্যৈ প্রতিষ্ঠাং দেবাঃ সমভরন্। যদদ্ভির্মার্জয়তি। তেন শান্তং। যদুৎকরে ন্যস্যতি। প্রতিষ্ঠামেবৈনানি তদ্গময়তি প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্রা০ ৩ অ০ ২) ইতি। কেচিদদ্ভিঃ প্রক্ষালনমকৃত্বৈব যত্রকাপি পরিত্যজন্তি তদযুক্তং। য এষোঽনুষ্ঠানপ্রকারঃ স কর্ম্মণো বিপরীতং ফলং দোগ্ধি। অপ্রক্ষালিতদর্ভাক্রমণেন পশূনাং রোগোৎপত্ত্যা সুখং ন ভবেৎ। মার্জ্জনেন তচ্ছান্তং ভবতি। আহুতিব্যতিরিক্তস্য যজ্ঞিয়দ্রব্যস্যোৎকরঃ সমাপ্তিস্থানমিতি দেবৈঃ সম্পাদিতত্বাত্তত্রৈব পরিত্যাগে প্রতিষ্ঠা ভবতি। অগ্নিপ্রহরণপক্ষমেব দ্রঢ়য়িতুমুৎকরে পরিত্যাগং দূষয়তি—"অথো স্তম্বস্য বা এতদ্রূপং। যৎস্রুক্সংমার্জ্জনানি। স্তম্বশো বা ওষধয়ঃ। তাসাং জরৎকক্ষে পশবো ন রমন্তে। অপ্রিয়ো হ্যেষাং জরৎকক্ষঃ। যাবদপ্রিয়ো হ বৈ জরৎকক্ষঃ পশূনাং। তাবদপ্রিয়ঃ পশূনাং ভবতি। যস্যৈতান্যন্যত্রাগ্নের্দধতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। অথোশব্দ উৎকরপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ওষধয়ো বিবিধাঃ স্তম্বরূপা নবদাব্যরূপাশ্চ। কোমলতৃণাভাবাদস্বাদুর্জ্জরৎকক্ষঃ স্তম্বঃ। দাবাগ্নিদগ্ধপ্রদেশে বৃষ্ট্যা সমুৎপন্নঃ কোমলস্বাদুতৃণসমূহো নবদাব্যঃ। তত্র স্রুক্সংমার্জ্জনানি স্তম্বলূনতয়া স্তম্বরূপাণি। যস্যৈতান্যগ্নেরন্যত্রোৎকরে ত্যজে (জ্যে) রংস্তদা তত্র তত্র বিকীর্ণানি তানি বহুস্তম্বা ওষধয়ঃ সম্পদ্যন্তে। তাসামোষধীনাং সম্বন্ধিনি জরৎকক্ষে প্রীত্যভাবাজ্জরৎকক্ষবদ্যজমানোঽপি পশূনামপ্রিয় ইত্যপশুরেব স্যাৎ। অগ্নিপ্রহরণপক্ষং দ্রঢয়তি—"নবদাব্যাসু বা ওষধীষু পশবো রমন্তে। নবদাবো হ্যেষাং প্রিয়ঃ। যাবৎপ্রিয়ো হ বৈ নবদাবঃ পশূনাং। তাবৎপ্রিয়ঃ পশূনাং ভবতি। য স্যৈতান্যগ্নৌ প্রহরন্তি। তস্মাদেতান্যগ্নাবেব প্রহরেৎ। যত্তরস্মিনৎসংমৃজ্যাৎ। পশূনাং ধৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। নবঃ প্রত্যাসন্নপূর্ব্বকালভাবী দাবাগ্নির্যস্য কোমলস্যৌষধিসমূহস্য সোঽয়ং নবদাবঃ। তাদৃশৌষধিবদ্যজমানোঽপি সংমার্জ্জনানামগ্নৌ প্রহরণে পশূনাং প্রিয়ো ভবতি। তস্মাদাহবনীয়ে গার্হপত্যে বা যস্মিন্নগ্নৌ স্রুচঃ প্রতিতপ্য সংমৃষ্টাস্তস্মিন্নেব প্রহরণং যজমানগৃহে পশূনাং বহূনাং ধারণায় ভবতি। স্রুক্সংমার্জ্জনপ্রসঙ্গাদগ্নিসংমার্জ্জনানামপি কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্ক্তে—"যো ভূতানামধিপতিঃ। রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীঃ। এতদস্ত হুতং তব স্বাহেত্যগ্নিসংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ২) ইতি। তুন্তিঃ কর্ম্মসন্তানং তত্র চরতীতি তন্তিচরঃ। বৃষা দেবেষু শ্রেষ্ঠঃ। হে রুদ্র স ত্বমস্মাকং পশূন্ মা হিংসীঃ

এতদগ্নিসংমার্জ্জনদ্রব্যং তব হুতমস্তু। তস্যৈবার্থস্যানুবাদকঃ স্বাহেতি শব্দঃ। বৈর্দ্দর্ভৈরিধ্মঃ সংনদ্ধ-স্তৈরেবাগ্নিং সংমৃজ্য স্বকালে সংপ্রাপ্তে তানি সংমার্জ্জনান্যগ্নৌ প্রহরেৎ। প্রথমতোঽগ্নৌ সংমৃষ্টে প্রধানযাগাদূর্দ্ধ্বমন্বাহার্য্যরূপায়াং দক্ষিণারামৃত্বিগ্‌ভ্যো দত্তায়ামনুযাজহোমাৎ পূর্ব্বং দ্বিতীয়মগ্নৌ সংমৃষ্টে সতি তৎপ্রহরণকালঃ। অগ্নিদগ্ধপ্রদেশে পুনরূপস্থ সম্যগ্‌বর্দ্ধমানত্বাদগ্নৌ দর্ভাণাং প্রহরণং যুক্তমিত্যাহ - 'এষা বা এতেষাং যোনিঃ। এষা প্রতিষ্ঠা। স্বামেবৈনানি যোনিং। স্বাং প্রতিষ্ঠাং গময়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ২) ইতি। এষা বহ্নিরূপা। ন চাগ্নিপ্রহরণে রুদ্রবিষয়ো মন্ত্রো ব্যবিকরণ ইতি বাচ্যং! অগ্নেরেবাত্র রুদ্রত্বাৎ। "রুদ্রো বা এষঃ। যদগ্নিঃ। স এতর্হি জাতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদরোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি নির্ব্বচনাচ্চ॥

৩। "আশাসানা সৌমনসং প্রজা৺ সৌভাগ্যং তনূম্। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কং।" কল্পঃ—"অথৈনাং পত্নীমন্তরেণ বেদ্যুৎকরৌ প্রপাদ্য জঘনেন দক্ষিণেন গার্হপত্যমুদীচামুপবেশ্য যোক্ত্রেণ সংনহ্যতি আশাসানা সৌমনসং প্রজা৺ সৌভাগ্যং তনূং। অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যে সুকৃতায় কমিতি" ইতি। যা পত্নী বহ্নেরনুসারিণী ভূত্বা সৌমনস্যাদ্যাশাসানা বর্ত্ততে তামেতাং শোভনকর্ম্মণে সুখং যথা ভবতি তথা বধ্নামি। যোক্ত্রবন্ধনায় গার্হপত্যসমীপে পত্ন্যা উপবেশনং বিধত্তে—"অযজ্ঞো বা এষঃ। যোঽপত্নীকঃ। ন প্রজাঃ প্রজায়েরন্। পত্ন্যন্বাস্তে। যজ্ঞমেবাকঃ। প্রজানাং প্রজননায়' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। অকঃ কৃতবান্ ভবতি। বন্ধনকালেঽপ্যুপবেশনমেব ন তূত্থানমিত্যাহ—'যত্তিষ্ঠন্তী সংনহ্যেত। প্রিয়ং জ্ঞাতি৺ রুন্ধ্যাৎ। আসীনা সংনহ্যতে। আসীনা হ্যেষা বীর্য্যং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। রুন্ধ্যান্নাশয়েৎ। চিরমপ্যবস্থাতুং শক্যত্বাদাসীনায়াঃ সামর্থ্যমস্তি। দিগ্দেশৌ বিধত্তে - 'যৎ পশ্চাৎ প্রাচ্যন্বাসীত। অনয়া সমদং দধীত। দেবানাং পত্নিয়া সমদং দধীত। দেশাদ্দক্ষিণত উদীচ্যন্বাস্তে। আত্মনো গোপীথায়" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। সমদঃ কলহঃ। গার্হপত্যস্য পশ্চাদ্ভাগে প্রাঙ্মুখত্বে সতি প্রাচীনপ্রবণয়া বেদিরূপয়া পৃথিব্যাঃ সহ কলহঃ স্যাৎ। পত্নীসংযাজহোমেষু তৃতীয়া-হুতের্যা দেবতা দেবপত্নী তস্যা অপি তদেব স্থানমিতি তয়াঽপি সহ কলহং কুর্য্যাৎ। অতো দক্ষিণদেশে স্বরক্ষার্থমুদঙ্মুখী তিষ্ঠেৎ। ননু সর্ব্বা অপি যোষিতঃ সৌমনস্যাদি-কামনাশাসতে তত্র কো বিশেষোঽস্যা ইত্যাশঙ্ক্য মন্ত্রে পূর্ব্বার্দ্ধস্যাভিপ্রায়মাহ—"আশাসানা সৌমনসমিত্যাহ। মেধ্যামেবৈনাং কেবলীং কৃত্বা। আশিষা সমর্ধয়তি (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। দেবযজনপ্রবেশেন যজ্ঞযোগ্যাং পাপক্ষয়েণ কেবলীং কৃত্বাঽশাসানেতি ব্রুবন্ সত্যয়াঽশিষা সমৃদ্ধাং করোতি।

অনুব্রতসূচিতমর্থমাহ—'অগ্নেরনুব্রতা ভূত্বা সংনহ্যে সুকৃতায় কমিত্যাহ। এতদ্বৈ পত্নিয়ৈ ব্রতোপনয়নং। তেনৈবৈনাং ব্রতমুপনয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। পত্ন্যাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ম্মাধিকারাভাবাৎ পত্যা সহ তদধিকারে সত্যেতদেব যোক্ত্রং তস্যা অনুব্রতত্বীকরণ-লিঙ্গং। যথা বিবাহে স্ত্রিয়াঃ কণ্ঠে মঙ্গলসূত্রং লিঙ্গং তদ্বৎ। অস্মিন্নর্থে লৌকিকবৈদিকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"তস্মাদাহুঃ। যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন। যোক্ত্রমেব যুক্তে। যমন্বাস্তে। তস্যামুষ্মিঁল্লোকে

ভবতীতি যোক্ত্রেণ” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। যস্মাৎ সূত্রধারণং লোকবেদয়োর্নিয়ম-স্বীকারে লিঙ্গং। লোকে হি দূরদেশবর্ত্তিদেবতাদর্শনং সঙ্কল্পয়ন্তঃ সূত্রং বধ্নন্তি। বেদেঽপ্যুপ-নয়নব্রতে মৌঞ্জীং বধ্নন্তি। তস্মাদ্‌যো যাগং জানাতি যশ্চ ন জানাতি তাদৃশাঃ সর্ব্বেঽপ্যেবমাহুঃ। ইয়ং পত্নীং যোক্ত্রমবশ্যং যুতে মিশ্রয়তি বধ্নাতি যং পতিমন্বেষা ব্রতং স্বীকৃত্যাঽস্তে তস্য সম্বন্ধিনা মঙ্গলসূত্রেণামুষ্মিল্লোঁকে যুক্তা ভবতি। প্রকারান্তরেণ যোক্ত্রং স্তৌতি—“যদ্‌যোক্ত্রং। স যোগঃ। যদাস্তে। স ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমস্য ক্লৃপ্ত্যৈ” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। অপ্রাপ্তস্য বস্তুনঃ প্রাপ্তির্যোগঃ। প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। অতো যোক্ত্রবন্ধনমুদঙ্মুখাসনং চোভয়সিদ্ধয়ে ভবতি। মনসি কিমভিপ্রেত্যাসৌ বধ্যত ইত্যা-শঙ্ক্যাঽহ—“যুক্তং ক্রিয়াতা আশীঃ কামে যুজ্যাতা ইতি। আশিষঃ সমৃদ্ধ্যৈ” (ব্রা° কা° ৩ প্র° অ° ৩) ইতি। ময়া শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ক্রিয়তেঽতঃ সৌমনস্যাদিরূপা মমেয়মাশীঃ ফলে যুজ্যতাং। অনেনাভিপ্রায়েণাঽশীঃ সমৃদ্ধা ভবতি। বিধত্তে—“গ্রন্থিং গ্রথ্নাতি। আশিষ এবাস্যাং পরিগৃহ্ণাতি। পুমান্‌বৈ গ্রন্থিঃ। স্ত্রীঃ পত্নী। তন্মিথুনং। মিথুনমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞে করোতি প্রজননায়। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ। অথো অর্দ্ধো বা এষ আত্মনঃ। যৎ পত্নী। যজ্ঞস্য ধৃত্যা অশিথিলং ভাবায়” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩) ইতি। সৌমনস্যাদ্যাশিষঃ সর্ব্বা অপি যোক্ত্রগ্রন্থিনা তস্যাং পরিগৃহীতা ভবন্তি। যজ্ঞ-কর্ত্তুরর্দ্ধস্বরূপভূতা পত্নী। ততস্তদীয়গ্রন্থিনা যজ্ঞো ধ্রিয়তে ন তু শিথিলো ভবতি॥

৪। “সুপ্রজসস্ত্বা বয়ঁ সুপত্নীরূপ সেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যং।”—কল্পঃ—‘জঘনেন গার্হপত্যমুপসীদতি সুপ্রজসস্ত্বা বয়ঁ সুপত্নীরুপসেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভ-নমদব্ধাসো অদাভ্যমিতি” ইতি। হেঽগ্নে বয়ং ত্বামুপসীদামঃ। কীদৃশো বয়ং সুপ্রজসঃ শোভনপ্রজোপেতাঃ। শোভনঃ পতির্যাসাং তাঃ সুপত্ন্যঃ। ত্বৎপ্রসাদাদদব্ধাসঃ কেনা-প্যতিরস্কৃতাঃ। কীদৃশং ত্বাং সপত্নদম্ভনং বৈরিবিনাশিনমদাভ্যং কেনাপ্যতিরস্কার্য্যং। পত্ন্যা উপসীদনে প্রয়োজনং দর্শয়তি—‘সুপ্রজসস্ত্বা বয়ঁ সুপত্নীরুপসেদিমেত্যাহ। যজ্ঞমেব তন্মিথুনী করোতি। ঊনেঽতিরিক্তং ধীয়াতা ইতি প্রজাত্যৈ” [ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৩] ইতি। শোভনঃ পতির্যস্যা ইত্যভিধানাদ্‌যজ্ঞং মিথুনবন্তং করোতি। তস্মিন্ মিথুনে পত্যা কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে সতি যজ্ঞাঙ্গং তেনাননুষ্ঠিতং সদূনং ভবতি। তত্রোনপ্রদেশে তদঙ্গমতিরিক্তং তেনাননুষ্ঠিতমনয়া পত্ন্যা ধ্রিয়তেঽনুষ্ঠীয়তে। অত এব পত্নীকর্ত্তব্যং পূর্ণপাত্রনিনয়নমাম্নায়তে “অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি। রেত একাস্যাং প্রজাং দধাতি” ইতি। এবমন্যদপি তৎকর্ত্তব্য-মুদাহার্য্যং। অত ঊনং পত্নী পরিপূরয়তীতি প্রয়োজনেন পত্ন্যাঃ প্রবেশনে সতি তন্মিথুনং প্রজননায় সম্পদ্যতে। যথা সপ্তমেঽনুবাকে কপালোপধানপ্রসঙ্গেন তদ্বিমোচনমন্ত্রোঽপ্যাম্নাত এবমত্রাপি যোক্ত্রবন্ধনপ্রসঙ্গেন যোক্ত্রবিমোকমন্ত্র আম্নায়তে—

৫। “ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি॥” ইতি। বিষ্যামি বিমুঞ্চামি। সুকেতঃ সুজ্ঞানঃ। সবিত্রা বদ্ধেঽস্মিন্ যোক্ত্ররূপে বরুণপাশে বিমুক্তে সতি ধাতুর্ব্রহ্মণো যোনৌ স্থানেঽনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ ফলভূতে লোকে পত্যা সহ মে সুখং করোমি। অতশ্চ

যোক্ত্রস্য বিমোক্ষঃ স্বকালে কর্ত্তব্যঃ। পিষ্টলেপফলীকরণহোমাভ্যামূর্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তহোমেভ্যঃ পূর্ব্বমস্য স্বকালঃ। অত এব কল্পসূত্রকারস্তস্মিন্ প্রদেশে পঠতি—"ইমং বিষ্যামীতি পত্নী যোক্ত্রপাশং মুঞ্চতে তস্যাঃ সযোক্ত্রেঽঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি সমায়ুষা সং প্রজয়েত্যানীয়মানে জপতি" ইতি॥ সোঽপি মন্ত্রোঽত্রৈবানন্তরমাম্নাতঃ—

৬। "সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চ্চসা পুনঃ। সং পত্নী পত্যাঽহং গচ্ছে সমাত্মা তনুবা মম॥" ইতি। হেঽগ্নেঽহমায়ুষা সংগচ্ছে, প্রজয়া সংগচ্ছে। পাতিব্রত্যলক্ষণেন বর্চ্চসা সংগচ্ছে। অনেন পত্যা পুনঃ পুনঃ পত্নী ভূত্বা সংগচ্ছে বিয়োগঃ কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। মম শরীরেণ জীবাত্মা চিরং সংগচ্ছতাং॥

৭। "মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি।"—কল্পঃ—"মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসস্তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি দেবযজ্যায়া ইতি তস্যাং পবিত্রান্তর্হিতায়ামাজ্যং নিরূপ্য" ইতি। যদ্যপ্যত্র মন্ত্রকাণ্ডে দেবযজ্যায়া ইতি পদং নাঽঽম্নাতং তথাঽপি ব্রাহ্মণানুসারেণ তৎপঠিতব্যং। মহীশব্দস্য গৌরিত্যর্থঃ। অতএব সপ্তমকাণ্ডে গাং প্রস্তুত্যাঽঽম্নায়তে—"তস্যা উপোত্থায় কর্ণমাজপেদিড়ে রন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রুত্যেতানি তে অঘ্নিয়ে নামানি" ইতি। হে আজ্য ত্বং মহীনাং গবাং পয়োঽসি সাক্ষাত্তজ্জন্যত্বাৎ। ওষধীনাং রসশ্চাসি পরম্পরয়া তজ্জন্যত্বাৎ। তাদৃশস্য ক্ষয়েণ রহিতস্য তব স্বরূপং দেবযাগার্থং পাত্র্যাং নির্ব্বপামি। ইমং বি ষ্যামি সমায়ুষেত্যস্য মন্ত্রদ্বয়স্যাত্রাপ্রাসঙ্গিকত্বাত্তদ্ব্যাখ্যানমুপেক্ষ্যানন্তরস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রস ইত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ ৩) ইতি। উত্তরভাগস্য তেঽক্ষীয়মাণস্যেতিপদস্যাভিপ্রায়মাহ—"তস্য তেঽক্ষীয়মাণস্য নির্ব্বপামি দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ ৩) ইতি। আজ্যভাগাঙ্গতাং বিধত্তে—'ঘৃতং চ বৈ মধু চ প্রজাপতিরাসীৎ। যতো মধ্বাসীৎ। ততঃ প্রজা অসৃজত। তস্মান্মধুনি প্রজননমিবাস্তি। তস্মান্মধুষা ন প্রচরন্তি। যাতয়াম হি। আজ্যেন প্রচরন্তি। যজ্ঞো বা আজ্যং। যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং প্রচরন্ত্যয়াতয়ামত্বায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং যাগসাধনং সৃষ্টিসাধনং চাভিপ্রেত্য স্বয়মেব সত্যসঙ্কল্পতয়া ঘৃতমধুরূপেণ পরিণতোঽভূৎ। যস্মাদুৎপত্তিবীজত্বমভিপ্রেত্য মধ্বভূত্তস্মান্মধুবীজেন প্রজা অসৃজত। অতএব মধুনা নানাবীজোৎপাদনং বিদ্যতে। তেনোৎপাদনেন যতো গতসারং ততো মধুনা যাগং ন কুর্ব্বন্তি। সারবত্ত্বাদাজ্যেন যাগং কুর্য্যুঃ। সর্ব্বযজ্ঞহেতুত্বাদাজ্যস্য যজ্ঞত্বং তদ্ধেতুত্বং চ বক্ষ্যতে—"সর্ব্বস্মৈ বা এতদ্যজ্ঞায় গৃহ্যতে। যদ্ধ্রুবায়ামাজ্যং" ইতি। অতো যজ্ঞযোগ্যসাধনেনৈব যজ্ঞস্যানুষ্ঠানান্নাস্তি গতসারত্বদোষঃ॥

৮। "মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনাং রসোঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়।"—কল্পঃ—"অথৈনামাজ্যমবেক্ষয়তি মহীনাং পয়োঽস্যোষধীনা৺ রসোঽদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাঽবেক্ষে সুপ্রজাস্ত্বায়েতি" ইতি। অদব্ধেন রোগানুপহতেন। বিধত্তে—"পত্ন্যবেক্ষতে। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ। যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি। মিথুনং তৎ। অথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। যজ্ঞস্য পুরুষত্বাত্তেন সহ পত্ন্যা মিথুনত্বং। কিং চ পত্ন্যা আজ্যাবেক্ষণরূপ এষ এব যজমানমনু যজ্ঞারম্ভঃ। দম্পত্যোর্দ্বয়োরপ্যারম্ভে সতি যজ্ঞো ন বিচ্ছিদ্যতে॥

৮। "তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈৎ।"—কল্পঃ—"অথৈনদ্গার্হপত্যে ঽধিশ্রয়তি তেজোঽসীতি সমিধমুপযত্য প্রাগ্ ধরতি তেজোঽনুপ্রেহীত্যথৈনদাহবনীয়েঽধিশ্রয়ত্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈদিতি" ইতি। হে আজ্য ত্বং তেজোরূপমসি তেজোরূপমাহবনীয়মনুপ্রবেষ্টুং গচ্ছ। অয়মাহবনীয়োঽগ্নিস্ত্বদীয়ং তেজো মাঽপনয়তু। অনুষ্ঠানবিধিপূর্ব্বকং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে– অমেধ্যং বা এতৎ করোতি। যৎপত্ন্যবেক্ষতে। গার্হপত্যেঽধিশ্রয়তি মেধ্যত্বায়। আহবনীয়মভ্যুদ্দ্রবতি। যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ। তেজোঽসি তেজোঽনু প্রেহীত্যাহ। তেজো বা অগ্নিঃ। তেজ আজ্যং। তেজসৈব তেজঃ সমর্দ্ধয়তি। অগ্নিস্তে তেজো মা নি নৈদিত্যাহাহিংসায়ৈ' (ব্রা॰ কা॰ ৩. প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি॥

১০। "অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভব।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনদ্যথাহৃতং প্রতি পরিহৃত্যোত্তরার্দ্ধে বেদ্যৈ নিধায়াধ্বর্য্যুরবেক্ষতে অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসীতি স্ফ্যস্য বর্ত্মন্সাদয়তি" ইতি। আহবনীয়ে স্থিতস্যাঽজস্যোদগ্দেশে সমানেতুং স্ফ্যেন কাঞ্চিদ্রেখাং কৃত্বা তস্যাং সাদয়েৎ। হে আজ্য জ্বালারূপায়া জিহ্বায়া উৎপাদকত্বাদগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি। দেবানাং সুখায় ভবতীতি সুভূঃ। ঈদৃশং ত্বং তত্তদাহুতিস্থানায় তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকগ্রহণায় পর্য্যাপ্তং ভব। ব্যাচষ্টে—"অগ্নের্জ্জিহ্বাঽসি সুভূর্দ্দেবানামিত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি॥

১১। "শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি।"—কল্পঃ—"অথৈনদুদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারমুৎপুনাতি শুক্রমসীতি প্রথমং জ্যোতিরসীতি দ্বিতীয়ং তেজোঽসীতি তৃতীয়ং" ইতি। শুক্রং দীপ্তিমৎ। আজ্যস্যোৎপবনং বিধত্তে—"তদ্বা অতঃ পবিত্রাভ্যামেবোৎপুনাতি। যজমানো বা আজ্যং। প্রাণাপানৌ পবিত্রে। যজমান এব প্রাণাপানৌ দধাতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। যতো যোষিদ্বীক্ষণেনামেধ্যস্যাঽজ্যস্য মেধ্যত্বায় গার্হপত্যাগ্ন্যধিশ্রয়ণং কৃতমত এবাত্যন্তশুদ্ধ্যর্থমুৎপুনীয়াৎ। প্রকারবিশেষং বিধত্তে—"পুনরাহারং। এবমিব হি প্রাণাপানৌ সঞ্চরতঃ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। আজ্যস্থাপিতে পবিত্রে প্রাচ্যাং প্রোহ্য পুনঃ পশ্চাদাহৃত্য মধ্যাদূর্দ্ধমুৎপুনীয়াৎ। এবং ত্রিবারমিত্যভিপ্রায়েণ পবিত্রেণ বীপ্সার্থো ণমুল্প্রত্যয়ঃ প্রযুক্তঃ। মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসীত্যাহ। রূপমেবাস্যৈতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। প্রতিমন্ত্রক্রিয়াং বিধত্তে—"ত্রির্যজুষা। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এষাং লোকানামাপ্ত্যৈ' (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। ত্রিত্বমনূদ্যার্থবাদান্তরমাহ—"ত্রিঃ। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়' (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি।

১২। "দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" কল্পঃ—"অথ প্রোক্ষণীরুৎপুনাতি দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি পঞ্চঃ" ইতি। তদেতদুৎপবনং পবিত্রবিশিষ্টং বিধত্তে—"অথাঽজ্যবতীভ্যামপঃ। রূপমেবাঽসামেতদ্বর্ণং দধাতি। অপি বা উতাঽহুঃ। যথা হ বৈ যোষা সুবর্ণং হিরণ্যং পেশলং বিভ্রতী রূপাণ্যাস্তে। এবমেতা এতর্হীতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ অ॰ ৪) ইতি। যাভ্যাং পবিত্রাভ্যামাজ্যমুৎপূতং তাভ্যামেবাঽজ্যলিপ্তাভ্যামপ উৎপুনীয়াৎ। ব্যত্যয়েন স্ত্রীলিঙ্গত্বং। এতর্হীত্য

স্ববিন্দুভিরাসামপাং বর্ণবিশেষোপেতং রূপং সম্পাদয়তি। অপি চ তাম্রাদিকালুষ্যরাহিত্যেন শোভনবর্ণোপেতং কটকাদ্যাকারসৌকর্য্যেণ পেশলং হিরণ্যং বিভ্রতী যোষেবেমা আপ আজ্যবিন্দুযুক্তা নেত্রপ্রিয়া ভবন্তি। মন্ত্রগতচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যনুসন্ধেয়তয়া বিধত্তে—"আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ। এষা হি বিশ্বেষাং দেবানাং তনূঃ। যদাজ্যং। তত্রোভয়োর্ম্মীমাংসা। জামি স্যাৎ। যদ্যজুষাঽজ্যং যজুষাঽপ উৎপুনীয়াৎ। ছন্দসাঽপ উৎপুনাত্যজামিত্বায়। অথো মিথুনত্বায়। সাবিত্রিয়র্চ্চা। সবিতৃপ্রসূতং মে কর্ম্মাসদিতি। সবিতৃ প্রসূতমেবাস্য কর্ম্ম ভবতি। পচ্ছো গায়ত্রিয়া ত্রিঃ সমৃদ্ধত্বায়। অদ্ভিরেবৌষধীঃ সন্নয়তি। ওষধীভিঃ পশূন্। পশুভির্যজমানং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। উদকরূপেণ বীর্য্যেণ দেবতাশরীরমুৎপদ্যতে। আহুতিরূপেণাঽজ্যেন তৎপোষ্যতে। তস্মাদাজ্যোদকয়োঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বে সমে সতি কিমেতদুভয়ং যজুষৈবোৎপুনীয়াদুতাপ ঋচেতি মীমাংসায়ামালস্যনিবারণার্থমৃচেতি যুক্তং। ঋগ্‌যজুর্ভ্যাং মিথুনত্বমপি সম্পদ্যতে। ত্রিবারমুৎপূতাস্বপ্‌স্বাদরাতিশয়াত্তাভিরদ্ভিঃ ক্রমেণৌষধীপশুযজমানাঃ সমৃদ্ধা ভবন্তি॥

১৩-১৪। "শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামি জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চিষি ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামি॥"—কল্পঃ—"আদত্তে দক্ষিণেন স্রুবং সব্যেন জুহূং বেদে প্রতিষ্ঠাপ্য তস্যাং গৃহ্ণীতে শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতে। যজুষা চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা সংমৃশ্যোৎপ্রযচ্ছতি। অথোপভৃতি গৃহ্ণাতে জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতি[ষি] ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতেন যজুষাঽষ্টগৃহীতং গৃহীত্বা ভূয়সো গ্রহান্ গৃ[হ্ণা]নঃ কনীয় আজ্যং গৃহ্ণাতে, তথৈব সংমৃশ্যোৎপ্রযচ্ছতি। অথ ধ্রুবায়াং গৃহ্ণীতেঽর্চ্চিস্ত্বাঽর্চ্চা[ষি] ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যো যজুষেযজুষে গৃহ্ণামীত্যেতেন যজুষা চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাভিপূর্য্য তথৈব সংমৃশ্যোৎপ্রযচ্ছতি" ইতি।

অত্র মধ্যমমন্ত্রে ধাম্নেধাম্নে ইত্যাদিকমনুষজ্যতে। হে আজ্য দীপ্তং ত্বাং দীপ্তায়াং তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকগ্রহণায় তত্তদ্ধোমস্থানায় পর্য্যাপ্তং গৃহ্ণাতি। এবমিতরয়োর্যোজ্যং। ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষু ধামযজুঃশব্দয়োর্ব্বীপ্সায়াস্তাৎপর্য্যমাহ—"শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চ্চিষীত্যাহ সর্ব্বত্বায়। পর্য্যাপ্ত্যা অনন্তরায়ায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৪) ইতি। আহুতিবাহুল্যং সর্ব্বত্বং। একৈকস্যামাহুতাবাজ্যবাহুল্যং পর্য্যাপ্তিঃ। আহুতেঃ কস্যা অপ্যলোপোঽনন্তরায়ঃ। যদেতদাজ্যবেক্ষণং পূর্ব্বমুক্তং তত্র বিশেষং বক্তুং তৎ প্রস্তৌতি—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। স এতমিন্দ্র আজ্যস্যাবকাশমপশ্যৎ। তেনাবৈক্ষত। ততো দেবা অভবন্। পরাঽসুরাঃ। য এবং বিদ্বানাজ্যমবেক্ষতে। ভবত্যাত্মনা। পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। অবকাশঃ প্রকাশকো মন্ত্রঃ। স চাগ্নের্জ্জিহ্বাঽসীত্যাদিকঃ। অভিঘারণরূপত্বকথনেনাবেক্ষণং প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। যদাজ্যেনান্যানি হবীꣳষ্যভিঘারয়তি। অথ কেনাঽজ্যমিতি। সত্যেনেতি ব্রূয়াৎ। চক্ষুর্ব্বৈ সত্যম্। সত্যেনৈবৈনদভিঘারয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। বক্তুর্ব্বিপ্রলম্ভসম্ভবাচ্ছ্রোতোঽর্থঃ কদাচিদ্ব্যভিচরত্যপি দৃষ্টস্তু ন তথেতি। চক্ষুঃ সত্যং শুক্তিরজতরজ্জুসর্পব্যভিচারস্তু কাচকামলাদিদোষপ্রযুক্তঃ। অবেক্ষণে নিমীলনরূপং বিশেষং বিধত্তে—"ঈশ্বরো বা এষোঽন্ধো ভবিতোঃ। যশ্চক্ষুষাঽজ্যমবেক্ষতে। নিমীল্যাবেক্ষেত। দাধারাঽত্মন্চক্ষুঃ। অভ্যাজং ঘারয়তি" (ব্রা০ কা ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি

আজ্যস্যাহদিত্যমণ্ডলবত্তেজস্বিত্বান্নৈরন্তর্য্যবীক্ষণেনাঙ্কো ভবিতুং প্রভুর্ভবতি। তত্র নিমীলনেন স্বাত্মপ্রবিষ্টাচ্চক্ষুষো ধারণাদঙ্কো ন ভবতি। বীক্ষণেনাহজ্যমভিঘারয়তি। বিধত্তে—"আজ্যং গৃহ্লাতি। ছন্দাꣳসি বা আজ্যং। ছন্দাꣳস্যেব প্রীণাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। আজ্যস্য যজ্ঞসাধনত্বেন চ্ছন্দঃসাদৃশ্যং। স্রুগ্বিশেষেণাহবৃত্তিবিশেষং বিধত্তে—"চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্লাতি। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনেবাবরুন্ধে। অষ্টাবুপভৃতি। অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী। গায়ত্রঃ প্রাণঃ। প্রাণমেব পশুষু দধাতি। চতুর্ধ্রুবায়াং। চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশুষ্বেবোপরিষ্টাৎ প্রতিতিষ্ঠতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। গায়ত্র্যা রক্ষিতত্বাৎ প্রাণো গায়ত্রঃ। তথা বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি—"প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাꣳস্ত্রে তদ্যদ্গয়াꣳস্ত্রে তস্মাদ্গায়ত্রী নাম" ইতি। স্বাধীনত্বেনাবরুদ্ধেষু পশুষু পশ্চাৎপ্রয়োগেণ প্রতিতিষ্ঠতীতি। গ্রাহ্যস্যাহজ্যস্য স্রুগ্বিশেষেণাল্পাধিকপরিমাণং বিধত্তে—"যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্নন্ভূয়ো গৃহ্নীয়াৎ। অষ্টাবুপভৃতি গৃহ্নন্কনীয়ঃ। যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৫) ইতি। উপ সমীপে ভৃত্যত্বেনাস্তি তিষ্ঠতীত্যুপস্তিঃ। সংখ্যাং পুনঃ প্রকারান্তরেণ স্তৌতি—'গৌর্ব্বৈ স্রুচঃ। চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্নাতি। তস্মাচ্চতুষ্পদী। অষ্টাবুপভৃতি। তস্মাদষ্টাশফা। চতুর্ধ্রুবায়াং। তস্মাচ্চতুস্তনা। গামেব তৎসꣳস্করোতি। সাহস্মৈ সꣳস্কৃতেষমূর্জ্জং দুহে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ অ০ ৮) ইতি। অভিমতদোহনাৎ স্রুচাং গোরূপত্বং সংখ্যয়া তদবয়বসাম্যং চ। ততঃ স্রুচামাজ্যপূর্ত্তিরূপো যঃ সংস্কারস্তেন গামেব সংস্করোতি। সা চ গৌঃ পয়োরূপমন্নমাজ্যরূপং রসং চ দুগ্ধে। গৃহীতস্যাহজ্যস্য যথোচিতমাভঞ্জনং দর্শয়তি—"যজ্জুহ্বাং গৃহ্লাতি। প্রযাজেভ্যস্তৎ। যদুপভৃতি। প্রযাজানূযাজেভ্যস্তৎ। সর্ব্বস্মৈ বা এতদ্যজ্ঞায় গৃহ্যতে। যদ্ধ্রুবায়ামাজ্যং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ অ০ ৫) ইতি। পঞ্চসু প্রযাজেষু ত্রয়ং জৌহবাজ্যেন নিষ্পাদ্যং দ্বয়ং ত্বৌপভৃতার্দ্ধেন, শিষ্টেনানূযাজাঃ। যত্র দ্রব্যাপেক্ষা তত্র সর্ব্বত্র ধ্রৌবং॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

'প্রত্যু স্রুচস্তপেদগ্নেমৃষ্টৈরূর্ধ্বং পুনস্তপেৎ। গোষ্ঠং বাচং তথা চক্ষুঃ প্রজাং মার্ষ্টি ক্রমাৎ স্রুচঃ॥ ১॥ জুহূপভৃদ্ধ্রুবা আশা পত্নীং যোক্ত্রেণ নহ্যতি। সুপ্রেতি পত্ন্যপবিশেদিমং কালে বিমোচনং॥২॥ সমা পত্নী পূর্ণপাত্রং জপেদথ মহীদ্বয়াৎ। ঘৃতং নিরূপ্য বিক্ষেত তেজোহধিশ্রিত্য পশ্চিমে॥ ৩॥ অগ্নৌ তেজো হরেদগ্নিঃ পূর্ব্বাগ্রাবধিসংশ্রয়েৎ। অগ্নেঃ স্ফ্যবর্ত্মনি ক্ষিপ্ত্বা শুক্রোতে ত্রিভিরাজ্যকং॥ ৪॥ উৎপূয় দেবো জলমুৎপুনাত্যাজ্যপবিত্রতঃ। শুক্রোর্চিস্ত্রিভিরাজ্যস্য গ্রহো জুহ্বাদিকে ত্রয়ে॥ দশমে ত্বনুবাকেহস্মিংস্ত্রয়োবিংশতিরীরিতাঃ॥ ৫॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"সংমার্ষ্টি স্রুচ ইত্যত্র কিং প্রধানাখ্যকর্ম্মতা গুণকর্ম্মত্বমথ বা দৃষ্টাভাবেহবঘাতবৎ॥ গুণত্বং ন হি সংভাব্যং প্রধানত্বং তু যুজ্যতে। অদৃষ্টকল্পনেনাপি গুণত্বং স্যাদ্বিতীয়য়া" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্জ্জুহ্বাদীনাং দর্ভৈঃ সংমার্জ্জনমাম্নায়তে—স্রুচঃ সংমার্ষ্টীতি। তত্র সংমার্জ্জনং প্রধানকর্ম্ম। কুতো গুণকর্ম্মলক্ষণরহিতত্বাৎ প্রধানকর্ম্মলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ

তথা হি—অবঘাতেন ব্রীহীণাং তুষবিমোকো দৃষ্টঃ সংস্কারঃ। তথা সংমার্জ্জনেন জুহ্বাদিষু কঞ্চিদতিশয়ং ন পশ্যামঃ। অতোঽবঘাতবদ্গুণকর্ম্মত্বং নাস্তি। যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েতেতি গুণকর্ম্মলক্ষণস্যাভাবাৎ। প্রযাজাদিবদদৃষ্টার্থত্বেন প্রধানকর্ম্মত্বমস্তি। যৈস্তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানীত্যেতস্য প্রধানকর্ম্মলক্ষণস্য সদ্ভাবাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—স্রুচ ইতি দ্বিতীয়া কর্ম্মকারকে বিহিতা। কর্ম্মত্বং চেপ্সিততমত্বে সতি ভবতি। "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" (পা০ ১-৪-৪৯) ইতি কর্ম্মসংজ্ঞাবিধানাৎ ক্রতুসাধনত্বেন চ স্রুচাং যুক্তমীপ্সিততমত্বং। অতঃ প্রধানভূতাঃ স্রুচঃ। তথা সতি সংমার্জ্জনক্রিয়ায়া গুণকর্ম্মত্বমবঘাতবদ্ভবিষ্যতি। যদি স্রুক্ষু দৃষ্টার্থো ন স্যাত্তর্হ্যপূর্ব্বং কল্পনীয়ং।

দ্বাদশাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"পত্নীসংনহনং কার্য্যং চোদকাদিতি চেন্ন তৎ। বন্ধবাসো-ধারণয়োর্যোক্ত্রবন্ধনসিদ্ধিতঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসবিকারেষু সৌমিকেষু প্রায়ণীয়াদিষু চোদকাতি-দেশাৎ পত্নীসংনহনং কার্য্যমিতি চেন্নৈবং। প্রসঙ্গসিদ্ধত্বাৎ। যদদৃষ্টায় বন্ধো যদি বা বাসোধারণং দৃষ্টং প্রয়োজনমুভয়থাঽপি সৌমিকেন যোক্ত্রবন্ধেনৈব তৎ সিধ্যতি। যোক্ত্রেণ পত্নীꣳ সংনহ্যতীতি হি সোমে বিধীয়তে। তস্মাদৈষ্টিকং পত্নীসংনহনং পৃথঙ্ন কার্য্যং।

নবমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"পত্নীমিতি দ্বিপত্ন্যাদাবূহং নো বোহ্যতেঽর্থতঃ। নোপদেশস্য সামান্যাদতিদেশাপ্রবৃত্তিতঃ" ইতি। দর্শপূর্ণমাসয়োর্ম্মন্ত্র আম্নায়তে—পত্নীꣳ সংনহ্যেতি। তত্রৈকপত্নীকস্য যজমানস্য প্রয়োগে সমবেতার্থ একবচনান্তঃ পত্নীশব্দঃ। স চ দ্বিপত্নীকস্য বহুপত্নীকস্য চ প্রয়োগেঽর্থবশাদূহনীয় ইতি চেন্নৈবং। কিমুপদেশপ্রাপ্তস্যো-হোঽতিদেশপ্রাপ্তস্য বা। নাদ্যঃ। উপদেশস্য সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণত্বাৎ। যদ্যেকপত্নীক-প্রয়োগার্থমেবায়ং মন্ত্রোপদেশঃ স্যাত্তদানীমেকবচনং বিবক্ষ্যেত। ন ত্বেবমস্তি। অন্যথা দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োর্ম্মন্ত্র এব নোপদিশ্যেত। তত্র কুত উহানূহচিন্তাবকাশঃ। সাধারণোপ-দেশে সর্ব্বপ্রয়োগসমবেতার্থতয়া পত্নীমিতি পদে প্রাতিপদিকং কর্ম্মকারকবিভক্তিশ্চেত্যুভয়মেব বিবক্ষিতং। একবচনং ত্বদৃষ্টার্থতয়া সর্ব্বপ্রয়োগেষু যথাবস্থিতমেব পঠনীয়ং। নাপ্যতিদেশ-প্রাপ্তস্যোহ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োরবিকৃতিত্বেনাতিদেশাযোগাৎ। তস্মাদত্র নাস্ত্যূহঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"উহো নো বৈষ বিকৃতাবূহোঽপাঠেন পাশবৎ। নাদৃষ্টচ্ছান্দসত্বাভ্যাং পাশে ছান্দসতা ন হি" ইতি॥ এষ একবচনান্তঃ পত্নীমন্ত্রো বিকৃতৌ দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োরর্থানুসারেণোঽহনীয়ঃ। কুতঃ। পাঠাভাবাৎ। প্রকৃতাবর্থানুসারেণ প্রাপ্তোপ্যূহঃ সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণেন মন্ত্রপাঠেন বাধিতঃ। বিকৃতৌ তু বাধকস্য পাঠস্যা-ভাবেনাস্মদায়ত্তে প্রয়োগেঽর্থানুসারেণোহো যুক্তঃ। অত এব পূর্ব্বত্র দ্বিপশুযুক্তায়াং বিকৃতা-বদিতিঃ পাশং প্রমুমোক্ত্বদিতিঃ পাশান্ প্রমুমোক্ত্বিত্যেকবচনান্তো বহুবচনান্তশ্চ পাশমন্ত্র উহিত ইতি চেন্নৈবং। পত্নীমিত্যেকবচনস্যাবিবক্ষিতত্বেন প্রকৃতাবদৃষ্টার্থতয়া যথাবস্থিতপাঠে সতি বিকৃতাবপ্যদৃষ্টার্থং যথাবস্থিতস্যৈব পঠিতব্যত্বাৎ। অথোচ্যেত প্রকৃতৌ ছান্দসত্বেনৈক-বচনমেব ব্যত্যয়েন দ্বিত্ববহুত্বয়োরর্থয়োর্ব্বর্ত্তত ইতি। এবং তর্হি বিকৃতাবপ্যূহমন্তরেণৈব দ্বিত্ববহুত্ববাচিত্বান্মা ভূদূহঃ। ন চৈবং পাশেঽপ্যূহো মা ভূদিতি শঙ্কনীয়ং। প্রকৃতাবেক-বচনবহুবচনয়োরেকস্মিন্নেব পাশে বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদ্দ্বিত্বে তু তদভাবাৎ। তস্মাৎ

পাশস্তোহো বিকৃতাবস্তি ন তু পত্নীশব্দস্ত। যদ্যপ্যস্মিন্নমুবাকে পত্নীং সংনহ্যেত্যয়ং প্রৈষমন্ত্রো নাহম্নাতস্তথাহপি পূর্ব্বানুবাকব্রাহ্মণে তদাম্নানাদিহ পত্নীসংনহনপ্রসঙ্গেন বিচারদ্বয়ং দর্শিতং।

চতুর্থাধ্যায়স্থ প্রথমপাদে চিন্তিতং—"জুহূপভৃদ্ধ্রুবাস্বাজ্যং সর্ব্বার্থং বা ব্যবস্থিতং। সর্ব্বার্থমবিশেষাৎ স্যাৎ প্রযাজার্থং হি জৌহ্বং॥ প্রযাজানূযাজহেতুঃ স্যাদৌপভৃতমাজ্যকং। ধ্রৌবমন্যার্থমিত্যেষা ব্যবস্থা বচনৈর্ম্মতা" ইতি॥ চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্লাত্যষ্টাবুপভৃতি চতুর্ধ্রুবায়ামিত্যেষু গ্রহণবাক্যেষু এতদর্থমিতি বিশেষনিয়ামকস্যাশ্রবণাৎ পাত্রত্রয়গতমাজ্যং সর্ব্বার্থমিতি চেন্মৈবং। যজ্জুহ্বাং গৃহ্লাতি প্রযাজেভ্যস্তদিত্যাদিবাক্যৈর্ব্যবস্থাবগমাৎ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং— "অষ্টাবুপভৃতীত্যত্র কিমষ্টৈকগ্রহে বিধিঃ। চতুর্দ্বয়ং গ্রহে বাহস্তঃ স্যাদষ্টশ্রুতিমুখ্যতঃ॥ চতুর্গৃহীতং হোমাঙ্গং ফলবত্ত্বান্ন বাধ্যতে। চতুর্দ্বিত্বং লক্ষ্যতেহতঃ সহানীত্যর্থমষ্টতা" ইতি॥ গ্রহণবাক্যে চতুর্জ্জুহ্বাং গৃহ্লাতীত্যত্র যথা চতুঃসংখ্যাবিশিষ্টমেকহবির্গ্রহণং বিবক্ষিতং তথৈবাষ্টাবুপভৃতীত্যত্রাপ্যষ্টসংখ্যাবিশিষ্টমেক হবির্গ্রহণং বিধাতব্যং। তথা সত্যষ্টত্বশ্রুতের্ম্মুখ্যত্বলাভাৎ। অষ্টসংখ্যাবয়বভূতয়োশ্চতুঃসংখ্যয়োর্ব্বিধানে সত্যষ্টশব্দস্যাবয়বলক্ষণা প্রসজ্যেতেতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ— প্রসজ্যতাং নাম লক্ষণা। মুখ্যার্থস্বীকারে হোমবাক্যবিরোধাপত্তেঃ। চতুর্গৃহীতং জুহোতীত্যানারভ্য শ্রুতং বাক্যং হোমমাত্রোদ্দেশেন চতুর্গৃহীতং বিদধাতি। যদ্যপ্যেতৎসর্ব্বহোমবিষয়তয়া সামান্যরূপমৌপভৃতং তু প্রযাজানূযাজবিষয়তয়া বিশেষরূপং যথাহপি হোমস্য ফলবত্ত্বেন প্রধান্যাদ্গ্রহণস্য হোমার্থত্বেনোপসর্জ্জনত্বাৎ প্রধানানুসারেণ চতুর্গৃহীতমেব যুক্তং ন তূপসর্জ্জনানুসারেণাষ্টগৃহীতং। তস্মাদুপভৃতি চতুর্গৃহীতদ্বয়ং বিধীয়তে। তত্রৈকং চতুর্গৃহীতং হবিশ্চতুর্থপঞ্চমপ্রযাজার্থমপরং ত্বনূযাজার্থং। নন্বেবং সতি চতুর্গৃহীতস্যৈব হবিষ্ট্বাচ্চতুরুপভৃতীত্যেব বিধাতব্যং ন ত্বষ্টাবুপভৃতীতি বিধির্যুক্ত ইতি চেন্মৈবং। তথা সত্যনূযাজার্থং দ্বিতীয়ং চতুর্গৃহীতং ন সিদ্ধ্যেৎ। অথ তদপি বাক্যান্তরেণ বিধীয়েত তদানীমুপভৃতঃ প্রথমেন চতুর্গৃহীতেনাবরুদ্ধত্বাদ্দ্বিতীয়স্মৈ পাত্রান্তরমন্বিষ্যেত। যদ্যুপভৃতি চতুর্গৃহীতং বিধীয়েত তদা চতুর্গৃহীতদ্বয়স্য পৃথগেবানুষ্ঠানাদুপভৃত্যেকপ্রযত্নেনাহনয়নং ন সিধ্যেৎ। অত উভয়স্য সহোপভৃত্যানয়নার্থমষ্টাবুপভৃতীত্যুচ্যতে। তস্মাৎ সাহিত্যার্থমষ্টশব্দপ্রয়োগেহপি হবির্দ্বসিদ্ধয়ে দ্বে চতুর্গৃহীতে অত্র বিধীয়তে॥

অথ ব্যাকরণং।

প্রত্যুষ্টমিত্যাদিষু স্বরা গতাঃ। বাজিনমিত্যত্র প্রত্যয়স্বর। সপত্নান্ সহত ইতি সপত্নসাহ ইত্যত্রাপি প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ। সপত্নসাহীমিত্যত্রোদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তত্বং। আশাসানেত্যত্র শানচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরশেষে সমাসে কৃৎস্বরঃ। সৌভাগ্যশব্দস্য ষ্যঞ্প্রত্যয়ান্তস্য ঞিৎস্বরঃ। ব্রতমনুগতাহনুব্রতেত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। সুকৃতায়েত্যত্র 'গতিরনন্তরঃ' (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি গতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদঃ—"সূপমানাৎ ক্তঃ" (পা০ ৬-২।১৪৫) সু ইত্যেতস্মাদুপমানাৎ পরং ক্তান্তমুত্তরপদমন্তোদাত্তং ভবতি। সুপ্রজস ইত্যত্রাসিচ্প্রত্যয়ান্তস্য চিৎস্বরে সমাসে কৃৎস্বরঃ শোভনঃ পতির্য্যাসাং তাঃ সুপত্নীরিত্যত্র 'নঞ্সুভ্যাং' (পা০ ৬।২।১৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তস্যাপবাদঃ— 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা০ ৬।২।১১৯) আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্কং যদুত্তরপদং তদ্বহুব্রীহৌ

সমাসে সোরুত্তরমাদ্যুদাত্তং ভবতি। সুকেত ইত্যত্রাপি তদ্বৎ। মহীনামিত্যত্র 'ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলং' (পা০ ৬।১।১৭৮) ঙ্যন্তাচ্ছন্দসি বিষয়ে নামুদাত্তো ভবতি। ধাম্নেধাম্ন ইত্যত্র "অনুদাত্তং চ" (পা০ ৮।১।৩) ইত্যাম্রেড়িতমনুদাত্তং। জ্যোতিরিত্যত্রেসুন্‌প্রত্যয়ান্তত্বান্নিৎস্বরঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——: * :——

দশম অনুবাকের এই মন্ত্র-সমূহ বেদীতে প্রতিষ্ঠাপনার্থ আজ্যাদি হবিঃ-গ্রহণ-মূলক। ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় প্রকাশ,—নবম অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা বেদি নির্ম্মিত হইলে, যজ্ঞের নিমিত্ত আজ্যাদি হবিঃ দশম অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

তদনুসারে প্রথম মন্ত্র স্রুকের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণ জন্য খদিরাদি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ—'স্রুক' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ 'স্রুক্' বলিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'হাতা' বুঝা যাইতে পারে। 'প্রত্যুষ্টঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই স্রুক্‌কে প্রক্ষালিত করিয়া, 'অগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়। দুই বার স্রুক উত্তপ্ত করিবার বিধি,—সম্মার্জ্জনের প্রথমে একবার এবং পরে একবার স্রুক উত্তপ্ত করিতে হইবে। এ মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই স্রুকের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক। শত্রু সকল প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অরাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক। হে স্রুক অতিতীক্ষ্ণ অগ্নির দ্বারা তোমাকে নিঃশেষে উত্তপ্ত করি।' তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের এক একটী অংশে স্রুক্-সমূহকে এক এক বার মার্জ্জন করিতে হয়। 'গোষ্ঠং' প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে প্রথম বার, 'বাচং প্রাণং' প্রভৃতি মন্ত্রে জুহু গ্রহণান্তর দ্বিতীয় বার মার্জ্জন, 'চক্ষুঃ শ্রোত্রং' প্রভৃতি মন্ত্রে অপভৃথ ধারণে তৃতীয় বার মার্জ্জন এবং তার পর 'প্রজাং যোনিং' প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে 'ধ্রুবা' অর্থাৎ স্রুকের উর্দ্ধ ও অধোভাগ মার্জ্জন করিতে হয়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্রুক, গোস্থান বিনষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্নবন্ত এবং শত্রুগণের অভিভবিতা তোমাকে সম্যক্‌প্রকারে পরিশুদ্ধ করিতেছি। বাক্‌শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রজা, যোনি প্রভৃতি যেন নষ্ট না হয়, এইজন্য অন্নবন্ত এবং শত্রুনাশক তোমাকে পুনরায় সম্যক্‌প্রকারে পরিশুদ্ধ করিতেছি।'

তৃতীয় মন্ত্র যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। বেদির পার্শ্বে গার্হপত্যাগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমান আপনার পত্নীকে উপবেশন করাইবেন। তার পর তাঁহার দুই হস্তে মুঞ্জের যোক্ত্র (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়ক) পরাইয়া দিতে হইবে। সেই যোক্ত্র-বন্ধন-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যে পত্নী অগ্নির অনুসারিণী হইয়া সুমনসাদি কামনাপরায়ণ হয়,-শোভনকর্ম্মে তাহার সুখসাধন

জন্য যোক্ত্রের দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতেছি।' তার পর পতি পত্নী উভয়ে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া অগ্নিকে বলিবেন,—'হে অগ্নে! আমরা তোমার নিকট উপবিষ্ট হইতেছি। আমরা শোভন প্রজাবন্ত এবং শোভন পতি সমন্বিত এবং অপরের অতিরস্কৃত। আর আপনি কিরূপ?—বৈরিবিনাশক এবং অপরাজেয়।' পত্নীকে উপানবিষ্ট করাইবার তাৎপর্য্য এই যে,—পতি পত্নী উভয়ে একত্র বসিয়া, পতিকে যজ্ঞকার্য্য করিতে হয়। পত্নীর যজ্ঞকর্ম্মে অধিকার নাই। একত্র উপবেশনে অনুষ্ঠান পতি-পত্নী উভয়েরই কৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পত্নীর কর্ত্তব্য —অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন। পত্নীর দ্বারা এই ভাবে উন অংশ পরিপূর্ণ হয়। সেই জন্য যজ্ঞাগারে পতি-পত্নী-মিলনের প্রয়োজন সূত্র-গ্রন্থাদিতে বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্র যোক্ত্র-বিমোচনে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যকার বলেন,—সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান-প্রসঙ্গে কপাল-মোচনের ন্যায়, এই মন্ত্রে যোক্ত্র-বিমোচনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রে পত্নীকে বেদির সমীপে আনয়ন করিয়া, আহবনীয় অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, তাহার উভয় হস্তের অঙ্গুলীতে মুঞ্জের যোক্ত্র বন্ধন করা হইয়াছিল; এই মন্ত্রে সেই যোক্ত্র বিমুক্ত করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'শোভনপ্রজ্ঞ সবিতা দেবতা এই যোক্ত্র-রূপ যে বরুণ-পাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা সেই পাশ মোচন করিতেছি। তাহাতে ব্রহ্মযোনিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভূত লোকে পতির সহিত পত্নী সুখে বাস করিতে পারিবে।' যোক্ত্রবিমোচন 'স্বকালে' কর্ত্তব্য। 'স্বকাল' বলিতে পিষ্টলেপফলীকরণ হোমের পরবর্ত্তী এবং প্রায়শ্চিত্ত হোমের পূর্ব্ববর্ত্তী—এই মধ্যকাল বা সন্ধিকালকে বুঝাইয়া থাকে। এই সময় যোক্ত্রবদ্ধ হস্তদ্বয়ে অঞ্জলির দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্র পাঠের বিধি সূত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে অগ্নি! আমি যেন আয়ু লাভ করি, পাতিব্রত্যলক্ষণ-রূপ শক্তি লাভ করি। আর এতদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ এই পতির পত্নী হইয়া যেন সুখে বাস করিতে পারি। কদাচ যেন আমাদের বিয়োগ সাধন না হয়। আমার দেহে জীবাত্মা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।' ষষ্ঠ মন্ত্রে আজ্যের সম্বোধন আছে। এই মন্ত্রটী আজ্য-স্থাপনমূলক। পবিত্রের অন্তর্নিহিত আজ্যকে এই মন্ত্রোচ্চারণে পাত্রে স্থাপন করিবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহীনাং' পদ গবাদিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! তুমি গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ওষধিসমূহের রসস্বরূপ হও। ক্ষয়রহিত তোমার স্বরূপকে দেবযজ্ঞের নিমিত্ত পাত্রে স্থাপন করিতেছি।' এই মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানও বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞ এবং সৃষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে এক সময়ে প্রজাপতি স্বয়ং সত্যসঙ্কল্প হইয়া ঘৃত ও মধুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুবীজে প্রজার উৎপত্তি হয়। মধু হইতে নানা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া, মধু সারহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ্যের সারভাগ বর্ত্তমান থাকে। সেইজন্য মধুর পরিবর্ত্তে সারসমন্বিত আজ্যের বা ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়।' সপ্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আজ্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যজমান-পত্নী সেই আজ্য দর্শন করিবেন। মন্ত্রের অর্থ—'হে আজ্য! গো-দুগ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি ওষধিসমূহের রস হও। সুপ্রজা-কামনায় তোমাকে আমি প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি।'

অষ্টম মন্ত্রে সমিধ-ধারণ। সমিধকে ঘৃতে সিক্ত করিয়া এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রের অর্থ —'হে আজ্য! তুমি তেজোরূপ হও। অতএব তুমি তেজোরূপ এই আহবনীয়ে অনুঃপ্রবিষ্ট হও। এই আহবনীয় অগ্নি যেন তোমার তেজকে বিনষ্ট না করে।' নবম মন্ত্রও আজ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রয়োগ-পদ্ধতি এইরূপ,—আহবনীয়ে স্থিত আজ্যকে উদক্ দেশে অর্থাৎ উত্তর দিকে আনয়ন জন্য স্ফায়ের দ্বারা আজ্য মধ্যে রেখা অঙ্কন করিয়া সেই আজ্যকে নাড়িতে নাড়িতে এই মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! তুমি জ্বালারূপ জিহ্বার উৎপাদন কর বলিয়া, অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ হও। অতএব তুমি দেবগণের সুখ-হেতু-ভূত হইয়া থাক। ঈদৃশ তুমি সেই সেই আহুতিতে স্থিত সেই সেই মন্ত্রপূর্ব্বক গ্রহণ জন্য পর্য্যাপ্ত হও।' নবম মন্ত্রও আজ্য সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আজ্যের উদগ্‌ভাগ পবিত্রের দ্বারা পুনরায় সঞ্চালন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। আজ্যের পবিত্রতা-সাধন জন্য এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে আজ্য! তুমি দীপ্তিমন্ত, জ্যোতিঃ ও তেজঃস্বরূপ হও।' পবিত্রের দ্বারা প্রথমে আজ্যের উত্তর ভাগ, তার পর দক্ষিণভাগ, তার পর মধ্য হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে হয়।

পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এবং দশম অনুবাকের দশম মন্ত্র অভিন্ন। সে স্থলে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে সেখানকার সম্বোধন ছিল—জল; আর এখানকার সম্বোধন হইয়াছে—আজ্য বা ঘৃত। মূলে পার্থক্য কিছুই নাই। সম্বোধন ভেদে, অর্থের মাত্র পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এই মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্রে জল ও হবিঃ লইয়া প্রোক্ষণ করিতে হয়। অতঃপর দশম মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন। দক্ষিণ হস্তের দ্বারা স্রুক এবং বাম হস্তের দ্বারা জুহু গ্রহণ করিয়া বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয়। তার পর সেইগুলি গ্রহণের সময় এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম। 'শুক্রং ত্বা' হইতে 'যজুষে যজুষে গৃহ্লামি' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ এই সময় পাঠ করিবার বিধি। তার পর 'অপভৃতি' গ্রহণ। সেই সময়ে 'জ্যোতিস্ত্বা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'যজুষি যজুষি গৃহ্লামি' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করিবে। তার পর এই দ্বিবিধ মন্ত্রের দ্বারা স্রুক ও জুহু গ্রহণ করিয়া 'ধ্রুবা' গ্রহণ করিতে হয়। সেই ধ্রুবা গ্রহণের সময় 'অর্চ্চিস্ত্বা' হইতে 'যজুষি যজুষি গৃহ্লামি' মন্ত্রাংশ পাঠ করিবার বিধি। এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বেদিতে হোম করিবে। প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! দীপ্তিমান্ তোমাকে দীপ্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা গ্রহণ হেতু তুমি তত্তৎ-হোম-সম্পাদনে পর্য্যাপ্ত হও। তুমি গৃহে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী হও।' ইত্যাদি। ফলতঃ, আজ্য হোমে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, আর তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া সঙ্গত, ভাষ্যে তাহারই আভাষ পাই।

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় অনুধাবন করুন। প্রথম মন্ত্র, আমরা মনে করি, ইষ্টদেবতাকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুবাকের

দ্বিতীয় মন্ত্র শূর্পের অর্থাৎ কুলার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। আর এখানে এই মন্ত্র স্রুক সম্বন্ধে বিনিযুক্ত। সেখানে শূর্প বা কুলা উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাতিত হইবে,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; আর এখানে, স্রুক উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের দ্যোতনা হইল। কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মর্ম্মার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা এক, উভয়ত্রই প্রার্থনা--অন্তঃশত্রু-নাশের। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষঃ' পদ রাক্ষস জাতিকে নির্দ্দেশ করে। তাহাতে ভাব আসে—রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইত। 'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না,—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহারা 'প্রত্যুষ্টং' অর্থাৎ প্রত্যেকে সম্যক্ পরিতপ্ত বা বিদগ্ধ হউক—তাহাদের বংশ নাশ হউক,—প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে এইরূপ পরিকল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে রাক্ষসজাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোক-বিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই অন্তঃশত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল।

বহিঃশত্রুগণ মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে! ভগবদারাধনার পথে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু যে শত্রু সৎকর্ম্মবিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নিত্যকালই বিদ্যমান রহিয়াছে! তোমার নিত্যসহচর—কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভমোহমদমাৎসর্য্য, তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই তো হৃদয়ের শোণিতশোষক! তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষসশত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহারা এমনই ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। সেই শত্রু বিদগ্ধ হইলেই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।' সেই শত্রুনাশে যে সুফল লাভ হইবে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরের শত্রুই জ্ঞানকে আবরণ করে,—মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, চিত্তবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হয়; ফলে মানুষে দেবত্বের স্থানে পশুত্বের চরম অভিনয় হইয়া থাকে। অন্তঃশত্রু-নাশে জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ বিস্ফুরণে চিত্তবৃত্তি উন্মেষিত হয়, সদসৎ বিচার-বুদ্ধি—অন্তর্দৃষ্টি জন্মে। তখনই মানুষ ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। মানুষের জন্মসহজাত জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষের সহায়ক বিবিধ অনুষ্ঠানের সাধনায়, মানুষ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়।

মানুষ যদি সদ্বস্তু-লাভে সদ্ভাবের সহিত সেই বিবেক বিকাশে প্রযত্নপর হয়, তাহার চিত্তবৃত্তি সেই ভাবেই বিগঠিত হইয়া তাহার পরম মঙ্গলের হেতুভূত হইয়া থাকে। আর যদি সে কুপথাগামী হয়, তাহাতে পশুত্বেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা—'শত্রুনাশে সদ্ভাবের সঞ্চয়ে সজ্জ্ঞান লাভে যেন আমার পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।' স্রুক উত্তপ্ত হইলে যেমন শত্রু-বিনাশে ইষ্টসিদ্ধির পরিকল্পনা, চিত্তবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হইলে অন্তঃশত্রু-বিনাশেও সেইরূপ শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ পরমফল প্রাপ্তিরূপ ইষ্ট-লাভের কামনা মন্ত্রে নিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা মন বা চিত্তবৃত্তিকে লক্ষ্য করি। স্রুককে প্রক্ষালিত পরিশুদ্ধ করিয়া পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বরং মনের বা চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। 'গোষ্ঠং' পদে ভাষ্যকার 'গবাং স্থানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে গোচারণ মাঠ বা গোয়াল সূচিত হইতে পারে। মন্ত্রে বুঝা যায়—'আমি যেন গোয়াল বা গোচারণ মাঠ নষ্ট না করি, এই জন্য শত্রুনাশক স্রুককে প্রক্ষালিত করিতেছি।' স্রুকের শত্রুনাশসামর্থ্যই বা কি আছে, আর স্রুক প্রক্ষালিত না হইলে গোস্থানই বা কিরূপে নষ্ট হয়—সে তাৎপর্য্য উপলব্ধ করা দুরূহ। তার পর, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, প্রজা, যোনি প্রভৃতি—স্রুক কিরূপে রক্ষা করিতে পারে, এবং স্রুক উত্তপ্ত ও ধৌত হইলে—সেই সকলের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ফলতঃ, স্রুকের সহিত চক্ষু-কর্ণাদির এবং গোস্থানের সম্বন্ধ খ্যাপন—ক্রিয়াকাণ্ডানুসারী লৌকিক যাগ-যজ্ঞে ফলোপধায়ক কল্পিত হইলেও, সে সম্বন্ধ-খ্যাপনে পারলৌকিক সম্বন্ধ সূচিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য ক্রিয়াকর্ম্মের বা যাগযজ্ঞের শুভ ফল অস্বীকার করি না। সদনুষ্ঠানের সুফল সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত দেখিতে পাই। আর তদনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপযোগিতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত সার্থকতা বিষয়ে মতান্তর আছে।

আমরা কিন্তু এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। 'গো' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান-কিরণ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'নিরুক্ত' গ্রন্থে জ্ঞান-পর্য্যায়ে গো শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। তাব 'গো' শব্দের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিলেই সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। সেই জ্ঞান-কিরণের স্থান 'অন্তর বা চিত্তবৃত্তি'; অন্তর বিশুদ্ধ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয় পবিত্র হইলে, জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভবপর হয়। আবার জ্ঞানোদয় না হইলে, সদসৎ বিচার শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সদ্ভাবেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। ফলতঃ, জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সত্ত্বভাব; আবার যেখানে সত্ত্বভাব, সেইখানেই জ্ঞান। এই ভাবেই আমরা 'গোষ্ঠং' পদে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'আমার সত্ত্বভাব যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তোমাকে পরিশুদ্ধ বা উদ্বোধিত করিতেছি।' মনই যে মূলীভূত, মনই যে সত্ত্বভাব-সংরক্ষক এবং সত্ত্বভাবের জনক ও উন্মেষক,—পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মন যদি অসৎপথে

পরিচালিত হয়, সদ্ভাব তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—মনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার—মনের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনের। এই ভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশের সার্থকতা—এই ভাবেই 'গোষ্ঠং' দৃঢ়ীকরণের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ—'বাক্য, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা এবং যোনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, হে মন, শক্তিমন্ত তোমাকে সেই ভাবে পরিশোধিত করিতেছি।' এখানে বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি সমস্তই তো বর্ত্তমান্! তবে আবার তাহা দৃঢ়ীকরণের প্রয়াস কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই তো এই দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ রাহিয়াছে! তবে আর তাহারা নষ্ট হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা মনে করি—এখানকার তৎপার্য্য অন্যরূপ। বাক্‌শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা তো আমরা হারাই নাই! প্রাণও তো আমাদের আছে—আমরা তো মরি নাই! সকলই যখন বর্ত্তমান, তখন আবাব তাহাদের দৃঢ়তা-সাধনের প্রয়াস কেন?

ইহাতে কি মনে হয়? আমার বাক্যকে যেন নষ্ট না করি,—এতদুক্তির কি তাৎপর্য্য? তাৎপর্য্য কি এই নয়—শৈশবের সরলতা-মাখা সেই যে অনাবিল অকপট ভাষা, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সরলতা অকপটতা হারাইতে বসিয়াছে, সেই ভাষা সেই রসনা যেন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! যদি সে আজন্ম পরনিন্দা পরচর্চ্চায়ই কাটাইল, তাহা হইলে তাহার বিনাশ ভিন্ন কি বলিতে পারি? সে বাক্য বাক্যই নয়—যে বাক্য ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে অভ্যস্ত নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—বিচিত্র পদবিন্যাস যুক্ত হইলেও সে বাক্যে যদি হরি কথা না থাকিল, তাহা হইলে তাহা বাক্য পদবাচ্যই নহে। যথা,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদ হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিত।
তদ্বায়স তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

তাই ভগবন্মাহাত্ম্য-পরিবর্ণন, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি হইল—শ্রেষ্ঠ সার কথা। সত্য, সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতি তাহারই অঙ্গোপাঙ্গ। 'বাচং' পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। 'প্রাণং' পদেও সেই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রাণ তো আমাদের রহিয়াছে? কিন্তু এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! যে প্রাণ সংসারের সঙ্কুচিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, হিংসাদ্বেষাদির প্রভাবে কাঠিন্য ভাব ধারণ করিয়াছে, যে প্রাণ নিষ্ঠুর নির্ম্মম ব্যবহারে পরের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না;—এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! এ প্রাণ—সেই প্রাণ, যে প্রাণ দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে সদা উন্মুক্ত, যে প্রাণ ব্যথিতের অশ্রুবারি মুছাইতে সদা প্রসারিত হস্ত, যে প্রাণ সন্তপ্তের সন্তাপ বিমোচনে করুণায় চিরবিগলিত! এই লোকানুরাগ—এই সৎকর্ম্ম-পরায়ণতা সেই দরিদ্রনারায়ণের প্রতি প্রীতি—দৃঢ় করিবার জন্যই 'প্রাণং' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। তার পর 'চক্ষুঃ' ও 'শ্রোত্রং'। চক্ষু কর্ণ তো সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে! তবে আবার এ প্রার্থনা করি কেন? তাহারও তাৎপর্য্য আছে। সে চক্ষুই চক্ষুই নহে, যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-সুন্দর শ্যাম মনোহর-মূর্ত্তি

দেখিতে সমর্থ না হইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে;—যে চক্ষু সেই সুন্দর—অতিসুন্দর

"শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং অলকাবলিমণ্ডিতভালতলং।
শ্রুতিদোলিতমাকরকুণ্ডলকং কটিবেষ্টিতপীতপটং।"

দেখিতে না পাইল! সে চক্ষু চক্ষুই নহে, যে চক্ষু সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার

"ভৃশ-চন্দনচর্চ্চিত-চারু-তনুং মণিকৌস্তুভগর্হিতং-ভানুতনুং।
কলনূপুর-রাজতি-চারুপদং মণিরঞ্জিতগঞ্জিত ভৃঙ্গমদং, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিতপাদযুগং"

এর অনন্ত সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ না হইল! সে শ্রোত্র শ্রোত্রই নহে, যে শ্রোত্র—ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে ভগবন্মহিমা-শ্রবণে বিনিযুক্ত না রহিল! ফলতঃ, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। যে চক্ষু কেবল সংসার-সৌন্দর্য্যে—বিষয় বিভবের মোহ-জনক চমৎকারিত্বে আবদ্ধ রহিল; যে কর্ণ কেবলই আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণ রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু চক্ষুপদবাচ্য নহে;—সে শ্রোত্র পদবাচ্য নহে। তাই মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে—আমার যেন সদস্ত দর্শন-সামর্থ্য অর্থাৎ দূরদৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি এবং সৎকথা-শ্রবণ-সামর্থ্য জন্মে; অর্থাৎ ভগবন্মহিমা ও তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুতেই যে কর্ণ আকৃষ্ট না হয়। ফলতঃ, সত্যকথন, সৎপ্রসঙ্গের আলাপন, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ—ভগবদগুণানু-কীর্ত্তন ও ভগবন্মহিমা শ্রবণই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়;—অন্য কিছুতেই যেন আমার মন আকৃষ্ট না হয়।' ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর 'প্রজাং' ও 'যোনিং' পদদ্বয়েও সেই একই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রজা' ও 'যোনি' পদে জনহিতসাধনে এবং সদ্ভাবসঞ্চয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ভাব প্রকটিত করিতেছে। সদ্ভাব সদালোচনাই যে পরামুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা এবং তজ্জন্য অনুপ্রাণিত হওয়াই যে মোক্ষকামী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য—এই ভাবই যেন মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও। সে সদ্ভাব কিসে লাভ করিতে পারিবে? ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণে—সৎপ্রসঙ্গে সৎসঙ্গে; আর ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে—সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে, সৎকর্ম্মসাধনায়। আর সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে—জনানুরাগে—পরহিতব্রতে। জনসেবায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে আত্ম-নিয়োগে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবানের প্রীতির হেতুভূত সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে যে পরমপদ প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে,—মন্ত্রে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে। সত্যানুরাগী হও, সৎপ্রসঙ্গে সদাচারে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য জনহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ কর; ভববন্ধনমোচনে প্রেম-প্রীতির আস্পদ ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইবে।' মন্ত্রের ইহার তাৎপর্য্য মনে করি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে পত্নীকে অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যোক্ত্র-বন্ধনের এবং যোক্ত্র বিমোচনের ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার যে বিধি ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাবপক্ষে আমরা তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। আমরা মন্ত্রত্রয়কে চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধসূচক বলিয়া মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। তিনটী মন্ত্রেরই প্রার্থনা—কর্ম্মফলাবসানের। সর্ব্বত্রই প্রার্থনা—সত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধির ও লোকানুরাগ-পরিবর্দ্ধনের। সঙ্গে

সঙ্গে সৎকর্ম্মসম্পাদনে সংসারবন্ধন-নাশে ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির কামনাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সদ্‌বুদ্ধি জ্ঞানানুসারিণী। তাই আমরা 'সুপত্নীঃ' পদের সার্থকতা মনে করি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, চিত্তবৃত্তি যদি জ্ঞানানুসারিণী সৎপথানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে সেও সেইরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে—অন্তঃ-শত্রুবিনাশে সহায়তা করে। চিত্তস্থৈর্য্যই সংসার-বন্ধন-নাশের হেতুভূত; চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তের স্থিরতা-সাধনে অন্তরে যখন পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মমূল বিনষ্ট হয়। ভগবানের অনুগ্রহও সেই সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে সৎকর্ম্মশীল পূর্ণজীবন লাভের, লোকানুরাগ-বর্দ্ধনের, ভগবৎ-পূজনসামর্থ্য অর্জ্জনেরও ভগবানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং পরিশেষে আত্মায় ও পরমাত্মায় সম্মিলনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সে সম্মিলন—এমন সম্মিলন হওয়া চাই যে, সে মিলনে কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। অর্থাৎ, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গতাগতির পথ রোধ করিয়া, পুনরাবৃত্তি নাশক মোক্ষপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্পই মন্ত্রাংশ-কয়েকটীকে দেখিতে পাই। মন্ত্রে যে ভাব পরিস্ফুট, আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশেও সেই একই চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেও মনের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। এখানেও মনের সম্বোধন। মনের দ্বারাই সকল কর্ম্মফলের অবসান হয়, মনই বিশ্বের সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা! বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-সাধনেই মনের কর্তৃত্ব দেখিতে পাই। মন ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্ভবপর হয় না। আবার ভগবৎ-সম্বোধন-স্বীকারেও সেই একই ভাব প্রকাশ পায়। ভগবানই যে সর্ব্বমূলাধার, তিনিই যে মনের নিয়ন্তা, তাহা সর্ব্বপ্রকারেই উপলব্ধ হয়।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'আমি যেন বিভ্রমরহিত চক্ষে তোমাকে দেখিতে পাই।' চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই 'অদব্ধেন' (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদাদি হিংসাপরিশূন্য হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি'—এইরূপ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে এতদুক্তির সার্থকতা অনুধাবন করুন। ভগবানকে হিংসা-বিরহিত অন্তরে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতে পারিলেই কর্ম্ম তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে; সেই কর্ম্মই তাঁহার প্রাপ্তি-মূলক হয়। আর তখনই অর্থাৎ বিভ্রম-রহিত-নেত্রে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই মনে হয়,—অগ্নিরূপে যেন তাঁহার রসনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি যেন সর্ব্ব-দেবগণকে বা সকল দেবভাবকে আহ্বান করিয়া থাকেন। ভগবানই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা বা উৎপাদয়িতা তো বটেনই! এক হিসাবে মনই দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা এবং উৎপাদক। এইরূপে দশম মন্ত্রের শেষাংশের তাৎপর্য্য—'আপনি' গৃহে গৃহে, আমার প্রতি কর্ম্মে, আমার প্রতি পাদবিক্ষেপে আপনি দেব-ভাবগণকে আহ্বান করিয়া আমাতে স্থাপন করুন। অর্থাৎ, আমি যখন যে অবস্থায় যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকি না কেন, তাহাতেই যেন আমার মধ্যে দেবভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে পূর্ব্বেও আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই

ভাবই গ্রহণ করি। মানুষ প্রথমে মনে করে,—কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তৎপ্রতি প্রথমে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। তখন, তাই সে বলে,—'হে ভগবন্! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্ম্মকে পবিত্র করিতে পারি।' এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—'আমার সদসৎ বিবিধ প্রকার কর্ম্ম সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।' এখানে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। কর্ম্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম যে স্বতঃ দীপ্তিমান্, স্বতঃবিশুদ্ধ ও অমৃতত্বপ্রদানকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত সেই কর্ম্মই দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সৎকর্ম্মের সাধক, সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ হয়। কর্ম্মরূপে ভগবান সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃ তিনি, তেজঃ তিনি, শক্তি তিনি। নাম তিনি, দ্রব্য তিনি। নাম রূপ পরিগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। কর্ম্ম ও ভগবান—অভিন্ন। ভগবানের সহিত কর্ম্ম অভিন্ন হইলে, কর্ম্মমাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে কি? এই ভাবেই কর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিয়াছেন,—'দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্ম্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব! সুতরাং কর্ম্মই আমার একমাত্র নমস্য। এই চিন্তার ফলেই ভক্ত সাধক কর্ম্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" সেই কর্ম্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্ম্মকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন না।

মানুষ আপনার কর্ম্মফলের অধিকারী। সে কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হইলেই শ্রেয়ঃ-সাধক হয়। যজুর্ব্বেদ কর্ম্মকাণ্ডসমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎ-সংশ্রবযুত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সবিতা দেবতার অনুকম্পায় ত্রুটি-পরিশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্ম্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্ম্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্মই তখন তাহার নিকট তেজঃ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্ব্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের দ্বারা সকলই সংসাধিত হইতে পারে। কর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি আসে; কর্ম্মেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়; কর্ম্মেই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ত্রুটি-পরিশূন্য কর্ম্ম—বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ। মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'মানুষ, তুমি কর্ম্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধ অবশ্যই হইবে।' কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইলে, সেই চিত্তবৃত্তিই যে শক্তি সম্পন্ন হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শেষ মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ কর্ম্মে চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদিত

হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে সেই কর্ম্মই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়ক হয়, মন্ত্রে সেই উপলব্ধিই জন্মে। আমরা মনে করি,—এই ভাবেই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের সার্থকতা। (১অষ্টক – ১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

—— * ——

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহা।

(২) বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা। (৩) বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহা।

(৪) দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।

(৫) স্বধা পিতৃভ্য উর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছত।

(৬) বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি।

(৭) ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যোঃ।

(৮) গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্ব্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িত

ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতো

মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা

যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতঃ

(৯) সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা।

(১০) বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তঁ সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।

(১১) বিশো যন্ত্রে স্থো। (১২) বসূনাঁ রুদ্রাণামাদিত্যানাঁ সদসি সীদ।

(১৩) জুহূরুপভৃদ্ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না

প্রিয়ে সদসি সীদ।

(১৪) এতা অসদনৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি

যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি

মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥ ১১ ॥

*

পদ-পাঠঃ।

(১) কৃষ্ণঃ। অসি। আখরেষ্ঠ ইত্যাখরে—স্থঃ। অগ্নয়ে। ত্বা। স্বাহা।

(২) বেদিঃ। অসি। বর্হিষে। ত্বা। স্বাহা।

(৩) বর্হিঃ। অসি। স্রুগ্‌ভ্য ইতি স্রুক্—ভ্যঃ। ত্বা। স্বাহা।

(৪) দিবে। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা। পৃথিব্যৈ। ত্বা।

(৫) স্বধেতি স্ব—ধা। পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ। ঊর্ক্। ভব। বর্হিষদ্ভ্য ইতি

বর্হিষৎ—ভ্যঃ। ঊর্জ্জা। পৃথিবীম্। গচ্ছত।

(৬) বিষ্ণোঃ। স্তূপঃ। অসি।

(৭) ঊর্ণাম্রদসমিত্যূর্ণা—ম্রদসম্। ত্বা। স্তৃণামি। স্বাসস্থমিতি সু—আসস্থম্। দেবেভ্যঃ।

(৮) গন্ধর্ব্বঃ। অসি। বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ। বিশ্বস্মাৎ। ঈষতঃ। যজমানস্য।

পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। ইন্দ্রস্য। বাহুঃ। অসি।

দক্ষিণঃ। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ। মিত্রাবরুণাবিতি

মিত্রা—বরুণৌ। ত্বা। উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ। পরীতি। ধত্তাম্। ধ্রুবেণ।

ধর্ম্মণা। যজমানস্য। পরিধিরিতি পরি—ধিঃ। ইডঃ। ঈড়িতঃ।

(৯) সূর্য্যঃ। ত্বা। পুরস্তাৎ। পাতু। কস্যাঃ। চিৎ। অভিশস্ত্যা ইত্যভি—শস্ত্যাঃ।

(১০) বীতিহোত্রমিতি বীতি—হোত্রম্। ত্বা। কবে। দ্যুমন্তমিতি দ্যু—মন্তং।

সমিতি। ইধীমহি। অগ্নে। বৃহন্তং। অধ্বরে।

(১১) বিশঃ। যন্ত্রে ইতি। স্থঃ।

(১২) বসূনাম্। রুদ্রাণাম্। আদিত্যানাম্। সদসি। সীদ।

(১৩) জুহূঃ। উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। ধ্রুবা। অসি। ঘৃতাচী। নাম্না। প্রিয়েণ।

নাম্না। প্রিয়ে। সদসি। সীদ।

(১৪) এতাঃ। অসদন্। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। তাঃ। বিষ্ণো ইতি।

পাহি। পাহি। যজ্ঞম্। পাহি। যজ্ঞপতিমিতি। যজ্ঞ—পতিম্।

পাহি। মাম্। যজ্ঞনিয়মিতি যজ্ঞ—নিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (সৎকর্ম্মসহযুতঃ ইত্যর্থঃ) ভব। অগ্নয়ে (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ বিনিযোজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ; সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ)।

অথবা

হে মনঃ! ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (অঙ্গারসদৃশঃ) 'কৃষ্ণঃ' (কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমোচনেন তব উৎকর্ষসাধনায় চ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং সুসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ)।

২। হে ধীঃ! ত্বং 'বেদি' (যজ্ঞস্থানং, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); 'বর্হিষে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম সঙ্কল্পঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইত্যর্থঃ)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'স্রুগ্‌ভ্যঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সৎকর্ম্মসাধনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সুসংস্কৃতং করোমি; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ)।

৪। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'দিবে' (দ্যুলোকাবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃথিব্যৈ' (পৃথিবীলোকে, ইহজগতি ইত্যর্থঃ অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ।

৫। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি; তান্ আহ্বয়ামি; তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ); অথবা, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃপুরুষাণাং প্রীতিসাধনায়, যদ্বা—পিতৃগুণানাং হৃদি উপজননায় ইতি ভাবঃ) যুষ্মান্ 'স্বধা' (স্বধামন্ত্রেণ নিয়োজিতান্ কুর্ম্ম)। অতঃ যূয়ং 'বর্হিষদ্ভ্যঃ' (মম হৃদ্‌রূপে বর্হিষি সঞ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'ঊর্গ' (রসস্বরূপঃ সংরক্ষকঃ আনন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সঞ্চর ইতি ভাবঃ); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ পিতৃগুণাঃ! 'ঊর্জ্জা' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনাঃ বলপ্রাণরূপাঃ সত্ত্বভাবপ্রবাহাঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (হৃদয়রূপং সদ্‌বৃত্তিমূলং ইতি যাবৎ) 'গচ্ছত' (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রার্থনা-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। পিতৃগুণাঃ তথা সত্ত্বভাবাঃ যথা উপজয়ন্তি তথা সাধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৬। হে মনঃ! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য, যাগাদিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য ইতি যাবৎ) 'স্তূপঃ' (ধারকঃ, সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৭। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণাম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুতং) ভব; 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ) 'স্বাসস্থং' (সুখবাসস্বরূপং কর্ত্তুং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি, বিনিযোজ-য়ামি ইতি ভাবঃ)। হে মনঃ! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং তথা দেববাসযোগ্যং করোমীতি ভাবঃ।

৮। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'গন্ধর্ব্বঃ' (সর্ব্বগঃ) 'বিশ্বাবসুঃ' (বিশ্বব্যাপী) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) ত্বং সত্ত্বসহযুতঃ সন্ 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'ঈষতঃ' (শত্রোরাক্রমণাৎ) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষক ভব ইতি শেষঃ)।

(খ) হে মনঃ অথবা শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণ বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গ-স্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ঈড়িতঃ' (সন্তজনীয়) ত্বং জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতঃ ভূত্বা 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিরিড' (পরিরক্ষকঃ ভব ইতি শেষঃ)।

(গ) হে মনঃ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞানভক্তীরূপৌ দেবৌ, ভগবদ্বিভূতিদ্বয়ৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধত্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন স্থাপয়তাং); ত্বমপি 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ, সন্তজনীঃ জ্ঞানসহযুতঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) বিধিপূর্ব্বকং 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য, মম ইত্যর্থঃ) 'পরিধিরিড' (সংরক্ষকঃ ভব—শত্রোরাক্রমণাৎ ইতি শেষঃ)।

৯। হে মনঃ! 'কস্যাশ্চিৎ' (সর্ব্বস্যাঃ দেববিভূত্যাঃ ইতি ভাবঃ) 'অভিশস্ত্যৈ

(সম্যক্ স্তুত্যর্থং, অর্চ্চনার্থং, ত্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থং ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যঃ' (পূর্ণজ্যোতিস্বরূপঃ দেবঃ, স্বপ্রকাশ ভগবান ইতি যাবৎ) 'পুরস্তাৎ' (অগ্রতঃ, সর্ব্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা (ত্বাং) 'পাতু' (পালয়তু, সংরক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

১০। 'কবে' (ত্রিকালজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব !) 'দ্যুমন্তং (দীপ্তিমন্তং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'বীতিহোত্রং' (অভীষ্টপূরকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে সৎকর্ম্মণি, হৃদ্দেশেবা যজ্ঞে, ইতি যাবৎ) 'সমিধীমহি' (সম্যক্ দীপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব ! ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রদীপ্তঃ ভব ইতি ভাবঃ।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুতৌ জ্ঞানকর্ম্মণী ! যুবাং 'বিশো' (বিশ্বব্যাপকস্য শুদ্ধসত্বস্য) 'যন্ত্রে' (নিয়ামকে, প্রজননহেতুভূতে) 'স্থঃ' (ভবথ)।

১২। হে মনঃ অথবা হে ধী ! ত্বং 'বসূনাং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং নিবাসভূতানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইত্যর্থঃ) 'রুদ্রাণাং' (ঘোররূপাণাং, শত্রুবিমর্দ্দকানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) 'আদিত্যানাং' (জ্যোতিঃস্বরূপাণাং, জ্ঞানদায়কানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) 'সদসি' (অধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'সীদ' (অধিতিষ্ঠ, প্রসর)। হে মনঃ ! নিবাসভূতাঃ শত্রুবিমর্দ্দকাঃ জ্যোতিস্বরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা পর্য্যায়ক্রমেণ শুদ্ধসত্বসঞ্চারেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্তু ইতি ভাবঃ।

১৩। হে মম ধী ! ত্বং 'জুহুঃ' (হবনপাত্রস্বরূপা) অপিচ 'উপভৃৎ' (দেবানাং সমীপে হবির্দ্ধারণকর্ত্রী, সদ্ভাবপোষিকা ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবা' (নিত্যস্বরূপা সত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ) ; 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্বসমন্বিতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা 'প্রিয়েণ' (প্রিয়বস্তুনা) 'নাম্না' (অভিধেয়েন, আধারেণ সহেতি ভাবঃ) 'সদসি' (আসনে, হৃদ্রূপে অধিষ্ঠানে ইতি ভাবঃ) 'সদ' (অধিতিষ্ঠ)। হে ধি ! ত্বং সদ্ভাবসমন্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ।

১৪। বিষ্ণো (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্ !) 'সুকৃতস্য' (সত্যস্বরূপস্য শোভনকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'লোকে' (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'এতাঃ' (নিত্যসত্যস্বরূপাঃ যে শুদ্ধসত্বাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসদন্' (বর্ত্তন্তে) 'তা' (তান্) 'পাহি' (রক্ষ) ; 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্মং, সত্বাদীনাং কার্য্যং) 'পাহি' (রক্ষ) ; 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞাপালকং শুদ্ধসত্বং) 'পাহি' (সংরক্ষ) ; যজ্ঞনিয়ং মাং' (প্রার্থনাকারকং মাং) 'পাহি' (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাৎ পরিত্রায়স্ব ত্বমিতি শেষঃ)। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন ! তুমি কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ ; সৎকর্ম্মসহযুত হও। অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি অথবা পরিশুদ্ধ করিতেছি।

অথবা

হে মন! তুমি অঙ্গারসদৃশ কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ। কলঙ্ক বিমোচনে তোমার উৎকর্ষসাধন জন্য অগ্নিসংযোগে (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত করিতেছি।

২। হে ধী! তুমি দেবীস্বরূপ, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত (বর্হির ন্যায়) তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত (সুসংস্কৃত) করিতেছি। (আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক)।

৩। হে মন! দর্ভরূপ তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের সাধক হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহামন্ত্রের দ্বারা সুসংস্কৃত করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক।

৪। (ক) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে দ্যুলোকে অবস্থিত অর্থাৎ দ্যুলোক-সম্বন্ধি দেবভাব-লাভের জন্য নিযুক্ত (প্রেরণ) করিতেছি।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত (অন্তরিক্ষ লোকসম্বন্ধি) দেবভাবসমূহ লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

(গ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম্ম! তোমাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ ইহজগতে অবস্থিত (ইহলোকসম্বন্ধি) দেবভাব লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

৫। পিতৃগুণ-সমূহকে উদ্দেশ করিয়া 'স্বধা' উচ্চারণ করিতেছি। তদ্‌গুণাবলিকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্জাত হউক)। অথবাহে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! আমার পিতৃগুণসমূহ উৎপাদন জন্য (সদ্ভাবপ্রাপ্তিকামনায়) স্বধা-মন্ত্রে তোমাদিগকে বিনিযুক্ত কবিতেছি। তোমরা আমার হৃদ্‌রূপ বর্হিসমূহে সঞ্জাত পিতৃগুণসমূহের রসস্বরূপ পোষক অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক হইয়া সঞ্চারিত হও; অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পিতৃগুণসমূহ! তোমাদিগের সম্বন্ধি বলপ্রাণস্বরূপ সত্ত্বপ্রবাহ আমার হৃদয়রূপ সদ্‌বৃত্তিমূলকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পিতৃগুণ অর্থাৎ সত্ত্বভাব সংজনন জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান)।

৬। হে মন! তুমি সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের ধারক হও। অথবা তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও।

৭। হে মন! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বভাবযুত হও; সর্ব্বদেবভাবের অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে আসনরূপে বিস্তৃত করিতেছি। (ভাব এই যে, হে মন! তোমাকে যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত দেববাসযোগ্য করি।)

৮। (ক) হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপী হয়েন। অতএব স্তবনীয় আপনি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হউন।

(খ) হে মন অথবা শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ) হও। অতএব, সম্ভজনীয় তুমি (প্রজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া) বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

(গ) হে মন! তোমার সত্যধর্ম্ম-পালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রা-বরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ-লোকে স্থাপন করুন। তুমিও স্তবনীয় জ্ঞান-সহযুত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বপ্রকারে অর্চ্চকের পরিরক্ষক হও (অর্থাৎ রক্ষা কর)।

৯। হে মন! সকল দেব-বিভূতির সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনার জন্য (প্রতিষ্ঠার জন্য) সেই পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্যদেব (স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় ভগবান) সর্ব্বতোভাবে তোমাকে পালন করুন।

১০। হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্ট-লাভের জন্য, এই হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সৎ-কর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃদ্‌প্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপত্তি-হেতুভূত হও।

১২। হে মন! তুমি বিশ্বের সকলের নিবাসভূত (আশ্রয়ভূত) দেব-গণের (অর্থাৎ দেবভাবসমূহের), শত্রু-বিমর্দ্দক ঘোররূপ দেবগণের (দেব-ভাবসমূহের) এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানদায়ক) দেবগণের (অর্থাৎ দেব-ভাবসমূহের) অধিষ্ঠানে প্রসারিত হও। (ভাব এই যে—হে মন! নিবাস-হেতুভূত শত্রু-বিমর্দ্দক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবভাবসমূহ পর্য্যায়ক্রমে তোমাতে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চার দ্বারা সভগবানকে প্রাপ্ত করান)।

১৩। হে ধী! তুমি হবনপাত্র-স্বরূপা, সেবগণ-সমীপে হবির্ধারণকর্ত্রী অর্থাৎ সদ্ভাব-পোষিকা নিত্যস্বরূপা (সদ্ভাবরূপা) হও। নামে তুমি জুহূ অর্থাৎ হবিঃপূর্ণ—সত্ত্বসমন্বিত হইয়া প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বভাবের সহিত

আমার হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে (আসনে) অধিষ্ঠিত হও। (ভাব এই যে,— হে ধী! তুমি সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও)।

১৪। হে বিশ্বব্যাপক ভগবান! সত্য-স্বরূপ সৎকর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান আমার হৃদয়ে নিত্যসত্যস্বরূপা যে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বিরাজিত আছে, সেই সকলকে আপনি রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞকে (সত্ত্বাদির কার্য্যকে) রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞপালক সদ্ভাবকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকারী আমাকে রক্ষা করুন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাক আজ্যহবিষো গ্রহণমুক্তং। একাদশ ইধ্মাবর্হিঃপূর্ব্বকং বেদ্যাং হবিরাসাদনমুচ্যতে। তত্র কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয় ইত্যাদ্যৌ মন্ত্রঃ। ততঃ পূর্ব্বমাপো দেবীরিত্যয়মুদকাভিমন্ত্রণমন্ত্র আম্নাতব্য ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্ববদ্ব্যাচষ্টে—"আপো দেবীরগ্রেপূবো অগ্রেগুব ইত্যাহ। রূপমেবাঽসামেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে। অগ্র ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাহ। অগ্র এব যজ্ঞং নয়ন্তি। অগ্রে যজ্ঞপতিং। যুষ্মানিন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্য্যে যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্য্য ইত্যাহ। বৃত্রং হনিষ্যন্নিন্দ্র আপো বব্রে। আপো হেন্দ্রং বব্রিরে। সংজ্ঞামেবাঽসামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে। প্রোক্ষিতাঃ স্থেত্যাহ। তেনাঽপঃ প্রোক্ষিতাঃ।' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি।

১। "কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথেধ্মং বিস্রস্য প্রোক্ষতি কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে ইধ্ম ত্বং বহ্নিপ্রিয়তমত্বাত্তদভেদোপচারেণ কৃষ্ণো মৃগোঽসি। তথা বনস্পতিস্থোঽসি। অতোঽগ্নয়ে প্রিয়ং ত্বাং প্রোক্ষামি। তদেতৎকর্ত্তব্যমিতি স্বকীয়া সরস্বতী ব্রূতে। সোঽয়মর্থঃ স্বাহাশব্দবাচ্যঃ। অত এবাগ্নিহোত্রব্রাহ্মণে প্রজাপতেঃ স্বকীয়য়া বাচা সহ সংবাদ এবমাম্নায়তে—"তং বাগভ্যবদজ্জুহুধীতি। সোঽব্রবীৎ। কস্ত্বমসীতি। স্বৈব তে বাগিত্যব্রবীৎ। সোঽজুহোৎ স্বাহেতি" ইতি। অথবা নানার্থবাচী স্বাহাশব্দঃ প্রোক্ষণং ব্রূতে। অথোক্তমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—"অগ্নির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। কৃষ্ণো রূপং কৃত্বা। স বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ। কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা স্বাহেত্যাহ। অগ্নয় এবৈনং জুষ্টং করোতি। অথো অগ্নেরেব মেধমবরুন্ধে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ আ°৬) ইতি।

২। "বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"বেদিং প্রোক্ষতি বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে বেদে ত্বং লব্ধাঽসি। "তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বং" ইতি শ্রুতেঃ। অতো বর্হির্ধারয়িতুং ত্বাং প্রোক্ষামি। রূপকেণাঽধারাধেয়ভাবং দর্শয়তি—'বেদিরসি বর্হিষে ত্বা স্বাহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। পৃথিবী বেদিঃ। প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

৩। "বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহা।"—কল্পঃ—"বর্হিঃ প্রোক্ষতি বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহেতি" ইতি। হে দর্ভ বৈদেস্ত্বং বৃংহণমসি। অতস্ত্বয়ি স্রুচঃ স্থাপয়িতুং ত্বাং প্রোক্ষামি।

পূর্ব্ববদাধারত্বং দর্শয়তি—"বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা স্বাহেত্যাহ। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যজমানঃ স্রুচঃ। যজমানমেব প্রজাসু প্রতিষ্ঠাপয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০৬) ইতি॥

৪। "দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা।"—কল্পঃ—"অন্তর্ব্বেদি পুরোগ্রন্থি বর্হিরাসাদ্য দিবে ত্বেত্যগ্রং প্রোক্ষতি, অন্তরিক্ষায় ত্বেতি মধ্যং পৃথিব্যৈ ত্বেতি মূলং" ইতি। বর্হিষ্যেব লোকত্রয়ং ভাবয়িত্বা লোকার্থতা প্রোক্ষণস্যেত্যাহ—"দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি বর্হিরাসাদ্য প্রোক্ষতি। এভ্য এবৈনল্লোকেভ্যঃ প্রোক্ষতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"অথ ততঃ সহ স্রুচা পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চং গ্রন্থিং প্রত্যুক্ষতি। প্রজা বৈ বর্হিঃ। যথা সূত্যৈ কাল আপঃ পুরস্তাদ্যন্তি। তাদৃগেব তৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। অগ্রাদিত্রয়প্রোক্ষণানন্তরং যঃ শেষস্তেন প্রোক্ষণশেষেণোদকেন স্বয়ং হস্তস্থিতপ্রোক্ষণপাত্রেণ সহ বর্হিষঃ পুরস্তাদ্ধস্তং প্রসার্য্যোদকং যথা প্রত্যক্‌সিচ্যতে তথোৎক্ষিপেৎ। যথা মনুষ্যাণাং গবাদীনাং চ প্রসূতিকালে প্রথমত আপো নির্গচ্ছন্তি তৎপ্রোক্ষণং তাদৃগেব ভবতি॥

৫। "স্বধা পিতৃভ্য ঊর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছত।"—কল্পঃ—"অতিশিষ্টাঃ প্রোক্ষণীর্নিনয়তি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরস্যৈ শ্রোণেঃ স্বধা পিতৃভ্য ঊর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছতেতি" ইতি। হে জল ময়া ত্বং পিতৃভ্যো দত্তমসি। অতো বর্হিষ্যবস্থিতেভ্যঃ পিতৃভ্যো রসরূপং ভব। হে জলাবয়বা ভবদীয়োদ্ভূতরসরূপেণ পৃথিবীং গচ্ছত। মন্ত্রব্যাখ্যানপূর্ব্বকং বিধত্তে—"স্বধা পিতৃভ্য ইত্যাহ। স্বধাকারো হি পিতৃণাং। ঊর্গ্‌ভব বর্হিষদ্ভ্য ইতি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরস্যৈ নিনয়তি সন্তত্যৈ। মাসা বৈ পিতরো বর্হিষদঃ। মাসানেব প্রীণাতি। মাসা বা ওষধীর্ব্বর্দ্ধয়ন্তি। মাসাঃ পচন্তি সমৃদ্ধ্যৈ। অনতিস্কন্দন্‌হ পর্জ্জন্যো বর্ষতি। যত্রৈতদেবং ক্রিয়তে। ঊর্জ্জা পৃথিবীং গচ্ছতেত্যাহ। পৃথিব্যামেবোর্জ্জং দধাতি। তস্মাৎ পৃথিব্যা ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। স্বধাকারঃ পিতৃণাং প্রিয় ইত্যর্থো বাজসনেয়িনাং প্রসিদ্ধঃ। দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতর ইতি শ্রুতিঃ পূর্ব্বমুদাহৃতা। বেদেদক্ষিণশ্রোণিমারভ্যোত্তরশ্রোণিপর্য্যন্তং নিনয়নেন যজমানস্যাবিচ্ছিন্না প্রজা ভবতি। মাসাভিমানিদেবা এব বর্হিষদঃ পিতর ইতি তৎপ্রীতৌ সত্যামভিমন্তব্যকালাত্মকা মাসা ওষধীর্ব্বর্দ্ধয়িত্বা ফলং সম্পাদয়ন্তি। ততোঽন্নসমৃদ্ধিঃ। যস্মিন্দেশ এতন্নিনয়নমেবং ক্রিয়তে, তস্মিন্দেশে পর্জ্জন্যোঽতিবৃষ্ট্যা সস্যমবিনাশয়ন্যথাকালং যথোচিতং বর্ষতি। উদকরসস্য পৃথিবীগতত্বাৎ পৃথিবীজন্যেনান্নরসেন জনা ভোগং সম্পাদয়ন্তি। শৈথিল্যং বিধত্তে—"গ্রন্থিং বিস্রংসয়তি। প্রজনয়ত্যেব তৎ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। বন্ধনরূপে গর্ভেঽবস্থিতস্য বর্হিষো বিস্রংসনমেবোৎপাদনং। শিথিলস্য বিমোচনং বিধত্তে—"ঊর্দ্ধং প্রাঞ্চমুদ্‌গৃহ্য প্রত্যঞ্চমাযচ্ছতি। তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তে। প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। পশ্চাৎ প্রাঞ্চমুপগূহতীতি হি পূর্ব্বং বিহিতস্য প্রাঞ্চমুদ্‌গৃহ্য গ্রন্থেরগ্রং ধৃত্বাধর্ব্বমুৎকৃষ্য প্রত্যঙ্মুখত্বেন কর্ষেৎ॥

৬। "বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি।"—কল্পঃ—"বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসীতি কর্ষনিবাহস্বনীয়ং প্রতি

প্রস্তরমুপাদত্তে" ইতি। হে প্রস্তর ত্বং ব্যাপিনো যজ্ঞস্য সঙ্ঘাতরূপো ধারকোঽসি। তদেতদ্দর্শয়তি—"বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ°৬) ইতি। বিধত্তে—"পুরস্তাৎ প্রস্তরং গৃহ্লাতি। মুখ্যমেবৈনং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। বেদেঃ পূর্ব্বভাগে ব্রহ্মা যজমানো বা প্রস্তরং ধারয়েৎ। তচ্চ সূত্রেঽভিহিতং—"ব্রহ্মা প্রস্তরং ধারয়তি যজমানো বা" ইতি। ধারণায় মুখসমানমৌন্নত্যং হস্তেনাভিনীয় বিধত্তে—"ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। বেদিখননবাক্য ইবায়মভিনয়ঃ প্রাদেশমাত্র-পরত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ। তদেবানূদ্য প্রশংসতি—"ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। যজ্ঞপরুষা সম্মিতং। ইয়ন্তং গৃহ্লাতি। এতাবদ্বৈ পুরুষে বীর্য্যং। বীর্য্যসংমিতং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। পরুঃ পর্ব্ব। তচ্চ যজ্ঞপুরুষস্য হস্তকূর্পরয়োরুভয়তঃ প্রাদেশমাত্রং ভবতি। প্রসারিতয়ো-রঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকয়োরঙ্গুল্যোর্যাবন্মধ্যং তাবদেব পুরুষে সামর্থ্যং, হানোপাদানাদ্যশেষব্যাপারাণাং তত্রৈব নিষ্পত্তেঃ। পক্ষান্তরং বিধত্তে—"অপরিমিতং গৃহ্লাতি। অপরিমিতস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। যাবত্যৌন্নত্যে স্বস্য সৌকর্য্যং তাবদেব গৃহ্লীয়াৎ। তস্যাপরিমিতসম্পত্তয়ে ভবতি। উৎপবনহেত্বোঃ পবিত্রয়োঃ প্রস্তরে স্থাপনং বিধত্তে—"তস্মিন্ পবিত্রে অপিসৃজতি। যজমানো বৈ প্রস্তরঃ। প্রাণাপানৌ পবিত্রে। যজমান এব প্রাণাপানৌ দধাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। প্রস্তরস্য যজমানবদ্যজ্ঞ-সিদ্ধিহেতুতয়া তদভেদোপচারঃ॥

৭। "ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ।"—কল্পঃ—"বর্হির্ব্বেদ্যাং স্তৃণাতি দেব-বর্হিরূর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্য ইতি" ইতি।

অত্র শাখান্তরানুসারেণ দেববর্হিরিত্যেতৎপদং পূরিতং। হে দেববর্হিস্ত্বং কম্বলবন্মৃদুরূপং, দেবানাং সুখেনাঽসিতুং স্থানরূপং ত্বাং বেদ্যাং স্তৃণামি। ব্যাচষ্টে—"ঊর্ণাম্রদসং ত্বা স্তৃণামীত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। স্বাসস্থং দেবেভ্য ইত্যাহ। দেবেভ্য এবৈনৎস্বাসস্থং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। বিধত্তে—"বর্হিঃ স্তৃণাতি। প্রজা বৈ বর্হিঃ। পৃথিবী বেদিঃ। প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। তত্রৈব বিশেষং বিধত্তে—"অনতিদৃশ্নং স্তৃণাতি। প্রজয়ৈবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্নং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। ভূমিস্বরূপমত্যন্তং যথা ন দৃশ্যতে তথা বহুলং স্তৃণীয়াৎ। বহুপ্রজাপশ্বাবৃতো যজমানোঽপি বৈদেশিকৈরদৃশ্যমানঃ প্রভুর্ভবতি॥

৮। "গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইন্দ্রস্য বাহুরসি (১) দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িতো মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িতঃ।"—কল্পঃ—"অথ প্রস্তরপাণিঃ প্রাগভিসৃপ্য পরিধীন্‌পরিদধাতি গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুর্বিশ্বস্মাদীষতো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইতি মধ্যমমিন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইতি দক্ষিণং মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা যজমানস্য পরিধিরিড় ঈড়িত ইত্যুত্তরং" ইতি। হে মধ্যমপরিধে ত্বং বিশ্বাবসুনামা গন্ধর্ব্বোঽসি তদ্বদ্রক্ষকত্বাৎ। তেন সর্ব্বস্মাদ্ধিংসকাদ্যজমানস্য পরিপোষকোঽগ্নিরূপঃ স্তুতো ভব।

এবমুত্তরয়োর্যোজ্যং। ধ্রুবেণ ধর্ম্মণাঽনুষ্ঠীয়মাননিত্যকর্ম্মনিমিত্তং। বিধিপূর্ব্বকং ব্যাচষ্টে—"ধারয়ন্‌প্রস্তরং পরিধীন্‌পরিদধাতি। যজমানো বৈ প্রস্তরঃ। যজমান এব তৎস্বয়ং পরিধীন্ পরিদধাতি। গন্ধর্ব্বোঽসি বিশ্বাবসুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাঽয়ুর্যজমানে দধাতি। ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি। মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরি ধত্তামিত্যাহ। প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ। প্রাণাপানাবেবাস্মিন্ দধাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

৯॥ "সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথ সূর্য্যেণ পুরস্তাৎ পরিদধাতি সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"আহবনীয়মভিমন্ত্র্য" ইতি। কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ সর্ব্বস্যা অপি হিংসায়াঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—"সূর্য্যস্ত্বা পুরস্তাৎ পাত্বিত্যাহ। রক্ষসামপহত্যৈ। কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যা ইত্যাহ। অপরিমিতাদেবৈনং পাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১০। "বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।"—কল্পঃ—"ঊর্দ্ধে আঘারসমিধাবাদধাতি বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহ্যগ্নে বৃহন্তমধ্বর ইতি" ইতি।

হে বিদ্বন্নগ্নে ত্বামধ্বরং নিমিত্তীকৃত্য সমিধীমহি। কীদৃশং ত্বাং বীতয়ে ব্যাপ্তয়ে সমৃদ্ধয়ে হোত্রং হোমো যস্য তং বীতহোত্রং। এতমেবার্থং দর্শয়তি—"বীতিহোত্রং ত্বা কব ইত্যাহ। অগ্নিমেব হোত্রেণ সমর্দ্ধয়তি। দ্যুমন্তꣳ সমিধীমহীত্যাহ সমিদ্ধ্যৈ। অগ্নে বৃহন্তমধ্বর ইত্যাহ বৃদ্ধ্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১১। "বিশো যন্ত্রে স্থঃ।"—কল্পঃ—"অন্তর্ব্বেদ্যুদীচীনাগ্রে বিধৃতী তিরশ্চী আসাদয়তি বিশো যন্ত্রে স্থ ইতি" ইতি। হে দর্ভরূপে বিধৃত্যৌ যুবাং প্রজায়া নিয়ামিকে ভবথঃ। এতদেব দর্শয়তি—"বিশো যন্ত্রে স্থ ইত্যাহ। বিশাং যত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি। বিধত্তে—"উদীচীনাগ্রে নিদধাতি প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১২। "বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদ"—কল্পঃ—"বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদেতি তয়োঃ প্রস্তরমভ্যাদধাতি" ইতি। বিধৃতিদ্বয়মেব সদ ইত্যভিপ্রেত্যাঽহ—"বসূনাꣳ রুদ্রাণামাদিত্যানাꣳ সদসি সীদেত্যাহ। দেবতানামেব সদনে প্রস্তরꣳ সাদয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১৩। "জুহূরুপভৃদ্ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদ।"—কল্পঃ—"প্রস্তরে জুহূꣳ সাদয়তি জুহূরসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যুত্তরামুপভৃতমুপভৃদসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যুত্তরাং ধ্রুবাং ধ্রুবাঽসি ঘৃতাচী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেতি" ইতি। প্রথমদ্বিতীয়য়োরসি ঘৃতাচীত্যাদিকমনুষজ্যতে। ব্যাচষ্টে—"জুহূরসি ঘৃতাচী নাম্নেত্যাহ। অসৌ বৈ জুহূঃ। অন্তরিক্ষমুপভৃৎ। পৃথিবী ধ্রুবা। তাসামেতদেব প্রিয়ং নাম। যদ্‌ঘৃতাচীতি। যদ্‌ঘৃতাচীত্যাহ। প্রিয়েণৈবৈনা নাম্না সাদয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৬) ইতি॥

১৪। "এতা অসদন্‌ৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়ম্॥"—কল্পঃ—"অথ স্রুচঃ সন্না অভিমৃশত্যেতা অসদন্‌ৎসুকৃতস্য লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিতি" ইতি। লোকেঽবশ্যম্ভাবি ফলং

তদ্রূপত্বেন ভাবিতে প্রস্তরে স্রুচোঽবস্থিতঃ। এতদেব দর্শয়তি—"এতা অসদন্ৎসুকৃতস্য লোক ইত্যাহ। সত্যং বৈ সুকৃতস্য লোকঃ। সত্য এবৈনাঃ সুকৃতস্য লোকে সাদয়তি। তা বিষ্ণো পাহীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ। পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিত্যাহ। যজ্ঞায় যজমানায়াঽত্মনে। তেভ্য এবাঽশিষমাশাস্তেঽনার্ত্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ৩ অ০ ৬) ইতি। ধৃতির্যজ্ঞপুরুষকর্ত্তৃকং স্রুচাং পোষণং॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"কৃষ্ণ ইধ্মং বেদির্বেদিং বর্হির্বর্হিঃ সমুক্ষতি। দিবেত্রিভির্ব্বর্হিষোঽগ্রমধ্যমূলানি চোক্ষতি॥ ১॥
স্বধা শেষং ক্ষিপেদ্ভূমৌ বিষ্ণোঃ প্রস্তরমুন্নয়েৎ। ঊর্ণা বর্হিস্তৃতির্গন্ধর্বত্রিভিস্ত্রীন্পরিধীন্ক্ষিপেৎ॥ ২॥
সূর্য্যোঽভিমন্ত্র্য পূর্ব্বাগ্নিং বীত্যাধারসমিৎস্থিতিঃ। বিশো আধায় বিধৃতী বসূ প্রস্তরসাদনম্॥ ৩॥
জুহূপঞ্চভিরাসাদ্য স্রুচ এতাস্ত মন্ত্রয়েৎ। একাদশানুবাকেঽস্মিন্নীরিতা মন্ত্রবিংশতিঃ॥ ৪॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"যজমানঃ প্রস্তরোঽত্র গুণো বা নাম বা স্তুতিঃ। সামানাধিকরণ্যেন স্যাদেকস্যান্যনামতা॥ গুণো বা যজমানোঽস্ত কার্য্যে প্রস্তরলক্ষিতে। অংশাংশিত্বাদ্যভাবেন পূর্ব্ববন্নাত্র সংস্তুতিঃ। অর্থভেদাদনামত্বং গুণশ্চেৎপ্রহ্রিয়েত সঃ। যাগসাধকতাদ্বারা বিধেয়প্রস্তরস্তুতিঃ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—"যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইতি। তত্র যজমানস্য প্রস্তরশব্দো নামধেয়ং প্রস্তরস্য বা যজমানশব্দো নামধেয়ং। কুতঃ। উদ্ভিদা যাগেনেত্যাদাবিব সামানাধিকরণ্যাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। গুণবিধিরেব ইত্যপরঃ। তথাঽপি যজমানকার্য্যে জপাদৌ প্রস্তরস্যাচেতনস্য সামর্থ্যাভাবাৎ প্রস্তরকার্য্যে স্রুগ্ধারণাদৌ যজমানস্য শক্তত্বাদ্যজমানরূপো গুণো বিধীয়তে। এবং সতি পশ্চাচ্ছ্রুতস্য প্রস্তরশব্দস্য কার্য্যলক্ষকত্বেঽপি প্রথমশ্রুতো যজমানশব্দো মুখ্যবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন চাত্র পূর্ব্বন্যায়েন স্তুতিঃ সম্ভবতি। অষ্টাকপালদ্বাদশকপালয়োরিব প্রস্তরযজমানয়োরংশাংশিত্বাভাবাৎ। "বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" "উর্জ্জোঽবরুদ্ধ্যৈ" ইত্যাদিবৎস্তুতিরিতি চেন্ন। ক্ষিপ্রত্বাদিবর্দ্ধবৎকস্যচিদ্ধর্ম্মস্যাপ্রতীতেঃ। তস্মান্নামগুণয়োরন্যতরত্বমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—গোমহিষয়োরিবার্থভেদস্যাত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বান্ন নামত্বং যুক্তং। গুণপক্ষে স্বগ্নৌ প্রহরণস্য প্রস্তরবিষয়ত্বাদ্যজমানে প্রহৃতে সতি কর্ম্মলোপঃ স্যাৎ। তস্মাদ্বিধেয়ঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। যথা সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্য্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে তথা যজমানগুণেন যাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। এবং "যজমানো বা এককপালঃ" ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং॥

অথ ব্যাকরণম্।

কৃষ্ণস্য মৃগাখ্যা চেদিতি কৃষ্ণশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। আখরেষ্ঠ ইত্যত্র প্রাতিপদিকস্বরেণ বা সমাসস্বরেণ বা কৃৎস্বরেণ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্তত্বেন থাথাদিস্বরেণ বাঽন্তোদাত্তত্বং। বেদিশব্দস্ত্বেন্প্রত্যয়ান্তত্বেন নিৎস্বরঃ। বিষ্ণুশব্দো নুপ্রত্যয়ান্তঃ। স্তূপশব্দো বৃষাদিঃ। ঊর্ণাশব্দস্য বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বে সত্যুপমানপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। স্বাসস্থমিত্যত্র "নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) ইত্যন্তোদাত্তঃ। বিশ্বাবসুরিত্যত্র "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" (পা০ ৬।২।১০৬) ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। ঈষতো যজমানস্বেত্যুভয়ত্র লসার্ব্বধাতুকস্বরঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র দেবতাদ্বন্দ্বস্বরঃ। উত্তরত ইত্যত্রাতসুচ্প্রত্যয়ান্তত্বেন চিৎস্বরঃ।

ধর্ম্মণেত্যত্র মনিন্‌প্রত্যয়ান্তত্বান্নিৎস্বরঃ। সূর্য্যশব্দে নিপাতনাদাদ্যুদাত্তঃ। কস্থা ইত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে "ন গোশ্বন্‌সাববর্ণরাডঙ্‌ক্রুদ্ভ্যঃ" (পা০ ৬৷২৷১৮২) ইতি প্রথমৈকবচনে সাববর্ণান্তত্বেন নিষিধ্যতে। অভিশস্ত্যা ইত্যত্র তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ। বীতিহোত্রমিত্যত্র "মন্ত্রে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদাত্তঃ" (পা০ ৩৷৩৷৯৬) ইতি বীধাতোরুদাত্তত্বে ক্তিন্‌প্রত্যয়ে সতি বহুব্রীহিস্বরঃ। ঘৃতাচীত্যত্র কৃৎস্বরঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে একাদশোঽনুবাকঃ॥ ১১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:*:——

দশম অনুবাকে আজ্যহবিঃ গ্রহণমূলক মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে; আর, এই একাদশ অনুবাকে ইধ্ম এবং বর্হি সহিত বেদীতে হবিঃ স্থাপনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইধ্ম বর্হি ও হবিঃ গ্রহণের পূর্ব্বে, 'আপো দেবী অগ্রেগুব' প্রভৃতি মন্ত্রে তৎসমুদায়ে জল প্রক্ষেপ করিতে হয়;—ভাষ্যানুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটী 'ইধ্ম' অর্থাৎ হোমের কাষ্ঠ সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র বেদি-সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র 'বর্হি' অর্থাৎ সজ্ঘবদ্ধ কুশ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। সে মতে যজ্ঞকাষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে যজ্ঞকাষ্ঠ! তুমি অগ্নির প্রিয় বলিয়া অভেদ উপচারে কৃষ্ণমৃগ হও। আর তুমি বনস্পতিস্থ অর্থাৎ বনস্পতির অঙ্গস্বরূপ। অতএব অগ্নির উদ্দেশে অগ্নির প্রিয় তোমাকে (জল দ্বারা) প্রোক্ষিত করিতেছি।' এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল না। ভাষ্যকার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন,—'অন্তোদাত্ত কৃষ্ণ শব্দ আদ্যুদাত্ত বলিয়া মৃগবাচী হইয়াছে। এই মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদেও দেখিতে পাই। যজ্ঞকে 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যান শুক্লযজুর্ব্বেদে পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'একদা যজ্ঞ, উপক্রান্ত (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) হইয়া, আত্মগোপনের জন্য কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন বৃক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই 'আখরেষ্ঠঃ' পদ মন্ত্রে আছে; এবং ইধ্মকে 'আখরেষ্ঠঃ' বলা হইয়াছে। তাহা হইতে 'কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ' বাক্যের অর্থ হয়,—'মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত হে যজ্ঞ' ইত্যাদি। 'অগ্নয়ে' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—'তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি। তৃতীয় মন্ত্রে বেদিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে বেদি! তুমি লব্ধ অর্থাৎ বিস্তৃত হও। তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত করিব বলিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে কুশগুলিকে (কুশের আঁটিকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দর্ভ! তুমি বেদির 'বৃংহণ' হও; স্রুক্‌ধারণের নিমিত্ত তোমাকে প্রীতিপূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি!'

প্রথম মন্ত্রের 'কৃষ্ণঃ' পদে আমরা 'কলঙ্ককলুষিতঃ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। আমরা ঐ পদের সহিত কৃষ্ণমৃগের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। 'আখরেষ্ঠঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক অর্থ—'সৎকর্ম্মসহযুতঃ; 'খ' অর্থাৎ স্বর্গদান করে—এই অর্থে 'খর' শব্দ 'আহবনীয়' অর্থ দ্যোতনা করে। সেই আহবনীয় যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আছে, তাহাই 'আখরেষ্ঠঃ'। 'আখরেষ্ঠঃ' পদের 'সৎকর্ম্মসহযুত' অর্থই সঙ্গত হয়। আর এক অর্থে ঐ পদে 'অঙ্গারসদৃশ' বুঝাইতেও পারে। 'অগ্নয়ে' পদে 'অগ্নিদেবায়' অথবা অগ্নিসংযোগের দ্বারা (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি সঞ্চারের জন্য অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, মন, তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি অর্থাৎ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছি'—এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত। অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নিপ্রবেশের ন্যায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। মনকে সুসংস্কৃত করিবার তাৎপর্য্য –জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা। মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও মনঃসম্বন্ধসূচক। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য –'ধী' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। বেদি' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রক্ষাই লক্ষ্য। তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন 'মন' পদও 'বর্হিঃ' পদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায়ই পরিকল্পিত। ফলতঃ, মনই বেদি, মনই যজ্ঞস্থল; মনই বর্হি, মনই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধক। হবনীয়দান-পাত্রের (স্রুকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমাগ্নিতে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য ভগবানে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ করার আবশ্যক। আমরা মনে করি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

চতুর্থ মন্ত্রটীর তিনটী বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। অগ্রাদিত্রয় প্রোক্ষণান্তর বর্হির শেষ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ শেষ জল এবং হস্তস্থিত প্রোক্ষণপাত্র সহিত দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারণ করিতে হয়। তার পর এমনভাবে সেই জল নিক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে সেই জল পশ্চাদ্দিকে যাইয়া পড়িতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আপ! স্বর্গলোকের অন্তরিক্ষলোকের এবং পৃথিবীর উদ্দেশে তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি।' আমরা কিন্তু এ ভাব গ্রহণ করি না। আমাদের মতে এই মন্ত্রের লক্ষ্য—ভগবৎসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্ম। আর সেই কর্ম্ম-সাধনে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের বিভাগত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। কর্ম্ম ভিন্ন সংসারে কাহারও গত্যন্তর নাই। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কর্ম্ম তাঁহাকে করিতেই হইবে। তবে সে কর্ম্ম এমন কর্ম্ম হওয়া চাই, যাহাতে সেই কর্ম্মের ফলে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। ভগবৎসহযুত কর্ম্মই কর্ম্ম। যাহাতে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়, সেই কর্ম্মই সংসারবন্ধনচ্ছেদক, মোক্ষহেতুভূত - পরম সুখসাধক। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" - শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের এই বাক্যেই স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। সৎ-কর্ম্মেই ব্রহ্ম নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্মকর্ম্ম-সাধনের উদ্বোধনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'যদি সদ্ভাবের কামনা কর, ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই পরমসুখ সাধক—সেই কর্ম্মই পরম আনন্দদায়ক।'

পঞ্চম মন্ত্র উদক-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে দক্ষিণ মুখ হইয়া উত্তান হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে জল! পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই বর্হিতে অবস্থিত বলিয়া তুমি পিতৃগণের রসস্বরূপ রক্ষক হও। হে জলাবয়ব, তোমাদিগের হইতে উদ্ভূত রস পৃথিবীতে গমন করুক।' এই মন্ত্রোচ্চারণে বেদির দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত জলধারা প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যজমানের প্রজার উৎপত্তি হয়। আমাদের মতে এই মন্ত্রে অনুষ্ঠানকারী পিতৃলোকের গুণরাশি অধিকার করিবার জন্য পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 'স্বধা' শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। পিতৃগুণ—সদ্ভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, মানুষের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যমতে ষষ্ঠ মন্ত্রে প্রস্তরকে এবং সপ্তম মন্ত্রে বর্হিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই সম্বোধন অনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে প্রস্তর! তুমি ব্যাপক যজ্ঞের সংঘাতরূপ ধারক হও।' সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—'হে দেববর্হি! তুমি সম্বলবৎ মৃদু অর্থাৎ কোমল হও। দেবগণের সুখে বাসযোগ্য স্থানরূপ তোমাকে বেদিতে আস্তীর্ণ করিতেছি। অর্থাৎ, দেবতাগণ বসিবেন বলিয়া এই ঊর্ণাসন সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত করিতেছি।' এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উপরিভাগে কুশ বিস্তার করিতে হয়। আমরা মন্ত্র দুইটীকে মনঃ সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। সেইরূপ সম্বোধনে মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের প্রতিও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সমীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে মনকে 'বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি' বলা হইয়াছে। বিষ্ণুর স্তূপ বলিতে কি বুঝি? এতদুক্তিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে। প্রথম—'স্তূপ' শব্দে ধারক অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; দ্বিতীয়—'স্তূপ' শব্দে চূড়া অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। প্রথম অর্থে,—'হে মন! তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর'—এই ভাব আসে; দ্বিতীয় অর্থে—'বিষ্ণোঃ' পদে যদি যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে,—'মন! তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও।' যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আসে। যজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয়। মন ভগবৎকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায়।

অতঃপর সপ্তম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'ঊর্ণাম্রদসং' পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা-সম্পাদক। শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারেই মন স্নিগ্ধ কোমলতা-সম্পন্ন হয়। মনকে কোমলতাসম্পন্ন হইতে হইবে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়। দেবগণের বা দেবভাবের আবাসস্থানরূপে মনকে আসনভাবে বিস্তৃত করিতে পারাই সুসঙ্গত উপমা। যত কিছু সুকোমল সুদৃশ্য আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। মন্ত্রে প্রথমে তাই বলা হইল,—'মন তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও।' তার পর বলা হইল—'তোমায় দেবতাদের সুখবাসের জন্য বিস্তৃত করিতেছি। পর পর বাক্যের সুন্দর

সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। মন্ত্রে মনকে শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হওয়ার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্ম্মের দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত, সত্ত্ব-ভাবে ভাবান্বিত করিতে পারিলে সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও উর্ণ-নাভের তন্তুর ন্যায় কোমলাসন হইতে পারিবে,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের আধার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অভ্যর্থনার জন্য আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্ব্বদেবগণ, সর্ব্বদেবভাবসমূহ আপনিই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন, তাঁহারাই আশ্রয়-স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসক-স্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন।

তার পর অষ্টম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। আসন বিস্তৃত হইল; দেবতা আসিয়া সে আসনে উপবেশন করিবেন। কিন্তু সংশয় - যদি শত্রু আসিয়া উপদ্রব করে, আর সেইজন্যই যদি সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান না হয়! তাই বলা হইল,—'ভগবান হিংসকগণের আক্রমণ হইতে যেন তাহাকে রক্ষা করেন।' ভাষ্যমতে এই মন্ত্র পরিধি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। বেদীর পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকের পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই পরিধিত্রয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের বিভাগত্রয় বিহিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা এই - 'হে মধ্যম পরিধি! তুমি বিশ্বা বসু নামক গন্ধর্ব্ব হও; সকল বিঘ্ন নিবারণ জন্য সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজমানেরও পরিধি। সুতরাং শত্রুর আক্রমণ হইতে যজমানকে রক্ষা কর।' দ্বিতীয়াংশে দক্ষিণ এবং তৃতীয় অংশের উত্তর পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, এক একই ভাবের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটী গভীর ভাব-দ্যোতক। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রুনাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,--'মন! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।' কি শত্রু, কেমন প্রকার শত্রু— মন্ত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চ্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারি পার্শ্বে গতি-পথে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না; সেইরূপ জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, রিপুবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, সাধকের চিত্ত আপনা-আপনিই রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় অংশে ঐ ভাব অধিকতর প্রস্ফুট। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপ হও।' তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সৎস্বরূপ সত্ত্বভাবময়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশই, তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি। শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইলেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হওয়া যায়। তাহা হইলেই—সেই ভাব

আসিলেই—বিশ্বের সকল শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মন্ত্রের তৃতীয়াংশে তারও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর "ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা"; অর্থাৎ, সত্য-ধর্ম্মপালন দ্বারা জ্ঞানভক্তি-সঞ্চারে ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ মিত্রাবরুণ, অর্চ্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলে, হৃদয় জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। সর্ব্বশত্রুর আক্রমণ হইতে ভগবান সাধককে রক্ষা করেন।

তার পর নবম মন্ত্র। আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হে আহবনীয়! পুরোভাগের সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন।' আমাদের মতে মন্ত্রটী মনঃ-সম্বোধন-মূলক। মনই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করে। মন যদি আহবনীয় হয়—মন যদি সমিধ হয়, জ্ঞানাগ্নি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি-সংযোগে আপনিই প্রজ্বলিত হইয়া আপনাতেই আপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মিসংযোগে আপনাকেই আপনি প্রজ্বালিত করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি সুসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে মন্ত্রটী যথাপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞানপথের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানাধার ভগবানের করুণা প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানাধার সেই দেবতা, হৃদয়ে সকল দেববিভূতির বিকাশপক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবভাবে উদ্‌বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে পাওয়া যায় না,—এই তত্ত্বই এখানে প্রকটিত। দশম মন্ত্রটী সমিধ স্থাপন বিষয়ক। প্রতীত হয়,—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড বিভাগের) উপর প্রজ্বলিত সমিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্বালিত করিতেছি। তুমি কবি, তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্তিমান, তুমি মহান্, ইত্যাদি। বহির্যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ—যজ্ঞ দুই প্রকার। এক যজ্ঞে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করা হয়; অন্য যজ্ঞে, এই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সম্বোধন—স্থূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পরিদৃশ্যমান্ স্থূল পদার্থ-সমূহই তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সম্বোধন—সেই লোকাতীত সূক্ষ্মবস্তু; সুতরাং তাহার আহবনীয় সামগ্রীও সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সামগ্রী। মন্ত্রটী দুই যজ্ঞেই সংভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার অভ্যন্তরে এমনই সার্ব্বজনীন ভাব নিহিত রহিয়াছে! 'হে অগ্নে! তোমাকে প্রজ্বালিত করিতেছি',—প্রজ্বলিত সমিধ-হস্তে এরূপ ভাবের উক্তিও এই মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইতে পারে। আবার, 'আমার এই অন্তরে, আমার এই সৎকর্ম্মনিবহের মধ্যে, আমার এই হৃদপ্রদেশে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি',—মন্ত্রে এ ভাবও পরিব্যক্ত

হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমনই ভাবে সন্নিবদ্ধ যে, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। ‘অতএব জ্বলন্ত সমিধের দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি’—মন্ত্রার্থ এরূপ না হইয়া, ‘আমার সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির কামনায় আমার সর্ব্বকর্ম্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি’—এইরূপ হওয়াই সঙ্গত মনে করি। প্রার্থনা এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমার সর্ব্বকর্ম্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান্ হউন।’

একাদশ মন্ত্রে দর্ভ-নির্ম্মিত বিধৃতিদ্বয়ের সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে দর্ভ-নির্ম্মিত বিধৃতিদ্বয়! তোমরা প্রজাগণের নিয়ামক হও।’ আমাদের মতে, মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপাদক হও। জ্ঞান ও কর্ম্ম সৎসম্বন্ধে নিয়োজিত হইলে, সদ্ভাবের উদয় হয়,—এ তত্ত্ব অনেকত্র বিশদীকৃত হইয়াছে। জ্ঞান কর্ম্মের নিয়ামক, সজ্জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্ম সদ্ভাবের জনক। সদ্ভাবের জনন ও পোষণই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাব এই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে, হৃদয়ে যেন সদ্ভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ। ‘আদিত্য, বসু ও রুদ্রের সদনে প্রস্তর গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ আদিত্য বসু এবং রুদ্র (সবনত্রয়াভিমানী দেবতাত্রয়), হে প্রস্তর, তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।’ আমাদের মতে, এই মন্ত্রে ‘ধী’ কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ‘বসূনাং, রুদ্রাণাং আদিত্যানাং’—এই যে তিনকালাভিমানী ত্রিবিধ দেবগণের অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাব উপলব্ধ করুন। ভাষ্যকারের মতে,—ত্রয়োদশ মন্ত্র স্রুকের (জুহুর) সম্বোধনে এবং শেষ মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই অভিমত-ক্রমে ত্রয়োদশ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ,—‘তোমার নাম জুহূ; তুমি ঘৃতপূর্ণা হইয়া থাক। সেই দেববল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তর-লক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ পদদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন,—‘প্রিয়ধাম শব্দে আজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে।’ উপভৃৎ-ধারণও এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ‘উপভৃৎ’ শব্দের অর্থ—যাহা সমীপে থাকিয়া আজ্যকে ধারণ করে। উপভৃৎ ভিন্ন ‘ধ্রুবা’ নামক অপর একটী পাত্রও এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। যাহা ‘স্থিরতা-বিশিষ্ট’, তাহাই ধ্রুবা—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। হোমের জন্য যেমন জুহূর ও উপভৃতের চলন বা চাঞ্চল্য বিদ্যমান, ধ্রুবার তাহা নাই। স্থির বলিয়া ইহার নাম ধ্রুবা। মন্ত্রের তাৎপর্য্য—‘তোমার নাম উপভৃৎ বা ধ্রুবা; তুমি ঘৃতপূর্ণ হইয়া থাক; তুমি উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ প্রভৃতি মন্ত্রে হবিকে বেদীতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অর্থ,—‘হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম অর্থাৎ আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘এতা অসদন’ প্রভৃতি মন্ত্রে পাত্রস্থিত হবিকে জুহূ প্রভৃতির সহিত বেদিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা স্রুচ পেষণ করিবেন—সূত্রে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে, ‘সুকৃত’

অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ফলবিশিষ্ট বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সকল হবিঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে, হে ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু, আপনি তৎসমুদায় হবিকে রক্ষা করুন, যজ্ঞকে রক্ষা করুন, যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞনীয়কে রক্ষা করুন',—এই ভাব ভাষ্যাভাষে উপলব্ধ হয়।

আমরা বলি, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,-'হে ধী! তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্তু আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমিই প্রকৃত হবনপাত্রস্বরূপা। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক। প্রিয় বস্তুর আধার শুদ্ধসত্ত্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন কর।' মন্ত্রে ধীর নাম-বিশেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উহাকে 'উপভৃৎ হও' বলা হইয়াছে। 'উপ' শব্দের অর্থ 'সমীপে' এবং 'ভৃ' শব্দের অর্থ 'ধারণ ও পোষণ' মূলক, এখন বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন্ বস্তু ধারণ বা পোষণ করিবে? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধী-ই দেব-সমীপে হবনীয় ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব দেববিভূতি আদির পোষিকা। ধীর ন্যায় দেবতার নিকট হবনীয় ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব-পোষিকা আর কে আছে? মন্ত্রে ধীকে 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সদ্ভাবান্বিতা ধী হৃদয়ে অবিষ্ঠিত হইলে, সাধকের ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থা-সকল করায়ত্ত হইয়া থাকে। তাহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয়। উক্ত ধী একবার হৃদয়ে আসন লাভ করিলে আর বিচলিত হয় না। তখনই 'ধ্রুবা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থাই ধীর তৃতীয় অবস্থা। জুহু, উপভৃৎ এবং ধ্রুবা – ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটী স্তরপর্য্যায় প্রকাশ করিতেছে। 'ধী' যখন সদ্ভাবসমন্বিতা হইতে পারে, তখন তাহাকে 'জুহু' নামে অভিহিত করা হয়। তার পর সেই সদ্ভাব যখন সে পোষণ করে, তখন তাহার নাম—'উপভৃৎ' অর্থাৎ সদ্ভাবপোষিকা। তাহার উৎকর্ষের তৃতীয় অবস্থা—'ধ্রুবা'; তখন তাহার সদ্ভাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতি লাভ করে। মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্দ্দশ বা শেষ মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক ঐ ত্রিভাবান্বিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মন্ত্রে যেন পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহের উপসংহার হইয়াছে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—'হে ধী! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অবিষ্ঠিত হও। এই আসন তোমার সখার ন্যায় প্রিয় হউক। উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা। কি জানি, মায়ার প্রভাবে সুমতি যদি আচ্ছন্ন হয়, তাহার অব্যর্থ কুহকে সুমতির প্রিয় সহচর শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাবসমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে; তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বিষ্ণু! আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন! আপনি যে যজ্ঞপুরুষ! আপনি যে সত্ত্বের উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ! আমার হৃদ্দেশে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন; সত্ত্বভাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপ সদ্ভাবকে রক্ষা করুন। হে দেব! আপনার অব্যর্থ রক্ষা

প্রভাবে তাঁহার চির-আগমন-সঞ্চিত সদ্ভাব যেন সহচরবর্গের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে।' পরিশেষে মন্ত্রে সাধক ভগবানের নিকট আত্মসমর্পিনী চরম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সাধক, সাধনার চরম সীমা ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধক এখানে শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব ন্যস্ত করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে ভগবন, যজ্ঞনীয় আমাকে পরিত্রাণ করুন!' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে সার শিক্ষা—সাধকের যে চরম প্রার্থনা, এখানে সেই প্রার্থনাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূতসকলকে (সূত্রধরের ন্যায়) তত্তৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক, আর মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমারই উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে পরমাত্মাকে আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।' এই বুঝিয়াই সাধক ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন। মানুষ নির্ভর করিতে পারে না; তাই সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে; তাই 'আমার আমার' অহংজ্ঞানে সে কেবলই মোহপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে। কিন্তু একবার যদি যে ডাকার মত ডাকিতে পারে, একবার যদি তাহাতে নির্ভরতা আসে,—সকল সংশয় টুটিয়া যায়। তখন সর্ব্বস্ব সমর্পণে ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগতিরোধে পরমপদে অবস্থিত হয়! এখানে সেই নির্ভরতার—সেই সর্ব্বস্ব-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান দেখি।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। 'কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে ইধ্ম, 'বেদি' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি এবং 'বর্হিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে বর্হি প্রভৃতিকে জলপ্রোক্ষণে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। 'দিবে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বর্হির অগ্র মধ্য ও মূল প্রোক্ষণ করিবার বিধি। তার পর 'স্বধা' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রোক্ষণশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, 'বিষ্ণোঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ করিতে হয়। 'উর্ণা' প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির উপরিভাগে বর্হি বা কুশ আস্তরণ করিয়া, তৎপরবর্ত্তী 'গন্ধর্ব্বোঽসি' মন্ত্রের তিনটী বিভিন্ন অংশে (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে) তিনটী পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, 'সূর্য্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সমিধকে অভিহিত এবং 'বীতিহোত্র' প্রভৃতি মন্ত্র সেই সমিধকে আধারে স্থাপন করিবে। 'বিশো' প্রভৃতি মন্ত্রে বিধৃতিদ্বয় গ্রহণ, 'বসূনাং' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর সাদন। পরে 'জুহূঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক্ গ্রহণ করিয়া

'এতা অসদন্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা সেই স্রুককে অভিমন্ত্রিত করিবার বিধি বিনিয়োগ-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। এই বিনিয়োগ অনুসারেই, আমরা মনে করি, ভাষ্যকার মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)।

—— * ——

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমা প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ।

(২) জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া।

(৩) অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতং।

(৪) বিষ্ণোঃ স্থানমসি।

(৫) ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোর্দ্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্রুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্ৎ স্বাহা।

(৬) বৃহন্তাঃ। (৭) পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজ।

(৮) মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তাম্ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ভুবনম্। অসি। বীতি। প্রথস্ব। অগ্নে। যষ্টঃ। ইদম্। নমঃ।

(২) জুহু। এতি। ইহি। অগ্নিঃ। ত্বা। হ্বয়তি। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ। এতি। ইহি। দেবঃ। ত্বা। সবিতা।

হ্বয়তি। দেবযজ্যায়া ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

(৩) অগ্নাবিষ্ণূ ইত্যগ্না—বিষ্ণূ। মা। বাম্। অবেতি। ক্রমিষম্। বীতি। জিহাথাম্।

মা। মা। সমিতি। তাপ্তম্। লোকম্। মে। লোককৃতাবিতি।

লোক—কৃতৌ। কৃণুতম্।

(৪) বিষ্ণোঃ। স্থানম্। অসি।

(৫) ইতঃ। ইন্দ্রঃ। অকৃণোৎ। বীর্য্যাণি। সমারভ্যেতি সম—আরভ্য। ঊর্দ্ধ্বঃ।

অধ্বরঃ। দিবিস্পৃশমিতি দিবি—স্পৃশম্। অহ্রুতঃ। যজ্ঞঃ। যজ্ঞপতেরিতি

যজ্ঞ—পতেঃ। ইন্দ্রাবানিতীন্দ্র—বান্। স্বাহা।

(৬) বৃহৎ। ভাঃ।

(৭) পাহি। মা। অগ্নে। দুশ্চরিতাদিতি দুঃ—চরিতাৎ। এতি। মা।

সুচরিত ইতি সু—চরিতে। ভজ।

(৮) মখস্য। শিরঃ। অসি। সমিতি। জ্যোতিষা। জ্যোতিঃ। অঙ্ক্তাম্॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ত্বং 'ভুবনং' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সদ্ভাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'বিপ্রথস্ব' (বিশেষেণ বিস্তৃতঃ ভব, যদ্বা—মম হৃদি অধিতিষ্ঠ, মম সদ্ভাবং লোকানুরাগং চ প্রবর্দ্ধয় ইতি ভাবঃ); 'ইদং' (মদনুষ্ঠিতং ইতি যাবৎ) 'যষ্টঃ' (কর্ম্ম, ভবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) তুভ্যং 'নমঃ' (নমস্করোতু, ত্বাং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। মম কর্ম্ম ময়ি সদ্ভাবং জনয়তু ভগবন্তং চ সঙ্গচ্ছতু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) 'জুহু' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'এতি' 'ইহি' (ত্বরয়া আগচ্ছ, হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ); 'দেবযজ্যায়া' (দেবযাগসম্পাদনায়, ভগবৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হ্বয়তি' (উদ্দীপয়তু ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'উপভৃৎ' (সদ্ভাবপোষিকে, দেবসমীপে হবির্ধারণকর্ত্রে হে মম মনোবৃত্তে) ত্বং 'এতি' 'ইহি' (ত্বরয়া আগচ্ছ, হৃদি প্রসর ইত্যর্থঃ); 'দেবযজ্যায়া' (দেবকার্য্যসম্পাদনায়, সৎকর্ম্ম-

সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রসবিতা, যদ্বা—স্বপ্রকাশঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'হ্বয়তি' (উদ্দীপয়তু, ভগবৎকর্ম্মে সম্যক্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। সদ্ভাবঃ সজ্জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মমূলকং। সদ্ভাবেন সজ্জ্ঞানেন চ ভগবৎপ্রীতিকামনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৩। 'অগ্নাবিষ্ণু' (হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী!) 'বাং' (যুবাং) 'মা অবক্রমিষং' (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং, মা পরিত্যজেয়ং ইতি যাবৎ ; যুবাং 'বি জিহাথাং' (মাং বিযুক্তং মা কুরু—যুবয়োঃ সম্বন্ধাৎ ইতি ভাবঃ); 'মা (মাং—প্রার্থনাকারিণং ইতি যাবৎ) 'মা সন্তাপ্তং' (সন্তাপং মা জনয়তাং, মাং প্রতি বিরূপৌ মা ভবেরন্); কিঞ্চ 'লোককৃতৌ' (স্থানকারণৌ, সর্ব্বেষাং পরমপদিস্থাপনকারণৌ যুবাং ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'লোকং' (পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) 'কৃণুতাং' (কুরুতং—মদর্থং পরমস্থানং বিধেহি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানকর্ম্মণী হি সর্ব্বমঙ্গলকারণৌ। সজ্জ্ঞানেন যদা সৎকর্ম্মং অনুষ্ঠিতং ভবতি তজ্জ্ঞানসমন্বিতেন কর্ম্মপ্রভাবেণ লোকাঃ পরমপদং প্রাপ্নোতি। অতঃ সজ্জ্ঞানেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং ইতি মন্ত্রস্য উদ্বোধনা।

৪। হে মম অন্তর! ত্ব 'বিষ্ণোঃ' (ভগবতঃ, বিশ্বব্যাপকস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'স্থানং' (আধারং) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)।

৫। ইন্দ্র (হে পরমেশ্বর) ভবান্ 'ইতঃ' (অস্মিন্ মম হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'বীর্য্যাণি' (শত্রুনাশসামর্থ্যানি) 'অকৃণোৎ' (বিস্তারয়তু, উৎপাদয়তু ইত্যর্থঃ); এবং সতি 'অধ্বরঃ' (মম যজ্ঞঃ সদনুষ্ঠানং বা শত্রুকৃতহিংসারহিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'উর্ধ্বঃ' (উন্নতঃ) 'সমারভ্যঃ' (সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ চ ভবিতুং অর্হতি ইতি শেষঃ, তব সান্নিধ্যে গমনযোগ্যঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)।

'যজ্ঞপতেঃ' (যজ্ঞপালকস্য, অনুষ্ঠাতুঃ মম ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (কর্ম্ম—শত্রোরুপদ্রবপরিশূন্যং সন্) 'দিবিস্পৃশঃ' (বিশ্বব্যাপকং) 'অহ্রুতঃ' (অকুটিলং) 'ইন্দ্রাবান্' (ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (মম তৎ কর্ম্মং কর্ম্মফলং বা স্বাহামন্ত্রেণ ভগবতি সমর্পয়ামি ; সুহুত সুসিদ্ধমস্তু মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ)।

৬। হে মনঃ! 'ভাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) যথা 'বৃহৎ' (মহান্তঃ, ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবতি ইতি যাবৎ) তথা সাধয়েতি ভাবঃ।

৭। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্!) 'মা' (মাং) 'দুশ্চরিতাৎ' (পাপাচরণাৎ, পাপাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ); পাপাৎ মাং পরিত্রাণং সাধয়িত্বা 'মা' (মাং) 'সুচরিতে' (শোভন-চরিতে, সৎপথি ইতি ভাবঃ) 'আ ভজ' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্থাপয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সৎপথি প্রবর্ত্তনায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে।

৮। হে মনঃ! ত্বং 'মখস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইতি যাবৎ) 'শিরঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'জ্যোতিঃ' (পরমজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং—সংজ্ঞনয়িত্বা ইতি ভাবঃ) তেন 'জ্যোতিষা' (তস্য পরমজ্যোতিষঃ কাধারেণ—ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) মাং 'সমঙক্তাং' (সম্যক্ সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ)॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিখিল বিশ্বের ভূত-সমষ্টির উৎপাদক অর্থাৎ নিখিল সদ্ভাবের জনক হয়েন। অতএব আপনি বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সদ্ভাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধন করুন। আমার অনুষ্ঠিত ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমার কর্ম্মের দ্বারা আমাতে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক এবং সেই কর্ম্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি হৃদয়ে সঞ্চারিত হও। দেবযাগসম্পাদন জন্য (ভগবৎকর্ম্মসাধন নিমিত্ত) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে উদ্দীপিত করুন।

৩। সদ্ভাবপোষণকারিণী দেবসমীপে হবির্দ্ধারণকর্ত্রী হে মনোবৃত্তি! তুমি হৃদয়ে প্রসারিত হও। দেবকার্য্যসম্পাদন জন্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন নিমিত্ত জ্ঞানপ্রসবিতা স্বপ্রকাশ ভগবান তোমাকে সম্যক্ উদ্দীপিত করুন অর্থাৎ ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সদ্ভাব সজ্‌জ্ঞানই সৎকর্ম্মের মূলীভূত। আর সেই সদ্ভাবের ও সজ্‌জ্ঞানের প্রভাবেই ভগবানের প্রীতিকামনায় এখানে সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

৩। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমাদের উভয়কে যেন আমি পরিত্যাগ না করি। তোমরাও যেন তোমাদের সম্বন্ধ হইতে আমাকে বিযুক্ত করিও না; অপিচ, অর্চ্চনাকারী আমার সন্তাপ উৎপাদন করিও না। পরন্তু সকলকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপক তোমরা আমার জন্য পরমস্থান বিধান কর। (ভাব এই যে,—জ্ঞান ও কর্ম্মই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্‌জ্ঞান-সহকারে যদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্ম প্রভাবেই মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব সজ্‌জ্ঞান সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য, মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

৪। হে আমার অন্তর! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের—শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ হও।

৫। হে পরমেশ্বর! আপনি আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশসামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ ঊর্দ্ধগতি লাভ

করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সান্নিধ্য-লাভে সমর্থ হইবে)।

সৎকর্ম্মের পালক ও অনুষ্ঠাতা আমার কর্ম্ম, শত্রুর উপদ্রবপরিশূন্য হইয়া বিশ্বব্যাপক, কৌটিল্য পরিশূন্য এবং ভগবৎপ্রাপক হউক। আমার সেই কর্ম্মকে আমি 'স্বাহা' মন্ত্রে ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক।

৬। হে মন! আমার জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয়, তাহাই বিহিত কর।

৭। প্রজ্ঞানাধার হে ভগবন্! আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। পাপ নষ্ট করিয়া আমাকে প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সৎপথাবলম্বনের নিমিত্ত এখানে প্রার্থনা বর্ত্তমান)।

৮। হে মন! তুমি সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। তুমি আমাতে পরমজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া সেই পরমজ্যোতিষ্মানের সহিত আমাকে সংযোজিত কর। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

একাদশেঽনুবাকে ইধ্মাবর্হিঃ স্রুচাং প্রোক্ষণাদিতন্ত্রমুক্তং। তত্রাঽজ্যহবিষা পূর্ণানাং স্রুচাং যদাসাদনমুক্তং তেন পুরোডাশসান্নায্যয়োরপি বেদ্যামাসাদনমুপলক্ষ্যতে। তে মন্ত্রাস্তচ্ছিদ্র কাণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ। সর্ব্বেষু হবিঃষ্বাসাদিতেষ্বগ্নাবভ্যাহিতানামিধ্মকাষ্ঠানামুপরি হোতুমাঘারো দ্বাদশে বিধীয়তে।

১। "ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নমঃ।"—কল্পঃ—'অথাগ্রেণ জুহূপভৃতৌ প্রাঞ্চমঞ্জলিং করোতি ভুবনমসি বি প্রথস্বাগ্নে যষ্টরিদং নম ইতি' ইতি। জুহূপভৃদ্ভ্যাং পূর্ব্বস্মিন্দেশ আহবনীয়ং প্রত্যয়মঞ্জলিঃ। হে যাগনিষ্পাদকাগ্নে ত্বং ভুবনমসি, ভবন্ত্যস্মাদ্ভূতানীতি ভুবনং। অতো ভূতকারণত্বাদ্বিস্তৃতো ভব। তুভ্যমিদমঞ্জলিরূপং নমোঽস্তু। অস্য মন্ত্রস্য দ্বিতীয়াঘারশেষত্বাদমন্ত্রকস্য প্রথমাঘারস্য পূর্ব্বমনুষ্ঠেয়ত্বাত্তং বিধিৎসুস্ততঃ পূর্ব্বং হোতারং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—'অগ্নিনা বৈ হোত্রা। দেবা অসুরানভ্যভবন্। অগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানুব্রূহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। হে হোতরিধ্মকাষ্ঠৈঃ সমিধ্যমানস্যাগ্নেরনুরূপান্মন্ত্রান্‌ব্রূহি। তমিমং প্রৈষমধ্বর্য্যুব্রূয়াৎ। দেবাঃ পূর্ব্বং স্বকীয়েষু যাগেষু বহ্নিং হোতারং কৃত্বা তন্মুখেনাসুরানজয়ন্। অতোঽস্যাপি বৈরিতিরস্কারায় সমন্ত্রকৈঃ কাষ্ঠৈরগ্নিঃ প্রজ্বলিতঃ কার্য্যঃ। সংখ্যাবিশিষ্টমিধ্মং বিধত্তে—'একবিংশতিমিধ্মদারূণি ভবন্তি। একবিংশো বৈ পুরুষঃ। পুরুষস্যাঽপ্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি।

দশ হস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশ পাদ্যা আত্মৈকবিংশ ইত্যন্যত্রাহম্নাতং। হোত্রা' প্র বো বাজা অভিদ্যব ইত্যাদিষ্বৃক্ষু সামিধেনী সংজ্ঞকাস্বনূচ্যমানাসু কাষ্ঠানামগ্নৌ প্রক্ষেপং বিধত্তে—'পঞ্চদশেধ্মদারূণ্যভ্যাদধাতি। পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য রাত্রয়ঃ। অর্দ্ধমাসশঃ সংবৎসর আপ্যতে' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ°৭) ইতি। কিয়ৎসংখ্যৈরর্দ্ধমাসৈশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকৈরিত্যর্থঃ। অবশিষ্টানাং ষণ্ণাং কাষ্ঠানাং বিনিয়োগমাহ—'ত্রীন্‌পরিধীন্‌পরিদধাতি। ঊর্দ্ধে সমিধাবাদধাতি। অনূযাজেভ্যঃ সমিধমতিশিনষ্টি। ষট্‌সম্পদ্যন্তে। ষড়্‌বা ঋতবঃ। ঋতূনেব প্রীণাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। গন্ধর্ব্বোঽসীত্যাদয়ঃ পরিধিমন্ত্রাঃ। বীতিহোত্রমিত্যাদিরূর্দ্ধসমিন্মন্ত্রঃ। তে চ পূর্ব্বানুবাকেঽভিহিতাঃ। অগ্নিপ্রজ্বলনায় বায়ূৎপাদনং বিধত্তে' 'বেদেনোপবাজয়তি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ। যজমান আহবনীয়ঃ। যজমান এব প্রাণং দধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। বেদস্য প্রজাপতিশ্মশ্রুত্বাৎ প্রাজাপত্যত্বং। প্রাণবায়োঃ প্রজাপতিসৃষ্টতয়া প্রাজাপত্যত্বং। আহবনীয়স্য প্রস্তরন্যায়েন যজমানত্বং। আবৃত্তিং বিধত্তে—'ত্রিরুপবাজয়তি। ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ। প্রাণানেবাস্মিন্দধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। প্রাণোঽপানো ব্যানশ্চেতি প্রাণানাং ত্রিত্বং। অনেকগুণবিশিষ্টং প্রথমাঘারং বিধত্তে—'বেদেনোপয়ত্য স্রুবেণ প্রাজাপত্যমাঘারমাধারয়তি। যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ। যজ্ঞমেব প্রজাপতিং মুখত আরভতে। অথো প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ। সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। উপযস্য বেদস্যোপরি স্রুবমবস্থাপ্যেত্যর্থঃ। আহুতীনামাদিত্বাদয়মাঘারো যজ্ঞস্য মুখং। তস্মিন্মুখে যজ্ঞস্য ত্বেন যজ্ঞরূপং প্রজাপতিমেবাঽরব্ধবান্‌ভবতি। প্রজাপতেঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বোপপাদনং বাজসনেয়িন এবমামনন্তি—'তস্মাদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ' ইতি। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—'অগ্নিমগ্নীত্রিস্ত্রিঃ সম্মৃড্‌ঢীত্যাহ। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহত্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। বৈর্দ্দর্ভৈরিধ্মঃ পূর্ব্বং সন্নদ্ধস্তৈরগ্নিজ্বালায়াং সম্মার্জ্জনমভিনেতব্যং। হেঽগ্নীদিতি সম্বোধ্য তত্রাসৌ প্রেষ্যতে। ত্রিস্ত্রিরিতি বীপ্সা পরিধিসম্মার্জ্জনাপেক্ষা তদ্বিধত্তে—'পরিধীন্ত্সম্মার্ষ্টি। পুনাত্যেবৈনান্' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। প্রতিপরিধি ত্রিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'ত্রিস্ত্রিঃ সম্মার্ষ্টি। ত্র্যাবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। অথো মেধ্যত্বায়। অথো এতে বৈ দেবাশ্বাঃ। দেবশ্বানেব তৎসম্মার্ষ্টি। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। দেবাশ্বত্বেন ভাবিতাঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে ভবন্তি। দ্বয়োরাঘারয়োঃ ক্রমেণ গুণভেদং বিধত্তে—'আসীনোঽন্যমাঘারমাঘারয়তি। তিষ্ঠন্নন্যং। যথাঽনো বা রথং বা যুঞ্জ্যাৎ। এবমেব তদধ্বর্য্যুর্যজ্ঞং যুনক্তি। সুবর্গস্য লোকস্যাভ্যুঢ্যৈ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। শকটস্য প্রথমিকং বলীবর্দ্দযুগমুপর্য্যাসীনেন প্রের্য্যতে। দ্বিতীয়তৃতীয়াদিকং তু ভূমৌ স্থিতেন। তদ্বদাঘাররথঃ স্বর্গলোকমভিলক্ষ্য বহনায় ভবতি। এতদ্রথবেদনং প্রশংসতি—'বহন্ত্যেনং গ্রাম্যাঃ পশবঃ। য এবং বেদ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। বলীবর্দ্দাশ্বাদয়ো গ্রাম্যাঃ। তিষ্ঠন্নন্যমিতি বিহিতস্য দ্বিতীয়াঘারস্য সম্বন্ধিষু মন্ত্রেষু প্রথমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে 'ভুবনমসি বি প্রথস্বেত্যাহ। যজ্ঞো বৈ ভুবনং।

যজ্ঞ এব যজমানং প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি। অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ। অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং যষ্টা। য এব দেবানাং যষ্টা। তস্মা এব নমস্করোতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। পূর্ব্বোক্তনির্ব্বচনেন ভূতোৎ পত্তিকারণত্বাদগ্ন্যভিন্নো যজ্ঞো ভুবনং। যষ্টা দেবপূজকঃ। অগ্নিশ্চ হব্যবহনেন দেবান্ পূজয়তি॥

২। "জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়ৈ।"—কল্পঃ—'অথাঽদত্তে দক্ষিণেন জুহূং জুহ্বেহ্যাগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইতি .সব্যেনোপভৃত-মৃতমুপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইতি' ইতি। অনয়োর্ম্মন্ত্রযোরগ্নিসবিতৃ-ব্যবস্থা যুক্তেত্যাহ—'জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি দেবযজ্যায়া ইত্যাহ। আগ্নেয়ী বৈ জুহূঃ। সাবিত্র্যপভৃৎ। তাভ্যামেবৈনে প্রসূত আদত্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। অগ্নিসবিতারৌ জুহূপভৃতোঃ স্রুচোরভিমানিদেবতে॥

৩। "অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতং।"—বৌধায়নঃ—'অত্যাক্রামঞ্জপত্যগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতমিতি' ইতি। অত্যাক্রমণ-প্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ—'অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষমিত্যগ্রেণ স্রুচোঽপরেণ মধ্যমং পরিধিমবক্রামন্ প্রস্তরং দক্ষিণেন পদা দক্ষিণাঽতিক্রামৎ যূদক্সব্যেন' ইতি। মধ্যমপরিধেঃ পুরতোঽবস্থিত আহবনীয়োঽগ্নিস্ততঃ পশ্চাৎস্রুচামগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্টাঽবস্থিতো যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুঃ। হেঽগ্নাবিষ্ণূ আঘারহোমার্থং যুবয়োর্ম্মধ্যে গচ্ছন্নপ্যহং পাদেন যুবাং মাঽবক্রমিষং মম গমনাবকাশায় যুবাং বিযুক্তৌ ভবতং। মাং প্রতি সন্তাপং মা কুরুতং। কিং চ স্থানকারণৌ যুবাং মম গমন স্থানং কুরুতং। যথোক্তমর্থং দর্শয়তি—'অগ্নাবিষ্ণূ মা বামব ক্রমিষমিত্যাহ। অগ্নিঃ পুরস্তাৎ। বিষ্ণুর্য্যজ্ঞঃ পশ্চাৎ। তাভ্যামেব প্রতিপ্রোচ্যাত্যাক্রামতি। বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তমিত্যাহাহিংসায়ৈ। লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতমিত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৪। "বিষ্ণোঃ স্থানমসি।"—বৌধায়নঃ—'স্থানং কল্পয়তি বিষ্ণোঃ স্থানমসীতি' ইতি। আপস্তম্বঃ—'বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যবতিষ্ঠতেঽন্তর্ব্বেদি দক্ষিণঃ পাদো ভবত্যবঘ্নঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্তিষ্ঠ-ন্দক্ষিণং পরিবিসন্ধিমন্ববহৃত্য' ইতি। হে ভূপ্রদেশ ত্বং যজ্ঞপুরুষস্য স্থানমসি। যজ্ঞপুরুষ-প্রযুক্তমতিশয়ং দর্শয়তি—'বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। এতৎখলু বৈ দেবানামপরাজিতমাযতনং। যদ্যজ্ঞঃ। দেবানামেবাপরাজিত 'আয়তনে তিষ্ঠতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। দেবযজন ভুব্যতিরিক্ত ভূমে রস্থরাধীনতয়া তত্র দেবানাং পরাজয়েঽপি যজ্ঞপ্রদেশঽপরাজিতঃ।

৫। "ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোধ্বেৰ্বা অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্রুতো যজ্ঞো যজ্ঞ-পতেরিন্দ্রাবাস্তস্বাহা।"—বৌধায়নঃ—'অন্বারব্ধে যজমানে মধ্যমে পরিধৌ সংস্পৃশন্নূজুস্তিষ্ঠন্নৃজু (মাঘার) মাঘারয়তি সন্ততং প্রাঞ্চমব্যবচ্ছিন্দন্নিত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণি সমারভ্যোধ্বেৰ্বা অধ্বরো দিবিস্পৃশমহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবাস্তস্বাহেতি, ইতি। আপস্তম্বঃ—'সমারভ্যোধ্বেৰ্বা অধ্বর ইতি প্রাঞ্চমুদঞ্চমৃজুং সন্ততং জ্যোতিষ্মত্যাঘারমাঘারয়ন্সর্ব্বাণীধ্মকাষ্ঠানি সংস্পর্শয়তি' ইতি।

অস্য মত ইত ইন্দ্র ইতি বাক্যং পূর্ব্বমন্ত্রশেষঃ। ইতো দেবযজনস্থানবলাদিন্দ্রোঽসুরবধরূপাণি বীর্য্যাণ্যকরোৎ। যজ্ঞপতের্য্যজমানস্য যজ্ঞ আঘারঃ স্বাহা দেবতায়ৈ দত্তঃ। কীদৃশো যজ্ঞঃ। ইন্দ্রদেবতাকত্বেনেন্দ্রবানৈশ্ব‍র্তীংরাক্ষসীং দিশং সমারভ্যোর্ধ্বো দীর্ঘোঽধ্বরো হিংসারূপেণ বিচ্ছেদেন রহিত ঐশানীং দৈবিকীং দিশংস্পৃশতি। অহরূতোঽকুটিলঃ। ইন্দ্রশব্দসূচিতং দর্শয়তি—'ইত ইন্দ্রো অকৃণোদ্বীর্য্যাণীত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি, (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। উর্দ্ধশব্দেন বৃদ্ধিঃ সূচিতেত্যাহ—'সমারভ্যোর্ধ্বো অধ্বরো দিবিস্পৃশ-মিত্যাহ বৃদ্ধ্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র ৩ অ০ ৭) ইতি। সমারভ্যেতিপদসূচিতং দর্শয়তি—'আঘারমাঘার্য্যমাণমনু সমারভ্য। এতস্মিনকালে দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্। সাক্ষাদেব যজমানঃ সুবর্গং লোক মেতি। অথো সমৃদ্ধেনৈব যজ্ঞেন যজমানঃ সুবর্গং লোকমেতি' ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। দেবাঃ স্বয়ং যাগং কুর্ব্বন্তোঽধ্বর্য্যুমনু তমাঘারং স্পৃষ্ট্বা বিলম্বমন্তরেণ স্বর্গং গতাঃ। সাক্ষাদেবাবিলম্বেনৈব। কিং চ সম্যগারভ্যেত্যনেন সমৃদ্ধিঃ সূচিতা। অহ্রুতশব্দার্থং দর্শয়তি—'অহ্রুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিত্যাহানার্ত্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। ইন্দ্রশব্দার্থমাহ—ইন্দ্রাবান্তস্বাহেত্যাহ। ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৬। "বৃহদ্ভাঃ"।—কল্পঃ—'বৃহদ্ভা ইতি স্রুচমুদ্গৃহ্ণাতি' ইতি। অনেনাঽঘারেণ জ্বালারূপং যথা বৃহদ্ভবতি তথাঽয়মগ্নির্ভাসতে। ততো জুহূর্ম্মা দহ্যতামিত্যুদ্গৃহ্ণাতি। অধিকভাসনেন স্বর্গঃ স্বার্য্যত ইত্যাহ—'বৃহদ্ভা ইত্যাহ। সুবর্গো বৈ লোকো বৃহদ্ভাঃ। সুবর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ' (ব্রা০ কা০ ৩ অ০ ৭) ইতি॥

৭। "পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজ"।—কল্পঃ—'অথাসংস্পর্শয়ন্স্রুচাবুদঙ্-ঙত্যাক্রামঞ্জপতি পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজেতি' ইতি। ভজ স্থাপয়। জুহূপভৃতোঃ পরস্পরমসংস্পর্শয়ন্নবিশিষ্টং প্রতিনিবৃত্যাঽগমনং বিধত্তে'—যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। প্রাণ আঘারঃ। যৎসংস্পর্শয়েৎ। ভ্রাতৃব্যেঽস্য প্রাণং দধ্যাৎ। অসংস্পর্শয়ন্নত্যাক্রামতি। যজমান এব প্রাণং দধাতি' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। যজমানবত্যাগে প্রত্যাসন্নত্বাজ্জুহূর্য্যজমান ইতি মন্যতে। ঔপভৃতস্যাঽজ্যস্য জুহূদ্বারা হোম ইতি ব্যবহিতত্বমুপভৃতঃ। ততো ভ্রাতৃব্যো দেবতা। অর্থবাদান্তরে বা এতদেব দ্রষ্টব্যং। মন্ত্রস্য পদার্থবাক্যার্থৌ দর্শয়তি—'পাহি মাঽগ্নে দুশ্চরিতাদা মা সুচরিতে ভজেত্যাহ। অগ্নির্ব্বাচ পবিত্রং। বৃজিনমনৃতং দুশ্চরিতং। ঋজুকর্ম্মং সত্যং সুচরিতং। অগ্নিরেবৈনং বৃজিনাদনৃতাদ্দুশ্চরিতাৎপাতি। ঋজুকর্ম্মে সত্যে সুচরিতে ভজতি। তস্মাদেবমাশাস্তে। আত্মনো গোপীথায়' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৭) ইতি। কায়িকং নিষিদ্ধাচরণং বৃজিনং, বিহিতাচরণমৃজুকর্ম্ম, বাচিকে সত্যানৃতে॥

৮। "মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তাম্॥"—কল্পঃ—'জুহ্বা ধ্রুবাং সমনক্তি মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তামিতি ত্রিঃ ইতি। হে আঘারশেষ ত্বং যজ্ঞস্য শিরোবদুত্তমমঙ্গমসি। অতস্ত্বদ্রূপেণ জ্যোতিষা ধ্রৌবাজ্যরূপং জ্যোতিঃ সমঙ্‌ক্তাং সংযুজ্যতাং। সমঞ্জনং বিধত্তে—'শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য। যদাঘারঃ। আত্মা ধ্রুবা। আঘার-

মাধার্য্যা ধ্রুবা৺ সমনক্তি। 'আত্মন্নেব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতিদধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ১ অ° ৭) ইতি গলাধস্তনো দেহ আত্মা। পূর্ব্বপক্ষতেন দ্বিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'দ্বিঃ সমনক্তি। দ্বৌ হি প্রাণাপানৌ' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। সিদ্ধান্তমাহ—'তদাহুঃ। ত্রিরেব সমঞ্জ্যাৎ। ত্রিধাতু হি শির ইতি। শির ইবৈতদ্যজ্ঞস্য। অথো ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ। প্রাণানেবাস্মিন্দধাতি' (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। ত্বগসৃগস্থিরূপা বিস্পষ্টাস্ত্রয়ো ধাতবো যস্য তত্রিধাতু। মন্ত্রগতজ্যোতিঃশব্দবিবক্ষাং দর্শয়তি—'মখস্য শিরোঽসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙ্‌ক্তামিত্যাহ। জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্টাদ্দধাতি। সুবর্গস্য লোকস্যানুখ্যাত্যৈ' (ব্রা° কা° ২ প্র° ৩ অ° ৭) ইতি। অস্য ধ্রৌবাজ্যশেষস্যোপরি স্থাপিতেনাঽঘারশেষাজ্যেনাত্যুজ্জ্বলসংপ্রদীপেনৈব স্বর্গলোকঃ প্রকাশিতো ভবতি॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—'ভুবাগ্নেরঞ্জলিং কৃত্বা জুপদ্বাভ্যাং তয়োগ্র্হঃ। অগ্রা দক্ষিণাদিগ্‌গামী বিষ্ণোঃ স্থিত্বা সমাহৃতিঃ॥ ১॥ বৃহদ্ধাঃ স্রুচমুদ্‌গৃহ্য পাহি প্রতিনিবর্ত্ততে। মখ ধ্রুবামনক্তি ত্রিনর্ব মন্ত্রা ইহেরিতাঃ॥ ২॥' ইতি।

অথ মীমাংসা।

অগ্নে যষ্টরিদং নমঃ, অগ্নির্ব্বৈ দেবানাং যষ্টেত্যনয়োর্ম্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরগ্নিদেবতায়া যাগাধিকারঃ প্রতীয়তে তদযুক্তং নবমাধ্যায়প্রথমপাদোক্তদেবতাধিকরণবিরোধপ্রসঙ্গাৎ।

তত্র হ্যেবং চিন্তিতম্—"দেবঃ প্রযোজকোঽপূর্ব্বং বাঽদ্যোঽস্য ফলদত্বতঃ ন বিধেয়ে গুণো যেষোঽপূর্ব্বস্য ফলিতোচিতা" ইতি॥ আগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" ইত্যাদিষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু মন্ত্রস্বরূপাণামনুষ্ঠেয়ানামঙ্গানামগ্ন্যাদির্দ্দেবঃ প্রযোজকঃ। কুতঃ। যাগেন পূজিতায়া দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বাৎ। সম্ভবতি চ ফলপ্রদত্বং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহাদিপঞ্চকাবগমাৎ। বিগ্রহো হবিঃস্বীকারস্তদ্ভোজনং তৃপ্তিঃ প্রসাদশ্চেত্যেতচ্চেতনস্যোচিতং পঞ্চকং। সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্বজ্রবাহুরিতি বিগ্রহঃ। অগ্নিরিদ৺ হবিরজুষতেতি হবিঃস্বীকারঃ। অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবী৺ষীতি হবির্ভোজনং। তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তীতি তৃপ্তিপ্রসাদৌ। ততঃ সেবিতরাজাদিবৎপূজিতদেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বেন প্রাধান্যাৎ সৈবাঙ্গানাং প্রযোজিকেতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কিং দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বলক্ষণং প্রাধান্যং শব্দাদাপাদ্যতে বস্তুসামর্থ্যাদ্বা। নাঽদ্যঃ। স্বর্গকামো যজেতেতি শব্দে বিধেয়স্য যাগস্যৈব ফলপ্রদত্বাবগমাৎ। দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন বিধ্যনর্হে। তত্র যথা দ্রব্যস্য বিধেয়ং প্রতি গুণভাবস্তথা দেবতায়া অপি। যদি যাগস্য কালান্তরভাবিফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তর্হি তৎসাধনভূতা দেবতা-ততোঽপি ব্যবহিতা। কা তর্হি ফলস্য গতিঃ। অপূর্ব্বমিতি বদামঃ। তচ্চ শ্রুত্যা শ্রুতার্থাপত্ত্যা বা প্রতীয়মানত্বাচ্ছাব্দমিতি তস্য ফলপ্রদত্বমুচিতং। নাপি বস্তুসামর্থ্যাদ্দেবস্য ফলপ্রদত্বং বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রতিপাদকয়োর্ম্মন্ত্রার্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। অন্যথা বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা তূলেভ্যঃ স্বাহেত্যাদিমন্ত্রেষ্বপি দেবত্বং বিগ্রহাদিযুক্তং কল্প্যেত। তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং। অতো ন রাজাদিবৎফলপ্রদত্বং। কিং চ বিগ্রহাদিমদ্দেবতাবাপ্যপি ন বিনা কর্ম্মণা ফলমভ্যুপগচ্ছতি। ততঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেনো ভয়বাদিসিদ্ধস্য যাগস্যৈব ফলপ্রদত্বমস্তু। কিং চ মাতাপিতৃগুর্বাদিশুশ্রূষায়া দেবতাং বিনৈব ফলপ্রদত্বমুভয়বাদিসিদ্ধং। তস্মাৎ ফলপ্রদমপূর্ব্বমেবাঙ্গানুষ্ঠানে প্রযোজকং। দেবস্য প্রযোজকত্ব সত্যাগ্নেয়যাগ উপদিষ্টানি প্রযাজাদ্যঙ্গানি শৌর্য্যাদিযাগেষগ্ন্যভাবাদনুষ্ঠানি। অপূর্ব্বস্য

প্রযোজকত্বে তৎ সত্ত্বাদুষ্থানীতি বিশেষঃ। তদিদং দেবতাধিকরণমগ্ন্যাদির্দেবানাং কর্ম্মাধিকারে বিরুধ্যতে। অত এব বৈয়াসিকদেবতাধিকরণসূত্রেষু জৈমিনিপক্ষ এবমুপন্যস্তঃ—“মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ” (ব্র০ সূ০ ১।৩।৩১) ইতি। অস্যায়মর্থঃ—অস্তি হি কাচন মধুবিদ্যা ছন্দোগৈরাম্নাতত্বাৎ। তস্যামাদিত্যো মধুত্বেন ধ্যাতব্যঃ। বসবো রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চেত্যেতে দেবগণাঃ পরিত উপবিশ্য তন্মধুপজীবন্তি। ঈদৃশেনোপাসনেন বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্রূয়তে। তস্যাং বিদ্যায়াং মনুষ্যাণামধিকারঃ সম্ভবতি। বস্বাদিদেবতাস্তু কানন্যানবস্বাদীনুপাসীরন্ কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুয়ুঃ। আদিত্যশ্চ কমন্যমাদিত্যং মধুত্বেনোপাসীত। তস্মাদ্দেবানামনধিকারং জৈমিনির্মন্যত ইতি। তর্হি বিদ্যান্তরেঽধিকারোঽস্ত্বিত্যাশঙ্ক্যোত্তরমেবং সূত্রিতং—“জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (ব্র০ সূ০ ১।৩।৩২) ইতি। ন খল্বাদিত্যো নাম কশ্চিচ্চেতনো বিগ্রহবান্দেবোঽস্তি। কিং ত্বস্মিন্দৃশ্যমানে জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ভবত্যাদিত্যশব্দপ্রয়োগঃ। এবমঙ্গারেষ্বগ্নিশব্দঃ। যদি বিগ্রহবতী দেবতা স্যাত্তদানীমৃত্বিগাদিবৎকর্ম্মণ্যুপলভ্যেত। কিং চৈকস্য যজমানস্য যাগে হবিঃ স্বীকর্ত্তুং গত্বা তদানীমেবান্যেষাং যাগেষু গন্তুং ন শক্নুয়াৎ। অত এবাঽম্নায়তে—“কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি কস্য বা ন বহূনাং যজমানানাং” ইতি। কিং চ বিগ্রহবৎসু দেবেষু মৃতেষু বৈদিকানামগ্নীন্দ্রাদিশব্দানামভিধেয়াভাবাদ্বেদস্যাপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তস্মান্মৃগতৃষ্ণাদিবাক্যেষ্বিব সহস্রাক্ষো গোত্রভিদিত্যাদিবাক্যেষু কশ্চিদ্বিকল্পপ্রত্যয়ো জায়তে। “শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ” ইতি তল্লক্ষণং। “মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ॥”

ইত্যত্র বিনৈব বাহ্যবস্তুনা যথা কশ্চিদাকারবিশেষো মনসি প্রতিভাসতে তথৈব দেবতাবাক্যেষু। তস্মাদগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টেতিবাক্যবলাদ্দেবানাং যাগাধিকারো বক্তুং ন শক্যঃ। অত্রোচ্যতে—দেবানামধিকারাভাবঃ কুত ইতি বক্তব্যং। দেহাদ্যভাবাদ্বা সত্যপি দেহাদাবর্থিত্বসামর্থ্যাবস্থারূপাণামধিকারহেতূনামভাবাদ্বা সৎস্বপি তেষু শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধত্বাদ্বা। প্রথমপক্ষেঽপি দেহাদ্যভাবঃ কুত ইতি বাচ্যং। প্রমাণাভাবাদ্বা বাধকসদ্ভাবাদ্বা। নাদ্যো মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণযোগিপ্রত্যক্ষলোকপ্রসিদ্ধীনাং তৎপ্রমাণত্বাৎ। “দেবা বঃ সবিতা প্রার্পয়তু” “রুদ্রস্য হেতিঃ পরি বো বৃণক্তু” ইত্যাদয়শ্চেতনোচিতব্যবহারাভিধায়িনো বহবো মন্ত্রাঃ পূর্ব্বমুদাহৃতাঃ। “অগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ” “ইত ইন্দ্রো অক্রণোদ্বীর্য্যানি, ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে। “অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নি মে বিষূচীনান্ব্যস্যতাং” “অগ্নে ত্ব৺ সু জাগৃহি” ইত্যাদয় উদাহরিষ্যন্তে। তং গায়ত্র্যাহরৎ। পুরুষং বৈ দেবাঃ পশুমালভন্ত। দেবাসুরা সংযত্তা আসন্নিত্যাদয়োঽর্থবাদাঃ। ইতিহাসো ভারতাদিঃ। পুরাণং ব্রাহ্মপাদ্মবৈষ্ণবাদি যোগিপ্রত্যক্ষং যোগশাস্ত্রে “মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং” ইত্যাদিসূত্রেষু প্রসিদ্ধং। লোকপ্রসিদ্ধিশ্চ চিত্রকারাদিতত্তন্মূর্ত্তিলেখনাদিভির্দ্রষ্টব্যা। নাপি দ্বিতীয়ো বাধকস্যানুপলম্ভাৎ। বনস্পতিতন্মূনাদীনামপি বিগ্রহাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গো বাধক ইতি চেন্ন। তস্যেষ্টত্বাৎ। প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেন্ন। স্থাবররূপস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ। সন্তি হি সর্ব্বেষু বস্তুষ্বভিমানিদেবতাঃ। অত এব শ্রূয়তে—“অন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ। যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ” ইতি। নাত্র দৃশ্যমানা অন্তরিক্ষযজমানভ্রাতৃব্যা বিবক্ষিতাঃ কিং তু তদভিমানিদেবতাঃ। এবং চ সত্যভিমানিনীভিঃ সহাভেদবিবক্ষয়া “বায়বঃ স্থোপায়বঃ স্থ” “জুহ্বে হ্যাগ্নিস্তা হ্বয়তি

দেবযজ্যায়া উপভৃদেহি দেবস্ত্বা সবিতা হ্বয়তি" ইত্যাদীনি চেতনোচিতানি সম্বোধনান্যু-পশ্যন্তে। কিং নিমিত্তোঽয়ং দেবতাভি ব্যক্ত্যভিনিবেশ ইতি চেৎ। তব কিং নিমিত্তোঽয় দেবতাপ্রদ্বেষাভিনিবেশঃ। জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি জৈমিনিমতস্য সূত্রিতত্বাদিতি চেৎ। কিং বাদরায়ণস্য মতং ন পশ্যসি। স হ্যেবং সূত্রয়ামাস—"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানু-গতিভ্যাং" (ব্র০ সূ০ ২।১।৫) ইতি। অস্যায়মর্থঃ—বাক্‌চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং পরস্পরকলহশ্রুতিষু মৃদব্রবীৎ অপোঽব্রুবন্ ইত্যাদিশ্রুতিষু চাভিমানিদেবতা ব্যপদিশ্যন্তে। ইন্দ্রিয়সংবাদবাক্যেষ্বাঽহদানে-বাঽহৈতা দেবতা ইতি দেবতাশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ। অন্যত্র চ "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ। আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ' ইত্যাদিনা সর্ব্বেষ্বে-বেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগতিশ্রবণাদিতি। বাধকান্তরং তু বাদরায়ণ এবাঽশঙ্ক্য নিরাচষ্টে। তদীয়ং সূত্রমেতৎ—"বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" (ব্রা০ সূ০ ১।৩।২৭) ইতি। ঋত্বিগ্ দৃষ্টান্তেন যঃ কর্ম্মণি বিরোধঃ সোঽপি নাস্ত্যেকস্য যুগপদ্বহুগৃহভোজনাসম্ভবেঽপি বহুকর্ত্তৃক-নমস্কারস্বীকারঃ সম্ভবতীত্যনেকপ্রকারদর্শনাৎ। ইহ চ যাগস্যোদ্দেশগাত্মকত্বান্নমস্কারন্যায়েন বহবো যজমানা যুগপদেকাঃ দেবতামুদ্দিশ্য হবীংষি ত্যজেয়ুঃ। অথ বা দেবতানাং যোগ-সামর্থ্যাদ্‌যুগপদনেকশরীরপ্রাপ্তিঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্দৃশ্যতে। তৈশ্চ শরীরৈর্যুগপদ্বহুষু যাগেষু যুগপদগচ্ছেয়ুঃ। ন চানুভববিরোধস্তাসমন্তর্ধানাদিশক্তিমত্ত্বেনাযোগ্যানুপলব্ধেঃ। নাপি বিগ্রহবতীষু দেবব্যক্তিষু মৃতাসু বৈদিকশব্দস্যার্থাভাবো জাতেরেব শব্দার্থত্বাৎ। অতো বনস্পতিমুল-জুহ্বপভৃদাদ্যচেতনদ্রব্যেষু সর্ব্বেষ্বভিমানিনীনাং বিগ্রহবতীনাং চেতনানাং দেবতানামভ্যুপগমেঽপি ন বাধঃ কশ্চিৎ। মৃগতৃষ্ণিকাখপুষ্পাদিষ্বপি বনস্পত্যাদিষ্বিব দেবতাভ্যুপগমঃ প্রসজ্যেতেতি চেন্ন। যদা মৃগতৃষ্ণায়ৈ স্বাহা খপুষ্পায় স্বাহেতি বেদবাকং দর্শয়িষ্যসি তদাঽভ্যুপগমিষ্যামঃ। অতঃ প্রমাণসদ্ভাবাদ্বাধকাভাবাচ্চ সন্ত্যেব দেবতানাং বিগ্রহাদয়ঃ। নাপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণা-ভাবাদিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো যুক্তঃ। আদিত্যবস্বাদীনাং স্বস্বপদস্য প্রাপ্তত্বেন তৎপ্রাপ্তিহেতাবু-পাসনে যাগে বাঽর্থিত্বাভাবেঽপি ফলান্তরহেতৌ তৎসম্ভবাৎ। সত্যসঙ্কল্পানাং তেষাং সঙ্কল্পাদেব ফলসিদ্ধৌ ন যাগাদিপ্রবৃত্তিরিতি চেন্ন। সঙ্কল্প ইব যাগাদাবপি প্রয়াসবুদ্ধ্যাভাবেন প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ।

শ্রূয়ন্তে হি বহুশো বেদবাক্যানি—"অগ্নিষ্টোমেন হৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্য্যগৃহ্নাৎ" ইতি। "বৃহস্পতিরকাময়ত। শ্রন্মেদেবা দধীরন্। গচ্ছেয়ং পুরোধামিতি। স এবং চতুর্ব্বিꣳশতিরাত্রমপশ্যৎ। তমাহরৎ। তেনাযজত। ততো বৈ তস্মৈ শ্রদ্দেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাং" ইতি। ইদানীং মনুষ্য এব সত্রে ভাবিসংজ্ঞয়া প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদিশব্দৈরুচ্যত ইতি চেৎ। অস্ত্বেবং নক্ষত্রেষ্টৌ। তত্র হি যজমানো দেবতা চেত্যুভয়মেকেনৈব শব্দেন ব্যবহৃতং—"অগ্নির্ব্বা অকাময়ত। অন্নাদো দেবানাꣳ স্যামিতি। স এতমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপৎ" ইতি। ইহ তু বাধকাভাবান্মুখ্যা এব প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদয়ঃ। অন্যথা বসিষ্ঠবিশেষণং বিরুধ্যেত। তচ্চৈবমা-ম্নায়তে—"বসিষ্ঠো হতপুত্রোঽকাময়ত বিন্দেয় প্রজাং" ইতি। তস্মাদর্থিনো দেবা যাগাদিষু প্রবর্ত্তেরন্। সামর্থ্যমপি ধনবত্ত্বং তেষামস্ত্যেব। উপনয়নপূর্ব্বকাধ্যয়নাভাবেঽপি স্বয়ংভাত-ত্বাদ্বেদানামস্ত্যেব বিদ্যা। নিষেধং চ ন পশ্যামস্তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্ত ইতিবদ্দেবা অনবক্লৃপ্তা

ইত্যশ্রবণাৎ। প্রত্যুত "দেবা বৈ যদ্‌যজ্ঞেঽকুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত" ইতি বহুশঃ শ্রুতং। আঘারব্রাহ্মণেঽপি শ্রূয়তে—"দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞং নান্বপশ্যন্‌ৎস প্রজাপতিস্তূষ্ণী-মাঘারমাঘারয়ত্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমন্বপশ্যন্‌" ইতি। "অসুরেষু বৈ যজ্ঞ আসীত্তং দেবাস্তূষ্ণীং-হোমেনাবৃঞ্জত" ইতি। সর্ব্বোঽপ্যয়মর্থবাদ ইতি চেদ্বাঢ়ং। ন খলু বয়মপ্যেতমনর্থবাদং ব্রূমঃ। মহাতাৎপর্য্যেণ বিধিং প্রশংসতোঽবান্তরতাৎপর্য্যেণ স্বার্থেঽপি প্রামাণ্যাদ্ভূতার্থবাদত্বে কা তব হানিঃ। যদা প্রজাপতিরমন্ত্রকং প্রথমমাঘারং প্রাজাপত্যমনুতিষ্ঠতি তদা কমস্থং প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়েদিতি চেৎ পূর্ব্বকল্পেঽতীতং ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বর্ত্তমানং বা ধ্যায়তু। যথা দেবদত্তঃ স্বয়মন্যস্য পিতাঽপি সন্নিহিতাধনাদিভিঃ স্বপিত্রা সমানোঽপি সন্‌ স্বপিতরং নমস্করোতি যথা বা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্তরং ভোজ্যতে তদ্বৎ। যদি তত্র স্বসমানস্য পিতু-র্ব্রাহ্মণান্তরস্য চ পূজয়া তুষ্টঃ পরমেশ্বরঃ ফলং দদ্যাত্তর্হি স কিমস্য প্রজাপতেঃ ফলদানে বিস্মরিষ্যতি নিদ্রাস্যতি বা। "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" ইত্যত্রাপীন্দ্রবিগ্রহেঽ-বস্থিতোঽন্তর্য্যাম্যেব ফলস্য দাতা। অত এব বাদরায়ণঃ—"ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্র০ সূ০ ৩।২।৩৮) ইতি সূত্রয়ামাস। ঈশ্বরস্য ফলদাতৃত্বেঽপি নাপূর্ব্ববৈয়র্থ্যং ফল-বিশেষে তত্তারতম্যে চাপূর্ব্বস্যৈব নিয়ামকত্বাৎ। জৈমিনিশ্চাপূর্ব্বাঙ্গীকারেণ পরিতুষ্টো ন দেবতাং দ্বেষ্টি। তাবতৈব স্বাপেক্ষিতোহাধ্যায়স্যাঽরম্ভসিদ্ধেঃ। ন চ প্রজাপতিকর্ত্তৃকে যাগ ঋত্বিজামভাবঃ। দেবতান্তরাণামৃত্বিক্‌ত্বাৎ। নন্বার্ত্বিজ্যং বিপ্রস্যৈব। তথা চ দ্বাদশাধ্যায়-স্যাবসানে চিন্তিতং—"আর্ত্বিজ্যং কিং ত্রিবর্ণস্থং বিপ্রগাম্যেব বাঽগ্রিমঃ। বিপ্রাবস্থান্ন তদ্যুক্তং ব্রাহ্মণস্যৈব তৎস্মৃতেঃ' ইতি। "প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা" স্মৃতিঃ। নায়ং দোষঃ। তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরার্ত্বিজ্যং নাস্তীত্যেতাবদেব বিবক্ষিতং ন তু দেবানাং তন্নিবার্য্যতে মন্ত্রব্রাহ্মণয়োস্তদবগমনাৎ। "পৃথিবী হোতা। দ্যৌরধ্বর্য্যুঃ। রুদ্রোঽগ্নীৎ। বৃহস্পতিরুপবক্তা। অগ্নির্হোতা। অশ্বিনাঽধ্বর্য্যূ। ত্বষ্টাঽগ্নীৎ। মিত্র উপবক্তা" ইতি মন্ত্রাঃ। "অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বর্য্যূ আস্তাং" ইতি ব্রাহ্মণং। ত্রৈবর্ণিকানামেব বসন্তাদিকালেষ্বাধান-বিধানাদ্দেবানাং বর্ণাশ্রমাভাবান্নাস্ত্যাধানমিতি চেন্ন। তদ্বিধানস্য মনুষ্যবিষয়ত্বাৎ। বর্ণাশ্রম-প্রযুক্তা বিধয়ো মনুষ্যাণামেব সন্তি। দেবাস্তু ন বর্ণাশ্রমধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তি। কিং তু কাম্য-কর্ম্মণ্যাধানমপি দেবানামাম্নাতং—"প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্নিমসৃজত। তং দেবা রোহিণ্যামাদধত। তং পূষাঽধত্ত। তং ত্বষ্টাঽধত্ত। তং মনুরাধত্ত। তং ধাতাঽধত্ত" ইতি। তদেবং দেবানাং যাগাধিকারে বিঘ্নাভাবাৎ 'অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা' ইত্যেতদিহ সুস্থিতং। সর্ব্বত্র চ মন্ত্র-ব্রাহ্মণেতিহাসপুরাণাদিবাদাঃ সুতরামুজ্জীবিতাঃ।

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্‌—"অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাঘারমাঘারয়তীত্যমূ। বিধেয়ৌ গুণসংস্কারাবাহোস্বিৎকর্ম্মনামনী॥ অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি বহুব্রীহিগতোঽনলঃ। গুণো বিধেয়ো নামত্বে রূপং ন স্যাৎ ক্ষরদ্যুতে॥ সংস্ক্রিয়াঽঘারমাঘারয়তীত্যুক্তা দ্বিতীয়য়া। আঘারেত্যগ্নি-হোত্রেতি যৌগিকে কর্ম্মনামনী॥ অগ্নির্জ্যোতিরিতি প্রোক্তো মন্ত্রাদ্দেবস্তথা ঘৃতম্‌। চতুর্গৃহীত-বাক্যোক্তং দ্বিতীয়ায়াস্ত্বিয়ং গতিঃ॥ নাসাধিতে হি ধাত্বর্থে করুণত্বং ততোঽস্য সা। সাধ্যত্বাং বক্তি সংস্কারো নৈবাঽশক্যঃ ক্রিয়াত্বতঃ" ইতি॥ "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যত্রাগ্নিহোত্রশব্দস্য

কর্ম্মনামত্বে দ্রব্যদেবতয়োরভাবাদ্‌যাগস্য স্বরূপমেব ন সিধ্যেৎ। ততোঽগ্নিদেবতারূপো গুণোঽনেন দর্ব্বিহোমে বিধীয়তে। আঘারশব্দশ্চ "ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ" ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নঃ ক্ষরদ্‌ঘৃতমাচষ্টে। তস্মিংশ্চ ঘৃতে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যা সংস্কার্য্যত্বং প্রতীয়তে। তচ্চ সংস্কৃতং ঘৃতমুপাংশুযাগে দ্রব্যং ভবতি। তস্মাদগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ গুণসংস্কারয়োর্ব্বিধায়কাবিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সায়ং জুহোতি। সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহেতি প্রাতরিতি বিহিতেন মন্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্দেবতা ন বিধেয়া। ততোঽগ্নিসূর্য্যদেবতাকস্য সায়ংপ্রাতঃকালয়োর্নিয়মেনানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রমিতি যৌগিকং নামধেয়ং। যোগশ্চ বহুব্রীহিণা দর্শিতঃ। চতুর্গৃহীতং বা এতদভূত্তস্যাঽঘারমাঘার্য্যেত্যাজ্যদ্রব্যস্য প্রাপ্তত্বা ক্ষরদ্‌ঘৃতসংস্কারস্যাবিধেয়ত্বাদাঘারশব্দোঽপি যৌগিকং কর্ম্মনামধেয়ং। যস্মিন্ কর্ম্মণি নৈর্ঋতীং দিশনারভ্যৈশানীং দিশমবধিং কৃত্বা সন্তত্যা ঘৃতং ক্ষার্য্যতে তস্য কর্ম্মণ এতন্নাম। নমু নামত্বে সতিঃ "উদ্ভিদা যজেত" "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত" ইত্যাদাবিব ধাত্বর্থেন করণেন সামানাধিকরণ্যায়াগ্নিহোত্রেণ জুহোত্যাঘারেণাঽঘারয়তীতি তৃতীয়য়া ভবিতব্যং। নৈষ দোষঃ। অনুষ্ঠানাদূর্দ্ধং ধাত্বর্থস্য সিদ্ধত্বাকারেণ করণত্বেঽপি ততঃ পূর্ব্বং সাধ্যত্বাকারং বক্তুমগ্নিহোত্রমাঘারমিতি দ্বিতীয়ায়া যুক্তত্বাৎ। ন চাত্র দ্বিতীয়ানুসারেণ ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্যাদাবিব সংস্কারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ব্রীহিশব্দবদগ্নিহোত্রাঘারশব্দয়োঃ প্রসিদ্ধদ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিত্বাভ্যুপগমাৎ। তস্মাদগ্নিহোত্রাঘারশব্দৌ দর্ব্বিহোমোপাংশুযাগয়োর্গুণসংস্কারবিধায়িনৌ ন ভবতঃ কিং তু কর্ম্মান্তরয়োর্নামনী।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"অগ্নিহোত্রাঘারবাক্যমনুবাদোঽথ বা বিধিঃ। অরূপত্বাত্ত দধ্যাদিবাক্যেনোক্তমনূদ্যতে॥ গুণ্যসিদ্ধৌ ন দধ্যাদিগুর্ণো দুষ্টা বিশিষ্টতা। রূপং দধ্যাদিমন্ত্রাভ্যামতোঽসৌ গুণিনো বিধিঃ" ইতি। ইদমাম্নায়তে—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি, "দধ্না জুহোতি" ইতি, "পয়সা জুহোতি" ইতি (চ)। ইদমপরমাম্নায়তে—"আঘারমাঘারয়তি" ইতি, "ঊর্দ্ধমাঘারয়তি" ইতি, "ঋজুমাঘারয়তি" ইতি চ। তত্রাগ্নিহোত্রবাক্যং দধ্যাদিবাক্যবিহিতস্য কর্ম্মসমুদায়স্যানুবাদঃ। আঘারবাক্যং তূর্দ্ধাদিবাক্যবিহিতস্য তস্যেতি। ন ত্বেতদ্বাক্যদ্বয়ং কর্ম্মবিধায়কং। কুতঃ। দ্রব্যদেবতালক্ষণস্য যাগরূপস্যাভাবাদিতি চেত্তত্র বক্তব্যং। কিং দধ্যাদিবাক্যেন গুণমাত্রং বিধীয়তে কিং বা গুণবিশিষ্টং কর্ম্ম। নাদ্যঃ। অগ্নিহোত্রাদিবাক্যস্য ত্বন্মতে কর্ম্মবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কস্যচিদসিদ্ধৌ গুণ্যনুবাদপুরঃসরস্য গুণমাত্রবিধানস্যাসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং স্যাৎ। তচ্চ সত্যাং গতাবযুক্তং। অতোঽগ্নিহোত্রাদিবাক্যং কর্ম্মবিধায়কং। তত্র দ্রব্যং দধ্যাদিবাক্যৈর্লভ্যতে দেবতা তু মান্ত্রবর্ণিকী। আঘারেঽপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উন্নেতব্যে।

দশমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"হিরণ্যগর্ভ আঘারে পূর্ব্বস্মিন্ উত্তরেঽথ বা। লিঙ্গাদাদ্যে সমং লিঙ্গং ক্লৃপ্তকার্য্যত্বতোঽন্তিমে" ইতি॥ বায়ব্যপশৌ "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যাঘারমাঘারয়তি" ইতি শ্রুতো মন্ত্রঃ পূর্ব্বস্মিন্নাঘারে স্যাৎ। কুতো মন্ত্রলিঙ্গাৎ। প্রকৃতৌ প্রাজাপত্যঃ পূর্ব্ব আঘারঃ। অস্মিন্নপি মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভশব্দেন প্রজাপতিরভিধীয়তে। "প্রজাপতির্বৈ হিরণ্যগর্ভঃ" ইতি বাক্যশেষাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অন্তিম আঘারেঽয়ং মন্ত্রঃ ক্লৃপ্তকার্য্যত্বাৎ। প্রকৃতাবমন্ত্রকঃ প্রথম

আঘারঃ প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ন্নাঘারয়তীতি ধ্যানমাত্রস্যাভিধানাৎ। তূষ্ণীমাঘারয়তীত্যমন্ত্রত্বং সাক্ষাদেব শ্রুতং। দ্বিতীয়ে ত্বাঘার ঊর্দ্ধো অধ্বর ইত্যাদ্যৈন্দ্রো মন্ত্রো বিহিতঃ। অতো মন্ত্রকার্য্যং তত্র ক্লৃপ্তং। তস্মাদ্দ্বিতীয়াঘারে হিরণ্যগর্ভমন্ত্রবিধিঃ। যত্তু প্রজাপতিদেবতালিঙ্গং তদিন্দ্রেঽপি সমানং। ইন্দ্রোঽপি হি প্রজানাং পতিঃ। তস্মাদূর্দ্ধো অধ্বর ইতি মন্ত্রং বাধিত্বা হিরণ্যাদিমন্ত্রস্তত্র বিধীয়তে। তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমে পাদে চিন্তিতং—"মা মা সং তাপ্তমিত্যেতৎ কস্মিন্ স্যাদিতি পূর্ব্ববৎ। অধ্বর্য্যাবস্তু তত্ত্বেন স্বামিকর্ম্মোপযোগতঃ" ইতি॥ মা মেতি মন্ত্রোক্তং সন্তাপাভাবরূপং ফলং যজমানে স্যাদধ্বর্য্যৌ বেতি সন্দেহঃ। পূর্ব্বাধিকরণে মমাগ্নে বর্চ্চ ইত্যধ্বর্য্যুণা পঠ্যমানেঽপি মন্ত্রে মমেতি শব্দোঽধ্বর্য্যুস্বামিনং যজমানং লক্ষয়তি। স্বর্গকামো যজেতেত্যাত্মনেপদেন সাঙ্গযাগ-ফলস্য স্বর্গস্য যজমানগামিতায়া অবগমাৎ। ততো যথা বর্চ্চো যজমানে ভবতি তথা সন্তাপা-ভাবোঽপি যজমানগামীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অধ্বর্য্যাবসন্তপ্তে সত্যবিঘ্নেন স্বামিনঃ কর্ম্ম সমাপ্যতে। তস্মাদধ্বর্য্যুগতোঽপি সন্তাপাভাবো যজমানস্যৈব ফলমিতি নাত্র পূর্ব্ববদস্যোপচারঃ।

অথ ব্যাকরণং।

ভুবনশব্দো নিয়তনপুংসকলিঙ্গত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। অগ্ন ইত্যত্র বাক্যাদিত্বান্ন নিঘাতঃ। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" (পা০ ৮।১।৭২) ইতি তস্যাবিদ্যমানবদ্ভাবাদ্যষ্টরিত্যেতস্য পদাৎ পরত্বাভাবান্ন নিঘাতঃ কিং তু ষাষ্ঠমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অগ্নাবিষ্ণূ ইত্যত্রাপি তদ্বৎ। ন বিদ্যতে ধ্বরো বিঘ্নো যস্য সোঽধ্বরঃ। "নঞ্সুভ্যাং" (পা০ ৬।২।১৭২) ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দিবিস্পৃশ-মিত্যত্র কৃৎস্বরঃ। অহ্রুত ইত্যত্রাব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ। দুশ্চরিতাদিত্যত্রাপি তদ্বৎ॥ ১২॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥ ১২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্রসমূহ আধার-গ্রহণ-মূলক। 'আধার' বলিতে আজ্যহবিঃ-পূর্ণ স্রুক্ বুঝায়। তাহা হইতে পুরোডাশসাংনায্য প্রভৃতি বেদীতে স্থাপনের বিষয় উপলক্ষিত হয়। ভাষ্যানুক্রমণিকা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—দ্বাদশ অনুবাকে যজ্ঞকাষ্ঠের উপরিভাগে হোম-নিষ্পাদ-নার্থ আধার-স্থাপনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। একাদশ অনুবাকে ইধ্ম (যজ্ঞকাষ্ঠ), বর্হিঃ (কুশ) এবং স্রুচাদি (কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণাদির দ্বারা বিশুদ্ধীকরণের প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। এক্ষণে, এই দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, ইধ্মকাষ্ঠের উপরিভাগে কিরূপে হোমার্থ আধার স্থাপন করিতে হয়, তাহাই পরিবর্ণিত হইতেছে।

'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' মতে দ্বাদশ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের (ভুবনমসি প্রভৃতি) দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রের (জুহ্বেহ্যগ্নিস্ত্বা ইত্যাদি) দুইটী অংশে 'জুহূপভৃৎ' গ্রহণ করিবে। তার পর 'অগ্নাবিষ্ণূ' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া 'বিষ্ণোঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ভূমি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'ইত ইন্দ্রো' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জুহূ স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'বৃহদ্ভাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে

স্রুক্ গ্রহণ করিয়া 'পাহি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই স্রুক্‌কে প্রতিনিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ স্থাপন করিয়া, 'মথস্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে ধ্রুবাকে সেই স্রুকের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। বেদির উপরিভাগে আজ্যহবিঃ পূর্ণ স্রুক স্থাপন এতদ্দারা প্রতীত হয়। 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' মতে দ্বাদশ অনুবাকের নয়টী মন্ত্র এইরূপে আধার-স্থাপনে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধন—আহবনীয় অর্থাৎ যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি। অগ্নি হইতে ভূতসমষ্টির উদ্ভব বলিয়া সেই অগ্নিকে 'ভুবনং' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে স্থাপিত অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলি দ্বারা জুহূপভৃত-সমূহকে গ্রহণ করিয়া, অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। 'যষ্টঃ' পদে সেই জুহূপভৃদাদি উপলক্ষিত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি ভূত-সমষ্টির কারণ-স্বরূপ। ভূতসমূহের কারণ বলিয়া তুমি বিস্তৃত হও। এই অঞ্জলিরূপ নমঃ তোমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে এই অঞ্জলিধৃত জুহূপভৃত প্রভৃতি প্রদান করিতেছি।' আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্থূলতঃ আমরা ভাষ্যকারেরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার ভাবে একটু তারতম্য লক্ষিত হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—প্রজ্ঞান স্বরূপ ভগবান। অগ্নি বলিতে আমরা জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করি। লৌকিক অগ্নি যেমন সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা হৃদয়ের সর্ব্ববিধ আবিলতা কলুষতা ভস্মীভূত হইয়া, হৃদয় পবিত্রভাব ধারণ করে। তাই জ্ঞানাগ্নি ভগবানের প্রকাশরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতে 'অগ্নি' বলিতে আমরা সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করি। তাঁহা হইতেই যে ভূতসমষ্টির উদ্ভব, ভগবানই যে স্থাবরজঙ্গমচরাচরের উৎপত্তির কারণ, অপিচ তিনিই যে তাহাদের পোষক ও সংরক্ষক, তাঁহার বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।" "যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" ফলতঃ, ভগবান হইতেই ভূত-সমষ্টির উদ্ভব, আবার তাঁহাতেই তাহাদের লয়প্রাপ্তি। কেবল ভূতসমষ্টি বলিয়া নহে; বিশ্বের যাহা কিছু সার সামগ্রী, যাহা কিছু কারণ—সে সকলই তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি যেমন ভূতসমষ্টির উৎপত্তির কারণ, তেমনই তিনি আবার তাহাদের পালক ও সংরক্ষক। এই ভাব হইতেই আমরা 'ভুবনং' পদের অর্থ করিয়াছি,—"বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সদ্ভাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ।" ভগবানকে 'ভুবনং' বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'বিপ্রথস্ব' পদে সদ্ভাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধনের ভাব মনে আসে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি যেমন ভূতসমূহের কারণ, তেমনি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির জনয়িতা; আপনার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবাদি লোকানুরাগ প্রবর্দ্ধিত হউক। অপিচ, অনুষ্ঠিত এই কর্ম্ম আপনার প্রীতিহেতুভূত হউক। তাহাতে, আমার সেই কর্ম্মের প্রভাবে, আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে; আর সেই সদ্ভাবের প্রভাবে সৎস্বরূপ আপনাকে পাইবার অধিকার জন্মিবে।' ফলতঃ, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, লোকানুরাগ বর্দ্ধন জন্যই মন্ত্রের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্র জুহূপভৃৎ গ্রহণ-মূলক। এই মন্ত্রের দুইটী অংশ পরিকল্পিত হয়। প্রথম অংশ 'জুহু' সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ 'উপভৃৎ' সম্বোধনে বিনিযুক্ত। প্রথম অংশের অর্থ— 'হে জুহু! আগমন কর; দেবযাগনিষ্পাদন জন্য অগ্নি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।' দ্বিতীয়াংশের অর্থ—'হে উপভৃৎ! আগমন কর। দেবযাগের জন্য সবিতা দেবতা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।' 'জুহু' অর্থাৎ স্রুককে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে এবং উপভৃৎ অর্থাৎ স্রুক-ব্যতিরিক্ত আজ্যধারণক্ষম অন্য পাত্রকে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হইয়াছে, বুঝা যায়। আমরা কিন্তু মন্ত্রে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বকে এবং দ্বিতীয় অংশে মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের উদ্দীপনা আসুক; আর সেই উদ্দীপনায় যেন আমি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই।' ফলতঃ, ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন মানুষের প্রবৃত্তি সদ্বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয় না। তাই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। সদ্ভাব এবং বিশুদ্ধ দিব্যজ্ঞানই সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। তাই সৎকর্ম্ম-সাধনে—ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে—সদ্ভাবের ও সজ্‌জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির এবং বিষ্ণুর—যুগ্ম দেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্যমতে মধ্যম পরিধির পুরোভাগে আহবনীয় অগ্নি এবং তাহার পশ্চাতে স্রুকের অগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্ট যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণু অবস্থিত। তাহা হইতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে অগ্নি ও বিষ্ণু! আধার হোমের নিমিত্ত তোমাদিগের উভয়ের মধ্যভাগে গমনকালে আমি যেন তোমাদিগকে পদদলিত না করি অর্থাৎ তোমাদিগকে অতিক্রমন না করি। অতএব আমার গমনের পথনির্দ্দেশ জন্য তোমরা বিযুক্ত হও। আমার প্রতি তোমারা আমার গমন-স্থান প্রস্তুত করিয়া দেও।' এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে স্থলে বসিয়া যাগ করিতে হয়, তাহাই বিষ্ণুর স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আহবনীয়ের নিকট-বর্ত্তী বলিয়া উহাকে যজ্ঞস্থানও বলা যাইতে পারে। আমরা মন্ত্রটীকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে অবলোকন করি। ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিতে আমরা এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মকে বুঝিয়াছি। 'আমি যেন জ্ঞান ও কর্ম্ম মার্গ হইতে বিচ্যুত না হই, শত্রু প্রভৃতি যেন আমাকে সন্তপ্ত করিতে না পারে, পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রভাবে আমি যেন পরমস্থান প্রাপ্ত হই'—মন্ত্রে এই প্রার্থনাই দ্যোতিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,—'বিশ্বব্যাপক জানিয়া হে ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি চরণাশ্রয়দানে আমাকে রক্ষা করুন,—আমাকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন।' এইরূপ অর্থ পরিকল্পনায় আমরা যেরূপে যে পদের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যানু-মোদিত অর্থ অনুসারে মন্ত্রটীর একপ্রকার অর্থ হইতে পারে,—'হে বিশ্বব্যাপক দেবদ্বয়! আমি পদের দ্বারা যেন তোমাদিগকে অতিক্রম না করি।' ইহাতে ভাব বুঝা যায়,—'ভগবান বিশ্বব্যাপক। বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি বিদ্যমান। ভগবান বিশ্বব্যাপক বলিয়া পাদস্পর্শ জনিত দোষ সংঘটিত না হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।' যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়া আমনন করিতে হয়, তথাপি ইহা যে অতি উচ্চভাবমূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই। জ্ঞান ও কর্ম্ম সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্‌জ্ঞান

সম্পন্ন হইয়া, সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ যে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রের 'লোকং' পদে আমরা 'অগ্নির ও বিষ্ণুর' মধ্যবর্ত্তী যজমানের গমন-স্থানকে নির্দ্দেশ করি না। আমাদের মতে ঐ 'লোকং' পদে 'পরমস্থান' সেই ভগবৎ-পাদপদ্মই লক্ষ্য করে। দিব্যজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

তার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—ভূ-প্রদেশ; আর ষষ্ঠ মন্ত্র ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধী। ভূপ্রদেশকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন,—'হে ভূপ্রদেশ! তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞপুরুষের) স্থান হও।' পঞ্চম মন্ত্রে যজ্ঞের স্থান কথিত হইলে, 'ইত ইন্দ্র' প্রভৃতি ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদিগের বিজয়হেতু অপর স্থানের বিষয় কথিত হইতেছে। দেবযজন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অসুরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয় রহিত, তাহাই 'ইতঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ এই যে,- 'ইন্দ্রদেব এই দেবযজন-স্থান হইতে উদ্যুক্ত হইয়া শত্রুবধরূপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়াছিল।' ইত্যাদি। ইন্দ্রদেব বীর্য্য প্রকাশ করিলে, শত্রুকৃত বাধাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাই যজ্ঞের উন্নতি লাভ। ভাষ্যাদি দৃষ্টে এই প্রকার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করিল। আমাদের মতে চতুর্থ মন্ত্রে আপনার অন্তরাত্মাকে সম্বদ্ধ করা হইয়াছে। অন্তরই যে বিশ্বব্যাপক দেবতার আধার—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, তাহার ন্যায় ভগবানের শ্রেষ্ঠ আধার আর অন্য কিছু হইতে পারে কি? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান, যে জ্ঞান অন্তরে সঞ্জাত হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহাই, সেই হৃদয়ই বিষ্ণুর একমাত্র আধার। তাই সাধক চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত অর্থাৎ জ্ঞানোদ্ভাসিত হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার অন্তর! তুমিই একমাত্র ভগবানের আধারস্বরূপ হইয়া আছে।' ভাব এই যে,—'আমি যেন চতুর্ব্বর্গ ধনপ্রদ সেই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকি।' পঞ্চম মন্ত্রটী পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। মন্ত্রের অর্থ—'হে ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন। যে সামর্থ্য-প্রভাবে শত্রুগণ চিরদমিত হইবে। তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ শত্রুকৃত হিংসা পরিশূন্য হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে। আর আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম শত্রুর উপদ্রব-পরিশূন্য হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।' এ মন্ত্রে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যেন আমার সুখ-হেতুভূত হয়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নির দীপ্তি যাহাতে অধিক হয়, অথচ জুহূ দগ্ধীভূত না হয়,—ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। জ্ঞান যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভে যাহাতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য সাধক আত্মাকে উদ্বোধন করিতেছেন। সপ্তম মন্ত্রে, ভাষ্যমতে, জুহূ ও উপভৃৎকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করিতে হয়। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। কহিতেছেন,—'হে প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবন্! আনার পাপ বিনষ্ট করিয়া, আমাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন। জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে পাপ বিনষ্ট হইলেই আমি সদ্ভাব-প্রভাবে আপনাকে পাইতে সমর্থ হইব।'

তার পর অষ্টম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সম্বোধন—আধারশেষ। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আধারশেষ! তুমি যজ্ঞের শিরবৎ উত্তম অঙ্গ হও। অতএব সেইরূপে জ্যোতির দ্বারা ধ্রৌবাজ্যরূপ জ্যোতির সহিত সম্মিলিত হও।' আমাদের লক্ষ্য অন্যরূপ। আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মসম্বোধনে বিনিযুক্ত ও উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া জ্যোতিরাধার সেই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন যদি ইন্ধনস্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়রূপ যজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানাগ্নি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে আমাদেরও আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে। আত্মোন্নতির কামনা করিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, জ্যোতিঃ-সাগরে ডুবিতে হইলে, মনকেই ভগবানের পূজায় হোমাগ্নিতে ইন্ধনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখনই তাঁহার ভাগ্যে পরমজ্যোতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয়। তখন সাধক আপনার কর্ম্মকে ও ভক্তিভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলেই জ্ঞানময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয়। অনুবাকের শেষে অষ্টম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)॥

— * —

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। ত্রয়োদশোঽনুবাকঃ।)

(১) বাজস্য মা প্রসবেনোদ্গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নাঁ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাঁ অকঃ। উদ্গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ব্যস্যতাং।

(২) বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাদিত্যেভ্যস্ত্বা।

(৩) অক্ত৺ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ। (৪) প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষম্।

(৫) আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবম্
গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়।

(৬) আয়ুষ্পা অগ্নেঽস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।

(৭) ধ্রুবাঽসি।

(৮) যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণঃ। তং ত
এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতৈ
যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিত৺।

(৯) স৺স্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং
বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।

(১০) অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে
মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যো পাতম্।

(১১) অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি

প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ।

পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং

কৃণু সুষদা যোনিং স্বাহা।

(১২) দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং

নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ॥ ১৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বাজস্য। মা। প্রসবেনেতি প্র—সবেন। উদ্গ্রাভেণেত্যুৎ—গ্রাভেণ। উদিতি।

অগ্রভীৎ। অথ। সপত্নান্। ইন্দ্রঃ। মে। নিগ্রাভেণেতি নি—গ্রাভেণ। অধরান্।

অকঃ। উদ্গ্রাভমিত্যুৎ—গ্রাভম্। চ। নিগ্রাভমিতি নি—গ্রাভম্। চ। ব্রহ্ম।

দেবাঃ। অবীবৃধন্। অথ। সপত্নান্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। মে।

বিষূচীনান্। বীতি। অস্যতাম্।

(২) বসুভ্য ইতি বসু—ভ্যঃ। ত্বা। রুদ্রেভ্যঃ। ত্বা। আদিত্যেভ্যঃ। ত্বা।

(৩) অক্তং। রিহাণাঃ। বিয়ন্তু। বয়ঃ। (৪) প্রজামিতি প্র—জাম্।

যোনিম্। মা। নিরিতি। মৃক্ষম্।

(৫) এতি। প্যায়ন্তাম্। আপঃ। ওষধয়ঃ। মরুতাম্। পৃষতয়ঃ। স্থ। দিবম্।

গচ্ছ। ততঃ। নঃ। বৃষ্টিম্। এতি। ঈরয়।

(৬) আয়ুষ্পা ইত্যায়ুঃ—পাঃ। অগ্নে। অসি। আয়ুঃ। মে। পাহি।

চক্ষুষ্পা ইতি চক্ষুঃ—পাঃ। অগ্নে। অসি। চক্ষুঃ। মে। পাহি।

(৭) ধ্রুবা। অসি।

(৮) যম্। পরিধিমিতি পরি—ধিম্। পর্য্যধত্থা ইতি পরি—অধত্থাঃ। অগ্নে। দেব।

পণিভিরিতি পণি—ভিঃ। বীয়মাণঃ। তম্। তে। এতম্। অন্বিতি।

জোষম্। ভরামি। ন। ইৎ। এষঃ। ত্বৎ। অপচেতয়াতা

ইত্যপ—চেতয়াতৈ। যজ্ঞস্য। পাথঃ। উপ।

সমিতি। ইতম্।

(৯) সংস্রাবভাগা ইতি সংস্রাব—ভাগাঃ। স্থ। ইষাঃ। বৃহন্তঃ। প্রস্তরেষ্ঠা ইতি

প্রস্তরে—স্থাঃ। বর্হিষদ ইতি বর্হি—সদঃ। চ। দেবাঃ। ইমাম্।

বাচম্। অভীতি। বিশ্বে। গৃণন্তঃ। আসদ্যেত্যা—সদ্য।

অস্মিন্। বর্হিষি। মাদয়ধ্বম্।

(১০) অগ্নেঃ। বাম্। অপন্নগৃহস্যেত্যপন্ন—গৃহস্য। সদসি। সাদয়ামি। সুম্নায়।

সুম্নিনী ইতি। সুম্নে। মা। ধত্তম্। ধুরি। ধুর্য্যৌ। পাতম্।

(১১) অগ্নে। অদব্ধায়ো। ইত্যদব্ধ—আয়ো। অশীততনো ইত্যশীত—তনো।

পাহি। মা। অদ্য। দিবঃ। পাহি। প্রসিত্যা ইতি প্র—সিত্যৈ।

পাহি। দুরিষ্ট্যা ইতি দুঃ—ইষ্ট্যৈ।

পাহি। দুরদ্মন্যা ইতি দুঃ—অদ্মন্যৈ। পাহি। দুশ্চরিতাদিতি দুঃ—চরিতাৎ।

অবিষম্। নঃ। পিতুম্। কৃণু। সুষদেতি সু—সদা। যোনিম্। স্বাহা।

(১২) দেবাঃ। গাতুবিদ ইতি গাতু—বিদঃ। গাতুম্। বিত্বা। গাতুম্।

ইত। মনসঃ। পতে। ইমম্। নঃ। দেব। দেবেষু। যজ্ঞম্।

স্বাহা। বাচি। স্বাহা। বাতে। ধাঃ॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন, সাধনেন ইতি যাবৎ) 'উদ্গ্রাভেণ' (ঊর্দ্ধগ্রহণেন, পরমস্থানপ্রাপণার্থং, যদ্বা—আত্মোন্নতিলাভায় ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদগ্রভীৎ' (ঊর্দ্ধং নয়তু, চরমোৎকর্ষং সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন আত্মোৎকর্ষং সাধয়িত্বা অহং যেন পরমস্থানং লভানি হে ভগবন্! তৎসামর্থ্যং বিধেহি।

(খ) 'অথা' (অনন্তরমেব) হে ভগবন্! তব অনুগ্রহেণ 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেব, যদ্বা—মম কর্ম্মশক্তি ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'সপত্নান্' (মম সদ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'নিগ্রাভেণ' (শাসনেন, নিষ্পীড়নেন বা ইত্যর্থঃ) 'অধরান্' (অভিভূতান্, বিদূরিতান্ ইতি যাবৎ) 'অকঃ' (অকরোৎ, করোতু ইতি ভাবঃ)। অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। অত্র কর্ম্ম-প্রভাবেন অন্তঃশত্রূন্ নাশয়িতুং সঙ্কল্প বর্ত্ততে। মম কর্ম্মপ্রভাবেন অন্তঃশত্রূন্ অভিভূতান্ বিদূরিতান্ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(গ) 'ব্রহ্ম' (হে পরব্রহ্ম ভগবন্!) ভবদনুকম্পয়া 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, সদ্ভাবাদয়ঃ ইত্যর্থঃ—হৃদি উপজিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'উদ্গ্রাভং' (ঊর্দ্ধগমনং—মম আত্মোৎকর্ষং) 'নিগ্রাভং' (শত্রূণাং নিষ্কর্ষং ইতি ভাবঃ) 'চ' 'চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সুনিশ্চিতেন ইত্যর্থঃ) 'অবীবৃধন্' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ। সর্ব্বত্রৈব মূলো হি ভগবদনুগ্রহঃ। ততঃ প্রার্থনা—ভগবদনুগ্রহেণ হৃদিসদ্ভাবাঃ উপজিতাঃ সন্তু। তেন সর্ব্বশত্রুনাশঃ সম্ভবতি। শত্রুনাশেন নির্ম্মলচিত্তঃ সন্ ভগবন্তং আরাধয়ানি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'অথা' (অনন্তরমেব, এবং সতি ইত্যর্থঃ) হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহেণ 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাতাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (স্বস্থানভ্রষ্টাঃ, বিদূরিতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি 'ইন্দ্রাগ্নী' (মম শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ) তথা 'ব্যস্যতাং' (বিশেষেণ বিধায়তাং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দ্রাগ্নী' (হে মম কর্ম্মজ্ঞানশক্তী, যদ্বা হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ!) যুবাং 'স্বপত্নান্' (মম জন্মসহজাতাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (অভিভূতাঃ) ভবন্তি তথা 'ব্যস্যতাং' (বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তাং, বিধায়তাং ইত্যর্থঃ)। সৎকর্ম্মণা সজ্জ্ঞানেন চ মম অন্তঃশত্রূন্ নাশং যান্তু হৃদয়ং নির্ম্মলং ভবতু ইতি ভাবঃ।

২। (ক) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসুভ্যঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূতেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইতি যাবৎ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রুদ্রেভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ শাসকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(গ) হে মন! 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সজ্জ্ঞান-প্রদাতৃভ্যঃ দেবতাভ্যঃ ইত্যর্থঃ, তেষাং তৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৩। (ক) হে মনঃ! (শুদ্ধসত্ত্বান্বিতং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'রিহাণাঃ' (লিহানাঃ, আস্বাদয়ন্তঃ, সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ঃ' (দেবভাবাঃ) 'বিয়ন্তু' (কান্তিযুক্তাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); মম হৃদি দেবভাবাঃ সদ্ভাবাঃ বা প্রদীপ্যন্তু ইতি ভাবঃ।

৪। অপিচ হে মনঃ! 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (সদ্বৃত্তেরাধারং, উৎপত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা 'মা নির্মৃক্ষং' (মা বিনাশয়ামি) তথা সাধয়, সদ্ভাবেন সুপ্রতিষ্ঠঃ ভবঃ ইতি শেষঃ। মম কর্ম্ম বন্ধনহেতুভূতং মা ভবতু ইতি ভাবঃ।

৫। 'ওষধয়ঃ' (হে মম কর্ম্মফলক্ষয়কারকাণি কর্ম্মাণি!) যূয়ং 'আপঃ' (স্নেহসত্ত্বভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়িন্তাং' (সম্যক্ প্রবর্দ্ধয়ন্তাং ইত্যর্থঃ); যূয়ং 'মরুতাং' (সর্ব্বত্রগামিনাং দেবানাং, প্রাণবলসংরক্ষকানাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) 'পৃষতয়ঃ' (বাহনরূপাঃ—বাহকাঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথ), বায়ুবদ্বেগেন তান্ আবহ ইতি ভাবঃ। অতঃ যূয়ং 'দিবং' (দ্যুলোকং, ভগবৎসমীপং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (গমনং কুরুত); তস্মিন্ (দিবং প্রাপ্য বা) 'ততঃ' (তস্য ভগবতঃ সকাশাৎ) 'বৃষ্টিং' (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি ভাবঃ) 'ঐরয়' (অস্মদর্থং আনয়)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মং হি কর্ম্মক্ষয়কারণং বন্ধনচ্ছেদকং চ। কর্ম্মণা যথা ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিনং কল্যাণং তথা ভগবৎকরুণাধারাং অধিকর্ত্তুং শক্নোমি তথা উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া কর্ম্মবন্ধনং ছেদয় মাং উদ্ধারয় চ।

৬। (ক) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'আয়ুষ্পা' (আয়ুষো পালকঃ, সৎকর্ম্মশীলস্য জীবনস্য সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মম) 'আয়ুঃ' (অকালমৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুষ্কালং, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনশীলং পুণ্যজীবনং ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (পালয়, সংরক্ষ, প্রযচ্ছেতি বা ভাবঃ)।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'চক্ষুষ্পা' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়াণাং পালকঃ, দূরদৃষ্টেঃ অন্তর্দ্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (দর্শনেন্দ্রিয়ং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দ্দৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (সংরক্ষ)।

৭। হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ধ্রুবা' (স্থিরা, সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং ভগবতি অচঞ্চলেন মাং নিয়োজয় ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেব' (দ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'পণিভিঃ' (রিপুশত্রুভিঃ) 'বীয়মাণঃ' (প্রাপ্যমাণঃ, সংরুদ্ধমানঃ) 'যং পরিধিং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপং ব্যবধায়কং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যধত্থা' (সাধকানাং হৃদয়ে স্থাপয়সি); 'তে' (তব) 'জোষং' (প্রিয়ং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (অনুগৃহ্ণামি, হৃদি পোষয়ামি ইতি ভাবঃ); পরং চ 'এষঃ' (পরিধিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বৎ' (তত্তঃ সকাশাৎ) 'ন ইৎ' (নৈব) 'অপচেতয়াতৈ' (ত্বয়ি এব তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

'দেব' (দ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'পণিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বীর্য্যমাণঃ' (প্রাপ্যমাণঃ, প্রবর্দ্ধমানঃ সন্) ত্বং 'যং পরিধিং' (জায়মানং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যধত্থা' (হৃদি স্থাপয়সি ইতি যাবৎ); 'ত' (ভবতাং অনুগ্রহণেন ইত্যর্থঃ) 'জোষং' (তব প্রীতিকরং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (ভবতাং প্রীতিসম্পাদনায় ত্বয়ি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ); 'এষঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্বৎ' (তত্তঃ) 'অপচেতায়তৈ' (অপরক্তঃ,

ভিন্নঃ পৃথকঃ ইত্যর্থঃ) 'ন ইৎ' (নৈব ভবতি ইতি শেষঃ)। ভগবান্ তথা শুদ্ধসত্বঃ অভিন্নৌ। যঃ ভগবান সঃ হি শুদ্ধসত্বঃ ইতি ভাবঃ।

(৮) হে মম কর্ম্মভক্তী! যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'পাথঃ' (ফলস্বরূপং শুদ্ধসত্বং— ভগবৎসামীপ্যং চ ইতি ভাবঃ) 'উপ সমিতঃ' (উপগচ্ছতং, প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ)।

৯। 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) 'বর্হিষদশ্চ' (শুদ্ধসত্বজাঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ!) 'ইষা' (অন্নেন, ভক্তিসুধয়া, অভীষ্টবর্ষণেন ইতি যাবৎ) 'বৃহন্তঃ' (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) যূয়ং 'সংস্রাবভাগাঃ' (সাধকানাং সংসর্গভাগিনঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বিশ্বে' (হে বিশ্বেদেবাঃ, সর্ব্বদেবভাবাঃ!) 'ইমাং' (মদীয়াং, অস্মদুচ্চারিতাং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'গৃণন্তঃ' (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণ্বন্তঃ); অপিচ, 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'আসদ্য' (উপবেশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (তৃপ্যধ্বং)।

অথবা

'বিশ্বে দেবাঃ' (হে সর্ব্বদেবভাবাঃ!) যূয়ং 'সংস্রাভাগাঃ' (অস্মদনুষ্ঠিতানাং জ্ঞানভক্তী-সহযুতানাং সৎকর্ম্মণাং সংসর্গভাগিনঃ ইত্যর্থঃ) 'স্থ' (ভবথ); হে দেবাঃ! যূয়ং 'বৃহন্তঃ' (মহান্তঃ, সর্ব্বেষাং আরাধনীয়াঃ) 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসিনঃ) 'বর্হিষদশ্চ' (হৃদ্রূপেষু বর্হিষু তিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা—সদ্ভাবাদিভিঃ সঞ্জাতাঃ) ভবত। অতঃ হে বিশ্বেদেবাঃ! যূয়ং 'ইমাং (অস্মাভিঃ উচ্চার্য্যমাণাং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'গৃণন্তঃ' (প্রীতিসহকারেণ শৃণ্বন্তঃ); এবং 'অস্মিন্' (অস্মাভিরনুষ্ঠিয়মানে, যদ্বা—ত্রিশুদ্ধে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'আসদ্য' (উপবিশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (হৃষ্টাঃ ভবত ইতি শেষঃ)।

১০। হে জ্ঞানভক্তী! 'বাং' (যুবাং) 'অপন্নগৃহস্য' (অবিনশ্বরনিবাসহেতুভূতস্য) 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদসি' (স্থানে, সমীপে—ভগবতঃ প্রীতি-সাধনায় ইতি ভাবঃ) 'সাদয়ামি' (স্থাপয়ামি, নিয়োজয়ামি); 'সুম্নিনী' (হে সুখাধারভূতে জ্ঞানভক্তী!) যুবাং 'মা' (মাং) 'সুম্নে' (সুখে, পরমসুখে) 'ধত্তং' (স্থাপয়তং)। হে জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ! যুবাং মাং 'ধুরি ধুর্য্যৌ' (সৎকর্ম্মনির্ব্বাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ ইত্যর্থঃ) 'পাতং' (রক্ষতং)। জ্ঞানভক্তিসহযোগায় যথাহং সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেমি ইতি ভাবঃ।

১১। 'অদব্ধায়োঃ' (অর্চ্চকানাং মঙ্গলকারিন্) 'অশীততনোঃ' (সর্ব্বব্যাপক) 'অগ্নে' (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থ) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ); 'দিবঃ' (শত্রুপ্রযুক্তবজ্রতুল্যায়ুধাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'প্রসিত্যৈ' (বন্ধনহেতুভূতাৎ মায়াপাশাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুরিষ্ট্যৈ' (অশাস্ত্রীয়যাগাৎ, অসদর্চ্চনায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুরদ্মন্যৈ' (দুর্ভোজনাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুশ্চরিতাৎ' (অসদাচরণাৎ, পাপাচরণাৎ ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (মাং সংরক্ষ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতুঃ' (পানীয়ং) 'অবিষং' (বিষশূন্যং) 'কুরু' (বিধেহি); 'সুষদা' (সম্যক্স্থিতিযোগ্যং ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (বিশ্বোৎপত্তিস্থানভূতং পরমাত্মানং মাং প্রাপয় ইতি শেষঃ); 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু মম অনুষ্ঠানং, ভগবদনুগ্রহেণ অবশ্যমেব সুহুতং ভবিতুমর্হতি)।

১২। 'গাতুবিদঃ' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মবেত্তারঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ !) যূয়ং 'গাতুং' (অস্মাকং সৎকর্ম্মেচ্ছাং) 'বিত্বা' (বিজ্ঞায়) 'গাতুং' (তৎ সৎকর্ম্মং) 'ইত' (প্রাপ্নুহি) ; 'দেব' (দ্যোতমান্) 'মনসস্পতে' (মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব !) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দেবভাবসংজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্পয়ামি) 'বাচি' (স্তোত্রমন্ত্রেষু, যদ্বা—স্তোত্রমন্ত্রাণাং উৎকর্ষসাধনেন শক্তিজননায় ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (তুভ্যং সমর্পয়ামি—মম কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) ; এতৎকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ যুষ্মান্ চ 'বাতে' (প্রাণাপানাদিবায়ধিষ্ঠাতরি ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'ধাঃ' (নিধেহি, হে দেব ! এতৎ কর্ম্মফলং বায়ুবৎ অনন্তং কুরু)। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবয়োরৈক্য সম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা ঊর্দ্ধ-গ্রহণে অর্থাৎ আত্মোন্নতিদানে পরমস্থান প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত আমাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার চরমোৎকর্ষ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মোৎকর্ষলাভে আমি যাহাতে পরম স্থান প্রাপ্ত হই, হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)।

(খ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব (আমার কর্ম্মশক্তি) আমার সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রুসমূহকে শাসনের অর্থাৎ পীড়নের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বিদূরিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে কর্ম্মশক্তি-প্রভাবে অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশের জন্য সঙ্কল্প বর্ত্তমান। ভাব এই যে—আমার কর্ম্ম-প্রভাবে অন্তঃশত্রুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(গ) হে পরব্রহ্ম ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সত্ত্বাদি দেবভাবসমূহ হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমার ঊর্দ্ধগমন অর্থাৎ উৎকর্ষসাধন এবং শত্রুগণের নিষ্কর্ষ-সাধন প্রকৃষ্টরূপে (নিশ্চয়রূপে) প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ সংসাধিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সদ্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক। সর্ব্বত্র ভগবদনুগ্রহ-লাভই মূলীভূত। অতএব প্রার্থনা—ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ উপজিত হউক। তাহাতেই সর্ব্বশত্রুনাশ সম্ভবপর হইবে। শত্রুনাশে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হইবে)।

(ঘ) অনন্তর হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম (জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি) আমার জন্ম-সহজাত অন্তঃশত্রুদিগকে যাহাতে

স্বস্থানভ্রষ্ট করিয়া বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, আপনি বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন। অথবা, হে আমার কর্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা হে শক্তিজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব! আমার জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুগণ যাহাতে অভিভূত হয়, আপনারা উভয়ে বিশেষভাবে তাঁহা বিহিত করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম ও সজ্‌জ্ঞান প্রভাবে আমার অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

২। (ক) হে মন! তোমাকে সকলের নিবাসস্থানীয় (সকলের নিবাস-হেতুভুত আশ্রয়স্থানীয়) দেবতার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে মন! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ (সজ্‌জ্ঞানপ্রদায়ক) দেবগণের তৃপ্তি-সাধনার্থ নিয়োজিত করিতেছি।

৩। (ক) হে মন! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আস্বাদন করিয়া (তোমাতে সম্মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক; অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া দেবভাব-সমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক)।

(খ) অপিচ, হে মন! আমার বিশ্বপ্রীতি (জনানুরাগ) এবং সদ্‌বৃত্তির আধার বা উৎপত্তিমূল যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তুমি সেইরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হও। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্ম যেন আমার বন্ধনহেতুভূত না হয়।

৪। হে আমার কর্ম্মফলক্ষয়কারী কর্ম্মসমূহ! তোমরা আমার স্নেহসত্ত্ব-ভাবসমূহকে প্রবর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বগামী দেবগণের অর্থাৎ প্রাণবল-সংরক্ষক দেবভাবসমূহের প্রকৃষ্ট বাহক হও (অর্থাৎ বায়ুবেগে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর)। অনন্তর তোমরা ভগবৎসমীপে গমন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মুলক। কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের এবং বন্ধনছেদনের হেতুভূত। কর্ম্মের প্রভাবে ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি কল্যাণ এবং ভগবানের করুণাধারা অধিগত করিতে সমর্থ হই, তেমনিভাবে যেন উদ্‌বুদ্ধ হই। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে উদ্ধার অর্থাৎ আপনাতে স্থাপন করুন)।

৫। (ক) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের আয়ুর পালক অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবনের সংরক্ষক হয়েন; অতএব আপনি আমার

অকালমরণ পরিহার করিয়া আমার পূর্ণায়ুষ্কাল অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল পুণ্যজীবন সংরক্ষিত অর্থাৎ প্রদান করুন।

(খ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন (দূরদৃষ্টি-বিধায়ক হয়েন); অতএব আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে (দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিকে) রক্ষা করুন।

৬। হে মনোবৃত্তি! তুমি স্থিরা অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিদাত্রী ও অচঞ্চলা হও। (অতএব আমাকে অচঞ্চলরূপে ভগবানে নিয়োজিত কর)।

৭। দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্তৃক সংরুদ্ধমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে (সাধকগণের হৃদয়ে) যে শুদ্ধ-সত্ত্বভাব রূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি যেন হৃদয়ে পোষণ করি। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ পরিধি আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে না (অর্থাৎ আপনাতেই বিদ্যমান থাকে)।

অথবা,

দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! স্তুতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া আপনি কৃপাপূর্ব্বক জায়মান শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। আপনার প্রীতিকর সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনারই প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হইতে পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন নহে। ভাব এই যে,—ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব অভিন্ন। যিনি ভগবান, তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব)।

(খ) হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি। তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে (ভগবৎসামীপ্য) প্রাপ্ত হও।

৮। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী, রিপুশত্রুকর্তৃক উপদ্রব পরিশূন্য হৃদয় নিবাসী, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে অথবা অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হয়েন। হে দেবভাব-সমূহ! (আপনারা) মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান্ যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্দেশে) উপবেশন-পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করুন।

অথবা,

হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা আমাদিগের জ্ঞানভক্তিসহযুত সৎকর্ম্ম-সমূহের সংসর্গভাগী হউন। হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা সকলের আরাধনীয় প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসী হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থানকারী অর্থাৎ সদ্ভাবাদির দ্বারা সমুদ্ভূত হয়েন। অতএব হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য প্রীতিসহকারে সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে অথবা আমাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে উপবেশনপূর্ব্বক হৃষ্ট অর্থাৎ আনন্দিত হউন।

৯। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমাদিগকে অবিনশ্বর নিবাসস্থানীয় প্রজ্ঞানাধার ভগবানের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি। হে সুখাধারভূতে জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা আমাকে পরমসুখে স্থাপন কর। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! হে ভক্তিস্বরূপ দেব! আপনারা (আমার) সৎকর্ম্ম-নির্ব্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন। আপনারা সুখস্বরূপ হয়েন; আমাকে সুখে রাখুন।

১০। অর্চ্চনাকারিগণের মঙ্গলবিধাতা সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন! আপনি নিত্যকাল আমাকে রক্ষা করুন; শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রতুল্য আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অসৎ অর্চ্চনা হইতে আমাকে রক্ষা করুন; কু-ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অসদাচরণ অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; আমাদিগের পানীয় বিষশূন্য করুন; সম্যক্-স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মে আমাকে স্থাপন করুন; আমার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে হুত হউক—এই অনুষ্ঠান (আপনার অনুগ্রহে) অবশ্যই সুন্দররূপে হুত হইবে।

১১। যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিজ্ঞ হে দেবভাবনিবহ! আমাদিগের সৎ-কর্ম্মেচ্ছা বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন। দ্যোতমান, মনের অধিষ্ঠাতা হে দেব! এই অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম (সৎকর্ম্মের ফল) আপনাকে, দেবভাব সংজনন নিমিত্ত, সমর্পণ করিতেছি। উৎকর্ষসাধনের দ্বারা শক্তিসঞ্চারের নিমিত্ত আমার উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্র-সমূহ আপনাকে সমর্পণ

করিতেছি। আমার কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক) হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমার সেই কর্ম্মকে (কর্ম্মফলকে) প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতে নিহিত করুন (বায়ুবৎ অনন্ত করুন)। অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুষ্ঠিত হয়)॥ (১অ—২প্র—১৬অ)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বাদশেঽনুবাক আধারাবুক্তৌ। অথ পঞ্চ প্রযাজাঃ। দ্বাবাজ্যভাগৌ। ত্রয়ঃ প্রধানযাগাঃ। একঃ স্বিষ্টকৃৎ। ইড়াভাগভক্ষণং। ত্রয়োঽনূযাজা ইত্যেতাবদনুষ্ঠাতব্যং। তন্মন্ত্রাস্তু হৌত্র-ত্বাদধ্বর্য্যুকাণ্ড এতস্মিন্নাঽম্নাতাঃ। উপরিতনাস্তু স্রুগ্‌ব্যূহনাদিমন্ত্রা আধ্বর্য্যবত্বাদিহ ত্রয়োদশেঽনু-বাক আম্নায়তে।

১। "বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীৎ। অথা সপত্নাꣳ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাꣳ অকঃ। উদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্। অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ ব্যস্যতাম্॥"—কল্পঃ—"অপোদঙ্ঙধ্বর্য্যুঃ প্রত্যাক্রম্য যথায়তনং স্রুচৌ সাদয়িত্বা বাজবতীভ্যাং স্রুচৌ ব্যূহতি বাজস্য মা প্রসবেনোদ্‌গ্রাভেণোদগ্রভীদিতি দক্ষিণেন জুহূমুদ্‌গৃহ্ণাত্যথা সপত্নাꣳ ইন্দ্রো মে নিগ্রাভেণাধরাꣳ অকরিতি সব্যেনোপভৃতং নিগৃহ্ণাত্যুদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীবৃধন্নিতি প্রাচীং জুহূমূহত্যথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী মে বিষূচীনান্ব্যস্যতামিতি প্রতীচীমুপ-ভৃতং প্রত্যূহতি" ইতি। অন্নস্য প্রসবহেতুনা মূষ্ট্যা জুহ্বা উৰ্দ্ধগ্রহণেনেতো মামূর্দ্ধমগ্রহীৎ। অথোপভৃতো নীচগ্রহণেন মম বৈরিণো নিকৃষ্টান্ রুদ্ধানকরোৎ। পরং ব্রহ্ম দেবাশ্চ মমোৎকর্ষং বৈরিণো নিকর্ষং চ বৰ্দ্ধিতবন্তঃ। অথেন্দ্রাগ্নী মম সপত্নান্বিষ্বগ্‌গতয়ঃ স্বস্থানভ্রষ্টা যথা ভবন্তি তথা বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়েতাং। এতন্মন্ত্রব্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বমিড়াভক্ষণাদিকং বিধীয়তে তস্য স্রুগ্‌ব্যূহনাৎ প্রাগনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তত্রেড়াভাগস্য পুরোডাশাদপচ্ছেদং বিধত্তে—"ধিষ্ণিয়া বা এতে ন্যুপ্যন্তে। যদ্‌ব্রহ্মা। যদ্ধোতা। যদধ্বর্য্যুঃ। যদগ্নীৎ। যদ্যজমানঃ। তান্যদন্তরেয়াৎ। যজমানস্য প্রাণান্‌ৎসংকর্ষেৎ। প্রমায়ুকঃ স্যাৎ। পুরোডাশমপগৃহ্য সঞ্চরত্যধ্বর্য্যুঃ। যজমানায়ৈব তল্লোকꣳ শিꣳষতি। নাস্য প্রাণান্‌ৎসঙ্কর্ষতি। ন প্রমায়ুকো ভবতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৮) ইতি। ধিষ্ণিয়নামকাঃ কেচন দেবাঃ সোমরক্ষকাঃ। তথা চ শ্রূয়তে—"ধিষ্ণিয়া বা অমুষ্মিꣳল্লোঁকে সোমমরক্ষন্" ইতি। তে চ ধিষ্ণিয়াঃ সোমযাগে বেদিকাসদৃশা মৃন্ময়া আম্নায়ন্তে। "চাত্বালাদ্ধিষ্ণিয়ানুপবপতি" ইতি শ্রুতেঃ। তেষাং চ ধিষ্ণিয়ানামতিক্রমণং তত্রৈব নিষিদ্ধং—"প্রাণা বা এতে যদ্ধিষ্ণিয়া যদধ্বর্য্যুঃ প্রত্যঙ্ঙ্‌ধিষ্ণিয়ানতিসর্পেৎ প্রাণান্‌ৎ-সঙ্কর্ষেৎ" ইতি। তদ্বদত্রাপীড়াভাগভক্ষণায় বেদ্যা উত্তরভাগে স্থিতানাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে সঞ্চারে প্রাণাপহারং বাধকমুপন্যস্য তৎপরিহারায় ভক্ষ্যং পুরোডাশভাগমপচ্ছিদ্য তেভ্যঃ প্রদানায় হস্তে ধৃত্বা সঞ্চারেদিতি বিধীয়তে। তেন যজ্ঞবিঘ্নাভাবাদ্যজমানস্য স্বর্গং লোকমবশে-ষয়তি। ইহলোকেঽপি প্রাণবাধো ন ভবতি। অত্র সূত্রং—"ইড়াপাত্র উপস্তীর্য্য সর্ব্বেভ্যো হবির্ভ্য ইড়ামবদ্যতি" ইতি। অবান্তরেড়াং বিধত্তে—"পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ঙাসীনঃ। ইড়ায়া

ইড়ামাদধাতি। হস্ত্যাং হোত্রে। পশবো বা ইড়া। পশবঃ পুরুষঃ। পশুষ্বেব পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়তি। ইড়ায়ৈ বা এষা প্রজাতিঃ। তাং প্রজাতিং যজমানোঽন্নু প্রজায়তে।" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পাত্রস্থিতায়া ইড়ায়াঃ পূর্ব্বভাগে প্রত্যঙ্মুখ উপবিশ্য সর্ব্বসাধারণ্যা ইড়ায়াঃ সকাশাদ্ধোত্রে বিভজ্য প্রদাতুং তদ্ধস্তযোগ্যামল্পামিড়ামবদায় হোতৃহস্ত আদধ্যাৎ। "গৌর্ব্বা অস্যৈ শরীরং" ইতীড়াভিমানিদেবতারূপশ্রবণাৎ পশুত্বং। নরমেধে পুরুষস্যাঽলভ্যত্বাৎ সোঽপি পশুঃ। মহত্যা ইড়ায়া এষাঽবান্তরেড়া প্রজাতা। ততো যজমানস্য প্রজা ভবতি। অত্র সূত্রং—"পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্ঙাসীন ইড়ায়া হোতুর্হস্তেঽবান্তরেড়ামবদ্যতি" ইতি। হোতুঃ প্রদেশিন্যা দ্বয়োঃ পর্ব্বণোরাজ্যেনাঞ্জনং বিধত্তে—"দ্বিরঙ্গুলাবনক্তি পর্ব্বণোঃ। দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং স্থৈর্য্যেণাবস্থানং প্রতিষ্ঠিতিঃ। অবান্তরেড়ায়াং প্রকারবিশেষং বিধত্তে—"সকৃদুপস্তৃণাতি। দ্বিরাদধাতি। সকৃদভিঘারয়তি। চতুঃ সম্পদ্যতে। চত্বারি বৈ পশোঃ প্রতিষ্ঠানানি। যাবানেব পশুঃ। তমুপহ্বয়তে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। প্রতিষ্ঠানং পাদঃ। অনেন চতুরবত্তেন তং চতুষ্পাদং পশুমুপহ্বয়তে। ইড়াভাগভক্ষণায়ানুজ্ঞাপিতবান্ ভবতি। অত্র চতুরবত্তং পুরোডাশভাগং হোতা হস্তে ধৃত্বা ভক্ষণানুজ্ঞার্থং হৌত্রকাণ্ডে পঠিতমনুবাকমুপহূতং রথং তরমিত্যাদি পঠেৎ। তন্মধ্যেঽধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ প্রত্যুপহ্বানরূপং মন্ত্রান্তরং পঠেৎ। তদিদং বিধত্তে—"মুখমিব প্রত্যুপহ্বয়েত। সম্মুখানেব পশূনুপহ্বয়তে" (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। হোতুর্মুখমেবাভিবীক্ষ্য পঠেদিত্যর্থঃ। অধ্বর্য্যুযজমানয়োর্হোতৃহস্তগতেড়াস্পর্শনং বিধত্তে—"পশবো বা ইড়া। তস্মাৎ সাঽন্বারভ্যা। অধ্বর্য্যুণা চ যজমানেন চ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পাঠ্যং মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি—"উপহূতঃ পশুমানসানীত্যাহ। উপ হ্যেনৌ হ্বয়তে হোতা। ইড়ায়ৈ দেবতানামুপহবে' (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। অহমধ্বর্য্যুর্দ্দেবৈরনুজ্ঞাতস্তত ইড়াভক্ষণেন পশুমান্ ভবানি। যজমানেঽপ্যেনং যোজ্যং। কস্মিন্ কালেঽয়ং মন্ত্রপাঠঃ। ইড়ার্থং দেবতানামনুজ্ঞাপনে হোত্রা ক্রিয়মাণে সতি তন্মধ্য এনাবধ্বর্য্যুযজমানৌ যদোপহ্বয়তে তদা পঠেৎ। দৈব্যা অধ্বর্য্যব উপহূতা উপহূতোঽয়ং যজমান ইতি মন্ত্রাবয়বাভ্যামাভ্যাং তয়োরুপহবঃ। তদনন্তরং পঠেদিত্যর্থঃ। তদ্বেদনং প্রশংসতি—"উপহূতঃ পশুমান্ ভবতি। য এবং বেদ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। অবান্তরেড়ায়া অবদানং তদুপাহ্বানং চ বাক্প্রাণদেবতয়োঃ প্রিয়মিতি স্তৌতি—"যাং বৈ হস্ত্যামিড়ামাদধাতি বাচঃ সা ভাগধেয়ং। যামুপহ্বয়তে। প্রাণানাং সা। বাচং চৈব প্রাণাংশ্চাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি। পুরোডাশস্য বর্হিষি স্থাপনং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"অথ বা এতর্হ্যুপহূতায়ামিড়ায়াং। পুরোডাশস্যৈব বর্হিষদো মীমাংসা" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৮) ইতি ইড়াবদানানন্তরং হোত্রা তস্যামিড়ায়ামুপহূতায়াং সত্যামবশিষ্টস্য পুরোডাশস্যৈতস্মিন্নেব কালে বর্হিস্থাপনসম্বন্ধিনী কাচিন্মীমাংসা ভবতি। কিং পুরোডাশো বর্হিষি স্থাপনীয়ো ন বেতি। তত্র প্রয়োজনাভাবাদস্থাপনমিতি প্রাপ্তে প্রয়োজনং দেবতানাং সভাগত্বমিতি মত্বা বিধত্তে—"যজমানং দেবা অব্রুবন্। হবির্নো নির্ব্বপেতি। নাহমভাগো নির্ব্বপ্স্যামীত্যব্রবীৎ। ন ময়াঽভাগয়াঽনুবক্ষ্যথেতি বাগব্রবীৎ। নাহমভাগা পুরোঽনুবাক্যা ভবিষ্যামীতি পুরোঽনুবাক্যা। নাহমভাগ

যাজ্যা ভবিষ্যামীতি যাজ্যা। ন ময়াঽভাগেন বষট্‌করিষ্যথেতি বষট্‌কারঃ। যত্‌যজমানভাগং নিধায় পুরোডাশং বর্হিষদং করোতি। তানেব তদ্ভাগিনঃ করোতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। যজমানবাগাদ্যভিমানিদেবতা ভাগরহিতাঃ স্বস্বব্যাপারং ন কুর্ব্বন্তি। ততো যজমানস্যৈকং পুরোডাশভাগং পৃথঙ্‌ নিধায়াবশিষ্টং পুরোডাশং বর্হিষি স্থাপয়েৎ। তেন স্থাপন-মাত্রেণ বয়ং ভাগিন ইতি দেবানাং তুষ্টির্ভবতি। স্থাপিতস্য বিভাগং বিধত্তে—"চতুর্দ্ধা করোতি। চতস্রো দিশঃ। দিক্ষ্বেব প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। পুনঃ পূর্ব্ব-বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"বর্হিষদং করোতি। যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজা বর্হিঃ। যজমানমেব প্রজাসু প্রতিষ্ঠাপয়তি। তস্মাদস্থ্‌নাঽন্যাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি। মাꣳসেনান্যাঃ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। যস্মাৎ কঠিনস্য বর্হিষি স্থাপিতস্য পুরোডাশস্য মৃদুনো বর্হিষশ্চ সংযোগস্তস্মাৎ কৃশদেহাঃ কাশ্চিৎ কঠিনেনাস্থ্‌না প্রতিতিষ্ঠন্তি স্থূলকায়াস্তু মাংসেন। প্রকারান্ত-রেণ তমেব বিধিং প্রশংসন্তি—"অথো খল্বাহুঃ। দক্ষিণা বা এতা হবির্যজ্ঞস্যান্তর্ব্বেদ্যবরুধ্যন্তে। যৎ পুরোডাশং বর্হিষদং করোতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। পুরোডাশহবিষ্কো হবির্যজ্ঞঃ। তস্য বর্হিষি পুরোডাশস্থাপনং যৎ, এতাস্তৃত্বিজাং বেদিমধ্যে দক্ষিণা এবাবরুদ্ধাঃ। বিধ্যন্তরমনূদ্য প্রশংসতি—"চতুর্দ্ধা করোতি। চত্বারো হ্যেতে হবির্যজ্ঞস্যর্ত্বিজঃ। ব্রহ্মা হোতা-ঽধ্বর্য্যুরগ্নীৎ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। তত্তদ্ভাগস্য নির্দ্দেশং বিধত্তে—"তমভিমৃশেৎ। ইদং ব্রহ্মণঃ। ইদꣳ হোতুঃ। ইদমধ্বর্য্যোঃ। ইদমগ্নীধ ইতি। যথৈবাদঃ সৌম্যেঽধ্বরে। আদেশমৃত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা নীয়ন্তে। তাদৃগেব তৎ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। যথা সোমযাগে মাধ্যন্দিনসবনে দক্ষিণার্থানি দ্রব্যাণি বেদ্যাং কৃষ্ণাজিনে প্রসার্য্যেদমস্যেদমস্যে-ত্যাদিশ্য দক্ষিণা নীয়ন্তে তদ্বদিদং নির্দ্দেশনং দ্রষ্টব্যং। নির্দ্দিষ্টানাং ভাগানাং যৌগপদ্যনিবারণায় ক্রমং বিধত্তে—"অগ্নীধে প্রথমায়াঽদধাতি। অগ্নিমুখা হ্যৃদ্ধি। অগ্নিমুখামেবর্দ্ধিং যজমান ঋধ্নোতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। অগ্নিঃ কৃৎস্নযাগহেতুত্বাৎ সমৃদ্ধিহেতুঃ। তমগ্নিমিন্ধ ইত্যগ্নীৎ। ততোঽস্য প্রাথম্যং যুক্তং। আগ্নীধ্রস্য হস্তে ভাগাধানপ্রকারং বিধত্তে—"সকৃদুপস্তীর্য্য দ্বিরাদধৎ। উপস্তীর্য্য দ্বিরভিঘারয়তি। ষট্‌সম্পদ্যন্তে ষড্‌বা ঋতবঃ। ঋতূনেব প্রীণাতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। অস্য বিধেস্তাৎপর্য্যং বৌধায়ন একপ্রকারেণাঽহ—"উপহূতা-য়ামিড়ায়ামগ্নীধ আদধাতি ষড়বত্তমুপস্তৃণাত্যাদধাত্যভিঘারয়তি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বন্যথা ব্রূতে—"দ্বিরুপস্তৃণাতি। দ্বিরাদধাতি। দ্বিরভিঘারয়তি" ইতি। বিধত্তে—"বেদেন ব্রহ্মণে ব্রহ্মভাগং পরিহরতি। প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ। প্রাজাপত্যো ব্রহ্মা। সবিতা যজ্ঞস্য প্রসূত্যৈ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। পরিহারঃ প্রদানং। যথা প্রজাপতিরন্তর্য্যামিতয়া প্রেরক এবং ব্রহ্মাঽপি তদা তদাঽনুজ্ঞয়া যজ্ঞস্য প্রবর্ত্তক ইতি ব্রহ্মণঃ প্রাজাপত্যত্বং। বেদব্যতিরিক্ত-সাধনেন যেন কেনাপি প্রক্রান্তপাত্রেণ ভাগান্তরং দেয়মিত্যাহ—"অথ কামমন্যেন" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। হোতুর্ব্রহ্মানন্তর্যং বিধত্তে—"ততো হোত্রে। মধ্যং বা এতদ্যজ্ঞস্য। যদ্ধোতা। মধ্যত এব যজ্ঞং প্রীণাতি" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। সামিধেনী-রারভ্যোপরিষ্টাদেব হোতুর্ব্ব্যাপারাদ্যজ্ঞমধ্যত্বং। অধ্বর্য্যোর্হোত্রানন্তর্যং বিধত্তে—"অথাধ্বর্য্যবে। প্রতিষ্ঠা বা এষা যজ্ঞস্য। যদধ্বর্য্যুঃ" (ব্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ৩ অ॰ ৮) ইতি। প্রতিষ্ঠা সমাপ্তিঃ।

সমিষ্টযজুর্হোমপর্য্যন্তং যজ্ঞমধ্বর্য্যুঃ সমাপয়তি। আগ্নীধ্রমারভ্যাধ্বর্য্যুপর্য্যন্তং ক্রমমন্বাহার্য্যাদি-দক্ষিণায়ামতিদিশতি—"তস্মাদ্ধবির্যজ্ঞস্যৈতামেবাহবৃতমন্থু। অন্যা দক্ষিণা নীয়ন্তে। যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৮) ইতি। আবৃৎপ্রকারঃ। আগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষমুৎ-পাদয়তি—"অগ্নিমগ্নীৎসকৃৎসকৃৎসংমৃড্ঢীত্যাহ। পরাঙিব হ্যেতর্হি যজ্ঞঃ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৮) ইতি। বীপ্সয়া পরিধিসংমার্জ্জনমপি লভ্যতে। অস্মিন্‌কালে সমাপ্তপ্রায়ত্বাদ্যজ্ঞঃ পরাঙ্মুখ ইব বর্ত্ততে। ততঃ সকৃৎসংমার্জ্জনং পর্য্যাপ্তং। অথ হোতারং প্রত্যস্তি কশ্চিৎ-প্রৈষমন্ত্রঃ—"ইষিতা দৈব্যা হোতারো ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি" ইতি। ভদ্রং ফলং তস্য বাচ্যং বচনং তদর্থমগ্নির্হোতেত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা দৈব্যা হোতারঃ পরমেশ্বরেণ প্রেষিতাঃ। ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যাদ্যনুবাকঃ সূক্তং তস্য বাক্যো বচনং তদর্থং মানুষো হোতা প্রেষিতঃ। অতো হে হোতস্ত্বং তৎসূক্তং ব্রূহি। তমিমং মন্ত্রমুৎপাদ্য তত্রেষিতপদস্য ভদ্রবাচ্যায়েতি পদস্য চ তাৎপর্য্যং ব্যাচষ্টে—"ইষিতা দৈব্যা হোতার ইত্যাহ। ইষিতꣳ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে। ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহীত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৮) ইতি। অস্তি হোতারং প্রত্যপরঃ প্রৈষমন্ত্রঃ—"স্বগা দৈব্যা হোতৃভ্যঃ স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ শংযোর্ব্রূহি" ইতি। দৈব্যানাং হোতৄণা-ময়ং যজ্ঞঃ স্বাধীনো মানুষেভ্যো হোতৃভ্যঃ স্বস্ত্যস্তু। হে হোতস্ত্বং শংযুদেবস্য সম্বন্ধিনঃ তচ্ছং-যোরাবৃণীমহ ইত্যনুবাকং ব্রূহি। অস্মিন্মন্ত্রে স্বগাশব্দস্বস্তিশব্দশংযুশব্দানামভিপ্রায়ং ক্রমেণ দর্শয়তি—"স্বগা দৈব্যা হোতৃভ্য ইত্যাহ। যজ্ঞমেব তৎ স্বগা করোতি। স্বস্তির্মানুষেভ্য ইত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে। শংযোর্ব্রূহীত্যাহ। শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন সমর্দ্ধয়তি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৮) ইতি। শংযুর্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ। ইত্থমিড়াভা-গাদ্যনুষ্ঠানং বিধায়াস্মিন্‌কাণ্ড আম্নাতাভ্যাং বাজস্য মেত্যেতাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং স্রুগ্‌ব্যূহনং বিধত্তে—"অথ স্রুচাবনুষ্টুগ্‌ভ্যাং বাজবতীভ্যাং ব্যূহতি। প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্টুক্। অন্নং বাজঃ প্রতিষ্ঠিত্যৈ। অন্নাদ্যস্যাবরুদ্ধ্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। চতুর্ভিঃ পাদৈর্গবাদীনাং প্রতিষ্ঠিত-ত্বাত্তদ্বদনুষ্টুভঃ প্রতিষ্ঠাহেতুত্বং। বাজশব্দস্যান্নবাচিত্বাত্তদ্বত্যাবৃচাবস্তুং যোগ্যস্যান্নস্যাবরোধায় ভবতঃ। সামান্যাকারেণ বিহিতং স্রুগ্ব্যূহনং বিশেষাকারেণ বিশদয়তি—"প্রাচীং জুহূমূহতি। জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে। প্রতীচীমুপভৃতং। জনিষ্যমাণানেব প্রতিনুদতে। স বিষূচ এবাপোহ্য সপত্নান্যজমানঃ। অস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। বৈরিণঃ পরস্পরবিযুক্তা বিবিধদিক্‌পলায়িতা এব যথা ভবন্তি তথা তানপোহ্য প্রতিতিষ্ঠতি। বাজবতীভ্যামিতি দ্বিবচনার্থমনূদ্য প্রশংসতি—"দ্বাভ্যাং। দ্বিপ্রতিষ্ঠো হি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রতিষ্ঠা যস্যাসৌ দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ।

২। "বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহদিত্যেভ্যস্ত্বা।"—কল্পঃ—"জুহ্বা পরিধীননক্তি বসুভ্যস্ত্বেতি মধ্যমং, রুদ্রেভ্যস্ত্বেতি দক্ষিণং, আদিত্যেভ্যস্ত্বেত্যুত্তরং" ইতি। ত্রিষপ্যানজ্মীত্যধ্যাহারঃ। স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—বসুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহদিত্যেভ্যস্ত্বেত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি॥

৩। "অক্তꣳ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ।" ৪। "প্রজাং যোনিং মা নির্মৃক্ষম্।"—বৌধায়নঃ—

"স্রুক্ষু প্রস্তরমনক্ত্যক্তু রিহাণা ইতি জুহ্বামগ্রাণি, বিয়স্ত বয় ইত্যুপভৃতি মধ্যানি, প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিতি ধ্রুবায়াং মূলানি" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বাস্থদ্বিতীয়মন্ত্রাবেকীকৃত্যাহহ—"অক্তু রিহাণা বিয়স্ত বয় ইতি জুহ্বামগ্রং, প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যুপভৃতি মধ্যমা প্যায়ন্তামাপ ওষধয় ইতি ধ্রুবায়াং মূলং" ইতি। পক্ষিণ আজ্যেনাক্তং প্রস্তরাগ্রং লেলিহানা বিবিধং মার্গং গচ্ছন্তু। অহং তু প্রজাং তৎকারণং চ মা বিনাশয়ামি। আজ্যরূপা আপঃ প্রস্তরমূলরূপা ওষধীরাপ্যায়য়ন্তু। বিধত্তে—"স্রুক্ষু প্রস্তরমনক্তি। ইমে বৈ লোকাঃ স্রুচঃ। যজমানঃ প্রস্তরঃ। যজমানমেব তেজসাহনক্তি ত্রেধাহনক্তি। ত্রয় ইমে লোকাঃ। এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোহনক্তি। অভিপূর্ব্বমনক্তি। অভিপূর্ব্বমেব যজমানং তেজসাহনক্তি" (ব্রা০ কা০ ১ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অভিমুখমগ্রং পূর্ব্বং যথা ভবতি তথা প্রস্তরমঞ্জ্যাৎ। যজমানোহপি মুখ এব সভাসু বক্তৃত্বেন তেজস্বী ভবতি। মন্ত্রগতস্যাক্তশব্দস্যাভিপ্রায়মাহ—"অক্তু রিহাণা ইত্যাহ। তেজো বা আজ্যং। যজমানঃ প্রস্তরঃ। যজমানমেব তেজসাহনক্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। বিশব্দস্থচিতং দর্শয়তি—"বিয়স্ত বয় ইত্যাহ। বয় এবৈনং কৃত্বা। সুবর্গং লোকং গময়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। মন্ত্রে প্রথমাবহুবচনান্তো বিশব্দঃ পক্ষিবাচী ব্রাহ্মণে তু দ্বিতীয়ৈকবচনান্তো বয়ঃশব্দঃ। মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যেতস্যাভিপ্রায়মাহ—প্রজাং যোনিং মা নির্ম্মৃক্ষমিত্যাহ। প্রজায়ৈ গোপীথায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। ওষধয় ইত্যত্র দ্বিতীয়া বিবক্ষিতেত্যাহ—"আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয় ইত্যাহ। আপ এবৌষধীরাপ্যায়য়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অত্র বহুবচনং দ্রষ্টব্যং॥

৫। "আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়॥"—বৌধায়নঃ—"তমুপরীব প্রহরতি নাত্যগ্রং প্রহরতি ন পুরস্তাৎ প্রত্যস্যতি ন প্রতিশৃণাতি ন বিষঞ্চং বিয়ৌত্যূর্ধ্বমুদ্যৌত্যা প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থ দিবং গচ্ছ ততো ন বৃষ্টিমেরয়েতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অনূচ্যমানে সূক্তবাকে মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থেতি সহ শাখয়া প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি" ইতি। অত্র প্রস্তরপ্রহৃতৌ নাত্যগ্রমিত্যাদয়ো নিয়মবিশেষাঃ। আহবনীয়াত্যয়ঃ প্রস্তরাগ্রস্য ন কার্য্যঃ। প্রস্তরস্য পুরস্তাদন্যৎকিমপি ন প্রক্ষিপেৎ। দর্ভস্য কস্যচিচ্ছেদরূপা হিংসা ন কার্য্যা। দর্ভাণাং পরস্পরবিয়োগো ন কার্য্যঃ। কিং তু কৃৎস্নং প্রস্তরমুদ্যচ্ছেৎ। আপস্তম্বস্য তু মরুতামিতি প্রস্তরমন্ত্রাদিঃ। সহ শাখয়া বৎসাপাকরণহেতুভূতয়া। হে প্রস্তরাবয়বা দর্ভা যূয়ং বায়ুপ্রেরিতবৃষ্টিজন্যতয়া বায়ূনাং বিন্দবঃ স্থ। হে প্রস্তর ত্বং দিবং গত্বা বৃষ্টিং প্রেরয়। ব্যাচষ্টে—"মরুতাং পৃষতয়ঃ স্থেত্যাহ। মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশতে। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে। দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়েত্যাহ। বৃষ্টির্ব্বৈ দ্যৌঃ। বৃষ্টিমেবাবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি।

৬। "আয়ুষ্পা অগ্নেহস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেহসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।"—কল্পঃ—"অথোপোত্থায়াহহবনীয়মুপতিষ্ঠতে—আয়ুষ্পা অগ্নেহস্যায়ুর্ম্মে পাহি চক্ষুষ্পা অগ্নেহসি চক্ষুর্ম্মে পাহীতি" ইতি। আয়ুশ্চক্ষুষোঃ পালনীয়তাং দর্শয়তি—"যাবদ্বা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি। তাবদস্যাহয়ুর্ম্মীয়তে। আয়ুষ্পা অগ্নেহস্যায়ুর্ম্মে পাহীত্যাহ। আয়ুরেবাহত্মন্ধত্তে। যাবদ্বা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং

প্রহরতি। তাবদস্য চক্ষুর্ম্মীয়তে। চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্ম্মে পাহীত্যাহ। চক্ষুরেবাঽত্মন্ধত্তে" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি॥

৭। "ধ্রুবাঽসি।"—কল্পঃ—"ধ্রুবাঽসীত্যন্তর্ব্বেদি পৃথিবীমভিমৃশতি" ইতি। ব্যাচষ্টে—"ধ্রুবাঽসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি॥

৮। "যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতৈ যজ্ঞস্য পাথ উপ সমিতম্।"—কল্পঃ—"মধ্যমং পরিধিমনুপ্রহরতি যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণঃ। তং ত এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ ত্বদপচেতয়াতা ইত্যথেতরাবুপসমস্যতি যজ্ঞস্য পাথ উপসমিতমিতি" ইতি। ভো অগ্নে দেব স্তুতিভিঃ প্রাপ্যমাণস্ত্বং স্বয়ং যং মধ্যমপরিধিং পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতবানসি। তবানুকূলতয়া প্রিয়ং তমেতং পরিধিং ত্বয়ি ভরামি। এষ ত্বত্তোঽপরক্তো নৈব। হে দক্ষিণোত্তরপরিধী যজ্ঞস্য ফলরূপমন্নং যুবামুপসম্প্রাপ্নুতং। পর্য্যধত্থা ইত্যেতং সত্যমিত্যাহ—"যং পরিধিং পর্য্যধত্থা ইত্যাহ। যথাযজুরেবৈতং" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। পরিধাবগ্নেঃ প্রীত্যুৎপাদনায়াগ্নিসম্বোধনমিত্যাহ—"অগ্নে দেব পণিভির্ব্বীয়মাণ ইত্যাহ। অগ্নয় এবৈনং জুষ্টং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। অনুশব্দেন জ্ঞাতীনামনুরক্তত্বং সূচ্যত ইত্যাহ—"তং ত এতমনু জোষং ভরামীত্যাহ। সজাতানেবাস্মা অনুকান্ করোতি।" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। অপরাগনিষেধ আনুকূল্যার্থ ইত্যাহ—"নেদেষ ত্বদপচেতয়াতা ইত্যাহানুখ্যাত্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। অনেকয়োঃ পরিধ্যোঃ সহ কথনং বহুদিব্যানুকূল্যায়েত্যাহ—"যজ্ঞস্য পাথ উপসমিতমিত্যাহ। ভূমানমেবোপৈতি (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। বিধত্তে—পরিধীন্ প্রহরতি। যজ্ঞস্য সমিষ্ট্যৈ" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। সমিষ্টিঃ সম্পূর্ত্তিঃ॥

৯। "সংস্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্।"—কল্পঃ—"অথৈনান্সংস্রাবেণাভিজুহোতি জুহ্বামুপভৃতং সংস্রাবয়তি সংস্রাবভাগাঃ স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ্চ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বমিতি" ইতি। হে বিশ্বে দেবা যূয়ং সংস্রাবভাগাঃ স্থ। জুহূপভৃদ্ভ্যাং সিচ্যমান আজ্যশেষঃ সংস্রাবঃ। স এব ভাগো যেষাং তে সংস্রাবভাগাঃ। কীদৃশা দেবাস্তং ভাগং লব্ধুমিচ্ছাবন্তো বৃহন্তো মহান্তঃ সর্ব্বৈরারাধনীয়াঃ। তত্র কেচিৎপ্রস্তরমুষ্টৌ তিষ্ঠন্তি। অন্যে ত্বাস্তীর্ণে বর্হিষি সীদন্তি। অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণামিমাং স্তুতিমভিবীক্ষ্য সমীচীনেয়মিতি গৃণন্তো যূয়মস্মিন্যজ্ঞ উপবিশ্য হৃষ্টা ভবত। বিধত্তে—"স্রুচৌ সংপ্রস্রাবয়তি। যদেব তত্র ক্রূরং। তত্তেন শময়তি। জুহ্বামুপভৃতং। যজমানদেবত্যা বৈ জুহূঃ। ভ্রাতৃব্যদেবত্যোপভৃৎ। যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপস্তিং করোতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। ব্যাচষ্টে—"সংস্রাবভাগাঃ স্থেত্যাহ। বসবো বৈ রুদ্রা আদিত্যাঃ সংস্রাবভাগাঃ। তেষাং তদ্ভাগধেয়ং। তানেব তেন প্রীণাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। অস্মিন্মন্ত্রে দেবতাসম্বন্ধমৃচশ্ছন্দোবিশেষং চ প্রশংসতি—"বৈশ্বদেব্যর্চ্চা। এতে হি বিশ্বে দেবাঃ। ত্রিষ্টুগ্ভবতি। ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুক্ ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি" (ব্রা° কা° ৩ প্র° ৩ অ° ৯) ইতি। এতে বস্বাদিরূপাঃ॥

১০। "অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যৌ পাতম্।"—বৌধায়নঃ—"অথ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যঙ্ঙাক্রম্য ধুরি স্রুচৌ বিমুঞ্চত্যগ্নের্ব্বাম-পন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তং ধুরি ধুর্য্যৌ পাতমিতি" ইতি। হে জুহূপভৃতৌ যুবামবিনশ্বরগৃহস্য পৃথিব্যভিমানিনো বহ্নেঃ স্থানে শকটরূপে যজমানস্য সুখায় স্থাপয়ামি। হে সুখবত্যৌ সুখে মাং স্থাপয়তং যজ্ঞভারবাহিনাবেতৌ দম্পতী রক্ষতং। যথোক্তং মন্ত্রার্থং দর্শয়তি—"অগ্নের্ব্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামীত্যাহ। ইয়ং বা অগ্নির-পন্নগৃহঃ। অস্যা এবৈনে সদনে সাদয়তি। সুম্নায় সুম্নিনী সুম্নে মা ধত্তমিত্যাহ। প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নং। প্রজামেব পশূনাত্মন্ধত্তে। ধুরি ধুর্য্যৌ পাতমিত্যাহ। জায়াপত্যোর্গো-পীথায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। অত্রাহপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাশ্রিত্যাগ্নের্ব্বামিতি শকটস্য পূর্ব্বভাগে স্রুচৌ সাদয়িত্বা ধুরি ধুর্য্যাবিতি যুগধুরেঃ প্রোহেদিতি মন্যতে॥

১১। "অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিꣳ স্বাহা।"—কল্পঃ—"অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাঽন্বাহার্য্যপচন এবেধ্মপ্রব্রশ্চনান্যভ্যাধায় ফলীকরণানোপ্য ফলী-করণাঞ্জুহোত্যগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিꣳ স্বাহেতি" ইতি। তণ্ডুলেষু গৃহে ক্রিয়মাণেষ্বপনেয়া নালিন্যাংশাঃ ফলীকরণাঃ। হেঽগ্নে মাং দিবঃ পাহি দ্যুলোকবাসিনো দেবা ময্যপরাধং যথা ন গৃহ্ণন্তি তথা কুরু। অদব্ধায়োঽহিংসিতজীবিত। অশীততনো, উষ্ণশরীর, প্রসিত্যৈ প্রকৃষ্টাদ্বন্ধাৎ ফলবিঘ্নাৎ পাহি। দুরিষ্ট্যৈ দুষ্টাদযথাশাস্ত্রানু-ষ্ঠানাৎ পাহি। দুরদ্মন্যৈ যাগাধিকারবিরোধিদুষ্টবস্তুভোজনাৎ পাহি। দুশ্চরিতান্নিষিদ্ধাচরণাৎ পাহি। পিতুমন্নমস্মদীয়মবিষমমৃতং কুরু। সুষদা সুখোপবেশনেন নিমিত্তেন যোনিং স্থানং কুরু। ইদং ফলীকরণদ্রব্যং তুভ্যং স্বাহা হুতমস্তু। মন্ত্রব্যাখ্যানপূর্ব্বকং হোমং বিধত্তে—"অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীততনো ইত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ। পাহি মাঽদ্য দিবঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্ট্যৈ পাহি দুরদ্মন্যৈ পাহি দুশ্চরিতাদিত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশাস্তে। অবিষং নঃ পিতুং কৃণু সুষদা যোনিꣳ স্বাহেতীধ্মসংবৃশ্চনান্যন্বাহার্য্যপচনেঽভ্যাধায় ফলীকরণহোমং জুহোতি। অতিরিক্তানি বা ইধ্মসংবৃশ্চনানি। অতিরিক্তাঃ ফলীকরণাঃ। অতিরিক্তমাজ্যোচ্ছেষণং। অতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাতি। অথো অতিরিক্তেনৈবাতিরিক্তমাপ্ত্বাঽবরুন্ধে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। ইধ্মে শাস্ত্রোক্তপ্রমাণেন ছিন্নে সতি তচ্ছেষকাষ্ঠানীধ্মসংবৃশ্চনানি। তানি দক্ষিণাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য তেষামুপরি জুহূগতাজ্যে স্থাপিতান্ ফলীকরণাঞ্জুহুয়াৎ। যজ্ঞো-পযুক্তদ্রব্যাদধিকত্বমতিরিক্তত্বং। অধিকদ্রব্যহোমেনাধিকং ফলং প্রাপ্য তৎস্বাধীনং করোতী-ত্যর্থঃ। ইত্থং ফলীকরণহোমে নিষ্পন্নে সত্যনন্তরং পত্ন্যাঃ সমীপে বেদপ্রাসনং বিধাতব্যং। তদ্বিধৌ বুদ্ধিস্থে সতি তৎপ্রসঙ্গাদ্বেদস্য প্রশংসকঃ কশ্চিন্মন্ত্র উৎপাদ্যতে। স চ প্রদেশান্তর-বিষয়তয়া বিনিযুজ্যতে—"বেদির্দ্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং বেদেনান্ববিন্দন্। বেদেন বেদিং বিবিদুঃ পৃথিবীং। সা পপ্রথে পৃথিবী পার্থিবানি। গর্ভং বিভর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ। ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বদানিরিতি পুরস্তাৎ স্তম্বযজুষো বেদেন বেদিꣳ সংমার্ষ্ট্যনুবিত্ত্যৈ। অথো

যম্বেদশ্চ বেদিশ্চ ভবতঃ। মিথুনত্বায় প্রজাত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। কেনাপি কারণেন দেবেভ্যস্তিরোহিতাং বেদ্যভিমানিদেবতাং বেদাভিমানিদেবতামুখেন দেবা অলভন্ত। তমেতং বেদস্য মহিমানং বেদেনেত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি। অস্যায়মর্থঃ— অসুরৈর্দ্দত্তাং পৃথিবীং দেবাঃ পূর্ব্বোত্তরভাগাভ্যাং সংস্কৃত্য বেদিমকুর্ব্বন্। তাং চ বেদিং দেবাঃ পুনর্ব্বেদেনালভন্ত। সা চ বেদিঃ পৃথিবীরূপা সতী পার্থিবানি ব্রীহ্যাদীনি বিস্তারিতবতী। কিং চ সা পৃথিবীদেবতা সর্ব্বেষু ভুবনেষন্তরুদরান্তর্যং(রে) গর্ভং বিভর্ত্তি। তস্মাদ্গর্ভাৎ সর্ব্বস্য ফলস্য দাতা যজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন ইতি। অনেন মন্ত্রেণাষ্টমানুবাকোক্তাৎ পুরোডাশ-নিষ্পাদনাদূর্দ্ধং নবমানুবাকে বক্ষ্যমাণাৎ স্তম্বযজুর্হরণাৎ পুরস্তাদ্দর্ভময়েন বেদেন বেদিস্থানং সংমৃজ্যাৎ। তচ্চ বেদিলাভায়। কিং চ বেদবেদিরূপং মিথুনং প্রজননায় ভবতি। প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি—"প্রজাপতের্ব্বা এতানি শ্মশ্রূণি। যদ্বেদঃ। পত্নিয়া উপস্থ আস্যতি। মিথুনমেব করোতি। বিন্দতে প্রজাং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। পত্নীসমীপে প্রাস্তস্য বেদস্য পুনরাস্তরণং বিধত্তে—"বেদঁ হোতাঽহবনীয়াৎ স্তৃণন্নেতি। যজ্ঞমেব তৎসন্তনোত্যোত্তরস্মাদর্দ্ধমাসাৎ। তঁ সন্ততমুত্তরেঽর্দ্ধমাস আলভতে। তং কালেকাল আগতে যজতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। বেদস্য বন্ধনং বিমুচ্য গার্হপত্য-মারভ্যাঽহবনীয়পর্য্যন্তাস্তরণেনাঽগামিপর্ব্বপর্য্যন্তং যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি। পুনঃ পর্ব্বণ্যন্বাধানাদিকং কৃত্বা প্রতিপদি তং সন্ততং যজ্ঞং কর্ত্তুমারভতে। এবং পুনঃ পুনস্তৎকালে সমাগতে সতি যজত ইত্যবিচ্ছিন্নো যজ্ঞো ভবতি ॥

১২। "দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞঁ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥"—বৌধায়নঃ—"অথোত্থায় দক্ষিণেন পদা বেদিমবক্রম্য ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জ্জুহোতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞঁ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ স্বাহেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দেবা গাতুবিদ ইত্যন্তর্ব্বেদ্যূর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ধ্রুবয়া সমিষ্টযজুর্জ্জুহোতি মধ্যমে স্বাহাকারে বর্হিরনুপ্রহরতি" ইতি। অন্তেঽপি বৌধায়নেন স্বাহাকারস্যাধ্যাহৃতত্বাত্তেনাবশিষ্টং সর্ব্বং হোতব্যমিতি লভ্যতে। জুহ্বাদীনি তু যজমানেন যাবদায়ুঃ সম্ভার্য্যাণি। তমাহিতাগ্নিমগ্নিভির্দ্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চেতি শাস্ত্রাৎ। হে গাতুবিদো মার্গবিদো দেবাঃ পূর্ব্বং যং গাতুং মার্গং লব্ধ্বা সমাগতাঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্য তং গাতুং মার্গং গচ্ছত। হে মনসস্পতে দেব ভবতোক্তেষু দেবেষ্বিমং নো যজ্ঞং নিধেহি। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। সর্ব্বক্রিয়াপ্রবর্ত্তকে বায়ৌ নিধেহি। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। বায়ুবিষয়েণানেন মন্ত্রেণ যজ্ঞসমাপ্তিমুপপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। স ত্বা অধ্বর্য্যুঃ স্যাৎ। যো যতো যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। তদেনং প্রতিষ্ঠাপয়তীতি। বাতাদ্বা অধ্বর্য্যুর্যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিতেত্যাহ। যত এব যজ্ঞং প্রযুঙ্ক্তে। তদেনং প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ৯) ইতি। যোঽধ্বর্য্যুর্যস্মাদেবাত্যজ্ঞমুপক্রমতে তস্মিন্নেব দেবে যদি যজ্ঞং সমাপয়েত্তর্হি স এব মুখ্যোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদিতি ব্রহ্মবাদিনামুক্তিঃ। অত্রাপ্যধ্বর্য্যুঃ সর্ব্বক্রিয়া-প্রবর্ত্তকাদ্বায়োরেব যজ্ঞমুপক্রমতে। "দেবা গাতুবিদো গাতুং যজ্ঞায় বিন্দত। মনসস্পতিনা

দেবেন বাতাশ্বস্তঃ প্রযুজ্যতাং" ইত্যেতস্যাচ্ছিদ্রকাণ্ডগতস্য মন্ত্রস্য প্রথমং জপিতত্বাৎ। অতঃ সমাপ্তাবপি দেবা গাতুবিদ ইত্যেষ বায়ুবিষয়ো মন্ত্রো যুক্তঃ। যদ্যপ্যেতাবতা ত্রয়োদশানুবাকোক্তানাং মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং সমাপ্তং তথাঽপি দশমানুবাকে পত্নীসন্নহনপ্রসঙ্গেন পত্নীবিষয়ৌ দ্বৌ মন্ত্রাবাম্নাতৌ। তদানীমনুপযোগাদ্ব্রাহ্মণেন তৌ তত্র ন ব্যাখ্যাতৌ। উপবেষত্যাগার্থং মন্ত্রোৎপত্তিরপি কর্ত্তব্যেতি তদুভয়মত্র ব্যাক্রিয়তে। প্রথমং তাবদ্যোক্ত্রবিমোকমন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে—"যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরতি। আ দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে। পাপীয়ান্ ভবতি। যো যথাদেবতং। ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে। বসীয়ান্ ভবতি। বারুণো বৈ পাশঃ। ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশমিত্যাহ। বরুণপাশাদেবৈনাং মুঞ্চতি। সবিতৃপ্রসূতো যথাদেবতং। ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে। বসীয়ান্ ভবতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। যোক্ত্রপাশস্য বরুণো দেবতা, তদ্বন্ধস্য চ সবিতা দেবতা। ততো বরুণস্য পাশং যদবগ্নীত সবিতেতি পদাভ্যাং যথাদেবতং যজ্ঞোপচারান্ন দেবতাভ্য আবৃশ্চ্যতে ন বিচ্ছিন্নো ভবতি। নাপি দরিদ্রো ভবতি। সবিতৃপ্রসূতো যথাদেবতমুপচরতীতি শেষঃ। তৃতীয়পাদে পদার্থবাক্যার্থৌ দর্শয়তি—"ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোক ইত্যাহ। অগ্নির্বৈ ধাতা। পুণ্যং কর্ম্ম সুকৃতস্য লোকঃ। অগ্নিরেবৈনাং ধাতা। পুণ্যে কর্ম্মণি সুকৃতস্য লোকে দধাতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। দুঃখনাশায় সুখপ্রাপ্তয়ে চ চতুর্থপাদোক্তিরিত্যাহ—"স্যোনং মে সহ পত্যা করোমীত্যাহ। আত্মনশ্চ যজমানস্য চানার্ত্যৈ সংত্বায়" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। পত্ন্যাঃ পূর্ণপাত্রবিমোকার্থো যো মন্ত্রস্তং ব্যাচষ্টে—সমায়ুষা সং প্রজয়েত্যাহ। 'আশিষমেবৈতামাশাস্তে পূর্ণপাত্রে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। সমানীয়মান ইতি শেষঃ। মন্ত্রগতং ছন্দঃ প্রশংসতি—"অন্ততোঽনুষ্টুভা। চতুষ্পদ্বা এতচ্ছন্দঃ প্রতিষ্ঠিতং পত্নিয়ৈ পূর্ণপাত্রে ভবতি। অস্মিল্লোঁকে প্রতিতিষ্ঠানীতি। অস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। পত্নীকর্ত্তব্যস্যাবসানে বিহিতং যদিদং পূর্ণপাত্রাভিমন্ত্রণমনুষ্টুভা ক্রিয়তে তদিদং ছন্দঃ পাদচতুষ্টয়োপেতত্বাদ্গৌরিব প্রতিষ্ঠিতং ভবতি। কস্মিন্বিষয়ে। পত্ন্যাঃ সম্বন্ধিনি পূর্ণপাত্রে বিষয়ে। মন্ত্রং জপন্ত্যাঃ কোঽভিপ্রায়ঃ। ইহ লোকে প্রতিষ্ঠিতা স্যামিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্র মন্ত্রসামর্থ্যাৎ সা প্রতিতিষ্ঠত্যেব। প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"অথো বাগ্বা অনুষ্টুক্। বাঙ্মিথুনং। আপো রেতঃ প্রজননং। এতস্মাদ্বৈ মিথুনাদ্বিদ্যোতমানঃ স্তনয়ন্বর্ষতি। রেতঃ সিঞ্চন্। প্রজাঃ প্রজনয়ন্" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। ন কেবলমনুষ্টুভশ্ছন্দোরূপত্বং কিং তু বাগ্রূপত্বমপ্যস্তি। সা চ বাগ্যোষিচ্ছন্দোরূপেণ পুরুষেণ সহ মিথুনং সম্পদ্যতে। যাস্ত পূর্ণপাত্রগতা আপস্তাঃ প্রজোৎপত্তিসাধনং রেতঃ। এতস্মাদেব যাগানুষ্ঠানগতান্মিথুনাদুৎপন্ন আদিত্যপ্রেরিতো মেঘো বৃষ্টিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তৌ পর্য্যবস্যতি। তথা চ স্মর্য্যতে—"অগ্নৌ প্রাস্তাঽহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্ব্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি॥ বিমুক্তয়োক্ত্রস্য পূর্ণপাত্রোদকস্য চ সহকারঃ পত্ন্যা কর্ত্তব্য ইত্যাহ—"যদ্বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মণা যুজ্যতে। ব্রহ্মণা বৈ তস্য বিমোকঃ। অদ্ভিঃ শান্তিঃ। বিমুক্তং বা এতর্হি যোক্ত্রং ব্রহ্মণা। আদায়ৈনৎপত্নী সহাপ উপগৃহ্ণীতে শান্ত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০)

ইতি। যথা মন্ত্রেণোপহিতানাং কপালানাং মন্ত্রেণৈব বিমোকঃ কর্ত্তব্যস্তথা যোক্ত্রস্থাপি যোগবিমোকবত্যা রজ্জ্বা কৃতস্যোপদ্রবস্থাদ্ভিঃ শান্তির্যুক্তা। যোক্ত্রং চেদানীং মন্ত্রেণ মুক্তমতোঽঞ্জলৌ তদ্যোক্ত্রমাদায় তেন সহাপো গৃহ্ণীয়াৎ। তদ্গ্রহণায়াঽঽনয়নং বিধত্তে—"অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি। রেত এবাস্যাং প্রজাং দধাতি। প্রজয়া হি মনুষ্যাঃ পূর্ণঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। শোভত ইতি শেষঃ। পূর্ণপাত্রোদকেন পত্ন্যা মুখপ্রক্ষালনং বিধত্তে—"মুখং বিমৃষ্টে। অবভৃথস্যৈব রূপং কৃত্বোত্তিষ্ঠতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১০) ইতি। উত্তিষ্ঠেদিতি বিধিঃ। অথোপবেষো মন্ত্রেণ পরিত্যক্তব্যোঽতঃ প্রস্তৌতি—"পরিবেষো বা এষ বনস্পতীনাং। যদুপবেষঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। পলাশশাখামূলে ত্যক্তো ভাগ উপবেষঃ। স চ সর্ব্বেষাং বনস্পতীনাং পরিতো ব্যাপ্নোতি। বনস্পতিভির্ত্তঃসাধ্যস্যাঙ্গারবিযোজনতপ্তকপালোপধানাদেরনেন কৃতত্বাৎ। বেদনং প্রশংসতি—"য এবং বেদ। বিন্দতে পরিবেষ্টারং" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। সেবকজননিত্যর্থঃ। মন্ত্রোৎপাদনপূর্ব্বকমুপবেষত্যাগং বিধত্তে—"তমুৎকরে। যং দেবা মনুষ্যেষু। উপবেষমধারয়ন্। যে অস্মদপচেতসঃ। তানস্মভ্যমিহাঽকুরু। উপবেষোপবিড্ঢি নঃ। প্রজাং পুষ্টিমথো ধনং। দ্বিপদো নশ্চতুষ্পদঃ। ধ্রুবাননপগান্ কুর্ব্বিতি পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমপগূহতি। তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চঃ শূদ্রা অবস্যন্তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। তমুৎকর উপগূহতীত্যন্বয়ঃ। যমিত্যাদির্ম্মন্ত্রঃ। যং পলাশশাখামূলভাগং দেবা মনুষ্যসম্বন্ধিযজ্ঞেষু কপালোপধানাদ্যাগকর্ম্মকারিণমুপবেষমকল্পয়ন্, হে উপবেষ স ত্বং যে পুত্রভার্য্যাদয়োঽস্মত্তোঽপরক্তাস্তানস্মদর্থমিহাঽনীয়ানুরক্তান্ কুরু। হে উপবেষাস্মাকং সমীপে প্রজাদিকং বিড্ঢি ব্যাপ্তং কুরু। মনুষ্যান্ পশূংশ্চ চিরজীবিনো বিয়োগরহিতাংশ্চ কুরু। অনেন মন্ত্রেণ তমুপবেষমুৎকরে মৃৎখননাদিরূপে তৃণাদিত্যাগস্থানে পূর্ব্বভাগে প্রত্যঙ্মুখং গূঢ়ং কুর্য্যাৎ। যস্মাদেবং তস্মাল্লোকেঽপ্যুপবেষবৎকর্ম্মকরাঃ শূদ্রাঃ স্বাম্যভিমুখাঃ স্বামিনঃ পুরস্তাৎ সর্ব্বদাঽবতিষ্ঠন্তে। নিঃশেষেণ গূহনং বিধত্তে—"স্থবিমত উপগূহতি। অপ্রতিবাদিন এবৈনান্ কুরুতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। অগ্রমুৎকরে প্রবেশ্য মূলং বহির্নাবশেষয়েৎ। কিং তু স্থবিষ্ঠান্মূলাদারভ্য কৃৎস্নং প্রবেশয়েৎ। তথা সত্যেতান্ ভৃত্যানপ্রতিবাদিন উক্তকারিণঃ কুরুতে। অভিচারায় মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়িতুং প্রস্তৌতি—"ধৃষ্টির্ব্বা উপবেষঃ। শুচর্ত্তো বজ্রো ব্রহ্মণা সংশিতঃ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। অয়মুপবেষঃ স্বত এব ধার্ষ্ট্যযুক্তোঽত ঊর্দ্ধং বহ্নিসন্তাপেন যুক্তঃ। পুনরপি মন্ত্রেণ তীক্ষ্ণীকৃতত্বাদ্বজ্রঃ সম্পন্নোঽতোঽভিচারযোগ্যঃ। তত্র মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"যোপবেষে শুক্। সাঽমুমৃচ্ছতু যং দ্বিষ্ম ইতি। অথাস্মৈ নাম গৃহ্য প্রহরতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। শুক্সন্তাপঃ। অমুমিত্যত্র যো দ্বেষ্যস্তস্য নাম গৃহীত্বা তমুপবেষমগ্নৌ প্রহরেৎ। পুনরপ্যুচ্যং ত্র্যম্বমভিচারার্থমুৎপাদয়তি—"নিরমুং নুদ ওকসঃ। সপত্নো যঃ পৃতন্যতি। নির্ব্বাধ্যেন হবিষা। ইন্দ্র এণং পরাশরীৎ। ইহি তিস্রঃ পরাবতঃ। ইহি পঞ্চজনাঁ অতি। ইহি তিস্রোঽতিরোচনা যাবৎ। সূর্য্যো অসদ্দিবি। পরমাং ত্বা পরাবতং। ইন্দ্রো নয়তু বৃত্রহা। যতো ন পুনরায়সি। শশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য ইতি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি।

যঃ শক্রর্য্যুৎসতি অমুং স্বগৃহাত্ত্বং নিঃসারয়। নিঃশেষং জগদ্বাধ্যং যেন তন্নির্ব্বাধ্যং তাদৃশং হবিরূপবেষরূপং তেনেন্দ্র এনং শক্রং পরাকৃত্য হিংসিতবান্। পরাবচ্ছব্দো দূরদেশবাচী স্ত্রীলিঙ্গঃ। হে শত্রো ত্বং ত্রিভ্যো লোকেভ্যো নির্গত্য ত্রীন্দূরদেশান্ ব্রাহ্মণাদীনতিক্রম্য চাণ্ডালাদিষু গচ্ছ। যাবৎসূর্য্যো দিব্যস্তি তাবন্তং কালমগ্নিসূর্য্যচন্দ্ররূপাস্তিস্রো দীপ্তিরতিক্রম্য মহত্যন্ধকারে গচ্ছ। বৃত্রহেন্দ্রস্বামত্যন্তদূরদেশং নয়তু। যস্মাদ্দূরদেশাদনেকেভ্যঃ সংবৎসরেভ্য উর্দ্ধমপি ন পুনরাগমিষ্যসি। এতাভিস্তিসৃভির্দ্দিগ্ভিরূপবেষং গৃহাদ্দূরতো নিরস্যেদিত্যেবং বিধি (ধিং) স্তাবকেনার্থবাদেনোন্নয়তি—"ত্রিবৃদ্বা এষ বজ্রো ব্রহ্মণা সংশিতঃ। শুচৈবৈনং বিদ্ধ্বা। এভ্যো লোকেভ্যো নির্ণুদ্য। বজ্রেণ ব্রহ্মণা স্তৃণুতে" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। মন্ত্রত্রয়েণ তীক্ষ্ণীকৃত এষ উপবেষরূপো বজ্রস্ত্রিগুণো ভবতি। এতন্নিষ্ঠেন শোকেনৈনং বৈরিণং লোকত্রয়ান্নিঃসার্য্য মন্ত্রাত্মকেন বজ্রেণাভিহিনস্তি। ত্রির্ভূমিং খাত্বা তত্রোপবেষং প্রতিক্ষেপ্তুং যজুর্দ্বয়রূপং মন্ত্রমুৎপাদয়তি—"হতোঽসাববধিষ্মামুমিত্যাহ স্তৃত্যৈ" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি। স্তৃতির্হিংসা। অত্র সূত্রং—"পঞ্চভির্নিরস্যেন্নিখনেদ্বা" ইতি। উপবেষস্যাগ্নৌ ক্ষেপণে দূরদেশে নিরসনে ভূমৌ খননে চ ধ্যানং বিধত্তে—"যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েৎ। শুচৈবৈনমর্পয়তি" (ব্রা০ কা০ ৩ প্র০ ৩ অ০ ১১) ইতি॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ।

"বাজদ্বাভ্যাং স্রুচোর্ব্যূহো বস্বগ্ন্যাৎপরিধীংস্ত্রিভিঃ। অক্তমাপ্যা ত্রিভিঃ স্রুক্ প্রস্তরাগ্রাদিকাঞ্জনম্॥ মক প্রস্তরহোমোঽয়মায়রগ্ন্যভিমন্ত্রণম। ধ্রুবা ভূমিং স্পৃশেত্বং প মধ্যস্থ পরিধের্হৃতিঃ॥ ২॥ বস্ব্যান্বয়োর্দ্ধয়োর্হোমঃ সংস্রাব স্রাবকাহুতিঃ। অগ্নেঃ স্রুচৌ সাদয়িত্বা ধুরি তে প্রোহেয়ৎ স্রুচৌ॥৩॥ অগ্নে ফলীকৃতের্হোমো দেবা ইষ্টযজুর্হৃতিঃ। বাচি বর্হির্হৃতির্ব্বাতে সর্ব্বহোমোঽত্র বিংশতিঃ॥ ৪॥"

অথ মীমাংসা।

দশমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"ক্রয়ায় প্রতিপত্ত্যৈ বা চমসেডাদিভক্ষণং। ক্রয়ায় পূর্ব্ববন্মৈবং যাগীয়ে স্বত্ববর্জ্জনাৎ॥ অক্রীতযজমানস্য ভক্ষসত্ত্বাচ্চ তেন সা। প্রতিপত্তিঃ সংস্কৃতিত্বাৎ সত্রেষু ন নিবর্ত্ততে" ইতি॥ অস্তি সোমে চমসভক্ষঃ। অস্তি চেষ্টৌবিডাপ্রাশিত্রাদিভক্ষঃ। তত্র ভক্ষেণ ক্রীতানামৃত্বিজাং স্বাধীনত্বসম্ভবাৎ। দক্ষিণেব ক্রয়ার্থং ভক্ষ ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। যাগদেবতায়ৈ সঙ্কল্পিতে দ্রব্যে স্বত্বমলভমানো যজমানো ন তেন ক্রেতুং শক্নোতি। কিং চ যজমানপঞ্চমাঃ সমুপহূয়েডাং প্রাশ্নন্তীত্যক্রীতস্যাপি যজমানস্য ভক্ষঃ শ্রূয়তে। তৎসাহচর্য্যাদৃত্বিজামপি ভক্ষণং ন ক্রয়ার্থমিতি গম্যতে। তস্মাৎ প্রতিপত্ত্যর্থো ভক্ষঃ। তেন ক্রয়ার্থত্বাভাবেন পরিশিষ্যমাণা সা প্রতিপত্তির্যাগোপযুক্তদ্রব্যসংস্কারত্বেন সত্রেষু ন বাধ্যতে। তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"চতুর্দ্ধা কার্য্য আগ্নেয়ঃ পুরোডাশ ইতীরিতং। চতুর্দ্ধা করণং সর্ব্বশেষো বাঽগ্নেয়মাত্রগং। উপলক্ষণতাঽগ্নেয়ে যুক্তাঽতঃ সর্ব্বশেষতা॥ অগ্নীষোমীয় ঐন্দ্রাগ্নে যতোঽস্ত্যাগ্নেয়তা ততঃ। নহ্যেগ্নেয়ত্বং তয়োর্ম্মুখ্যং কেবলাগ্ন্যনুপাশ্রয়াৎ॥ তেনৈকস্মিন্ পুরোডাশে চতুর্দ্ধাকরণস্থিতিঃ" ইতি। দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"আগ্নেয়ং চতুর্দ্ধা করোতি" ইতি। তত্রাঽগ্নেয়বদৈন্দ্রাগ্নাগ্নীষোমীয়য়োরপি পুরোডাশয়োরগ্নিসম্বন্ধাদাগ্নেয়শব্দেন পুরোডাশত্রয়মুপ-

লক্ষ্যতে। ততস্ত্রয়াণাং শেষ ইতি চেন্নৈবং। ন হ্যগ্নের ইত্যয়ং তদ্ধিতঃ সম্বন্ধমাত্রেঽভিহিতঃ কিং তু দেবতাসম্বন্ধে। অগ্নিশ্চ কেবলো দ্বিদেবত্যয়োঃ পুরোডাশয়োর্ন দেবতা। অতো দেবৈকৈকদেশেন কৃৎস্নদেবতোপলক্ষণাদাগ্নেয়ত্বং তয়োর্ন মুখ্যমিতি মুখ্য এবাঽগ্নেয়ে চতুর্ধাকরণং ব্যবতিষ্ঠতে। তত্রৈব চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ইদং ব্রহ্মণ ইত্যুক্তিঃ ক্রয়ার্থা ভক্ষণায় বা। ভক্ষাশ্রুতেঃ ক্রয়ার্থাঽতো যথেষ্টং তৈর্নিযুজ্যতাং॥ দেবতায়ৈ সমস্তস্য কৃপ্তত্বাৎ স্বামিতা ন হি। শেষস্য প্রতিপত্ত্যর্থং ভক্ষণং তত্র যুজ্যতে" ইতি॥ চতুর্ধাকৃতস্য পুরোডাশস্য ভাগান্‌যজমান এব নির্দ্দিশেৎ—"ইদং ব্রহ্মণঃ। ইদং্ হোতুঃ। ইদমধ্বর্য্যোঃ। ইদমগ্নীধঃ" ইতি। সোঽয়ং নির্দ্দেশো ন ভক্ষণার্থঃ। ভক্ষণস্যাশ্রুতত্বাৎ। ততো ভৃতিদানেন তানৃত্বিজঃ পরিক্রেতুময়ং নির্দ্দেশঃ। ক্রয়শ্চ তদঙ্গীকারানুসারেণ স্বল্পেনাপ্যুপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বকীয়ভাগাংস্তৈরিচ্ছয়োপযোক্তুং শক্যা ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীতি কৃৎস্নস্য হবিষো দেবতার্থং সংকল্পিতত্বেন তত্র যজমানস্য স্বামিত্বাভাবান্ন যুক্তঃ পরিক্রয়ঃ। ভক্ষণং তু প্রতিপত্ত্যর্থত্বাদ্যুক্তং। অবশিষ্টস্য সং কোঽপ্যুপযোগঃ প্রতিপত্তিঃ। পুরোডাশস্য ভক্ষণার্হত্বাদ্ভক্ষণেন কর্ম্মকরাণামুৎসাহজননাচ্চ তদ্ভক্ষণার্থো নির্দ্দেশো যুজ্যতে। তত্রৈবাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"বাজস্য মেত্যমুং ক্রয়াদেকো দ্বৌ বা কৃতার্থতঃ। একঃ কাণ্ডদ্বয়ে পাঠাদধ্বর্য্যুস্বামিনাবুভৌ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্ব্বাজস্য মেত্যয়ং মন্ত্রোঽধ্বর্য্যুকাণ্ডে যজমানকাণ্ডে চাঽম্নাতঃ। তত্রৈকেন পঠিতে সতি মন্ত্রস্য চরিতার্থত্বাদিতরস্তং ন পঠেদিতি চেন্নৈবং। কাণ্ডান্তরপাঠবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদুভাভ্যাং পঠনীয়ঃ। তয়োঃ পঠতোরাশয়ভেদোঽস্তি। অনেন মন্ত্রেণ প্রকাশিতমর্থমনুষ্ঠাস্যামীত্যধ্বর্য্যুর্ম্মনুতে। অত্র ন প্রমদিষ্যামীতি যজমানঃ।

চতুর্থস্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"প্রস্তরং শাখায়াং সার্দ্ধং প্রহবেৎ প্রহৃতিস্ত্বিয়ং। শাখায়া অর্থকর্ম্ম স্যাৎ প্রতিপত্তিরুতোচিতা॥ প্রহৃতিঃ প্রস্তরে যাগঃ শাখায়াঃ সাহচর্য্যতঃ। তথাত্বাদর্থকর্ম্মত্বে হৃতিঃ শাখা প্রযোজয়েৎ॥ হরতির্যাগবাচী নো প্রতিপত্তিস্ততো ভবেৎ। পৌর্ণমাস্যাং ততো নৈব হৃতিঃ শাখাং প্রযোজয়েৎ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রূয়তে—"সহ শাখয়া প্রস্তরং প্রহরতি" ইতি। তত্র শাখাপ্রহরণমর্থকর্ম্ম। কুতঃ। প্রহৃতিশব্দেন যাগস্যাভিধানাৎ। এতচ্চ সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যেতদ্বাক্যমুদাহৃত্য চিন্তিতং। প্রস্তরপ্রহরণস্য যাগত্বে তৎসাহচর্য্যাচ্ছাখাপ্রহরণমপি যাগ এবেত্যর্থকর্ম্ম স্যাৎ। অর্থায় ক্রতুসাকল্যপ্রয়োজনায় ক্রিয়মাণমর্থকর্ম্ম। ততঃ প্রহরণেন পৌর্ণমাস্যামপি পলাশশাখা প্রযুজ্যত ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতীত্যত্র হরতিধাতোর্যাগবাচিত্বং নোক্তং কিং তু মান্ত্রবর্ণিকদেবতামুপলভ্য দ্রব্যদেবতাভ্যাং যাগঃ কল্পিতঃ। শাখাপ্রহরণে তু নাস্তি দেবতা। ততো যাগস্য কল্পয়িতুমশক্যতয়া হরতিধাতুরত্র স্ববাচ্যার্থপরিত্যাগমেবাঽচষ্টে। তথা সতি বৎসাপাকরণ উপযুক্তায়াঃ পলাশশাখায়া উপযোগান্তরাভাবাদ্যাগদেশেঽবকাশলাভায় যত্র ক্বাপ্যবশ্যং পরিত্যাগে প্রাপ্তে শাস্ত্রেণাঽহবনীয়ে ত্যাগো নিয়ম্যতে। তেন চ শাস্ত্রীয়ত্যাগেন শাখায়াঃ প্রতিপত্তির্ভবতি। প্রতিপত্তির্নাম সংস্কাররূপো দৃষ্টার্থঃ। যথা রাজ্ঞা চর্ব্বিতস্য তাম্বূলস্য সৌবর্ণে এতদ্‌গ্রহে প্রক্ষেপস্তদ্বৎ। ততঃ প্রহরণং প্রতিপত্তিকর্ম্মতয়া তদভাবে ক্রতুবৈকল্যাভাবাৎ পৌর্ণমাস্যাং স্বসিদ্ধ্যহেতুভূতাং শাখাং ন প্রযোজয়তি।

ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"স্ত্রিয়া নাস্তি স্বামিভাবঃ পুংলিঙ্গেন তদীরণাৎ। প্রকৃত্যর্থতয়া লিঙ্গং সংখ্যাবন্নাবিবিক্ষতং ॥ অস্ত্যুদ্দেশ্যগতত্বেন সংখ্যায়া সদৃশত্বতঃ। টাব্বিভক্তি-বিকারাদেরর্থস্তৎপ্রকৃতের্ন তু" ইতি॥ স্বর্গকামো যজেতেতি পুংলিঙ্গশব্দেনাধিকারিণো বিধানাৎ নোঽধিকারঃ স্ত্রিয়া নাস্তি। ন চ গ্রহৈকত্ববল্লিঙ্গমবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং। একত্ব-বল্লিঙ্গস্য প্রত্যয়ার্থত্বাভাবাৎ প্রকৃত্যর্থতয়া। তু গ্রহত্ববদ্বিবক্ষিতং পুংলিঙ্গমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অস্তি স্ত্রিয়াঃ কর্ম্মস্বধিকারঃ। কুতঃ। পুংলিঙ্গ স্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। ন হ্যেকত্বস্য প্রত্যয়ার্থত্বমবিবক্ষায়াং নিমিত্তং কিং তুদ্দেশ্যগতত্বং। ইহাপি যা স্বর্গকামঃ স যজেতেতি বচনব্যক্তৌ পুংলিঙ্গ-স্যোদ্দেশ্যগতত্বেনৈকত্বসদৃশ ত্বান্নাস্তি বিবক্ষিতত্বং। ন চ প্রকৃত্যর্থো লিঙ্গং। স্ত্রীলিঙ্গং তাবট্টা-বাদিভিঃ স্ত্রীপ্রত্যয়ৈরভিধীয়তে। পুংলিঙ্গং তু বৃক্ষানিত্যস্মিন্ দ্বিতীয়াবহুবচনে বিভক্তিবিকারেণ নকারাদেশলক্ষণেনাভিব্যজ্যতে। এবং কুলমিত্যস্মিন্ প্রথমৈকবচনে নপুংসকাভিব্যক্তিঃ। তস্মাল্লিঙ্গস্য প্রকৃত্যর্থত্বাভাবাদুদ্দেশ্যগতত্বেনাবিবক্ষিতত্বাচ্চ স্ত্রিয়া অস্ত্যধিকারঃ।

তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"দম্পতিভ্যাং পৃথক্কার্য্যং সহ বাঽখ্যাতসংখ্যয়া। পৃথগ্যৈবমবৈগুণ্যাৎ কর্ত্রৈক্যং দেবতৈক্যবৎ" ইতি॥ যজেতেত্যাখ্যাতপ্রত্যয়গতায়াঃ সংখ্যায়া উদ্দেশ্যগতত্বাভাবেন বিবক্ষায়া বারয়িতুমশক্যত্বাদেককর্তৃত্বায় দম্পতিভ্যাং পৃথগেব কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি চেন্মৈবং। বৈগুণ্য-প্রসঙ্গাৎ। কর্ম্মণি তত্র পত্ন্যবেক্ষণং যজমানাবেক্ষণং চেত্যুভয়মপ্যাম্নাতং। তত্র যজমানপ্রয়োগে পত্ন্যবেক্ষণং লুপ্যেত পত্নীপ্রয়োগে যজমানাবেক্ষণং লুপ্যেতেত্যবৈগুণ্যায় দ্বয়োঃ সহাধিকারঃ ন চ যজেতেত্যেকবচনং বিরুদ্ধং। অগ্নীষোমৌ দেবতেত্যত্র যথা ব্যাসক্তয়োর্দ্দেবত্বাদ্দৈবত্যৈক্যং তথা দম্পত্যোঃ সহাধিকারঃ। তথা সত্যনেঽতিরিক্তং ধীয়াতা ইতি বাক্যেন কর্ম্মণি ন্যূনাঙ্গপূরণং পত্ন্যা ক্রিয়ত ইতি যদুক্তং তৎসুস্থিতং॥

অথ ব্যাকরণং।

বাজস্যেত্যত্র 'বজ ব্রজ গতৌ' ইত্যস্মাদ্ধাতোরুৎপন্নঃ কর্ম্মণি ঘঞন্তঃ (বাজশব্দঃ)। ততো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। প্রসবশব্দোঽপ্প্রত্যয়ান্তঃ। ততস্তত্র থাথাদিস্বরঃ। এবং সর্ব্বং যথাযোগ্য-মুন্নেয়ং॥" ইষে ত্বাদ্যা যজুর্ম্মন্ত্রাঃ কাচিৎকাচিদৃগীরিতা। তাসামৃচাং বিবিচ্যাথ বচ্মি চ্ছন্দোঽ-ববুদ্ধয়ে॥" সাবিত্রিয়র্চ্চা, অনুষ্টুভর্চ্চা, বৈশ্বদেব্যর্চ্চেতি ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ সর্ব্বযজুষাং মধ্যে সমাম্নাতা ঋচঃ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়ত্বিতি দ্বিপদা বিরাড্গায়ত্রী। আ প্যায়ধ্বমিতি মধ্যেজ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্। রুদ্রস্য হেতিরিত্যেকপদাত্রিষ্টুপ্। ধ্রুবা অস্মিন্নিত্যপি তদ্বৎ। প্রেয়মগাদিতি ত্রিষ্টুপ্। সহস্রবল্শা ইত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। উর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যেকপদা গায়ত্রী। সম্পৃচ্যধ্বমিতি গায়ত্রী। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বিতি গায়ত্রী। অবধূতমিত্যেকপদা গায়ত্রী। পরাপূতমিত্যপি। দীর্ঘামন্বিত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। যোনি বর্ম্ম ইত্যনুষ্টুপ্। সমাপো অদ্ভিরিত্যুপরিষ্টাদ্বৃহতী। অদ্ভ্যঃ পরীত্যেকপদা গায়ত্রী। অন্তরিতমিত্যেকপদা গায়ত্রী। দেবস্য সবিতুঃ সব ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী। পুরা ক্রূরস্যেত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। উদাদায়েতি ত্রিপদা ত্রিষ্টুপ্। আশাসানা সুপ্রজসত্বেত্যনুষ্টুভৌ। ইমং বি ষ্যামীতি ত্রিষ্টুপ্। সমায়ু ষেত্যনুষ্টুপ্। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বিতি গায়ত্রী। বীতিহোত্রমিতি গায়ত্রী। এতা অসদ-ন্নিত্যেকপদা ত্রিষ্টুপ্। অগ্নে বঙ্গ্বিত্যেকপদা গায়ত্রী। পাহি মাঽগ্ন ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী।

বাজস্ত মোদ্গ্রাভং চেত্যনুষ্টুভৌ। যং পরিধিমিতি পুরস্তাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্। সংস্রাবভাগা ইতি ত্রিষ্টুপ্। নন্বিতরেষামপি মন্ত্রাণামনেন ন্যায়েনাক্ষরমাত্রসংখ্যাবিশেষমুপজীব্য যৎকিঞ্চিচ্ছন্দঃ কল্প্যতামিতি চেন্ন। যজুষাং ছন্দঃকল্পনে শ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। তথা চ ব্রাহ্মণং পূর্ব্বমেবোদাহৃতং—"তত্রোভয়োর্মীমাংসা। জামি স্যাৎ। যদ্যজুষাহজ্যং যজুষাহপ উৎপুনীয়াৎ। ছন্দসাহপ উৎপুনাত্যজামিত্বায়" ইতি। তত্র যজুর্নির্বেধ্য ছন্দোহভিধীয়তে। ততো যজুষাং ছন্দো ন শ্রুতেরভিমতং। তথা সতি স্বশক্ত্যা কিঞ্চিন্মূতনং ছন্দঃ কল্পয়িতুং ন শক্যতে। কিং তু পূর্ব্বসিদ্ধসম্প্রদায়াগতং ছন্দোলক্ষণং যত্র যত্রাস্তি তস্যাং তস্যামৃচি ছন্দো জানীয়াৎ। ঋচামেব ছন্দোবিধানাৎ ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশোহনুবাকঃ ॥ ১৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে অধ্যস্যু এবং স্রুগ্বহন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে আধার পরিগৃহীত হইবার পর অর্থাৎ বেদীতে আধারস্থাপনান্তর অধ্বর্য্যু কি ভাবে যাগনিষ্পাদন করিবেন এবং কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে বেদিস্থিত সেই আধার-পাত্রে স্রুক বহন করিতে হইবে, ত্রয়োদশ অনুবাকে যথাক্রমে সেই পদ্ধতির বিবৃতি দেখি। তদনুসরণেই ভাষ্যকার অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যাদি নিষ্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি।

বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে ত্রয়োদশ অনুবাকে কড়িটী মন্ত্রের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে "বাজস্য···ব্যন্তাং" প্রভৃতি দুইটী মন্ত্রে স্রুকবহন, 'বসুভ্যস্ত্বা' প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যম তিনটী পরিধি অঞ্জন, 'অক্তং রিহাণা' এবং 'আপ্যায়তামাপ' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক এবং প্রস্তরগ্রাদি ধৌত করিতে হয়। 'মরুতাং পৃষতয়ঃ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরহোম, 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ, 'ধ্রুবাসি' মন্ত্রে ভূমিস্পর্শন, 'যং পরিধিং' প্রভৃতি মন্ত্রে মধ্যম প্রভৃতি পরিধিতে আহুতি দান এবং 'যজ্ঞানঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে হোমদ্বয় সম্পাদন। তার পর 'সংস্রাব' আহুতি প্রদানান্তর 'অগ্নে বাং' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক গ্রহণ করিয়া 'ধুরি' প্রভৃতি মন্ত্রে স্রুক-স্থাপন, 'অগ্নেহদব্ধায়ু' প্রভৃতি মন্ত্রে ফলীকৃত-হোম, তার পর 'দেবগাতুবিদো' প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টযজুঃ আহুতি প্রভৃতি—ত্রয়োদশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ বিনিয়োগ ও ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, আমাদের মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রে অন্তঃশত্রুনাশে আত্মোৎকর্ষ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তিই যে তৎপক্ষে প্রধান সহায়, তাহাতে সেই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত হইয়াছে। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে

মন্ত্রের অর্থ—'অন্নপ্রাপ্তির জন্য মুষ্টিবদ্ধ জুহূর উর্দ্ধগ্রহণে আমরাও উর্দ্ধগ্রহণ সম্পন্ন হউক; আর উপভৃৎকে নীচগ্রহণে আমার বৈরিসমূহ অধোগামী হউক। পরব্রহ্মদেব আমার উৎকর্ষ এবং বৈরিগণের নিকর্ষ সাধিত করুন। অনন্তর ইন্দ্রাগ্নী দেবতাদ্বয় আমার সপত্নদিগকে (শত্রুদিগকে) বিশেষভাবে স্বস্থানভ্রষ্ট করুন।' ভাষ্যকার বলেন—এই মন্ত্র-ব্যাখ্যানের পূর্ব্বে ইড়াভক্ষণাদি বিধি। প্রথমেই সে অনুষ্ঠান বিধেয়। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটীকে চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। চারিটী অংশেই ভগবৎসম্বোধনে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে সদ্ভাবসঞ্চয়ের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরমস্থান-প্রাপ্তির বিষয় সূচিত দেখিতে পাই। ফলতঃ, সদ্ভাব ও সৎকর্ম্মই সকলের মূলীভূত। তদ্দ্বারাই হৃদয়ের শত্রুসমূহ বিদূরীত হয়। শত্রু বিদূরিত হইলেই আত্মোৎকর্ষ-সাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখনই ভগবদারাধনায় সুফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, ভগবৎ-সম্বোধনে, জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্য-খ্যাপনে মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

তার পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটী অংশে পর পর পরিধিত্রয়কে জুহূ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে মধ্যম পরিধি, হে দক্ষিণ পরিধি, হে উত্তর পরিধি, বসু-দেবতার প্রীতির জন্য, রুদ্র-দেবতার প্রীতির জন্য এবং আদিত্যদেবতার প্রীতির জন্য তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছি। ভাব এই যে, পরিধিত্রয়কে অভিষিক্ত করিলে সবনত্রয়াভিমানী দেবগণ প্রীত হয়েন। 'অক্তং রিহাণা' এবং 'প্রজাং যোনিং' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহূতে, মধ্যভাগ উপভৃতে এবং মূলভাগ ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পক্ষিগণ এই ঘৃতলিপ্ত প্রস্তরাগ্রভাগ আস্বাদনপূর্ব্বক বিবিধ মার্গে গমন করুক। আমি যেন প্রজা এবং তৎকারণকে বিনষ্ট না করি। 'আপ্যায়ন্তাং...মরুতাং...' প্রভৃতি চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তরহোম অর্থাৎ নীচহস্তে প্রস্তর হইতে তৃণ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—'হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি মরুদ্দেবতার সম্বন্ধী বাহনরূপে বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ, বায়ু-বাহনের ন্যায় বেগে অন্তরিক্ষ-প্রদেশে গমন কর। স্বাধীনা অল্লতনু গো হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর ন্যায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর। স্বর্গপ্রাপ্তির পর, আমাদিগের জন্য ভূলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর। অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গে যাও অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধী ভাগসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গের তর্পণ কর।' ভাবার্থ এই যে,—'হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ! তুমি অন্তরিক্ষে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাহন মরুদ্গণকে তর্পণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বারিবর্ষণ কর। 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ করিতে হয়। কোনও মতে এই মন্ত্রে আত্মাকে স্পর্শ করিতে হয়, কোনও মতে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর-প্রহরণ বিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! যেহেতু আপনি আয়ুর পালক, সুতরাং আমার আয়ুকে আপনি পালন করুন। হে অগ্নিদেব! যেহেতু আপনি চক্ষুর পালক, সুতরাং আমার চক্ষুকে আপনি পালন করুন।' অর্থাৎ, প্রস্তর-প্রহরণ-জনিত আয়ুর ও চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর।'

মন্ত্র-কয়েকটীতে ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইল। বলা

বাহুল্য, ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ 'বসুভ্যস্ত্বা', দ্বিতীয় অংশ 'রুদ্রেভ্যস্ত্বা', তৃতীয় অংশ 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা।' মন্ত্রোক্ত এই তিনটী পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটী পরিধিকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোথাও 'পরিধি' শব্দের নাম গন্ধ বা তাহাকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিবার ভাব পাওয়া যায় না। 'অক্তং রিহাণা' প্রভৃতি তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই অথবা পাষাণ-বোধক ভাবের উদ্দীপক কোনও ভাবেরও আভাষ পাই না। অথচ ভাষ্যকার প্রস্তরের অগ্রভাগকে জুহুতে, মধ্যভাগকে উপভৃতে এবং মূলভাগকে ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন! পঞ্চম মন্ত্রেও প্রস্তরের সুম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। এ সকল ভাবকে বা শব্দকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—বহির্যজ্ঞের জন্য বাহ্য জড়ের সদ্ভাব সংস্থানের জন্য। মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ভাব এবং সকল মন্ত্রই, এইরূপ বাহ্য ব্যাপারের স্থূল উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্তই ভাষ্যকার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে মন্ত্রে যে ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে মন্ত্র-কয়েকটীর মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রসমূহে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ-সাধনের স্তর-পর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্ব্বভূতের আধার ও অধিপতি একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্রে বিবেক-বৈরাগ-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই দ্যোতনা করিতেছে। তমোময় নিদ্রিত মনকে যে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—'রে অবোধ অচেতন মন্! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?'—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শান্তি-সংযমের

নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'রুদ্রেভ্যস্ত্বা।' অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাঁহারই প্রীতিসাধন জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—'হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা' পদে সেই স্তরের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন! তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার'—এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—'হে মন! এখন তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন তোমার প্রতি ভগবান 'প্রেমা' রূপ পরমকরুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরমভক্ত ও প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই বলা হইয়াছে—'হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জ্বল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।' ষষ্ঠ মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মপালক ও পরমজ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনিই জীবের সৎকর্ম্মশীল জীবনের এবং জ্ঞানচক্ষুর পরিরক্ষক ও প্রতিপালক। আমার তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং কর্ম্ম-শক্তিরূপ যে পুণ্যজীবনের বিকাশ হইয়াছে, আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।' সাধনক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্য্যায় মনে করা যাইতে পারে। অগ্নিকে যখন শক্তিদাতা আয়ুর্দ্দাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্ণতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল, তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে

পর্য্যন্ত টান পড়িয়া গেল। যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি পালক, যখন তিনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক, যখন তিনি দূরদৃষ্টি-সম্পাদক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তি সঞ্চারক, যখন তিনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতা-বিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়? তখন অগ্নি নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার আরাধ্য।

পঞ্চম মন্ত্রে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়। কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের হেতুভূত; কর্ম্মই ভববন্ধনছেদক। এখন বিচার্য্য—যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন হয়, সে কর্ম্ম কোন্ কর্ম্ম। সংসারে এমন কি কর্ম্ম থাকিতে পারে, যে কর্ম্ম মানুষের ভববন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়? এখানে কর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কর্ম্মতত্ত্ব নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়। গীতা-শাস্ত্রে তাই ভগবান কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—'কোনটী কর্ম্ম, কোনটী অকর্ম্ম এবং কোনটী বিকর্ম্ম, এই বিষয় বুঝিতে বিবেকিজনও মোহাচ্ছন্ন হন। অতএব আমি তোমার নিকট কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি। সে তত্ত্ব অবগত হইলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।' এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন,—

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ। অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্ত কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

অর্থাৎ,—'শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম (অর্থাৎ বিকর্ম্ম) এবং তুষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম—এই তিনের সম্যক্ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য; কারণ, তৎসমস্তের নিগূঢ়ভাব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম্ম-মধ্যেও কর্ম্মহীনতা ও কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত। তাদৃশ ব্যক্তি আহার-বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তুতঃ যোগী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত।' এই ভগবদুক্তির মধ্যে কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—কোনটী কর্ম্ম আর কোনটী অকর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মুহ্যমান হন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। স্রোতোভিমুখে তরণী প্রবাহিতা; তীরস্থিত তরু-রাজি নিশ্চল। অথচ আরোহীর মনে হয়, যেন তরণী স্থির রহিয়াছে; আর তীরস্থিত তরু-রাজি বিপরীত দিকে চলিয়াছে। এইরূপ অতি দূরে একটী মানুষ চলিয়া যাইতেছে, অথচ দূর হইতে দর্শকের মনে হইতেছে,—পথিক যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতদুভয় ক্ষেত্রেই কর্ম্মবিষয়ে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত। যে গতিশক্তিবিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন বলিয়া মনে করিতেছে, আর যে গতিহীন মানুষের দৃষ্টিতে সে গতিশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এরূপ ভ্রান্তি পদেপদেই উপস্থিত হয়। সুতরাং ভগবান বলিয়াছেন,—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—এ বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না।

কর্ম্ম-তত্ত্ব দুরধিগম্য বলিয়াই কর্ম্মকে তিনটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভগবান বলিলেন,—'শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ-কর্ম্মের নাম—কর্ম্ম; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ-কর্ম্মের নাম—বিকর্ম্ম; এবং নিষ্কর্ম্ম বা কর্ম্মহীনতার নাম—অকর্ম্ম। এই কর্ম্ম বিভাগে সাধারণতঃ মনোমধ্যে একটী প্রশ্নের উদয় হয়। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু অকর্ম্মের

বা নিষ্কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের সত্ত্বা কোথায়? 'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দে কর্ম্ম-রাহিত্য বা তুষ্ণীম্ভাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সেখানে কর্ম্ম বা কর্ম্মের সত্ত্বা কিরূপে বুঝিতে পারি! শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকাকারগণ সে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন,—একটু অনুধাবন করিলে, কর্ম্মরাহিত্যের বা তুষ্ণীম্ভাবের মধ্যেও কর্ম্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—'আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব; আমরা কোনও কর্ম্ম করিব না; তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে আমরা দিন কাটাইব'; তখনও কি কর্ম্মাভাব উপস্থিত হয়? চুপ করিয়া থাকা, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা,—সেও কি এক প্রকার কর্ম্ম নহে? কর্ম্মের প্রকার-ভেদ হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থাও যে কর্ম্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে করি, আমি কিছু করিতেছি না; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকিলেই কর্ম্ম থাকিবেই। অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—'আমি; আমার কাজ আমি করিতেছি।' আবার অহঙ্কারাভিভূত ব্যক্তিরই মনে হয়,—'আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি; কর্ম্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।' ফলতঃ, কর্ম্ম না করার চেষ্টাতেও কর্ম্মের একটা সত্ত্বা আছে। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য ভাবের মধ্যেও কর্ম্ম দেখিতে পান। সুতরাং কোন্‌টী কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম, তাঁহারা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—যাঁহারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম, তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান; তাঁহারাই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, অর্থাৎ তাঁহাদের কোনও কর্ম্মই অবশিষ্ট নাই; তাঁহারাই মুক্তির অধিকারী।

কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয় করিতে হইলে, কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—তিনের সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ, বুঝিবার দোষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম অনেক সময় বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। যজ্ঞ বা দেব-পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু যজ্ঞে বা দেব-পূজায় যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, এমন ব্যক্তিও সময় সময় যজ্ঞ বা দেব-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠাতার মনে ধর্ম্ম-ভাব আদৌ নাই; অথচ, তাঁহার গৃহে লোক-দেখান-হিসাবে পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠাতার মনে দাম্ভিকতা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কর্ম্ম—বিকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ করা আর না করা উভয়ই সমান হইবে। এইরূপ, সংসার-ত্যাগী সাধু পুরুষ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন, এমন সময় দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তিনি চেষ্টা করিলে তখন অনায়াসে আশ্রিত ব্যক্তিকে দস্যুহস্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া,—'আমি কর্ম্মত্যাগী'—এই অহঙ্কারে তিনি যদি দস্যু-হস্ত হইতে আশ্রিতকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার তুষ্ণীম্ভাব-রূপ অকর্ম্ম নিশ্চয়ই বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইবে। শরণাগত আশ্রিত জনকে রক্ষা করা এবং বিপন্ন-জনের বিপন্মুক্তির পক্ষে যত্নপর হওয়া—ধর্ম্ম-কর্ম্ম। এ ক্ষেত্রে সেই ধর্ম্ম-কর্ম্মের অননুষ্ঠানে, তাঁহার অকর্ম্ম বিকর্ম্মত্বে পরিণত হইবে। এইরূপ অহিংসা কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। সত্য কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেখিতে পাই। তপস্বী কৌশিক সত্যপরায়ণ ছিলেন। দস্যু ভয়ে ভীত কয়েক জন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করে; এবং সমীপস্থ লতাকুঞ্জ মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

অনুসরণকারী দস্যুগণ বনমধ্যে কৌশিক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পলায়িত ব্যক্তি-গণের সন্ধান জানিতে চায়। কৌশিক দস্যুগণের নিকট মিথ্যা কহিতে সঙ্কুচিত হন। অপিচ, সত্যরক্ষার্থ দস্যুগণকে লুক্কায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়া দেন। তাহাতে লুক্কায়িত ব্যক্তিগণ দস্যুহস্তে নিহত হয়। ফলে, সত্য কহিয়াও কৌশিক সত্যকথনের ফলভাগী হইতে পারেন না। তাঁহার কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আর সেই বিকর্ম্মের ফলে কৌশিক নিরয়গামী হন। শাস্ত্রে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে। ব্যাধবালক একটী হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া প্রাণি-বধে তাহার স্বর্গলাভ হয়। সেখানে পশু-বধ-রূপ তাহার বিকর্ম্ম কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। কারণ, হিংস্র জন্তু বধ অধর্ম্ম নহে। এইরূপ প্রতি কার্য্যই বিচার-সাপেক্ষ। কর্ম্মাকর্ম্মের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ এতই গভীর সমস্যা-মূলক! কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম বিকর্ম্ম—শাস্ত্র প্রায়ই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সকলে সকল সময়ে সকল বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে অনেক সময় মানুষকে মুহ্যমান হইতে হয়।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম প্রভৃতির স্বরূপ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রধান সহায়। শাস্ত্র সেই জ্ঞান প্রদান করেন। গুরুর নিকটও এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয়। উভয়কে জানিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। আর তাহাতে সমর্থ হইলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হইবে, মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল লাভ করিতে পারিবেন। কর্ম্ম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করার তাৎপর্য্য ভক্তি। অর্থাৎ,—জ্ঞান সাহায্যে কর্ম্মাকর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, ব্রহ্মের প্রতি ভক্তিভাবে আকৃষ্ট থাকিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তিতে সেই কথাই বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদতত্ত্ব বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ। শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"

অর্থাৎ,—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ-সমূহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা-হেতু পরিতুষ্ট ও দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান বিহীনতা হেতু নিরবলম্ব। তিনি তাদৃশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কর্ম্মই করেন না। ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য-হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।

ফলতঃ, ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয়;—সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবৎ-প্রীতিকামনায় প্রযুক্ত কর্ম্মই—কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত

হইয়াছে,—"তৎকর্ম্মং হরিতোষং যৎ।" যে কর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই কর্ম্ম-সাধনেই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। এখন, ভগবানে সংশ্রবযুক্ত কর্ম্ম বলিতে আমরা কোন্ কর্ম্মকে বুঝি? কোন্ কর্ম্মে ভগবানকে লাভ করা যায়? শ্রীমদ্ভগবদ্দগীতায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—"মৎকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ,—সেই আমাকে পায়, যে আমার কর্ম্ম করে। যাহার সকল কর্ম্ম আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই আমায় লাভ করে।' সেই নিমিত্তই ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন,—যে কোন কর্ম্মই কর না কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।'

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

অন্যত্র আবার এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। সূর্য্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য; কিন্তু সূর্য্যরশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করিলে, তাহাতে দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে—সূর্য্যের শক্তিতে সেও শক্তিসম্পন্ন হয়। কর্ম্মও তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে। মন্ত্রে কর্ম্মক্ষয়কারী সেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্র মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সপ্তম—'ধ্রুবাসি'—মন্ত্রে এক অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। ভাষ্যমতে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে এখানে মনকে দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। মন যদি দৃঢ় হয়, মন যদি স্থির হয়, তাহা হইলে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দ্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে, সকল অভীষ্ট পূরণ হয়। মন্ত্রের তাই লক্ষ্য—'পরমার্থসাধন জন্য আমি যেন অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই।'

অষ্টম—'যং পরিধিং' প্রভৃতি—মন্ত্রের দ্বারা পরিধি-সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহাই হইল—ইষ্টিসংপূর্ত্তি। প্রথম পরিধিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি। সে মতে ভাষ্যের অর্থ হয়,—'হে আহবনীয় অগ্নিদেব! পাণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক সম্যক অবরুদ্ধ হইয়া অসুরগণের উপদ্রব-নাশের জন্য যে পরিধিকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনার প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি। এই পরিধি আপনার নিকট হইতে যেন অপগত হইতে না জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক)। অনন্তর দক্ষিণ ও উত্তর পরিধিদ্বয়কে "যজ্ঞস্য পাথ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দক্ষিণোত্তর পরিধিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞের ফলস্বরূপ অন্নকে প্রাপ্ত হও।'

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অগ্নিস্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি কখনই 'পণি' নামক বিশেষ কোনও অসুর কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন না। জ্ঞানাগ্নি রিপুশত্রুর দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অগ্নিকে জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া, 'পণি' পদকে রিপুশত্রুরূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগূঢ় সুসঙ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'পরিধি' পদে স্থূল বস্তুবিষয়ক বেষ্টনীকে অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পরিধির প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব-স্বরূপ ব্যবধায়ক ভিন্ন, স্থূল জড়াত্মিকা বেষ্টনী কখনই সুসঙ্গতরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপু-শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সাধক হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করেন। সাধক আপনার সেই প্রিয় সামগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।' সাধক যখন বিবেক-বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টান্বিত হন, রিপুকুল তখন তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে যত্নবান হয়,—কিছুতেই সেই জ্ঞানবহ্নিকে উদ্দীপিত হইতে দেয় না! তখন সাধক কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,—'হে দেব! হে অন্তরাত্মার প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা! আপনি একবার আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। দেখুন,—যে শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার পরম প্রিয়, যাহা কেবলমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছি। কিন্তু রিপুশত্রুকুল নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমায় রক্ষা করুন—ঘোর রিপুশত্রু-গণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।'

ভাষ্যকার 'পাথঃ' শব্দ 'অন্ন' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'পাথ' শব্দের অর্থে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে গ্রহণ করিলাম। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে দ্বিবচনান্তক 'উপসমিতং' ক্রিয়া পদ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা সাধনক্ষেত্রের দুই মুখ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি। অর্থ হয়,—'হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি, তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই (সৎকর্ম্মের সুফল-স্বরূপ) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হও।'

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধক-হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন তাঁহার ভাগ্যে পরম জ্যোতির সন্দর্শন সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন সাধক স্বীয় কর্ম্মকে ও ভক্তি-ভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে কর্ম্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে—অকর্ম্ম। যে ভক্তি জ্ঞানসমন্বিত নহে, সে ভক্তি অস্থায়ী। তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে বলিয়া থাকেন,—'হে আমার কর্ম্ম, হে আমার ভক্তিভাব, এখন তোমরা জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও।' তাঁহার শুদ্ধভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কর।' শুদ্ধ-সত্ব ও ভগবান যে অভিন্ন,—দ্বিতীয় অন্বয়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যেও সেই ভাবেরই আভাষ আছে। ভাষ্যে আছে,—'এষ তত্তোঽপরক্তো নৈব।'' ইহা হইতেই ঐ

অভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অন্বয়েও ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। সে ভাব এতৎপ্রসঙ্গে প্রথম অন্বয়ের বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে পূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর নবম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'সংস্রাবভাগাঃ' প্রভৃতি এই নবম মন্ত্রে ভাষ্যানুসারে সংস্রাবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এ মতে 'সংস্রাব' শব্দে বিলীন আজ্যকে বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা সংস্রব-ভাগী হউন, সেইরূপ সংস্রব অন্নের দ্বারা মহৎ অর্থাৎ সকলের আরাধনীয় হউন। এবং যে দেবগণ প্রস্তরে বর্ত্তমান, এবং যাঁহারা আস্তীর্ণ বর্হিতে সমাসীন,—সেই বিশ্বেদেবগণ মদীয় এই বাক্যকে সর্ব্বত্র বর্ণন করিতে করিতে (অর্থাৎ—এই যজমান সম্যক্ অর্চ্চনা করিতেছেন—এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত এবং হর্ষান্বিত হউন। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রস্থিত 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রস্তরস্থিত দেবগণ'! আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষ্যানুসারেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'প্রস্তরের ন্যায় স্থির-স্থাননিবাসী'। অর্থাৎ,—যে দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত স্থির দৃঢ় দুর্ভেদ্য হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতেই ঐ পদ দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আরও, 'পরিধেয়াশ্চ' এই পদের চ-কারটীকে ভাষ্যকার ভেদসূচক বলিয়া অর্থ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ। ইহাতে আমরা বলি,—চ-কারটী যদি ভেদসূচক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে, অর্থাৎ 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ পদ 'পরিধেয়াশ্চ' পদের গুণদ্যোতক মাত্র। 'পরিধি' শব্দের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবই একমাত্র দেবভাবের জনক।

'সংস্রাব' পদের অর্থ 'সিচ্যমান আজ্যশেষঃ' অর্থাৎ বিলীন আজ্য না ধরিয়া উহার প্রচলতি অর্থ 'সংসর্গ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'প্রস্তরবৎস্থিরস্থান-নিবাসী শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।' মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতদ্বৈধ নাই। তবে 'গৃণন্তঃ' পদের ভাবার্থ—'সমাদরে শ্রবণ করিয়া' গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদয়ে) উপবেশন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করুন।' একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—হৃদয়ে কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়-ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপু-বর্গের উপদ্রব-পরিশূন্য হয়, তখনই শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইয়া থাকে—দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের সংসর্গ-ভাগী হইয়া থাকে। অথবা আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হয়েন, অর্থাৎ আমাদিগের অভীষ্টপূরণেই হৃদয়ক্ষেত্রে তাহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের

সহিত দেবভাবসমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ তখনই শুদ্ধসত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে সাধকের সহিত সম্মিলিত হন। ইহাই হইল—মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

'অগ্নের্ব্বাং' প্রভৃতি দশম মন্ত্রে ভাষ্যকার জুহু এবং উপভৃৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—'হে জুহু ও উপভৃৎ! পৃথিবী অভিমানী অবিনশ্বর গৃহরূপ অগ্নির শকটরূপ স্থানে যজমানের সুখের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিতেছি। হে সুখ-স্বরূপ জুহু ও উপভৃৎ! তোমরা আমাকে সুখে স্থাপন কর। যজ্ঞভারবাহী বৃষদ্বয়কে (দম্পতীকে) রক্ষা কর।' আমরা এই মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। 'ধূর্য্যৌ পাতং' পদদ্বয়ে কোনও সম্বোধনের নাম গন্ধ নাই। এখানেও ভাষ্যকার জুহু ও উপভৃৎকে টানিয়া আনিয়াছেন। এবং 'ধূর্য্যৌ' পদে শকটবাহী বৃষদ্বয় অর্থ আমনন করিয়াছেন। অর্থ হইয়াছে,—'হে জুহু ও উপভৃৎ! তোমরা শকটবাহী বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর।' এবম্বিধ অর্থ কি সদ্ভাবের সূচনা করে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। আপস্তম্বের মতে শকটের পূর্ব্বভাগে স্রুক স্থাপন করিয়া যুগধুরকে প্রোক্ষণ করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা 'ধূর্য্য' শব্দের প্রকৃতার্থ অনুসরণে 'সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুই জন—জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে? তাই এখানে জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা আমার সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুই জন, জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন।' জ্ঞান ও ভক্তিকে, মন্ত্রের প্রথমাংশে, অবিনশ্বর-নিবাসহেতুক ভগবানে নিয়োজিত করা হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন ভগবানে ন্যস্ত করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে অনন্যা-ভক্তি এবং দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যাইতে পারে। সেই দিব্য বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্যা-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জ্ঞান ও সেই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকাশ পাইয়াছে।

একাদশ মন্ত্র—ফলীকরণ মন্ত্র। তণ্ডুল হইতে মলিনাংশ অপনীত করাকে ফলীকরণ কহে। 'অগ্নে অদব্ধায়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে 'স্রুক্' গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ হয়,—যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাকারী, অতিশয় ব্যাপক গার্হপত্য নামক হে অগ্নি! আমাদিগকে বজ্র হইতে রক্ষা কর অর্থাৎ শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর; বন্ধন-হেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর; যাগাদির অধিকারের বিরোধী দুষ্টবস্তু ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর; অসৎকর্ম্ম পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা কর; আমাদের হবিঃস্বরূপ অন্নকে বিষরহিত কর; সম্যক্ অবস্থান যোগ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর, অথবা গৃহে স্থিত আমাদিগের অন্নকে বিষরহিত কর। আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক।' 'স্বাহা' শব্দ দেবোদ্দেশ্যে হবির্দ্দান কল্পে প্রযুক্ত হয়। আদর প্রদর্শন জন্য ঐ শব্দের প্রয়োগ। এখানেও দেবগণকে সমাদর পূর্ব্বক হবির্দ্দান জন্য এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি। যে সকল রিপুশত্রু সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা

জানান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী সর্ব্বব্যাপক দেবতা, আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।' শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র—কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? আমরা বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য রিপুশত্রুগণের যে প্রবল প্রচেষ্টা, তাহাই তাহাদিগের বজ্রবৎ কঠিন অস্ত্র-প্রয়োগ। অন্য প্রার্থনা—'বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।' মায়া যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সাধক যখন মায়ার করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করার পথও সুগম হইয়া আসে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রধান মত। মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎ-সাযুজ্য-প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরূপে মন্ত্রাভ্যন্তরস্থিত এক একটী প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—সাধক অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে মানসচক্ষে যাহাদিগকে সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরূপ প্রার্থনার পর শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'সুষদা যোনৌ'। আমরা এস্থলে 'যোনৌ' শব্দের লক্ষ্য—সেই একমাত্র বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করি। অর্থাৎ সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা—আমাকে পরব্রহ্মে লীন করুন।'

দ্বাদশ (দেবা গাতুবিদো) বা শেষ মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। এ মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'হে মার্গবিৎ দেবগণ! যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে আপনারা যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, পুনরায় আপনারা সেই মার্গ বা পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন।' এইরূপে দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মনসম্পতি দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়,—'দেবযজন বিষয়ে মনের প্রবর্ত্তক হে মনসম্পতি পরমেশ্বর! এই যজ্ঞ আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; আপনি এই যজ্ঞকে দেবগণে এবং সর্ব্বক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বায়ু-দেবতাতে স্থাপন করুন। এই আজ্য সুহুত হউক।' ইহাই হইল ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

আমরা এই মন্ত্রটীকে অতি উচ্চভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি। একটু স্থির-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন,—এই মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান্ উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক প্রথমতঃ দেবভাবনিবহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে দেবভাবনিবহ! আপনারা যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিজ্ঞ। আমাদের সৎকর্ম্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।' ইহাতে দুই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবেই অনুষ্ঠিত হউন না কেন,—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি স্বনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ঐকান্তিকতা, কর্ম্মফলত্যাগ প্রভৃতি নিষ্কাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক কহিতেছেন,—'হে দেব, আমার কর্ম্ম যেন প্রাণ মনের একতা অবস্থায় সাধিত হয়। আমি সকল কর্ম্মফল

আপনাতে সমর্পণ করিতেছি। আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।' 'বায়ুতে মিশাইয়া দেন' বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়। বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্ব্বত্রগ। বায়ু বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মিলিত হইলে—আপনি আমার এই ন্যস্ত কর্ম্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্ম্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্ম্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্ম্মফল ইচ্ছা করি না। হে দেব! আপনি এই কর্ম্মফলকে বায়ুর ন্যায় অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।' ইহার অপেক্ষা আর উদার নিষ্কাম মহৎ কামনা—মহৎ প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, অনুবাকের উপসংহারে সাধক "সর্ব্বকর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তি-মাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং"—ভগবানে সকল কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—কর্ম্মফল-ত্যাগই প্রধান ধর্ম্ম। কর্ম্মফল ত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

ভগবান সেই সর্ব্বকর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন। 'কায়েন মনসা বাচা'—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে আর ভাবনা থাকে কি? মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া কায়মনোবাক্যে—সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; সকল দুঃখের অবসান হইবে, সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে,—মন্ত্রে এই উদ্বোধনাই বর্ত্তমান॥ * (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১৩অনুবাক)॥

চতুর্দ্দশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ।)

(১) উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্।

---

* এই অনুবাকের কয়েকটী মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় একটু রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সেই মন্ত্র কয়েকটী; যথা,—(১) 'বসুভ্যস্ত্বা' প্রভৃতি; (২) 'অক্তং রিহাণাঃ' প্রভৃতি; (৩) 'আয়ুষ্পা' প্রভৃতি; (৪) 'যং পরিধিং' ইত্যাদি; (৫) 'সংস্রাবভাগাঃ' প্রভৃতি; (৬) 'অগ্নেঽদব্ধায়ঃ' প্রভৃতি; (৭) 'দেবা গাতুবিদো' প্রভৃতি।

(২) অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্ম্মণা।

(৪) শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্। উভা

হি বাং সুহবা জোহবীমি তা বাজং সদ্য উশতে ধেষ্ঠা।

(৫) বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি।

(৬) পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্।

স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা।

(৭) ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং

পোষয়িত্বা স নঃ মৃড়াতীদৃশে।

(৮) ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।

মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু।

(৯) অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

(১০) আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্।

অগ্নির্ব্বিদ্বান্‌ৎস যজাৎ সেদু হোতা সো

অধ্বরান্‌ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি।

(১১) যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো। মহিষীব

ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে।

(১২) অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্‌ৎস্বস্তিভিরিতি দুর্গাণি

বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী ভবা

তোকায় তনয়ায় শং যোঃ।

(১৩) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ।

(১৪) যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।

অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দ্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) উভা। বাম্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। আহুবধ্যৈ। উভা। রাধসঃ। সহ।

মাদয়ধ্যৈ। উভা। দাতারৌ। ইষাম্। রয়ীণাম্। উভা।

বাজস্য। সাতয়ে। হুবে। বাম্।

(২) অশ্রবম্। হি। ভূরিদাবত্তরেতি ভূরিদাবৎ—তরা। বাম্। বিজামাতুরিতি

বি—জামাতুঃ। উত। বা। ঘ। স্যালাৎ। অথ। সোমস্য। প্রযতীতি প্র—যতী।

যুবভ্যামিতি যুব—ভ্যাম্।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। স্তোমম্। জনয়ামি। নব্যম্। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী।

নবতিম্। পুরঃ। দাসপত্নীরিতি দাস—পত্নীঃ। অধূনুতম্। সাকম্। একেন। কর্ম্মণা।

(৪) শুচিম্। নু। স্তোমম্। নবজাতমিতি নব—জাতম্। অদ্য। ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—

অগ্নী। বৃত্রহণেতি বৃত্র—হনা। জুষেথাম। উভা। হি। বাম্। সুহবেতি

সু—হবা। জোহবীমি। তা। বাজম্। সদ্যঃ। উশতে। ধেষ্ঠা।

(৫) বয়ম্। উ। ত্বা। পথঃ। পতে। রথম্। ন। বাজসাতয় ইতি বাজ—সাতয়ে।

ধিয়ে। পূষন্। অযুজ্মহি।

(৬) পথস্পথ ইতি পথঃ—পথঃ। পরিপতিমিতি পরি—পতিম্। বচস্যা। কামেন। কৃতঃ।

অভীতি। আনট্। অর্কম্। সঃ। নঃ। রাসৎ। শুরুধঃ। চন্দ্রাগ্রা ইতি চন্দ্র—

অগ্রাঃ। ধিয়ংধিয়মিতি ধিয়ং—ধিয়ম্। সীষধাতি। প্রেতি। পূষা।

(৭) ক্ষেত্রস্য। পতিনা। বয়ম্। হিতেন। ইব। জয়ামসি। গাম্। অশ্বম্।

পোষয়িত্নু। এতি। সঃ। নঃ। মৃড়াতি। ঈদৃশে।

(৮) ক্ষেত্রস্য। পতে। মধুমন্তমিতি মধু—মন্তম্। ঊর্ম্মিম্। ধেনুঃ। ইব।

পয়ঃ। অস্মাসু। ধুক্ষ্ব। মধুশ্চুতমিতি মধু—শ্চুতম্। ঘৃতম্। ইব।

সুপূতমিতি সু—পূতম্। ঋতস্য। নঃ। পতয়ঃ। মৃড়য়ন্তু।

(৯) অগ্নে। নয়। সুপথেতি সু—পথা। রায়ে। অস্মান্। বিশ্বানি। দেব।

বয়ুনানি। বিদ্বান্। যুযোধি। অস্মৎ। জুহুরাণম্। এনঃ। ভূয়িষ্ঠাম্। তে।

নমউক্তিমিতি নমঃ—উক্তিম্। বিধেম।

(১০) এতি। দেবানাম্। অপীতি। পন্থাম্। অগন্ম। যৎ। শক্নবাম। তৎ।

অন্বিতি। প্রবোঢ়ুমিতি প্র—বোঢ়ুম্। অগ্নিঃ। বিদ্বান্। সঃ। যজাৎ। সঃ।

ইৎ। উ। হোতা। সঃ। অধ্বরান্। সঃ। ঋতূন্। কল্পয়াতি।

(১১) যৎ। বাহিষ্ঠম্। তৎ। অগ্নয়ে। বৃহৎ। অর্চ্চ। বিভাবসো ইতি বিভা—

বসো। মহিষী। ইব। ত্বৎ! রয়িঃ। ত্বৎ। বাজাঃ। উদিতি। ঈরতে।

(১২) অগ্নে। ত্বম্। পারয়। নব্যঃ। অস্মান্। স্বস্তিভিরিতি স্বস্তি—ভিঃ।

অতীতি। দুর্গাণীতি দুঃ—গানি। বিশ্বা। পূঃ। চ। পৃথ্বী। বহুলা।

নঃ। উর্ব্বী। ভব। তোকায়। তনয়ায়। শম্। যোঃ।

(১৩) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেবঃ। এতি।

মর্ত্ত্যেষু। আ। ত্বম্। যজ্ঞেষু। ঈড্যঃ।

(১৪) যৎ। বঃ। বয়ম্। প্রমিনামেতি প্র—মি নাম। ব্রতানি। বিদুষাম্।

দেবাঃ। অবিদুষ্টরাস ইত্যবিদুঃ—তরাসঃ। অগ্নিঃ। তৎ। বিশ্বম্। এতি।

পৃণাতি। বিদ্বান্। যেভিঃ। দেবান্। ঋতুভিরিত্যৃতু—ভিঃ। কল্পয়াতি॥ ১৪॥

* * *

মন্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'উভা' (উভৌ) 'আহুবধ্যা' (আহুবধ্যৈ, আহ্বাতুমিচ্ছামি ইতি শেষঃ); 'উভা' (যুবাং উভৌ) 'রাধসঃ সহ' (হবির্লক্ষণেন ধনেন সহ, অস্মাকং আরাধনয়া সহ ইতি ভাবঃ) 'মাদয়ধ্বৈ' (মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা সঙ্কল্পয়িস্যে ইতি শেষঃ); যতঃ 'উভা' (উভৌ যুবাং) 'ইষাং' (ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানাং অন্নানাং ইতি যাবৎ) 'রয়ীণাং' (পরলোকে পরমার্থ-প্রদানাং ধনানাং ইতি ভাবঃ) 'দাতারা' (দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ) ভবথ ইতি শেষঃ। অতঃ 'উভা' (উভৌ) 'বাং' (যুবাং) 'বাজস্য' (ইহলোকে শক্তিজ্ঞানপ্রদস্য পরলোকে পরমার্থপ্রাপকস্য ইতি ভাবঃ) 'সাতয়ে' (লাভায়, দানায় বা) 'হুবে' (আহ্বয়ামি)। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইন্দ্রাগ্নীরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতং। শক্তিজ্ঞানঞ্চ অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

২। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ! 'বাং' (যুবাং) 'ভূরিদাবত্তরা' (প্রকৃষ্টদান-শীলৌ ইত্যর্থঃ) 'অশ্রবং হি' (ইত্যেবং অশ্রৌষং, শৃণোমি বা); 'উত বা' (অপিচ) 'বিজামাতুঃ' (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদয়িতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ) 'স্যালাৎ' (শালাৎ, গৃহাৎ, হৃদয়াৎ ইতি ভাবঃ) 'ঘা' (রিপূণাং হন্তারৌ ভবথঃ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ!) 'যুবভ্যাং' (যুবাভ্যাং) 'সোমস্য' (সত্বভাবস্য—অংশঃ ইতি যাবৎ) 'প্রযতী' (উৎসর্গায়) 'নব্যং' (অভিনবং—চিরনূতনং ইতি ভাবঃ) 'স্তোমং' (স্তোত্রং—মন্ত্রং) 'জনয়ামি' (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং দেবমাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। তাৎপর্য্যার্থঃ—দেবৌ পরমদাতারৌ শত্রুনাশকৌ চ। হৃদি তয়োঃ প্রতিষ্ঠার্থং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ।

৩। 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'দাসপত্নীঃ' (সৎকর্ম্মণাং উপক্ষয়িতৃণাং শত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'অধুনুতং' (অধ্যুষিতং ইত্যর্থঃ) 'নবতিং' (বহু-সংখ্যাকং) 'পুরঃ' (গৃহং), অথবা 'নবতিং পুরঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশত্রুপরি-

বেষ্টিতং অস্মাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়িত্বা নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপং গৃহং রক্ষসি পালয়সি চ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ)। তস্মাৎ 'কর্ম্মণা (শত্রুনাশরূপেণ মহৎ কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ইতি ভাবঃ) 'একেন' (অদ্বিতীয়ত্বেন, অদ্বিতীয়ৌঃ যুবাং ইতি যাবৎ) 'সাকং' (যুবয়োঃ মহিমানং পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অশেষমহিমান্বিতৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অত্র ভগবতঃ মহিমা প্রদর্শয়তি। সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদকঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু বিদ্যমান্ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বান্ সৎকর্ম্মসু নিয়োজয়তি। তস্মিন্ কর্ম্মণি শত্রুনাশং সম্ভবতি। এবং সতি শত্রুনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্ত্তিং প্রখ্যাপয়তি ভগবন্তং চ প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ।

৪। 'বৃত্রহণা' (সর্ব্বশত্রুনাশকৌ হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ!) যুবাং 'অদ্য' (অস্মিন দিনে, সর্ব্বস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাভিরনুষ্ঠিতে অস্মিন কর্ম্মণি—সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'শুচিং' (প্রকৃষ্টং বিশুদ্ধং, যদ্বা—ভক্তিসহযুতং ইতি ভাবঃ) 'নবজাতং' (চিরনূতনং) 'স্তোমং' (স্তুতিং, সদ্ভাবসমন্বিতং সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'জুষেথাং' (গৃহ্ণীতং)। 'বাং' (যুবাং) 'উভে' (উভৌ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সুহবা' (প্রকৃষ্টহবির্দ্দায়কৌ, সদ্ভাব-প্রবর্দ্ধকৌ ইত্যর্থঃ) ভাতং ইতি শেষঃ। অতঃ যুবাং উভৌ 'জোহবীমি' (পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠায়ামি ইত্যর্থঃ)। 'তা' (তৌ উভৌ যুবাং) 'উশতে' (মোক্ষকামিনে সাধকায়,—তস্য মঙ্গলসাধনায় ইত্যর্থঃ। 'সদ্যঃ' (নিত্যকালং ত্বরয়া বা) 'বাজং' (অভীষ্টং—শ্রেষ্ঠং পরমার্থং ইতি ভাবঃ) 'ধেষ্ঠা' (বিধায়তং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ করুণাং বিনা কোঽপি তৎপ্রসাদং লব্ধুং ন শক্নোতি। অতি অভাজনোঽপি যদি ভগবদনুসারী ভবেৎ নিশ্চিতমেব সঃ পরিত্রাণং লভতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানেন কর্ম্মশক্ত্যা চ সর্ব্বশক্তে-রাধারস্য ভবগতঃ করুণাং লব্ধ্বা পরাগতিং প্রাপ্স্যামঃ ইতি সঙ্কল্পঃ।

৫। 'পথস্পতে' (সন্মার্গপালক, সৎপথি প্রবর্ত্তক বা ইত্যর্থঃ) 'পূষন্' (পোষক, সদ্ভাবপোষক হে দেব দেবভাব বা!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'বাজসাতয়ে' (পরমধন-প্রাপ্তয়ে) 'ধিয়ে' (সদ্বুদ্ধিলাভায়, আত্মজ্ঞানজননায়) অথবা 'বাজসাতয়ে' (পরমধন-প্রাপকে) 'ধিয়ে' (সৎকর্ম্মণি) 'রথং ন' (রথমিব সংবাহকঃ পরিত্রাণকারকঃ—যদ্বা ভগবৎ-প্রাপকঃ যথা ভবসি তথা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অযুজ্মহি' (নিয়োজয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মো-দ্বোধকঃ। মম কর্ম্ম যথা পরমার্থপ্রাপকং ভবতি তথা তং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) 'পথস্পথঃ' (সর্ব্বস্য শোভনমার্গস্য) 'পরিপতিং' (অধিপতিং, শ্রেষ্ঠ-পথপ্রদর্শকং ইত্যর্থঃ) 'অর্কং' (সর্ব্বদ্রষ্টারং, সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) তং দেবং দেবভাবং বা 'কামেন' (কর্ম্মফলদানেন, তমুদ্দিশ্য কর্ম্মফলং সমর্পয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'কৃতঃ' (কর্ম্মফলসমর্পণেচ্ছয়া প্রেরিতঃ অহং) 'বচসা' (জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন স্তোত্রেণ কর্ম্মণা বা) 'অভ্যানট্' (অভিব্যাপ্তবানস্মি, প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। কর্ম্মফলপ্রদানেন ভগবৎসম্মিলনলাভঃ অত্র সূচয়তি। ভাবার্থঃ—সর্ব্বকর্ম্ম-ফলং ভগবতি সংন্যস্য অহং তদনুগ্রহং লভেয়ং।

(খ) অপিচ, 'সঃ' (সঃ চ সন্মার্গপালকঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শুরুধঃ'

(শত্রুপ্রতিবন্ধকং) 'চন্দ্রাগ্রাঃ' (চন্দ্রবৎ পরমানন্দসাধকং ইত্যর্থঃ) 'রাসৎ' (পরমধনং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। অথবা, 'সঃ' (সঃ চ পোষকঃ ভগবান—তদনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শুরুধঃ' (শত্রুপ্রতিবন্ধকঃ) 'চন্দ্রাগ্রাঃ' (চন্দ্রবৎ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্ব ইতি যাবৎ) 'রাসৎ' (পরমধনপ্রাপকঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ সঃ 'পুষা' (সদ্ভাবপোষকঃ দেবঃ) 'ধিয়ং ধিয়ং' (অস্মদীয়ং সর্ব্বং সৎকর্ম্ম প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 'সীষধাতি' (প্রসাধয়তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্ম সুফলসমন্বিতং ভবতু। অস্মান্ সৎপথি প্রবর্ত্তয়িত্বা সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রুপ্রতিবন্ধকং পরমানন্দপ্রদং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৭। 'হিতেনেব' (সর্ব্বপ্রাণিনিতায়, বিশ্বহিতকামনয়া উদ্বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ বয়ং ইতি যাবৎ) 'ক্ষেত্রস্য পতিনা' (হৃদ্‌রূপস্য ক্ষেত্রস্য স্বামিনঃ ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) 'গাং' (জ্ঞানজ্যোতিং) 'অশ্বং' (কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'জয়ামসি' (জয়ামঃ, লভাম ইত্যর্থঃ)। 'সঃ' (সঃ ক্ষেত্রস্য পতিঃ পরব্রহ্মঃ ইতি ভাবঃ) 'পোষয়িত্বা' (সদ্ভাবাদিভিঃ প্রবর্দ্ধয়িত্বা) 'ঈদৃশে' (জ্ঞানশক্তিদানেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মৃড়াতি' (সুখয়তি, পরমসুখং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং জ্ঞানং কর্ম্মশক্তিং চ অস্মাকং পরমসুখহেতুভূতৌ ভবতং ইতি ভাবঃ।

৮। 'ক্ষেত্রস্য পতে' (হৃদ্‌রূপস্য আধারক্ষেত্রস্য স্বামিন্ হে ভগবন্!) 'ধেনুঃ পয়ঃ ইব' (ধেনুঃ যথা পয়ঃ দোগ্ধি তথা) ত্বং 'অস্মাসু' (প্রার্থনাপরায়ণেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) 'মধুশ্চুতং' (মধু ইব মুহুর্ম্মুহুক্ষরণশীলং, মধুস্রাবি ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতমিব সুপূতং' (ঘৃতমিব কলুষরহিতং বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) মধুমন্তং' (পরমানন্দপ্রদং) 'উর্ম্মিং' (শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহং) 'ধুক্ষ্ব' (দোগ্ধি, সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, হে ভগবন্! 'ঋতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'পতয়ঃ' (অনুষ্ঠাতারঃ অস্মান্ ইতি যাবৎ) 'মৃড়য়ন্তু' (সুখয়তু,—নিত্যমস্মান্ রক্ষতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ করোতু এবং সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সুখহেতুভূতঃ ভবতু।

৯। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্!) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দেব' (দানাদিগুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধসত্ত্বজনকানি) 'বয়ুনানি' (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কর্ম্মমার্গান্ ইত্যর্থঃ) 'বিদ্বান্' (জানানঃ, বেদয়িতারঃ—সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) 'রায়ে' (পরমধনদানায়) 'সুপথা' (শোভনমার্গেণ) 'নয়' (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ)। ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি। সঃ ভগবান অস্মান্ সন্মার্গেণ পরিচালয়তু সৎকর্ম্মণি চ নিযোজয়তু ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'অস্মৎ' (মত্তঃ, মদনুষ্ঠিতেভ্যঃ আরব্ধকর্ম্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'জুহুরাণং' (কুটিলীকর্ত্তুমিচ্ছন্, অভিলষিতক্রিয়াবিঘাতকং ইতি যাবৎ) 'এনং' (পাপং) 'যুযোধি' (বিযোজ, পৃথক্‌কুরু ইত্যর্থঃ)। কিঞ্চ হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং, ভবৎপ্রীত্যর্থং) 'ভূয়িষ্ঠং' (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) 'নম উক্তিং' (নমস্কর্ম্মণা সহযুতং স্তুতিবাক্যং) 'বিধেম' (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ)। ন হি সৎকর্ম্মবাধকানাং

প্রমাণং অস্তি। প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সর্ব্বে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং সৎকর্ম্মণঃ বিরোধিনঃ অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয় সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ।

১০। 'দেবানাং' (দেবভাবানাং স্বভূতং ইত্যর্থঃ) 'পন্থাং' (শোভনমার্গং) 'অপি' 'যৎ' (যথা) 'অগন্ম' (প্রাপ্তবন্তঃ ভবেম, প্রাপ্নয়াম ইত্যর্থঃ) তথা বয়ং 'শকবাম' (শকুমঃ, সমর্থাঃ ভবাম)। যেন কর্ম্মসম্পাদনেন বয়ং দেবান প্রাপ্নুম, 'তৎ' (তৎ কর্ম্ম) 'অনু' (অনুক্রমেণ, প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ভক্তিসমন্বিতেন চিত্তেন অবিচ্ছেদেন চ ইতি ভাবঃ) 'প্রবোঢুং' (প্রকর্ষেণ সমাপ্তিং প্রাপয়িতু সম্পাদয়িতুং বা সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি ইতি শেষঃ। তদনন্তরং 'বিদ্বান্' (তং পন্থানং জানানঃ, বেদয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) সঃ 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান) 'যজাৎ' (দেবানাং প্রীতিসাধকং দেবযজনং বিজ্ঞাপয়তু ইতি ভাবঃ)। 'সেৎ উ' (সঃ খলু জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবজনয়িতা ইতি ভাবঃ) ভবতি; অতঃ 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'ঋতূন্' (যজ্ঞান্, সৎকর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'অধ্বরান' (হিংসারহিতান্, শত্রোরুপদ্রবরহিতান্) 'কল্পয়াতি' (করোতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্পঃ শেষার্দ্ধে প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদেব অস্মান্ সৎপথি প্রবর্ত্তয়তু। তদনুগ্রহেণ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বিনাশং যান্তু। তেন সৎকর্ম্ম-সাধনেন বয়ং পরমাভীষ্টং লভেম।

১১। 'যৎ' (সৎকর্ম্ম) 'বাহিষ্ঠং' (বোঢ়ৃতমং, সদ্ভাববৰ্দ্ধকং ভগবৎপ্রীতিসাধকং চ) 'তৎ' (তৎ সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) সম্পা-দয়িতুমর্হতি। 'বিভাবসো' (পরমধনাধিপতে হে ভগবন্!) অস্মভ্যং 'বৃহৎ' (শ্রেষ্ঠধনং) 'অর্চ্চ' (প্রযচ্ছ)। 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'মহিষী' (মহতী, পরমার্থদায়কং) 'রয়িঃ' (ধনং) 'উদীরতে' (উদ্‌গচ্ছতি); অপিচ, 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'বাজা' (অন্নানি, বলপ্রাণরূপাণি ইতি ভাবঃ) উদ্‌গচ্ছতি ইতি শেষঃ। ভগবান সর্ব্বেষাং অধীপঃ পরমধনবিধাতা। যঃ যৎ কাময়তি, ভগবদনুগ্রহেণ সঃ তৎ প্রাপ্নোতি। ভগবতঃ মহিমহিম্নঃ পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ।

১২। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান উপাসকান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'পারয়া' (ভবাব্ধিপারে—নয়তু ইতি ভাবঃ)। 'নব্যঃ' (চিরনূতনৈঃ স্তুতিভিঃ) অপিচ 'স্বস্তিভিঃ' (অত্যন্তং পূজিতৈঃ যজ্ঞাদিসাধনৈঃ—অস্মাভিঃ স্বনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) পরিতুষ্টঃ সন্ 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'দুর্গাণি' (দুর্গমনানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) 'অতি পারয়' (অতিক্রাময়—অস্মান্ ইতি ভাবঃ)। কিঞ্চ ভবদনুগ্রহেণ 'নঃ' (অস্মাকং) 'পূঃ' (শত্রোরবরোধকং দুর্গং—সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'পৃথ্বী' (পৃথুতরং—বহুলং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'নঃ' (অস্মাকং) 'উর্ব্বী' (নিবাসস্থানং—পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) বিস্তীর্ণং ভবতু। কিঞ্চ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'তোকায় তনয়ায়' (সদ্ভাববর্দ্ধনায় ইতি ভাবঃ) 'শং যোঃ' (সুখসম্বন্ধযুতঃ) 'ভবা' (ভবতু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান অস্মাকং মঙ্গলং বিধায়তু অস্মান্ প্রতি করুণাং প্রকাশয়তু ইতি ভাবঃ।

১৩। 'অগ্নে' (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) 'ত্বং দেবঃ' (দ্যোতামানস্ত্বং, স্বপ্রকাশস্ত্বং) 'আ

মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'ত্বং আ' (ত্বং সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) 'ঈড্যঃ' (পূজিতব্যো ভবসি)। সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিদ্যতে ইতি ভাবঃ।

১৪। 'অবিদুষ্টরাসঃ' (ভগবৎকর্ম্মানভিজ্ঞাঃ অকিঞ্চনাঃ ইতি ভাবঃ) বয়ং (শরণাগতাঃ উপাসকাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মকাং সম্বন্ধি) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি—কর্ম্মসু ইতি যাবৎ) 'বিদুষাং' (ভবতাং জানতাং কিন্তু অস্মাকং অজানতাং ইতি ভাবঃ) 'যৎ' (যৎকিঞ্চিৎ) 'প্রমিণাম' (প্রহিংসিতবন্তঃ—প্রত্যবায়ং সংজনয়াম, ত্রুটিবিচ্যুতিং সজ্ঘটয়াম ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান্' (এতৎসর্ব্বং জানানঃ—সর্ব্বজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানময়ঃ ভগবান) 'তৎ' (স্বিষ্টকৃতং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং কর্ম্মজাতং প্রত্যবায়ং ত্রুটিবিচ্যুতিং চ ইতি ভাবঃ) 'আ পৃণাতি' (সর্ব্বপ্রকারেণ পূরয়তু)। অকিঞ্চনাঃ বয়ং অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ ভগবৎকর্ম্মসু যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যবায়ং ত্রুটিবিচ্যুতিং সংঘটয়ানি, ভগবান তৎ সর্ব্বং ফলসমন্বিতং পরিপূর্ণং করোতু ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'যেভিঃ' 'ঋতুভিঃ' (যেষু কর্ম্মসু যদপি অঙ্গহানিং ভবতি ইতি যাবৎ) 'দেবান' (সর্ব্বে দেবাঃ) তৎসর্ব্বং আপূরয়তু ইতি শেষঃ। অয়ং মন্ত্রঃ প্রত্যবায়পরিহারমূলকঃ। প্রত্যবায়েঽপি ভগবদনুগ্রহেণ কর্ম্ম ফলসমন্বিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়ক হে ইন্দ্রাগ্নীদেবতা! আপনাদের উভয়কে আহ্বান করিতে (পূজা করিতে) ইচ্ছা করিয়াছি; আপনাদিগের আরাধনারূপ ধনের দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; আপনারা উভয়ে ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদ অন্নের এবং পরলোকে পরমার্থপ্রদ ধনের দাতা হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কেই, জয়-দানের জন্য আহ্বান (পূজা) করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক ইন্দ্রাগ্নীদেবদ্বয় পরিতৃপ্তিলাভ করুন এবং আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন)

২। শক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা প্রকৃষ্টদানশীল—এইরূপ শুনিয়াছি বা শুনিতে পাই; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাদয়িতা হইতে অর্থাৎ বিশিষ্টধনপ্রদাতা হৃদয়রূপ গৃহ হইতে আপনারা রিপুশত্রুদিগের হন্তারক হয়েন। অনন্তর অর্থাৎ আপনারা তাদৃশ গুণোপেত জানিয়া, জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের জন্য সত্ত্বভাবের অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি, প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছি। (এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক। প্রার্থনামূলক

এবং সঙ্কল্পসূচক। তাই প্রার্থনা এই যে,—দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রু-নাশক; হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি)।

৩। জ্ঞান ও শক্তি-দায়ক হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের উপক্ষয়িতা (প্রতিবন্ধক) শত্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শত্রুপুরীকে (ভাব এই যে,—নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য-শত্রুপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে) সকল শত্রুনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন করেন। শত্রুনাশরূপ কর্ম্মের দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয় আপনারা উভয়েই অশেষ মহিমান্বিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল কর্ম্মের মধ্যে বিদ্যমান সৎকর্ম্মসম্পাদক পরমেশ্বর সকলকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। তাহাতে সৎকর্ম্মসাধনে শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। শত্রুনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের অশেষ কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়া থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন)।

৪। সর্ব্বশত্রুনাশক হে শক্তিজ্ঞানদায়ক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বকালে আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম্মে (প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তিসংযুত সকল সৎকর্ম্মে) চিরনূতন স্তুতি বা প্রার্থনা (সদ্ভাবসমন্বিত সৎকর্ম্ম) গ্রহণ করুন (সম্পাদন করুন)। হে দেবদ্বয়! আপনারা উভয়েই প্রকৃষ্ট হবির্দ্দায়ক অর্থাৎ সদ্ভাবপ্রবর্দ্ধক হয়েন। অতএব আপনাদের উভয়কে পূজা (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করিতেছি। আপনারা উভয়ে মোক্ষকামী সাধকের (অর্চ্চনাকারী শরণাগত আমাদিগের) অভীষ্টপূরণ জন্য শ্রেষ্ঠ পরমার্থধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের করুণা ভিন্ন কেহই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। অতি অভাজনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেই নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করে। অতএব প্রার্থনা—জ্ঞানের এবং কর্ম্মশক্তির দ্বারা সকল শক্তির আধার ভগবানের করুণা লাভ করিয়া যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে)।

৫। সন্মার্গপালক অথবা সৎপথের প্রবর্ত্তক হে পোষক (সদ্ভাব-পোষক) দেব বা দেবভাব! প্রার্থনাকারী আমরা পরমধন লাভের নিমিত্ত এবং সদ্বুদ্ধি লাভের জন্য (অথবা পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত) রথের ন্যায় সংবাহক (অর্থাৎ যেরূপে তুমি রথের ন্যায় পরিত্রাণ-

কারক ও ভগবৎপ্রাপক হও, সেইরূপভাবে) তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সঙ্কল্প এই যে,—আমার কর্ম্ম যাহাতে পরমার্থপ্রাপক হয়, সেই ভাবে যেন তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারি।)

৬। (ক) সর্ব্ববিধ শোভনমার্গের অধিপতি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎপথ-প্রদর্শক সর্ব্বদ্রষ্টা (সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়) সেই দেবতাকে বা দেবভাবকে, কর্ম্মফলদানে এবং জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত স্তোত্রের বা কর্ম্মের দ্বারা, কর্ম্মফল-সমর্পণেচ্ছু আমরা যেন অভিব্যাপ্ত করিতে পারি বা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণে ভগবৎসম্মিলন-লাভের ইচ্ছা মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যেন তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই)।

(খ) অপিচ, সন্মার্গপালক সেই দেবতা, আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক, চন্দ্রের ন্যায় পরমানন্দসাধক পরমধন প্রদান করুন। অথবা, সেই পোষক ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক চন্দ্রবৎ-পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরমধনপ্রাপক হউক। অপিচ, সদ্ভাবপোষক সেই দেবতা অস্মদীয় সকল সৎকর্ম্ম বা প্রজ্ঞা প্রসাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম সুফলমণ্ডিত হউক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভগবান আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক পরমানন্দপ্রদ পরমধন প্রদান করুন)।

৭। সর্ব্বপ্রাণির হিতের নিমিত্ত বিশ্বের মঙ্গল-সাধনে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনাকারী আমরা হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিস্বামী ভগবানের অনুগ্রহে যেন জ্ঞানজ্যোতিঃ ও কর্ম্মশক্তি লাভে সমর্থ হই। সেই ক্ষেত্রপতি পরব্রহ্ম সদ্ভাবাদির দ্বারা প্রবার্দ্ধিত করিয়া, জ্ঞানশক্তিদানে আমাদিগের সুখবর্দ্ধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক)।

৮। হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের অধিস্বামিন্ হে ভগবন্! ধেনু যেমন দুগ্ধ দোহন (প্রদান) করে, সেইরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের মধ্যে মধুর ন্যায় মুহর্ম্মুহু ক্ষরণশীল, ঘৃতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও পরমানন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ দোহন (উৎপাদন) করুন। অপিচ, হে ভগবন্! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে সুখে স্থাপন করুন (নিত্যকাল আমাদিগকে রক্ষা

করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক)।

৯। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বজনক দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষণকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে (সৎপথে) পরিচালিত করুন। (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই। সেই ভগবান আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎপথে নিয়োজিত করুন)। অপিচ, হে দেব! আমাদিগ হইতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে অভিলষিত ক্রিয়া প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ পৃথক করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির নিমিত্ত নমস্কর্ম্ম-সহযুত স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি। (সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই। প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্ম্মের বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং সদ্ভাব উন্মেষণে আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন)।

১০। দেবগণের স্বভূত শোভনমার্গ যাহাতে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমরা যেন তদ্রূপ সাধনায় সমর্থ হই। (যে কর্ম্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা দেবগণকে পাইতে পারি, প্রকৃষ্টজ্ঞানে ভক্তিসমন্বিত চিত্তে অবিচ্ছেদে যথানুক্রমে আমরা যেন সেই কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই)। তদনন্তর সেই সন্মার্গের প্রদর্শক (বিজ্ঞাপক) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান (আমাদিগকে) দেবগণের প্রীতিসাধক অনুষ্ঠানের বিষয় জানাইয়া দিউন। সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান দেবগণের আহ্বাতা—দেবভাবজনয়িতা হয়েন। অতএব ভগবান (আমাদিগের) সৎকর্ম্মসমূহকে শত্রুর উপদ্রবরহিত করুন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রথমার্দ্ধে সঙ্কল্প এবং শেষার্দ্ধে প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করুন। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক। তাহাতে, সৎকর্ম্মসাধনে আমরা যেন পরমাভীষ্ট-লাভে সমর্থ হই)।

১১। যে কর্ম্ম সদ্ভাববর্দ্ধক ও ভগবৎপ্রীতিসাধক, প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবানের পরিতৃপ্তির (তাঁহার অনুগ্রহ লাভের) নিমিত্ত সেই কর্ম্মই সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমধনাধিপতে হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন! আপনার নিকট হইতেই পরমার্থপ্রদ ধন আগমন করে এবং আপনার নিকট হইতেই বল প্রাণ উপজিত হয়। (ভগবান সকলেরই অধিপতি পরমধন-প্রদাতা। যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার অনুগ্রহে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ভগবানের মহিমার অন্ত নাই)।

১২। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি আপনার শরণাগত উপাসক আমাদিগকে ভবাব্ধিপারে লইয়া যাউন। অপিচ, আমাদিগের অনুষ্ঠিত চিরনূতন স্তুতির (স্বনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের) দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাবতীয় পাপাচরণ অতিক্রমণের সামর্থ্য দিউন। আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের নিবাসহেতুক পরমস্থান বিস্তীর্ণ হউক। আমাদিগের সদ্ভাব-সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত আপনি আমাদের সুখসম্বন্ধযুক্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবান আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন! আমাদিগের প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করুন)।

১৩। হে জ্ঞানময় দেব! স্বপ্রকাশ আপনি সকল প্রাণীর সৎকর্ম্মের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে—আপনি পূজনীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—সকল কর্ম্মেই ভগবানের প্রভাব বিদ্যমান)।

১৪। হে দেবগণ! ভগবৎকর্ম্মে অনভিজ্ঞ অকিঞ্চন শরণাগত আমরা, আপনাদিগের সম্বন্ধি কর্ম্মে, আপনার জ্ঞাতসারে অথচ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদি কোনও প্রত্যবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময় ভগবান স্বিষ্টকৃত অর্থাৎ সেই কর্ম্মজাত প্রত্যবায় সর্ব্বপ্রকারে পূরণ করুন। (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা অজ্ঞানতা বা মোহ বশতঃ ভগবৎ-কর্ম্মসম্পাদন-কালে যে কিছু প্রত্যবায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, ভগবান সে সকল পূরণ করিয়া, আমাদিগের কর্ম্মকে ফল-সমন্বিত করুন)। অপিচ, যে কর্ম্মে যে কিছু অঙ্গহানি ঘটে, সকল দেবগণ তাহা পূর্ণ করুন। (ভাব এই যে,—প্রত্যবায় সংঘটিত হইলেও—ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও—ভগবানের অনুগ্রহে কর্ম্ম ফলসমন্বিত হউক)। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ত্রয়োদশানুবাকে দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ। অথ তদ্বিকৃতিমন্ত্রা বক্তব্যাঃ। বিকৃতিষু চাঽধ্বর্য্যবমন্ত্রাণামতিদেশে বৈধপ্রাপ্তত্বাদ্ধৌত্রা এবানুশিষ্যন্তে। ততঃ প্রপাঠকানামন্ত্যানুবাকেষু কাম্যেষ্টীনাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যাঃ ক্রমেণোচ্যন্তে। তাশ্চেষ্টয়ো দ্বিতীয়কাণ্ডস্য দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থ-প্রপাঠকেষু ক্রমেণ বিধীয়ন্তে। তত্রাস্মিন্নুবাকে দ্বিতীয়কাণ্ডস্থদ্বিতীয়প্রপাঠকস্থ সার্দ্ধপ্রথমানু-বাকোক্তকাম্যেষ্টীনাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যা উচ্যন্তে। কাম্যা যাজ্যা ইতি যাজ্ঞিকসমাখ্যাবলাদিষ্টি-কাণ্ডস্য যাজ্যাকাণ্ডস্য চ পরস্পরং সম্বন্ধঃ। ইষ্টিবিশেষমন্ত্রবিশেষসম্বন্ধস্তু লিঙ্গক্রমাভ্যামবগন্তব্যঃ। যদ্যপ্যেকৈক এব মন্ত্রঃ স্বস্বদেবতাপ্রকাশকস্তথাঽপি দর্ব্বিহোমত্বব্যাবৃত্তয়ে প্রতীষ্টি মন্ত্রদ্বয়ং প্রযোক্তব্যং। এতচ্চ বাস্তোষ্পতীয়হোমপ্রস্তাবে সমাম্নায়তে—"যদেকয়া জুহুয়াদ্দর্ব্বিহোমং কুর্য্যাৎ। পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতি সদেবত্বায়" ইতি। এতয়োশ্চ লক্ষণমাজ্যভাগব্রাহ্মণে পঠিষ্যতে—"পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবতি। জাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে। উপরিষ্টাল্লক্ষ্মা যাজ্যা জনিষ্যমাণানেব প্রতিনুদতে" ইতি। যস্যা ঋচঃ পূর্ব্বার্দ্ধে দেবতালিঙ্গং সা পুরোনুবাক্যা। উত্তরার্দ্ধে তল্লিঙ্গং চেদ্যাজ্যা সা ভবতি। এতস্য লক্ষণস্য প্রদর্শনার্থত্বাৎ ক্বচিদেতদ্ব্যভিচরতি। তত্র সর্ব্বত্রাঽম্নানক্রমো নিয়ামকঃ। পুরস্তাদাম্নাতাঃ পুরোনুবাক্যাঃ, পশ্চাদাম্নাতা যাজ্যাঃ। তস্মাদিষ্টিক্রমং মন্ত্রক্রমং চ পর্য্যালোচ্যৈকৈকস্যামিষ্টাবেকৈকং মন্ত্রযুগ্মং প্রযোজ্যং। নন্বু যত্র যুগ্মা-দধিকস্তদ্ব্যগ্রসমানলিঙ্গকো মন্ত্র আম্নায়তে তত্র ক্রমানুসারেণোত্তরেষ্টৌ মন্ত্রযোজনে লিঙ্গং বাধ্যেত, পূর্ব্বেষ্টৌ তদ্যোজনে ক্রমো বাধ্যেতেতি চেন্ন। বাধ্যতাং নাম ক্রমোঽস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। যদি ন পূর্ব্বেষ্টৌ তৃতীয়মন্ত্রস্য পৃথক্প্রয়োজনতা তর্হি তত্র যাজ্যা বিকল্পতাং। যত্র তু যুগ্মান্তরং পূর্ব্ব-যুগ্মেন(ণ) সমানলিঙ্গং তত্র যাজ্যাপুরোনুবাক্যাযুগ্মস্যৈব বিকল্পোঽস্তু। যদ্যদিষ্ট্যৈক্যে মন্ত্রযুগ্মাধিক্যে মন্ত্রবিকল্পস্তদন্মন্ত্রযুগ্মস্যৈকত্বে সতি তদীয়দেবতাবিষয়াণামিষ্টীনামাধিক্যে তা ইষ্টয়োঽপি বিকল্পন্তাং। তদ্যথা। ইহৈব তাবত্তাদৃশমপলভ্যতে। উভা বামিন্দ্রাগ্নী ইত্যাদয় ইন্দ্রাগ্নিলিঙ্গকাশ্চত্বারো মন্ত্রাঃ। ঐন্দ্রাগ্নেষ্টয়স্তু ফলভেদেন ষডাম্নাতাঃ। তত্র প্রথমমন্ত্রযুগ্মবিষয়ে তিস্র আদ্যা ইষ্টয়ো বিকল্পন্তে। তাসু তিসৃষু প্রথমামিষ্টিং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তাঃ সৃষ্টা ইন্দ্রাগ্নী অপাগূহতাং সোঽচায়ং প্রজাপতিরিন্দ্রাগ্নী বৈ মে প্রজা অপাঘুক্ষতামিতি স এতমৈন্দ্রাগ্ন-মেকাদশকপালমপশ্যত্তং নিরবপত্তাবস্মৈ প্রজাঃ প্রাসাধয়তাং" (তৈ০ সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অপাগূহতামাচ্ছাদিতবন্তৌ। অচায়দচিন্তয়ৎ। প্রাসাধয়তাং প্রকটী কৃতবন্তৌ। প্রস্তুতামিষ্টিং বিধত্তে—"ইন্দ্রাগ্নী বা এতস্য প্রজামপগূহতো যোঽলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকাম ইন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মৈ প্রজাং প্রসাধয়তো বিন্দতে প্রজাং" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি যঃ পুরুষো যৌবনাদিনা প্রজোৎপাদনসমর্থোঽপি প্রজাং ন লভতে তস্যেন্দ্রাগ্নী প্রতিবন্ধকৌ। তয়োরুক্তঃ পুরোডাশো ভাগস্তেন তৌ সেবতে। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ স্পর্দ্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতেষু বেন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাভ্যামেবেন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে বি পাপ্‌মনা ভ্রাতৃব্যেণ জয়তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। সজাতাঃ সমান-জন্মানো বন্ধুভৃত্যাদয়ঃ। অচেতনং ক্ষেত্রবিষয়ং চেতনং ভৃত্যবিষয়ং চ বৈরিণো যৎসামর্থ্যং

তদুভয়মিন্দ্রাগ্নী বলাদ্বিনাশয়তঃ। স্বয়ং তু পাপিষ্ঠেনৈব বৈরিণা বিরুধ্যমানো জয়ং প্রাপ্নোতি তৃতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে –"অপ বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি যঃ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাত্যৈন্দ্রাগ্নমেক দশকপালং নির্ব্বপেৎ সঙ্গ্রামমুপপ্রয়াস্যন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রি বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণোপপ্রযাতি জয়তি তᳬ সঙ্গ্রামং" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১ ইতি। যুদ্ধার্থং পরসৈন্যসমীপং প্রয়াস্যতো ভয়াবেশাদ্ধস্তপাদাদীন্দ্রিয়গতা শক্তিরপক্রামতি। ইন্দ্রা তস্য ধৈর্য্যমুৎপাদ্যেন্দ্রিয়শক্তিং সমাধত্তঃ। এতাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু পুরোনুবাক্যামাহ—

১। "উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ। উভা দাতারাবিষাং রয়ীণাম্ বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্॥" ইতি।—হে ইন্দ্রাগ্নী যুবামুভৌ হুব আহ্বয়ামি। কিমর্থং। আহুবৈ সাকল্যেন হোতুং। ন চাত্রাশ্বমেধপুরুষমেধাদাবশ্বাদেরিব যুবয়োর্হোমদ্রব্যত্বং শঙ্কনীয়ং। অ হ্যত্র রাধঃশব্দবাচ্যং পুরোডাশদ্রব্যরূপমন্নং। তেনান্নেন যুবামুভৌ পরস্পরং যুক্তৌ হর্ষয়িতুং হ্বয়ামি। হৃষ্টাভ্যামাবাভ্যাং কিং তবেতি চেৎ। যুবামভাবন্নানাং ধনানাং চ দাতারাবতোঽ লাভায় যুবামুভাবাহ্বয়ামি॥ অথ যাজ্যামাহ—

২। "অশ্রবᳬ হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ। অথা সোমস্য প্রয যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্॥" ইতি।—লোকে হি স্বদুহিতুরত্যন্তপ্রিয়ো বিশি জামাতা দৌহিত্রাদিরূপাঃ প্রজা বহ্বীর্দ্দদাতি, স্যালশ্চ স্বয়ং দক্ষো ভগিনীস্নেহেন গৃহধনরক্ষণ দাসদাসীরূপাঃ প্রজা বহ্বীঃ প্রদদাতি। তাভ্যামপি বাং ভূরিদাবত্তরাবতিশয়েন বহুপ্রজাপ্র যুবামিত্যশৃণবং। অথাঽতো হে ইন্দ্রাগ্নী যুবভ্যাং যুবাভ্যাং সোমস্য প্রয়তী সোমসদৃশস্য পুরোডা প্রদানেন ভবদীয়ে চিত্তে নূতনং হর্ষরূপচিত্তবৃত্তীনাং স্তোমং সম্পাদয়ামি। অত্রোদাহৃতয়োরা মন্ত্রঃ পুরোনুবাক্যা। যাগাৎ পুরস্তাদ্দেবতাহ্বানায়াধ্বর্য্যুপ্রৈষমনু হোত্রা বক্তব্যত্বাৎ। ইন্দ্রাগ্নিভ মনুব্রূহীত্যেতাদৃশোঽধ্বর্য্যুপ্রৈষঃ। দ্বিতীয়ো মন্ত্রো যাজ্যা। ইজ্যতেঽনয়েতি তদ্ব্যুৎপত্তি অত এবাত্র যজেতি প্রৈষঃ পঠ্যতে॥ উত্তরাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু প্রথমাং বিধত্তে—"বি বা এষ ইন্দ্রি বীর্য্যেণর্দ্ধ্যতে যঃ সঙ্গ্রামং জয়ত্যৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ সঙ্গ্রামং জিত্বেন্দ্রাগ্নী এব ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তো নেন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ ব্যৃধ্যতে" (সং০ কা০ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যুদ্ধশ্রমেণেন্দ্রিয়গতস্য বীর্য্যস্য ব্যৃদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধত্তে—" বা এতস্মাদিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ক্রামতি য এতি জনতামৈন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেজ্জনতামে ন্নিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্নিন্দ্রিয়ং বীর্য্যং ধত্তঃ সহেন্দ্রিয়েণ বী জনতামেতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বিজিগীষুকথাসু স্ববিদ্যাপ্রকটনায় বা স জিগমিষোর্দ্ধৈর্য্যভ্রংশরূপং বীর্য্যাপক্রমণং ভবতি। তৃতীয়া ত্বৈন্দ্রাগ্নেষ্টিঃ পৌষ্ণচরুক্ষৈত্রপত্যচরু মুপরিষ্টাদ্বিধাস্যতে॥ তাসু তিসৃষ্বিষ্টিষু পুরোনুবাক্যামাহ—

৩। "ইন্দ্রাগ্নী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধূনুতম্। সাকমেকেন কর্ম্মণা॥" ইতি।—দা প্রজানামুপক্ষপয়িতারস্তস্করপ্রভবস্তে পতয়ো যাসাং পুরীণাং তা দাসপত্ন্যঃ। হে ইন্দ্রাগ্নী তাদৃশী নবতিসংখ্যাকাঃ পুরো যুগপদেকেনৈব প্রহারকর্ম্মণা যুবাং ক্ষপয়তং॥ যাজ্যামাহ—

৪। "শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্। উভা হি বাᳬ সুহবা জোহবী তা বাজᳬ সদ্য উশতে ধেষ্ঠা॥" ইতি।—হে বৃত্রহণাবিন্দ্রাগ্নী অদ্য স্তোমং জুষেথাং সেবেতা

কীদৃশং শুচিং নির্দ্দোষং নবৈরন্নবিশেষৈর্জ্জাতং জন্ম যস্য তং নবজাতং সুহবা রোষগর্ব্বাদিরহিততয়া সুখেন হোতুং শক্যৌ যুবামুভৌ যস্মাজ্জোহবীম্যাহ্বয়ামি তস্মাত্তাবুভৌ যুবাং কাময়মানায় যজমানায় বাজং সন্তো ধত্তং। তদিদমুত্তরার্দ্ধোক্তমন্নং ন স্তোত্রং॥ যথোক্তকর্ম্মপ্রয়োগান্তঃপাতিনমপরং যাগং বিধত্তে—"পৌষ্ণং চরুমনু নির্ব্বপেৎ পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্যানুপ্রদাতা পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমনু প্রযচ্ছতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বীর্য্যং প্রদদানাবিন্দ্রাগ্নী অনু পূষা প্রযচ্ছতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৫। "বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি॥" ইতি।—হে সুমার্গপতে পূষন্বয়মেব ত্বাং রথমিব যোজয়ামঃ। কিমর্থং। ধিয়ে ধীয়তেঽনুষ্ঠীয়ত ইতি ধীঃ কর্ম্ম। কীদৃশ্যৈ ধিয়ে। বাজস্যান্নস্য সাতির্লাভো যস্যাঃ সা বাজসাতিস্তস্যৈ॥ যাজ্যামাহ—

৬। "পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডর্কম্। স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ꣳ সীষধাতি প্র পূষা॥" ইতি।—ফলকামেন প্রেরিতোঽহং তস্য তস্য মার্গস্য পরিপালকং পূষাপরপর্য্যায়মর্কং স্তোত্ররূপেণ বচসাঽভিব্যাপ্তবানস্মি। সোঽস্মভ্যং শোকনিরোধিকা রাসং প্রযচ্ছতু। কাস্তাঃ। চন্দ্রাগ্রাশ্চন্দ্রবদাহ্লাদনসাধনমগ্রং যাসাং তা ওষধীঃ। কিং চ পূষা ধিয়ংধিয়ং তত্তদ্বিষয়াং প্রজ্ঞাং প্রসীষধাতি প্রকর্ষেণ সাধয়তু॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"ক্ষৈত্রপত্যং চরুং নির্ব্বপেজ্জনতামাগত্যেয়ং বৈ ক্ষেত্রস্য পতিরস্যামেব প্রতিতিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ক্ষেত্রাণাং ভূভাগত্বাদ্ভূমেঃ ক্ষেত্রপতিত্বং। অর্থবাদগতপ্রতিষ্ঠাকামোঽত্রাধিকারী॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৭। "ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ꣳ হিতেনেব জয়ামসি। গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃড়াতীদৃশে॥" ইতি।—হিতেন পুত্রাদিনা যথা গবাদিজয়স্তথা ক্ষেত্রস্য পতিনা গামশ্বং পোষকমন্নাদিকং চ বয়মা সমন্তাজ্জয়ামঃ। স ক্ষেত্রস্য পতিরীদৃশে গবাদৌ সাং সুখয়তু॥ যাজ্যামাহ—

৮। "ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব। মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু॥" ইতি।—হে ক্ষেত্রস্য পতে ধেনুঃ পয় ইব ত্বমস্মাসু মাধুর্য্যরসোপেতমূর্ম্মিবৎ পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যুপেতং দ্রব্যান্তরেষপি স্বমাধুর্য্যস্রাবিণং ঘৃতবৎ পর্য্যুষিতত্বদোষাভাবেন সুপূতং নালিকেরফলেক্ষুখণ্ডগুড়াদিভোগ্যপদার্থসমূহং ধুক্ষ্ব। যজ্ঞস্য পতয়োঽস্মান্মৃড়য়ন্তু॥ অবশিষ্টামৈন্দ্রাগ্নেষ্টিং বিধত্তে—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালমুপরিষ্টান্নির্ব্বপেদস্যামেব প্রতিষ্ঠায়েন্দ্রিয়ং বীর্য্যমুপরিষ্টাদাত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ক্ষৈত্রপত্যচরোরূর্দ্ধমিয়মিষ্টিঃ। অত্রাপি বীর্য্যকামোঽধিকারী। জনতামাগত্যেতি ক্ষৈত্রপত্যস্য কাল উপরিষ্টাদিত্যস্য কালঃ। অত্র যাজ্যানুবাক্যে পূর্ব্বমেবোক্তে॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদয়েৎ পথো বা এষোঽধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্যাং বা পৌর্ণমাসীং বাঽতিপাদয়ত্যগ্নিমেব পথিকৃতꣳ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনমপথাৎ পন্থামপি নয়ত্যনড্বান্দক্ষিণাবহী হ্যেষ সমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পর্ব্বণি পর্ব্বণ্যপ্রমাদেন তদিষ্টৈরনুষ্ঠানং বিদ্যমানং পন্থাঃ, কস্মিংশ্চিৎ পর্ব্বণি প্রমাদেনানুষ্ঠা-

নাভাবোঽপথঃ। অস্মিন্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্তরূপেয়মিষ্টিঃ। যস্মাদেষোঽনড্‌বান্ ভারং বহতি তস্মাৎ সমৃদ্ধ্যৈ ভবতি॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

৯। "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বং দর্শপূর্ণমাসেষ্টিফলরূপায় ধনায়াস্মানতিপাদদোষরহিতেন সুমার্গেণ নয়। হে দেব ত্বং বিশ্বান্মার্গান্বেৎসি। নরকহেতুত্বেন কুটিলমতিপাদরূপং পাপমস্মত্তো বিযোজয়। বহুতমাং নমস্কারোক্তিং তব করবাম॥ তত্র যাজ্যামাহ—

১০। "আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্। অগ্নির্ব্বিদ্বান্‌ৎস যজাৎ সেদুহোতা সো অধ্বরান্‌ৎস ঋতূন্ কল্পয়াতি॥" ইতি।—যস্মাৎ পথো বয়ং পূর্ব্বং ভ্রষ্টাস্তমপি দেবানাং পন্থানমিদানীমাগতাঃ। কিং কর্ত্তুং, যৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুং শক্নুমস্তদনুক্রমেণ প্রবোঢ়ুং। অবিচ্ছেদেনানুষ্ঠানং প্রবাহঃ। যস্ত্বপ্যহং ন জানামি তথাঽপ্যয়ং পথিকৃদগ্নিরপরাধং সমাধাতুং বেত্তি। অতঃ সোঽস্মদর্থং যক্ষ্যতি। স এব দেবানামাহ্বাতা। স এবাতিপন্নান্যজ্ঞানৃত্বাদিকালাংশ্চ কল্পয়িষ্যতি॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—"অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদ্য আহিতাগ্নিঃ সন্নব্রত্যমিব চরেদগ্নিমেব ব্রতপতিঁ স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ব্রতমালম্ভয়তি ব্রত্যো ভবতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অব্রত্যং যাগব্রতবিরোধ্যনৃতবাদাদিকং সোঽগ্নিরেবৈনমব্রত্যচারিণং ব্রতং প্রাপয়তি। তত উত্তরেষ্ যাগব্রতেষু যোগ্যো ভবতি। অত্র মন্ত্রকাণ্ডে পথিকৃল্লিঙ্গকং মন্ত্রযুগ্মং পূর্ব্বমাম্নাতমুদাহৃতং। ব্রতলিঙ্গমুপর্য্যুদাহরিষ্যতে। মধ্যবর্ত্তি তু যুগ্মে বিশেষলিঙ্গাভাবেঽপ্যুভয়সাধারণলিঙ্গদর্শনাৎ পূর্ব্বত্র বিকল্পিতমিত্যাহুঃ কেচিৎ। অপরে তূত্তরত্র বিকল্পিতমিতি মন্যন্তে। আচার্য্যাস্তু পূর্ব্বত্রৈব স্বিষ্টকৃতঃ সংযাজ্যে ইতি মন্যন্তে॥ তত্র পুরোনুবাক্যামাহ—

১১। "যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে॥" ইতি।—যৎ প্রাপণীয়ং হবিস্তদগ্নয়ে বৃহদ্ভবতু। হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ॥ তথা সতি ত্বদনুগ্রহাদ্ধনং লভ্যতেঽন্নানি চোৎকর্ষেণ সম্পদ্যন্তে। যাজ্যামাহ—

১২। "অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্‌ৎস্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্ব্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ॥" ইতি।—হেঽগ্নে মদীয়াপরাধপরিহারায়েদানীং প্রবৃত্তত্বান্নূতনস্ত্বমস্মান্ ফলপর্য্যন্তানাং কর্ম্মণাং পারং নয়। কিং কৃত্বা। স্বস্তিভির্যথাশাস্ত্রানুষ্ঠানৈরতিপাদরূপাণ্যব্রত্যরূপাণি বা দুর্গাণি পাপানি বিশ্বান্যতিক্রময্য। কিং চাস্মাকং নিবাসায় নগরী বিস্তৃতা ভবতু। সস্যসম্পত্ত্যর্থমুর্ব্বী বহুলা ভবতু। কিং চ ত্বমস্মদীয়ায় পুত্রায় দুহিতৃরূপাপত্যায় চ সুখপ্রদো ভব॥ অথ ব্রাতপত্যযাগস্যাসাধারণে যুগ্মে পুরোনুবাক্যামাহ—

১৩। "ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা। ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ॥" ইতি।—হেঽগ্নে ত্বমাগত্য মনুষ্যেষু ব্রতপালকো দেবোঽসি। আ সমন্তাদ্যজ্ঞেষু ত্বং স্তুত্যোঽসি॥ যাজ্যামাহ—

১৪। "যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ। অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি॥" ইতি।—হে দেবা বিদুষাং যুষ্মাকং সম্বন্ধীন্যস্ম-

দস্মুষ্টেয়ব্রতান্যত্যন্তমবিদ্বাংসো বয়ং প্রকর্ষেণ বিনাশয়াম ইতি যত্তৎ সর্ব্বং বিদ্বানগ্নিরা-পূরয়তু। যৈশ্চর্তুপলক্ষিতকালবিশেষৈর্দ্দেবান্ হবির্ভোক্তুং কল্পয়তি তৈঃ কালবিশেষৈর্ব্রতং পূরয়তু ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অন্ত্যানুবাকে যাজ্যানুবাক্যাঃ কাম্যেষ্টিসঙ্গতাঃ। কাণ্ডস্য তু দ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ে প্রশ্ন ইষ্টয়ঃ॥ ১॥ উভৈন্দ্রাগ্নত্রয়ে যুগ্মমৈন্দ্রেন্দ্রাগ্নত্রয়ে তথা। বয়ং পৌষ্ণে চরৌ ক্ষেত্র ক্ষৈত্রপত্যচরৌ তথা ॥ ২॥ অগ্নে পাথিকৃতে যদ্বা ব্রাতপত্যে দ্বিযুগ্মকং। বিকল্পেনেতি মন্ত্রাঃ স্যুরনুবাকে চতুর্দ্দশ ॥ ৩ ॥"

* * *

অথ মীমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"ঐন্দ্রাগ্নাদীষ্টয়ঃ কাম্যা যাজ্যা অপ্যুদিতাঃ ক্রমাৎ। কাণ্ডয়োস্তা যথালিঙ্গং সঞ্চার্য্যা নিয়মোঽথ বা॥ লিঙ্গং ক্রমসমাখ্যাভ্যাং প্রবলং তদ্বশাদমূঃ। অকাম্যাস্বপি সঞ্চার্য্যা যাজ্যাঃ সর্ব্বত্র কা ক্ষতিঃ॥ সমাখ্যানাৎ কাণ্ডযোগঃ ক্রমাদিষ্টিষু যোজনম্। অপেক্ষতে দৈ(দে)বমাত্রসক্তিঃ কাম্যৈকগাস্ততঃ" ইতি॥ কাম্যেষ্টয়স্তৎকাণ্ডে ক্রমেণাঽম্নাতাঃ—"ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎস্য সজাতা বি(বী)য়ুঃ" ইত্যাদিনা। সজাতা জ্ঞাতয়ো বি(বী)য়ুর্ব্বিমতা বিপ্রতিপন্না ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাগ্নী রোচনেত্যাদিকে মন্ত্রকাণ্ডে যাজ্যানুবাক্যাঃ ক্রমেণাঽম্নাতাঃ। তত্রেদং কাম্যযাজ্যানুবাক্যাকাণ্ডমিতি যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যয়াঽব-গম্যতে। তয়োরিষ্টিকাণ্ডমন্ত্রকাণ্ডয়োঃ প্রথমায়ামিষ্টৌ প্রথমপঠিতে যাজ্যানুবাক্যে ইত্যাদিব্যবস্থা। কর্ম্মস্বরূপমাত্রপ্রকাশনং লিঙ্গং। ন চ তাবন্মাত্রেণ মন্ত্রকর্ম্মণোরঙ্গাঙ্গিভাবঃ। ততঃ সমাখ্যাবলান্মন্ত্রকাণ্ডকর্ম্মকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধাবগমেন সামান্যেন মন্ত্রকর্ম্মণোঃ সম্বন্ধোঽবগম্যতে। বিশেষতস্ত্বস্মিন্ প্রথমে কর্ম্মণ্যয়ং মন্ত্র ইতি ক্রমাদবগম্যতে। ঐন্দ্রাগ্নেষ্টাবৈন্দ্রাগ্নমন্ত্রো বৈশ্বান-রেষ্টৌ বৈশ্বানরমন্ত্র ইত্যেতাদৃশো বিশেষো লিঙ্গাদবগম্যত ইতি চেন্ন। লিঙ্গসাধারণ্যে ক্রমাপেক্ষণাৎ। ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্ভ্রাতৃব্যবানিতি দ্বিতীয়েষ্টিরপি। তত্রেন্দ্রাগ্নী পঠিতৌ। মন্ত্রকাণ্ডেঽপীন্দ্রাগ্নী নবাতমিত্যাদিকমপরমৈন্দ্রাগ্নং যাজ্যানুবাক্যাযুগুলমাম্নাতং। ন হি তত্র ক্রমমন্তরেণ নির্ণেতুং শক্যং। ন চ ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধের্লিঙ্গমপ্রযোজকমিতি বাচ্যং। ক্বচিল্লিঙ্গস্যৈব ব্যবস্থাপকত্বাৎ। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যেষ্টিরেকৈবাঽম্নাতা—"যং কাময়েত রাজন্যমনপোদ্ধো জায়েত বৃত্রান্ঘ্নংশ্চরেদিতি তস্মা এতমৈন্দ্রাবার্হস্পত্যং চরুং নির্ব্বপেৎ" ইতি। যং রাজপুত্রং জায়মানং রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্য বা কাম এবং ভবতি। অয়ং মাতৃগর্ভে দেবকৃতবিঘ্নেন কেনাপ্যপ্রতিবদ্ধো জায়তাং জাতশ্চ শত্রূন্মারয়ন্ সঞ্চরেদিতি। তদ্রাজ-পুত্রার্থেয়মিষ্টিঃ। মন্ত্রকাণ্ডে তদিষ্টিক্রমে যাজ্যাপুরোনুবাক্যে ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যে দ্বিবিধে আম্নাতে। ইদং বামাস্যে হবিরিত্যেকং যুগুলং। অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইত্যাদিকমপরং। তয়োঃ প্রথমযুগুলস্য ক্রমেণ বিনিয়োগেঽপি দ্বিতীয়যুগলং লিঙ্গেনৈব বিনিযোক্তব্যং। তস্মাৎ ক্রমসমাখ্যাসহকৃতেন লিঙ্গেন কাম্যেষ্টিষ্বেবৈতা যাজ্যা নিয়ম্যন্তে।

দ্বাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ইদং বাংযুগ্ময়োঃ কিং স্যাৎ সাহিত্যং বা বিকল্পনং। সাহিত্যং পূর্ব্ববন্মৈবং দেবতাবোধনৈক্যতঃ" ইতি। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যে কর্ম্মণি "ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী" ইতি যাজ্যানুবাক্যে দ্বিবিধে আম্নাতে। তয়োঃ সারস্বত্যাদিবৎ

সমুচ্চয়ঃ। যথা সারস্বতীমনূচ্য বাগান্তব্যা বৈষ্ণবীমনূচ্য বাগান্তব্যেত্যত্রাদৃষ্টার্থত্বাৎ সমুচ্চয়স্তদ্বদিতি চেন্নৈবং। দৃষ্টপ্রয়োজনস্য দেবতাবোধনস্যৈকত্বাৎ। তস্মাদিকল্পঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"পুরোনুবাক্যয়া যাজ্যা বিকল্প্যা বা সমুচ্চিতা। পূরেবাহস্যঃ সমাখ্যানাদ্বচনাত্তু সমুচ্চয়ঃ" ইতি॥ দেবতাপ্রকাশনরূপকার্য্যস্যৈকত্বাদ্যুগ্ময়োর্যথা ন সমুচ্চয়ঃ কিং তু বিকল্প এব তথৈবৈকযুগ্মগতয়োরিতি চেন্নৈবং। পুরোনুবাক্যেতি সমাখ্যায়া উত্তরকালীনযাজ্যামন্তরেণানুপপত্তেঃ। কিং চ পুরোনুবাক্যামনূচ্য যাজ্যয়া জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতোপলক্ষণহবিঃপ্রদানকার্য্যভেদোক্তিপূর্ব্বঃসরং সাহিত্যং বিধীয়তে। তস্মাৎ সমুচ্চয়ঃ।

দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—"পর্য্যায়েণাপি দেবোক্তির্ব্বৈধেনৈব পদেন বা। অর্থাভেদাদাদিমোহন্ত্যঃ শব্দপূর্ব্বাত্বয়িত্বতঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসয়োর্যে নিয়মাস্তেম্বগ্ন্যাদিদেবতাঃ কিং পাবকশুচ্যাদিনা যেন কেনাপি পর্য্যায়েণাভিধাতব্যাঃ কিং বা তত্তদ্বিধ্যুদ্দেশগতেনাগ্ন্যাদিপদেনৈবেতি সংশয়ঃ। তত্র শব্দস্যার্থপ্রত্যায়নার্থত্বাৎ পর্য্যায়াণাং স্বরূপেণ ভেদেহপ্যর্থাভেদাদ্যেন কেনাপ্যভিধানমিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। যত্র হ্যর্থে কার্য্যমাসাদ্যতে তত্র শব্দোহর্থপ্রত্যায়নার্থো ভবতি। যত্র পুনঃ শব্দ এব কার্য্যং তত্র কার্য্যসম্বন্ধার্থং শব্দ এব প্রত্যায়য়িতব্যঃ। তদ্যথা দেবদত্তে গৌরবাতিশয়মাপাদয়িতুং রাজসভায়ামাচার্য্যোপাধ্যায়াদিশব্দৈস্তং ব্যবহরন্তি। পিতৃমাতৃমাতুলাদয়শ্চ তত্তৎসম্বন্ধবিশেষবাচিশব্দেন যথা তুষ্যন্তি তথা ন নামগ্রহণেন। প্রত্যুত কুপ্যন্তি, তদ্বদত্রাপ্যগ্ন্যাদিবৈধশব্দ এব কার্য্যমাসক্তং বিধিং বিনা যাগদেবতয়োঃ সম্বন্ধাভাবাৎ। বিধিকৃতে তু তৎসম্বন্ধে বৈধশব্দস্য প্রযোজকত্বং দুর্ব্বারং। অত এবায়াট্স্বাহাকারোজ্জিত্যাদিনিগমেষু নিয়মেন বৈধা এবাগ্ন্যাদিশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে "অয়াডগ্নেঃ প্রিয়া ধামানি, অয়াট্সোমস্য প্রিয়া ধামানি, স্বাহাহগ্নিং স্বাহা সোমং, অগ্নেরহমুজ্জিতিমনুজ্জেষং, সোমস্যাহমুজ্জিতিমনুজ্জেষং" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈধপদৈরেব তত্তদ্দেবতাভিধানং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতম্—"নিগমে পাবকাগ্ন্যোঃ কিমগ্নিঃ স্যাদথ বোভয়ং। অগ্নিশ্চোদকতো মৈবং বৈধোহগ্নিঃ সগুণো যতঃ" ইতি॥ আধানে শ্রূয়তে—"অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেদগ্নয়ে পাবকায়াগ্নয়ে শুচয়ে" ইতি। তত্র গুণগুণিনোঃ পাবকাগ্ন্যোর্ম্মধ্যেহগ্নিশব্দ এব নিগমেষু প্রযোক্তব্যঃ। কুতঃ। তস্যৈব চোদকপ্রাপ্তমন্ত্রপঠিতত্বাৎ। মৈবং। পাবকগুণযুক্তস্যাগ্নের্ব্বৈধত্বেন সর্ব্বপ্রয়োগেষু তথৈব প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাচ্ছব্দদ্বয়ং পঠিতব্যং। অনেন ন্যায়েন প্রকৃতেহপ্যৈন্দ্রাগ্নযাগ ইন্দ্রাগ্নিশব্দেনৈব নিগদেষু দেবতাহভিধাতব্যা। পাথিকৃতযাগে ত্বগ্নিপথিকৃচ্ছব্দদ্বয়েনেতি দ্রষ্টব্যং।

* * *

অথ ব্যাকরণং।

উভেত্যত্র পূর্ব্বসবর্ণৈকাদেশস্বরৌ। ইন্দ্রাগ্নিশব্দে ত্বাষ্টমিকামন্ত্রিতনিঘাতঃ। আহুবধ্যা ইত্যত্র তুমর্থে বিহিতস্য কধ্যৈপ্রত্যয়স্যাহদিরকার উদাত্তঃ। ততঃ সমাসে কৃৎস্বরঃ। এবং সর্ব্বমূহ্যেয়ং। অস্মিন্প্রথমপ্রপাঠকে শব্দস্বরপ্রক্রিয়া লেশতঃ প্রদর্শিতা। সাকল্যেন তু প্রকৃতিপ্রত্যয়বিকরণতত্তদাদেশাদিপরিজ্ঞানমন্তরেণ দুর্ব্বোধত্বাত্তস্য চ সর্ব্বস্যাস্মাভির্ব্বৈদিকশব্দপ্রকাশে নিরূপিতত্বাদত্রাপি তন্নিরূপণে গ্রন্থগৌরবপ্রসঙ্গাত্তত্রৈব সর্ব্বমবগন্তব্যং। তদিদং যাজ্যাকাণ্ডং বৈশ্বদেবং। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং—"রাজসূয়ঃ সব্রাহ্মণঃ পশুবন্ধঃ সহেষ্টিকঃ। উপানুবাক্যং যাজ্যাশ্চ

অশ্বমেধঃ সব্রাহ্মণঃ॥ সত্রায়ণং চ হোমাশ্চ সূক্তানি চ সহেষ্টিভিঃ। সৌত্রামণী সহাচ্ছিদ্রৈঃ পশুর্ম্মেধশ্চ ষোড়শ" ইতি। অনুমত্যৈ পুরোডাশমিত্যাদিকো মন্ত্রকাণ্ডস্থোঽষ্টমপ্রপাঠকো রাজসূয়ঃ। অনুমত্যা ইত্যাদিকা বিধিকাণ্ডস্থাঃ ষষ্ঠসপ্তমাষ্টমপ্রপাঠকাস্ত্রয়ো রাজসূয়স্য ব্রাহ্মণং। বায়ব্যং শ্বেতমালভেতেত্যাদিপ্রপাঠকোক্তাঃ পশুবন্ধাঃ। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজতেত্যাদি-প্রপাঠকত্রয়োক্তা ইষ্টয়ঃ। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যাদিকমৃপানুবাক্যং। উভা বামিন্দ্রাগ্নী ইত্যাদয়ো যাজ্যাঃ। জীমূতস্যেত্যাদিকস্তত্র তত্রোক্তোঽশ্বমেধঃ। সাংগ্রহণ্যেষ্ট্যা, ইত্যাদিকং তদ্ব্রাহ্মণং। প্রজননং জ্যোতিরিত্যাদিপ্রপাঠকপঞ্চকং সত্রায়ণং। জুষ্টো দমূনা ইত্যাদিপ্রপাঠকদ্বয়োক্তা মন্ত্রা হোমাঃ। পীবোঽন্নাং রয়িবৃধঃ সুমেধা ইত্যাদিসার্দ্ধপ্রপাঠকোক্তানি সূক্তানি। অগ্নির্ব্বা অকাময়তেত্যাদ্যর্দ্ধপ্রপাঠকোক্তা ইষ্টয়ঃ। স্বাদ্বীং ত্বা স্বাদুনেত্যাদিঃ সৌত্রামণী। সর্ব্বাস্বা এষোঽগ্নৌ কামান্প্রবেশয়তীত্যাদীন্যচ্ছিদ্রাণি। অঞ্জন্তি ত্বামিত্যাদিকঃ পশুঃ। ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভত ইত্যাদির্ম্মেধঃ। অত্র যাজ্যানাং বিশ্বে দেবা ঋষয়ঃ। উভা বামিতি দ্বে ত্রিষ্টুভৌ। ইন্দ্রাগ্নী নবতিমিতি গায়ত্রী। শুচিং নু স্তোমমিতি ত্রিষ্টুপ্। বয়ম্-ত্বেতি গায়ত্রী। পণস্পণ ইতি ত্রিষ্টুপ্। ক্ষেত্রস্য পতিনেত্যনুষ্টুপ্। ক্ষেত্রস্য পত ইতি তিস্রস্ত্রিষ্টুভঃ। যদ্বাহিষ্ঠমিত্যনুষ্টুপ্। অগ্নে ত্বমিতি ত্রিষ্টুপ্। ত্বমগ্নে ব্রতপা ইতি গায়ত্রী। যদ্বো বয়মিতি ত্রিষ্টুপ্। দেবতাস্তু তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যানেনৈব প্রকাশিতাঃ। তা এতা ঋষিচ্ছন্দো-দেবতা অনুষ্ঠানকালে স্মরণীয়াঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে চতুর্দ্দশোঽনুবাকঃ॥ ১৪॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজ-স্যাঽজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ॥ ১॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

প্রথম প্রপাঠকের উপসংহারে, চতুর্দ্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, চরম প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে। ভাষ্যের অনুক্রমণিকায় প্রকাশ,—ত্রয়োদশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র কথিত হইয়াছিল। এক্ষণে, এই চতুর্দ্দশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিকৃতি-মন্ত্র-সমূহ উল্লিখিত হইল। এইরূপ অনুক্রমণি করিয়া, মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার তৎসাধনোপযোগী বিবিধ পক্রিয়া-

পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যেই তাহার বিবৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, পরম্পরাক্রমে পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'উভা বামিন্দ্রাগ্নী' প্রভৃতি। গার্হপত্য অগ্নি-স্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং অগ্নি পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যানুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে। দেবোদ্দেশ্যে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এইজন্য অগ্নিকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাহৃত হয় নাই। মন্ত্রটী ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আহ্বানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আহ্বান করিতেছি। তোমরা উভয়ে একত্র আমাদিগের হবিঃ-রূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও। তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনদানে সমর্থ; অতএব তোমাদিগকে অন্ন-লাভের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।'

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা শব্দ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহার মধ্যে অন্য সামগ্রী লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের 'মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদে' প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি তদ্বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রাগ্নী' পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশরূপ; তাই তিনি জ্ঞানাধার বলিয়া পরিকল্পিত। 'আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যা) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আহ্বানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি'—এই অর্থ ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে,—'রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ'। প্রচলিত অর্থে 'রাধসঃ' পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন—কোন্ ধন? 'আরাধনা' অর্থ-মূলক 'রাধ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং 'আরাধনা-রূপ' পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত ও পরিতৃপ্ত করিব'—এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবম্বিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'ইষাং' ও 'রয়ীণাং' পদ দুইটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'ইষাং' পদের সাধারণ অর্থ—অন্ন; 'রয়ীণাং' পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করুন, 'ইষাং' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'রয়ীণাং' পদ আরাধনা অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থপ্রাপ্তিরূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণ-শক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা,—'তাঁহাদের উভয়কে আহ্বান করিতেছি—কেন? 'বাজস্য সাতয়ে।' 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' ও 'জয়' বুঝায়। তাহাতে জয় অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই; পর-লোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ লাভ-রূপ

জয়, পরলোকে পরমধন লাভ-রূপ জয়। এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকট দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে ভগবন্! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' *

অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র—"অশ্রবং হি" প্রভৃতি। ভাষ্যে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ভাষ্যোক্ত সে ব্যাখ্যা এই,—'লোকে কন্যার অত্যন্ত প্রিয় বিশিষ্ট জামাতা দৌহিত্রাদিরূপ প্রজা বহুরূপে বৃদ্ধি করে। ভ্রাতা ভগ্নী-স্নেহবশতঃ ভগ্নীর গৃহধন রক্ষার নিমিত্ত দাসদাসী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রদান করে। আপনারা উভয়ে তাহাদিগকেই বহু ধন এবং বহু প্রজা প্রদান করেন শুনিয়াছি। অতএব হে ইন্দ্রাগ্নী! সোমসদৃশ পুরোডাশ প্রদানে আপনাদিগের চিত্তে নূতন হর্ষরূপ চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।' ভাষ্যমতে আদি মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র যাজ্যা।

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাইবেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিজামাতুঃ' 'স্যালাৎ' 'সোমস্য' 'জনয়ামি' প্রভৃতি পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, প্রচলিত কি প্রকার অর্থ হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষাও বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোম প্রদান কালে পঠনীয় একটি নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।"

(২) "For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse's brother.

"So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn, Indra and Agni."

এবম্বিধ ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, এই মন্ত্র হইতে পুরাতত্ত্বের দুইটী তথ্য নির্দ্দেশ করা যায়। মন্ত্র যে মনুষ্যের রচিত এবং মনুষ্যের উপাসানায় প্রযুক্ত, ঐ ব্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথা যে আজিকালিকার নিয়ম নহে; পরন্তু এ কালের ন্যায় সেকালেও যে পুত্রকন্যার বিবাহে আদান প্রদানের বা পণ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। বেদরূপ দর্পণে আত্মচিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল কালের সকল ভাবই উহার মধ্য হইতে অধ্যাহার করা যায়।

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে সমস্যামূলক পদাবলির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি। "বিজামাতুঃ' পদে 'বিশিষ্ট-ধন-প্রদানকারী'—এরূপ ভাব গ্রহণ করি। 'স্যালাৎ' পদে 'শালা—গৃহ বা হৃদয়' অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'ঘা' পদে

* কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী শুক্ল-যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

'রিপুগণের হন্তা' অর্থই সুসিদ্ধ হয়। 'স্তোমং জনয়ামি' পদদ্বয়ে 'মন্ত্রের রচনা করা' অপেক্ষা 'মন্ত্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি'—এইরূপ ভাবেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটীকে যুগপৎ দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পসূচক বলিয়া মনে হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষ মানুষকে এমন কোনও জিনিষ দিতে পারে না—যাহা সত্য, যাহা সনাতন। অতএব দেবতাই—দেবভাবই বিশিষ্ট দাতা; দেবতার সাহায্যেই হৃদয়রূপ গৃহ হইতে রিপুগণ বিতাড়িত হয়। তাঁহারাই জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হই।' *

তৃতীয় মন্ত্রের ('ইন্দ্রাগ্নী নবতীং পুরঃ' প্রভৃতি) ব্যাখ্যা নিষ্কাশনেও ভাষ্যকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই,—'প্রজাগণের উপক্ষয়িতা তস্করাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্নী। হে ইন্দ্রাগ্নী! দাসপত্নীদিগের সেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।' ভাষ্যের অনুসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও ঐ একই ভাব উপলব্ধি করি। সে ব্যাখ্যা এই,—'হে ইন্দ্রাগ্নী! তোমরা একই উদ্যোগ দ্বারা দাসগণের নবতি-সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।"

বলা বাহুল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটীকে ভগবন্মাহাত্ম্যমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিই মোক্ষলাভের হেতুভূত। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম সুচারু সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নানা শত্রুর আগার। অসংখ্য শত্রু এই দেহে বাস করিতেছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহারা বিদূরিত হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ। জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমাদিগের এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অসংখ্য শত্রুর বসতি। আপনি সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আপনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই সকল শত্রুকে নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা প্রখ্যাত। আপনি আমার অন্তরের সেই সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই; আপনি অশেষ মহিমান্বিত—আপনি সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমায় আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়া দিউন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যামূলক 'নবতিং পুরঃ' এবং 'সাকং একেন কর্ম্মণা' এই অংশ-দ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বেদ-মন্ত্রের মধ্যে 'নব', 'সপ্ত' এবং 'ত্রি' প্রভৃতি পদের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদ সংখ্যা-পরিমাণের

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ১০৯ম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

বহুত্ব সূচিত করে। ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে এই সকল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। 'নবতিং' পদে নয়ের পূরণ বুঝায়। মানবশরীর নবদ্বার-বিশিষ্ট। সেই নয়টী দ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। এই নয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদস্খলন হয়। মানুষের অন্তঃশত্রুসমূহ ঐ নয়টী দ্বারেই মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টী দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই—শত্রুর আবাসস্থল নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ পুরীকে উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলেই—মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 'নবতিং পুরঃ' বলিতে আমরা এই নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ দুর্গ হইতে শত্রুদিগকে (দাসপত্নীঃ) বিতাড়িত করেন বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি এবং তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। সেই শত্রুনাশরূপ কর্ম্মের জন্যই তাঁহার মহত্ব। অন্তঃশত্রুনাশ করিয়া যিনি মানুষকে মোক্ষধন প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় আশ্চর্য্যকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মী দ্বিতীয় কেহ থাকিতে পারে কি? সেই একই কার্য্যের জন্যই তাঁহার মহিমা জগদ্বিশ্রুত। সেই একই কার্য্যের জন্যই তিনি অদ্বিতীয়—মহামহিমান্বিত। জ্ঞানরূপে দিব্য-জ্ঞান প্রদানে, এবং কর্ম্মরূপে কর্ম্মশক্তিপ্রদানে ভগবান মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে মোক্ষের অধিকারী করেন। এইরূপ ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এই চতুর্দ্দশ অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। *

তার পর পঞ্চম ('শুচিং নু' প্রভৃতি) মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম্ম যখন ভক্তি-সহযুত হয়, যখন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা বৃত্ররূপ অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম্ম শক্তিই—সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। তাহারাই আকুল অন্তরের ভক্তির পূজা ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এই,—'বৃত্রনাশক হে ইন্দ্রাগ্নী! আজ আপনারা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। সে স্তুতি—নূতন অন্নের দ্বারা সঞ্জাত ও নির্দ্দোষ হইয়াছে। রোষ-গর্ব্বাদি রহিত বলিয়া আপনারা উভয়েই সুখে হোম নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। আমরা সেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা উভয়ে কাময়মান যজমানদিগকে সত্ব অন্ন প্রদান করুন।' ভাষ্যে এই মন্ত্রটী যাজ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নবজাত' 'বৃত্রহনা' এবং 'সুহবা' এই তিনটী পদ বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়। 'নবজাতং' বলিতে ভাষ্যের ভাবে এবং মন্ত্রের বাক্য-বিন্যাসে বোধ হয়—যেন ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পূজার জন্য নূতন নূতন স্তোত্র বিরচিত হইতেছে, বেদ-মন্ত্র যেন নবকলেবর পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আলোচনায় 'নবজাতং' পদে কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্ত্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্র নামক কোনও

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ঋষি বা মনুষ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বের বিষয় এবং অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় স্বীকার করিলে, এই 'নবজাত' পদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ভাব বিষয়ে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমাদিগের দৃষ্টিতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—'এ তো তাহা নহে! এখানে যে নিত্য সত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে!'

নিত্য সত্য-সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বকালে সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হয়েন। তাঁহার আরাধনা-উপাসনার কালাকাল নাই; তাঁহার স্তুতি-বন্দনাও আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাইবেন, তিনি তখনই বুঝিতে সমর্থ হইবেন,—'তিনি তো নূতন নহেন—তিনি যে পুরাতন—তিনি সনাতন! তিনি যে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি শাশ্বত। তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে,—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি চিরদিনই আছেন, তাই তাঁহার স্তুতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজ যে কেবল আমিই তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে। আজি যে কেবল আমিই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্ব্বতন মুনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং আমিই কেবল যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে। অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্য নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটী সাধক, তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, আনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত কোটী সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাহারা অসীম অনন্তের একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। তাই যখনই বলিবে নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবের দ্যোতনা করিবে; তখনই তাহা সেই চিরনূতন—পুরাণ পুরুষকে নির্দ্দেশ করিবে। এই ভাবেই এ নূতনের নিত্যত্ব ও নূতনত্ব অনুভূত হয়। আবার স্তুতি বা স্তোত্র—ভগবানের আরাধনা উপাসনা—নবকলেবর পরিগ্রহ করে তখনই, যখন তাহা জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম—উভয়ই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশে অদ্বিতীয়। যে পূজা উপাসনার অনুষ্ঠান আমরা করিয়া থাকি, জ্ঞান ও ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। তখনই তাহার অভিনবত্ব সিদ্ধ হয়। এ ভাবেও 'নবজাতং' পদের সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে, 'বৃত্রপ্রমুখ শত্রুগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা বিনাশ করেন'—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটী উপাখ্যানের

অবতারণা করা হইয়া থাকে। ঐ পদের সাধারণ ভাব এই যে,—বৃত্র নামক একজন অসুর ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। আবার রূপকে 'ইন্দ্র' বলিতে সূর্য্য বুঝায়, আর 'বৃত্র' বলিতে সূর্য্যের আবরক 'মেঘকে' বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবীতে জীবজন্তু বৃক্ষ-লতা-তরু-গুল্মাদি নবজীবন প্রাপ্ত হয়। মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলে; তাহাতে এই পৃথিবীতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের ও অগ্নির সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য ও অগ্নি অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে সূর্য্যরশ্মি ও উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতাগুল্ম, এমন কি প্রাণি পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, অবশেষে সূর্য্যরশ্মি বা উত্তাপ প্রতিষ্ঠান্বিত হয়, ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করেন। বৃত্র বা মেঘ নিহত হইলে বর্ষার বারিধারা ভূতলে পতিত হয়; তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাহারা ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধপ্রসঙ্গে এইরূপ রূপকের কল্পনা করেন, তাঁহারা এই প্রকার অর্থই নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যাঁহারা একটু উচ্চস্তরের সাধক, তাঁহাদের নিকট বৃত্রবধের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে, তিনি আলোক-দাতা, তিনি সকল জ্ঞানের—সকল কর্ম্মের—সকল সত্যের আধারস্থান। সংক্ষেপতঃ, তিনি সৎস্বরূপ। সে অর্থে বৃত্র বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন; বৃত্র—মূর্ত্তিমান অন্ধকার ও কুকর্ম্ম; বৃত্র সকল অসদ্ভাবের—সকল অনর্থের জনক। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সতের ও অসতের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য ও অগ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে উত্তাপ বিতরণে পুলকিত করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই সৎ পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোকের আকর ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুক্কায়িত হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য বা জ্ঞানাগ্নি কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্য-সামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমায় হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের ও অগ্নির এবং বৃত্রের সৈন্যগণ যখন এইরূপভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা কখনও কখনও সেই চতুর সর্প-প্রকৃতি ধূর্ত্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে—নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সদ্ভাব-সমূহ হৃদয় হইতে অপসৃত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয়

তখন আর ইন্দ্রের বা অগ্নির পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে;—পাপের ও দৈন্যের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসদ্বিচারে একেবারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্রের পাপ-প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নিরূপী ঈশ্বর (ভগবান) সেই পতিতের উদ্ধার সাধন করেন। অন্তরে অহরহ সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির সংঘর্ষই এবং সদ্বৃত্তির উন্মেষণে অসদ্বৃত্তির বিনাশ সাধনই—ইন্দ্রাগ্নীর বৃত্র-বধ। মানুষের অন্তর অজ্ঞানতায় চির-সমাচ্ছন্ন। কর্ম্মের প্রভাবে, জ্ঞান-জ্যোতির বিচ্ছুরণে সেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে মানুষ ভগবৎকৃপা-লাভে সমর্থ হয়। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে যখন তাঁহাকে ডাকে, ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্র-গতিতে আগমন করিয়া, তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি—আত্মদর্শিজনকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। 'বৃত্রহনা' পদ অন্তঃশত্রুনাশে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ এবং কর্ম্ম-শক্তির পরিস্ফুরণের বিষয়ই ব্যক্ত করিতেছে। ভাব এই যে,—'সেই পরম-পুরুষ, ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব রূপে, সংসার-ভয় নিবারণ করেন; তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার কৃপা-লাভ করিলে, তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রু-নাশক—রিপু-নাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। তোমার ভক্তি-রসামৃত তাঁহাকে উৎসর্গ কর। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবেন। জ্ঞানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।'

'সুহবা' পদের তাৎপর্য্য—'প্রকৃষ্ট হবির্দ্দায়কৌ, সদ্ভাব-বর্দ্ধকৌ' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মের সহিত যদি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, জ্ঞান-বলে যদি কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মই ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—সেই কর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ে সদ্ভাব-রাজি ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে তাই 'সুহবা' পদে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহ-পঙ্কে ডুবাইয়া রাখেন? সারাজীবন নিমজ্জিত রহিলাম; এইবার উদ্ধার করুন। চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্মান্ আপনি; একবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ আঁখি উন্মীলিত হউক;—যেন আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ দেখিতে পাই। আমার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হউক। যজ্ঞের ফলে আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন—আমার কর্ম্ম-শক্তি প্রবর্দ্ধিত হউক। আপনি বিশ্বপাতা, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর—কর্ম্মের ফলে যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অধমকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রভাবে, জ্ঞানানুমোদিত সৎকর্ম্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত হই, আমি যেন দেবত্ব-লাভ করি।' ভগবানকে যে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তাহার তাৎপর্য্যই এই বলিয়া মনে করি। প্রথম অবস্থায় মনোভৃঙ্গকে চরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবার জন্যই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধু-পানে মত্ত ভ্রমরের ন্যায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার এই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলেই সাধনায় সিদ্ধি-লাভ ঘটে,—কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়,—প্রথমে ইন্দ্র ও পরে অগ্নি পদের সমাবেশ এবং তাঁহাদিগের 'সুহবা' গুণ-বিশেষণে তাহাই বুঝিতে পারি। ভক্ত সাধক

যখন অগ্নির ও ইন্দ্রের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার অন্তরের বৃত্ররূপ অজ্ঞানান্ধকাররূপী বৃত্র দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিঃতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে। যে সংশয়ের কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মায় পরমাত্মায় ভেদ থাকে না। ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই সচ্চিদানন্দরূপ, ইন্দ্রাগ্নিই যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারাই যে 'সুহবা'—তাঁহারাই যে যজ্ঞের সুষ্ঠু সম্পাদক এবং সদ্ভাবের জনক, প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-কর্ম্মান্বিত সাধক তখন তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

ফলতঃ, মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে ভগবান যে শরণাগতকে পরিত্রাণ করেন, মন্ত্রে সেই বিষয়ই পরিব্যক্ত। অতি অকিঞ্চনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেও যদি তাঁহার করুণার ভিখারী হয়, তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হইতে পারে। তাই সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শ্রীচরণে শরণ লওয়ার উপদেশ এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।*

পঞ্চম ('বয়মু ত্বা' প্রভৃতি) মন্ত্রে সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎস্বরূপকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত বিশেষ মতানৈক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রটী সত্র-পুরোনুবাক্যা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে সুমার্গপতি পূষা (দেবতা)! আপনাকে রথের ন্যায় সংযোজিত করিতেছি। আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যাহাতে অন্নপ্রাপক হয়, সেই জন্য।' অর্থাৎ অন্নধনলাভের নিমিত্ত পূষাদেবতাকে রথের ন্যায় নিযুক্ত করা হইতেছে—ভাষ্য হইতে এই ভাব উপলব্ধি করি। মানুষের হৃদয় অনন্ত কামনার সমুদ্র। সমুদ্রে বীচিবিক্ষোভের ন্যায়, কামনার পর কামনা মানব হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে। সেই কামনা পূরণের জন্যই মানুষের যত কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন। মন্ত্রে পূষাদেবতাকে যে অন্নধন লাভের নিমিত্ত রথের ন্যায় নিযুক্ত করা হয়—সেও সেই কামনা-পূরণ জন্যই। ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময় মানুষের অন্তরে প্রধানতঃ দ্বিবিধ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ,—তাহারা ভোগের উপযোগী ধনৈশ্বর্য্য চায়; দ্বিতীয়তঃ,—সেই পর্য্যাপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যেরও অতীত—অন্য ধন (মোক্ষ ধন) তাহারা পাইবার কামনা করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। তাই ধনাদির প্রকারভেদেরও অন্ত নাই। চাই—অর্থ; চাই—মণিমাণিক্য হীরক জহরত; চাই

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (সপ্তম মণ্ডল, ত্র্যধিক নবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর।"

ঘরবাড়ী গাড়ীজুড়ি; চাই—আসবাব পোষাক অট্টালিকা; চাই—মনোরমা বনিতা, আজ্ঞাবাহী দাসদাসী; চাই—আরও কত কি সুখসাধক সামগ্রী! আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র; আকাঙ্ক্ষিত ধনেরও তাই বিচিত্রতা! কেবল কি বৈচিত্র্যে বিবিধ ধনভোগেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি আছে? তাহা তো নহে! মানুষ চায়—পর্য্যাপ্ত। তুমি কত চাও? কত ভোগ করিবে! পর্য্যাপ্ত পাইবে। কিন্তু কি প্রহেলিকা! তাহাতেও তো আকাঙ্ক্ষা মিটে না। ক্ষুধিত হইয়াছ? উদর পুরিয়া আহার কর। মিষ্টান্ন চাও? এত পাইবে যে, উদরে স্থান হইবে না! কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চায়? সম্মুখে চাহিয়া দেখ—সৌন্দর্য্যের অনন্ত পারাবার এই বিশ্ব, তোমার নয়ন দুইটীকে এখনই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে। তোমার শ্রোত্র? সেই বা কতটুকু সুস্বর শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে। তবু তো তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না! ভোগসামগ্রী পর্য্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না! যতই কামনার পূরণ হয়, ততই নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

> "নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধীপো।
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ॥
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মপদং বাঞ্ছতি।
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

ফলতঃ, তৃষ্ণার—কামনার কখনই অন্ত নাই। যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না! নিত্য নূতন কামনা আসিয়া নিত্য নূতন বাসনার উদয় হইয়া, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে!

তবে চাই—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন! কিন্তু বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই!—কামনার নিবৃত্তি নাই! তখন সেই পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। সে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকিবে না—তখন সকল কামনার অবসান হইবে—সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি আসিবে। ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাঁহার দ্বারে। সকল ধনই তাঁহার নিকট আছে। তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাঁহার নিকট তাহাই পাইবে। অসার মণিমুক্তারূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন পর্য্যন্ত প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জ্জনের প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। তবে তাহারা যত ধনই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই যায়; আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র

আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগে প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল-লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া! বিচিত্র ধন, বিবিধ ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

দুই দিকে দুই পথ। এক পথ ডাকিতেছে,—'চলিয়া আইস! কাহারও অপেক্ষা করিও না। আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু অন্য পথ কহিতেছে,—'না—না, তেমন কাজ করিও না! অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না; পথে কত বিঘ্ন-বিপত্তি আছে। একজনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।' এ মন্ত্র সেই আশ্রয় লওয়ার কথাই বলিতেছে। বলিতেছে,—'তাঁহার আশ্রয় লও; তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্মপৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।' একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে—এখানে সকাম ও নিষ্কাম—কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার ঐ সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইতে পারিবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; তিনি পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনি যে শোভন মার্গের—সন্মার্গের পালক রক্ষক—প্রদর্শক। তিনি সকল ধনের অধিপতি। পর্য্যাপ্ত, পর্য্যাপ্তের অতীত—সকল ধনই তিনি তোমাকে প্রদান করিতেন। যে ধনে তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে, সে ধনও তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন! *

অনুবাকের ষষ্ঠ মন্ত্র—'পথস্পথঃ পরিপতিং' প্রভৃতি। এই মন্ত্রেও শোভন-মার্গের অধিপতি পূষা দেবতার অনুগ্রহে সৎপথে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মফল লাভ করিবার এবং আত্মার আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের—কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের অঙ্কুরও মন্ত্রের মধ্যে উদ্গত দেখিতে পাই। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'আমি ফল-কামনায় প্রবৃত্ত। সেই সেই (কর্ম্মে) পথের পরিপালক পূষা-দেবতাভিমানী অর্কক স্তোত্রের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিতেছি। সেই অর্ক আমাদিগকে শোকনিরোধিকা রাসৎ অর্থাৎ চন্দ্রবৎ অহ্লাদন-সমর্থ ওষধী প্রদান করুন। অপিচ, তথাবিধ সেই পুষা-দেবতা আমাদিগের তত্ত্বদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করুন।' ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কয়েকটী বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'শুকুধঃ' পদের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শোক-

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রচলিত বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে মার্গপতি পুষা! আমার কর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের নিমিত্ত রণস্থলে রথের ন্যায় তোমাকে আমাদিগের অভিমুখবর্ত্তী করিতেছি।"

নিরোধিকা।' আমাদের অর্থ, সেই ভাব হইতে—'শত্রুপ্রতিবন্ধকাঃ।' শত্রুর প্রতিবন্ধক যে 'রাসৎ' উৎপাদন করিতে সমর্থ, সে 'রাসৎ' বা ধন কিরূপ ধন? আমরা তাহাকে 'চন্দ্রাগ্রা' অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করি। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে, অজ্ঞানতা-নাশে যে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, আর যে জ্ঞানের উদয়ে সকল কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা মনে করি পরম কল্যাণ-বিধায়ক মোক্ষ-প্রাপক সেই জ্ঞান-ধনই—'শুক্রধঃ চন্দ্রাগ্রা রাসৎ' পদ-সমূহের লক্ষ্য।

'পথস্পথঃ পরিপতিং' পদদ্বয়ে ভগবান যে অদ্বিতীয় সন্মার্গ-প্রদর্শক, তাহাই বুঝা যায়। তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পথেরই অধীশ্বর। মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পান। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব, তাঁহার প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করিতে পারে কি? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার যত কিছু দুঃখ-যন্ত্রণা! কিন্তু পরম দয়াল ভগবান তো তাহাতেও নিশ্চিন্ত হন না। সন্তানকে সৎপথে আনিবার জন্য কতই না প্রযত্ন তাঁহার! তাই ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা ব্যগ্র হইতেছে; করুণাময়ের করুণার ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন, তিনি যে সাধু-মহাত্মাদিগের অমৃত-বাণীর মধ্যে নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাজমান্ রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্য তোমার কর্ণ-কুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন;—এ সকল কি তাঁহার করুণা-বর্ষণ নহে? তুমিও যতই উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানা প্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারের চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন; করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 'পুত্র বিপথগামী হইয়াছে! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে।' যৎক্ষণাৎ সেই কারণের বিষয়টী মনে উদয় হইল, অমনি স্নেহময় জনক-জননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইলেন। কারণের জন্য কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। অনুগ্রহ-প্রকাশের কত কারণই না তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অল্প-আয়ু অল্প-বুদ্ধি হইতেছে; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তানের গন্তব্য পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে: সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তান কুকর্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইঙ্গিত মানিতেছে না; সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জ্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে ধারার মধ্যে সকলই আছে! লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে

পরিচালন। তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সৎপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্য চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বখাদ-সলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, 'তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?'—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করি। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, 'তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল'—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে; তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবার, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। এ মন্ত্রে, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাইতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—'ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর এত কারণ অনুসন্ধান করেন; তখন কেন তিনি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সৎপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আবার ফেলা হয় কেন?'

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে এই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, এই একটী দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা-রূপ বিচার-বিতর্ক-মীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্ত্তনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান-প্রবর্ত্তনারই লক্ষ্য – রাজ্যে শান্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্ত্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—'ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন!' তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মাল্য প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে। এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়।

কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মুক্তির অধিকারী হইবে; যে তাহা না পারিবে, পরন্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্য্যাতন-ভাগীই হইতে হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য অশেষ প্রকার করুণার নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ—বুঝ—অনুসরণ কর। সে নির্ঝর-ধারায় পরিস্নাত হও! সকল জ্বালা-মালায় শান্তি পাইবে। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে শরণ লও; তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥" ফলকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে কায়মনোবাক্যে অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবের ভাবনা থাকে কি? *

তার পর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের ('ক্ষেত্রস্য পতিনাং বয়ং' এবং 'ক্ষেত্রস্য পতে' প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়) বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে ভগবানকে লক্ষ্য রহিয়াছে। 'ক্ষেত্রস্য পতি', 'ক্ষেত্রস্য পতিনা' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্য-সম্মত অর্থের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং অষ্টম মন্ত্র যাজ্যা বলিয়া অভিহিত। তদনুসারে 'ক্ষেত্রস্য পতিনা' প্রভৃতি সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পুত্রাদির হিতের নিমিত্ত যেমন গবাদি জয়, তেমনি ক্ষেত্র-পতির সাহায্যে আমরা গো, অশ্ব এবং পোষক অন্নাদি দ্বারা জয়যুক্ত হই। সেই ক্ষেত্র-পতি তাদৃশ গবাশ্বাদির দ্বারা আমাদিগের সুখ-সাধন করুন।' 'ক্ষেত্রস্য পতে' প্রভৃতি অষ্টম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেমন পয়ঃ প্রদান করে, সেইরূপ আপনি মাধুর্য্যোপেত ঊর্ম্মির ন্যায় পুনঃপুনঃ আবৃত্তি-সম্পন্ন, দ্রব্যান্তরে মাধুর্য্যস্রাবী, পর্য্যুষিতত্ব-দোষ-রহিত ঘৃতের ন্যায় সুপূত নারিকেলফল-ইক্ষুখণ্ড-গুড়াদি-ভোগপদার্থ সমূহ প্রদান করুন। যজ্ঞকর্ত্তা আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন করুন।'

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগ' বিষয়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র মধ্যে তাহারই বীজ নিহিত দেখিতে পাই। ভাষ্যকার 'ক্ষেত্রস্য পতি' পদে 'ফল-শস্যের অধিপতি' অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞসাধনোপযোগী ইক্ষুদণ্ড নারিকেলফল গুড় প্রভৃতি সামগ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রিয়া-কর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞ-কর্ম্মের উপযোগী সামগ্রী সাধারণ লৌকিক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারীর শ্রেয়ঃ-সাধক হইতে পারে; কিন্তু যিনি একটু উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞের উপকরণ অন্যরূপ, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রপতিও অন্যরূপ। এখানে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞের সাধনোপযোগী যে উপকরণ-সমূহ—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি; এখানে তাহারই প্রার্থনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ঐ সকলের

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের এই (ষষ্ঠ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

যিনি উৎপাদক, তাঁহারই নিকট সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই যে 'ক্ষেত্রস্য পতি'—তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিতণ্ডার মীমাংসা হইয়া যায়। 'ক্ষেত্র' ও ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায়, অর্জ্জুনের সংশয় নিরসন জন্য ভগবান 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বিষয়ে অর্জ্জুনকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, ক্ষেত্র বুঝাইতে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥

ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎক্ষেত্রসমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ,—'পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, ধৈর্য্য—ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।' ফলতঃ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎচরাচর সকলই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই সকলের অধিপতি যিনি, তিনিই ক্ষেত্রপতি, এবং ইহাদের তত্ত্বে যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন এই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝিব? গীতায় ভগবান তাহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ,—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি পরব্রহ্ম, সৎও নহেন অসৎও নহেন। তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-গুণসমুদয়ের আভাসবিশিষ্ট অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্ত্বাদি গুণরহিত অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্থাবর ও জঙ্গম তিনি, সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; অজ্ঞানগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্যসন্নিহিত। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান); সেই জ্ঞেয়বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্তৃক অস্পৃষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে যে 'ক্ষেত্রস্য পতির' উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা সেই 'ক্ষেত্রস্য পতি' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধি করি। তাঁহা হইতেই জ্ঞানের আলোক আসে; তিনি কর্ম্মশক্তি প্রদান করেন; তিনিই শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী; তিনি মোক্ষবিধায়ক, তিনিই সৎপথের

প্রবর্ত্তক ও প্রদর্শক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'গাং' 'অশ্বং' প্রভৃতি পদে সাধারণ গো ও অশ্ব প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এখানে কৃষিকার্য্যের উল্লেখ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা গো ও অশ্ব পদদ্বয়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তি বুঝিয়া থাকি। 'গাং অশ্বং জয়ামসি' বলিতে 'আমরা যেন দিব্যজ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য জয় করিতে পারি এই ভাবই উপলব্ধ হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তর জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করুন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া, সৎকর্ম্মের সাধনে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন পরমধন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই।' *

নবম ('অগ্নে নয় সুপথা' প্রভৃতি) মন্ত্রে শোভন-মার্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম মার্গের সাধনায় ভগবৎসন্নিকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পুরোনুবাক্যা। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে অতিপাদদোষরহিত সুমার্গে পরিচালিত করুন। হে দেব! আপনি সর্ব্ববিধ পথের বিষয়ই অবগত আছেন। নরকহেতুক কুটিল অতিপাদরূপ পাপকে আমাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করুন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার নমস্কার উক্তি করিব।' আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া থাকি,—'হে দেবতা! আমাদিগের এ অভীষ্ট পূরণ কর; আমরা ষোড়শোপচারে মেষমহিষাদি বলিদানে তোমায় পূজা করিব'; এ যেন সেই ভাবেরই প্রার্থনা। ভাষ্যপাঠে সেই ধারণাই মনে আসে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ-ভাবের দ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদিগের মতে মন্ত্রটী অগ্নিরূপী—জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব-সংসারের হিতের জন্য ভগবানের করুণাধারা সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সুধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে নবম বর্গে দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটী মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব। তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।"

"হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন।"

টীকায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এ সূক্তটী সমুদায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্য-সূত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পূর্ব্বে সূক্তের প্রত্যেক ঋক উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।"

জ্ঞান-ভক্তির ও সদ্ভাব-সদ্‌বৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদ্গমও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাধার ভগবানের অনুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসমন্বিত জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সৎপথে গমন করিয়া সৎস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতস্করাদির উপদ্রব, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র শ্বাপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্য্যস্ত হইতে হয়; হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাধন মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূরিত হয়। সে ভয় বিদূরণের একমাত্র উপায়—সজ্‌জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানাঙ্কুর - সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি মানুষের জন্মসহজাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনাভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বৃষ্ট্যাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রোথিত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, উৎকর্ষাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরেই অন্তরিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই সে ডুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহারা আত্ম-জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ সুদূরপরাহত। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিই একমাত্র সহায়। অন্তরকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির এবং সজ্‌জ্ঞানের আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ ও আরাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সৎপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনারই মূলীভূত। যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্ব্বাচনের সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ-নির্ব্বাচন প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশ করুন, সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট-পূরণে মোক্ষফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে।

দশম ('আ দেবানামপি' প্রভৃতি) মন্ত্র যাজ্যা। যে কর্ম্মে ভগবান পরিতুষ্ট হন,

যে কর্ম্মের সম্পাদনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদন জন্য মন্ত্রে উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য তো নাই! এই অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সাধক পরক্ষণেই কহিতেছেন,—'দেবকার্য্য সম্পাদন করিব, সামর্থ্য কি আমার! আমার সে সামর্থ্য কোথায় যে, ভগবানকে আমার ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি প্রদানে সমর্থ হইব? কিন্তু তিনি তো সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই তো প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক! তিনি তো সাধন-প্রণালী বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ! তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তিনি স্বয়ংই তো তাহা অবগত আছেন। তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তো তাহা জানিতে পারিব! তিনি যদি শিখাইয়া দেন, তবেই তো শিখিতে পারিব! তিনি যদি দেখাইয়া দেন, তবেই তো সে পথ দেখিতে পাইব! নচেৎ, কি সামর্থ্য আমার, কোথায় সে শক্তি আমার যে, তাঁহাকে পূজা করিব!' সাধক কহিতেছেন,—'আপনি দেবগণের আহ্বাতা, আপনি দেবভাবজনয়িতা; যজ্ঞের কালাকাল বিষয়ে আপনিই অভিজ্ঞ। তাই প্রার্থনা—'হে ভগবন্! আপনি পথ প্রদর্শন করুন। শিখাইয়া দিউন—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিব? বুঝাইয়া দিউন—কি উপায়ে কি সূত্র ধরিয়া সে পথে অগ্রসর হইব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা—আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা। বুঝাইয়া দিউন—দেখাইয়া দিউন—শিখাইয়া দিউন! আপনার প্রদর্শিত পথে চলিয়া—আপনার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারই কৃপায় আপনার সামীপ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য করি।' স্থূলতঃ, এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই উৎকট সঙ্কল্প লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি, আর সেই ভাবেই 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' আমাদের মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'আমরা পূর্ব্বে যে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, দেবগণের সেই পথ ইদানীং আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কি জন্য? সেই পথে আমরা যে কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব, সেই কর্ম্ম সাধন জন্য। অবিচ্ছেদে আমরা কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইব। যদি আমরা তাহাতে সমর্থ না হই, তথাপি পথের কর্ত্তা আমাদিগের সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী। তিনি আমাদিগের নিমিত্ত তাহা বিজ্ঞাপন করুন। তিনি যজ্ঞের ঋতু কাল প্রভৃতি বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন।' আমাদের অর্থ হইতে ভাষ্যের অর্থ কি ভাবে কিরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে সঙ্কল্প, দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য এবং তৃতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে যখন সাধকের মনে ভগবৎ কর্ম্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জাগরুক হইল; অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে এক সত্য তত্ত্ব প্রকট হইল। তিনি বুঝিলেন,—হতাশ হইবার তো কোনও কারণ নাই! আমি যাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি,—তিনিই তো সকল যজ্ঞের অধিপতি! তিনিই তো পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনিই তো আমাকে সে কর্ম্ম সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করিবেন! তিনি যে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী! অর্থাৎ, তাঁহারই করুণায় হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়। তাঁহার ন্যায় দয়াল আর কেহ থাকিতে পারে কি?

তাই শেষ প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—'হে ভগবন্, আপনি আমাদিগকে আপনার পূজার প্রণালী শিখাইয়া দিউন। আপনার পূজা করিতে করিতে আপনার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হই—আত্মায় আত্মার সম্মিলন সংঘটন করি।' এই মন্ত্রে অগ্নি-দেবের কয়েকটী বিশেষণ আছে;—তাঁহাকে 'হোতা', বিদ্বান' প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিবিধ ভাবে পদদ্বয়ের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'হোতারং' পদের বিশ্লেষণে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ঐ পদে বুঝা যায়, জ্ঞান-বলে হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবেই সদ্ভাবকে ভগবানে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই। 'বিদ্বান' পদেও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব বুঝিতে পারি। ভগবান জানাইয়া দেন, আবার তাঁহারই করুণায় তাহাকেও জানাইতে পারা যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। এখানে সাধকের লক্ষ্য—পরমপদ প্রাপ্তি। সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া—ভগবৎ কর্ম্ম সাধনের প্রচেষ্টায়—ভগবৎ-সম্মিলনে অগ্রসর হইয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হোতা' পদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, যজ্ঞ বা আরব্ধ কর্ম্ম যেন দেব-সন্নিধানে গমন করে অর্থাৎ সে কর্ম্মে ভগবান যেন প্রীতিলাভ করেন।

যাঁহারা উদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাঁহার নিকট সে যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক আপনাকে কৃতার্থন্মন্য মনে করেন। তিনি রূপ চাহেন না, ধন চাহেন না। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার কর্ম্ম যেন ভগবানেরই কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য যেন ভগবানেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার কার্য্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়াই এখানে যাজ্ঞিক পরিতৃপ্ত। তার পর কর্ম্মকে 'অধ্বরান' অর্থাৎ হিংসা রহিত ও শত্রুর উপদ্রব পরিশূন্য করিবার প্রার্থনা আছে। সাধক দেখিতেছেন,—রিপু-শত্রুর উপদ্রবে তাঁহার কর্ম্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জ্ঞানদেব, জ্ঞানাগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের রিপুশত্রুদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিউন। দিব্য-জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দিউন। পাপ রিপু-কুল ধ্বংস করুন। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য-আলোকে মিশিয়া যাই।' *

তার পর একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। একাদশ মন্ত্র পুরোনুবাক্যা এবং দ্বাদশ মন্ত্র যাজ্যা। ভাষ্যমতে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ যথাক্রমে,—(১১) প্রার্থনীয় হবিঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে বৃহৎ হউক। হে বিভাবসো! আমার প্রদত্ত কার্পাসবীজ এবং তিলপিষ্টকাদি (খৈল)

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, তৃতীয় ঋক)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ; যথা,—"যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন।"

ভক্ষণ করিয়া মহিষী যেমন বহু-ক্ষীরাদি দ্বারা আমাকে সন্তজন করে, আপনিও সেইরূপভাবে ফলপ্রদানে আমাকে প্রবর্দ্ধিত করুন। আপনার প্রসাদে ধন লাভ করিলে, অন্নাদির উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইব।' (১২) হে অগ্নি! আমাদিগের অপরাধ-পরিহারের নিমিত্ত ইদানীং প্রবর্ত্তিত নূতন স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের কর্ম্মের ফল প্রদান করুন। আমরা যেন শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে অতিপাদ এবং অব্রত-রূপ যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিতে পারি। অপিচ, আমাদিগের নিবাসের জন্য নগর-জনপদাদি বিস্তৃত হউক; শস্য-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগের ভূ-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাউক। এবং আমাদিগের পুত্র-দুহিতা প্রভৃতি অপত্যের নিমিত্ত আপনি সুখপ্রদ হউন।' ইহলৌকিক সুখ-সাধক যে সকল সামগ্রী প্রার্থনীয়, মন্ত্রদ্বয়ে সেইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই ভাষ্যে সূচিত হইয়াছে। লৌকিক যজ্ঞ-কর্ম্মে যেরূপ কামনা প্রকাশ পায়, এখানেও সেইরূপ কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। যজ্ঞে ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে, যজ্ঞের ফলে ধন-বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং যাজ্ঞিক ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে পারেন,—ভাষ্যের ইহাই লক্ষ্য।

আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব অন্য রূপ। একাদশ মন্ত্রের প্রথম অংশে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানই যে সকল ধনের অধিপতি, তিনিই যে পরম-ধন-দাতা, আর তাঁহার প্রীতি-সাধক কর্ম্মেই যে সে ধন অধিগত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় অংশে সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত সদ্ভাবের প্রভাবে পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এখানে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বর্ত্তমান। সৎকর্ম্ম-সাধনে ভগবানের প্রীতি-সাধনে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, ভবাব্ধি-পারের কোনও ভাবনা থাকে কি? তখন, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম-ক্ষয়ের হেতুভূত হয়। তখন শত্রুর অবরোধক হৃদয়-দুর্গের অধিস্বামী আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রুর সংহার-সাধন করেন। ফলতঃ, ভগবৎ-প্রীতি-সাধক কর্ম্মই মূল। তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রধান সহায়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সহায় হউন। আমাদের অন্তর বিস্তৃত করিয়া দিউন। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।' 'উর্ব্বী'—বিস্তৃত হউক বলিতে, অন্তর প্রসারিত হওয়ার ভাব আসে। তাহা হইতেই বিশ্ব-হিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই। *

---

* একাদশ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (পঞ্চম মণ্ডল পঞ্চবিংশ সূক্ত সপ্তম ঋক্)। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজঃ-সম্পন্ন! আমাদিগকে প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমা হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।"

দ্বাদশ মন্ত্র—দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডলে ১৮৯ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)। ইহার যে একটী বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি নূতন; তুমি স্তুতির দ্বারা সমস্ত দুর্গম পাপ হইতে উদ্ধার কর।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ('ত্বমগ্নে ব্রতপা' ইত্যাদি এবং 'যদ্বো বয়ং' প্রভৃতি) মন্ত্রদ্বয়, ভাষ্যে ব্রাতপত্য যাগে যথাক্রমে পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দীক্ষা-গ্রহণ কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান; ব্রাত্য-দোষ পরিহার-কল্পেই এই যজ্ঞের পরিকল্পনা। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্যকার যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে অগ্নি! আপনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রতপালক দেবতা হয়েন। আপনি সকল যজ্ঞেই স্তুত হয়েন।'' চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধী আমাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত-সমূহ অত্যন্ত অজ্ঞান আমরা যদি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে না পারি, যজ্ঞবিৎ অগ্নিদেব সে সকল পূরণ করুন। ঋতু উপলক্ষিত কাল-বিশেষে অর্থাৎ যে কালে যে দেব-পূজার বিধি সেই সেই কালোচিত ব্রতও অগ্নিদেব পূর্ণ করুন।' ফলতঃ, ত্রয়োদশ মন্ত্র অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে প্রযুক্ত এবং চতুর্দ্দশ মন্ত্রে অপূরণ পূরণে অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। আমরা মনে করি, ত্রয়োদশ মন্ত্র জ্ঞান-দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। ত্রয়োদশ মন্ত্রে জ্ঞান-দেবতার সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের তাই উপদেশ,—'মানুষ, তুমি সৎকর্ম্মান্বিত হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবে মণ্ডিত হও। জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।'

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার এবং প্রত্যবায় নিরাকরণ হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূজা উপাসনা শেষে অর্চ্চনাকারী ভগবানকে যে প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় আমরা ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার-মূলক যে "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনন্তু যদ্ভবেৎ। সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী'' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা সাঙ্গ করি, এ মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে;—'অজ্ঞান আমরা, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পদে পদে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ভগবানের পূজায়, তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে অজ্ঞাতে যদি কোনও ত্রুটি ঘটাইয়া ফেলি, অনুষ্ঠানে যদি কোনও প্রত্যবায় সংঘটিত হয়, দেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি; আপনি তাহা যেন পূরণ করিয়া লয়েন। আমরা, আমাদিগের অজ্ঞতা নিবন্ধন হয় তো তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব না! কিন্তু আপনি তো দেব—সর্ব্বজ্ঞ! আমরা না জানিলেও আপনি তো তাহা জানিতে পারিবেন! তাই প্রার্থনা—'আপনি আমাদিগের সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগের

আমাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক; আমাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক; তুমি আমাদিগের পুত্র ও অপত্য সকলকে সুখ প্রদান কর।''

যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া লউন এবং যজ্ঞের ফল আমাদিগকে প্রদান করুন।' চতুর্দ্দশ অনুবাকের উপসংহারে আমরা এই মন্ত্রে সেই প্রত্যবায় পরিহারে—ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে যজ্ঞ সম্পাদনে ভগবৎ-কৃপা লাভের ভাবই উপলব্ধি করি। * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)॥

---

* চতুর্দ্দশ অনুবাকের ত্রয়োদশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই,—"হে অগ্নিদেব, তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে কর্ম্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য।" (অষ্টম মণ্ডল, একাদশ সূক্ত, প্রথম ঋক)।

চতুর্দ্দশ অনুবাকের শেষ (চতুর্দ্দশ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে এই মন্ত্রের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে; যথা,—'হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই; যদি আমরা তোমাদিগের কোনও কার্য্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিন।' (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক)॥

চতুর্দ্দশ অনুবাকের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সংগৃহীত। উভয়ত্রই ভাষ্যকার—সায়ণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল মন্ত্রের ভাষ্য ঋগ্বেদে একরূপ এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কোনও কোনও স্থলে কাহারও সহিত কাহারও আদৌ মিল নাই। চতুর্দ্দশ অনুবাকের একাদশ মন্ত্র ('যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে' প্রভৃতি মন্ত্র) ঋগ্বেদের চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে, আর এই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে যে ভাষ্য হইয়াছে, নিম্নে সেই দুইটী ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। ঋগ্বেদে ঐ মন্ত্রের ভাষ্য; যথা,—

"বাহিষ্ঠং বোঢ়ৃতমং যৎ স্তোত্রং তদগ্নয়ে ক্রিয়তে। আতো হে বিভাবসো প্রভাধনাগ্নে! বৃহদ্বহন্নং ধনং অর্চ্চ। অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। কথমস্মান্নধনপ্রদাতৃত্বমিত্যাহ পেক্ষয়ামাহ। যতস্তৎ ত্বত্তঃ সকাশান্মহিষী মহতী রয়ির্দ্ধনমুদীরতে উদ্‌গচ্ছতি। বাজা অন্নানি চ ত্বং উদীরতে উদ্‌গচ্ছন্তি। ইবেতি পূরণঃ।"

কিন্তু দেখুন—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে কি ভাষ্য আছে,—"পৎপ্রায়নীয়ং হবিস্তগ্নয়ে বৃহদ্ভবতু। হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয়। যথা মহিষী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ। তথা সতি ত্বদনুগ্রহাদ্ধনং লভ্যাতেঽন্নানি চোৎকর্ষেণ সংপত্স্যন্তে।"

'মহিষী' পদের অর্থ ঋগ্বেদে হইল—'মহতী'; আর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে হইল—পশু। অর্থের কত পার্থক্য! ইহা হইতে মনে হয়, স্বয়ং সায়ণাচার্য্য সর্ব্বত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। বিভিন্ন জনের প্রণীত ভাষ্যাদি সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, আর কেহ কাহারও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই এই পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ একই ব্যক্তির রচিত একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ--তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(১) আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চস।

(২) ওষধে ত্রায়স্বৈন৺ স্বধিতে মৈন৺ হি৺সীর্দ্দেবশ্রূরেতানি

প্র বপে। (৩) স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়া।

(৪) আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ পুনন্তু

বিশ্বমস্মৎপ্র বহন্তু রিপ্রম্।

(৫) উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।

(৬) সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহি।

(৭) মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চঃ ময়ি ধেহি।

(৮) বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।

(৯) চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা

পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(১০) তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।

(১১) আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো

দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ।

(১২) ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।

(১৩) ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) আপঃ । উন্দন্তু । জীবসে । দীর্ঘায়ুত্বায়েতি দীর্ঘায়ু—ত্বায় । বর্চ্চসে ।

(২) ওষধে । ত্রায়স্ব । এনম্ । স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে । মা । এনম্ । হিꣳসীঃ ।

দেবশ্রূরিতি দেব—শ্রূঃ । এতানি । প্রেতি । বপে ।

(৩) স্বস্তি । উত্তরাণীত্যুৎ—তরাণি । অশীয় ।

(৪) আপঃ । অস্মান্ । মাতরঃ । শুন্ধন্তু । ঘৃতেন । নঃ । ঘৃতপুব ইতি ঘৃত—পুবঃ । পুনন্তু । বিশ্বম্ । অস্মৎ । প্রেতি । বহন্তু । রিপ্রম্ ।

(৫) উদিতি । আভ্যঃ । শুচিঃ । এতি । পূতঃ । এমি ।

(৬) সোমস্য । তনূঃ । অসি । তনুবম্ । মে । পাহি ।

(৭) মহীনাম্ । পয়ঃ । অসি । বর্চ্চোধা ইতি বর্চ্চঃ—ধাঃ ।

অসি । বর্চ্চঃ । ময়ি । ধেহি ।

(৮) বৃত্রস্য । কনীনিকা । অসি । চক্ষুষ্পা ই[illegible] চক্ষুঃ—পাঃ

অসি । চক্ষুঃ । মে । পাহি ।

(৯) চিৎপতিরিতি চিৎ—পতিঃ। ত্বা। পুনাতু। বাক্‌পতিরিতি বাক্—পতিঃ।

ত্বা। পুনাতু। দেবঃ। ত্বা। সবিতা। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ।

বসোঃ। সূর্য্যস্য। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ।

(১০) তস্য। তে। পবিত্রপত ইতি পবিত্র—পতে। পবিত্রেণ। যস্মৈ।

কম্। পুনে। তৎ। শকেয়ম্।

(১১) এতি। বঃ। দেবাসঃ। ঈমহে। সত্যধর্ম্মাণ ইতি সত্য—ধর্ম্মাণঃ। অধ্বরে।

যৎ। বঃ। দেবাসঃ। আগুর ইত্যা—গুরে। যজ্ঞিয়াসঃ। হবামহে।

(১২) ইন্দ্রাগ্নী ইতীন্দ্র—অগ্নী। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। আপঃ। ওষধীঃ।

(১৩) ত্বম্। দীক্ষাণাম্। অধিপতিরিত্যধি—পতিঃ।

অসি। ইহ। মা। সন্তম্। পাহি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'বর্চসে' (কর্ম্মশক্তিপ্রাপণায়) 'দীর্ঘায়ুত্বায়' (সৎকর্ম্মশীলায় জীবনায়) অপিচ 'জীবসে' (জীবহিতসাধনায়—বিশ্বহিতায় ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) অস্মান্ 'উন্দন্তু' (অভিষিঞ্চন্তু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সদ্ভাবপ্রভাবেন বয়ং অক্ষয়জীবনং লভেমুঃ।

২। (ক) 'ওষধে' (কর্ম্মফলদায়ক হে দেব!) 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানাৎ উদ্ধারয়) মাং ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—হে দেব! ঝটিতি মম কর্ম্মফলক্ষয়ং বিধেহি।

(খ) 'স্বধিতে' (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব!) 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো মা ভব, মাং প্রতি বিরূপো মা ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ)। অথবা, হে দেব! 'এনং' (পাপশত্রুঃ) মাং 'মা হিংসীঃ' (কর্ম্মবিঘাতকঃ মা ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।

(গ) অপিচ হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ ইতি যাবৎ 'দেবশ্রূঃ' (দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং) 'এতানি' (মম কর্ম্মফলানি) 'প্র বপে' (ত্বয়ি সমর্পয়ামি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—মম সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়েম।

৩। 'উত্তরাণি' (পরমার্থসাধকানি মম কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'স্বস্তি' (সিদ্ধিং, সম্পূর্ণানি) 'অশীয়' (আপ্নোন্তু, ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মাণি অস্মান্ ভগবতা সহ সংমিশ্রয়ন্তু।

৪। 'মাতরঃ' (মাতৃস্থানীয়াঃ, মাতৃবৎকরুণাপরায়ণাঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) 'অস্মান্' (শরণাগতান্ অস্মান্) 'শুন্ধন্তু' (পুনন্তু)। 'ঘৃতপুবঃ' (ঘৃতবৎ পবিত্রতাসম্পন্নাঃ, বিশুদ্ধতা-সাধকাঃ ইত্যর্থঃ – দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ঘৃতেন' (সদ্ভাবাদিভিঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (অভিষিঞ্চন্তু); অপিচ, তে দেববিভূতয়ঃ 'অস্মাৎ' (অস্মত্তঃ, সকাশাৎ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বাণি) 'রিপ্রং' (পাপানি) 'প্রবহন্তু' (অপনয়ন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পাপনাশেন সদ্ভাবোদয়েন পরমমঙ্গললাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাসু সদ্ভাবান্ জনয়ন্তু পরমপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু।

অথবা,

'মাতরঃ' (জগন্নির্ম্মাত্র্যঃ, মাতৃবৎ পালয়িত্র্যঃ বা) 'ঘৃতপুবঃ' (সত্ত্বভাবেন পবিত্র-কারিণ্যঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, দ্যোতমানাঃ) 'আপঃ' (অপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃ, দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বং হি' (সর্ব্বমেব) 'রিপ্রং' (পাপং) 'প্রবহন্তি' (প্রবহন্তু, প্রকর্ষেণ অপনয়ন্তু); 'ঘৃতেন' (ঘৃতবৎ আর্দ্রকারিণ্যঃ, সত্ত্বভাবেনেতি ভাবঃ) 'পুনন্তু' (পবিত্রীকুর্ব্বন্তু) অস্মান্ ইতি শেষঃ; এবং 'অস্মাৎ' (জন্মমৃত্যুরূপাৎ সংসারাৎ) অথবা 'অস্মাৎ' (অজ্ঞানিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'শুন্ধন্তু' (শোধয়ন্তু, সমুদ্ধারয়ন্তু ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং পাপানি বিনাশ্য সত্ত্বভাবেন অস্মান্ সংসারাৎ উদ্ধারয়ন্তু ইতি প্রার্থনা।

৫। 'উদাভ্যঃ' (দেববিভূতীনাং স্নেহধারাভিঃ অভিষিঞ্চিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'শুচিঃ' 'পূতঃ' (বহিরন্তরয়োঃ বিশুদ্ধতাং ইতি ভাবঃ) 'এমি' (গচ্ছামি, প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ)। শুদ্ধসত্ত্বং বহিরন্তরশুদ্ধিং বিধায়তু ইতি ভাবঃ।

অথবা,

'আভ্যঃ' (অদ্ভ্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃদেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শুচিঃ' (স্নানেন শুদ্ধঃ, বহিঃ-শুদ্ধযুক্তঃ ইতি ভাবঃ) 'আ' (সম্যক্) 'পূতঃ' (আচমনাদিভিঃ অন্তরশুদ্ধঃ, সত্ত্বভাবাপন্নঃ

ইতি ভাবঃ) সন্ 'উৎ এমি' (উদ্‌গচ্ছামি এব, ঊর্দ্ধং ব্রহ্মলোকং পাপ্নুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম এব ইতি ভাবঃ)। দেববিভূতিপ্রসাদাৎ বহিরন্তঃশুদ্ধঃ সন্ অহং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম ইতি ভাবঃ।

৬। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোমস্য' (সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'তনূঃ' (শরীরং, প্রকাশরূপঃ ধারকঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'তনূবং' (সদ্ভাবাবরোধকানাং শত্রূনাং উপদ্রবাৎ ইতি ভাবঃ) 'মে' (মাং) 'পাহি' (পরিত্রায়স্ব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। যথা ত্বাং পরিক্ষীণং ন করোমি তথা সাধয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বানাং লোকানাং ইতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু—সঙ্কল্পস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ ইত্যেবং মন্যামহে।

(খ) হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'বর্চ্চোধাঃ' (তেজসো ধারকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (তেজং, কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

অথবা,

হে দেব! ত্বং 'মহীনাং' (ভূমীনাং, মর্ত্ত্যলোকানামিতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (জলরূপঃ—জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); জলং ভূমিনামীব ত্বং লোকানাং ভক্তিরসার্দ্রভাবং জনয়সি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'বর্চ্চোধাঃ' (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতএব 'ময়ি' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (জ্ঞানতেজঃ) 'দেহি' (বিতর ইতি প্রার্থনা)।

৮। হে দেব! ত্বং 'বৃত্রস্য' (অসুরস্য—অজ্ঞানরূপস্য বহিরন্তঃশত্রুরূপস্য) 'কনীনিকা' (তস্য নাশশক্তিরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্তের্মূলীভূতঃ তথা ত্বং অজ্ঞানস্য বহিরন্তঃশত্রুনাশস্য মূলকারণং ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'চক্ষুষ্পা' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়ানাং পালকঃ, দূরদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ, যদ্বা—শত্রুনাশকত্বাৎ অজ্ঞানতানাশকাত্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মহ্যং) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানচক্ষুং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দ্দৃষ্টিং বা) 'পাহি' (সংরক্ষ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরন্তঃশত্রুবিনাশকঃ বা অসি। অতঃ অস্মাকং অজ্ঞানরূপং অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুং চ বিনাশয়িত্বা জ্ঞানচক্ষুং প্রযচ্ছ।

৯। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! 'চিৎপতিঃ' (চিত্তস্য স্বামী, হৃদয়স্বামী সঃ ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পবিত্রং করোতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ); 'বাক্‌পতিঃ' (বাকস্য অধিপতি, জীবনস্বামী ইতি ভাবঃ—সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পরিত্রাণং সাধয়তু)।

(খ) হে মম কর্ম্মাণি! 'সবিতা' (জগৎপ্রসবিতা, জগতঃ আদিকারণঃ) 'দেব' (স্বপ্রকাশঃ সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ত্রুটিপরিশূন্যেন, বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (পবিত্রতাসাধকেন, বিমলেন বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) অপিচ, 'বসোঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাসস্থানীয়স্য) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানময়স্য বিশ্বপ্রকাশকস্য বা দেবস্য—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইতি ভাবঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষসাধনেন পরিত্রাণং করোতু, যদ্বা—যুষ্মাকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ

প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

১০। 'পবিত্রপতে' (হে জ্ঞানাধিপতে!) 'পবিত্রেণ' (জ্ঞানময়েন,—জ্ঞাতপূতস্য ইতি ভাবঃ) 'তস্য' (সাধকৈরনুভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যস্মৈ' (যৎ স্বরূপং, জ্ঞানময়ত্বং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'কং' (কাময়ামি, প্রার্থয়ামি); অপিচ, 'তৎ' (তব স্বরূপং) 'শকেয়ং' (প্রাপ্তুং শক্নোমি) এবং 'পুনে' (পুনামি, পূতঃ ভবামি)। হে ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী অহং যথা ত্বাং প্রাপ্য পূতো ভবিতুমর্হামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ।

১১। 'দেবাসঃ' (হে দেববিভূতয়ঃ!) 'সত্যধর্ম্মাণঃ' (সত্যস্য ধর্ম্মস্য চ বিজ্ঞাপকে ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে অন্তর্যজ্ঞে, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে বা ভগবৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আ ঈমহে' (সম্যক্ প্রার্থয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); অপিচ, 'দেবাসঃ' (হে দেববিভূতয়ঃ!) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (এতৎযজ্ঞসম্বন্ধিনিঃ) 'আগুরে' (সৎকর্ম্মফলানি ইতি ভাবঃ প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ) 'যৎ' (যদা, নিত্যং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'হবামহে' (আহ্বয়াম— বয়ং ইতি শেষঃ)। অত্রায়ং ভাবঃ—হে দেবাঃ! অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি—আত্মোদ্বোধনরূপে যজ্ঞে ভবতাং অনুগ্রহং প্রার্থয়ামঃ। হে দেবাঃ! অভীষ্টং পূরয়ত, এতদ্‌যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা প্রযচ্ছত। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ।

১২। সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানং) প্রযচ্ছতু; 'দ্যাবাপৃথিবী' (ইহলোক-পরলোকয়োঃ মঙ্গলং বিধায়তু ইতি ভাবঃ); অতঃ 'আপঃ' (সদ্ভাবং সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'ওষধীঃ' (কর্ম্মফলক্ষয়ং সাধয়তু ইতি শেষঃ)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'দীক্ষাণাং' (সৎকর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) 'অধিপতিঃ' (স্বামী) 'অসি' (ভবসি); 'ইহ' (অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি) 'সন্তং' (প্রবৃত্তং) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ)। মম কর্ম্ম সম্পূর্ণং ফলসমন্বিতং কৃত্বা মাং তৎ কর্ম্মফলং প্রদেহি ইতি ভাবঃ। (প্রথমঃ অষ্টকঃ—দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ—প্রথমঃ অনুবাকঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কর্ম্ম-শক্তি প্রাপ্তির জন্য, সৎকর্ম্মশীল জীবন-লাভের নিমিত্ত এবং বিশ্ব-হিতসাধনের উদ্দেশে, দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন অক্ষয়-জীবন লাভ করিতে পারি)।

২। (ক) হে কর্ম্মফলপ্রদানকারিন্! আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব! শীঘ্র আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন)।

(খ) হে ভববন্ধনছেদনকারী দেব! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতিকূল হইবেন না। (ভাব এই যে—আমার ভববন্ধন মোচন করুন)। অথবা হে দেব! পাপ-শত্রু যেন আমাদিগের কর্ম্মবিঘাতক না হয়।

(গ) অপিচ, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-পোষণকারী শরণাগত আমি যেন কর্ম্ম-ফলসমূহ আপনাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,- আমার কর্ম্মফল যেন ভগবান প্রাপ্ত হন)।

৩। পরমার্থসাধক আমার কর্ম্মসমূহ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সম্পূর্ণ হউক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহ আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করুক)।

৪। মাতৃ-স্থানীয় (মাতৃবৎ করুণাপরায়ণ) দেববিভূতি-সমূহ আমাদিগের বিশুদ্ধতা সাধন করুন। ঘৃতবৎ পবিত্রতাসম্পন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধতাসাধক সেই দেব-বিভূতিসমূহ সদ্ভাবাদির দ্বারা আমাদিগকে অভিষিঞ্চিত করুন। অপিচ, সেই দেব-ভাবসমূহ আমাদিগের সর্ব্ববিধ পাপ অপনীত করুন। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। পাপ-নাশে সদ্ভাবের উদয়ে পরমানন্দলাভের প্রার্থনা এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)।

অথবা,

জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী (অথবা মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী), সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্রকারিণী এবং দ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ, আমাদের পাপসমূকে অপনীত করুন ; সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন ; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা অজ্ঞান আমাদিগকে) উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে,—দেববিভূতিগণের পাপসমূহকে বিনষ্ট করিয়া সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করুন,—এই প্রার্থনা)।

৫। দেব-বিভূতিসমূহের স্নেহ-ধারা-সমূহে অভিষিঞ্চিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বহিরন্তরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনে যেন সমর্থ হই।

অথবা,

আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা (বহিঃশুদ্ধ) এবং আচমন দ্বারা (অন্তঃশুদ্ধ) শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—দেববিভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই,—এই প্রার্থনা)।

৬। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎস্বরূপ ভগবানের শরীর অর্থাৎ প্রকাশরূপ বা ধারক হও। অতএব সদ্ভাবাবরোধক শত্রুর উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ের সদ্ভাবকে যেন আমি নষ্ট না করি)।

৭। হে মন! তুমিই বিশ্ববাসীর অমৃতস্বরূপ হও। অর্থাৎ—আমাদের মন সকল সৎকর্ম্মের সাধক হউক—সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য্য।

(খ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি তেজের (শক্তির) ধারক হয়েন; অতএব আমায় তেজঃ (কর্ম্মশক্তি) প্রদান করুন।

অথবা,

হে দেব! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য-লোকের জল-রূপ (জ্ঞান-ভক্তি-রূপ) হয়েন; (ভাব এই যে,—জল যেমন ভূমির আর্দ্রভাব জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্ত্য-লোকের রসার্দ্রভাব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন। অতএব আমাকে (জ্ঞানতেজোহীনকে) জ্ঞান-রূপ তেজঃ বিতরণ করুন।

৮। হে দেব! আপনি অজ্ঞান-রূপ অথবা বাহ্য ও আন্তর শত্রু-রূপ অসুরের নাশে শক্তি-স্বরূপ হয়েন; (ভাব এই যে,—যেমন কনানিকা দৃষ্টি-শক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞান-নাশের অথবা বাহ্য ও আন্তর সকল শত্রু-নাশের মূল কারণ। হে দেব! আপনি সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের পালক অর্থাৎ দুর-দৃষ্টি বা অন্তর্দ্দৃষ্টি বিধায়ক অথবা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশক বলিয়া জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদ হয়েন। অতএব আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সমর্থ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দ্দৃষ্টি সংরক্ষণ অর্থাৎ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিঃ শত্রু-নাশক। অতএব আপনি আমাদিগের অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিনাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন)।

৯। (ক) হৃদয়-স্বামী সেই ভগবান তোমার পরিত্রাণ সাধন করুন; জীবনস্বামী সেই ভগবান তোমাকে পরিত্রাণ করুন।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মসমূহ! জগৎপ্রসবিতা জগতের আদিকারণ স্বপ্রকাশ ভগবান বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা এবং সকলের নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানময় বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতিঃনিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন। অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতাদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষসাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎকর্ম্মসমূহ পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক,—ইহাই প্রার্থনা)।

১০। হে জ্ঞানাধিপতে! আপনি জ্ঞানপূত (জ্ঞানময়) ও প্রসিদ্ধ; (সাধকগণ কর্ত্তৃক অনুভূত) আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়—জ্ঞান) আমি কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ-জ্ঞান যেন পাইতে পারি; এবং তাহার দ্বারা পূত হইতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমি তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী। যাহাতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পূত পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন)।

১১। হে দেববিভূতিসমূহ! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সত্যের ও ধর্ম্মের বিজ্ঞাপক এই অন্তর্যজ্ঞে (ভগবৎকার্য্যে) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। আর হে দেববিভূতিগণ! এই যজ্ঞসম্বন্ধী আশীর্ব্বাণী (অর্থাৎ এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে—হে দেবগণ! আমাদিগের এই মানসযজ্ঞে অথবা আমাদিগের এই উদ্বোধন যজ্ঞে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া দিউন এবং সৎকর্ম্মের শুভফল প্রদান করুন)।

১২। আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ জ্ঞানশক্তি প্রদান করুক; ইহকাল-পরকালের মঙ্গলবিধান করুক এবং সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া আমাদিগের কর্ম্মফল সাধন করুক।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মসমূহের স্বামী হয়েন। এই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া কর্ম্মফল প্রদান করুন। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥ ১॥
আদ্যপ্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরীরিতা।
প্রপাঠকত্রয়েণাথ সোমযাগ প্রবক্ষ্যতে॥ ২॥

তদিদং সৌম্যকাণ্ডং। তথা চানুক্রমণিকায়ামুক্তং—"অধ্বরপ্রভৃতিত্রীণি তদ্বিধির্ব্বাজপেয়কৌ। সবাঃ শুক্রিয়কাণ্ডে চ নবেন্দোরিতি ধারণা" ইতি॥ আপ উন্দন্ত্বিত্যাদিকমধ্বরকাণ্ডং। আ দদে গ্রাবাঽসীত্যাদিকং গ্রহকাণ্ডং। উদু ত্যং জাতবেদসমিত্যাদিকং দক্ষিণাকণ্ডম্। তান্যেতানি ত্রীণি। প্রাচীনবংশং করোতীত্যাদিকং ত্রয়াণামেতেষাং বিধিঃ। দেব সবিতঃ প্র সুবেত্যাদিকং বাজপেয়স্য মন্ত্রকাণ্ডং। দেবা স্বে যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তেত্যাদিকং বাজপেয়স্য বিধিকাণ্ডং। ত্রিবৃৎস্তোমো ভবতীত্যাদিকাঃ সত্রাঃ। নমো বাচে যা চোদিতেত্যাদিকং শুক্রিয়মন্ত্রকাণ্ডং। দেবা বৈ সত্রমাসতেত্যাদিকং তদ্বিধিকাণ্ডং। তান্যেতানি নবসংখ্যাকানি চন্দ্রস্য কাণ্ডানি। অতস্তেষু চন্দ্র ঋষিরিতি ধ্যায়েৎ। "সোমাঙ্গে দীক্ষণীয়াদৌ দর্শমন্ত্রাতিদেশনাৎ। দর্শোর্ধ্বত্বং তত্র যুক্তমগ্নিষ্টোমোঽত্র বর্ণ্যতে"॥

ত্রিবিধঃ সোমযাগ একাহাহীনসত্রনামকঃ। একস্মিন্নেবাহনি সবনত্রয়েণ নিষ্পাদ্য একাহঃ। দ্বিরাত্রমারভ্যৈকাদশরাত্রপর্য্যন্তা অহীনাঃ। ত্রয়োদশরাত্রমারভ্য সহস্রসংবৎসরপর্য্যন্তানি সত্রাণি। দ্বাদশাহস্তু দ্বিরূপঃ। তত্রাহীনরূপেণ দ্বিরাত্রাদীনাং প্রকৃতিঃ, সত্ররূপেণ ত্রয়োদশরাত্রাদীনাং। তস্য চ দ্বাহশাহস্যৈকাহরূপো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রকৃতিঃ। অত এবাম্নায়তে—"এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমঃ" ইতি। যদ্যপি সপ্তসংস্থো জ্যোতিষ্টোমোঽগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শ্যতিরাত্রোঽপ্তোর্যামো বাজপেয়শ্চেতি, তথাঽপ্যগ্নিষ্টোমে কৃৎস্নাঙ্গজাতস্যোপদিষ্টত্বাৎ স এবেতরেষাং প্রকৃতিঃ। অতঃ প্রথমং স এবাভিধীয়তে। তত্র প্রপাঠকত্রয়স্থানুবাকানাং চার্থভেদো বিনিয়োগসংগ্রহে দর্শিতঃ—

"দ্বিতীয়প্রশ্নমারভ্য প্রশ্নত্রয় উদীর্য্যতে। সোমযাগে মন্ত্রজাতং তত্রাবান্তরভেদতঃ॥ ১॥
ত্রয় পশু গ্রহশ্চেতি প্রশ্নভেদোঽবগম্যতাম্। ক্রয়প্রশ্নেঽনুবাকাঃ স্যুরর্থভেদাচ্চতুর্দ্দশ॥ ২॥
প্রাগ্বংশাবেশনং দীক্ষা স্যাদ্দেবযজনগ্রহঃ। সোমক্রয়ণ্যানয়নং তদীয়পদসংগ্রহঃ॥ ৩॥
সোমোন্মানং ক্রয়স্তস্য শকটারোপণং গতিঃ। আতিথ্যোপসদস্তদ্বত্তবেদুত্তরবেদিকা॥
হবির্দ্ধানং কাম্যযাজ্যা ইত্যর্থা অনুবাকগাঃ॥ ৪॥" ইতি॥

তত্র প্রথমানুবাকে ক্ষৌরাদিভিঃ সংস্কৃতস্য যজমানস্য প্রাচীনবংশাখ্যশালাপ্রবেশোঽভি-

ধীয়তে। আপ উন্দন্ত্বিত্যাদয়ঃ ক্ষৌরমন্ত্রাঃ। ক্ষৌরাৎ প্রাগেব শালা নির্ম্মাতব্যা। ততো বৌধায়নো দীক্ষাসাধনদ্রব্যসম্পাদনপূর্ব্বকং শালানির্ম্মাণমাহ—"অগ্নিষ্টোমেন যক্ষ্যমাণো ভবতি স উপকল্পয়তে কৃষ্ণাজিনং চ কৃষ্ণবিষাণং চ বাসশ্চ মেখলাং চ" ইতি। "জুষ্টে দেবযজনে শালা কারিতা ভবতি" ইতি চ। আপস্তম্বোঽপি "সোমেন যক্ষ্যমাণো ব্রাহ্মণানার্ষেয়ানৃত্বিজো বৃণীতে" ইত্যুপক্রম্য বরণং দেবযজনাধ্যবসানং দীক্ষনীয়েষ্টিং চাভিধায়েদমাহ—"প্রাচীনবꣳশং করোতি পুরস্তাদুন্নতং পশ্চান্নিনতꣳ সর্ব্বতঃ পরিশ্রিতম্" ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বপনবিধেঃ পূর্ব্বং শালাং বিধত্তে—"প্রাচীনবꣳশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীꣳ রুদ্রা যৎ প্রাচীনবꣳশং করোতি দেবলোকমেব তদ্যজমান উপাবর্ত্ততে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি।

প্রাগায়তঃ পৃষ্ঠবংশো যস্য গৃহবিশেষস্য স প্রাচীনবংশঃ। কেচিত্তু যস্য দেবযজনস্যেতি বিদৃহ্য কৃৎস্নদেবযজনবিধিমেনতমাহুঃ। দেবযজনৈকদেশরূপগৃহসম্বন্ধো বংশো দেবযজনসম্বন্ধো ভবতি। বংশস্য প্রাগগ্রত্বেন তদ্গৃহং যজমানো দেবলোকং করোতি॥ গৃহস্য কুড্যস্থানীয়মা বরণং বিধত্তে—"পরিশ্রয়ত্যন্তর্হিতো হি দেবলোকো দেবলোকো মনুষ্যলোকাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। স্বর্গস্য মনুষ্যৈরদৃশ্যত্বাদত্রাপি তদর্থং পরিশ্রয়ণং। দ্বারাণি বিধত্তে—"নাস্মাল্লোকাৎ স্বেতব্যমিবেত্যাহুঃ কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিল্লোঁকেঽস্তি বা ন বেতি দিক্ষ্বতীকাশান্ করোত্যুভয়োর্ল্লোকয়োরভিজিত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। ইহলোকে তাবৎ সুখং প্রত্যক্ষসিদ্ধং। গৃহক্ষেত্রপুত্রমিত্রাদিভিস্তদুৎপাদাৎ। স্বর্গে তু সন্দিগ্ধং। যস্যবিঘ্নেনেদং কর্ম্ম সাঙ্গং সমাপ্যেত তদা সুখমস্তি নান্যথা। ভবদপি তৎ সুখং নেদানীং ভবতি কিং তু মরণাদূর্দ্ধং। তদাঽপি প্রবলেন কেনচিন্নরকপ্রদেন কর্ম্মণা প্রতিবন্ধে সতি ততোঽপি বিলম্ব্যেত। তস্মাদিদানীমেবাস্মাল্লোকান্ন সর্ব্বাত্মনা নির্গন্তব্যমিতি বুদ্ধিমন্ত আহুঃ তত এতল্লোকদর্শনায় দ্বারেষু কৃতেষু লোকদ্বয়জয়ো ভবতি॥

১। "আপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে।"—কল্পঃ—"অথাস্য প্রাঙ্মুখস্য দক্ষিণং গোদানমদ্ভিরনুবধ্যাঽপ উন্দন্তু জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চস ইতি" ইতি। গোদানং শিরসো ভাগঃ জীবনায়ুর্বৃদ্ধিব্রহ্মবর্চ্চসেভ্য আপঃ শির আর্দ্রীং কুর্ব্বন্তু॥

২। "ওষধে ত্রায়স্বৈনꣳ স্বধিতে মৈনꣳ হিꣳসীর্দ্দেবশ্রূরেতানি প্র বপে।"—কল্পঃ—"উর্দ্ধাগ্রং বর্হিরনুচ্ছ্রয়তি ওষধে ত্রায়স্বৈনমিতি স্বধিতিং তির্য্যঞ্চং নিদধাতি স্বধিতে মৈনꣳ হিꣳসীরিতি প্রবপতি দেবশ্রূরেতানি প্র বপ ইতি" ইতি। স্বধিতিঃ ক্ষুরঃ। দেবেষু প্রসিদ্ধত্বেন শ্রূয়ত ইতি দেবশ্রূর্দ্দেবনাপিতস্তদ্রূপোঽহং বপনং কুর্ব্বে। এতানি কেশাদীনি।

৩। "স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়।"—বৌধায়নঃ—"স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়েত্যুক্ত্বা তং প্রত্যভিমৃশতে" ইতি। আপস্তম্ব—"স্বস্ত্যুত্তরাণ্যশীয়েতি যজমানো জপতি" ইতি। অবিঘ্নেনোত্তরাণি কর্ম্মাণি প্রাপ্নুয়াং॥ বিধত্তে—'কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে মৃতা বা এষা ত্বগমেধ্যা যৎ কেশশ্মশ্রু মৃতামেব ত্বচমমেধ্যামপহত্য যজ্ঞিয়ো ভূত্বা মেধমুপৈতি' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৪। "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুবঃ পুনন্তু বিশ্বমস্মৎ প্র বহন্তু রিপ্রম্।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমদ্ভিরভিষিঞ্চত্যাপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপুব

পুনস্থিতি সম্প্রধাব্য রজঃ প্রক্ষালয়তি বিশ্বমস্মৎ প্র বহন্তু রিপ্রমিতি” ইতি। আপস্তম্বস্যৈক-মন্ত্রতাং মন্যতে। অস্মানস্মদীয়ান্ যজমানান্। ক্ষরদুদকমত্র ঘৃতং। তেন পুনন্তি পর্জ্জন্যাদয়ো ঘৃতপুবঃ। রিপ্রং পাপং। ইমা আপঃ সর্ব্বং পাপমস্মত্তোঽপনয়ন্তু॥

৫। “উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।”—কল্পঃ—“উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমীত্যুদগাহমানো জপতি” ইতি। স্নানাচমনাভ্যাং বহিরন্তশ্চ শুদ্ধঃ সন্নদ্ভ্য উদ্‌গম্যাঽগচ্ছামি॥” বিধত্তে—“অঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তোঽপ্সু দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্নপ্সু স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী অবরুন্ধে” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মুণ্ডনাদিসংস্কারো দীক্ষা। আহারাদিনিয়ম-স্তপঃ। অপ্সু স্নানেন তদুভয়মব্যবধানেনৈব প্রাপ্নোতি॥ অবতরণপ্রদেশং বিধত্তে—“তীর্থে স্নাতি তীর্থে হি তে তাং প্রাবেশয়ন্” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥ উক্তমেবার্থমনূদ্য স্তৌতি—“তীর্থে স্নাতি তীর্থমেব সমানানাং ভবতি” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। সখ্যাদীনাং সমানানাং তীর্থবৎ সেব্যো ভবতি। আচমনং বিধত্তে—“অপোঽশ্নাত্যন্তরত এব মেধ্যো ভবতি” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৬। “সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহি।”—কল্পঃ—“অথ প্রদক্ষিণমহতং বাসঃ পবিধত্তে সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহীতি” ইতি। ক্ষৌমবস্ত্রস্য সোমোঽভিমানী দেব ইতি তস্য বস্ত্রঃ শরীরং॥ বিধত্তে—“বাসসা দীক্ষয়তি সৌম্যং বৈ ক্ষৌমং দেবতয়া সোমমেষ দেবতামুপৈতি যো দীক্ষতে” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। দীক্ষয়তি সংস্করোতি॥ মন্ত্রস্য পূর্ব্বোত্তরভাগৌ ব্যাচষ্টে—“সোমস্য তনূরসি তনুবং মে পাহীত্যাহ স্বামেব দেবতামুপৈত্যথো আশিষমেবৈতামা-শাস্তে” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। বস্ত্রপরিহিতস্য সোম এব স্বা দেবতা॥ প্রকারান্তরেণ প্রস্তৌতি—“অগ্নেস্তূষাধানং বায়োর্ব্বাতপানং পিতৃণাং নীবিরোষধীনাং প্রঘাত আদিত্যানাং প্রাচীনতানো বিশ্বেষাং দেবানামোতুর্নক্ষত্রাণামতীকাশাস্তদ্বা এতৎসর্ব্বদেবত্যং যদ্বাসো যদ্বাসসা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দ্দীক্ষয়তি” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। শলা-কোপধানং তূষাঃ। তত্র তন্তুনাং পূরণং তূষাধানং। বায়ুনা শোষণং বাতপানং। নীবির্ব্বন্ধ-বিশেষঃ। প্রঘাতো দণ্ডেন শলাকোপধানেন বা প্রহারঃ। প্রাচীনতানো দীর্ঘতন্তুপ্রসারণং ওতুস্তির্য্যক্তন্তুপ্রসারণং। অতীকাশাশ্ছিদ্রাণি। এতেষু ক্রমেণাগ্ন্যাদয়োঽভিমানিদেবতাঃ॥ ভোজনং বিধত্তে—“বহিঃ প্রাণো বৈ মনুষ্যস্তস্যাশনং প্রাণোঽশ্নাতি স প্রাণ এব দীক্ষতে” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। প্রাণস্থিতিহেতুত্বাদশনস্য প্রাণত্বং। মিত্রবন্ধ্বাদিভিঃ প্রার্থিতো বহু ভুঞ্জীতেতি॥ বিধত্তে—“আশিতো ভবতি যাবানেবাস্য প্রাণস্তেন সহ মেধমুপৈতি” (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

৭। “মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চো ময়ি ধেহি।”—বৌধায়নঃ—“অথাস্মৈ তন্নবনীতং বিচিতমুদ্দশরাব উপশেরতে তস্য পাণিভ্যাং সম্প্রম্লায় মুখমেব প্রথমমভ্যঙ্‌ক্তে মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোধা অসি বর্চ্চো ময়ি ধেহীত্যনুলোমমাপাদাভ্যাং” ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—“মহীনাং পয়োঽসীতি দর্ভপুঞ্জীলাভ্যাং নবনীতমুস্মোতি বর্চ্চোধা অসীতি তেন পরাচীনং ত্রিরভ্যঙ্‌ক্তে” ইতি। হে নবনীত ত্বং গবাং পয়ঃ কার্য্যমসি। স্নিগ্ধতারূপং বর্চ্চো ধারয়সি। অতো ময়ি ব্রহ্মবর্চ্চসং ধেহি॥ অভ্যঙ্গং বিধত্তে—“ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৃণাং নিষ্পক্বং মনুষ্যাণাং তদ্বা এতৎ সর্ব্বদেবত্যং

যন্নবনীতং যন্নবনীতৈনাভ্যঙ্‌্ক্তে সর্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীণাতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। নবনীতস্ত পাকজন্যান্তিম্রোঽবস্থাঃ পক্বং কিঞ্চিৎ পক্বং নিঃশেষপক্বং চ। দ্রব্যান্তরপ্রক্ষেপেণ সুরভি নিঃশেষপক্বং। অত এব বহ্‌বৃচঃ পঠন্তি—"আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি ঘৃতং মনুষ্যাণামায়ুতং পিতৃণাং নবনীতং গর্ভাণাম্" ইতি। প্রকারান্তরেণ নবনীতাভ্যঙ্গং প্রস্তৌতি—"প্রচ্যুতো বা এষোঽস্মাল্লোকাদাগতো দেবলোকং যো দীক্ষিতোঽন্তরেব নবনীতং তস্মান্নবনীতেনাভ্যঙ্‌্ক্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। দীক্ষিতস্ত সর্ব্বসাধনে প্রবৃত্তত্বাদেতল্লোকপ্রচ্যুতিঃ। যাগস্যাসমাপ্তত্বাদ্দেবলোকপ্রাপ্ত্যভাবঃ। নবনীতমপি ক্ষীরভাবাৎ প্রচ্যুত্য ঘৃতভাবং ন প্রাপ্নোতি। অতোঽন্তরালবর্ত্তিত্বসাম্যাত্তেন তস্যাভ্যঙ্গো যুক্তঃ॥ গুণদ্বয়ং বিধত্তে—'অনুলোমং যজুষা ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং কা০ ৬প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মনুষ্যাণাং নাস্ত্যানুলোম্যে নিয়মঃ। ন বাঽভ্যঙ্গে মন্ত্রোঽস্তি। তস্মাদ্ব্যাবৃত্ত্যৈ তদুভয়মত্রেতি নিয়ম্যতে॥

৮। "বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্ম্মে পাহি।"—কল্পঃ—"অথাস্যৈতদাঞ্জনং পিষ্টং দৃষদুপলে সতূলয়া চ শরেষীকয়া চাস্য প্রাঙ্‌মুখস্য প্রত্যঙ্‌মুখ উপবিশ্য সব্যেন পাণিনা দক্ষিণমক্ষ্যনক্তি বৃত্রস্য কনীনিকাঽসি চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্ম্মে পাহীতি" ইতি। মন্ত্রার্থং বিশদয়ন্নঞ্জনং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রমহন্তস্য কনীনিকা পরাঽপতত্তদাঞ্জনমভবদ্যদাঙ্‌্ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌্ক্তে" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। বিনাশয়তীত্যর্থঃ॥ ক্রমেণ গুণান্বিধত্তে—"দক্ষিণং পূর্ব্বমাঙ্‌ক্তে সব্যꣳ হি পূর্ব্বং মনুষ্যা আঞ্জতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্যা ধাবন্তে পঞ্চ কৃত্ব আঙ্‌ক্তে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে পরিমিতমাঙ্‌্ক্তেঽপরিমিতꣳ হি মনুষ্যা আঞ্জতে সতূলয়াঙ্‌্ক্তেঽপতূলয়া হি মনুষ্যা আঞ্জতে ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মনুষ্যস্য যোষিতামঞ্জনে বামভাগপূর্ব্বত্বং প্রসিদ্ধং। অঞ্জনোপেতাঙ্গুলেশ্চক্ষুষি সহসা পুনঃপুনঃ পর্য্যাবর্ত্তনং নিধাবনং তচ্চ মনুষ্যাঃ কুর্ব্বন্তি। যজ্ঞে সবনীয়পুরোডাশদ্রব্যাণাং পঞ্চসংখ্যয়া পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোগতাক্ষরসাম্যাদ্যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বম্। তথা চ পঞ্চমপ্রপাঠকে বক্ষ্যতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নর্চ্চা ন যজুষা পঙ্‌ক্তিরাপ্যতেঽথ কিং যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বমিতি ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যা তেন পঙ্‌ক্তিরাপ্যতে তদ্যজ্ঞস্য পাঙ্‌ক্তত্বম্" (সং কা০ ৬ প্র০ ৫ অ০ ১০) ইতি। পরিমিতমল্পং পঞ্চসংখ্যানিয়মো বা। ন হ্যয়ং নিয়মো মনুষ্যেষ্বস্তি। অগ্রসহিতা শরেষীকা সতূলা। মনুষ্যাণামিষীকানিয়ম এব নাস্তি কুতঃ সতূলত্বনিয়মঃ॥ বিপক্ষে বাধকপূর্ব্বকং স্বপক্ষং নিগময়তি—"যদপতূলয়াঽঞ্জীত বজ্র ইব স্যাৎ সতূলয়াঙ্‌ক্তে মিত্রত্বায়" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। তূলরহিতশরকাষ্ঠস্য তীক্ষ্ণাগ্রত্বাদ্বজ্রসমত্বম্॥

৯। "চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।"—কল্পঃ—"অথৈনমেকবিꣳশত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিরিতি" ইতি। প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োরচ্ছিদ্রেণেত্যানুষজ্যতে। হে যজমান চিত্তাং জ্ঞানানাং পতির্মনো দেবস্ত্বাং পুনাতু। বাচাং শব্দানাং পতিঃ সরস্বত্যসৌ বা আদিত্যোঽচ্ছিদ্রং পবিত্রং তদ্রূপোঽয়ং দর্ভস্তোমঃ অপগ্নিবাসহেতোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিরূপা দর্ভাঃ॥ দর্ভস্তোমবিশিষ্টং মার্জ্জনং বিধত্তে—"ইন্দ্রো বৃত্রমহনৎসোঽপোঽভ্যম্রিয়ত তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ꣳ সদেবমাসীত্তদপোদক্রামত্তে দর্ভা অভবন্যদ্দর্ভপুঞ্জীলৈঃ

পবয়তি যা এব মেধ্যা যজ্ঞিয়াঃ সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং 'পবয়তি" (সং কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। মেধ্যং শুদ্ধং যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং সদেবং দেবতাপ্রিয়ং। উৎপবনব্রাহ্মণে দর্ভোৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা॥ দর্ভস্তোমস্য সংখ্যাবিশেষান্বিধত্তে—"দ্বাভ্যাং পবয়ত্যহোরাত্রাভ্যামেবৈনং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি পঞ্চভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞায়ৈবৈনং পবয়তি ষড়্‌ভিঃ পবয়তি ষড্‌বা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দা৺সি ছন্দোভিরেবৈনং পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেকবি৺শত্যা পবয়তি দশহস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশপদ্যা আত্মৈকবি৺শো যাবানেব পুরুষস্তমপরিবর্গং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। "গায়ত্রী ত্রিষ্টুব্‌জগত্যনুষ্টুপ্‌পঙ্‌ক্ত্যা সহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুৎসূচীভিঃ শিম্যন্তু ত্বা" ইতি কশ্চিন্মন্ত্র আম্নায়তে। তত্রোষ্ণিক্ককুভোরবান্তরভেদপরিত্যাগেন সপ্তচ্ছন্দাংসি। সঞ্চারস্থানভূতচ্ছিদ্রাভিপ্রায়েণ প্রাণানাং নবত্বং। অপরিবর্গং নিঃশেষং। একবিংশতিপক্ষ একত্রামুষ্ঠেয়ঃ। "একবি৺শত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি" ইতি বহ্বৃচব্রাহ্মণ আম্নাতত্বাৎ। তৎপ্রশংসার্থমিতরে পক্ষা অবযুত্যানুবাদঃ॥ মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"চিৎপতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ মনো বৈ চিৎপতির্ম্মনসৈবৈনং পবয়তি বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাহ বাচৈবৈনং পবয়তি দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং পবয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

১০। "তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্।"—কল্পঃ—"যজমানং বাচয়তি তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিতি" ইতি। আদিত্যরূপস্যাচ্ছিদ্রপবিত্রস্য পতিঃ প্রেরকোঽন্তর্য্যামী। হে পবিত্রপতে তাদৃশস্য তব পবিত্রেণ যস্মা অগ্নিষ্টোমকর্ম্মণে কমাত্মানং শোধয়ামি তৎ কর্ত্তুং শক্তো ভূয়াসং॥ এতমভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যাহাঽশিষমেবৈতামাশাস্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি॥

১১। "আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহে।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং সব্যে পাণাবভিপাদ্য শালামানয়তি আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজ্ঞিয়াসো হবামহ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"আ বো দেবাস ঈমহ ইতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাগ্বংশে প্রবিশ্য" ইতি। হে দেবা যুষ্মাকং সম্বন্ধিন্যস্মিন্নধ্বরে বয়ং সত্যধর্ম্মাণোঽবশ্যম্ভাব্যনুষ্ঠানপরা আগচ্ছামঃ। হে যজ্ঞসম্বন্ধিনো দেবা যস্মাদাগুরে কর্ম্মোদ্যমে যুষ্মানাহ্বাস্যামস্তস্মাদ্বয়মত্রাঽগচ্ছামঃ॥

১২। "ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।"—বৌধায়নঃ—"পূর্ব্বয়া দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি, ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিত্যপরেণাঽহবনীয়ং দক্ষিণাঽতিক্রম্য" ইতি। হে ইন্দ্রাদয় এনমনুজানীতেতি শেষঃ॥

১৩। "ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমগ্রেণাঽহবনীয়ং পর্য্যাহৃত্য দক্ষিণত উদঙ্মুখমুপবেশ্যাঽহবনীয়মীক্ষয়তি ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহীতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীত্যাহবনীয়মুপোপবিশতি" ইতি। হে

আহবনীয় ত্বং দীক্ষারূপাণাং নিয়মানাং পালকোঽস্যতস্ত্বৎসমীপে স্থিতং মাং পালয়॥ পূর্ব্বোক্ত-পূতত্বপ্রশংসাপূর্ব্বকং প্রাচীনবংশপ্রবেশং বিধত্তে—"যাবন্তো বৈ দেবা যজ্ঞায়াপুনত ত এবাভবন্ত এবং বিদ্বান্‌যজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবয়িত্বাঽন্তঃ প্রপদয়তি মনুষ্যলোক এবৈনং পবয়িত্বা পূতং দেবলোকং প্রণয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। অভবন্নৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তাঃ। ভবত্যেবৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"আপঃ শির উনত্ত্যোয দর্ভোঽত্রান্তর্হিতাঃ স্বধি। ক্ষুরং নিধায় দেবশ্রূর্ব্বপেৎ স্বস্তি তদা জপেৎ॥ ১॥
আপঃ স্নায়াহৃদা জপ্যং সোম বস্ত্রপরিগ্রহঃ। মহীতি নবনীতস্য গ্রহো বর্চ্চোঽতিলেপনম্॥ ২॥
বৃত্রেত্যাঙ্ক্তেঃ চিৎপতিস্ত্বাত্রিভির্দ্দর্ভেণ পাবয়েৎ। তস্যেতি জপতি স্বামী হ্যা বঃ প্রাগ্বংশবেশনম্॥৩॥
ইন্দ্রাগ্নী দক্ষিণে গত্বা ত্বমিত্যুপবিশেদিহ। প্রথমেহ্যনুবাকেঽস্মিন্মন্ত্রা অষ্টাদশেরিতাঃ॥ ৪॥" ইতি

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"কিং দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যাগকঃ। অঙ্গাঙ্গিতা বা কালো বা হ্যপাবার্থায় চাঙ্গতা॥ দর্শাদিলক্ষিতে কালে সোমযাগো বিধীয়তে। স্বতন্ত্রফলবত্ত্বেন ন যুক্তাঽঙ্গাঙ্গিতা তয়োঃ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" ইতি। তত্রোভয়োরাগ্নিনাকৃতানূযাজবদন্যাধানস্যাভাবাদ্দর্শপূর্ণমাসোক্তেঃ পাবার্থ্যপরিহারায় সোমস্য দর্শপূর্ণমাসাঙ্গত্ববোধকোঽয়ং সংযোগ ইতি চেন্মৈবম্। স্বতন্ত্রফলবতঃ সোমযাগস্যাঙ্গত্বাসম্ভবাৎ। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়াৎ ন চাত্র বৃহস্পতিসবন্যায়েন সোমধর্ম্মকস্যফলং কর্ম্মান্তরং বিধীয়ত ইতি শক্যং বক্তুং। সোমশব্দস্য বৃহস্পতিসবশব্দবন্নামত্বাভাবেন ধর্ম্মাতিদেশকত্বাভাবাৎক্ত্বাপ্রত্যয়স্য অসত্যাঙ্গাঙ্গিভাবে কর্ত্রৈকমাত্রেণোপপদ্যতে। তস্মাদ্দর্শপূর্ণমাসশব্দস্য পারার্থ্যমভ্যুপেত্যাপি তদিষ্টোপলক্ষিত উত্তরকালে সোম বিধিরয়ং। এতদেবাভিপ্রেত্য রথরূপকমাম্নায়তে—"এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজতে রথস্পৃষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামবস্যতি" (সং০ কা০ ২ প্র০ ৫ অ০ ৬) ইতি। অবসানে নিশ্চিতে বরে মার্গে যথা রথেন ক্ষুণ্ণে মার্গে গন্তুঃ কণ্টকপাষাণাদিবাধরাহিত্যেন সুখং ভবতি তথা প্রথমং দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টবত উত্তরকালে তদিষ্টিবিকৃতিষু সোমাঙ্গভূতদীক্ষণীয়াপ্রায়ণীয়সাদিষু কর্ম্মানুষ্ঠানং সুকরং ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কালার্থঃ সংযোগঃ।

পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"দর্শাদীষ্ট্বা সোমযাগঃ ক্রমোঽয়ং নিয়তো ন বা। উক্তেরাদ্যো ন সোমস্যাঽধানানন্তরতা শ্রুতেঃ" ইতি॥ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা সোমেন যজেতেতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েনাবগম্যমানঃ ক্রমো নিয়ত ইতি চেন্মৈবং। সোমেন যক্ষ্যমাণোঽগ্নীনাদধীতেত্যাধানানন্তরতায়া অপি শ্রবণাৎ। তস্মাদিষ্টিসোময়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং ন নিয়তং। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"বিপ্রস্য সোমপূর্ব্বত্বং নিয়তং বা ন বাঽগ্রিমঃ। উৎকর্ষতো নৈবমগ্নীষোমীয়স্যৈব তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি॥ ইষ্টিপূর্ব্বত্বং সোমপূর্ব্বত্বং চ বিকল্পিতমিতি যদুক্তং তত্র ব্রাহ্মণস্য সোমপূর্ব্বত্বমেব নিয়তং। কুতঃ। উৎকর্ষশ্রবণাৎ। "আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণো দেবতয়া স সোমেনেষ্ট্বাঽগ্নীষোমীয়ো ভবতি যদেবাদঃ পৌর্ণমাসং হবিস্তত্তর্হ্যনু নির্ব্বপেত্তর্হ্যুভয়দেবতো ভবতি" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—প্রজাপতের্ম্মুখাদগ্নির্ব্রাহ্মণশ্চেত্যুভাবুৎপন্নৌ। ততো ব্রাহ্মণ-

ষ্যৈকৈব দেবতেত্যাগ্নেয় এব ব্রাহ্মণো ন তু সৌম্যঃ সোমস্য তদ্দেবতাত্বাভাবাৎ। যদা স ব্রাহ্মণঃ সোমেন যজতি তদা সোমোঽপ্যস্য দেবতেত্যগ্নীষোমীয়ো ভবতি। তস্মাগ্নীষোমীয়স্য ব্রাহ্মণস্যানুরূপং পৌর্ণমাসমগ্নীষোমীয় পুরোডাশরূপং হবিঃ সোমাদূর্ধ্বমনুনির্ব্বপেৎ। তদা স ব্রাহ্মণো দেবতাদ্বয়সংবন্ধী ভবতীতি যস্যপাত্র্য কর্ম্মান্তরং কিঞ্চিদ্বিধীয়ত ইতি কশ্চিন্মন্যেত তথাঽপি পৌর্ণমাসং হবিরিতি বিস্পষ্টং প্রত্যভিজ্ঞানান্ন কর্ম্মান্তরং কিং তু দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোমাদূর্ধ্বমুৎকর্ষঃ। তস্মাদ্বিপ্রস্য সোমপূর্ব্বত্বমেব নিয়তমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—নাত্র দর্শশব্দঃ পূর্ণমাসশব্দো বা কশ্চিদ্যাগবাচী শ্রূয়তে। পৌর্ণমাসমিত্যেষ তদ্ধিতান্তো হবির্ব্বিশেষণত্বেনোপন্যস্যতে। তচ্চ হবিরগ্নীষোমীয়পুরোডাশরূপমিতি দেবতাদ্বয়েন সংস্তবাদবগম্যতে। তস্মাদেকস্যৈব হবিষ উৎকর্ষো ন তু কৃৎস্নয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ। তথা সতি ব্রাহ্মণস্যৈকস্মিন্নেবাগ্নীষোমীয়পুরোডাশে সোমপূর্ব্বত্বনিয়মঃ। ইতরত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরিবাস্যাপীষ্টিপূর্ব্বত্বসোমপূর্ব্বত্বে বিকল্প্যেতে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"দিশং প্রতীচীং মনুজা ব্যভজন্তেত্যস্যৌ বিধিঃ। বাদো বাঽত্র পুরাকল্পস্তত্যর্থো বিধিরর্হতি॥ প্রাচীনবংশবাক্যোক্তের্ব্বিধানস্যৈকবাক্যতঃ। দিগ্বিধাবর্থবাদোঽয়মুপবীতে নিবীতবৎ" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণা পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রা যৎ প্রাচীনবংশং করোতি দেবলোকমেব তদ্যজমান উপাবর্ত্ততে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। তত্র দেবাদীনাং কর্ম্মানধিকারান্ন বিধিশঙ্কা। মনুষ্যাঃ প্রতীচীং বিভজেয়ুরিত্যেব বিধিঃ স্যাৎ। কুতঃ। পুরাকল্পরূপেণার্থবাদেন স্তূয়মানত্বাৎ। পূর্ব্বপুরুষাচরিতত্বাভিধানং পুরাকল্পঃ। ব্যভজন্তেত্যনেন ভূতার্থবাচিনা তদভিধীয়তে। তস্মাদ্বিধিরয়মিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। যস্য মণ্ডপবিশেষস্যোপরি বংশাঃ প্রাগগ্রা ভবন্তি স প্রাচীনবংশঃ তদ্বিধ্যেকবাক্যত্বাভ্যুপগমাদর্থবাদঃ। সায়ংকালীনার্ঘ্যাদৌ প্রতীচী প্রাপ্তা। তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—"বপতীত্যুপকারঃ কিং দ্বয়োর্ম্মুখ্যাঙ্গয়োরুত। মুখ্য এব দ্বয়োরস্য কৃৎস্নকর্ত্তৃগতত্বতঃ॥ যুক্তঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারো মুখ্যেঽস্য ফলভোগিনঃ। বিনাঽপি সংস্কৃতিং দৃষ্টং কর্তৃত্বং তস্য নাস্তি সঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্মশ্রুবপনপয়োব্রতাদয়ো যজমানসংস্কারা আম্নাতাঃ। গ্রহৈঃ সোমহোমো জ্যোতিষ্টোমে মুখ্যঃ। অগ্নীষোমীয়পশ্বাদিকমঙ্গং। তত্র দ্বয়োর্ম্মুখ্যাঙ্গয়োরেতে বপনাদয় উপকুর্ব্বন্তি। কুতঃ? কর্ত্তৃধর্ম্মত্বাৎ। যজমানো হি কর্ত্তৃতয়া বপনাদিভিঃ সংস্ক্রিয়তে। কর্ত্তৃত্বং চ যথা মুখ্যং প্রতি তস্য বিদ্যতে তথাঽঙ্গং প্রত্যপ্যস্তি। তস্মাদুভয়োরুপকার ইতি চেন্নৈব। দ্বৌ হি যজমানস্যাঽকারৌ ক্রিয়াকর্তৃত্বং ফলভোক্তৃত্বং চেতি। তয়োরদৃষ্টঃ ফলভোগঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিশ্চ দৃষ্টা। তথা সতি বপনাদিকৃতোপকারস্যাপ্যদৃষ্টত্বাদ্ভোক্তৃশেষা বপনাদয়ঃ ফলভোগসাধনে মুখ্য এব পর্য্যবস্যন্তি। বপনাদিসংস্কাররাহিতৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ কৃষীবলাদিভিশ্চ ক্রিয়া নিষ্পাদ্যমানা দৃশ্যতে। ততস্তত্র কর্তৃত্বাকারে বপনাদিকৃতঃ স উপকারো নাস্তি। তস্মাদদৃষ্টফলভোগিনো যজমানস্য যোঽয়মদৃষ্টরূপঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারঃ সোঽয়ং মুখ্যে কর্ম্মণি যুক্তো নাঙ্গেষু। নাত্র পূর্ব্ববদ্বাক্যমস্তি। যেন পরম্পরয়া ফলসাধনাঙ্গেষু বপনাদ্যুপকারঃ শঙ্ক্যেত। প্রকরণং তু মুখ্যস্যৈব ন ত্বঙ্গানাং। তস্মান্ন তেষূপকারঃ।

তত্রৈবাষ্টমে পাদে চিন্তিতম্—"সংস্কারা বপনাদ্যাঃ কিমধ্বর্য্যোঃ স্বামিনোঽথ বা। স্বাধ্বর্য্যোস্তত্র শক্তত্বাত্তদ্বোদোক্তেশ্চ তস্য তে॥ সংস্কারৈর্যোগ্যতাং প্রাপ্য স্বকার্য্যং কর্ত্তুমৃত্বিজঃ। ক্রীণাত্যন্যক্রিয়া তেষাং সংক্রিয়া যজমানগা" ইতি॥ আপ উন্দন্তু জীবস ইত্যাদ্যাঃ সংস্কারমন্ত্রাঃ। তদ্বিধয়শ্চাধ্বর্য্যবেদে সমাম্নাতাঃ—"কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে" ইতি। শক্তশ্চাধ্বর্য্যুর্ব্বপনাদৌ। তস্মাত্তস্যাধ্বর্য্যোর্ব্বপনাদিসংস্কারা ইতি চেন্মৈবং। বপনাদি-সংস্কারা যজমানগতমালিন্যমপনীয় যাগযোগ্যতামুৎপাদয়িতুং ক্রিয়ন্তে। তথা চ ব্রাহ্মণং—"কেশশ্মশ্রু বপতে নখানি নিকৃন্ততে মৃতা বা এষা ত্বগমেধ্যা যৎকেশশ্মশ্রু মৃতামেব ত্বচম-মেধ্যামহত্য যজ্ঞিয়ো ভূত্বা মেধমুপৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। ন হ্যধ্বর্য্যুবপনেন যজমানগতা মৃতা ত্বগপৈতি। যোগ্যস্য হি কর্ম্মাধিকারে সতি পশ্চাৎপ্রয়াস-রূপেষু ব্যাপারেষু স্বয়মশক্তঃ সন্ কর্ম্মকরানৃত্বিজঃ পরিক্রীণাতি। লোকেঽপি রোগিণঃ স্বামিন ঔষধান্থানয়ন এব ভৃত্যং জীবিতদানেন পরিক্রীয়ন্তে। ন তু তদৌষধং ভৃত্যাঃ সেবন্তে। তস্মাদিতরক্রিয়র্ত্তিজাং সংস্কারস্তু যজমানস্য। ক্বচিত্তু বচনাদৃত্বিজামপি সংস্কারোঽস্তু।

চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"জুহ্বাঃ পর্ণময়ীত্বেন ন পাপশ্রুতিরঞ্জনাৎ। বৈরিদৃগ্বর্জ্জনং বর্ম্ম প্রযাজৈঃ পুরুষায় কিম্॥ ক্রতবে বাঽগ্রিমো ভানাৎ ফলস্য ন হি সাধ্যতা। বিভাতি ক্রতবে তস্মাদর্থবাদঃ ফলং ভবেৎ" ইতি॥ ইদমাম্নায়তে—যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপ৺ শ্লোক৺ শৃণোতি যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে যৎপ্রযাজানূযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্মৈব তদযজ্ঞায় ক্রিয়তে বর্ম্ম যজমানায় ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" ইতি। তত্র যজ্ঞহ্বাঃ প্রকৃতিভূতং পর্ণদ্রব্যং যশ্চাঞ্জনেন চক্ষুঃ সংস্কারো যচ্চ প্রযাজানূযাজরূপং বর্ম্ম তন্ত্রিতয়ং পুরুষার্থত্বেন বিধীয়তে। কুতঃ। পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদেঃ পুরুষসম্বন্ধিফলস্য প্রতিভানাদিতি চেন্মৈবং। ফলং হি সাধ্যং ভবতি। ন চাত্র সাধ্যতা প্রতিভাসতে। ন শৃণোতি বৃঙ্‌ক্তে বর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি বর্ত্তমানত্বনির্দ্দেশাৎ। অতঃ ক্রত্বর্থা এতে বিধয়ঃ। তত্র পর্ণময়ীত্বস্যানার-ভ্যাধীতস্যাপি বাক্যেন ক্রতুসম্বন্ধঃ। সংস্কারকর্ম্মণোস্ত প্রকরণেন। ক্রত্বর্থানাং ক্রতু-নিষ্পাদনব্যতিরেকেণ ফলাকাঙ্ক্ষায়া অসম্ভবাদ্বর্ত্তমাননির্দ্দেশস্য বিপরিণামং কৃত্বাঽপি ফলং কল্পয়িতুং ন শক্যং। তস্মাৎ ফলবত্ত্বভ্রমহেতুঃ পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদিরর্থবাদঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"নানুষঙ্গোঽনুষঙ্গো বাঽচ্ছিদ্রেণেত্যস্য শেষিণৌ। চিৎপতিস্ত্বেত্যনাকাঙ্ক্ষাবতো নাত্রানুষজ্যতে॥ করণত্বং ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাত্বিতি। মন্ত্রদ্ব(ত্র)য়েঽতস্তদ্বারা সর্ব্বশেষোঽনুষজ্যতে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যতে—"চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু, বাকপ্রতিস্ত্বা পুনাতু, দেবস্ত্বা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ" ইতি। তত্র তৃতীয়মন্ত্রশেষোঽচ্ছিদ্রেণেত্যাদিভাগঃ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োর্না-নুষজ্যতে। কুতঃ ন হি চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু বাক্‌প্রতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যনয়োর্মন্ত্রয়োঃ শেষিণো সম্পূর্ণবাক্যয়োঃ কাচিচ্ছেষাকাঙ্ক্ষাঽস্তীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মা ভূচ্ছেষিণোরাকাঙ্ক্ষা তথাপি শেষস্যাঽকাঙ্ক্ষাঽস্তি। পবিত্রেণ রশ্মিভিরিত্যুক্তং করণত্বং ক্রিয়ামপেক্ষতে। ক্রিয়া চ পুনাত্বিত্যেষা ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষ্বেকা। তথা চ ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াদ্বারা তৃতীয়মন্ত্রে নিরপেক্ষোঽপি যথাঽন্বেতি তথা পূর্ব্বয়োরপ্যন্বেতু। তস্মাদনুষঙ্গঃ।

অথ ছন্দঃ।

আপ উন্দন্ত্বিতি দ্বিপদা গায়ত্রী। আপো অস্মানিতি দ্বিপদা বিরাট্। বিশ্বমিত্যেকপদা বিরাট্। উদাভ্য ইতি তদ্বৎ। চিৎপতিরিত্যনুষঙ্গে সতি ত্রিস্রো গায়ত্র্যঃ। আ বো দেবাস ইত্যনুষ্টুপ্।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুক্রমণিকা অনুসারে প্রথম প্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রভৃতি তিনটী প্রপাঠকে সোম-যাগের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে। সে মতে 'আপ উন্দন্ত' প্রভৃতি মন্ত্রাত্মক প্রথম অনুবাক মন্ত্র-কাণ্ড, 'আদদে গ্রাবাঽসি' প্রভৃতি গ্রহ-কাণ্ড, এবং 'উদুত্যং জাতবেদসং' প্রভৃতি দক্ষিণাকাণ্ড। 'দেব সবিতঃ প্র সুব' ইত্যাদি বাজপেয় যজ্ঞের মন্ত্র-কাণ্ড। 'দেবা বৈ যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্ত' ইত্যাদি বাজপেয়-যজ্ঞের বিধি-কাণ্ড, 'ত্রিবৃৎ স্তোমঃ' প্রভৃতি সবা, 'নমো বাচে যা চোদিত্য' ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ড, 'দেবা বৈ সত্রমাসত' ইত্যাদি সেই শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ডের বিধি-কাণ্ড। এই নয়টীই চন্দ্র বা চন্দ্রসম্পর্কীয় কাণ্ড নামে অভিহিত। সেইজন্য সেই কাণ্ড সমূহের ঋষির নাম—চন্দ্র।

সোম-যাগ ত্রিবিধ—একাহ, অহীন এবং সত্র। একই দিনে সবনত্রয়ে নিষ্পাদ্য—একাহ সোম-যাগ; দ্বিতীয় রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত নিষ্পাদ্য—অহীন সোম-যাগ। আর ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সম্বৎসরে নিষ্পাদ্য সত্রাখ্য সোম যাগ। এই ত্রিবিধ সোম-যাগের আবার প্রকার-ভেদ আছে। দ্বাদশাহ-নিষ্পাদ্য সোম-যাগের দ্বিবিধ রূপ বা প্রকৃতি পরিকল্পিত হয়। প্রথম, দ্বিরাত্রি-নিষ্পন্ন অহীনরূপ প্রকৃতি; এবং দ্বিতীয়, ত্রয়োদশরাত্র্যাদি-নিষ্পাদ্য সত্ররূপ প্রকৃতি। ইত্যাদি।

এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত অনুবাক-সমূহের প্রয়োগ-বিধি 'বিনিয়োগ সংগ্রহ' হইতে প্রদর্শন করিয়া, প্রথম অনুবাকের মন্ত্র-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্র-সমূহের প্রয়োগ নিম্ন-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—প্রথম অনুবাকের মন্ত্রাদি পাঠে, ক্ষৌরাদির দ্বারা সংস্কৃত যজমান 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞ-শালায় প্রবেশ করিবেন। তদনুসারে 'আপ উন্দন্ত' প্রভৃতি ক্ষৌর-মন্ত্র বলিয়া অভিহিত। ক্ষৌর-কার্য্যের পূর্ব্বে শালা-নির্ম্মাণের বিধি। বংশ-নির্ম্মিত সেই যজ্ঞ-শালার সম্মুখভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ নিম্ন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হয়—এইরূপ ভাবে যজ্ঞ-শালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বভাগে আয়ত সেই গৃহ 'প্রাচীন-বংশ' নামে অভিহিত। সেই শালায় সোম-যাগের বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ আছে। যজ্ঞ-নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইলে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

দ্বিতীয় প্রপাঠকের "আপ উন্দন্ত" প্রভৃতি প্রথম মন্ত্র। ক্ষৌর-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ভাষ্য-পাঠে বুঝা যায়,—ক্ষৌর-কার্য্যে মস্তকাদি মুণ্ডনে প্রথমতঃ জলের দ্বারা মস্তকাদি আর্দ্র করিবার যে বিধি আছে, প্রথমে সেই বিধান অনুসারে মস্তকাদি আর্দ্র করিয়া লইবে। জল দ্বারা মস্তক আর্দ্র করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'জীবন ও আয়ুঃ প্রভৃতি পরিবৃদ্ধির জন্য এই জল মস্তককে আর্দ্র করুক।' আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা কর্ম্ম-শক্তি প্রাপ্ত হই; আর সেই শক্তি লাভ করিয়া যেন সৎকর্ম্মশীল জীবন যাপন করিতে পারি। বিশ্বহিত-সাধনে যেন সেই কর্ম্ম-শক্তির নিয়োগে সমর্থ হই। আপনার বিভূতি-রূপ দেব-ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইয়া আমাকে সেই সামর্থ্য যেন প্রদান করে।' ফলতঃ, সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্ম-শক্তির উন্মেষণই যে মন্ত্রের লক্ষ্য, তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে, অনুবাকের প্রথমে, বিশেষ ভাবে কর্ম্ম-শক্তি-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এই যে,—'এখানে ভগবৎকর্ম্ম-সাধনের সামর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে। মানুষের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ভগবানের প্রীতি-সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে; তাই সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ বিশেষ শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা। সদ্ভাবের প্রভাবে সজ্জ্ঞানের উদয়ে ভগবৎপ্রীতি-সাধক কর্ম্মের নির্ব্বাচনে সামর্থ্য আসে। ভগবৎ-কর্ম্মে চিত্ত বিনিবিষ্ট হইলেই বিশ্ব-প্রীতি উদয় হয়। আর বিশ্ব-হিত-সাধনেই মানুষ অক্ষয়-জীবনের অধিকারী হইতে পারে। পরম-ধন মোক্ষ-লাভ মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সেই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—ক্ষুর। মস্তক জলের দ্বারা আর্দ্র করিয়া লইয়া যে ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, সেই ক্ষুরকে মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'স্বধিতি' পদে সেই ক্ষুরকে বুঝাইতেছে। আর 'ওষধি' পদে কুশ-তরুণ (বর্হি) বুঝায়। যজমান বা ক্ষৌরকার (পরা-মাণিক) কর্ত্তৃক এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে কুশতরুণ! তুমি যজমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষা কর। হে ক্ষুর! তুমি এই যজমানকে হিংসা করিও না। আমি দেব-নাপিত। আমি মস্তকের কেশ-রাশি কর্ত্তন করিতেছি।' মন্ত্রের মধ্যে ক্ষুর বা কুশ বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। কুশাধান এবং ক্ষুর-স্থাপন কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়াই বোধ হয়, কুশ, ক্ষুর এবং নাপিতের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মন্ত্র যে কর্ম্মেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার বিশ্ব-জনীন ভাব। তাই মন্ত্র যে সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, মন্ত্র সেই বিশ্ব-জনীন ভাবই প্রকাশ করিতেছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত কুশ অথবা ক্ষুর অথবা নাপিত—কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু মন্ত্রটীতে এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদের মতে 'ওষধে' এবং 'স্বধিতি' পদদ্বয়ে এক ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্য-মতে কুশ-তরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে পদদ্বয়ের লক্ষ্য হইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ—'যে ফল-পাক পর্য্যন্ত সজীব থাকে।' তাহা হইতে কর্ম্মফল পাক-দানের ভাব পাওয়া যায়। যাহার ফল-পাক পর্য্যন্ত

সঞ্জীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্ম-ফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনিই তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন! মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরাঃ॥" এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মন্ত্রস্থ 'ওষধি' পদে সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝা যায়। 'স্বধিতি' শব্দ অনুশীলন করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। 'স্বধিতি' শব্দের মূল—ধাতু অনুসারে—'যিনি ছেদন করেন', এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে এখানে ভব-বন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ করা যায়। যিনি ভব (সংসার) বন্ধন-ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান। তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সঙ্গত হয়। তাহার নিকট 'মৈনং হিংসীঃ' এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না'—'ইহার প্রতিকূল হইও না'—এইরূপ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয়। ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অন্তরে সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেব-বিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। সাধক একমাত্র ভগবানকেই পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই, মন্ত্রের প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমার পরিত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমার জন্ম-গতি রোধ হউক।' এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ—শেষ অংশে সেই প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। 'দেবশ্রু' পদের 'দেব-নাপিত' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'সদ্ভাব-পোষক শরণাগত' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'যিনি দেব-বিষয়ে শ্রুত বা দেব-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাকেই 'দেবশ্রু' বা 'দেবশ্রুত' বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই 'দেবশ্রু' পদের অর্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং' অর্থ দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, এখানে—মন্ত্রের শেষাংশে 'দেব-নাপিত কর্ত্তৃক চুল-কর্ত্তনের' ভাব গ্রহণ না করিয়া 'দেব-ভাবসমন্বিত সাধক কর্ত্তৃক ভগবানে কর্ম্ম-ফল সমর্পণের' ভাবই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল যেন আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। আর তাহার ফলে, যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করি।'

ক্ষৌর-কার্য্যের পর তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ক্ষৌর-কার্য্য সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী কর্ম্ম-সমূহ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, মন্ত্রের মধ্যে যজমানের সেই সঙ্কল্প বিদ্যমান রহিয়াছে। কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতি কর্ত্তন করিবার পর যজ্ঞ-যোগ্য হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'নির্ব্বিঘ্নে যেন উত্তর কর্ম্ম-সমূহ প্রাপ্ত হই।' আমরা এখানে ভগবৎ-সম্মিলনের ভাব উপলব্ধি করি। 'উত্তরাণি' পদ হইতে সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। 'উত্তরাণি' পদে ভাষ্যকার 'উত্তরাণি কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরমার্থ-সাধক যে কর্ম্ম, তাহাই উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপক হইয়া থাকে। এখানে আকাঙ্ক্ষা—

ভগবানের অনুগ্রহ লাভ ;—আত্মায় আত্মসম্মিলন। পূর্ব্ব মন্ত্রে সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল ভগবানে সংন্যস্ত করিয়া, এই মন্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের সকল কর্ম্ম-ফল আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে চরণে স্থান দান করুন।'

মুণ্ডিত মস্তক হইয়া অবগাহন-স্নানান্তে যজমান এই অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবেন। ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানের বিধি। ষষ্ঠ মন্ত্রটী দীক্ষণীয় ও উপসদ যাগে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রত্রয়ের অর্থ হয়,—(৪র্থ) 'জগৎনির্ম্মাতৃ অথবা মাতার ন্যায় পালন-কর্ত্রী এই জলরাশিকৃত ক্ষৌর আমাদিগকে (যজমানদিগকে) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌর-কর্ম্ম জন্য অপকার (ক্ষত) নিবারণ করেন। জল-দেবতা ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। জলরাশি আমাদিগের সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে অপনীত করুন।' এখানে জল—ঘৃত। জলবর্ষণ দ্বারা পবিত্র করে বলিয়া মেঘকে 'ঘৃতপুবঃ' বলা হয়। 'রিপ্র' পদে পাপ বুঝায়। (৫ম) 'স্নানাচমনের দ্বারা বহিরন্তঃশুদ্ধ হইয়া আমরা জল হইতে নির্গত হই।' এখানে স্নানের দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং আচমনের দ্বারা অন্তরশুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে। মুণ্ডনাদি সংস্কার—দীক্ষা ; আহারাদির নিয়ম—তপ। জলে অবগাহনে এতদুভয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (৬ষ্ঠ) 'হে ক্ষৌমবস্ত্র! তুমি সোমযাগের তনু (শরীর) হও অর্থাৎ সোমযাগাভিমানী দেবতার শরীরের মত প্রিয় হও। তাদৃশ তোমাকে আমি পরিধান করিতেছি। এই বস্ত্রকে যেন আমি ভস্মীভূত না করি। আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ কর। বস্ত্র-পরিহিতের দেবতা সোম। এখানে সেই বস্ত্রোপলক্ষিত সোমের স্তুতি আছে। কিন্তু মন্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রাদি বোধক কোনও পদই পরিলক্ষিত হয় না। অথচ, ক্ষৌমবস্ত্রের প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অলৌকিক বেদ-মন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে বেদের নিত্যত্বের ও অপৌরুষেয়ত্বের হানি হয়। নিত্যতত্ত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য ক্ষৌমবস্ত্রাদির অথবা নাপিত প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই।

অতঃপর আমরা এই মন্ত্র সমূহের অর্থ নিষ্কাশনে যে ভাবে যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমাদিগের অর্থ প্রচলিত পন্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তৎপক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মন্ত্রের 'আপঃ', 'ঘৃতপুবঃ' ও 'ঘৃতেন' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের অর্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'আপঃ' পদে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে, ঐ পদ জলাধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে। জলই বলুন, অনিলই বলুন, আর অনলই বলুন, সর্ব্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? জ্ঞানী যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই

ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্ব্বভূতেশ্বর। এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলরূপে থাকিয়াই আপনি আমাকে শুদ্ধ করুন।' এই লক্ষ্য রাখিয়াই 'আপঃ' পদে আমরা 'স্নেহভাব' 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' 'দেববিভূতি' অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—'ঘৃতেন নঃ ঘৃতপুবঃ পুনন্তু।' ভাব এই যে,—'হে দেববিভূতিগণ! আপনারা সত্ত্বভাবের দ্বারা জগজ্জনকে পূত করেন। অতএব আমাদিগকেও সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন।' 'ঘৃতপুবঃ' পদের মূল 'ঘৃত' শব্দ, আর 'পুবঃ' পদের মূলীভূত ক্ষরণার্থ 'ঘৃ'-ধাতু-নিষ্পন্ন 'ঘৃত' শব্দে 'যাহা ক্ষরিত হয়'—এই অর্থ পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা উহা হইতে তরল পদার্থ—আর্দ্রকারী বস্তু বুঝা যায়। সত্ত্বভাব, হৃদয়কে আর্দ্র করে। এই হিসাবে 'ঘৃত' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ পরিগ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে। জল বা দুগ্ধাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিতে পারে সত্য; কিন্তু হৃদয়কে দ্রবীভূত করা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্ত্বভাব, কঠিন কঠোর হৃদয়কেও ভক্তিরসার্দ্র করে। তাই আমরা মন্ত্রান্তর্গত 'ঘৃত' শব্দদ্বয়ে সেই বিশ্বজনীন সত্ত্বভাব অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পূ' ধাতুর 'পবিত্র করা' অর্থ দুই পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে। 'অস্মান্মাতরঃ' পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে 'অস্মাৎ+মাতরঃ' অথবা অস্মান্+মাতরঃ'- এই দুই রূপই গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের 'অস্মাৎ' পদে 'জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ভাবসঙ্গতি হয় বলিয়াই বুঝিতে পারি।

পঞ্চম মন্ত্রের 'আভ্যঃ' পদের ভাষ্যকার 'অদ্ভ্যঃ' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমরা ঐ পদে 'দেববিভূতি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি—মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন) বাচক যে শব্দেরই প্রয়োগ থাকুক, মন্ত্রের লক্ষ্য তাৎপর্য্য সেই উদার বিশ্বজনীন চৈতন্যের দিকে। সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান—সকল ভূতেই বর্ত্তমান আছেন। মন্ত্রে 'আপঃ' বলিয়া জলকেই সম্বোধন করা হউক, আর স্বধিতি (ক্ষুর) বলিয়া ক্ষুরকেই আমন্ত্রিত করা হউক, সকল সম্বোধনেই সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয়, ইহাই আমরা মনে করি। ভগবানই সকল সৎকর্ম্মের মূল; সকল সৎকর্ম্মের সহিতই তিনি ওতঃপ্রোত বিদ্যমান। জ্ঞান ভক্তি বা সত্ত্বভাব যাহা পাইবার কামনায়ই মানুষ সৎকর্ম্ম করুক, ভগবানই সে সকলের মূল। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াই ষষ্ঠ মন্ত্রে বহিরন্তঃশুদ্ধিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। বহিঃরন্তঃশুদ্ধি সেই সময়ই সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরের পাপরাশি দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্ম্মলভাব ধারণ করে। সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই অধিষ্ঠিত হয়। সেই হৃদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান। অন্তর হইতে সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব অপনোদিত না হয়, পরন্তু সে ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে;—ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখি। চতুর্থ মন্ত্রে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি-লাভের কামনা, পঞ্চম মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুদ্ধির সঙ্কল্প এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে সদ্ভাব-সদ্‌বৃত্তি পরিবৃদ্ধির উদ্বোধনা পর পর বর্ত্তমান বলিয়াই মনে করি।

সপ্তম মন্ত্র নবনীত বা ঘৃতকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে—ভাষ্য-পাঠে তাহাই উপলব্ধি হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে নবনীত! গোদুগ্ধ হইতে তোমার উৎপত্তি। তুমি

স্নিগ্ধতারূপ তেজ ধারণ কর। অতএব তুমি আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান কর।' ভাষ্যে 'ব্রহ্মবর্চ্চসং' পদ আছে। ঐ পদে কর্ম্মসাধনভূত তেজ বুঝাইতেছে। আমাদিগের মতে, মন্ত্রে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; এবং সেই কর্ম্ম-শক্তির সহায়তায় দিব্য-দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান জ্ঞানকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! তুমি 'মহীনাং পয়োঽসি' অর্থাৎ তুমিই জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও।' তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানকে জ্ঞানময় বলিয়া সাধকের উপলব্ধি জন্মায়, তিনি সেই জ্ঞান-ময়ের নিকট জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন,—'হে জ্ঞানময় ভগবন্! আপনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন।'

এই মন্ত্রের সহিত পরবর্ত্তী অষ্টম ('বৃত্রস্য কনীনিকা' প্রভৃতি) মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র দুইটী তাই বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও একই যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তম মন্ত্রে প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগে কুশের উপর দাঁড়াইয়া, নবনীতে (নবনী) গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ (অনুলিপ্ত) করিতে হয়। সেই অনুলেপনান্তর অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণে (যজমানকে) চক্ষুর্দ্বয়ে ত্রিককুদ পর্ব্বতে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল) অথবা তাহার অভাবে অন্য অঞ্জন গ্রহণ করার বিধি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্ত্রে নবনীতের ও অঞ্জনের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যে সে সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী-ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,-'হে অঞ্জন! তুমি বৃত্রাসুরের কনীনক হইয়া থাক। অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমণ্ডলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ বলিয়া তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমার চক্ষুর্দ্দান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা প্রদান কর।'

এক্ষণে আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। দুই মন্ত্রের দ্বারাই ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সম্বোধ্য বলিতে চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষ্য বা সম্বোধ্য—নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই বা দৃঢ়তর কি যুক্তি পাওয়া যায়? ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলুন, আর অঞ্জনই বলুন, সকল দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিযুক্ত হস্তস্থিত নবনীত বা অঞ্জনেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণে কি অসঙ্গতি হয় অথবা কি ভাবচ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং প্রত্যেক পদার্থে ভগবদ্বিভূতি, ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদি মন্ত্রোচ্চারণে সেই সকল পদার্থ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত ফল ফলে, তাহা দ্বারা যে মোক্ষ-ফল অধিগত হয়,—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

তার পর, এখন মন্ত্রস্থ পদ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'মহী' শব্দের 'ধেনু' অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং 'ভূমি' অর্থই প্রসিদ্ধ! আমরা 'মহী' পদের প্রসিদ্ধ 'ভূমি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পয়স' শব্দে 'দুগ্ধ' ও 'জল' এই দুই অর্থই অভিধানে প্রতীত; 'নবনীত' অর্থও লক্ষিত। পয়স শব্দের দুগ্ধ অর্থই গ্রহণ করুন, আর জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই (পৃথিবীর) 'মহীনাং রস' অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও পরম্পরায়) পৃথিবীর (মহীর) রস বলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ দুগ্ধ, নবনীত বা জল—সেই বিশ্বময়েরই রূপান্তর, সেই স্নেহময় ভগবানেরই স্নেহকরুণা-স্বরূপ। দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডীতেও) ইহা বিঘোষিত হইতেছে,—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।'' অতএব হে দেব! অপনি এই পৃথিবীর জলস্বরূপ—এই ভূমিমণ্ডলের রস-স্বরূপ—এই ভূভাগের দুগ্ধ বা নবনীত-স্বরূপ—এতদুক্তিতে সকল দিকের সকল ভাবই রক্ষা হয়। মন্ত্র তাই বিঘোষিত করিয়াছে,—'মহীনাং পয়োঽসি'। হে দেব! আপনি যেমন স্নেহরূপী, তেমনই 'বর্চ্চোধা'—তেজোময়, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার 'বর্চ্চস' শব্দে 'কান্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'তেজঃ' অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে দেব! তুমি 'পয়োঽসি'—স্নেহময় হও' এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; 'বর্চ্চোধা অসি' এই অংশে "তুমি তেজোময়—জ্ঞানালোক-দানকারী হও"—এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, একটা নূতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে ভাব আসে,—'হে দেব! তুমি যেমন স্নেহময় হইয়া জলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা, 'মহীনাং'—ভূমির—পৃথিবীর—পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর্দ্র পুষ্ট ও কান্তিময় ভাব সঞ্চার কর; তেমনই 'তেজোময়' হইয়া, তেজের দ্বারা—জ্ঞানালোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও।' তাই প্রার্থনা হইতেছে—'বর্চ্চো ময়ি ধেহি।'

অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। এ মন্ত্রেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের 'বৃত্র' শব্দে 'অজ্ঞানতারূপ অথবা বহিরন্তঃশত্রুরূপ অসুর' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; 'বৃত্র নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি,—'বৃত্র অসুর' অপেক্ষা, যে অসুর (অজ্ঞান বা বহিরন্তঃশত্রুরূপ) নিত্য-সহচর, অহরহঃ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও পরাজয় করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই অসুরই এ মন্ত্র-প্রতিপাদ্য 'বৃত্র'। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বৃত্র' শব্দে উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। "হে অঞ্জন! (অধ্যাহৃত) তুমি 'বৃত্রস্য কনীনকাঽসি'—বৃত্রাসুরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও',—ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সুধীগণ বিচার করিবেন। অঞ্জন বৃত্রাসুরের কেন, আমাদিগেরও তো নেত্রাভরণ হইতে পারে! আর বৃত্রাসুরের 'চক্ষুষ্পা' দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হইলে আমাদিগের সম্বন্ধেও চক্ষুপ্রদ হইবে, - এ বিষয়ের গূঢ়-তত্ত্ব যে কি, কিছুই বুঝা গেল না। বরং বিষয়টী আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অঞ্জন এ মন্ত্রের সম্বোধ্য নয়; পরন্তু অজ্ঞান-বিনাশক, বাহ্য ও আন্তর শত্রুর হন্তা, সেই ভগবানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। তাই মন্ত্রে বলা

হইতেছে,—'বৃত্রস্য কনীনকাসি'। 'কনীনক' শব্দে চক্ষুর্গোলক বুঝায়। দর্শন-বিষয়ে 'কনীনিকা' যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসুরনাশে ভগবানও তেমনই শক্তিরূপ। এই তাৎপর্য্যে 'কনীনক' শব্দে 'অসুর নাশের শক্তি স্বরূপ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশের বা বহিরন্তঃ-শত্রুনাশের শক্তিস্বরূপ। আমরা অজ্ঞানান্ধ। আপনি 'চক্ষুষ্পা'—জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদ হয়েন। তাই প্রার্থনা করি—আপনি আমাদের অজ্ঞানতা এবং বাহ্য ও অন্তর শত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।' আমরা মনে করি - ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

এই অনুবাকের নবম ও দশম মন্ত্র যে কোন্ কার্য্যে বিনিযুক্ত, ভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কল্প অনুসারে বুঝা যায়, একবিংশতি দর্ভপুঞ্জলি (কুশের আঁটি) এই মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হয়। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়, —

(৯) 'হে যজমান! জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মনোঽভিমানী দেব তোমাকে শোধন করুন। অথবা, শব্দসমূহের অধিপতি সরস্বতী অথবা আদিত্যদেব তোমাকে শোধন করুন। কিসের দ্বারা? অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা, সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিত বলিয়া বায়ু এখানে অচ্ছিদ্র পবিত্র; কিম্বা আদিত্যমণ্ডল এস্থলে অচ্ছিদ্র পবিত্র।' (১০) 'আদিত্যরূপ অচ্ছিদ্র পবিত্রের পতি বা প্রেরক ও অন্তর্য্যামি—পবিত্রপতে! তোমার পূর্ব্বোক্ত পবিত্র দ্বারা শুদ্ধ-যজমানের অভীষ্টসিদ্ধি হউক। যে সোম-যাগানুষ্ঠানে কামনাবিশিষ্ট হইয়া আমি আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ করিতেছি, সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সামর্থ্য হউক। সবিতাদেবতা (অন্তর্য্যামী) আমাকে পবিত্র করুন। বৃহস্পতি আমাকে পবিত্র করুন।'

এক্ষণে আমরা যে দিক্ দিয়া যেরূপভাবে মন্ত্র-ত্রয়ের মর্ম্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বিষয়েব আলোচনা করা যাইতেছে। সুধীগণ তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে একই পূতত্ব-কামনা মন্ত্রত্রয়ে বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে—চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনে পবিত্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষুব্ধ। সাধক স্থিরচিত্তে ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,—'চিৎপতিস্ত্বা পুনাতু।' অর্থাৎ,—"হে জ্ঞানাধিপতি! আপনি (আমার চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া) আমাকে পবিত্র করুন।" তাৎপর্য্য এই—'হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষোভিত। কোনও সময়েই তো তাহা স্থির ধীর হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো তাহারা আপনার প্রতি সমাকৃষ্ট হয় না! হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির স্থৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা বিধান করুন।'

তার পর, "বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু" মন্ত্রে ভগবদারাধনার ভাব সূচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'আপনি 'বাক্‌পতিঃ।' আমায় বাক্‌শক্তি প্রদান করুন। আপনাকে স্তব করিতে পারি, সেরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিখিল বাক্যের অধিপতি। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্তবোপযোগী স্বরূপ-বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি।' আর 'ত্বা পুনাতু' অর্থাৎ 'আমাকে পবিত্র করুন।' ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ 'বাক্‌পতি'

শব্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'বাকৃপতি' শব্দের লক্ষ্য যাহাই হউক, উদ্দেশ্য সেই ভগবান্ বলিয়া আমরা মনে করি। এই ভাবে এই শব্দে সেই বাক্যয়াধিদেবকেই আহূত করা হয়। সাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন। স্তববাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতে না পারে; তাই তিনি ভগবান্‌কে 'বাক্‌পতি' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—'বাক্‌পতির্ম্মা পুনাতু।'

দশম মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে—হে 'পবিত্রপতে! আপনি 'সবিতা' অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ; সুতরাং আমারও কারণ, আমার কার্য্যেরও আপনিই কারণ। আমি 'পবিত্রপূতস্য'—জ্ঞানপূত আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়ত্ব) কামনা করিতেছি; সেই বস্তু যাহাতে আমি পাইতে পারি—তাহার দ্বারা যাহাতে আমি 'পুনে' পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। 'দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ মা পুনাতু' অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন;—আমাকে জ্ঞানময় করুন।

নবম মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'সবিতা দেবঃ' এই অংশের অন্তর্য্যামী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'সবিতা' শব্দে 'উৎপত্তিকারক' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে জগতের আদিকারণ—এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ যে জগতের আদিকারণ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। দিব্ (ক্রীড়াবাচক) ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দে ক্রীড়নকর্ত্তা অর্থাৎ লীলাময়—এইরূপ অর্থই দ্যোতিত হয়। এই মন্ত্রের 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' এই অংশ একটু জটিল। ভাষ্যকার 'অচ্ছিদ্র পবিত্র' বলিতে প্রথমতঃ 'বায়ু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর 'যদ্বা' বলিয়া "আদিত্যমণ্ডল" অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—বায়ুর দ্বারা অথবা আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা এবং সূর্য্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি হউন, আর বাকৃপতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন, তাঁহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজস্ব কিছু নাই, অন্যের সাহায্যেই তাঁহারা যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাষ্যের অর্থে এইরূপ ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হয়, আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সূর্য্য জ্ঞানদেব। তাঁহার রশ্মি জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ অচ্ছিদ্র ও পবিত্র। 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ'—এস্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সতত-স্থায়ী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্দীপ্ত করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাঁহার নিজ সম্পত্তি। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। সে জ্ঞানালোক-প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ। *

---

* প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—"দেবো বঃ সবিতা ..রশ্মিভিঃ" প্রভৃতি। পার্থক্য 'বঃ' ও 'ত্বা' শব্দ লইয়া। তদ্ভিন্ন মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই। সে স্থলে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

এক্ষণে দশম মন্ত্রের সম্বন্ধে আর একটু অনুশীলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। এখানকার মুখ্যোধ্য-পদ 'পবিত্রপতে'। 'তে' পদে ভগবান্ উদ্দিষ্ট। 'পবিত্রপূতস্য' ও 'তস্য' এই দুই পদ উক্ত 'তে' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার 'তস্য' পদ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া 'অভীষ্টং ভূয়াসম্' এই দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। এবং 'যৎকামঃ' পদান্তর্গত 'যৎ' শব্দে 'সোমযাগানুষ্ঠান' লক্ষ্য করিয়াছেন। তদনুসারে ভাবার্থ হয়,—'হে শুদ্ধপালক! তোমার যজমানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হউক; এবং যে সোমযাগানুষ্ঠানে (আমি) কামনাবান্, সেই সোমযাগানুষ্ঠানে আমি সমর্থ হই।' আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এ অংশের মর্ম্ম,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানময়, ইহা সাধকগণ অনুভব করেন। আমি অজ্ঞানান্ধ ও সাধনাবিহীন! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ) যাহাতে পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন এবং অনুগ্রহবিতরণে আমাকে পবিত্র করুন।'

একাদশ মন্ত্রটী অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্-বিশেষ) যজমানকে পড়াইবেন। দুই হস্তে শালাস্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বৌধায়নে পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—হে দেবগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধি এই যজ্ঞে আমরা যেন অবশ্যম্ভাবী অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে পারি। হে যজ্ঞসম্বন্ধি দেবগণ! কর্ম্মোদ্দমে তোমাদিগকে আহ্বান করিব বলিয়াই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি। মহীধরের ভাষ্যে আবার ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয়। মহীধরের ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে দেবগণ! আমরা আপনাদের নিকট বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করিতেছি। কিরূপ হইলে? আমাদের যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান হইলে। হে দেবগণ! আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি। কি জন্য? এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জন্য; অর্থাৎ যজ্ঞফল পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

আমরাও প্রকারান্তরে মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজ্ঞীয়াসঃ আগুরে' পদদ্বয়ে যজ্ঞফলের কথাই আমরা উপলব্ধি করি। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের এবং শুভকর্ম্মে শুভফল প্রাপ্তির বিষয় এখানে সূচিত হয়। 'সত্যধর্ম্মাণঃ' বলিতে 'সত্যের বিজ্ঞাপক' অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক অর্থই সুসঙ্গত। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ভগবৎ-প্রাপ্তি। তাই সে কর্ম্ম 'সত্যধর্ম্মাণং।' 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থে আমরা দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ বলিতে চাহি না। আমাদের মতে যে যজ্ঞ ত্রিবিধদুঃখনিবৃত্তির মূল, যে যজ্ঞ পরম-সুখের নিদান, সেই আত্মোদ্বোধনরূপ মানস-যজ্ঞই—এই 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দে দ্যোতনা করিতেছে। মানব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-জ্বালামালায় অহরহঃ সংদহ্যমান। যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, যে কার্য্য করিলে পরমার্থ নিত্য-সুখ আনন্দ বা মুক্তি লাভ করা যায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রযত্নপর হয়। তৎপ্রাপ্তির আশায় দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞই করুন আর সোমযাগানুষ্ঠানাই করুন, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্বোধন (তত্ত্ব-জ্ঞান) না হইলে—সহস্র জন্মে সহস্রবৎসরব্যাপী এই দর্শ-যাগাদিতেও সেই পরমার্থ-তত্ত্ব লাভ হইবে না। তাই মন্ত্রের 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' পদে সেই আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের বা মানস-যজ্ঞের ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছেন—'মানব! তোমার মন অতীব চঞ্চল, অতি অসংযত। 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।' তাই প্রথমে চিত্ত স্থির কর, তাহার

চাঞ্চল্য দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্য জগদীশ্বরের করুণা প্রার্থনা কর। তার পর তোমার মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহস্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও ফল পাইবে না। অতএব ভগবানের আনুকূল্য প্রার্থনা কর,—যজ্ঞানুষ্ঠান কর,—ভগবানের স্তব কর। করুণাবিগ্রহ ভগবান্ তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন;—তোমার অভীষ্ট বস্তু বিতরণ করিবেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

তার পর অনুবাকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় অনুধাবন করুন ভাষ্যমতে দ্বাদশ মন্ত্র 'ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে এবং ত্রয়োদশ বা শেষ মন্ত্র 'আহবনীয়' সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে দ্বাদশ (ইন্দ্রাগ্নী প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শেষ ('ত্বং দীক্ষাণাং' প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিবে। তদনুসারে ঐ দুই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে অর্থ হয়, তাহা এই,—(১২শ মন্ত্র) হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা ইহাকে (যজমানকে) অবগত হউন।' (১৩শ মন্ত্র) 'হে আহবনীয়! তুমি দীক্ষারূপ নিয়মসমূহের পালক হও। অতএব তৎসমীপে স্থিত আমাকে পালন কর।' ফলতঃ, ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ হওয়া সঙ্গত, ভাষ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমরা মন্ত্রের সহিত আহবনীয় প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধই দেখি না। আমাদের মতে উভয় মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে কোনও ক্রিয়া-পদই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে কথঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবের সমাবেশ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মই যে মূল, কর্ম্মের দ্বারাই যে মানুষ সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়, আবার কর্ম্মের প্রভাবেই যে সে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। তাই দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'যে উদ্বোধন যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞের প্রভাবে আমাদিগের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক। সেই কর্ম্মের যে সুফল, তাহাতে আমাদিগের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হউক এবং ইহলোকে ও পরলোকে পরমসুখ অধিগত হউক। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবসঞ্চারে কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধিত হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত হউক। তাহাই গতি-মুক্তির হেতুভূত—তাহাই পরমার্থপ্রদ।' ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে কর্ম্ম-ফলসমর্পণে ভগবৎকৃপা-লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক ভগবানকেই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা বলিয়া বুঝিয়া তাঁহারই শরণ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি সামর্থ্য প্রদান না করিলে—মানুষের সাধ্য কি যে, সে কর্ম্ম সম্পাদন করে। ফলতঃ, তিনিই কর্ম্ম, তিনি কর্ম্মের নিয়ন্তা, তিনিই কর্ম্মফল, আবার তিনিই কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলভোক্তা ও গ্রহীতা। এই ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া, মানুষ যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাতেই সে শুভফল পাইতে পারে। অনুবাকের উপসংহারে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আরব্ধ কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই, আর সেই কর্ম্মের ফলে যেন আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরাশান্তি লাভ করিতে পারি।'

প্রশ্ন হইতে পারে, মনে সংশয়ের উদয় হয়—সে কর্ম্ম কোন্ কর্ম্ম? ভগবৎ-সম্মিলনের সহায়ক সে কর্ম্মের স্বরূপ কি? কোন্ কর্ম্মের প্রভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধিত হয়? বড় বিষম সমস্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্র সে সংশয়ের নিরশন করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ।' অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায়। যে কর্ম্ম ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ যে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, সেই কর্ম্মই—কর্ম্ম। ভগবানের সংস্রব-শূন্য কর্ম্মই অকর্ম্ম। ভগবান বলিয়াছেন,—"মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো সঙ্গবর্জ্জিতঃ।" ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তিতে বুঝিতে পারি—যে কোনও কর্ম্মই কর না কেন, সমস্তই সেই তাঁহাতেই অর্পণ কর।' কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত অনুষ্ঠাতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মই—একরূপ ভক্তি-বিশেষ। জীবের লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি বহুবিধা। ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি অধিগত হয়। ভক্তিও কর্ম্ম বটে; তবে সে কর্ম্মে ও সাধারণ কর্ম্মে পার্থক্য এই যে, সে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। ভক্ত যে কর্ম্মই করিবেন, সকল কর্ম্মই ভগবানের উদ্দেশে—সৃষ্টির শুভ-সাধনে—অনুপ্রাণিত হইবেন। মুক্তি-প্রার্থী না হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে মুক্তি আপনিই অধিগত হয়। ভক্তির এই প্রভাবের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলরূপী ভগবানের উক্তিতে বিশদীকৃত হইয়াছে। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন,—

> "দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
> সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
> অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
> জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

শ্লোকোক্ত 'জরয়ত্যাশু যা কোশং' প্রভৃতি উপমায়ই নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হইতেছে। উহাতেই বুঝা যাইতেছে—কোনও পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না; একমাত্র ভক্তির দ্বারাই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। ভুক্তান্ন-জীর্ণ করিতে মানুষিক প্রযত্নের যেমন কোনও আবশ্যক হয় না, অন্ন যেমন আপনা-আপনিই জঠরানল-সংযোগে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়; অন্য কোনও কর্ম্ম ব্যতিরেকে সেইরূপ একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অনন্যাভক্তি তাই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলসেচনে জলগমন-মার্গের পার্শ্বস্থ তৃণ যেমন স্বতঃই পরিপুষ্ট হয়, তৃণের পরিবর্দ্ধন জন্য স্বতন্ত্র জল-সেচনের যেমন আবশ্যক হয় না; ভক্তি-প্রভাবে সেইরূপ কার্য্যই সাধিত হয়,—মুক্তি লাভের জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অনন্যাভক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই মানুষের প্রথম ও প্রধান অনুসন্ধিৎস্য। কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে, অহেতুকী বা অনন্যা-ভক্তি লাভ হয়, শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রবণমননাদি ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও তাহা কর্ম্মপদবাচ্য। সুতরাং সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি অধিগত হয়। পরিশেষে সেই সকল—নবধা ভক্তি—যখন ফলাভিলাষপরিশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হইবে, তখনই অনন্যাভক্তির কার্য্য করিবে। তখন সাধক কায় মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু

অনুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইবে, যে ভাবে ভক্ত

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"

নারায়ণকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত যাহা কিছু করিবেন, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইবে। তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদেব তব পূজনং॥

এই ভাবে এই লক্ষ্যেই মন্ত্রশেষে, প্রথম অনুবাকে, প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক)॥

—•—

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ।)

(১) আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(২) মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৪) সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৫) আপো দেবীর্বৃহতীর্ব্বিশ্বশংভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং

বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা।

(৬) বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায়

ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা।

(৭) ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে

মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচ।

(৮) ইমাং ধিয়ঁ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সঁ

শিশাধি যযাঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবঁ রুহেম॥

(৯) উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ।

(১০) পাহি মা মা মা হিঁসীঃ।

(১১) বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে

যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহি।

(১২) ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিঁসীঃ।

(১৩) কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ। (১৪) সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ॥

(১৫) সূপস্থা দেবী বনস্পতিরূর্দ্ধো মা পাহ্যোদৃচঃ।

(১৬) স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং।

(১৭) স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) আকূত্যা ইত্যা—কূত্যৈ। প্রযুজ ইতি প্র—যুজে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(২) মেধায়ৈ। মনসে। অগ্নয়ে। স্বাহা। (৩) দীক্ষায়ৈ। তপসে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৪) সরস্বত্যৈ। পূষ্ণে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৫) আপঃ। দেবীঃ। বৃহতীঃ। বিশ্বশম্ভুব ইতি বিশ্ব—শম্ভুবঃ। দ্যাবাপৃথিবী ইতি দ্যাবা—পৃথিবী। উরু। অন্তরিক্ষম্। বৃহস্পতিঃ। নঃ। হবিষা। বৃধাতু। স্বাহা।

(৬) বিশ্বে। দেবস্য। নেতুঃ। মর্ত্তঃ। বৃণীত। সখ্যম্। বিশ্বে। রায়ঃ। ইষুধ্যসি। দ্যুম্নম্। বৃণীত। পুষ্যসে। স্বাহা।

(৭) ঋক্‌সাময়োরিত্যৃক্—সাময়োঃ। শিল্পে ইতি। স্থঃ। তে ইতি। বাম্। এতি।

রভে। তে ইতি। মা। পাতম্। এতি অস্য। যজ্ঞস্য।

উদৃচ ইত্যুৎ—ঋচঃ।

(৮) ইমাম্। বিয়ম্। শিক্ষমাণস্য। দেব! ক্রতুম্। দক্ষম্। বরুণ। সমিতি।

শিশাধি। যযা। অতীতি। বিশ্বা। দুরিতেতি দুঃ—ইতা। তরেম।

সুতর্ম্মাণমিতি। সু তর্ম্মাণম্। অধীতি। নাবম্। রুহেম।

(৯) উর্ক্। অসি। আঙ্গিরসী। উর্ণম্রদা ইত্যূর্ণ—ম্রদাঃ। উর্জম্। মে। যচ্ছ।

(১০) পাহি। মা। মা। মা। হিꣳসীঃ।

(১১) বিষ্ণোঃ। শর্ম্ম। অসি। শর্ম্ম। যজমানস্য। শর্ম্ম। মে। যচ্ছ।

নক্ষত্রাণাম্। মা। অতীকাশাৎ। পাহি।

(১২) ইন্দ্রস্য। যোনিঃ। অসি। মা। মা। হিꣳসীঃ।

(১৩) কৃষ্যৈ। ত্বা। সুসস্যায়া ইতি সু সস্যায়ৈ।

(১৪) সুপিপ্পলাভ্য ইতি সু—পিপ্পলাভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য ইত্যোষধী—ভ্যঃ।

(১৫) স্বুপস্থা ইতি সু—উপস্থাঃ। দেবীঃ। বনস্পতিঃ। উর্দ্ধঃ। মা। পাহি।

এতি। উদৃচ ইত্যুৎ—ঋচঃ।

(১৬) স্বাহা। যজ্ঞম্। মনসা। স্বাহা। দ্যাবাপৃথিবীভ্যামিতি দ্যাবা—পৃথিবীভ্যাম্।

(১৭) স্বাহা। উরোঃ। অন্তরিক্ষাৎ। স্বাহা। যজ্ঞম্। বাতাৎ। এতি। রভে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'আকূত্যৈ' (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামি ইত্যেবংবিধায় সঙ্কল্পায় তৎসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ, অনুষ্ঠীয়মানস্য মানসযজ্ঞস্য পূর্ণার্থং ইতি ভাবঃ) 'প্রযুজে' (সঙ্কল্পসিদ্ধৌ প্রকর্ষেণ যোজয়তে প্রেরয়তে বা ইত্যর্থঃ সিদ্ধিদাতায় ইতি ভাবঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু;—সুহুতমস্তু সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

২। 'মেধায়ৈ' (ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তল্লাভার্থমিতি ভাবঃ) 'মনসে' (মনসোঽধিষ্ঠাত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু, সুহুতমস্তু, সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ)।

৩। 'দীক্ষায়ৈ' (ব্রতনিয়মায়, সৎকর্ম্মনিবহায়, তৎসিদ্ধ্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'তপসে' (তপঃ-স্বরূপায়, সৎকর্ম্মস্বরূপায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু, সুহুতমস্তু সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি ভাবঃ)।

৪। 'সরস্বত্যৈ' (বাচে, বাকসিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ) 'পুষ্ণে' (বাগিন্দ্রিয়পোষকায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (মদীয়মিদং সত্ত্বভাবং সমর্পিতমস্তু; সুহুতমস্তু, সুসিদ্ধমস্তু বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

৫। 'আপঃ' (অপামধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যোরধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'উরো' (মহত্যঃ) 'বৃহতী' (বৃহত্যঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) 'বিশ্বসম্ভুবঃ' (সকলসুখজনয়িত্র্যঃ) 'দেবী' (দেববিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'হবিষা' (হৃদগতেন শুদ্ধসত্ত্বেন, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) 'বৃধাতু' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু, উদ্বোধয়ন্তু, গৃহ্নন্তু বা)। 'বৃহস্পতিঃ' (দেবাধিদেবঃ ভগবান) অপি 'নঃ' (অস্মান) 'হবিষা' (সদ্ভাবেন, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) 'বৃধাতু' (প্রবর্দ্ধয়তু, অনুগৃহ্ণাতু ইতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রীতিং জনয়তু; স্বাহা-মন্ত্রেণ তৎসর্ব্বং ভগবতি সমর্পয়ামি, সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ)।

ইমে মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ।

৬। 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'মর্ত্ত্যাঃ' (মনুষ্যাঃ) 'নেতুঃ' (ফলপ্রাপকস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, স্বপ্রকাশকস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সখ্যং' (সাহায্যং, আনুকূল্যং ইত্যর্থঃ) 'বৃণীত' (প্রার্থয়ন্তে); 'বিশ্বে' (সর্ব্বে জনাঃ) 'রায়ে' (ধনায়, পরমধনায়—জ্ঞানধনায় ইতি ভাবঃ) 'ইষুধ্যসি' (দেবং প্রার্থয়ন্তি); 'পুষ্যসে' (পোষণায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'দ্যুম্নং' (দ্যোতিতং, যশোঽন্নং সত্ত্বভাবং বা) 'বৃণীত' (প্রার্থয়ন্তে); 'স্বাহা' (এষা প্রার্থনা সিধ্যতু ফলসমন্বিতা ভবতু। অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞং সুহুতমস্তু ইতি ভাবঃ)। ভগবন্মহিমাপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৭। হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ দেবৌ—দেববিভূতিদ্বয়ৌ অশ্বিনৌ ইতি ভাবঃ! যুবাং ঋক্‌সাময়োঃ' (তন্নামকদেবয়োঃ, যদ্বা—নিখিলশুদ্ধসত্ত্বানাং ইতি ভাবঃ) 'শিল্পে' (শিল্পকারিণৌ, অভিব্যঞ্জকৌ, প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); 'তে' (তৌ প্রসিদ্ধৌ) 'বাং' (যুবাং) 'আরভে' (আবাধয়ামি); অপিচ, 'তে' (তথাবিধৌ যুবাং) 'অস্য' (আরব্ধস্য) 'যজ্ঞস্য' (আত্মোদ্বোধনরূপস্য কর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'আ উদৃচঃ' (সমাপ্তিপর্য্যন্তং ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'পাতুং' (রক্ষতং)। দেব-দেববিভূতয়োরভেদাৎ দেববিভূতিরপি বেদস্যাভিব্যঞ্জকঃ। অতঃ সমারাধিতঃ সন্ আত্মোদ্বোধনপর্য্যন্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেব' (দ্যোতমান্, জ্ঞানদায়ক) 'বরুণ' (স্নেহকারুণ্যময় হে বরুণদেব—ভগবন্ ইতি ভাবঃ) 'শিক্ষমাণস্য' (সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং ইচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ—অর্চ্চণাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'ইমাং' (সৎকর্ম্মবিষয়াং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং—উৎপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'দক্ষং' (সৎকর্ম্ম-বেত্তারঃ—ত্বং ইতি ভাবঃ) 'ক্রতুং' (তৎকর্ম্ম—সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'সং' (সম্যক্‌প্রকারেণ) 'শিশাধি' (সাধয়—ক্রতুবিষয়কং জ্ঞানং দত্ত্বা তস্য ক্রতোঃ পূর্ণতাং সুফলং বা গময় ইতি ভাবঃ)। অপিচ হে দেব! 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'দুরিতা' (দুরিতানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) 'যয়া' (যেন কর্ম্মণা) 'অতি তরেম' (প্রকৃষ্টরূপেণ উত্তীর্ণং ভবেম) 'সুতর্ম্মাণং' (সুখেন ত্রাণকারকং ইতি ভাবঃ) 'নাবং' (তৎকর্ম্মরূপাং তরণীং ইত্যর্থঃ) 'অধি রুহেম' (প্রাপ্ত্ সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি শেষঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ! আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিং তথা পরম-সুখসাধনং লক্ষীকৃত্য মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পং প্রকাশতে।

৯। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'আঙ্গীরসী' (অঙ্গিরসাং ঋষীণাং সর্ব্বজনানামিতি ভাবঃ, সম্বন্ধিনী) 'ঊর্ক' (অন্নরসরূপা, সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) অপিচ 'ঊর্ণম্রদা' (ঊর্ণেব ম্রদীয়সী, মৃদুস্বভাবা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মাদৃশে অকিঞ্চনে জনে ইত্যর্থঃ) 'ঊর্জ্জং' (অন্নরসং, সত্ত্বভাবমিতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ ইতি যাবৎ)।

১০। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ); 'মা' (তব শরণাগতং অনুগ্রহপ্রার্থিনং মাং ইতি ভাবঃ) 'মা হিংসীঃ' (মা নাশয়, মাং প্রতি কুটিলা বিরূপা মা ভব—মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য, সৎকর্ম্মনিবহস্য ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (সুখহেতুঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মকর্ত্তুঃ) 'শর্ম্ম' (পরমাশ্রয়ঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; অস্মাৎ ত্বং 'মে' (মম—মাং ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (আশ্রয়ং—পরমসুখং ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ)। ততঃ 'নক্ষত্রাণাং' (অক্ষীয়মাণানাং সত্ত্বানাং ইতি ভাবঃ)

'অতিকাশাৎ' (অতিপ্রকাশাৎ, ক্ষয়াৎ ইত্যর্থঃ) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ; মম সদ্ভাবাঃ যথা বিনাশং ন যান্তু তথা সাধয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১২। হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'যোনিঃ' (প্রাপ্তিকারণঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মা' (মাং) 'হিংসীঃ' (মাং প্রতি কুটিলঃ মা ভবতু, মাং মা পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ)।

১৩। হে মম চিত্তবৃত্তে! 'কৃষ্ট্যৈ' (সুকর্ষণায়, সোৎকর্ষায় ইতি ভাবঃ) তথা 'সুসস্যায়ৈ' (সুশস্যলাভায়, যদ্বা—সদ্ভাবরূপায় শস্যাদিলব্ধয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজামি ইতি শেষঃ।

১৪। অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তে! 'সুপিপ্পলাভ্যঃ' (সুফলসমন্বিতায় ইত্যর্থঃ) 'ওষধীভ্যঃ' (কর্ম্মক্ষময়) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ।

১৫। 'সুপস্থা' (সৎকর্ম্মণঃ সুষ্ঠুসম্পাদকঃ ইতি ভাবঃ) 'বনস্পতিঃ' (সংসারারণ্যানাং পতিঃ) 'দেবঃ' (স্বপ্রকাশঃ ভগবান্) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, অনুকূলঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদৃচঃ' (উত্তরায়া ঋচঃ পর্য্যন্তং, যদ্বা—কর্ম্মসমাপ্তি-পর্য্যন্তং) 'পাহি' (রক্ষ, পাপাৎ মাং পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১৬। (ক) 'মনসা' (চিত্তস্য) 'যজ্ঞং' (উদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞং ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহানামকমিব) প্রাপ্তুমর্হামীতি শেষঃ, যদ্বা—সুহুতমস্ত্বিতি ভাবঃ। অথবা, 'মনসা' (চিত্তেন) 'যজ্ঞং' (দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপং সৎকর্ম্ম) 'স্বাহা' (প্রাপ্নোমি, সম্যক্ সাধয়িতুং সমর্থঃ ভবামি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং ভাবঃ।

(খ) অপিচ, সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম্ম বা 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (ভূলোকস্বর্লোকয়োঃ, ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)।

(গ) সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম্ম বা 'উরোঃ' (মহান্তং, বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষাৎ' (অন্তরিক্ষলোকাৎ—অন্তরিক্ষলোকং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। 'স্বাহা' (সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)।

(ঘ) 'যজ্ঞং' (সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্ম বা) 'বাতাৎ' (সত্ত্বভাবাৎ, প্রবর্ত্তকাদিতি ভাবঃ) 'আরভে' (তেন প্রবৃত্তঃ ভবামি ইত্যর্থঃ); অথবা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ 'বাতাৎ' (সত্ত্বভাবপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'আরভে' (সুসিদ্ধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) 'স্বাহা' (সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। 'আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য (আমার অনুষ্ঠিত মানস যজ্ঞ পরিপূরণার্থে) সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক (অথবা সিদ্ধি-দাতা) সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে আমার এই সত্ত্ব-ভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ সুসিদ্ধ ও সুহুত হউক)।

২। ভগবদ্বিষয়ে ধারণা-শক্তি-লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৩। ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৪। বাক্-সিদ্ধির জন্য, বাগিন্দ্রিয়ের পোষক সেই জ্ঞান-দেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার এই উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত ও সুসিদ্ধ হউক)।

৫। হে জলের অধিষ্ঠাত্রী! হে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী! হে অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী! হে মহান্! হে বিশ্বব্যাপক! হে সকল সুখের জনয়িতা দেব-বিভূতিসমূহ! আপনারা আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে প্রবর্দ্ধিত (উদ্বোধিত) অথবা গ্রহণ করুন। দেবাধিদেব ভগবান আমাদিগকে (আমাদিগের সদ্ভাব ও ভক্তি-সুধা) প্রবর্দ্ধিত করুন—গ্রহণ করুন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাব-সমূহ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করুক। স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত হউক।

এই মন্ত্র-পঞ্চক প্রার্থনামূলক।

৬। সকল মনুষ্য ফলদাতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য) প্রার্থনা করেন। সকলেই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞান-ধনের জন্য (পরমধন-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। পুষ্টির জন্য (সত্ত্বভাব-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। স্বাহা অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক (অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক)।

৭। হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেববিভূতিদ্বয় (অশ্বিনীদ্বয়)! আপনারা ঋক্ ও সাম বেদের (অথবা নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের) শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক হয়েন; সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) আপনাদিগের দুই জনকে আরাধনা করি। আপনারা আমাদিগের এই আরব্ধ আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন। (ভাব

এই যে,—দেবতা আর দেববিভূতি অভিন্ন। সুতরাং আপনারা দুই জনও বেদের অভিব্যঞ্জক; অর্থাৎ নিখিল শুদ্ধসত্ত্বপ্রদাতা আপনারা আমাদিগের কর্তৃক আরাধিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন)।

৮। দ্যোতমান জ্ঞানদায়ক স্নেহ-কারুণ্যময় হে ভগবন্ বরুণদেব! সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছু অর্চ্চনাকারীর (আমার) সৎকর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদনের নিমিত্ত সৎকর্ম্মবেত্তা আপনি (আমার) সেই কর্ম্মকে সম্যক্-প্রকারে সাধন করুন অর্থাৎ আমাকে কর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া সেই কর্ম্মের পূর্ণতা সাধনে সুফল প্রদান করুন। অপিচ, হে দেব! যে কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ (দুরিত) হইতে প্রকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখেত্রাণকারী (অথবা সুখ-সাধক পরিত্রাণ-বিধায়ক) সেই কর্ম্মরূপ তরণী যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিতে পরমসুখ-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্গত সঙ্কল্পের লক্ষ্য)।

৯। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি অঙ্গিরস ঋষিদিগের অর্থাৎ সমস্ত মানবের অন্নরসস্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ এবং ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় মৃদুস্বভাবা হয়েন। সুতরাং মাদৃশ অকিঞ্চন দীনজনে অন্নরস অর্থাৎ সত্ত্বভাব প্রদান করুন।

১০। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি আমাকে রক্ষা (পরিত্রাণ) করুন। আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি কুটিল বা বিরূপ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

১১। হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি বিশ্বব্যাপক সৎকর্ম্ম-সমূহের অর্থাৎ তন্নিমিত্তক সুখের প্রাপ্তি-হেতুভূত হয়েন; অপিচ, আপনি সৎকর্ম্মকারীর পরম আশ্রয় হয়েন। অতএব আমাকে আশ্রয়—পরমসুখ প্রদান করুন। তদনন্তর অক্ষীয়মান সদ্ভাবসমূহের ক্ষয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার সদ্ভাবসমূহ যেন বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়।

১২। হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির কারণ হয়েন। অতএব আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

১৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি! সুকর্ষণের অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের

নিমিত্ত এবং সুশস্য-লাভের অর্থাৎ সদ্ভাব-রূপ সুশস্য-প্রাপ্তির জন্য তোমাকে (এই কর্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি।

১৪। হে আমার চিত্তবৃত্তি! সুফলসমন্বিত কর্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে (এই কর্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি।

১৫। সৎকর্ম্মের সুষ্ঠুসম্পাদক সংসার-অরণ্যের অধিপতি স্বপ্রকাশ ভগবান (আমাদিগের প্রতি) অনুকূল হইয়া (আমাদিগের) আরব্ধ কর্ম্মের উত্তরা (শেষ) ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে (পাপ হইতে) রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, - সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে সৎকর্ম্মের শুভফল প্রদান করুন)।

১৬। (ক) চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্ঞকে যেন স্বাহা (স্বাহা নামক অগ্নির) মত প্রাপ্ত হই! অর্থাৎ, সে যজ্ঞ যেন সুহুত সুসিদ্ধ হয়। অথবা চিত্তের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকর্ম্ম যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—আমার মানস-যজ্ঞ যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়)।

(খ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম যেন ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক)। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের প্রভাবে দেববিভূতি-সমূহ অধিগত হয়)।

(গ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ (মানস-যজ্ঞ) অথবা সৎকর্ম্ম যেন মহৎ-অন্তরিক্ষলোক (বিশ্ব) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক)। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সেই বিরাট বিশ্বময়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়)।

(ঘ) সেই উদ্বোধন-যজ্ঞকে অথবা সৎকর্ম্মকে যেন আমি সত্ত্বভাব হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সত্ত্বভাব সহযুত হইয়া আমি যেন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। (অথবা সত্ত্বভাবপ্রভাবে আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ যেন সুসিদ্ধ হয়)। সেই কার্য্য (আমার মানস-যজ্ঞ) সিদ্ধ হউক। স্বাহা মন্ত্রে তাহাকে উদ্বোধিত করিতেছি। (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানময় দেব উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন, যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্ত্য—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সত্ত্বভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

প্রথমানুবাকে প্রাচীনবংশপ্রবেশোঽভিহিতঃ। অথ প্রবিষ্টস্য দীক্ষনিয়মরূপেণ তপসা শরীর-শুদ্ধৌ সত্যাং পশ্চাদ্দেবযজনস্বীকারাদিযোগ্যতেতি দ্বিতীয়ানুবাকে দীক্ষা বিধীয়তে। তত্র দীক্ষণীয়েষ্টাবধ্বরমন্ত্রাণামতিদেশতঃ প্রাপ্তত্বাদ্দীক্ষাহুত্যাদিমন্ত্রা এবোচ্যন্তে।

১। "আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা। ২। মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৩। দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৪। সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা। ৫। আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা।"—কল্পঃ—"আজ্যস্থাল্যাঃ স্রুবেণোপ-ঘাতং দীক্ষাহুতীর্জুহোতি আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যথ স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা স্রুচা পঞ্চমী জুহোতি আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উর্ব্বন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহেতি" ইতি।

যজ্ঞং করিষ্যামিত্যেবংবিধো মানসঃ সঙ্কল্প আকূতিঃ। তৎসম্পূর্ত্ত্যর্থমবিঘ্নেন মাং প্রেরয়তে বহ্নয়ে হবিরিদং হুতমস্তু। শ্রুতয়ো ফলসাধনয়োর্দ্ধারণাশক্তির্ম্মেধা। তৎসিদ্ধ্যর্থং মদীয়মনোভি-মানিনে বহ্নয়ে হুতমস্তু। দীক্ষা ব্রতনিয়মঃ। তৎসিদ্ধ্যর্থং মদীয়শরীরতপোভিমানিনে বহ্নয়ে হুতমস্তু। মন্ত্রোচ্চারণশক্তিঃ সরস্বতী। তৎসিদ্ধ্যর্থং বাগিন্দ্রিয়পোষকায় বহ্নয়ে হুতমস্তু। বৃহস্পতিরস্মাকং হবিষা বর্দ্ধতাম্। হে আপো ভবত্যোঽপি বর্দ্ধন্তাং। দ্যাবাপৃথিব্যৌ বর্দ্ধতাম্। বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং চ বর্দ্ধতাং। কীদৃশ্য আপঃ। দেবীর্বৃষ্টিরূপেণ দ্যুলোকাদাগতাঃ। বৃহতীর্বহ্বলাঃ। বিশ্বশম্ভুবঃ সস্যপাচনেন সর্ব্বস্য জগতঃ সম্ভং কুর্ব্বত্যঃ॥

আহুতীর্বিধত্তে—"অদীক্ষিত একয়াঽহুত্যেত্যাহুঃ স্রুবেণ চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতত্বায় স্রুচা পঞ্চমীং পঞ্চক্ষরা পঙ্ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি॥ প্রথমমন্ত্র আকূত্যুপযোগমাহ—"আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহাঽকূত্যা হি পুরুষো যজ্ঞমভি প্রযুঙ্‌ক্তে যজেয়েতি", (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যদা মনসাঽকূতিস্তদা পুরুষ ঋত্বিজামগ্রে যজ্ঞমভিলক্ষ্য যজেয়েতি বাচঃ প্রযুঙ্‌ক্তে॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে মেধোপযোগমাহ—"মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি।" (সং০ কা০ ৬প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। শ্রুতয়োঃ ফলসাধনয়োরবিস্মরণেন ধৃতয়োর্ম্মনসা যজ্ঞকর্ত্তব্যতাং প্রতিপদ্যতে। তপোভিমানিনো বহ্নেরনুগ্রহেণ দীক্ষাসিদ্ধিঃ স্পষ্টেত্যভিপ্রেত্য তৃতীয়মন্ত্রো ন ব্যাখ্যাতঃ॥ চতুর্থমন্ত্রে পদবাক্যয়োরর্থমাহ—"সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহেত্যাহ বাগ্বৈ সরস্বতী পৃথিবী পূষা বাচৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্রযুঙ্‌ক্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বাচা মন্ত্রোচ্চারণসিদ্ধিঃ। পৃথিব্যা যজ্ঞস্য দেবযজনব্রীহ্যাদিদ্রব্যসিদ্ধিঃ॥ পঞ্চমমন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে বহু-বিশেষণাভিপ্রায়মাহ—"আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুব ইত্যাহ যা বৈ বর্ষ্যাস্তা আপো দেবী-র্বৃহতর্বিশ্বশম্ভুবঃ।" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বর্ষে ভবা বর্ষ্যাঃ॥ বিপক্ষে বাধমাহ—"যদেতদ্যজুর্ন ব্রূয়াদ্দিব্যা আপোঽশান্তা ইমং লোকমাগচ্ছেয়ুঃ" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। দিব্যত্বাদশনিবদপামশান্তত্বং॥ যস্মান্মন্ত্রোক্তগুণস্তত্যা জলদেবতায়াঃ শান্তি-স্তস্মাচ্ছান্তাঃ সুখকারিণ্য ইত্যেতং স্বপক্ষমুপসংহরতি—"আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুব ইত্যাহাস্মা

এবৈনা লোকায় শময়তি তস্মাচ্ছান্তা ইমং লোকমাগচ্ছন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি॥ মন্ত্রস্য দ্বিতীয়তৃতীয়ভাগয়োরুপযোগমাহ—"দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উর্ব্বন্তরিক্ষমিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০). ইতি। ভূমৌ দেবযজনমন্তরিক্ষেঽনুষ্ঠানায় সঞ্চারো দিবি ফলমিতি যজ্ঞস্য লোকত্রয়বর্ত্তিত্বং॥ মন্ত্রস্য চতুর্থভাগাভিপ্রায়মাহ—"বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ যজ্ঞমবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ ২) ইতি। দেবানাং মধ্যে বৃহস্পতেগু রুত্বেন পরব্রহ্মস্বরূপত্বং॥ হবিষা বিধেরিতি শাখান্তরমন্ত্রপাঠস্তং নিন্দিত্বা স্বপাঠং প্রশংসতি—"যদ্ব্রূয়াদ্বিধেরিতি যজ্ঞস্থাণুমৃচ্ছেদ্বৃধাত্বিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি। বৃহস্পতির্ব্বিদধাত্বিত্যুক্তে সত্যভিবৃদ্ধেরসূচিতত্বাদযজ্ঞবিঘ্নং যজমানঃ প্রাপ্নুয়াদ্বৃধাত্বিত্যুক্ত্যা তৎপরিহারঃ॥

৬। "বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা।"

বৌধায়নঃ—"অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাঽজ্যপূর্ণেন স্রুচৌদ্‌গ্রহণং জুহোতি বিশ্বে দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধ্যসি দ্যুম্নং বৃণীত। পুষ্যসে স্বাহেতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দ্বাদশগৃহীতেন স্রুচং পূরয়িত্বা বিশ্বে দেবস্য নেতুরিতি পূর্ণাহুতিঁ ষষ্ঠীং" ইতি।

বিশ্বে বিশ্বাত্মকস্য নেতুর্জ্জগন্নির্ব্বাহকস্য দেবস্য সখ্যমনুগ্রহং মর্ত্তো মরণবান্‌যজমানঃ সহসা বৃণীত। তচ্চ সখ্যমীদৃশেন স্তোত্রেণ লভ্যতে। বিশ্বে হে বিশ্বাত্মক রায়ো ধনস্যেষুধ্যসীশিষে। ত্বত্ত্বা (ত্তা) পুষ্যসে যজ্ঞপোষণায় দ্যুম্নং ধনং যাচেত। ইদং হবিস্তব হুতমস্ত॥ তমিদমৌদ্‌গ্রহণহোমং বিধাস্যন্নাখ্যায়িকয়া পদং নির্ব্বক্তি—"প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত সোঽস্মাৎসৃষ্টঃ পরাঙৈৎসপ্রযজুর্ব্রীনাৎপ্র সাম তমৃগুদযচ্ছদ্যদৃগুদয়চ্ছত্তদৌদ্‌গ্রহণত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। পলায়মানং যজ্ঞপুরুষং গ্রহীতুং প্রজাপতিনা প্রেরিতানাং ত্রিবিধমন্ত্রপুরুষাণাং মধ্যে যজুঃসামপুরুষৌ স যজ্ঞঃ প্রকর্ষেণারলীনাদাবৃণোৎ। ঋগ্দেবতা তু তং যজ্ঞমুদগৃহ্ণাত্তস্মাদেবতদৃক্‌সাধ্যমনুষ্ঠানমৌদ্‌গ্রহণং॥ তদেতদ্বিধত্তে—"ঋচা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি॥ তদীয়ং ছন্দঃ প্রশংসতি—"অনুষ্টুপ্‌ছন্দসামুদয়চ্ছদিত্যাহুস্তস্মাদনুষ্টুভা জুহোতি যজ্ঞস্যোদ্ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ২) ইতি॥ এতন্মন্ত্রগতমৃকত্বং ছন্দশ্চ যথা প্রশস্তং তথৈব পদসংখ্যামপি প্রশংসতি—"দ্বাদশ বাৎসবন্ধান্যুদয়চ্ছন্নিত্যাহুস্তস্মাদ্দ্বাদশভির্ব্বাৎসবন্ধবিদো দীক্ষয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যথা বৎস একৈকেন পাশেন প্রবধ্যতে তথা বিশ্বে দেবস্যেত্যাদিষু দ্বাদশসু পদেষ্বেকৈকেন পদেন যজ্ঞো বধ্যতেঽতস্তানি পদানি বাৎসবন্ধানি। বৎসস্যেব বন্ধো বৎসবন্ধঃ। তদীয়ানি পদানি যজ্ঞমুদগৃহ্ণন্তীত্যাহুঃ পূর্ব্বেঽভিজ্ঞাঃ। তদ্বিদোঽধ্বর্য্যব ইদানীমপি তৈঃ পদৈর্জ্জুহ্বতি॥ পূর্ব্বমভিজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যা ছন্দসঃ প্রশংসা কৃতা। ইদানীং বাগাত্মকত্বেন ছন্দঃ স্তূয়তে—"সা বা এষর্গনুষ্টুপ্বাগনুষ্টুপ্‌যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি বা চৈবেনঁ সর্ব্বয়া দীক্ষয়তি" (স০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। অনুষ্টুভো বাগ্বিশেষত্বেন বাগ্‌রূপত্বং। ছন্দোন্তরস্যাপি তৎসমমিতি চেত্তর্হি প্রসঙ্গে সতি তদপি তথা স্তোতব্যং॥ লিঙ্গোপজীবনেন মন্ত্রং স্তৌতি—"বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্ত্তো বৃণীত সখ্যমিত্যাহ পিতৃদেবত্যৈতেন বিশ্বে রায় ইষুধ্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যৈতেন দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যস ইত্যাহ পৌষ্ণ্যৈতেন সা বা এষসর্ব্বদেবত্যা যদেতয়র্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দ্দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২)

ইতি। প্রথমপাদে সবিতৃপর্য্যায়স্য নেতৃশব্দস্য প্রয়োগেন সাবিত্রত্বং। দ্বিতীয়পাদে মর্ত্তশব্দেন মৃতপিতৃসূচনাৎ পিতৃদেবত্যত্বং। তৃতীয়পাদে বিশ্বশব্দস্য প্রয়োগাদ্বৈশ্বদেবত্বং। চতুর্থপাদে পুষ্যস ইত্যুক্তত্বাৎ পৌষ্ণত্বং॥

অক্ষরসংখ্যামুপজীব্য স্তৌতি—"সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ত্রীণি যানি ত্রীণি তান্ যষ্টা-বুপয়ন্তি যানি চত্বারি তান্যষ্টৌ যদষ্টাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ত্রিষ্টুগ্ যদ্দ্বাদশাক্ষরা তেন জগতী সা বা এষর্কসর্ব্বাণি চ্ছন্দাꣳসি যদে তয়র্চা দীক্ষয়তি সর্ব্বেভিরেবৈনং ছন্দোভির্দ্দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। প্রথমং পদমৃচি প্রথমঃ পাদঃ। দ্বিতীয়াদিষু ত্রিষু-পাদেষ্বস্তি প্রত্যেকমক্ষরগতাষ্টত্বসংখ্যা। দ্বিতীয়পাদে সখিয়মিত্যক্ষরত্রয়েণাষ্টত্বং পূরণীয়ং। প্রথমপাদং দ্বেধা বিভজ্য ত্রীণ্যক্ষরাণি তৃতীয়পাদে চত্বারি চতুর্থপাদে গণনীয়াণি। তথা সতি দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপাদা অক্ষরসংখ্যাভির্গায়ত্র্যাদিসমা ইতি ছন্দস্ত্রয়সম্পত্তিঃ। গায়ত্র্যাদীনাং ত্রয়াণাং সবনত্রয়ে প্রাধান্যাৎ সর্ব্বচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ॥ সপ্তসংখ্যামুপজীব্য স্তৌতি—"সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদꣳ সপ্তপদা শক্বরী পশবঃ শক্বরী পশূনেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। বিশ্বে দেবস্য নেতুরিত্যত্র সপ্তাক্ষরাণি। প্রোষ্ঠৈ পুরো রথমিত্যস্যাং চ শক্বর্য্যামৃচি সপ্তপাদাঃ। শক্বর্য্যাঃ পশুপ্রদত্বাৎ পশুরূপত্বং॥ অশেষজগদ্ব্যবহারসমত্বেন মন্ত্রং স্তৌতি—"একস্মাদক্ষরাদনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদ্যদ্বাচোঽনাপ্তং তন্মনুষ্যা উপজীবন্তি পূর্ণয়া জুহোতি পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্ত্যৈ ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাদ্ধি প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত প্রজানাꣳ সৃষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ২) ইতি। যস্মাদস্যামৃচি প্রথমঃ পাদ একেনাক্ষরেণ ন্যূনস্তস্মন্মনুষ্যা বাচঃ স্বরূপমনাপ্তমসম্পূর্ণমুপজীবন্তি। মূলাধারাদুৎপন্নো বায়ুর্মূর্দ্ধ-পর্য্যন্তং প্রসৃতো বক্ত্রে তত্তৎস্থানেষু বর্ণানুৎপাদয়তি। তদিদং বর্ণাভিব্যক্তিলক্ষণং বাচশ্চতুর্থং পদং। পূর্ব্বাণি তু ত্রীণি কণ্ঠাদধ এব রূঢ়ত্বান্নাভিব্যঞ্জয়িতুং শক্যন্তে। তথা চাঽম্নায়তে—"গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" ইতি। এতেনাসম্পূর্ণবাগ্ব্যবহার-সাম্যং দর্শিতং। কিং চেয়মৃগুত্তরেষু পাদেষ্বক্ষরপূর্ণা তেন সৃষ্টিপূর্ণপ্রজাপতিসাম্যাত্তৎপ্রাপ্তয়ে ভবতি। প্রথমপাদে যদক্ষরন্যূনত্বং তেন সৃষ্টিশূন্যজগদ্বীজসাম্যাৎ প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি॥

৭। "ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ।"—কল্পঃ—"অথ যজমানায়তনে কৃষ্ণাজিনং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্তৃণাতি তস্য শুক্লকৃষ্ণে সংমৃশতি শুক্লেঽঙ্গুষ্ঠো ভবতি কৃষ্ণেঽঙ্গুলিরৃক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাঽস্য যজ্ঞস্যোদৃচ ইতি" ইতি। হে শুক্লকৃষ্ণে রেখে যুবামৃক্‌সাময়োঃ সম্বন্ধিনী চিত্রে ভবথঃ। এতচ্চ ব্রাহ্মণে স্পষ্টী ভবিষ্যতি। তাদৃশৌ তে যুবাং স্পৃশামি। অস্য যজ্ঞস্য যেয়মৃগুত্তমা তয়োপলক্ষিতা যা কর্ম্মসমাপ্তিস্তৎপর্য্যন্তং তে যুবাং পালয়তম্॥ ইমং মন্ত্রমবতারয়ন্নাখ্যায়িকয়া শিল্পত্বং বিশদয়তি—"ঋক্‌সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানে কৃষ্ণো রূপং কৃত্বাঽপক্রম্যাতিষ্ঠতাং তেঽমন্যন্ত যং বা ইমে উপাবর্ৎস্যতঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপামন্ত্রয়ন্ত তে অহোরাত্রয়ো-র্মহিমানপনিধায় দেবানুপাবর্ত্তেতামেষ বা ঋচো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ সাম্নো যৎ কৃষ্ণং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। ঋক্‌সামে দেবতে কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞার্থ-মাত্মানমপ্রকাশয়মানে আত্মতিরোধানায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা তদীয়ং সম্পূর্ণং রূপং কৃত্বা দেবেভ্যোঽ-

পক্রম্য ক্বচিদ্গূঢে অতিষ্ঠতাং। দেবা বিচারিতবন্তো যং পুরুষমিমে ঋক্‌সামে প্রাপ্স্যতঃ স ইদং যজ্ঞফলং প্রাপ্স্যন্তীতি। দেবাস্ত ঋক্‌সামে রহসি কেনাপ্যুপায়েনোপচ্ছন্দিতবন্তঃ। তে উভে অহোরাত্রমহিমানং শুক্লকৃষ্ণবর্ণদ্বয়ং স্বকীয়ে মৃগশরীরে স্থাপয়িত্বা দেবসমীপমাগচ্ছতাং। কৃষ্ণাজিনস্থ যচ্ছুক্লং স এষ ঋচা স্বীকৃতোঽহ্নো বর্ণঃ। যৎ কৃষ্ণং স এষ সাম্না স্বীকৃতো রাত্রের্ব্বর্ণঃ॥ শিল্পত্বমুপপাদ্য মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"ঋক্‌সাময়োঃ শিল্পে স্থ ইত্যাহর্কসামে এবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥ ন কেবলমৃক্‌সামপ্রাপ্তিঃ। কিংত্বহোরাত্রসারপ্রাপ্তি-শ্চেত্যাহ—"এষ বা অহ্নো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনস্যৈষ রাত্রিয়া যৎ কৃষ্ণং যদেবৈনয়োস্তত্র ন্যক্তং তদেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ৩) ইতি। এনয়োরহোরাত্রয়োঃ সম্বন্ধি যৎ সারং তত্রর্কসাময়োর্ন্যক্তং গূঢ়ং তদপি প্রাপ্নোতি॥ বিধত্তে - "কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্রূপং যৎ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণৈবৈনং দীক্ষয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। ব্রহ্ম বেদস্তদ্রূপত্বং কৃষ্ণাজিনস্য। ঋক্‌সামশিল্পবারিত্বাত্তদুপপন্নং। দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন যজমানং যোজয়তি। যোজনং দ্বিবিধং। আস্তীর্ণস্য কৃষ্ণাজিনস্যাঽরোহণমন্যস্য কৃষ্ণাজিনস্য প্রাবরণং চ। তৎপ্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ -"কৃষ্ণাজিনেন যজমানং দীক্ষয়তি দ্বাভ্যাꣳ সমস্য দীক্ষেতাস্তস্মাꣳসাভ্যাং বহির্লোমাভ্যাং যদ্যেকং স্যাদ্দক্ষিণং পূর্ব্বং পাদং প্রতিষীব্যেৎ" ইতি॥

৮। "ইমাং ধিয়ꣳ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সꣳ শিশাধি যয়াঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবꣳ রুহেম।"—কল্পঃ—"অথ দক্ষিণং জান্বাচ্যাভিসর্পতীমাং ধিয়ꣳ শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সꣳ শিশাধি যয়াঽতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণ-মধি নাবꣳ রুহেমেতি" ইতি॥ হে বরুণ দেবেমামগ্নিষ্টোমবিষয়াং ধিয়মুপাদদানস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনং দক্ষং সমৃদ্ধমগ্নিষ্টোমং ক্রতুং সংশিশাধি সম্যগুপদিশ্য পারং নয়। বয়মপি পারং গন্তুং সর্ব্বাণি বিঘ্নরূপদুরিতানি যয়া নাবাঽত্যন্তং তরেম তাং সুখেন তরণে সমর্থামিমাং কৃষ্ণাজিন-রূপাং নাবমধিরুহেম। মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—ইমাং ধিয়ꣳ শিক্ষমাণস্য দেবেত্যাহ যথাযজু-রেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥

৯। "ঊর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিꣳসীর্ব্বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহি।"—বৌধায়নঃ—"প্রদক্ষিণং মেখলাং পর্য্যস্যতি ঊর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিꣳসীরিতি অথ যজমানং বাসসা প্রোর্ণোতি বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য শর্ম্ম মে যচ্ছেতি বসনস্যাতীকাশেষু যজমানং বাচয়তি নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহীতি" ইতি॥ হে মেখলে ত্বমঙ্গিরসাং সম্বন্ধিন্যন্নরসরূপা কম্বলবন্মৃদুরস্যতোঽন্নরসং মে প্রযচ্ছ, মাং পালয়, হিংসাং বন্ধনেন বেদনারূপাং মা কুরু। হে বস্ত্র ত্বং বিষ্ণোঃ সুখপ্রদমসি, যজমানস্য সুখং প্রযচ্ছ, মমাপি সুখং প্রযচ্ছ। হে বস্ত্র মাং নক্ষত্রপ্রকাশাৎ পাহি। শাখান্তরানুসারেণ হে উষ্ণীষেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ তদিদং বৌধায়নেন মন্ত্রক্রমমনুসৃত্যোক্তম্। আপস্তম্বস্তু ব্রাহ্মণক্রমমনুসৃত্য বস্ত্রমেখলয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যমাহ—"বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসীত্যনেন বাসসা দক্ষিণমꣳসং যজমানঃ প্রোর্ণুতে, নক্ষত্রাণাং মাঽতীকাশাৎ পাহীতি শিরঃ, উষ্ণীষেণ শিরো বেষ্টয়ত ইতি বাজসনেয়ং, শরময়ী মৌঞ্জী বা মেখলা ত্রিবৃৎপৃথ্ব্যন্তরতঃ-পাশা তয়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীমূর্গসীতি" ইতি। রজ্জুসদৃশী মেখলা। জটাসদৃশং

যোক্ত্রম্। বস্ত্রপ্রাবরণং বিধত্তে—"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিত উল্বং বাসঃ প্রোর্ণুতে তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রাবৃতা জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। দীক্ষিতস্য গর্ভরূপত্বং বহ্বৃচব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং—"পুনর্ব্বা এতমৃত্বিজো গর্ভং কুর্ব্বন্তি যং দীক্ষয়ন্তি" ইতি। পটসদৃশং গর্ভবেষ্টন-মুল্বং॥ বিপক্ষে বাধকপুরসরমাচ্ছাদনস্যাপনয়নকালং বিধত্তে—"ন পুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বীত যৎপুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্ণ্বীত গর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুঃ ক্রীতে সোমেঽপোর্ণুতে জায়ত এব তদথো যথা বসীয়াꣳসং প্রত্যপোর্ণুতে তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। সোমে ক্রীতে তত্তদৈব জায়তে ততো বস্ত্রাপনয়নং যুক্তং। কিং চাত্যন্তধনবন্তং রাজাদিকং প্রতি জনানাং দিদৃক্ষায়াং পার্শ্বস্থৈর্যাষ্টিকাদিভিঃ সভায়া আবরণপটো যথোঽপনীয়তে তাদৃগেব তদিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ঊর্গস্যাঙ্গিরসীত্যস্যার্থমাখ্যায়িকয়া দর্শয়ন্মেখলাং বিধত্তে—"অঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্ত ঊর্জ্জং ব্যভজন্ত ততো যদত্যশিষ্যত তে শরা অভবন্নূর্গ্বৈ শরা যচ্ছরময়ী মেখলা ভবত্যূর্জ্জমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। অঙ্গিরোনাম-কানামৃষীণাং পরস্পরমন্নরসে বিভজ্যমানে যদবশিষ্টং তচ্ছরনামকতৃণবিশেষরূপেণাঽবির্ভূতং তস্মা-দূর্গসীত্যাদিমন্ত্র উপপন্নঃ॥ মেখলাবন্ধনপ্রদেশং বিধত্তে—"মধ্যতঃ সংনহ্যতি মধ্যত এবাস্মা ঊর্জ্জং দধাতি তস্মান্মধ্যতঃ ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। অস্য যজমানস্য শরীরমধ্যে রসং স্থাপয়তি। তস্মাৎ সর্ব্বেঽপি মধ্য ঊর্জ্জা ভুঞ্জতে রসং ধারয়ন্তীত্যর্থঃ॥ প্রকারা-ন্তরেণ মধ্যদেশং স্তৌতি—"ঊর্দ্ধং বৈ পুরুষস্য নাভ্যৈ মেধ্যমবাচীনমমেধ্যং যন্মধ্যতঃ সংনহ্যতি মেধ্যং চৈবাস্যামেধ্যং চ ব্যাবর্ত্তয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥ শরময়ত্বং প্রশংসতি—"ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ꣳ রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ং যেঽন্তঃ শরা অশীর্য্যন্ত তে শরা অভবন্তচ্ছরাণাꣳ শরত্বং বজ্রো বৈ শরাঃ ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতি বজ্রেণৈব সাক্ষাৎ ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং মধ্যতোঽপহতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। যে বজ্রস্যান্তঃ শীর্ণাঃ ক্ষুদ্রাবয়বাস্তে শরাখ্যাস্তৃণরূপাঃ শরা অভবন্॥ গুণং বিধত্তে—"ত্রিবৃদ্ভবতি ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণস্ত্রিবৃতমেব প্রাণং মধ্যতো যজমানে দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। প্রাণাপানব্যানবৃত্তিভিঃ প্রাণস্য ত্রিগুণত্বং॥ গুণান্তরং বিধত্তে—"পৃথ্বী ভবতি রজ্জূনাং ব্যাবৃত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। রজ্জূনা সূক্ষ্মাণাং খট্বাদিস্থিতানাং॥ "মেখলাযোক্ত্রয়োর্ব্যবস্থাং বিধত্তে—"মেখলয়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীং মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। মেখলা যজ-মানস্য স্ত্রী যোক্ত্ররূপঃ পত্ন্যাঃ পুমানিতি প্রত্যেকং মিথুনত্বং॥

১৩। "ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথাস্যৈষা কৃষ্ণবিষাণা ত্রিবলির্ব্বা পঞ্চবলির্ব্বা শাণ্যা রজ্জ্বা পরিবৃতাং তাং যজমানায় প্রযচ্ছতি—ইন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীরিতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণাতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যং মেনে॥ কৃষ্ণ-বিষাণায়া ইন্দ্রযোনিত্বমাখ্যায়িকয়া বিশদয়ন্বিধত্তে—"যজ্ঞো দক্ষিণামভ্যধ্যায়ত্তাꣳ সমভবত্ত-দিন্দ্রোঽচায়ৎ সোঽমন্যত যো বা ইতো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশত্তস্যা ইন্দ্র এবাজায়ত সোঽমন্যত যো বৈ মদিতোঽপরো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তস্যা অনুমৃশ্য যোনিমাচ্ছিনৎ সা সূতবশাঽভবত্তৎসূতবশায়ৈ জন্ম তাꣳ হস্তে ন্যবেষ্টয়ত তাং মৃগেষু

ছদধাৎ সা কৃষ্ণবিষাণাঽভবদিন্দ্রস্য যোনিরসি মা মা হিꣳসীতি কৃষ্ণবিষাণাং প্রযচ্ছতি সযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণাꣳ সযোনিমিন্দ্রꣳ সযোনিত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। যজ্ঞদেবস্য দক্ষিণাদেব্যা সহ যোগমিন্দ্রোঽবগম্য ততো জাতঃ সর্ব্বমিদমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্স্যতীতি নিশ্চিত্য স্বয়মেব দক্ষিণাং প্রবিশ্য ততোঽজায়ত। পুনরপি স্বস্মাদপরস্তয়া জনিষ্যমাণঃ সর্ব্বং প্রাপ্স্যতীতি মত্বা মাতুর্যোনিমাচ্ছিনৎ। সা চ মাতা সকৃৎপ্রসূতা পশ্চাদ্বিযোনিত্বেন বন্ধ্যাঽভবৎ। ততো লোকে পশ্চাদ্দুষ্টবীজা সূতবশা সম্পন্না। ততস্তাং যোনিং হস্তে বেষ্টয়িত্বা পশ্চাদন্যৈর্বিভর্ত্তুকাং তাং যোনিং কৃষ্ণমৃগেষু নিদধৌ। তত ইয়ং কৃষ্ণবিষাণা যজ্ঞস্য ভোগ্যা যোনির্দ্দক্ষিণায়া অবয়বভূতা যোনিরিন্দ্রস্য কারণভূতা যোনিঃ॥

১৩। "কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ।" কল্পঃ—"কৃষ্যৈ ত্ব সুসস্যায়া ইতি তয়া বেদের্লোষ্টং মুদ্ধন্তি" ইতি। হে লোষ্ট শোভনসস্যোপেত কৃষ্যর্থং ত্বামুদ্ধন্মি॥ মন্ত্রসামর্থ্যং দর্শয়তি—"কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়া ইত্যাহ তস্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। নীবারাদয়োঽকৃষ্টপচ্যাঃ॥

১৪। "সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ।"—কল্পঃ—"সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইত্যর্থে প্রাপ্তে শিরসি কণ্ডূয়তে" ইতি। যদা কণ্ডূয়নপ্রয়োজনং প্রসক্তং তদা কণ্ডূয়তে। হে শিরস্ত্বাং শোভনফলোপেতৌষধ্যর্থং কণ্ডূয়ে॥ পিপ্পলশব্দসূচিতমাহ—"সুপিপ্পলাভ্যস্ত্বৌষধীভ্য ইত্যাহ তস্মাদোষধয়ঃ ফলং গৃহ্ণন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি॥ বিপক্ষবাধপুরঃসরং দ্বয়ং বিধত্তে—"যদ্ধস্তেন কণ্ডূয়েত পামনংভাবুকাঃ প্রজাঃ স্যুর্যৎস্ময়েত নগ্নং ভাবুকাঃ কৃষ্ণবিষাণয়া কণ্ডূয়তেঽপিগৃহ্য স্ময়তে প্রজানাং গোপীথায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। পামাখ্যরোগযুক্তা দারিদ্র্যেণ বস্ত্ররহিতাশ্চেত্যর্থঃ॥ বিপক্ষবাধপূর্ব্বকং কৃষ্ণবিষাণায়াস্ত্যাগং বিধত্তে—"ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামবচৃতেদ্যৎ পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণামবচৃতেদ্যোনিঃ প্রজানাং পরাপাতুকা স্যান্নীতাসু দক্ষিণাসু চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণাং প্রাস্যতি যোনির্ব্বৈ যজ্ঞস্য চাত্বালং যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা যোনাবেব যোনিং দধাতি যজ্ঞস্য সযোনিত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি। দক্ষিণাভ্যো নেতোর্দ্দক্ষিণানামৃত্বিগ্ভিরপনয়নাৎ। অবচৃতেৎ পরিত্যজেৎ। চাত্বালাদ্বিষ্ণিয়ানুপবপতীতি চাত্বালনামকাদ্গর্ত্তাদ্বিষ্ণিয়ানামুৎপত্তের্বিধাস্যমানত্বাচ্চাত্বালস্য যজ্ঞযোনিত্বং॥

১৫। "সুপস্থা দেবো বনস্পতিরূর্ধ্বো মা পাহ্যোদৃচঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথাস্মা ঊর্ধ্বাগ্রমৌদুম্বরং দণ্ডং প্রযচ্ছতি মুখেন সংমিতꣳ সুপস্থা দেবো বনস্পতিরূর্ধ্বো মা পাহ্যোদৃচ ইতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণাতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যমাহ—"সুপস্থা দেবো বনস্পতিরিতি তং যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণ" ইতি। দণ্ডরূপো বনস্পতিকার্য্যো দেবঃ সুপস্থাঃ। সুষ্ঠুপস্থীয়তেঽবষ্টভ্যতে মৈত্রাবরুণেন প্রৈষকাল ইতি সুপস্থাঃ। হে তাদৃগদণ্ড ত্বমূর্ধ্বস্থিত আ সমাপ্তের্ম্মাং পালয়। যজমানায় দণ্ডপ্রদানং বিধত্তে—"বাগ্বৈ দেবেভ্যোঽপাক্রামদ্যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানা সা বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ সৈষা বাগ্বনস্পতিষু বদতি যা দুন্দুভৌ যা তূণবে যা বীণায়াং যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। তূণবো বেণুঃ॥ ক্রমেণ গুণৌ বিধত্তে—"ঔদুম্বরো ভবত্যূর্গ্বা উদুম্বর ঊর্জ্জমেবাবরুন্ধে মুখেন সংমিতো

ভবতি মুখত এবাস্মা উর্জ্জং দধাতি তস্মান্মুখত উর্জ্জা ভুঞ্জতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥ যজমানস্য দণ্ডত্যাগং বিধত্তে—"ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি মৈত্রাবরুণো হি পুরস্তাদৃত্বিগ্‌ভ্যো বাচং বিভজতি তামৃত্বিজো যজমানে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। মৈত্রাবরুণস্তত্র তত্র প্রৈষৈস্তেভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো মন্ত্রান্বিভজতি। তে চ ঋত্বিজো যজমানার্থং তান্ মন্ত্রান্ পঠন্তি। অতো মৈত্রাবরুণস্য বাগ্‌রূপো দণ্ডো যুক্তঃ॥

১৬। "স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঁ৺।" (১৭) "স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং যজ্ঞস্যান্বারব্ধং বাচয়তি স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঁ৺ স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অথাঙ্গুলীর্ন্যঞ্চতি স্বাহা যজ্ঞং মনসেতি দ্বে স্বাহা দিব ইতি দ্বে স্বাহা পৃথিব্যা ইতি দ্বে স্বাহোরোরন্তরিক্ষাদিতি দ্বে স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি" ইতি। স্বাহাশব্দেনাব্যয়েন যথা ব্রাহ্মণনর্থা উপলক্ষণীয়াঃ। মনসা যজ্ঞমভিগচ্ছামি। দ্যাবাপৃথিব্যো-রন্তরিক্ষে চ যজ্ঞ আশ্রিতঃ। সাক্ষাদেব যজ্ঞং বায়োঃ প্রসাদাদারভে। সোঽয়মুপলক্ষণপ্রকারঃ॥ তদেতদ্দর্শয়তি—"স্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্বাহা দ্যাবা-পৃথিবীভ্যামিত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞঃ স্বাহোরোরন্তরিক্ষাদিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইত্যাহায়ং বাব যঃ পবতে স যজ্ঞস্তমেব সাক্ষাদারভতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। বাতস্য ক্রিয়াহেতুত্বাদযজ্ঞরূপত্বং। অত্র দ্বয়োর্হস্তয়োঃ কনিষ্ঠিকামারভ্য চতসৃণামঙ্গুলীনাং চতুর্ভির্মন্ত্রৈর্ন্যগ্‌ভাবঃ। পঞ্চমেন মন্ত্রেণাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং দৃঢ়মুষ্টিবন্ধো বাঙ্‌নিয়মশ্চ। তদেতদ্বিধত্তে—"মুষ্টী করোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অপ্রমত্তত্বং যজ্ঞধৃতিঃ॥ অধ্বর্য্যোঃ কঞ্চিন্মন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—"অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাহ্মণ ইতি ত্রিরুপাংশ্বাহ দেবেভ্য এবৈনং প্রাহ ত্রিরুচ্চৈরুভয়েভ্য এবৈনং দেবমনুষ্যেভ্যঃ প্রাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥ স্বীকৃতবাঙ্‌নিয়মস্য নক্ষত্রোদয়াৎ পুরা বিমোকং নিষেধতি। "ন পুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিসৃজেদ্যৎপুরা নক্ষত্রেভ্যো বাচং বিসৃজেদ্যজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)॥

কালবিশেষে বাগ্বিমোকং বিধত্তে, বিমোককালে চ বক্তব্যং কঞ্চিৎপ্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"উদিতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণুতেতি বাচং বিসৃজতি যজ্ঞব্রতো বৈ দীক্ষিতো যজ্ঞমেবাভি বাচং বিসৃজতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। যজ্ঞার্থং স্বীকৃতং বাঙ্‌নিয়মাদিরূপং ব্রতং যস্যাসৌ যজ্ঞব্রতঃ। তথা সত্যস্য ক্ষীরসম্পাদনপ্রৈষস্যাপি যজ্ঞার্থত্বান্নায়ং বাগ্বিমোকো দোষকারী॥ নক্ষত্রোদয়াৎ পুরা লৌকিকবাগুচ্চারণে প্রায়শ্চিত্তমাহ—"যদি বিসৃজেদ্বৈষ্ণবীমৃচমনুব্রূয়াদ্যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞেন যজ্ঞং৺ সন্তনোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। বৈষ্ণবী বিষ্ণো ত্বং নো অন্তম ইতি কেচিৎ। ইদং বিষ্ণুরিত্যন্যে॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"আকূত্যৈ জুহুয়াৎ ষড়্‌ভিঃ ঋক্‌সামেত্যজিনং স্পৃশেৎ। ইমামজিনমাধোহেদ্বধ্নাতূর্গিতি মেখলাং॥ ১॥ বিষ্ণোর্ব্বস্ত্রেণোর্ণুতে ত্বং নক্ষেত্যাবেষ্টয়েচ্ছিরঃ। ইন্দ্র দদ্যাৎ কৃষ্ণশৃঙ্গং কৃষ্যৈ লোষ্টৌদ্ধতিস্তথা॥ ২ সুপি কণ্ডূয়নং মূর্দ্ধ্নি সুপ দণ্ডপরিগ্রহঃ। স্বাহাঙ্গুলীর্ন্যঞ্চেৎ পঞ্চভেদেন বিংশতিঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতম্—"ইষ্টিদণ্ডাদিভির্দীক্ষা কিং বেষ্ট্যেবোক্তিতঃ ক্রমাৎ। যুক্তঃ সংস্কারঃ ইষ্টৈব দণ্ডাদের্ব্যঞ্জকত্বতঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে শ্রূয়তে—'অগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্ব্বপেদ্দীক্ষিষ্যমাণঃ" ইতি। অন্যদপি শ্রুতং—দণ্ডেন দীক্ষয়তি মেখলয়া দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি" ইতি। তত্রেষ্টিবদ্দণ্ডাদীনামপি সাধনত্বাভিধানাৎ সর্ব্বৈরিয়ং দীক্ষেতি চেন্মৈবম্। ইষ্টেঃ ক্রিয়ারূপত্বাৎ সংস্কারহেতুত্বং যুক্তং। দণ্ডাদয়স্তু দ্রব্যরূপা ন পুরুষং সংস্কর্ত্তুং প্রভবন্তি। ন চৈতাবতা দণ্ডাদিবৈয়র্থ্যং, দীক্ষিতোঽয়মিত্যভিব্যক্তিরূপস্য দৃষ্টস্য প্রয়োজনস্য সদ্ভাবাৎ। তস্মাদিষ্টৈব দীক্ষা সিধ্যতি।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতম্—দণ্ডদীক্ষা দক্ষিণা তু শতং দ্বাদশভির্যুতম্। দ্বয়ার্থমুত মুখ্যার্থং সোমস্যেত্যুক্তিসম্ভবাৎ॥ মুখ্যাঙ্গদ্বয়গং নৈবং পারম্পর্য্যবিড়ম্বনা। বচনস্য ন যুক্তাঽতঃ প্রধানার্থমিদং স্থিতং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাদক্ষিণে শ্রূয়েতে—"দণ্ডেন দীক্ষয়তি" ইতি। "তস্য দ্বাদশশতং দক্ষিণা" ইতি চ। তত্র দীক্ষা মুখ্যাঙ্গয়োরুপকরোতি। তথা দক্ষিণাঽপি। ন চ বাচ্যং দীক্ষা সোমস্য দক্ষিণা সোমস্যাতিবাক্যে ষষ্ঠ্যা মুখ্যসম্বন্ধ এবাবগম্যতে ন ত্বঙ্গসম্বন্ধ ইতি। দীক্ষাদক্ষিণে সাক্ষাৎ সোমেনৈব সম্বধ্নীতাং স সোম পুনরঙ্গৈঃ সম্বধ্যত ইতি পরম্পরয়া দীক্ষাদক্ষিণয়োরঙ্গৈরপি সম্বন্ধোঽস্তি। তস্মাদুভয়ার্থং দীক্ষাদিকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ-অব্যবহিতসম্বন্ধ এব ষষ্ঠ্যা অভিধেয়োঽর্থঃ। তদ সম্ভবে তু পরম্পরয়া সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদাশ্রীয়েত। ইহ তু তৎসম্ভবাৎ পারম্পর্য্যং ন যুক্তং। তস্মাৎ প্রধানার্থং দীক্ষাদিকম॥

চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"মৈত্রাবরুণকে দণ্ডদানস্য প্রতিপত্তিতা। উতার্থকর্ম্মতাঽন্ত্যোঽস্ত ধারণে কৃতকৃত্যতঃ॥ যুক্তোপযুক্তসংস্কারাদুপযোক্তব্যসংক্রিয়া। স্থিত্বা প্রৈষানুবচনে দণ্ডোঽপেক্ষ্যোঽর্থকর্ম্ম তৎ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি" ইতি। তদেতদ্দণ্ডদানং প্রতিপত্তিকর্ম্ম। কুতঃ। দণ্ডস্য যজমানধারণেন কৃতকৃত্যত্বাৎ। যজমানো হ্যধ্বর্য্যুণা দীক্ষাসিদ্ধ্যর্থং দত্তং দণ্ডমাসোমক্রয়াদ্ধারয়তি। অত এবাঽম্নাতং—"দণ্ডেন দীক্ষয়তি" ইতি। "যদ্দীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি" ইতি চ। তস্মাদুপযুক্তস্য দণ্ডস্য দানং প্রতিপত্তিরিতি চেন্মৈবং। দণ্ডে ভবিষ্যদুপযোগস্যাপি সদ্ভাবাৎ। যদা মৈত্রাবরুণঃ স্থিত্বা প্রৈষাননুবক্ষ্যতি তদানীমবলম্বনায় দণ্ডোঽপেক্ষিতঃ। অত এবাঽম্নাতং—"দণ্ডী প্রৈষানন্বাহ ইতি। তথা প্রতিপত্তিরূপাদুপযুক্তসংস্কারাদর্থকর্ম্মরূপ উপযোক্ষ্যমাণঃ সংস্কারঃ প্রশস্তঃ। উপযোজয়িতুমেব হি সর্ব্বত্র সংস্কারস্য প্রবৃত্তিঃ। উপযুক্তে তু প্রতিপত্তিরূপস্য সংস্কারস্যাঽদরমাত্রপর্যবসায়িত্বেন তৎকার্য্যপর্য্যবসানাভাবাদপ্রশস্তত্বম্। তস্মান্মৈত্রাবরুণসংস্কারায় দণ্ডদানমর্থকর্ম্ম। তথা সতি নিরূঢ়পশাবসত্যপি দীক্ষিতে দণ্ড সংপাদনস্যৈতদ্দানং প্রযোজকং। তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতম্—"উত্তিষ্ঠন্ প্রবদেদগ্নীনিত্যাদিকং তথা। কৃণুত ব্রতমিত্যেবং পঠ্যমাচো বিমুঞ্চতে॥ মন্ত্রৌ বিধেয়ৌ কালো বা মন্ত্রাবুত্থানমোকয়োঃ বিনিযোজ্যৌ ন কালস্য লক্ষণা যুজ্যতে বিধৌ॥ মন্ত্রার্থানন্বয়াত্তত্র তদ্বিধির্নৈব শক্যতে। আগত্যা লক্ষণাঽপ্যস্ত তেন কালো বিধীয়তে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে সমামনন্তি—"উত্তিষ্ঠন্নাহাগ্নীদগ্নীন্বিহর" ইতি। তথা ব্রতং কৃণুতেতি বাচং বিসৃজতি" ইতি। তত্রাঽগ্নীধ্রং সম্বোধ্যাগ্নিবিহরণাদিপ্রৈষরূপো মন্ত্রোঽনেন

বাক্যেনোত্থানশেষতয়া বিনিযুজ্যতে। তথা মুষ্টিং কৃত্বা নিয়মিতবাচো দীক্ষিতস্য বাগ্বিমোকে ব্রতং কৃণুতেতি মন্ত্রো বিনিযুজ্যতে। ন চাত্রোত্থানবিমোকশব্দৌ কাললক্ষকৌ তৎকালয়োর্ব্বিধেয়ত্বে সতি লক্ষণায়া অন্যায্যত্বাদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অগ্নিবিহরণপ্রৈষে পুনঃপানরূপব্রতসম্পাদনপ্রৈষে চান্বিতাবেতৌ মন্ত্রৌ ন তুত্থানে বাগ্বিমোকে চ। অতোঽসমর্থয়োর্ব্বিনিয়োগাসম্ভবাদগত্যা লক্ষণামপ্যঙ্গীকৃত্য কালো বিধীয়তে॥

অথ ছন্দঃ।

'আপো দেবীরিতি ত্রিপদা বিরাট্। বিশ্বে দেবস্যেত্যনুষ্টুপ্। ইমাং ধিয়মিতি ত্রিষ্টুপ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা-বিধি কথিত হইতেছে। প্রাচীনবংশ শাখায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রথম অনুবাকে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দীক্ষা-নিয়ম রূপ তপের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শালাপ্রবিষ্ট দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তির শরীর-শুদ্ধি সংসাধিত হইলে, দেবযজনে তাঁহার অধিকার জন্মে। তাহার পর তাঁহার দীক্ষা-বিধি। সুতরাং দীক্ষণীয়-ইষ্টিতে মন্ত্র-সমূহের অতিদেশ-প্রযুক্ত দীক্ষাহুতি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ এই দ্বিতীয় অনুবাকে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবম্প্রকার অনুক্রমণ করিয়া অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে দ্বিতীয় অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—'আকূত্যৈ' প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রে অগ্নিতে প্রথমে আহুতি দিবে। তার পর 'ঋক্সাময়োঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন স্পর্শ করিবার বিধি। 'ইমাং ধিয়ং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিয়া, 'উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা' প্রভৃতি মন্ত্রে মেখলা-বন্ধন করিবে। তার পর 'বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি' প্রভৃতি মন্ত্রে উর্ণাতন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, 'নক্ষত্রাণাং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন অর্থাৎ আবৃত করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'ইন্দ্রস্য যোনিরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণসার-মৃগের শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া 'কৃষ্যৈ' মন্ত্রে তাহাকে ভূমিতে স্থাপিত করিবে এবং 'সুপিপ্পলাভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে শিরঃকণ্ডূয়ন এবং 'সুপস্থা' প্রভৃতি মন্ত্রে দণ্ডগ্রহণ। তদনন্তর 'স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে দ্বিতীয় অনুবাকে বিংশতি-সংখ্যক মন্ত্রের সমাবেশ আছে। যাহা হউক, মন্ত্রের এবম্বিধ প্রয়োগ ও বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা একে একে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে,—বিনিয়োগে যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়া উপলক্ষিত, ভাষ্যে সেই মন্ত্রে তৎ-সাধনোপযোগী সেই সামগ্রীই লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই ভাবেই ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনাদি অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

প্রথম-দৃষ্টিতে এই অনুবাকের প্রথম পাঁচটী মন্ত্র সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাবোদ্ধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়। অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্যা উৎপাদন করে। ভাষ্যে দৃষ্ট হয়—এই মন্ত্র-পাঁচটী হোমকার্য্যে প্রযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে স্রুকের দ্বারা আজ্যস্থালি হইতে দীক্ষাহুতি প্রদান করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'যজ্ঞ করিব—এইরূপ মানস সঙ্কল্প আকূতি বলিয়া অভিহিত। নির্ব্বিঘ্নে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তদুদ্দেশ্যে অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করিতেছি। শ্রুতিগত ফল-সাধনধারণাশক্তি—মেধা। সেই মেধা সিদ্ধির নিমিত্ত আমার মনোভিমানী অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করি। ব্রতনিয়ম দীক্ষাপদবাচ্য। দীক্ষাসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শারীর-তপোভিমানী বহ্নিতে এই হবি সুহুত হউক। মন্ত্রোচ্চারণশক্তি সরস্বতীপদবাচ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত আমার বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিতে এই হবিঃ সুহুত হউক। বৃহস্পতি হবির্দ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। হে আপ! তুমিও আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর। দ্যাবাপৃথিবীও আমাদিগের পরিবর্দ্ধন-সাধন করুক। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। কিরূপ আপ? বৃষ্টিরূপে দ্যুলোক হইতে আগত বলিয়া দেবী এবং বহুল; এবং শস্যপাচন দ্বারা জগতে শস্যবৃদ্ধিকারী। সেই আপ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক।*

আমরা যে মন্ত্রার্থ আমনন করিয়াছি, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্রস্থ 'অগ্নি' শব্দে সাধারণ অগ্নিকেই অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবকে) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ, সোম-যাগ বা দর্শপৌর্ণমাস যাগের লৌকিক হোমাগ্নি কেবল হবির্দ্রব্য ভস্মসাৎ করেন। আর জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্ম্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া তদুদ্দেশ্যে যাহাই অর্পিত

---

* এই পাঁচটী মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার (চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম কণ্ডিকা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরকৃত ভাষ্যে মন্ত্রসমূহে যে ভাব প্রকাশিত আছে, এস্থলে তাহা প্রদান করিতেছি। মহীধরের সেই ভাষ্য অনুসারে এ মন্ত্র-পাঁচটীতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

(১) 'যজ্ঞ করিব'—এইরূপ মানস-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক অগ্নিদেবের উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক। (২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাশক্তি-সিদ্ধির জন্য মনোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৩) ব্রতনিয়ম-সিদ্ধির নিমিত্ত মদীয় শারীরতপোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৪) মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক। (৫) হে জলরাশি! হে দ্যাবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ! তোমাকে এবং বৃহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি। তাহা সুহুত হউক। কিরূপ জলরাশি? দ্যোতমানা, প্রভূতা এবং জগতের সুখজনিকা।'

হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানদেব ভগবানে গিয়া পৌঁছায়। সুতরাং এই উদার সার্ব্বজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। মন্ত্র যে কার্য্যেই বিনিযুক্ত হউক, তাহার অর্থ উদার ও সঙ্কীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এস্থানেও অনুবাকের প্রথম মন্ত্রস্থ 'আকূত্যৈ' পদে, তদনুসারে, 'উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) যজ্ঞ করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। মেধা (১ম মন্ত্রস্থ) ও দীক্ষা (২য় মন্ত্রস্থ) শব্দেও সেইরূপ ভাব নিষ্কাশিত করা হইয়াছে। মেধা—ভগবদ্বিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-নিবহ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সাধকের ক্রমোন্নতির ভাব দ্যোতিত হইতেছে। প্রথমে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প (মানস - ইচ্ছা) জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা (পুনঃপুনরনুশীলন দৃঢ়তা) হয়; শেষে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান। এখানে 'আকূত্যৈ', 'মেধায়ৈ' ও 'দীক্ষায়ৈ' পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ভগবান্ (জ্ঞানদেব) সর্ব্বময়,—বিশ্বাত্মা এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে (সাধককে) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—"যে ভাবে যে ভাব সে ভাবে তারে, তার হে কৃপাময় এ ভব দুস্তরে।" এক্ষেত্রেও 'প্রযুজে', 'মনসে' ও 'তপসে'—অগ্নির এই বিশেষণপদত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদ্গত সত্ত্বভাব—ভক্তি জ্ঞান) 'স্বাহা' বলিয়া ভগবানে অর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার 'স্বাহা' পদের 'সুহুতমস্তু' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন; কিন্তু কি সুহুত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়—হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া 'হবিঃ' (ঘৃতাদি) ভাষ্যকারের আহুতির (স্বাহা প্রতিপাদ্যে) কর্ম্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে বাক্‌সংযম বাক্‌সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্থল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরিক্ষ - সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিজের সত্তা বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। আমরা 'জল' 'স্বর্গ' 'মর্ত্ত্য' ও 'অন্তরিক্ষ' অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্তদধিষ্ঠাতৃ 'দেব' বা দেববিভূতি—এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক বেদের সঙ্গে লৌকিক পদার্থের সম্বন্ধ যোজনা না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্য 'উরো' ও 'অন্তরিক্ষ' স্থলে বচনব্যত্যয় (বহুবচন স্থানে একবচন) স্বীকার করা হইয়াছে। আর 'বৃহতাং দেবানাং পতিঃ' এই সমাসমূলে 'বৃহস্পতি' পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আর কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তবে পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, দ্যাবাপৃথিবী, উরো, অন্তরিক্ষ, বৃহতীঃ, বিশ্বশম্ভুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই 'দেবীঃ' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে বুঝাইত—সেই দেবীগণ কেমন? তাঁহারা 'আপঃ' অর্থাৎ স্নেহসত্ত্বভাবাদিরূপে প্রকাশমানা। তাঁহারা 'দ্যাবাপৃথিবীঃ' অর্থাৎ স্বর্গস্থ ও জগতস্থ সত্ত্বভাবনিবহের অভ্যন্তরবর্ত্তী; ইত্যাদি। এইরূপে এক এক বিভূতির মধ্য

দিয়া তাঁহারা 'বিশ্বসম্ভুবঃ' অর্থাৎ সংসারের সুখজনয়িত্রী হইয়া বিদ্যমান্ আছেন মনে করিলে, মন্ত্রার্থ অধিকতর সরল ও সঙ্গত হইত। তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—সেই যে দেবীগণ বা দেব-বিভূতিসমূহ তাঁহাদিগকে আমরা আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহ প্রদান করিতেছি; অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্য্যে আমরা সতের অনুসরণ করিতেছি।' এই ভাবই প্রকৃষ্ট ভাব নহে কি?

ষষ্ঠ মন্ত্রের ('বিশ্ব দেবস্য' প্রভৃতি মন্ত্রের) ভাবার্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদের অল্প মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। কয়েকটী পদের অর্থ লইয়াই সে মতপার্থক্য। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য-দৃষ্টে সে বিষয় সহজেই অনুমিত হইবে। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'বিশ্বাত্মক জগন্নির্ব্বাহক দেবতার সখ্য মরণবান যজমান সহসা কামনা করেন। এবম্প্রকার স্তোত্রের দ্বারা সেই সখিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাত্মক ধন ও যশ তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হয়। আর যজ্ঞপোষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করে। এই হবিঃ সুহুত হউক।' ভাষ্য-দৃষ্টে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্রটী ঔদ্গ্রভণ হোম-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্গৃহীত গ্রহণ করিয়া আজ্যপূর্ণ স্রুকের দ্বারা এই হোম করিবার বিধি। যাহা হউক, মন্ত্রটীকে মুক্তিপথের একটী স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'ভগবান্ লীলাময়। তাঁহার লীলাচক্রে এই জগৎ আবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে তিনি মুক্তির প্রধান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামনা করিতেছেন, জ্ঞানার্থী জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার যশপ্রার্থী যশঃ চাহিতেছেন। যিনি সাত্ত্বিক হইতে ইচ্ছুক, তিনি সত্ত্ব-শান্তি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান সর্ব্বাভীষ্টপূরক। চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল কামনাই পূর্ণ করেন।' মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

যে কয়টী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে 'দেবস্য' পদের 'দানাদিগুণযুক্তস্য সবিতুঃ' প্রতিবাক্য পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পরন্তু 'দেব' শব্দের মূল দিব্ ধাতুতে 'ক্রীড়া' অর্থ অভিহিত হয়। তদনুসারে এখানে আমরা 'লীলাময়' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া এক পর্য্যায়ক শব্দ। যাঁহার লীলায় এ জগৎ পরিচালিত, তাঁহার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা সঙ্গত। 'সখ্য' শব্দে সখিভাব বা সাহায্য—এক অভিন্ন ভাবই দ্যোতিত হয়। * ভাষ্যকার 'ইষুধ্যসি' পদের যে 'যাচঞার্থ' অভিহিত করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। এখন মন্ত্রের শেষ 'স্বাহা' পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যে এ পদের কোনও অর্থ প্রকাশিত দেখা যায় না। আমরা ঐ পদে 'এষা প্রার্থনা সিদ্ধ্যতু'—'আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধ হউক'

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম কণ্ডিকায় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরের ভাষ্যে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুক্ত সবিতার সখিভাব (সখ্য) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিই ধনের জন্য সাবিতাকে প্রার্থনা করেন ও যশ বা অন্ন তাঁহার নিকট কামনা করেন। কি জন্য? প্রজাপালনের জন্য। যিনি এইরূপ সবিতা, তাঁহার উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক।"

অথবা 'অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞঃ সুহুতমস্তু' অর্থাৎ 'আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। 'স্বাহা'-শব্দে নিপাত বুঝায়। তাহা হইতে সকল অর্থই গৃহীত হইতে পারে। মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'স্বাহা' বলিয়া সিদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে দ্বিতীয় অনুবাকের সপ্তম ('ঋক্‌সাময়োঃ' প্রভৃতি) মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্য-দৃষ্টে বুঝা যায়, এই মন্ত্র উচ্চারণে কৃষ্ণাজিনদ্বয়ের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তাই মনে হয়—মন্ত্রটী কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে পঠিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার সম্বোধনরূপে 'কৃষ্ণাজিন' পদ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। আমরা বলি,—মন্ত্র যে কার্য্যেই পঠিত হউক, তাহার ভাব উদার বিশ্বজনীন। কর্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সম্বোধ্য হইলেও, মন্ত্রদ্বয়ের মূল লক্ষ্য—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। প্রার্থনা—ভববন্ধনমোচনমূলক। ভাষ্যের অনুসরণে এই সপ্তম মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—'হে কৃষ্ণাজিনস্থ শুক্ল ও কৃষ্ণ রেখা! তোমরা দুইজন, ঋগভিমানী ও সামাভিমানী দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধে চাতুর্য্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃশ তোমাদের দুই জনকে আমি স্পর্শ করিতেছি। তথাবিধ তোমরা (দুই জন) আমাকে পালন কর। এই যজ্ঞ-সাধক যে ঋক্ উত্তমা, সেই ঋক্ উপলক্ষিত যে কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমাদের সেই কর্ম্মকে পালন কর।

(ঋক্ ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্বয় দেবগণের যজ্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পর কোনও কারণে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ দূরে কোনও স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই মৃগের চর্ম্মে যে শুক্ল বর্ণ বিদ্যমান, তাহা ঋক্-স্বরূপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সামস্বরূপ। মন্ত্রের সহিত এইরূপ আখ্যায়িকা বিদ্যমান)।

যাহা হউক, আমরা যে পথে যে দিক্ দিয়া মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা মনে করি—এ মন্ত্র প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'স্থঃ' এই দ্বিবচনান্ত ক্রিয়াপদে দ্বিবচনান্ত কর্তৃপদ দ্যোতনা করিতেছে। তদনুসারে দেববিভূতি অশ্বিদ্বয়কে (আধিব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়কে) আমরা সম্বোধ্য মনে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'মা পাতমাস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ' অর্থাৎ,—আমার এই আরব্ধ উদ্বোধন-যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন; অর্থাৎ হে বহিরন্তর্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাধিদ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি (পীড়া) বিনাশ করুন।' সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? 'ঋকসাময়োঃ শিল্পে' অর্থাৎ ঋক্ ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক। দেবতা ও দেববিভূতি—তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। বিভূতি-সমষ্টিই দেব বা ভগবান্। ব্যষ্টি তাঁহার বিভূতি। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঋক্ বা সামবেদের অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে 'বামারভে' বলিয়া আরাধনা করি—এই ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার 'আরভে' পদের 'স্পৃশামি' প্রতিবাক্য আননন করিয়াছেন। আরম্ভবাচক আপূর্ব্বক 'রভ্' ধাতুর স্পর্শ অর্থও লক্ষণামূলক। আমরাও ভাবসঙ্গতি রক্ষার জন্য লক্ষণা-দ্বারা ঐ ধাতুর 'আরাধনা' অর্থ স্বীকার

করিয়াছি। 'যজ্ঞ' শব্দের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়া বিশেষ উদ্বোধন-যজ্ঞ অর্থ আমরা গ্রহণ করি। আকাঙ্ক্ষা—ভগবৎপ্রাপ্তি। কামনা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। তদুদ্দেশ্যে যে যাগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আত্মোদ্বোধন যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না।

অষ্টম ('ইমাং ধিয়ং' প্রভৃতি) মন্ত্র প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জানুর (হাঁটুর) দ্বারা কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিতে হয়। তাই কৃষ্ণাজিন এই মন্ত্রে উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বরুণদেব! অগ্নিষ্টোম বিষয়ক ধী-শক্তি লাভেচ্ছু যজমানের সম্বন্ধী সমৃদ্ধ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে যজ্ঞের পারে লইয়া যাও অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর। যে নৌকা দ্বারা বিঘ্নরূপ দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখে তারণসমর্থ এই কৃষ্ণাজিনরূপ নৌকায় আমরা পারে গমন জন্য অধিরোহণ করিতেছি।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সহায়ক, সেই কর্ম্ম বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের কামনা প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মই—সংসারবারিধি উত্তরণের, পাপকলুষ দূরীকরণের—একমাত্র তরণীস্বরূপ। নৌকার সাহায্যে মানুষ যেমন দুস্তর বারিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্মরূপ তরণীর সাহায্যেও মানুষ তেমনি অশেষ দুরিত বা পাপ-সমুদ্র-রূপ ভববারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারে। সৎকর্ম্ম-সাধন—ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না;—সে প্রবৃত্তির উন্মেষও সহসা ঘটিয়া উঠে না। তাই প্রথমে কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া সে-কর্ম্মের সম্যক্ সাধনে ভবাব্ধি-পারে গমন জন্য পরম কারুণিক ভগবানের নিকট সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সাধক কহিতেছেন,—'হে ভগবন! অতি অকিঞ্চন অজ্ঞান আমরা। জানি না—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয়? বুঝি না—কেমন করিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়। যাহাতে আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি কৃপা করি আমাদিগকে সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি বুঝাইয়া দেন,—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয়; আপনি শিখাইয়া দেন,—কি বলিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়।' ফলত আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তি এবং পরমসুখসাধনই এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। বিনিয়োগ-গ্র মতে এবং তদনুসরণে ভাষ্যমতে 'ঊর্গ' প্রভৃতি মন্ত্রে শণমুঞ্জ (তৃণবিশেষ) মিশ্রিত ত্রিরাবৃ (ত্রিগুণ) মেখলা বেণীবস্ত্রের মধ্যে বন্ধন করিতে হয়। 'বিষ্ণোঃ শর্ম্মসি' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে বস্ত্রে দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হয়। 'ইন্দ্রস্য যোনি' প্রভৃতি মন্ত্রে ত্রিবলি অথবা পঞ্চব কৃষ্ণবিষাণা উক্ত বস্ত্রের দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহার দ্বারা দক্ষিণ ভ্রুর উপ কণ্ডূয়ন করিতে হয়। তার পর 'কৃষ্যৈ' প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণবিষাণের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিব বিধি। তদনুসারে ভাষ্যে এই মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই,—

৯।—হে মেখলে! তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিদিগের সম্বন্ধে অন্নরসরূপা হইয়া থাক এ কম্বলের মত মৃদু হইয়া থাক। তাদৃশ তুমি আমাকে অন্নরস প্রদান কর।

১০।—হে মেখলে! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হিংসা ও বন্ধনের দ্বারা বেদনা উৎপা করিও না।

১১।—হে বস্ত্র! তুমি বিষ্ণুর সুখপ্রদ হও। তুমি যজমানকে সুখ প্রদান কর। অতএব তুমি আমারও সুখের বিধান কর। হে বস্ত্র! নক্ষত্রপ্রকাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর।

১২।—হে কৃষ্ণবিষাণ! তুমি যেমন ইন্দ্রের যোনি (উৎপত্তিকারণ) হও, সেইরূপ এখন এই যজমানেরও (উৎপত্তি কারণ) হও।'

১৩।—হে লোষ্ট্র! শোভনশস্য সম্পাদনের উপযোগী কর্ষণ জন্য তোমাকে ধারণ করিতেছি অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

ভাষ্যে দ্বাদশ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞদেবের সহিত দক্ষিণাদেবীর মিলন হইলে ইন্দ্র জানিতে পারেন, দক্ষিণাদেবীর গর্ভে যে সন্তানের উদ্ভব হইবে, সেই সন্তান ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্বিষয় নিশ্চিত অবগত হইয়া ইন্দ্র স্বয়ং দক্ষিণাদেবীর যোনিপথে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে দক্ষিণাদেবীর গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্র চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন না। তখন তাঁহার মনে আশঙ্কার উদয় হয়,—দক্ষিণাদেবীর গর্ভে অপর যে কেহ জন্মিবে, সেই তো সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে! এই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মাতা দক্ষিণাদেবীর যোনি-দেশ ছিন্ন করেন। বিযোনিত্ব-নিবন্ধন দক্ষিণাদেবী বন্ধ্যা হইলেন; কিন্তু সেই যোনি ইন্দ্রের হস্ত বেষ্টন করিয়া রহিল। তখন ইন্দ্র বলিসমূহযুক্ত সেই যোনি কৃষ্ণমৃগে স্থাপন করিলেন। তজ্জন্যই কৃষ্ণবিষাণ যজ্ঞের ভোগ্যা দক্ষিণার অবয়বভূত এবং ইন্দ্রের কারণভূত যোনিস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়।

যাহা হউক, ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত যে লৌকিক মেখলা, বস্ত্র, কৃষ্ণবিষাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত মেখলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া ভাষ্যকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রে এক মহান্ উচ্চ ভাব নিহিত আছে। মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই ভগবান্—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্বিভূতিকে বা ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে! ভগবান ও ভগবানের বিভূতি বিভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং ভগবদ্বিভূতিকে সম্বোধন করিলে, ভগবানকেই সম্বোধন করা হয়;—ভগবদ্বিভূতিকে আরাধনা করিলে ভগবানকেই আরাধনা করা হয়। তাই এখানে ভগবদ্বিভূতির নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে; বলা হইতেছে—আপনি 'আঙ্গিরসী উর্গসি, ময়ি ঊর্জ্জং ধেহি'; অর্থাৎ,—আপনি বিশ্ববাসীর অন্নরস বা সত্ত্বভাবের স্বরূপ; অতএব আমাতে অন্নরস বা সত্ত্বভাব স্থাপন করুন। 'রসো বৈ সঃ (আত্মা) অন্নং বৈ রসঃ'—এই মহাজন বাক্যেও উক্ত মন্ত্রার্থই ঘোষণা করিতেছে। ভাষ্যকার ঊর্জ্জ শব্দে 'অন্নরস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দশম মন্ত্রে সেই দেববিভূতিসমূহের নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। একাদশ মন্ত্রে বুঝান হইয়াছে,—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্, যজমানের সৎকর্ম্ম-মাত্র নিবন্ধন যে 'শর্ম্ম'—সুখ শান্তি-স্বর্গ সকলেরই কারণ। তিনি সকলেরই সুখবিধান করুন। ভাষ্যকার 'বিষ্ণোঃ' পদের 'ব্যাপকস্য যজ্ঞস্য' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। তবে ব্যাপক 'যজ্ঞ-মাত্র' না ধরিয়া আমরা 'সৎকর্ম্ম' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিষ্ণোঃ' পদে ব্যাপক (সৎকর্ম্মাদির) ভাবই আসে।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে দ্বাদশ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'হে কৃষ্ণবিষাণে! ত্বং যথাপূর্ব্বং ইন্দ্রস্য যোনিঃ (উৎপত্তিকারণং) অসি, তথা যজমানস্য স্থানং ভবেতি।' অর্থ—'হে কৃষ্ণবিষাণ, তুমি যেরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও।' এতদুক্তির সমর্থন জন্য ভাষ্যকার একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটী আশ্চর্য্যজনক। সে আখ্যায়িকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, তাহার দ্বারা বেদের বেদত্ব লোপ পায়। বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমরা ঐ মন্ত্রের এই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি—'হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি 'ইন্দ্রস্য যোনিরসি।' অর্থাৎ, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির হেতু। তাৎপর্য্য—ভগবানের বিভূতির উপলব্ধি না হইলে, ভগবৎসত্তায় জ্ঞান জন্মে না। বিভূতির (সত্বভাবাদির) সমুচ্চয়—ভগবান্। বিভূতি তাঁহার অংশ। ভগবদ্বিভূতির সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে শেষে জগন্ময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি – ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে দ্বাদশ মন্ত্রের মর্ম্মার্থটী আরও স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ।' কিন্তু চিত্তভুমি যতদিন কর্ষিত না হয়, ঔৎকর্ষ-সাধনে চিত্ত যতদিন সত্বভাবাপন্ন না হয়, ততদিন ভগবৎ-প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ বলিতে সত্বভাবেরও কারণ বুঝায়। এখানেও তদনুসারে চিত্তের সত্বভাব কামনা করা হইতেছে—'কৃষ্যৈ ত্বা সুসস্যায়ৈ।' যিনি নিম্নস্তরের লোক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—আমার এই হলকৃষ্ট (কৃষি) জমিসমূহকে 'সুশস্যায়ৈ' (ধান্য) যবাদি যুক্ত করুন। আমরা যেন বহু পরিমাণে ধান্যাদি প্রাপ্ত হই, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হউক। আর যিনি উচ্চস্তরে সমারূঢ় হইয়াছেন, যিনি বাহিরের ভূমির শস্য অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্যই (সত্বভাবাদি) প্রকৃত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া জানিয়াছেন; তিনি প্রার্থনা করেন,—'কৃষ্যৈ' অর্থাৎ আমাদের এই কৃষ্টচিত্তভূমিকে 'সুসস্যায়ৈ' অর্থাৎ সত্বভাবসম্পন্ন করুন। যে শস্য পাইলে, পার্থিব ব্রীহিযবাদি শস্য না পাইলেও আর কোনও অভাব বোধ হয় না, আর যে শস্য না পাইলে, বাহিরের জমির শস্য পাইলেও অভাব দূর হয় না; সেই শস্যই—সেই সত্বভাবই এই 'শস্য' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। 'কৃষ্যৈ' পদে সেই 'আন্তর ভূমি' কর্ষণের ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

ভাষ্যানুসারে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্র যথাক্রমে মস্তক-কণ্ডূয়ন এবং দণ্ড-পরিগ্রহ কার্য্যে বিনিযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তদনুসারে চতুর্দ্দশ মন্ত্রের লক্ষ্য—শির বা মস্তক; এবং পঞ্চদশ মন্ত্রের সম্বোধন—বৃক্ষাবয়ব দণ্ড। ভাষ্যকারের মতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শির! শোভনফলোপেত ওষধীর নিমিত্ত তোমাকে কণ্ডূয়ন করি।' আর পঞ্চদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে দণ্ডরূপ বনস্পতি দেবতা! তুমি উর্দ্ধে অবস্থিত। যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পালন কর।' আমরা মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দ্রষ্টব্য। চতুর্দ্দশ মন্ত্রের 'ওষধীভ্যঃ' পদে আমরা 'কর্ম্মক্ষয়ায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে'—আমাদের মতে তাহাই ওষধী পদবাচ্য।

কর্ম্মফল যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই কর্ম্মের অবসান হয়। তখন আর করণীয় কোনও কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে না। আর কর্ম্মক্ষয় হইলেই অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত হইলেই সে কর্ম্মের সুফল প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সম্মিলন ঘটে। সেই ভগবৎ-সম্মিলনই—'সুপিপ্পলাভ্যঃ'। তাই আমাদের অর্থ হয়,—'কর্ম্মফলে আত্মসম্মিলনের জন্য আমাদিগের চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত করিতেছি। তার পর পঞ্চদশ মন্ত্রস্থিত 'বনস্পতি' শব্দে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ডকে' 'ঊর্দ্ধঃ' পদের 'উন্নত হইয়া' অর্থ আমনন করিয়া 'পাহ্যোদৃচঃ অর্থাৎ 'এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত রক্ষা করুন' বলিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা 'বনস্পতিঃ' পদে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড' অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণ সন্ধান করিয়া পাই না। অভিধানে 'বনস্পতি' শব্দে বৃক্ষ অর্থ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড' অর্থ কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত। আমরা 'বনানাং পতিঃ'—'বনস্পতি' এই সমাসমূলে 'সংসাররূপ বৃক্ষের অধিপতি সেই ভগবানকেই' এই 'বনস্পতিঃ' পদে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই 'পাহ্যোদৃচঃ' অংশে যজ্ঞ পরিসাপ্তি পর্য্যন্ত (পাপ হইতে) রক্ষা করুন—এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত হয়। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উক্তরূপ প্রার্থনায় কি ভাব প্রকাশ পায়? 'বনস্পতিঃ' শব্দের অর্থে মতদ্বৈধ ঘটায় 'ঊর্দ্ধঃ' পদের অর্থ বিষয়েও মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদের 'অনুকূল হইয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে আমাদিগের মতে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ উচ্চভাবমূলক। ইহার সহিত দণ্ড বা পার্থিব কোনও পদার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না।

দ্বিতীয় অনুবাকের শেষ মন্ত্রের প্রথম অংশ পাঠ করতঃ দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অন্য তিন অংশ উচ্চারণে অন্য অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শেষে পুনরায় শেষ অংশ পাঠে মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়। প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই,—(ক) "চিত্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিগত হইতেছি; (খ) বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত; (গ) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোক-ব্যাপী (ঘ) বায়ুর (বায়ু সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া) প্রসাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয়।"

এক্ষণে আমরা যেদিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'স্বাহা' শব্দে নিপাত বুঝায়। নিপাত নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের 'স্বাহা' (নিপাত শব্দ) দ্বারা নানা অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদে মহীধর-পাদের ভাষ্যেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'স্বাহা' পদে আমরাও নানা অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার প্রথম অংশের 'স্বাহা' পদের 'অভিগচ্ছামি' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধ (অগ্নির স্ত্রী) অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'লোকে যেমন অগ্নি বা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আমরাও সেইরূপ যেন চিত্তের (আত্মার) উদ্বোধন-রূপ যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশ দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হয় দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে

সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্ব্বানুমোদিত। বেদমন্ত্রের সেইরূপ ভাবই সঙ্গত বিবেচনা হয়। অর্থান্তরে—'মনসঃ' এখানে তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী। এই মন্ত্রের অন্যান্য 'স্বাহা' পদও সমস্যা-সংশয়ের কারণ এবং বিচারের বিষয়। ঐ পদের অর্থ-সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ আপনিই হইয়া আসে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের 'স্বাহা' শব্দের 'যজ্ঞ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বলি—সুধু যজ্ঞ কেন, 'সৎকর্ম্ম মাত্রই' ঐ 'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে। এই যজ্ঞ—সাধারণ সোমযাগাদি যজ্ঞ নহে; আত্মার 'উদ্বোধন-যজ্ঞই' এই 'স্বাহা' পদের প্রতিপাদ্য। তাহাতে উদার সার্ব্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হয়। উদ্বোধন তো তত্ত্ব-জ্ঞান! তাহা কি অন্তরিক্ষ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ—সকল বিষয়েই হইতে পারে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—'স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ' 'স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং'। 'স্বাহা' শব্দে 'সৎকর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না। সৎকর্ম্মের প্রভাব—সৎকর্ম্মের বিকাশ, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয়? তাই আমরা 'অন্তরিক্ষাৎ' ও 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' স্থলে 'ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি' স্বীকার করিয়া 'অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য' 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ ব্যাপ্য' এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। বায়ু যেমন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সত্ত্বভাবও সেইরূপ উদ্বোধনের (যজ্ঞের) সাধক; তাই আমরা চতুর্থ মন্ত্রস্থ 'বাত' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ আমনন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বলিবেন—কিবা দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে, আর কিবা উদ্বোধন-যজ্ঞে—সকল যজ্ঞেরই মূল সত্ত্বভাব জ্ঞান বা ভক্তি লাভ। এক্ষণে চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় 'স্বাহা' পদের অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার এই 'স্বাহা' পদেরও 'যজ্ঞ' অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া 'এবং সিদ্ধঃ' এই দুই পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ পদ অধ্যাহৃত না করিয়া, 'স্বাহা' পদেরই 'সিদ্ধ হউক' অর্থ আমনন করিয়াছি। নিপাত-অব্যয় শব্দ নানা অর্থ দ্যোতনা করে। * সুতরাং এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ বলা অসঙ্গত হইবে না। ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল,—'আমাদের হৃদয়ে যে একটু সত্ত্বভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা আত্মোদ্বোধন-কার্য্যে অথবা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। আমাদের সেই কার্য্য সিদ্ধ হউক।' এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, দ্বিতীয় অনুবাকের

---

* দ্বিতীয় প্রপাঠকের, দ্বিতীয় অনুবাকের এই মন্ত্রটী শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তম কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। 'স্বাহা' পদের ব্যাখ্যায় মহীধর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—স্বাহা বাতাদারভ ইত্যুক্তমেন মুষ্টিদ্বয়ং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ॥ স্বাহা যজ্ঞং। চতুর্ণাং যজুষাং যজ্ঞো দেবতা। স্বাহা শব্দস্য নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদুচিতা অর্থা ব্রাহ্মণানুসারেণ গ্রাহ্যাঃ। তথা হি স্বাহা যজ্ঞং মনসঃ। মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয়ার্থে। মনসা যজ্ঞং স্বাহা চিত্তেন যজ্ঞমভিগচ্ছামি। অত্র স্বাহাশব্দোঽভিগমনার্থঃ॥ স্বাহোরোরন্তরীক্ষাৎ। পঞ্চমী সপ্তম্যর্থে। উরৌ বিস্তীর্ণেঽন্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ। স্বাহাশব্দো যজ্ঞার্থোঽতঃ প্রভৃতি! স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্ঞঃ শ্রিতঃ। লোকত্রয়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥ স্বাহা বাতাদারভে। বাতাদ্বায়ুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্ত্তয়ামি। বায়োঃ সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবর্ত্তকত্বাৎ। স্বাহা যজ্ঞ এবং সিদ্ধ ইতি শেষঃ॥

এই মন্ত্রসমূহে যজ্ঞকর্ম্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি অপেক্ষাও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মানুষের পরম শ্রেয়ঃসাধন জন্য বেদ-মন্ত্রের উদ্বোধনা। সৎপথানুবর্ত্তী হইয়া মানুষ, আপনার কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বের হিতসাধনে উদ্বুদ্ধ হয়, বেদ-মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়াই আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে। (১ অষ্টক,—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক)॥

———*———

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ।)

(১) দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং
যজ্ঞবাহসং সুপারা নো অসদ্বশে।

(২) যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ
পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা।

(৩) অগ্নে ত্বং সু জাগৃহি বয়ং সু মন্দিষীমহি গোপায়
নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদঃ।

(৪) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেম্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ।

(৫) বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্। (৬) পূষা সন্যা।

(৭) সোমো রাধসা। (৮) দেবঃ সবিতা।

(৯) বসোর্ব্বসুদাবা রাস্বেয়ৎ। (১০) সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা।

(১১) বি রাধি মাঽহমায়ুষা। (১২) চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব।

(১৩) বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভব। (১৪) উস্রাঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৫) হয়োঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৬) ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৭) মেষোঽসি মম ভোগায় ভব।

(১৮) বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নির্ঋ্ত্যৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা।

(১৯) দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং

বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনু গেষং।

(২০) ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বথেমিব

স্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ।

(২১) এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব

ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সংতরন্তো রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) দৈবীম্। ধিয়ম্। মনামহে। সুমৃড়ীকামিতি সু—মৃড়ীকাম্। অভীষ্টয়ে।

বর্চ্চোধামিতি বর্চ্চঃ—ধাম্। যজ্ঞবাহসমিতি যজ্ঞ বাহসম্।

সুপারেতি সু—পারা। নঃ। অসৎ। বশে।

(২) যে। দেবাঃ। মনোজ্ঞাতা ইতি মনঃ—জ্ঞাতাঃ। মনোযুজ ইতি মনঃ—যুজঃ।

সুদক্ষা ইতি সু—দক্ষাঃ। দক্ষপিতার ইতি দক্ষ—পিতারঃ। তে। নঃ।

পান্তু। তে। নঃ। অবন্তু। তেভ্যঃ। নমঃ। তেভ্যঃ। স্বাহা।

(৩) অগ্নে। ত্বম্। স্বিতি। জাগৃহি। বয়ম্। স্বিতি। মন্দিষীমহি। গোপায়। নঃ।

স্বস্তয়ে। প্রবুধ ইতি প্র—বুধে। নঃ। পুনঃ। দদঃ।

(৪) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেব।

এতি। মর্ত্ত্যেষু। আ। ত্বম্। যজ্ঞেষু। ঈড্যঃ।

(৫) বিশ্বে। দেবাঃ। অভীতি। মাম্। এতি। অববৃত্রন্। (৬) পূষা। সন্যা।

(৭) সোমঃ। রাধসা। (৮) দেবঃ। সবিতা। (৯) বসোঃ। বসুদাবেতি বসু—দাবা।

(১০) রাস্ব। ইয়ৎ। সোম। এতি। ভূয়ঃ। ভর। মা। পৃণন্। পূর্ত্ত্যা।

(১১) বীতি। রাধি। মা। অহম্। আয়ুষা।

(১২) চন্দ্রম্। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৩) বস্ত্রম্। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৪) উস্রা। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৫) হয়ঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৬) ছাগঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৭) মেষঃ। অসি। মম। ভোগায়। ভব।

(১৮) বায়বে। ত্বা। বরুণায়। ত্বা। নির্ঋত্যা ইতি নিঃ—ঋত্যৈ।

ত্বা। রুদ্রায়। ত্বা।

(১৯) দেবীঃ। আপঃ। অপাম্। নপাৎ। যঃ। উর্ম্মিঃ। হবিষ্যঃ।

ইন্দ্রিয়াবানিতীন্দ্রিয়-বান্। মদিন্তমঃ। তম্। বঃ। মা। অবেতি। ক্রমিষম্।

অচ্ছিন্নম্। তন্তুম্। পৃথিব্যাঃ। অন্বিতি। গেষম।।

(২০) ভদ্রাৎ। অভীতি। শ্রেয়ঃ। প্রেতি। ইহি। বৃহস্পতিঃ। পুরএতেতি

পুরঃ—এতা। তে। অস্তু। অথ। ঈম্। অবেতি। স্য। বরে। এতি।।

পৃথিব্যাঃ। আরে। শত্রূন্। কৃণুহি। সর্ব্ববীর ইতি সর্ব্ব—বীরঃ।

(২১) এতি। ইদম্। অগন্ম। দেবযজনমিতি দেব—যজনম্। পৃথিব্যাঃ।

বিশ্বে। দেবাঃ। যৎ। অজুষন্ত। পূর্ব্বে। ঋক্‌সামাভ্যামিত্যৃক্‌সাম—ভ্যাম্।

যজুষা। সংতরন্ত ইতি সং—তরন্তঃ। রায়ঃ। পোষেণ। সমিতি। ইষা। মদেম ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! 'দৈবীং' (দেবত্বোদ্দেশেন স্বতঃপ্রবৃত্তাং) 'সুমৃড়ীকাং' (পরমসুখহেতুভূতাং, পরমসুখপ্রদায়িকাং ইতি ভাবঃ) 'বর্চ্চোধাং' (তেজসোঃ ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞবাহসং' (সৎকর্ম্মসাধয়িত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) 'মনামহে' (যাচামহে); 'সুপারা' (সুখেন পারয়িতুং শক্যা, সুখলভ্যা সতী সা বুদ্ধিঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বশে' (অধীনত্বে) 'অসৎ' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—যৎ বয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সুবুদ্ধিং লভেম, হে ভগবন, তৎ বিধেহি)।

২। 'মনোজাতা' (হৃদি উৎপন্নাঃ) 'মনোযুজঃ' (হৃদা সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ) 'সুদক্ষা' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'দক্ষপিতারঃ' (সদ্ভাবোৎপাদকাঃ ইত্যর্থঃ); 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সর্ব্বব্যাপ্তভূতাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ বা ইত্যর্থঃ) সন্তি, 'তে' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পান্তু' (পালয়ন্তু, পরিত্রায়ন্তু পাপাৎ ইতি ভাবঃ), অপিচ

'অবন্তু' (রক্ষন্তু); 'তেভ্যঃ' (পরিত্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্কর্ম্মণা হবিঃ অর্পয়ামি ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'তেভ্যঃ' (ত্রাণকারকেভ্যঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইতি যাবৎ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবিরর্পয়ামি –সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বভাবেন অস্মাকং হৃদয়ং পূর্ণং ভবতু; অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি তন্ময়ত্বানি প্রাপ্নুবন্তু।

৩। (ক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানাধার জ্ঞানময় বা ভগবন্!) ত্বং 'সুজাগৃহি' (ত্বং অস্মাকং হৃদি চিরজাগরূকঃ ভব); 'বয়ং' (শরণাগতাঃ প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'সুমন্দিষীমহি' (গভীরনিদ্রাগতাঃ মোহঘোরেণ সংজ্ঞারহিতাশ্চ ভবেমহি) অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বয়ং বিপথগামিনঃ ভবাম, হে জ্ঞানময়, ত্বং বিবেকরূপেণ হৃদি সমুদিতঃ সন্ অস্মান্ সৎপথং প্রদর্শয়।

(খ) হে ভগবন্! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) পরিত্রায়স্ব ইতি শেষঃ। তথা 'গোপায়' (সদ্‌বুদ্ধিদানেন রক্ষণায়) অপিচ 'স্বস্তয়ে' (অবিনাশায়, সৎকর্ম্মশীলায় জীবনায় ইতি ভাবঃ) 'পুনঃ' (পুনরপি) 'প্রবুধে' (জাগরণায়, সৎকর্ম্মসমন্বিতান সত্ত্বভাবযুতান কৃত্বা উদ্বোধনায় ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দদঃ' (ধারয়, অস্মাকং প্রমাদং পরিহারায় হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! তব কৃপয়া সদুপদেশলাভেন যেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনঃ ভবেম।

৪। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানময়!) 'দেবঃ ত্বং' (দ্যোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং ইত্যর্থঃ) 'আ মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু ইতি ভাবঃ) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'ত্বং' (জ্ঞানময়ঃ ত্বং) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) 'আ' (সম্যক্, সর্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) 'ঈড্যঃ' (পূজিতব্যঃ ভবসি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্র। ভাবশ্চ—সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিদ্যতে ইতি ভাবঃ।

৫। 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাঃ' (দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'মাং' (শরণাগতং মাং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিতঃ, সর্ব্বভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অববৃত্রন্' (আবৃত্য তিষ্ঠন্তু, রক্ষন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবভাবাঃ হৃদি সমুপজায়ন্তু ইতি ভাবঃ।

৬। 'পূষা' (পোষকঃ—সদ্ভাবপোষকঃ স ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'সন্যা' (পরমধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ)।

৭। 'সোমঃ' (পরমপদপ্রদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'রাধসা (শ্রেষ্ঠধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবঃ' (দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশঃ ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (পরমাশ্রয়ঃ) 'সবিতা' সৎকর্ম্মণঃ সৎকর্ম্মণি বা নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ—সৎপথ-প্রদর্শকঃ বা ইত্যর্থঃ সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'বসুদাবা' (পরমধনদায়কঃ অভীষ্টপূরকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) আয়াতু ইতি ভাবঃ—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ।

৯। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং অস্মিন কর্ম্মণি 'ইয়ৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'রাস্ব' (ধনং, কর্ম্মণঃ অপেক্ষিতং ফলং দেহি, যদ্বা—সৎকর্ম্মণঃ সুফলং বিধেহি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-

মূলকঃ সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায় অত্র প্রার্থনা বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সদ্ভাবপ্রভাবেন বয়ং কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পণায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পূর্ত্ত্যা' (পূর্ণফলেন ইতি ভাবঃ) 'পৃণন্' (পূরয়ন্—সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'ভূয়ঃ' (পুনরপি, বহুতরং ইত্যর্থঃ ধনং) 'মা' (মাং) 'আভর' (প্রযচ্ছ; কর্ম্মফলং সুফলং বা বিধেহি—ধনদানেন আকাঙ্ক্ষাং পূরয় ইতি ভাবঃ।

১১। এবং সতি হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! যথা 'অহং' (শরণাগতঃ অহং) 'আয়ুষা' (সৎকর্ম্মসাধকেন জীবনেন ইতি ভাবঃ) 'মা বিরাধি' (বিযুক্তঃ মা ভবানি) তথা সাধয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভবদনুগ্রহণে পাপং মাং মা স্পৃশতু এবং পাপপ্রভাবেন যথা অহং সৎপথভ্রষ্টঃ মা ভবানি তথা কুরু।

১২। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং 'চন্দ্রং' (হ্লাদকঃ, পরমানন্দবিধায়কঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, পরমসুখহেতুভূতায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ—হৃদি দীপ্যস্ব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বস্ত্রং' (আবরকঃ, সদ্ভাবরূপেণ শরণাগতস্য-ব্যাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, সদ্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ, যদ্বা—সদ্ভাবেন মম হৃদয়ং আব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ)।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'উস্রাঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষাং উৎসারকঃ, যদ্বা—পয়স্বিনী গাভী যথা পয়নিঃসারণেন লোকান্ রক্ষতি তদ্বৎ জ্ঞানধনদানেন পাপনিঃসারকঃ লোকরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনা-কারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, সদ্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা 'ভব' (অনুগৃহাণ, যদ্বা—জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং ব্যাপ্নুহি, উদ্ভাসয় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'হয়ঃ' (অভীষ্টপ্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে) 'ভব' (ভবতু, যদ্বা—হৃদি জাগরূকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'ছাগঃ' (ভববন্ধনচ্ছেদকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভোগায়' (সৌভাগ্যায়, ভববন্ধনচ্ছেদনরূপায় পরমসুখায় ইতি ভাবঃ) 'ভব' (ভবতু, অনুগৃহাণ)।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'মেষঃ' (উন্মেষকঃ—সজ্জ্ঞান-দানেন চিত্তবৃত্তীনাং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মম' (অস্য শরণাগতস্য প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) 'ভব' (ভবতু, অনুগৃহ্ণাতু, সহায়কঃ ভবতু ইতি ভাবঃ)।

১৮। (ক) হে মনঃ! 'বায়বে' (বায়ুরূপেণ নিত্যবর্ত্তমানায়, জগতাং প্রাণস্বরূপায় ভগবতে—তস্য প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে মনঃ! 'বরুণায়' (বরুণরূপেণ নিত্যবর্ত্তমানায় স্নেহকারুণ্যরূপিণে ভগবতে, যদ্বা—তস্য প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

(গ) হে মম মনঃ! 'নিঋৈত্যে' (দিকপালরূপেণ বর্ত্তমানায় জগতাং পালকায় পাপনাশকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামীতি শেষঃ।

(ঘ) হে মম মনঃ! 'রুদ্রায়' (শাসকরূপেণ বর্ত্তমানায় সংহাররূপায় ভগবতে—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

১৯। (ক) 'দেবীঃ আপঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবীস্বরূপাঃ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ!) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অপাং নপাৎ' (তমোভাবস্য শোষকঃ) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ঊর্ম্মিঃ' (সত্ত্বপ্রবাহঃ) অস্তি, 'হবিষ্যঃ' (ভগবতি স্থাপনযোগ্যং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিকরং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রিয়াবান্' (শক্তিদায়কং, শক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'মদিন্তমঃ' (পরমানন্দপ্রদং) 'তং' (তথাবিধং সত্ত্বপ্রবাহং ইতি যাবৎ) 'মা অবক্রমিষং' (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং—অহমিতি ভাবঃ)।

(খ) অপিচ, সত্ত্বপ্রবাহং লব্ধ্বা 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছিন্নং' (সুদৃঢ়ং, দুশ্ছেদ্যং ইতি ভাবঃ) 'তন্তুং' (বন্ধনং) 'অনুগেষং' (বিমোক্তুং শকেয়ং ইতি ভাবঃ)।

২০। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'ভদ্রাৎ' (সৎকর্ম্মণঃ সমুদ্ভূতং ইত্যর্থঃ) 'শ্রেয়ঃ' (কল্যাণং) 'অভিপ্রেহি' (কাময়সি)। অতঃ সৎকর্ম্মণঃ সুফলপ্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধঃ ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! 'বৃহস্পতিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান) 'তে' (তব) 'পুরঃ' (পুরতো) 'এত' (গন্তা) 'অস্তু' (ভবতু); ভাবার্থঃ প্রজ্ঞানধারঃ ভগবান ইহাস্মিন্ জগতি কর্ম্মণি বা তব পথপ্রদর্শকঃ পরিচালকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(গ) 'অথ' (অনন্তরমেব, সৎপথং অবগম্য ইতি ভাবঃ) হে মনঃ! 'পৃথিব্যাঃ আ' (ইহ-জগতি ইতি ভাবঃ) 'বরে' (শ্রেষ্ঠে পদি ইতি ভাবঃ) 'ইং' (গতিং) 'অবস্য' (সংসাধয়)। সৎপথি গত্বা শ্রেষ্ঠং পরমস্থানং প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ।

(ঘ) 'সর্ব্ববীরঃ' (সর্ব্বশক্তেরাধার হে ভগবন্!) ত্বং 'শত্রূন্' (বহিরন্তঃশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'আরে' (দূরে—হৃদ্রূপাৎ যজ্ঞস্থানাৎ ইতি ভাবঃ) 'কৃণুহি' (কুরু—স্থাপয় ইতি যাবৎ)।

২১। (ক) 'যৎ' (যত্র, যস্মিন্ হৃদ্দেশে, যজ্ঞভূমৌ বা) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বে' (নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'অজুষন্ত' (আশ্রয়ন্তি অধিতিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ) 'দেব' (হে ভগবন্) 'ইদং' (এতাদৃশং) 'যজনং' (হৃদ্দেশং, যজ্ঞভূমিং বা) 'আ পৃথিব্যাঃ' (অস্মিন্ মর্ত্তলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ) 'অগন্ম' (প্রাপ্নুয়ামঃ ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ। অস্মিন্ সংসারে এব নিত্যকালং বর্ত্তমানাঃ অস্মাকং হৃদয়ানি সত্ত্বভাবযুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(খ) 'সংতরন্তঃ' (অজ্ঞানতাসমুদ্রং উদ্ধরয়ন্তঃ) 'ঋক্সামাভ্যাং' (ব্রহ্মাত্মকাভ্যাং তত্ত্বমন্ত্রাভ্যাং, স্তবাভ্যামিতি ভাবঃ) 'যজুষা' (ব্রহ্মাত্মকৈঃ তত্ত্বমন্ত্রৈঃ - স্তবৈরিতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমধনস্য, তত্ত্বজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) 'পোষেণ' (পোষকেন) 'ইষা' (সত্ত্বভাবেন চ) 'সংমদেম' (সম্যক্‌হৃষ্টাঃ ভবাম) বয়মিতি শেষঃ। বেদমন্ত্রৈঃ অজ্ঞানতাং বিনাশ্য প্রজ্ঞানতাং লভেম।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভগবন! দেবকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা পরমসুখদায়িকা, তেজের ধারয়িত্রী (তেজোময়ী), সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমাদিগের বশতাপন্ন হউক। (ভাব এই যে,—আমরা যেন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সুবুদ্ধির অধিকারী হই; হে ভগবন, আপনি তাহাই বিধান করুন)।

২। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকর্ম্মসাধক, সদ্ভাবোৎপাদক সকলেরই অনুভূত যে দেবভাবসমূহ, তাঁহারা সকলে আমাদিগকে (পাপ হইতে) পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন। সেই পরিত্রাণকারী দেবতাগণকে নমস্কর্ম্মের দ্বারা পূজা করি এবং স্বাহা-মন্ত্র-সহযোগে হবিরাদি অর্পণ করিতেছি; আমার কর্ম্ম সুহুত হউক—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক; সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকল কর্ম্ম তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক)।

৩। (ক) হে জ্ঞানময় দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চির-জাগরুক রহুন; আপনার প্রার্থনাকারী শরণাগত আমরা মোহঘোরে সংজ্ঞা-রহিত হইয়া আছি। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-হেতু অথবা মোহবশতঃ আমরা যদি বিপথগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন)।

(খ) হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আর সদ্‌বুদ্ধি-দানে রক্ষার নিমিত্ত এবং অবিনাশী সৎকর্ম্মশীল জীবনের জন্য, পুনশ্চ জাগরণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসমন্বিত ও সদ্ভাবসহযুত করিয়া উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদিগের প্রমাদ-পরিহারে সৎ-কর্ম্মান্বিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় সদুপদেশ-লাভে আমরা যাহাতে সৎপথাবলম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন)।

৪। হে জ্ঞানময় দেব! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ আপনি, মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর সৎকর্ম্মের পালক হয়েন; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎ-

কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনি সর্ব্বতোভাবে (সম্পূজিত) পূজনীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—সকল কর্ম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে)।

৫। দেববিভূতিসমূহ সকলে শরণাগত আমাকে সর্ব্বভাবে আবৃত করিয়া অবস্থান করুন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহ হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে উপজিত হউক)।

৬। সদ্ভাবপোষক সেই ভগবান, পরমধনের সহিত (আমাদিগের) হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৭। পরমপদপ্রদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, শ্রেষ্ঠধনের সহিত আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৮। দ্যোতমান্ স্বপ্রকাশ পরমাশ্রয় সৎকর্ম্মের প্রেরক অথবা সৎকর্ম্মের নিয়োজক সৎপথপ্রদর্শক ভগবান অভীষ্টপূরক পরমধনদায়ক হইয়া আগমন করুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি এই কর্ম্মে শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ কর্ম্মের অপেক্ষিত ফল প্রদান করুন অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে সৎকর্ম্মের সুফললাভের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ হই)।

১০। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমার সৎকর্ম্মকে পূর্ণফলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অথবা ফলসমন্বিত করিয়া, পুনরায় আমাকে সেই কর্ম্মের সুফল প্রদান করুন অর্থাৎ ধনদানে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন।

১১। তাহা হইলে হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আমি যেন সৎকর্ম্ম-সাধক জীবনের দ্বারা বিযুক্ত না হই, আপনি তাহাই সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমাকে যেন পাপ স্পর্শ না করে এবং তজ্জন্য যেন আমি সৎপথ ভ্রষ্ট না হই)।

১২। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি আহ্লাদক অর্থাৎ পরমানন্দপ্রদায়ক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখহেতুভূত হয়েন, এইরূপে আমাকে অনুগৃহীত করুন অথবা হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সদ্ভাবরূপে শরণাগতের ব্যাপক হয়েন। অতএব এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ পরমসুখের নিমিত্ত আপনি সেইভাবে আমার অন্তর ব্যাপ্ত করুন।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের উৎসারক হয়েন। (অথবা, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারণের দ্বারা লোকসমূহকে রক্ষা করে, সেইরূপে জ্ঞানধনদানে আপনি পাপনিঃসারক ও লোকসমূহের রক্ষক হয়েন)। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবের দ্বারা পরমসুখ-সাধনের জন্য জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করুন।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি অভীষ্টপ্রাপক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারীর (আমার) অভীষ্টপ্রাপ্তির হেতু হউন অর্থাৎ সেইভাবে জাগরূক রহুন।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি ভববন্ধনছেদক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ ভববন্ধনছেদনরূপ পরমসুখের নিমিত্ত হউন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সদ্‌বৃত্তিসমূহের উন্মেষক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখের নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ সদ্‌বৃত্তির উন্মেষণে সহায় হউন।

১৮। (ক) হে আমার মন! বায়ুরূপে বর্ত্তমান বিশ্বের জীবনস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার মন! বরুণরূপে বর্ত্তমান স্নেহকারুণ্যময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে আমার মন! দিক্‌পালরূপে বর্ত্তমান জগতের পালক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(ঘ) হে আমার মন! শাসকরূপে বর্ত্তমান সর্ব্বসংহারক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

১৯। (ক) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবীস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তমোভাবের শোষক তোমাদিগের যে প্রসিদ্ধ সত্ত্বপ্রবাহ বিদ্যমান, ভগবানে

স্থাপনযোগ্য, শক্তিদায়ক এবং পরমানন্দপ্রদ সেই সত্ত্বপ্রবাহকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া না যাই (অর্থাৎ তাহাকে যেন বিনষ্ট না করি)।

(খ) অপিচ, সেই সত্ত্ব-প্রবাহ লাভ করিয়া ইহলোকসম্বন্ধি দুশ্ছেদ্য বন্ধন বিমুক্ত করিতে যেন সমর্থ হই।

২০। (ক) হে মন! সৎকর্ম্মে সমুদ্ভূত কল্যাণ কামনা কর অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক)।

(খ) অপিচ হে মন! প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার অগ্রে গমন করুন। ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার পথপ্রদর্শক হউন।

(গ) অনন্তর (সৎপথ অবগত হইয়া) হে মন! ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে গমন কর। অর্থাৎ সৎপথে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ পরমস্থান প্রাপ্ত হও।

(ঘ) সর্ব্বশক্তির আধার হে ভগবন্! আপনি বহিরন্তঃশত্রুদিগকে (হৃদ্‌রূপ যজ্ঞ-স্থান হইতে) দূরে স্থাপন করুন।

২১। (ক) যে হৃদ্‌প্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞভূমিতে) নিখিল সত্ত্বভাব (দেববিভূতি) নিত্যকাল অবস্থান করেন, হে ভগবন্! এইরূপ হৃদয়-প্রদেশ (যজ্ঞভূমি) এই মর্ত্ত্যলোকে (সংসারে) থাকিয়াই আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা যেন সত্ত্বভাবসমন্বিত হইতে পারি)।

(খ) অজ্ঞানতা-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমরা (যেন) ঋক্ সাম ও যজুর্ম্মন্ত্ররূপ স্তবের দ্বারা এবং পরমধন তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সত্ত্বভাবের দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে হৃষ্ট হই। (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনায় অজ্ঞানতা-বিনাশে আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দ্বিতীয়েঽনুবাকে দীক্ষা বর্ণিতা। দীক্ষিতেন দেবযজনে স্বীকৃতে সতি সোমক্রয়ণাদিরূপ ক্রতুব্যবহারস্তত্র কর্ত্তুং শক্যত ইতি তৃতীয়েঽনুবাকে দেবযজনস্বীকারো বর্ণ্যতে। তৎস্বীকারাদূর্ধ্বং সোমার্থে দেবযজনে সোমক্রয়স্যৈব বক্তুমুচিতত্বাত্তৎস্বীকারাৎপূর্ব্বমনুবাকাদৌ ব্রতপানদ্রব্য সম্পাদনমভিধীয়তে।

১। "দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহসং সুপারা নো অসদ্বশে। বৌধায়নঃ—'অথাপ আচামতি দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহসং

সুপারা নো অসদ্বশ ইতি" ইতি। বৌধায়নঃ—"অথাপ আচামতি দৈবীং মনামহে সুমৃডীকামভিষ্টয়ে বর্চ্চোধাং যজ্ঞবাহসꣳ সুপারা নো অসদ্বশ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইতি হস্তাবাণিজ্য" ইতি॥

অভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বয়ং দেবতাবিষয়াং কর্ম্মানুষ্ঠানবুদ্ধিরূপয়া বুদ্ধ্যা সম্পাদয়ামঃ। কীদৃশীং বুদ্ধিং? সুমৃড়ীকাং সুখহেতুং ব্রহ্মবর্চ্চসধারণহেতুং যজ্ঞনির্ব্বাহিকাম্। সেয়ং বুদ্ধিঃ সুষ্ঠু পারং গতাস্মাকং বশে ভবতু॥ সুমৃড়ীকামিতি পদস্যাভিপ্রায়মাহ—"দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তন্ম্রদয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। মৃদু করোতীত্যর্থঃ॥ সুপারেতি পদেন যৎসূচিতং তদাহ—"সুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যুষ্টিমেবাবরুন্ধে' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)। ব্যুষ্টিঃ সুপ্রভাতং কৃৎস্নযজ্ঞপ্রকাশনমিত্যর্থঃ॥

২। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথাস্মৈ কꣳসে বা চমসে বা নিষিচ্য ব্রতং প্রযচ্ছতি তদ্দক্ষিণতঃ পরিশ্রিত্য ব্রতয়তি যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহেতি" ইতি। চক্ষুরাদিপ্রাণাভিমানিনো যে দেবাঃ সন্তি তেঽস্মানপয়ঃপানরূপব্রতানুষ্ঠায়িনোঽন্তর্ব্বহিশ্চ শুদ্ধিসম্পাদনেন পালয়ন্তু। কীদৃশা দেবাঃ? উৎপত্তিকালে মনসা সহোৎপন্নাঃ। ব্যবহারকালেঽপি মনসা যুজ্যন্তে। অন্যমনস্কস্য চক্ষুরাদিভিঃ সংনিহিতবিষয়াণামপ্যনবগমাৎ। সতি তু মনঃসাহায্যে স্বস্ববিষয়েষু সুদক্ষাঃ কুশলাঃ। দক্ষঃ প্রজাপতিরুৎপাদকো যেষাং তে দক্ষপিতারঃ। বিচারপুরঃসরং ব্রতং বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা৩ ই ন হোতব্যা৩মিতি হবির্ব্বৈ দীক্ষিতো যজ্জুহুয়াদ্যজমানস্যাবদায় জুহুয়াদ্যন্ন জুহুয়াদযজ্ঞপরুরন্তরিযাত্তে দেবা মনোজাতা মনোযুজ ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা মনোজাতা মনোযুজস্তেষ্বেব পরোক্ষং জুহোতি তন্নেব হুতং নেবাহুতং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। দীক্ষিতস্য হবিষ্টমর্থবাদান্তরে শ্রূয়তে—"পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াঽঽত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য স তস্মাত্তস্য নাঽশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণ ইব হ্যথো খল্বাহুরগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাদ্বাশ্যং বারুণ্যর্চ্চা পরিচরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। শাখান্তরেঽপি—"সর্ব্বাভ্যো বা এষ দেবতাভ্য আত্মানমালভতে যো দীক্ষিতঃ" ইতি। তথা সতি দীক্ষিতস্য গৃহে যদ্যগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্তর্হি যজমান এব হুতো ভবেৎ। অহোমে তু নিত্যাগ্নিহোত্রস্য পরুঃ প্রতিদিনানুষ্ঠানরূপং পর্ব্ব বিচ্ছিদ্যেত। তত্র পূর্ব্বপ্রসিদ্ধেন মন্ত্রেণাহবনীয়াগ্নৌ হোমঃ স প্রত্যক্ষ ইত্যুচ্যতে। অয়ং তু পরোক্ষোঽগ্নিহোত্র হোমঃ। অন্যমন্ত্রেণ প্রাণাগ্নিষু হূয়মানত্বাৎ। অতস্তৃতীয়কোটিত্বেন মুখ্যয়োর্হোমাহোময়োরভাবান্নোক্তদোষদ্বয়ং। তস্মাদনেন মন্ত্রেণ ব্রতং কুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

৩। "অগ্নে ত্বꣳ সু জাগৃহি বয়ꣳ সু মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথ সংবেশনযজুর্জপতি অগ্নে ত্বꣳ সু জাগৃহি বয়ꣳ সু মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দ্দদ ইতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"অগ্নে ত্বꣳ সু জাগৃহীতি স্বপ্স্যন্নাহবনীয়মভিমন্ত্রয়তে" ইতি। সুমন্দিষীমহি নির্ভয়াঃ সন্তঃ স্বপ্স্যামঃ। নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে

বিনাশাভাবার্থ প্রবুধে জাগরণায় দদঃ সামর্থ্যং দেহি। ভয়প্রসক্তিং দর্শয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে "স্বপন্তং বৈ দীক্ষিত৺ রক্ষা৺সি জিঘা৺সন্ত্যগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহাঽগ্নে ত্ব৺ সুজাগৃহি বয়৺ সু মন্দিষী-মহীত্যাহাগ্নিমেবাধিপাং কৃত্বা স্বপিতি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

৪। "ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেম্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্যঃ।"—কল্পঃ—"অথাধ্বর্য্যু-র্ম্মধ্যরাত্র আক্রত্য প্রবুদ্ধযজুর্ব্বাচয়তি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেম্বা। ত্বং যজ্ঞেম্বীড্য ইতি" ইতি। ঋাজ্যাসু ব্যাখ্যাতং। ব্রতভ্রংশপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে—"অব্রত্যমিব বা এষ করোতি যো দীক্ষিতঃ স্বপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহাগ্নির্ব্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমালম্ভয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অবিকলং করোতীত্যর্থঃ। মনুষ্যেষু ছিন্নং ব্রতং মনুষ্যাবতারেণ পালয়তীতি শঙ্কাং বারয়ন্ দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—"দেব আ মর্ত্ত্যেম্বেত্যাহ দেবো হ্যেষ সন্মর্ত্ত্যেষু" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। অতো ব্রতং সমাধাতুং শক্নোতি। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যাদিযাজ্যাপুরোনুবাক্যাদিমন্ত্রেম্বগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যভিপ্রায়ং তৃতীয়পাদে স্বয়ং দর্শয়তি—"ত্বং যজ্ঞেম্বীড্য ইত্যাহৈত৺ হি যজ্ঞেম্বীড়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি।

৫—১৭। "বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্ পূষা সন্যা সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ব্ব-সুদাবা রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা বি রাধি মাঽমায়ুষা চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোস্রাঽসি মম ভোগায় ভব হয়োঽসি মম ভোগায় ভব ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব মেষোঽসি মম ভোগায় ভব।"—বৌধায়নঃ—"অথ সনিহারান্ প্রহিণোতি স যং মন্যতে ন মাং প্রত্যাখ্যাস্যতীতি তং প্রথমমভিপ্রহিণোতি বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্ পূষা সন্যা সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ব্বসুদাবেতি, আহরন্তং দৃষ্ট্বা জপতি নানাহরন্তং রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্ত্যা বি রাধি মাঽমায়ুষেতি" ইতি। সনিশব্দেন হিরণ্যবস্ত্রাদি দেবদ্রব্যমুচ্যতে। সনিহারা দ্রব্যাণামানেতারঃ। আপস্তম্বস্তু প্রকারান্তরেণ মন্ত্রবিনিয়োগ-বিচ্ছেদাবাহ—"বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্নিতি প্রবুদ্ধ্য জপতি, পূষা সন্যেতি সনিহারান্ৎস৺শাস্তি, চন্দ্রমসীত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং যথালিঙ্গং প্রতিগৃহ্ণাতি, দেবঃ সবিতা বসোর্ব্বসুদাবেত্যন্যানি" ইতি। সর্ব্বে দেবা অভিতঃ পালয়িতুং মামাবৃত্য তিষ্ঠন্তু। পূষা সন্যা পোষকো দেবো দেয়েন হিরণ্যদ্রব্যেণ সহাঽয়াতু। সোমো রাধসা সাধকেন বস্ত্রেণ সহাঽয়াতু। বসোর্ব্বস্বন্তরস্য গবাদেঃ প্রেরকো দেবো বসুপ্রদঃ সন্নায়াতু। হে সোমাম্মিন্ কর্ম্মণ্যপেক্ষিতমিয়দ্দেহি, সম্পূর্ত্ত্যা মাং পূরয়ন্ ভূয় আভর, অহমায়ুষা মা বিরাধি বিযুক্তো মা ভূবম্। প্রবুদ্ধো জপেদিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে—"অপ বৈ দীক্ষিতাৎ সুষুপুষ ইন্দ্রিয়ং দেবতাঃ ক্রামন্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাঽববৃত্রন্নিত্যাহেন্দ্রি-য়েণৈবৈনং দেবতাভিঃ সন্নয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। সুষুপুষঃ সুপ্তাৎ। অতীন্দ্রিয়সামর্থ্যেন তদভিমানিদেবতাভিশ্চায়ং মন্ত্রঃ সংযোজয়তি। বিপক্ষবাধপুরঃসরমাঽভূয়ো ভরেত্যমুং মন্ত্রভাগং ব্যাচষ্টে—"যদেতদযজুর্ন ব্রূয়াদ্যাবত এব পশূনভিদীক্ষেত তাবন্তোঽস্য পশবঃ স্যু রাস্বেয়ৎ সোমাঽভূয়ো ভরেত্যাহাপরিমিতানেব পশূনবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪)

দীক্ষাকালে বিদ্যমানান্যাবতঃ পশূনভিপ্রাপ্য দীক্ষেত মন্ত্রানুক্তৌ তাবন্ত এব স্যুঃ। মন্ত্রোক্তৌ তু তৎসামর্থ্যাদপরিমিতাঃ পরলোকে ভবন্তি। পশুভির্দ্রব্যান্তরাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। চন্দ্রমসি মম

ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোস্রাঽসি মম ভোগায় ভব হয়োঽসি মম ভোগায় ভব ছাগোঽসি মম ভোগায় ভব মেষোঽসি মম ভোগায় ভবেত্যেভির্মন্ত্রৈর্যথালিঙ্গং বস্তু স্বীকর্ত্তব্যং। চন্দ্রং হিরণ্যং। উস্রা গৌঃ॥ তেন তেন মন্ত্রেণ তত্তদ্দ্রব্যাভিমানিদেবতাস্তুষ্যন্তীত্যাহ—"চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভবেত্যাহ যথাদেবতমেবৈনাঃ প্রতিগৃহ্লাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। এনা হিরণ্যাদিরূপা দিৎসিতা দক্ষিণাঃ॥

১৮। "বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নির্ঋৈত্যে ত্বা রুদ্রায় ত্বা।"—কল্পঃ—"তাঃ সমুদায়ুত্য রক্ষতি তাসাং যা নশ্যতি ম্রিয়তে বা বায়বে ত্বেতি তামনুদিশতি, যাঽপ্সু বা পাশে বা বরুণায় ত্বেতি তাং যা সং বা শীর্য্যতে গর্ত্তে বা পততি নির্ঋৈত্যে ত্বেতি তাং, যামহির্ব্যাঘ্রো বা হন্তি রুদ্রায় ত্বেতি তাং" ইতি। অনুদিশামীতি শেষঃ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দূষণভূষণে দর্শয়তি—"বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বেতি যদেবমেতা নানুদিশেদযথাদেবতং দক্ষিণা গময়েদা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যেত যদেবমেতা অনুদিশতি যথাদেবতমেব দক্ষিণা গময়তি ন দেবতাভ্য আ বৃশ্চ্যতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

১৯। "দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনু গেষম্।" বৌধায়নঃ—"অথ যত্র প্রয়াণা আপ উপাধিগচ্ছন্তি তজ্জপতি দেবীরাপো অপাং নপাদ্য ঊর্ম্মির্হবিষ্য ইন্দ্রিয়াবান্মদিন্তমস্তং বো মাঽব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষমিতি সং বা গাহতে সং বা তরতি" ইতি। অপরিয়াণা গমনবিরোধিন্যো মার্গপ্রতি-রোধিকাঃ॥ আপস্তম্বঃ—"প্রয়াণে দেবীরাপ ইত্যপোঽবগাহতেঽচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষ-মিতি হস্তেন লোষ্টং বিমৃদ্গাত্যাপারাৎ" ইতি। যদা কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজনাদন্যত্র দীক্ষেত তদানীং পৃথগরণীষ্বগ্নীন্ সমারোপ্য দেবযজনং গচ্ছন্মধ্যে প্রাপ্তায়াং নদ্যামবগাহ্যোত্তরেৎ। অপাং নপাদিত্যগ্নিসম্বোধনং। হে দেব্য আপো যুষ্মাকং য ঊর্ম্মিস্তং পাদেন মাঽবক্রমিষং। কীদৃশ ঊর্ম্মিঃ। ব্রীহ্যাদ্যুৎপাদনেন হবির্যোগ্যঃ স্বকীয়জলপানেনেন্দ্রিয়শক্তিকারী তৃষাং নিবর্ত্তয়ন্নতি-হর্ষপ্রদঃ। মৃদি লোষ্টরূপং পৃথিব্যা অচ্ছিন্নং তন্তুং সেতুং প্রাপ্য তস্যোপরি গচ্ছামি॥ হবিষ্য-শব্দাভিপ্রায়মাহ—"দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাহ যদ্বো মেধ্যং যজ্ঞিয়ꣳ সদেবং তদ্বো মাঽব ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি। ইতি বাচ, ইত্যেব॥ তন্তুশব্দাভিপ্রায়মাহ—"অচ্ছিন্নং তন্তুং পৃথিব্যা অনুগেষমিত্যাহ সেতুমেব কৃত্বাঽতেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৪) ইতি॥

২০। "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বথেমবস্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ।"—বৌধায়নঃ—"বৃহস্পতিবত্যর্চ্চা প্রয়াতি ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বিত্যথ যত্র বৎস্যন্ ভবতি তদবস্যত্যথেমব স্য বর আ পৃথিব্যা ইত্যথাঽদিত্যমুপস্থমুপতিষ্ঠত আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীর ইতি" ইতি।

আপস্তম্বস্তু ত্রীন্মন্ত্রানেকীকৃত্য বিনিযুঙ্ক্তে—"পৃথগরণীষ্বগ্নীন্ সমারোপ্য রথেন প্রযাতি এতদভাবে রথাঙ্গমাদায় ভদ্রাদভি শ্রেয় ইতি" ইতি। অত্রার্থক্রমেণ দেবীরাপ ইত্যস্মাৎ পূর্ব্ব-মেবায়ং মন্ত্রোঽবগন্তব্যঃ। হে রথ ভদ্রাৎ প্রশস্তাদস্মান্নিত্যাগ্নিহোত্রস্থানাদতিপ্রশস্তং সৌমিকং দেবযজনমভিপ্রযাহি। বৃহস্পতিস্তব পুরতো গন্তা ভবতু। অথ প্রয়াণাদূর্দ্ধং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিন্যা সমন্তাদ্বরে শ্রেষ্ঠে স্থান ঈমিমাং গতিমবস্য সমাপয়। হে রথাভিমানিন্নাদিত্য শত্রূন্রাক্ষসাদীনারে

'দেবযজনাদ্দূরে কুরু॥ কল্পঃ—"অথ যত্র যক্ষ্যমাণো ভবতি তদবস্থত্যোদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যন্তাদনুবাকস্য" ইতি। স চ মন্ত্র এবমাম্নায়তে—

২১। "এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তো রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম" ইতি।—পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি যদ্দেবযজনং তদিদমগন্ম বয়ং প্রাপ্তাঃ। যদ্দেবযজনে পূর্ব্বে সর্ব্বে দেবা অজুষন্তাসেবন্ত তদ্বয়মাগত্য বেদত্রয়গতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সোমযাগং সন্তরন্তঃ সম্যক্‌পারং নয়ন্তো রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সমিষা সমীচীনেনান্নেন চ মদেম হৃষ্যাম॥

ভদ্রাদভীত্যাদিমন্ত্রার্থঃ স্পষ্ট ইত্যভিপ্রেত্য ব্রাহ্মণেনাত্র ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতং। ঔপানুবাক্য-কাণ্ডে তু দীক্ষিতনিয়মপ্রসঙ্গাদ্ব্যাখ্যানং কৃতং। তত্র বৃহস্পতেরুপযোগমাহ—"অগ্নির্ব্বৈ দীক্ষিতস্য দেবতা সোঽস্মাদেতর্হি তির ইব যর্হি যাতি তমীশ্বরꣳ রক্ষাꣳসি হন্তোর্ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্ত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিস্তমেবান্বারভতে স এনꣳ সম্পারয়তি" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। যদা দীক্ষিতোঽগ্নিহোত্রস্থানাৎ প্রযাতি তদাঽগ্নিস্তিরোহিত ইব নৈনং পালয়তি। ততো রক্ষাংস্যেনং মার্গে হন্তুমীশ্বরাণি ভবন্তি। তত্র বৃহস্পতৌ পুরতো গচ্ছতি সত্যনুগচ্ছন্তমেনং রক্ষোবাধপরিহারেণ স বৃহস্পতিঃ সম্যক্‌পারং নয়তি॥ উত্তরমন্ত্রস্য চতুর্ষু ভাগেষু প্রতিপাদ্যোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজনꣳ হ্যেষ পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব ইত্যাহ বিশ্বে হ্যেতদ্দেবা জোষয়ন্তে যদ্ব্রাহ্মণা ঋক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহর্ক্‌সামাভ্যাꣳ হ্যেষ যজুষা সন্তরতি যো যজতে রায়স্পোষেণ সমিষা মদেমেত্যাহাঽশিষমেবৈতামাশাস্তে" (সং০ কা০ ৩ প্র০ ১ অ০ ১) ইতি। অধ্বর্য্যুপ্রভৃতয়ো ব্রাহ্মণা যদ্দেবযজনমিদানীমধিতিষ্ঠন্তি তদ্দেবাঃ স্বয়ং সেবমানা এতান্ সেবন্তে। যো যজতে স এষ সন্তরতীত্যন্বয়ঃ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"দৈবীং হস্তৌ শোধয়িত্বা যে দে ব্রতপয়ঃ পিবেৎ।
অগ্নে স্বপ্স্যন্নগ্নিমাহ ত্বং প্রবুদ্ধো জপেত্তথা॥ ১॥
বিশ্ব ইত্যপি পূষেতি সনিহারানুশাসনং।
দেবো বসুগ্রহশ্চন্দ্রং ষড ভিস্তত্র প্রতিগ্রহঃ॥ ২॥
বায় নষ্টামপ্সু মৃতাং সন্নামৃগভ্যাং চ গাং স্পৃশেৎ।
দেবীরাপো বিগাহ্যাচ্ছি লোষ্টমপ্সু বিমর্দ্দয়েৎ॥ ৩॥
ভদ্রাদ্রথেন যাত্যেদং যাগভূমিব্যবস্থিতিঃ।
অনুবাকে তৃতীয়েঽস্মিন্নুদিতা একবিংশতিঃ॥৪॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

একাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"স্বপ্নাদিমন্ত্রা আবর্ত্ত্যা নো বাঽন্ত্যোঽস্বন্তরায়তঃ। কৃৎস্নোদ্দেশপ্রবৃত্তত্বান্নিমিত্তাভেদতঃ সকৃৎ" ইতি॥ দীক্ষিতস্য স্বপ্নন্দ্যুত্তরণবৃষ্টিক্লেদনামেধ্যদর্শন-নিমিত্তকাস্তত্তন্মন্ত্রজপাঃ পঠিতাঃ। ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাদিকঃ স্বপ্নমন্ত্রঃ। দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাদির্নদীতরণমন্ত্রঃ। উন্দতীর্ব্বলং ধত্ত ইত্যাদির্বৃষ্টিক্লেদনমন্ত্রঃ। অবদ্ধং মন ইত্যাদির-মেধ্যদর্শনমন্ত্রঃ। যদা নিদ্রা মধ্যে প্রবোধৈরন্তৈর্ব্ব্যবধীয়েত, নদী চ বহুশঃ স্রোতোযুক্তা দ্বীপৈঃ,

বৃষ্টিশ্চ বিচ্ছেদৈঃ, অমেধ্যানি চ দেশৈস্তদা তৈরন্তরায়ৈর্নিমিত্তেষু ভিদ্যমানেষু নৈমিত্তিকা মন্ত্রা আবর্ত্তনীয়া ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ - রাত্রিগতাং কৃৎস্নাং নিদ্রামুদ্দিশ্য মন্ত্রাভিধানান্নিমিত্তমেকং। এবমন্যত্রাপি যোজ্যং। তস্মান্নাস্ত্যাবৃত্তিঃ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং - "প্রয়াণে প্রত্যহং মন্ত্রো ভিন্নো নো বাঽত্র বিশ্রমৈঃ। প্রয়াণভেদাদ্ভিন্নো নো গত্যৈক্যাদানিবৃত্তিতঃ" ইতি॥ ভদ্রাদভি শ্রেয় ইত্যাদিঃ প্রয়াণমন্ত্রঃ। তত্র দীক্ষিতস্য নির্গমনমারভ্য পুনঃপ্রবেশপর্য্যন্তং বিশ্রমব্যবধানেঽপি প্রয়োজনৈক্যাদেকমেব প্রয়াণং। ততো ন মন্ত্রাবৃত্তিঃ॥

অথ ছন্দঃ।

দৈবীং ধিয়মিত্যগ্নে ত্বমিতি চৈতে অনুষ্টুভৌ। ত্বমগ্ন ইতি গায়ত্রী। বিশ্বে দেবা ইত্যেক-পদা। এদমগন্মেতি ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— * —

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির দেবকার্য্যে অধিকার জন্মে। তখন তিনি সোমক্রয়ণাদি ক্রতু-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। বক্ষ্যমাণ তৃতীয় অনুবাকে দীক্ষিত কর্তৃক দেবযজন বা দেবপূজার অধিকারের বিষয় পরিবর্ণিত। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এক বিশেষ বিধি আছে। দেবযজনে অধিকার লাভের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তিকে 'ব্রতপান দ্রব্য' সম্পাদন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, দীক্ষিত হইলেও, তাঁহার দেবযজনে অধিকার জন্মে না। তাই অনুবাকের প্রথম কয়েকটী মন্ত্রে, সোমযাগ সম্পাদনে সোম-ক্রয়ণাদির পূর্ব্বেই ব্রতপানাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—'দৈবীং ধিয়ং' প্রভৃতি মন্ত্রে হস্তাদি প্রক্ষালন; অনন্তর আচমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর 'যে দেবা' প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রতপয়ঃ পান করিবে। 'অগ্নে ত্বং' প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, 'ত্বমগ্নে' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নির উদ্দেশে জপ করিবার বিধি। 'বিশ্বে দেবা' 'পুষা সন্যা' প্রভৃতি মন্ত্রে 'সনিহারানুশাসন', 'দেবঃ সবিতা', 'বসোঃ' 'চন্দ্রমসি' প্রভৃতি ছয়টী মন্ত্রে পরিগ্রহ। তার পর 'বায়বে স্বাং' প্রভৃতি মন্ত্রচতুষ্টয়ে গরুকে স্পর্শ করিবে। 'দেবীরাপঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে জলের মধ্যে লোষ্ট নিক্ষেপ করিয়া, সেই লোষ্টকে জল দ্বারা বিমর্দ্দন এবং পরিশেষে 'ভদ্রাদধি' প্রভৃতি মন্ত্রে রথে গমন করিয়া 'এদং' প্রভৃতি মন্ত্রে যাগভূমিতে অবস্থিতি। বলা বাহুল্য, বিনিয়োগ-সংগ্রহের উল্লিখিত বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি নিষ্কাশন করিয়াছেন। আর সেই বিনিয়োগ অনুসারেই ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা অনেকত্রই ভাষ্যের সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের অর্থ অনেক স্থলে ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যাদির বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে। যথা—

এই অনুবাকের প্রথম দুইটী মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায় এবং ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রে সম্বোধ্য পদ নাই। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রটী যজমানের আচমন-সংক্রান্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে প্রায় সকলেরই এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে যজমান যেন বলিতেছেন,—'আমি এই আবব্ধ অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য চিরসুখের নিদান যজ্ঞ-কার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশী সর্ব্বপ্রশংসনীয়া বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক।' দ্বিতীয় মন্ত্রে দুগ্ধ-পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ইহাই ব্রতপয়ঃ পান। একটী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,— 'এই মন্ত্রে অমৃণ্ময়-পাত্রে দুগ্ধ পান করিবে।' তদনুসারে মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর (ইন্দ্রিয়গণ), তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি। এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক।' * এখানে 'দেবগণ' বলিতে 'ইন্দ্রিয়গণ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপন্ন না হয়—সেই জন্যই এই মন্ত্রের প্রার্থনা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'চক্ষুরাদি প্রাণাভিমানী দেবগণ আমাদিগের দুগ্ধপানরূপ ব্রতানুষ্ঠানে বহিরন্তঃ-শুদ্ধি-সাধনে আমাদিগকে পালন করুন। সেই দেবগণ কিরূপ? তাঁহারা উৎপত্তিকালে মনের সহিত উৎপন্ন। ব্যবহারকালে মনের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হন। যাঁহারা অন্যমনস্ক, তাঁহাদিগের চক্ষুরাদির গোচরীভূত সন্নিহিত বিষয়েও অনবগতি হয়। কিন্তু মনের সহায়তায় সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায়। দক্ষ-প্রজাপতি যাহাদের উৎপাদক, তাহারাই দক্ষপিতারঃ। ইত্যাদি।

ক্রিয়া-কর্ম্মে মন্ত্রদ্বয় যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের কি নিগূঢ় লক্ষ্য, তাহাই একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে আলোচনার মূলতত্ত্ব প্রকটিত আছে। তদনুসরণে সামান্য একটু চিন্তা করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। মন্ত্র দুইটী ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

প্রথম মন্ত্রে, ভগবানের নিকট সদ্বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্বুদ্ধির অধিকারী হইলে, মানুষ কি প্রকার বিভবসম্পন্ন হইতে পারে, 'ধিয়ং' পদের বিশেষণ-কয়টী তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তোমার 'ধিয়ং' (মতি) যদি দেবোদ্দেশে প্রযুক্তা (দৈবীং) হয়, তাহার দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা পরমসুখপ্রদায়িকা (সুমৃড়ীকাং) হয়, তাহা 'তেজের ধারক' হইয়া থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়া কদাচ

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সায়ণের অথবা উবটের বা মহীধরের ভাষ্যে এ ভাব পাওয়া যায় না।

অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বারা নানা সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী (যজ্ঞবাহসং) হয়। ঐ প্রকার হিতসাধনী বুদ্ধি আবার সহজলভ্যা (সুপারা) হইতে পারে। সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী হইতে পার, যদি তাহা ভগবদভিমুখী হয়। এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সদ্বুদ্ধি যেন আমার বশে থাকে।' ভাব এই যে,—তাহা হইলেই আমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে—দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বা শুদ্ধসত্ত্বাদি ('দেবাঃ') হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, হৃদয়েই অবস্থিতি করে। 'মনোজাতা' ও 'মনোযুজঃ' পদদ্বয় সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে। মানুষ! কস্তুরিকা-অন্বেষী মৃগের ন্যায় কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছ! দেবতার সন্ধান চাও? ঐ দেখ তোমার হৃদয়ই তাঁহাদিগের উৎপত্তি-স্থান! ঐ দেখ—তোমার হৃদয়েই তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন! একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যে' পদ, সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'সর্ব্বেরন্তর্ভূতাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। সেই হৃদিস্থিত দেবতার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা কি প্রকারে তোমার দ্বারা সৎকর্ম্মসমূহ সমাধান করিয়া লয়েন! মন্ত্রের 'দক্ষপিতারঃ' পদ, আমাদিগের হৃদয়স্থ দেব-ভাবের কর্ম্মকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। এ মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে দেবভাব (দেবগণ) অধিষ্ঠিত হউন; আর, তাঁহাদিগের সাহায্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমি যেন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। তাঁহারাই আমাকে পালন করুন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা-মন্ত্রে আমি যেন কর্ম্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—আমার কর্ম্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।'

ভাষ্যে অনুক্রমিত হইয়াছে,—মৌনী যজমান এই দুইটী মন্ত্র উচ্চারণে মৌন-ভাব ভঙ্গ করিবেন। যাহারা অনেক কথা কহে, তাহারা অন্যায় কথা কহিয়া থাকে,—অসত্য কথা কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, মৌনাবলম্বন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সেই মৌন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটী মন্ত্রের আদর্শ-অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ-সাধক। পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই মন্ত্রদ্বয়ের বাক্যের ন্যায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক হওয়াই কর্ত্তব্য। মন্ত্রার্থ-আলোচনায় এই এক প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার পর তৃতীয় অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ভাষ্যানুসরণে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—'হে অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্বালিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজ্বালিত (জাগরিত) থাকিলে, রাক্ষসেরা যজ্ঞহানি করিতে আসিতে সাহস পাইবে না।' এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, অগ্নি জ্বলিলে যাজ্ঞিকগণ জাগিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসেরা সেদিকে অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের প্রসঙ্গ নাই। পরন্তু এখানে অন্তঃশত্রু—কামক্রোধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রার্থনা-

কারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানময়! সংসারের মোহঘোরে পড়িয়া আমরা পুনঃপুনঃ সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সত্ত্বভাবকে বিসর্জ্জন দিই। আপনি আমাদিগের সেই মোহঘোর বিদূরিত করুন। জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদিগকে সদা সদ্বুদ্ধি দান করুন,—সৎপথে পরিচালিত করুন। পদে পদে প্রমাদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি, আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। দিয়াছিলেন সকলই; জন্মসহজাত সত্ত্বভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছিল—সকলই; কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্জ্জন দিয়াছি; সংসারের পাপ-সংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষলাঞ্ছিত মলিন করিয়া তুলিয়াছি। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—'আবার—আবার আমায় কৃপা করুন (পুনর্দ্দঃ)।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদ বড়ই সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার সেই কয়েকটী পদ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বেদমন্ত্র—সূত্রাকারে গ্রথিত। উহার এক একটী অংশের মধ্যে বহু ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই যজুর্ব্বেদেরই প্রথম মন্ত্র 'ইষে ত্বা' 'উর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুনর্দ্দঃ' পদ সেইরূপ সূত্রস্বরূপ। ঐ পদে কত পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক করে। ঐ পদে ভাব আসে,—আমাদিগের জন্ম-গ্রহণের সহিত আমরা বীজরূপে সত্ত্বভাবের কত অংশই লাভ করিয়াছিলাম! কিন্তু এখন, পাপ পৃথিবীর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই হারাইয়াছি। 'পুনর্দ্দঃ' পদের প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—'ভগবন্! সেই সব ভাব আবার আমায় ফিরাইয়া আনিয়া দেও।' এইরূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-সূত্রের এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহু কথা আলোচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাহুল্য মনে করিতেছি।*

দীক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ক্রোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয়। সেই পাপ-প্রক্ষালন জন্য এই অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্র অনুস্মরণীয়। মন্ত্রটী অবশ্য অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যের অভিমত। সে পক্ষে, মন্ত্রে অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে,—অগ্নি সকল কাজেই লাগিয়া থাকেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয়।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদিগের মত এই যে,—মন্ত্র জ্ঞানদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রে তাঁহারই (জ্ঞানদেবতার) সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনার ভাব আছে। এখানে আপনার অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

---

* মন্ত্রের বিভাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়; ভাষ্যেও ঐরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাই। কাশীর পাঠে, জর্ম্মণীর প্রকাশিত ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অনুসৃত। বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহা রূপান্তরে পরিগৃহীত। আমরা বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি।

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। এ পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে আমার হৃদিস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব! তুমি জাগরিত হও; আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে আমি যেন আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই।' জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে ধন এখন আমরা হারাইয়াছি; শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে জাগ্রৎ হইলে, সেই ধন আবার ফিরিয়া পাইতে পারি।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত হও; জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।'

পঞ্চম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত কয়েকটী মন্ত্রকে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া ভাষ্যকার ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ভাষ্যানুসারে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, তাহা এই—'সকল দেবতা আমাকে পালনের জন্য আমাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করুন। পোষক পূষা দেবতা হিরণ্য-দ্রব্যের সহিত আগমন করুন, সোম বস্ত্র লইয়া আগমন করুন, গবাদির প্রেরক দেবতা বস্তুপ্রদ হইয়া আগমন করুন। হে সোম! এই কর্ম্মের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন। আমাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফল-দান করিয়া পুনরায় আমাকে পর্য্যাপ্তের অতীত ধন প্রদান করুন। আমি যেন আয়ুর দ্বারা বিযুক্ত না হই।' তার পর 'চন্দ্রমসি' 'বস্ত্রমসি' প্রভৃতি মন্ত্র-সমূহে এক এক দ্রব্যের উপলক্ষিত এক এক দেবতার নিকট সেই সেই দ্রব্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বস্ত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ প্রভৃতি ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি-লাভের কামনা সেই সকল মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ছাগাভিমানী দেবতার নিকট ছাগ, মেষাভিমানী দেবতার নিকট মেষ, বস্ত্রাভিমানী দেবতার নিকট বস্ত্র, গবাভিমানী দেবতার নিকট গবাদি, অশ্বাভিমানী দেবতার নিকট অশ্ব প্রভৃতি যাক্রা করিয়া, তত্তৎসামগ্রী লাভের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐহিক সুখসাধক যে সকল সামগ্রী কামনীয়, সেই সকল সামগ্রীই এই সকল মন্ত্রের উপলক্ষিত। ভাষ্যের ভাবে তাহাই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু মন্ত্রের সহিত ঐহিক সুখসাধক সামগ্রীর সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। বেদ মন্ত্র নিত্য-সত্য অপৌরুষেয়। আর ছাগ মেষাদি অনিত্য পৌরুষেয়। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য বস্তুর সমাবেশে, অপৌরুষেয় বেদের-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পৌরুষেয় ছাগমেষাদির সংশ্রব-সূচনায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এবং নিত্যত্বের বিঘ্ন ঘটে। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত সংশ্রবযুক্ত বস্ত্র, হয়, ছাগ, মেষ প্রভৃতি ঐহিক সুখসাধক সাধারণ বস্ত্রাদি নহে। ঐ সকল পদে আধ্যাত্মিকতামূলক বিভিন্ন উচ্চ ভাব প্রকাশ করে। আমরা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি। কি সূত্রে কি ভাবে মেষাদি শব্দ পার্থিব পশ্বাদি হইতে আধ্যাত্মিকার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে।

পঞ্চম ('বিশ্বে দেবা' প্রভৃতি) মন্ত্রে হৃদয়ে সদ্ভাব-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী মোক্ষেচ্ছু। তিনি পার্থিব বিত্তৈশ্বর্য্য লাভের জন্য লালায়িত নহেন। তিনি সেই

মোক্ষসাধক শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহ অধিগত করিবার জন্যই ব্যাকুল। তাই তাঁহার প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! বিশ্বের সকল দেববিভূতির অনুগ্রহ যেন আমি লাভ করিতে পারি। তাঁহারা সকলেই যেন আসিয়া আমার মোক্ষসাধক হন।' পঞ্চম মন্ত্রে সমষ্টিভাবে সকল দেববিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আর তৎপরবর্ত্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্র-চতুষ্টয়ে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেববিভূতির অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন,—হে পুষা, হে সোম, হে সবিতা! আপনারা ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্ব্বভাবে আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করুন, আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করুন। ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্ব্বভাবে আমাদিগের শ্রেয়ঃ-সাধন করুন—ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা।'

তার পর দশম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুট দেখি। ভগবান আমাদিগকে এত ধন প্রদান করুন, যাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়—কামনার অবসান হয়।' এখানে কামনা-নাশের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত অত্যধিক ধন-লাভের পর, কামনার নাশ হয়, এ মন্ত্র সেই সত্য প্রকটিত করিতেছে। সাধারণতঃ মানুষের প্রার্থনায় প্রকাশ পায়,—

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দে'বি পরং সুখম্।
বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

ফলতঃ, মানুষ চায়—রূপ। মানুষ চায়—সৌভাগ্য। মানুষ চায়—সুখ। মানুষ চায়—কল্যাণ। মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য্য। মানুষ চায়—যশোগৌরব। মানুষের অনন্ত কামনা—মানুষের অনন্ত বাসনা। কামনাই মানুষের পরম শত্রু। ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগ্য আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না। যশে তার তৃপ্তি নাই। মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিদ্যাবস্ত, যশস্বস্ত ও লক্ষ্মীমন্ত হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তাহার তৃপ্তি; কামনারূপ শত্রুর নাশই—তাহার আকাঙ্ক্ষার পূরণ—তাহার পরমার্থ লাভ। তাই আমরা মনে করি—'রূপং দেহি', 'জয়ং দেহি', 'যশো দেহি' প্রার্থনায় তৃপ্তি আসিল না বলিয়া, সে প্রার্থনায় আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ বাণী নিঃসৃত হইল—'দ্বিষো জহি।' অর্থাৎ, যেন আমি শত্রুনাশে সমর্থ হই,—যে শত্রু নাশ হইলে আর 'রূপং দেহি' 'ধনং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় না; যে শত্রু নষ্ট হইলে আরোগ্য-সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না—আমি যেন সেই শত্রু নাশ করিতে সমর্থ হই। বলিয়াছি তো, কামনাই মানুষের পরম শত্রু। আমরা মনে করি—'ভূয়ো ভর মা পৃণন পূর্ত্ত্যা' বলিতে এখানে কামনারূপ পরমশত্রু-নাশের চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী সাধক, তিনি ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ

মানুষ, পরমৈশ্বর্য্যশালীর সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নাদির কামনা করে বটে; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন জন, কামনা বিসর্জ্জনরূপ অপার্থিব ধনেরই যাচ্ঞা করে। যিনি যদ্রূপ অর্থের (অভিলাষী) অধিকারী, ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থ ই প্রার্থনা করুন। অধিকারী হিসাবে বেদমন্ত্রের ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি হয়। যিনি অর্থের জন্য লালায়িত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন; আবার যিনি পরমার্থ লাভের জন্য ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্য্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন।

পরবর্ত্তী একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে সেই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বিষয় উল্লিখিত। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রথম সামগ্রী—'চন্দ্রং' অর্থাৎ পরমানন্দ। ভগবৎপ্রাপ্তিতেই সেই পরমানন্দ অধিগত হয়। আকাঙ্ক্ষার ইহাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি। 'বস্ত্র'—দ্বিতীয় সামগ্রী। বস্ত্র যেমন নগ্ন-দেহকে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে; সেইরূপ সদ্ভাবদ্বারা কামনা-বাসনা পূর্ণ নগ্ন-হৃদয়ে অমৃত নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, সদ্ভাব সঞ্চারে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন হইলেই মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার পর 'উস্রাঃ' অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মি। জ্ঞানবলে হৃদয়ের পাপান্ধকার বিদূরিত হইলেই, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলেই, কামনা-বাসনার নিবৃত্তি ঘটে; তখনই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—তখনই পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন অধিগত হইয়া থাকে। 'উস্রাঃ' পদে এখানে গাভী বুঝায় না। এখানে ভগবানকে 'উস্রাঃ' পদে 'জ্ঞানের উৎস' বলা হইয়াছে। গাভী যেমন লোকরক্ষাকর পয়ঃ-নিসারণ করে, সেইরূপ ভগবানও জ্ঞানকিরণ-দানে পাপ-নিঃসরেণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণে পাপতমনাশের ভাবই ঐ 'উস্রাঃ' পদে প্রকাশ করিতেছে। অজ্ঞানতাই কামনার ও বাসনার জনক। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতার বিনাশে কামনার ও বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া থাকে। তার পর, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর এক সামগ্রী—'হয়ঃ'। অভীষ্ট-পূরণ হইলেই—প্রার্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। এখানে, সাধকের প্রার্থিত সামগ্রী—পরমার্থপ্রাপ্তি। তাহাই তাঁহার অভীষ্ট। সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। আকাঙ্ক্ষা-পূরণের আর এক সামগ্রী—'ছাগঃ'। 'ছো' ধাতুর অর্থ ছেদন করা। 'ছো' ধাতু হইতে 'ছাগঃ' পদের বুৎপত্তি। 'গল' অর্থাৎ অর্গলকে ছেদন করেন যিনি, তিনিই ছাগ। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'ভববন্ধন-ছেদকঃ'। সাধকের প্রধান কামনা—ভববন্ধনছেদন। সেই কামনার সামগ্রীই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে। শেষ কামনার সামগ্রী—'মেষঃ' অর্থাৎ সজ্‌জ্ঞানদানে চিত্তবৃত্তির উন্মেষণ। সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনই বল, পরমানন্দই বল, সদ্ভাবসৎপ্রবৃত্তিই বল, জ্ঞানধনই বল, পরমার্থ ই বল, ভববন্ধন-ছেদনই বল—চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। চিত্ত যদি ধারণা না করিল, মন যদি চঞ্চল রহিল—কোনও আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আকাঙ্ক্ষা-পূরক সকল সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাধক শেষ যখন বুঝিলেন—মনই সকলের মূল, চিত্তবৃত্তিই সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান সহায়, তখন সাধক শেষ প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে ভগবন! আপনি সজ্‌জ্ঞান-প্রদানে আমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন।' ফলতঃ, পঞ্চম

হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহে ভববন্ধনচ্ছেদনে আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে মেষ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী-লাভের কামনা নাই। পরমার্থ-লাভই এখানকার লক্ষ্য। সাধকের প্রার্থনায় সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টির তারতম্যানুসারে দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, যুক্তি-দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশে পরমসুখসাধন। কিন্তু সকলেই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হউক—ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নামে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে মিশিয়া যায়, তখন তাহার নামরূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দসাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই বলিয়াছেন; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্‌বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নামরূপে বিযুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপরে পরমেশ্বরেই লীন হউক। তিনি এক, তিনি অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। এই ভাবেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশ মন্ত্রে সাধক যখন বুঝিলেন,—অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আত্মার উদ্বোধন বিশেষ আবশ্যক;—আত্মোদ্বোধন ভিন্ন কোনও অভীষ্টই পূর্ণ হইবার নহে; সেই তিনি আত্মোদ্বোধনে মনঃস্থৈর্য্য সাধনে বিনিযুক্ত হইয়াছেন। ভাষ্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি পরিদৃষ্ট হয় না। তবে বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে গো স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কল্প অনুসারে অর্থ হয়,—যে সকল গাভী মৃত বা অন্য প্রকারে নষ্ট হয়, বায়ু তাহাদিগকে রক্ষা করুন; যাহারা জলে পতিত হয় অথবা পাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, বরুণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন; যে সকল গাভী ভূমিতে বা গর্ত্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, নির্ঋতি তাহাদিগকে পালন করুন; আর সর্প ব্যাঘ্রাদি যাহাদিগকে নিহত করে, রুদ্র-দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের স্তরপর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া, যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্ব্বভূতের আধার ও অধিপতি এবং যিনি বায়ুরূপে জগতের প্রাণস্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্যোতনা করিতেছে।

তমোময় নিদ্রিত মনকে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—'রে অবোধ অচেতন মন্! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?'—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই করুণা কণা-লাভে প্রয়াস পাও,—তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দেও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শান্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের শেষাংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'রুদ্রায় ত্বা।' অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একেবার তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি-সাধনার জন্য যোগযুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসন-দণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—'হে মন! তোমাকে জগতের জীবন-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমা-লোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বায়বে ত্বা' পদে সেই স্তরের বিষয় খ্যাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ—বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন! তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার।' এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—'হে মন! তুমি

ভগবানের আশীর্ব্বাদ-প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হও—তোমার প্রতি ভগবান 'প্রেমা' রূপ পরম-করুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও পরম প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।'

উনবিংশ মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত। এখানে প্রেমভক্তিরূপ মহাভাবের বিকাশ এবং সেই ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকটিত দেখিতে পাই। এখানকার সম্বোধন—শুদ্ধসত্ত্বভাব। ভাষ্য-মতে এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—আপ। তদনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহা এই,—'যদি কোনও কারণে দেবযজন-প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথক অরণিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। সেই প্রজ্বলিত অরণি সহ দেবযজন-স্থানে গমন সময়ে, পথে মধ্যে যেন কোনও কল্পিত নদী রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে অবগাহন পূর্ব্বক সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার বিধি। 'অপাং নপাৎ' পদে অগ্নির সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবী আপ! আপনাদের উর্ম্মিকে যেন আমি পদের দ্বারা অতিক্রম না করি। (অর্থাৎ আমাতে যেন পাদস্পর্শ-দোষ সংঘটিত না হয়)। কিরূপ উর্ম্মি! ব্রীহ্যাদি উৎপাদন সমং বলিয়া হবির্যোগ্য, স্বকীয় জলপানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তি-বৃদ্ধিকারী এবং তৃষ্ণাদি-নিবারণে অতি হর্ষপ্রদ। লোষ্টরূপ পৃথীবর অচ্ছিন্ন সেতু প্রাপ্ত হইয়া যেন তাহার উপর গমন করিতে পারি।'

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে পরম-স্থান লাভের এবং ভববন্ধন-ছেদনে আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আমা অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাবসমূহ আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন হয়। আমি যেন আমার কর্ম্মের দ্বারা সেই সত্ত্বপ্রবাহকে বিনষ্ট না করি। আমা অন্তরের তমোরাশিকে দূর করিয়া, আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিয়া, আমাকে পরমানন ভূমানন্দ প্রদান করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাং নপাৎ' পদে তমোভাবের শোষণ বা বিনাশ সাধন বুঝাইতেছে। ঐ বাক্য হইতে তমোভাবনাশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের ভাব কে আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশ তমোভাবের অন্ধকারের দ্যোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম্ম। সেইজন্যই জলের বা জলীয় ভাবের নাশক সংজ্ঞায় সদ্ভাবকে—জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। জলের আধিক্য—শৈত্যের আধিক্য সদ্ভাবের—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূ করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করুন—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা সেই ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ অচ্ছিন্নং তন্তুং' বলিতে আমর 'ইহলোক-সম্বন্ধি দুশ্ছেদ্য বন্ধনের' বিষয়ই উপলব্ধি করি। এখানে সেই ভববন্ধন-মোচনে আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। সদ্ভাব অধিগত হইলেই, হৃদয়ে সৎস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটিলেই সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। এখানে ভগবদধিষ্ঠানে সংসার-বন্ধন-মোচনের সঙ্কল্পে সাধক উদবুদ্ধ হইয়াছেন,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

তার পর বিংশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এ মন্ত্র রথ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে রথ! অপ্রশস্ত এই নিত্য অগ্নিহোত্র স্থান হইতে প্রশ সৌমিক দেবযজন স্থানের অভিমুখে গমন কর। গমনের পূর্ব্বে পৃথিবী-সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ স্থানে গ

সম্পন্ন কর। হে রথাভিমানী আদিত্য রাক্ষসাদি শত্রুগণকে দেবযজনস্থান হইতে দূরে রাখ।' আমাদের মতে এ মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণের উদ্বোধনা বর্ত্তমান। মন্ত্রটী মনঃসম্বোধন-মূলক। আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে মন! তুমি সৎকর্ম্মে সুফল পাইবার জন্য উদ্বোধিত হও। কিন্তু তুমি তো অন্ধ! কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে সে ফল প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা তো তোমার অবিদিত! সুতরাং তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। এ সংসারে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হউন। সৎপথে পরিচালিত করিয়া, তিনি তোমাকে কর্ম্মফল প্রদান করুন এবং তোমার কর্ম্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুন। এইরূপে তুমি ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে সমারূঢ় হইয়া বহিরন্তঃশত্রু-বিনাশে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাও।' আমরা মনে করি, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই পরমার্থ-লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে সর্ব্বশক্তির আধার, সৎপথপ্রদর্শক ও শত্রুনাশক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সকল অন্তরায় দূর হয়। তখনই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তার পর একবিংশ বা শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যজমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন। প্রয়োগ অনুসারে প্রচলিত ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থে নিষ্কাশিত হয়, তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় দেবযজন-স্থানে আগত হইয়াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে আছেন। আমরা ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীয় মন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের মত গম্ভীর সোমযাগ সমাপন করতঃ ধনের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ও অন্নঃ দ্বারা হৃষ্ট (আনন্দিত) হই।'

এক্ষণে আমরা যেদিক্ দিয়া যেরূপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই হৃদয়রূপ (ইদং যজনং) যজ্ঞ-স্থানটী যেন এমন ভাবে প্রস্তুত হয়, যেখানে নিখিল দেবভাব (দেববিভূতি) অধিষ্ঠিত হয়েন।' হৃদয়ই দেবযজ্ঞের (পূজার প্রকৃত স্থান! বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পূজার স্থানটী প্রস্তুত করা হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান হৃদয়টী প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া যাইবে! তাই আমরা 'যজন' শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়া (যজ্ঞের) ভিতর স্থান পর্য্যন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'যজন' শব্দেই 'দেবতার পূজার স্থান' অভিহিত হয়। 'দেবযজন' শব্দে ঐ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের বৈয়র্থ্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, 'দেব' পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত—এইরূপ আমনন করা হইয়াছে। তার পর, "আ পৃথিব্যাঃ" পদে 'এই পৃথিবীতে থাকিয়াই'—এইরূপ ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়া হৃদয় দেবভাবযুত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা,—'এই ভূলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবযুত হয়, হে দেব! আপনি তাহাই করুন।' দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—'আমরা অজ্ঞানতা-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ ('সন্তরন্তঃ' পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ মন্ত্রের (স্তবের) দ্বারা এবং পরমধনের (রায়ঃ) পোষক (পোষণে) সত্ত্বভাব (ইষা) দ্বারা আনন্দিত হই।' ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তবে

'রায়ঃ' পদে, সামান্য ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন—জ্ঞানধন, আর 'ইষা' পদে কেবল 'অন্ন' অর্থ না লইয়া 'সত্ত্বভাব' রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রখ্যাপিত হইতেছে। প্রথম অংশে 'হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবাপন্ন করুন'—এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে—'তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা যেন আমরা আনন্দিত হই'—এই প্রার্থনায়, সত্ত্বভাবই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেববিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। এইরূপে, সাধক ভগবানকেই একমাত্র পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—'হে ভগবন! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমায় ত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক; আমার জন্ম-গতি রোধ হউক।' (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)।

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ।)

(১) ইয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ॥

(২) জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা॥

(৩) শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেবꣳ হবিঃ॥

(৪) সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা॥

(৫) চিদসি মনাঽসি ধীরসি দক্ষিণা অসি
যজ্ঞিয়াঽসি ক্ষত্রিয়াঽস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।

(৬) সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্বা পদি
বধ্নাতু পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়।

(৭) অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা
সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ।

(৮) সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়তু মিত্রস্য
পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ইয়ম্। তে। শুক্র। তনূঃ। ইদম্। বর্চ্চঃ। তয়া।
সমিতি। ভব। ভ্রাজম্। গচ্ছ।

(২) জূঃ। অসি। ধৃতা। মনসা। জুষ্টা। বিষ্ণবে। তস্যাঃ। তে।

সত্যসবস ইতি সত্য—সবসঃ। প্রসব ইতি প্র—সবে। বাচঃ। যন্ত্রম্। অশীয়। স্বাহা॥

(৩) শুক্রম্। অসি। অমৃতম্। অসি। বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্। হবিঃ।

(৪) সূর্য্যস্য। চক্ষুঃ। এতি। অরুহম্। অগ্নেঃ। অক্ষ্ণঃ। কনীনিকাম্।

যৎ। এতশেভিঃ। ঈয়সে। ভ্রাজমানঃ। বিপশ্চিতা।

(৫) চিৎ। অসি। মনা। অসি। ধীঃ। অসি। দক্ষিণা। অসি। যজ্ঞিয়া।

অসি। ক্ষত্রিয়া। অসি। অদিতিঃ। অসি। উভয়তঃ শীর্ষ্ণীত্যুভয়তঃ—শীর্ষ্ণী॥

(৬) সা। নঃ। সুপ্রাচীতি সু—প্রাচী। সুপ্রতীচীতি সু—প্রতীচী। সমিতি।

ভব। মিত্রঃ। ত্বা। পদি। বধ্নাতু। পূষা। অধ্বনঃ। পাতু।

ইন্দ্রায়। অধ্যক্ষায়েত্যধি—অক্ষায়।

(৭) অম্বিতি। ত্বা। মাতা। মন্যতাম্। অম্বিতি। পিতা। অম্বিতি। ভ্রাতা। সগর্ভ্য

ইতি স—গর্ভ্যঃ। অম্বিতি। সখা। সযূথ্য ইতি স—যূথ্যঃ।

(৮) সা। দেবি। দেবম্। অচ্ছ। ইহি। ইন্দ্রায়। সোমম্। রুদ্রঃ। ত্বা॥

এতি। বর্ত্তয়তু। মিত্রস্থ। পথা। স্বস্তি। সোমসখেত্তি সোম—সখা। পুনঃ।

এতি। ইহি। সহ। রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'শুক্র' (হে শুক্র, হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব!) 'ইয়ং' (মদীয়ং দেহলক্ষণং বিদ্যমানতাং এব) 'তে' (তব) 'তনূঃ' (আধাররূপং, আশ্রয়স্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ); 'ইদং' (প্রকাশমানং, সর্ব্বৈব অনুভূয়মানং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'বর্চ্চঃ' (তব তেজঃ, প্রকাশরূপঃ ইত্যর্থঃ); 'ত্বয়া' (মদীয়য়া তন্বা) 'সংভব' (একীভব, যদ্বা একীভূয় ইতি যাবৎ) 'ভ্রাজং' (দীপ্তিং, শুদ্ধসত্ত্বং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সংমিলিতঃ ভব।

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তে! ত্বং 'মনসা' (হৃদি) 'ধৃতা' (প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) 'বিষ্ণবে' (ব্যাপকায় ভগবতে) 'জুষ্টা' (প্রীতিযুক্তা সতী) 'জূরসি' (জীবনমসি, শক্তিপ্রবর্দ্ধিকা ভবসি)। ভগবৎপ্রীতিসাধিকা ভক্তিঃ হৃদি আবির্ভূতা সতী মম প্রাণ-শক্তিং বর্দ্ধয়তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ।

(খ) তস্যা (তথাবিধায়াঃ, পূর্ব্বোক্তায়াঃ গুণান্বিতায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সত্যসবসঃ' (সত্ত্বসহজাতায়াঃ) 'তব' (ভক্তেঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে) অনুবর্ত্তী অহং 'বাচঃ' (কর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'যন্ত্রং' (নিয়ামনং, দার্ঢ্যং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং); 'স্বাহা' (তৎসঙ্কল্পেন স্বাহামন্ত্রেণ হবিরর্পয়ামি, সুহুতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি শেষঃ)। মম হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'শুক্রং' (তেজস্বরূপঃ, প্রজ্ঞানময়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ ত্বং 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অসি' (ভবসি); 'অমৃতং' (মরণ-রহিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অপিচ ত্বং 'বৈশ্বদেবং' (সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনঃ, সর্ব্বদেব-ভাবপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ ময়ি জাগরিতঃ ভবতু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'চক্ষুঃ' (দৃষ্টিং) 'আরুহং' (প্রাপ্নুহি), তথা 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'অক্ষ্ণঃ' (নেত্রস্য) 'কনীনিকাং' (তারকাং) প্রাপ্নুহি ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্য দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা ভবতু, যদ্বা ত্বং একান্তেন জ্ঞানানুসারী ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) 'যৎ' (যস্মিন অবস্থায়াং—গমনার্থং ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বিপশ্চিতা' (বিদুষা জ্ঞানিনা বা সহ) 'ভ্রাজমানঃ' (দীপ্যমানঃ, সম্মিলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি, 'এতশেভিঃ' (ত্বরিতসৎকর্ম্মপরতাভিঃ) তদবস্থায়াং 'ঈয়সে' (উপনীতঃ অগ্রসরঃ বা ভব ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানিনাং অনুসরণং কৃত্বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ত্বং জ্ঞানবানঃ ভব ইত্যেবং আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'চিৎ' (চিৎস্বরূপিণী, চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী বা, যদ্বা - অচৈতনস্য চৈতন্যসম্পাদয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'মনা' (মনঃস্বরূপা, সর্ব্বজ্ঞা, যদ্বা—সঙ্কল্পবিকল্পরূপা চ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ধীঃ' (নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দক্ষিণা' (সৎকর্ম্মণঃ পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী, অভীষ্টপূরয়িত্রী বা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ক্ষত্রিয়া' (অমিততেজা, অজেয়া ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞস্বরূপা, সৎকর্ম্মরূপা, যদ্বা—সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়া, নিখিলপ্রাণিজাতস্য হৃদিধারণার্হা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'উভয়তঃ' (আদ্যন্তয়োঃ, সর্ব্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'শীর্ষ্ণী' (শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া ইত্যর্থঃ) ভবসীতি শেষঃ। অত্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি। অয়ং ভাবঃ—হে দেবি! ত্বং হি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। অতস্ত্বং সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া। বিশ্বাঃ লোকাঃ ত্বাং কাময়ন্তে। বয়মপি তব করুণাং যাচামহে। কৃপয়া অস্মান্ তব মহিমানং বিজ্ঞাপয়ং অস্মান্ তৎসহযুতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

৬। হে দেবি! 'সা' (পূর্ব্বোক্তরূপেণ গুণোপেতা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং পরিত্রাণায় ইতি ভাবঃ) 'সুপ্রাচী' (সুষ্ঠুভাবেন অস্মদভিমুখা, অস্মাকং অনুকূলা সহজ-প্রাপ্যা বা ভবতি ইতি শেষঃ; যদ্বা—প্রাক্ অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ কুরু, পশ্চাৎ) 'সুপ্রতীচী' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ তদভিমুখিনঃ কৃত্বা, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বং গ্রহীত্বা অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সংভব' (সমুদ্ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব ইতি ভাবঃ); মিত্রঃ (অস্মাকং মিত্রভূতঃ পরমোপকারকঃ সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পদি' (শ্রেষ্ঠপ্রদেশে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বধ্নীতাং' (বন্ধনং করোতু, দৃঢ়ং প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রসাদাৎ 'অধ্যক্ষায়' (সর্ব্ব-দ্রষ্টবে, যদ্বা—সৎকর্ম্মস্বামিনে ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবদর্থং, ভগবৎপ্রীতিনিমিত্তায়) 'পূষা' (সত্ত্বভাবপোষকঃ দেবঃ, যদ্বা—সর্ব্বস্য রক্ষকঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বনঃ' (অসন্মার্গাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু—অস্মানিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে দেবি! ত্বং অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কুরু স্বয়ং চ সত্ত্বভাবেন সহ অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতা ভব যেন বয়ং অকিঞ্চনা ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থাঃ ভবাম মোক্ষঞ্চ প্রাপ্স্যামঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবী! 'মাতা' (জননী, সন্তানহিতাভিলাষিণী সর্ব্বা গর্ভধারিণী এব) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুমন্যতাং' (অনুস্মরতু); ইহজগতি সর্ব্বা মাতরঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ। তথা 'পিতা' (সন্তানহিতকামী সর্ব্বে জনকাঃ এব) 'অনু' (তাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'সগর্ভ্যঃ' (সমানগর্ভসম্ভূতঃ মনুষ্য-পর্য্যায়ভুক্ত ইত্যর্থঃ) 'ভ্রাতা' (সর্ব্বেঃ সহোদরাঃ এব) 'অনু' (ত্বাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণো ভবন্তু ইতি ভাবঃ); তথা 'সযূথ্যঃ' (স্বজনভুক্তঃ) 'সখা' (সকলঃ মিত্রজনঃ) ত্বাং অনুস্মরতু। সর্ব্বে মনুষ্যাঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবি' (হে দ্যোতনাত্মনে) 'সা' (অশেষোপকারসাধিকা) ত্বং 'দেবং' (দেবভাবং) 'অচ্ছেহি' (অস্মান্ প্রাপয়), তথা 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সোমং' (অস্মাকং শুদ্ধ-সত্ত্বং ইতি ভাবঃ) প্রাপয় সংবাহয় ইতি ভাবঃ। 'রুদ্রঃ' (রুদ্রভাবাপন্নঃ শাসকঃ দেবঃ, দেবস্য

কঠোরভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আবর্ত্তয়তু' (প্রাপয়তু, ত্বাং প্রাপ্য অস্মান্ প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্তঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); অপি= 'মিত্রস্য' (মিত্রবৎ পরমহিতসাধকস্য ভগবতঃ মিত্রদেবস্য ইতি যাবৎ) 'পথা' (পন্থানং) প্রদর্শয়তু ইতি শেষঃ। 'স্বস্তি' (ভগবৎ-কৃপয়া অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু); অপিচ 'সোমসখা' (সত্বভাবসহযুতা সতী) ত্বং 'রয্যা সহ' (পরমধনেন সহ ইতি যাবৎ) 'পুনরেহি' (পুনরাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি চিরবিদ্যমানা ভব ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—সর্ব্বে মনুষ্যাঃ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণাঃ সন্তু। ভগবদ্ভক্তিরেব নরেভ্যঃ পরমং পদং দদাতি॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৪ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব। আমার এই দেহলক্ষণ বিদ্যমানতাই (শরীরই) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান্ শুদ্ধসত্ত্বই আপনার তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন, (অথবা—একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন)।'

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, আমার শক্তিবর্দ্ধক হউন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রীতিসাধিকা ভক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্দ্ধন করুন—এই আকাঙ্ক্ষা)।

(খ) পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, আমি আমার এই জীবনের দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সঙ্কল্পে স্বাহামন্ত্রে হবিরর্পণ করিতেছি—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—আমার হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হউক)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি তেজঃস্বরূপ হও, পরমানন্দদায়ক হও, মরণরহিত নিত্য হও, সর্ব্বদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,—সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাতে জাগরিত হউক)।

৪। (ক) হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক অর্থাৎ তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও)।

(খ) যে অবস্থায় গমনের জন্য তুমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান অর্থাৎ সম্মিলিত হও, ত্বরিৎসৎকর্ম্মতার দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত হও। (ভাব এই যে,—জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তুমি জ্ঞানবান হও)।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি চিৎস্বরূপা চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী অথবা অচেতনে চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন; আপনি মনঃস্বরূপা সর্ব্বজ্ঞা অথবা সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিতা নির্ব্বিকল্পরূপা হয়েন; আপনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা হয়েন; আপনি সৎকর্ম্ম-সমূহের পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী অথবা অভীষ্টপূরণকর্ত্রী হয়েন; আপনি অমিততেজা অজেয়া হয়েন; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন; আপনি আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা হয়েন; (অতএব) আপনি আদ্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা সকলের বরণীয়া হন। (এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী। অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পূজ্যা। বিশ্বের সকল লোকই আপনাকে কামনা করে। আমরাও আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। কৃপা করিয়া, আপনি আমাদিগের নিকট আপনার মহিমা ব্যক্ত করুন এবং আমাদিগকে আপনার সহিত সংযুক্ত করুন। মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)।

৬। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণোপেতা আপনি, আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য সুষ্ঠুভাবে আমাদিগের অভিমুখী অর্থাৎ আমাদিগের সহজপ্রাপ্য হউন; অথবা, প্রথমতঃ আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন, পশ্চাৎ আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে আপনার অভিমুখী করুন; অথবা, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া আমাদিগের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠিত হউন। প্রজ্ঞানরূপী সেই মিত্রদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বন্ধন করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। সর্ব্বদর্শী সৎকর্ম্মস্বামী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সদ্ভাবপোষক সর্ব্বসংরক্ষক পূষা দেবতা (আমাদিগকে) অসন্মার্গ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি আমাদিগকে সত্ত্ব-সমন্বিত করুন, আর সেই সত্ত্বভাব-সহযুত হইয়া আপনি

আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎ-প্রীতি-সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাভ করি)।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবি! সন্তানহিতাভিলাষিণী সকল জননীই আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হউন); সেইরূপ, সন্তানহিতকামী সকল জনকই আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ—সংসারের সকল পিতাই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউন); এইরূপ, সমানগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত সকল ভ্রাতাই আপনাকে অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত হউন); এইরূপ স্বদলভুক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন)।

৮। হে দ্যোতমানাত্মনে! অশেষহিতসাধিকা সেই আপনি, আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন; আর, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বহন করিয়া লউন; রুদ্রভাবাপন্ন দেব (অর্থাৎ দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হউন; আর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সহযুতা হইয়া, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা রহুন। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারের সকলেই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউক; ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে।)। (১ অ—২ প্র—৪ অ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং।)

তৃতীয়ে দেবযজনং স্বীকৃতং। অথ তস্মিন্নেব দেবযজনে সোমযাগোপযোগিসোমং ক্রেতুং সোমক্রয়ণীবিষয়ং হোমাদিকং চতুর্থেঽভিধীয়তে। ইয়ং তে শুক্রেত্যাদয়স্তন্মন্ত্রাঃ। প্রায়ণীয়া-সম্বন্ধি ধ্রৌবাজ্যং। তেনাঽজ্যেন সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহুয়াৎ। ততো মন্ত্রব্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বং প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ণী চানুবাকদ্বয়েন ব্রাহ্মণেঽভিধীয়তে।

তত্র প্রায়ণীয়াং প্রস্তৌতি—"দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্তেঽন্যোঽন্য-মুপাধাবন্ত্বয়া প্রজানাম ত্বয়েতি তেঽদিত্যাঁ সমধ্রিয়স্ত ত্বয়া প্রজানামেতি সাঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মৎ-প্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মদুদয়না অসন্নিতি তস্মাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়ঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। দেবযজনার্থময়ং প্রদেশঃ সমীচীনো ন ত্বিতর ইতি নিশ্চেতুং পরিভ্রম্য তং প্রদেশং নিশ্চিত্য পরিভ্রমণেন দিগ্‌ভ্রমং প্রাপ্য প্রাচীনবংশাদাবসমর্থাঃ সম্পন্নাঃ। ততস্ত্বমেব দিশং জ্ঞাপয়েত্যেবং পরস্পরং বদন্তো দিগ্বোধকশক্তিমদিত্যাং নিশ্চিতবন্তঃ। সা চাদিতিঃ সোমযাগারম্ভসমাপ্ত্যোরহমেব দেবতা ভূয়াসমিতি বরমযাচত। প্রযন্তি প্রারভন্তেঽনেন

দেবতারূপেণেতি প্রায়ণং। উক্তস্তিষ্ঠন্তি সমাপয়ন্ত্যনেনেতি উদয়নং। অহমেব প্রায়ণমারম্ভ-দেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে মৎপ্রায়ণাঃ। অহমেবোদয়নং সমাপ্তিদেবতা যেষাং যজ্ঞানাং তে মদুদয়নাঃ। তস্মাদেবং বৃতত্বাদদিতিদেবতাকঃ প্রায়ণীয়যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। তৎপ্রসঙ্গাদুদয়ন-যাগোঽপি বিধীয়তে। অদিতিরেকা প্রধানদেবতা চতস্রস্ত্বঙ্গদেবতা ইত্যভিপ্রেত্য সংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ দেবতা যজতি পঞ্চ দিশো দিশাং প্রজ্ঞাত্যা অথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

দিগ্বিশেষেষু দেবতাবিশেষান্বিধাতুং প্রস্তৌতি—"পথ্যাᳪ্ স্বস্তিময়জন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্নগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীᳪ্ সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্দ্ধ্বাং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। স্বস্তিসংজ্ঞা দেবতা পথ্যা পথি সাধুঃ॥ দিগ্বিশেষবোধনরূপে মার্গে কুশলা-বিধত্তে—"পথ্যাᳪ্ স্বস্তিং যজতি প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রজানাতি পথ্যাᳪ্ স্বস্তিমিষ্ট্বাঽগ্নীষোমৌ যজতি চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদগ্নীষোমৌ তাভ্যামেবানুপশ্যত্যগ্নীষোমাবিষ্ট্বা সবিতারং যজতি সবিতৃপ্রসূত এবানুপশ্যতি সবিতারমিষ্ট্বাঽদিতিং যজতীয়ং বা অদিতিরস্যামেব প্রতিষ্ঠায়ানুপশ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

অর্থানুসারেণ হোমবিশেষা দিগ্বিশেষেষূন্নেয়াঃ। চক্ষুর্দ্বয়রূপেণ প্রশংসিতুমগ্নীষোময়োঃ সহ নির্দ্দেশঃ। হোমস্তু তয়োঃ ক্রমভাবী দিগ্‌ভেদাদ্যাজ্যানুবাক্যাভেদাচ্চ। ততোঽগ্নিমিষ্ট্বা সোমং যজতীত্যপি বাক্যং দ্রষ্টব্যং। তয়োশ্চক্ষুষ্ট্বং দার্শিকাজ্যভাগব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং। অত্রাদিতে-শ্চরুহোমঃ। "আদিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পয়সি চরুঃ" ইতি শাখান্তরে সমাম্নানাৎ। আজ্যেন তু দেবতান্তরাণাং। তথা চ সূত্রং—"চতুর আজ্যভাগান্ প্রতিদিশং যজতি" ইতি। ঋগনুবচন-মধ্বর্য্যোর্ব্বিধত্তে—"অদিতিমিষ্ট্বা মারুতীমৃচমন্বাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশং খলু বৈ কল্পমানং মনুষ্যবিশমনুকল্পতে যন্মারুতীমৃচমন্বাহ বিশাং ক্লৃপ্‌ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। মরুতো যদ্ধব ইত্যেষা মারুতী। তথা চ সূত্রং—"মারুতীমৃচমন্বাহ মরুতো যদ্ধবো দিব ইতি" ইতি। একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ সপ্তগণরূপা মরুতো মনুষ্যবৈশ্যবদ্দেবানাং ধনসম্পাদকাঃ প্রজাঃ। অনেন মন্ত্রানুবচনেন দেববিশাং সমূহঃ স্বব্যাপারে ক্লৃপ্তো ভবতি। তং চ কল্পমানমনুসৃত্য মনুষ্যপ্রজাসঙ্ঘঃ কল্পতে। অতো মন্ত্রানুবচনং প্রজানাং ক্লৃপ্ত্যৈ ভবতি।

পূর্ব্বপক্ষত্বেন চোদকপ্রাপ্তং কিঞ্চিদঙ্গমপবদতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি প্রযাজবদননূযাজং প্রায়ণীয়ং কার্য্যমনূযাজবদপ্রযাজমুদয়নীয়মিতীমে বৈ প্রযাজা অমী অনূযাজাঃ সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। প্রমুখে যষ্টব্যাঃ সমিদাদিনামকাঃ পঞ্চ প্রযাজা অনু পশ্চাৎসমাপ্তৌ যষ্টব্যা বর্হিরাদিনামকাস্ত্রয়োঽনূযাজাঃ। তদুভয়ং প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরিষ্ট্যো-রতিদেশতঃ প্রাপ্তং। তত্র প্রায়ণীয়েষ্ট্যামনূযাজানুষ্ঠানে যাগঃ সমাপ্যেত তদ্বদুদয়নীয়ায়াং প্রযাজানুষ্ঠানে যাগান্তরং প্রারভ্যেত। তথা সতি সোমযাগো মধ্যে বিচ্ছিদ্যেত। উভয়বর্জ্জনে তু সোমযাগস্য প্রারম্ভরূপায়াং প্রায়ণীয়েষ্টৌবিদানীমনুষ্ঠীয়মানা ইমে প্রত্যক্ষাঃ প্রযাজাঃ সমাপ্তি-রূপায়ামুদয়নীয়েষ্টাবনুষ্ঠীয়মানা অমী পরোক্ষা অনূযাজাঃ। তথা সতি প্রযাজানূযাজদ্বয়েন দর্শযাগস্য যা সন্ততিঃ সৈবাস্য সোমযাগস্য মধ্যে বিচ্ছেদরাহিত্যলক্ষণা সা সন্ততিঃ সম্পদ্যতে। পূর্ব্বপক্ষং দূষয়তি—"তত্তথা ন কার্য্যমাত্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাঽনূযাজা যৎপ্রযাজানন্তরিয়াদাত্মানমন্তরিয়াৎ-

দনূযাজানন্তরিয়াৎ প্রজামন্তরিয়াদযতঃ খলু বৈ যজ্ঞস্য বিততস্য ন ক্রিয়তে তদস্য যজ্ঞঃ পরাভবতি যজ্ঞং পরাভবন্তং যজমানোঽনু পরাভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। আত্মনো বা পুত্রাদের্ব্বা নাস্তরায়ঃ সোঢ়ুং শক্যতে যতো দ্বয়ং তদঙ্গমিত্যর্থঃ॥ সিদ্ধান্তমাহ "প্রযাজব-দেবানূযাজবৎ প্রায়ণীয়ং কার্য্যং প্রযাজবদনূযাজবদুদয়নীয়ং নাঽত্মানমন্তরেতি ন প্রজাং ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজমানঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি।

বিচ্ছেদপরিহারায় বিধত্তে—"প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নীয়মভিনির্ব্বপতি সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। প্রায়ণীয়যাগসম্বন্ধি চরুপাত্রমপ্রক্ষাল্য নিষ্কাসো পাত্রলিপ্তেঽন্নে নির্ব্বাপায়লেপস্য যা সন্ততিঃ সৈব সোমযাগস্যাবিচ্ছেদরূপা সা সন্ততির্ভবতি। প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দ্দৈবতৈক্যেন যাজ্যায়া অপ্যেকত্বপ্রাপ্তৌ ব্যত্যাসং বিধত্তে—"যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যা যত্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্য্যাৎ পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোনুবাক্যাস্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৫) ইতি। স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠেত্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যা উদয়নীয়স্যাপি তথেত্যেবং কেচিদাহুঃ। তথা সতি প্রতিনিবৃত্তেরভাবাদ্যজমানোঽস্মাল্লোকাৎ পরাঙ্মুখঃ স্বর্গমারোঢ়ুং সহসা ম্রিয়তে। তস্মাত্তেষাং পক্ষো ন যুক্তঃ। যাস্তু স্বস্তি নঃ পথ্যেত্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোনু-বাক্যাস্তাসাং যাজ্যাত্বে সতি স্বস্তিরিদ্ধীত্যাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং পুরোনুবাক্যাত্বায় প্রতিনিবৃত্তে-র্যজমানোঽপ্যস্মিল্লোঁকে প্রতিতিষ্ঠত্যেব। ইত্থং প্রায়ণীয়েষ্টিমুক্ত্বা সোমক্রয়ণীং বক্তুং সোমাহরণং সোপাখ্যানমাহ—"কদ্রুশ্চ বৈ সুপর্ণী চাঽত্মরূপয়োরস্পর্দ্ধেতাঁ সা কদ্রূঃ সুপর্ণীমজয়ৎ সাঽব্রবী-ত্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। কদ্রূঃ সুপর্ণী চোভে সপত্ন্যৌ পরাজয়ে দাসীত্বমভ্যুপে ময়ৈব সৌন্দর্য্যং ময়ৈবেত্য-স্পর্দ্ধেতাং। তত্র মধ্যস্থাঃ কদ্রুবা জয়মূচিরে। সা চ কদ্রূঃ সপত্নীং দাসীত্বেন পরিগৃহ্য তন্মোচনোপায়ং স্বয়মেবোপদিদেশ। ইতোঽস্মাল্লোকাদারভ্য গণনায়াং তৃতীয়া দ্যৌঃ স্বর্গলোক-স্তস্মিন্ সোমো বর্ত্ততে। মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতেঽপি লোকা দ্যুশব্দাভিধেয়াস্তস্মাদিতস্তৃতীয়স্যা-মিতি বিশেষ্যতে। সোম আহৃত্য দত্তে সতি ত্বাং মুঞ্চামীতি। সোমাহরণং সম্ভাবয়িতুং শ্রুতিরাহ—"ইয়ং বৈ কদ্রুরসৌ সুপর্ণী ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ভূলোকরূপত্বাৎ কদ্রূঃ স্বয়মাহর্ত্তুং ন শক্নোতি। সুপর্ণী তু দ্যুলোকরূপত্বাদুৎপতন-সমর্থানাং গায়ত্র্যাদিরূপাণামপত্যানাং সদ্ভাবাচ্চ শক্নোতি। অথ সা সুপর্ণী স্বপুত্রাণাং গায়ত্র্যা-দীনামগ্রে স্ববৃত্তান্তং স্পষ্টী করোতীত্যাহ—"সাঽব্রবীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রাস্বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাঽত্মানং নিষ্ক্রীণীষ্বেতি মা কদ্রুরবোচদিতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। পুন্নামনরকোপলক্ষিতাদশেষাদ্দুঃখাত্রায়ন্ত ইতি পুত্রাস্তান্ পুত্রানস্মাৎ এতাদৃশোপদ্রবপরিত্রাণায় মাতাপিতরৌ পুষ্ণীতঃ। হে গায়ত্র্যাদিপুত্রাঃ কদ্রুবচনমবগত্য যদুচিতং তৎকুরুধ্বং। গায়ত্র্যাদীনামৈচ্ছিকশরীরধারিত্বাৎ পুত্রত্বমবিরুদ্ধং। তত্র প্রৌঢ়ত্বাদাদৌ জগতী প্রবৃত্ত ইত্যাহ—"জগত্যুদপতচ্চতুর্দ্দশাক্ষরা সতী সাঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতাঁ সা পশুভিশ্চ দীক্ষয়া চাঽগচ্ছত্তস্মাজ্জগতী ছন্দসাং পশব্যতমা তস্মাৎ পশুমন্তং দীক্ষোপনমিতি" (সং০ কা০ ৭ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি।

পুরা জগতীপাদস্য চতুর্দ্দশাক্ষরাণ্যাসন্। তাদৃশী জগতী দ্যুলোকং গত্বা স্বানভ্রাজাদি-সোমরক্ষকৈঃ সহ যুদ্ধা সোমমপ্রাপ্যাগ্নীষোমীয়সবনীয়ানুবন্ধ্যাখ্যপশুনিষ্টিসাধ্যাং দীক্ষাং চ গৃহীত্বা স্বকীয়ে চাক্ষরদ্বয়ে স্বানাদিভির্গৃহীতে সতি পরাজিত্য সমাগতা। যস্মাজ্জগতী পশূনানয়ত্তস্মাৎ সৈবাত্যন্তং পশুপ্রদা। যতঃ পশুভিঃ সহ দীক্ষাংনীতা ততঃ স্বাধীনসম্পত্তৌ সত্যাং দীক্ষায়াং প্রবর্ত্ততে। তথৈব ত্রিষ্টুভো যুদ্ধং দর্শয়তি—"ত্রিষ্টুগুদপতত্ত্রয়োদশাক্ষরা সতী সাংপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তত তস্যৈ দ্বে অক্ষরে অমীয়েতাঁ সা দক্ষিণাভিশ্চ তপসা চাংগচ্ছৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। গৌশ্চাশ্বশ্চেত্যাদয়ো দক্ষিণাঃ। অশনপরিত্যাগমুষ্টিবন্ধবাগ্যমনবনীতাভ্যঙ্গকৃষ্ণাজিনপ্রাবরণাদিক্লেশসহিষ্ণুত্বং তপঃ। প্রাণবৎপ্রিয়স্য গবাশ্বাদের্দানমধিকং তপঃ। ত্রিষ্টুভা তদানয়নমুপপাদয়তি—"তস্মাত্রিষ্টুভো লোকে মাধ্যন্দিনে সবনে দক্ষিণা নীয়ন্ত এতৎ খলু বাব তপ ইত্যাহুর্যঃ স্বং দদাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। মাধ্যন্দিনসবনস্য ত্রিষ্টুগভিমানিনী দেবতা। ততস্তদেতস্ত্রিষ্টুভো লোকঃ স্থানং, শরীরপ্রয়াসাদপি ধনহানিকৃতস্য মানসপ্রয়াসস্যাধিকত্বাদ্দত্তেন ধনেন পরোপজীবনাচ্চ দানমেব মহত্তপ ইত্যভিজ্ঞানাং মতং। গায়ত্র্যা যুদ্ধে জয়ং দর্শয়তি—"গায়ত্র্যুদপতচ্চতুরক্ষরা সত্যজয়া জ্যোতিষা তমস্যা অজাংভ্যরুন্ধ তদজায়া অজত্বঁ সা সোমং চাংহরচ্চত্বারি চাক্ষরাণি সাংষ্টাক্ষরা সমপদ্যত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। সহায়রহিতয়োঃ পূর্ব্বয়োঃ পরাজয়ং দৃষ্ট্বা গায়ত্রী স্বয়মজয়া সহোদপতৎ। সা ত্বজা গায়ত্র্যর্থং স্বকীয়েন তেজসা তং সোমনভিতো রুরোধ। তস্মাদ্রোধনপর্য্যায়ক্ষেপণার্থাদজধাতোরজেতি নাম নিষ্পন্নং। প্রশ্নোত্তরাভ্যাং গায়ত্রীং প্রশংসতি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্গায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসাঁ সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি যদেবাদঃ সোমমাহরত্তস্মাদ্যজ্ঞমুখং পর্য্যৈত্তস্মাত্তেজস্বিনীতমা" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। সত্যাৎ কারণাৎ। কনিষ্ঠা ন্যূনাক্ষরা। যজ্ঞমুখং প্রাতঃসবনং। তত্র বহিষ্পবমাননাম্নি প্রথমস্তোত্র উপাস্মৈ গায়তা নর ইত্যাদ্যা ঋচো গায়ত্র্যঃ। সেয়ং যজ্ঞমুখপ্রাপ্তিঃ। ব্রহ্মবাদিষ্বেব বুদ্ধিমন্তো যদেবেত্যাদ্যুত্তরমাহুঃ। যস্মাদিয়মদোংমুষ্মাল্লোকাৎ সোমমাহরত্তস্মাদস্যা মুখপ্রাপ্তির্যুক্তা। মুখত্বাদেবাস্যাস্তেজোবাহুল্যং। আহরণপ্রকারং দর্শয়তি—"পদ্ভ্যাং দ্বে সবনে সমগৃহ্ণান্মুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃহ্ণাত্তদধয়ত্তস্মাদ্দ্বে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যন্দিনং চ তস্মাত্তৃতীয়সবন ঋজীষমভিষুণ্বন্তি ধীতমিব হি মন্যন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র ১ অ০ ৬) ইতি। পক্ষিরূপা গায়ত্রী সবনদ্বয়পর্য্যাপ্তৌ সোমভাগৌ পদ্ভ্যাং সংগৃহ্য তৃতীয়সবনপর্য্যাপ্তং সোমভাগং চঞ্চুপুটাভ্যাং সন্দশ্য তদীয়ং রসং পপৌ। যস্মাৎ পদ্ভ্যাং ধৃতৌ সোমভাগৌ ন পীতৌ তস্মাৎ প্রাতঃসবনমাধ্যন্দিনসবনে শুক্রশব্দাভিধেয়েন সোমরসেনোপেতে॥ যস্মাত্তৃতীয়ো ভাগঃ পীতস্তস্মাৎ পীতত্বং মন্যমানাস্তৎসাদৃশ্যার্থমৃজীষমভিষুণুয়ুরিতি প্রাসঙ্গিকং কিঞ্চিদ্বিধায় তত্রাপরং বিশেষং বিধত্তে—"আশিরমবনয়তি সশুক্রত্বায়াথো সম্ভরত্যেবৈনৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। আশিরং ক্ষীরং। সশুক্রত্বং সরসত্বং। কিং চ ক্ষীরসেচনাদৃজীষগতসোমস্বরূপহবিঃ সম্ভরতি সম্যক্‌পোষয়ত্যেব। পুনরপ্যন্যদ্বিধত্তে—"তঁ সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাৎস তিস্রো রাত্রীঃ পরিমুষিতোংবসত্তস্মাত্তিস্রো রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। উপসদ্দিবসেষু ত্রিদ্বভিষবমকৃত্বা সোমং নিবাসয়েদিত্যর্থঃ।

ইত্থং সোমাহরণং নিরূপ্য সোমক্রয়ণীং নিরূপয়িতুমারভতে—"তে দেবা অব্রুবন্ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রিয়া নিষ্ক্রীণামেতি তে বাচᳫ স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃত্বা তয়া নিরক্রীণন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। একসম্বৎসরবয়স্কয়া স্ত্রীরূপয়া বাগ্দেবতয়া সোমস্য নিষ্ক্রয়ঃ কৃতঃ। গন্ধর্ব্বেম্বপরক্তায়াস্তস্যাঃ স্ত্রিয়া রোহিতগোরূপতাং দর্শয়তি—"সা রোহিদ্রূপং কৃত্বা গন্ধর্ব্বেভ্যোঽপক্রম্যাতিষ্ঠত্তদ্রোহিতো জন্ম" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। দেবেম্বনুরক্তায়াঃ পুনর্দ্দেবতাপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—"তে দেবা অব্রুবন্নপ যুষ্মদক্রমীন্নাস্মানুপাবর্ত্ততে বিহ্বয়ামহা ইতি ব্রহ্ম গন্ধর্ব্বা অবদন্নগায়ন্দেবাঃ সা দেবান্‌গায়ত উপাবর্ত্তত তস্মাদ্গায়ন্তᳫ স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। বিহ্বয়ামহৈ বিলক্ষণং যথা ভবতি তথৈবাহ্বয়ামঃ। ব্রহ্ম বেদঃ। এতদ্বৃত্তান্তবেদনং প্রশংসতি—"কামুকা এনᳫ স্ত্রিয়ো ভবন্তি য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জন্যেষু ভবতি তেভ্য এব দদত্যুত যদ্বহুতয়া ভবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। বরস্য স্নিগ্ধা বরার্থং কন্যামন্বেষ্টুং প্রবৃত্তা বান্ধবা জন্যাঃ। তাদৃশানাং জন্যানাং দ্বৌ বর্গৌ। তত্রৈকস্মিন্বর্গে যথোক্তবেদনরহিতা অনেকগুণান্তরোপেতা বহবো বরা যদ্যপি সন্তি তথাঽপি তং বর্গমুপেক্ষ্য যেষু জন্যেম্বেকোঽপ্যেবং বিদ্বান্বরো ভবতি তেভ্য এব জন্যেভ্যঃ কন্যাং তৎপিতরো দদতি॥ সোমক্রয়ণ্যাং গুণং বিধত্তে—"একহায়ন্যা ক্রীণাতি বাচৈবৈনᳫ সর্ব্বয়া ক্রীণাতি তস্মাদেকহায়না মনুষ্যা বাচং বদন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। বাগ্দেবতয়াঃ সোমক্রয়ণীরূপস্বীকারাৎ সর্ব্বয়া বাচা ক্রয় উপপদ্যতে। একসম্বৎসরস্বীকারশ্চ তস্মিন্বয়সি সতি বদনব্যবহারোপক্রমাৎ। বর্জ্জ্যদোষান্বিশদয়তি—"অকূটয়াঽকর্ণয়াঽকাণয়াশ্লোণয়াঽসপ্তশফয়া ক্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। কূটা কুটিলশৃঙ্গী। কর্ণা ছিন্নকর্ণোপেতা। কাণা ত্বেকাক্ষী। শ্লোণা কুষ্ঠাদিদূষিতা। সপ্তশফা ন্যূনাঙ্গী। এতা বর্জ্জ্যাঃ। উপাদেয়াং দর্শয়তি—"সর্ব্বয়ৈবৈনং ক্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। সর্ব্বাঽবয়বসম্পূর্ণেত্যর্থঃ। বিপক্ষবাধপুরঃসরং স্বপক্ষং বিধত্তে—"যচ্ছ্বেতয়া ক্রীণীয়াদ্দুশ্চর্ম্মা যজমানঃ স্যাদ্যৎকৃষ্ণয়াঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদ্দ্বিরূপয়া বার্ত্রঘ্নী স্যাৎস বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়াদরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমস্য রূপᳫ স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া ক্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। মৃতং পুরুষমনু হন্যমানা গৌরনুস্তরণী। কৃষ্ণায়াস্তাদৃক্ত্বেন যজমানো ম্রিয়েত। বর্ণদ্বয়োপেতা যদ্যপি বিরোধিঘাতিনী তথাঽপি যজমানতদ্বৈরিণোরন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ কো হন্তি কো বা হন্যত ইতি ন জ্ঞায়তে। অরুণত্বং পিঙ্গাক্ষত্বং চ সোমদেবতায়াঃ স্বরূপং। অতস্তাদৃশী গৌঃ সোমক্রয়ায় সদৃশী ভবতি। ইত্থং চতুর্থানুবাকোক্তমন্ত্রব্যাখ্যানস্যোপোদ্ঘাতত্বেন ব্রাহ্মণেন প্রায়ণীয়াসোমক্রয়ণ্যাবনুবাকাভ্যামভিহিতে। অথ মন্ত্রা ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

১। "ইয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ।"—কল্পঃ—"অথৈতদ্ধ্রুবাজ্যমাপ্যায্য স্রুচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা সূত্রেণ হিরণ্যং নিষ্টর্ক্যং বদধ্বা দর্ভাভ্যাং প্রবধ্য স্রুচ্যাবদধাতীয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছেতি" ইতি। হে শুক্র দীপ্তিমদ্ধিরণ্য তবেয়ং জুহূস্তনূঃ, ইদং ঘৃতং তব তেজোঽতস্তয়া জুহ্বা সঙ্গচ্ছ সম্ভব। হে হিরণ্যাঽজ্যরূপাং ভ্রাজং দীপ্তিং প্রাপ্নুহি। অথ বা হে শুক্র বহু ইয়মাজ্যরূপা তব তনূরিদং হিরণ্যং

তস্য তেজ ইত্যেবং ব্রাহ্মণানুসারেণ ব্যাখ্যাতব্যং। আধানব্রাহ্মণোক্তং হিরণ্যস্য মহিমানং তত্রত্যপদত্রয়োচ্চারণেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য প্রশংসতি—"তদ্ধিরণ্যমভবত্তস্মাদদ্ভ্যো হিরণ্যং পুনন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। আধানব্রাহ্মণে হ্যেবমাম্নায়তে—"আপো বরুণস্য পত্ন্য আসন্। তা অগ্নিরভ্যধ্যায়ৎ। তাঃ সমভবৎ। তস্য রেতঃ পরাপতৎ। তদ্ধিরণ্যমভবৎ" ইতি। তস্মাদ্ধিরণ্যস্য বহ্নিঃ পিতাঽপো মাতরঃ। তস্মাৎ স্বতঃ শুদ্ধং হিরণ্যং যদি কদাচিদ্রজস্বলাদিস্পর্শেন শোধনীয়ং ভবতি তদাঽদ্ভ্যঃ পুনন্তি জলেনৈব শোধয়ন্তি ন তু কাংস্যতাম্রাদেরিব ভস্মাম্লাদিকমপেক্ষতে॥ জুহ্বাং হিরণ্যপ্রক্ষেপেণ বিশিষ্টং হোমং বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জায়ন্ত ইতি যদ্ধিরণ্যং ঘৃতেঽবধায় জুহোতি তস্মাদনস্থিকেন প্রজাঃ প্র বীয়ন্তেঽস্থন্বতীর্জায়ন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। তস্মাদনস্থিকেন বীর্য্যেণ প্রজাঃ প্রবীয়ন্তে গর্ভাঃ ক্রিয়ন্তে। উৎপত্তিকালে ত্বস্থিযুক্তা জায়ন্তে। তত্র বীর্য্যসদৃশমাজ্যমনস্থিসদৃশং হিরণ্যং। তদিদং সাদৃশ্যং নির্ব্বোঢ়ুমীশ্বরেণাস্থি নির্ম্মীয়ত ইত্যর্থঃ। বহ্নিসম্বন্ধবোধনপরতয়া মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"এতদ্বা অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ঘৃতং তেজো হিরণ্যমিয়ং তে শুক্র তনূরিদং বর্চ্চ ইত্যাহ সতেজসমেবৈনꣳ সতনুং করোত্যথো সং ভরত্যেবৈনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। এনমগ্নিং সম্ভরতি সম্যক্করোত্যেব। বহ্নিসম্বোধনেন তদীয়তেজোরূপেণ হিরণ্যমত্র প্রকাশ্যতে। হিরণ্যস্য সূত্রেণ বন্ধনং বিধত্তে—"যদবদ্ধমবদধ্যাদ্গর্ভাঃ প্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুর্ব্বদ্ধমবদধাতি গর্ভাণাং ধৃত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। সূত্রাগ্রাকর্ষণেন যথা সহসা মুচ্যতে তথা বধ্নীয়াদিতি বিশেষং বিধত্তে—"নিষ্টর্ক্যং বধ্নাতি প্রজানাং প্রজননায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। নিঃশেষেণ সহসা মোচনযোগ্যং নিষ্টর্ক্যং।

২। "জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহা।"—কল্পঃ—"ন্যাড়ীস্রুগ্দণ্ড উপসংগৃহ্যাঽহবনীয়ে জুহোত্যন্বারব্ধে যজমানে জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যন্ত্রমশীয় স্বাহেতি" ইতি। হে সোমক্রয়ণি বাগ্রূপা ত্বং জূর্ব্বেগযুক্তাঽসি মনসা নিয়মিতাঽসি যজ্ঞায় প্রিয়াঽসি। তাদৃশ্যা অমোঘপ্রেরণায়াস্তব প্রেরণে সতি মন্ত্রোচ্চারণরূপায়া বাচো যন্ত্রং নিয়মমশীয় প্রাপ্নুয়াং। ইদমাজ্যং হুতমস্তু। যথোক্তার্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—"বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী জূরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা জবতে তদ্বাচা বদতি ধৃতা মনসেত্যাহ মনসা হি বাগ্ধৃতা জুষ্টা বিষ্ণব ইত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞায়ৈবৈনাং জুষ্টাং করোতি তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূতামেব বাচমবরুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। জবতে তূর্ণং কর্ত্তব্যমিত্যবগচ্ছতি।

৩। "শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেবꣳ হবিঃ।"—বৌধায়নঃ—"অগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্যজমানমাজ্যমবেক্ষয়তি শুক্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেবꣳ হবিরিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহোতি জূরসীত্যপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শুক্রমসীতি হিরণ্যং ঘৃতাদুদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবꣳ হবিরিত্যাজ্যমবেক্ষ্য" ইতি। শুক্রং দীপ্তিমৎ। অমৃতং নাশরহিতং। হে আজ্য হে হিরণ্যেতি বা যোজ্যং। হে আজ্য ত্বং সর্ব্বদেবপ্রিয়ং হবিরসি। তদিদং স্পষ্টত্বায় ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতং।

৪। "সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপ-

শ্চিতা।”—কল্পঃ—“অথৈনদ্ধিরণ্যমন্তর্দ্ধায়াঽদিত্যমুদীক্ষয়তি সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতেতি” ইতি। সূর্য্যসম্বন্ধি মদীয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং, কনীনিকা ত্বগ্নিসম্বন্ধিনী, তদুভয়মারুহং প্রাপ্তোঽস্মি। যতো হে সূর্য্য ত্বমেতশনামকৈরশ্বৈর্গচ্ছসি, হে বহ্নে ত্বং বিপশ্চিতা তেজসা ভ্রাজমানোঽসি তস্মাদ্রক্ষোনিবারণায় যুবামুভৌ প্রাপ্তোঽস্মি। এতদভিপ্রায়ং দর্শয়তি—“কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞং রক্ষাংসি জিঘাংসন্ত্যেষ খলু বা অরক্ষোহতঃ পন্থা যোঽগ্নেশ্চ সূর্য্যস্য চ সূর্য্যস্য চক্ষুরাঽরুহমগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনিকামিত্যাহ য এবারক্ষোহতঃ পন্থাস্তং সমারোহতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। কাণ্ডে কাণ্ডে তত্তদ্রূপাঙ্গৈর্যুক্তে একৈকস্মিন্যজ্ঞাঙ্গে। বৌধায়নঃ—“অথৈতাং সোমক্রয়ণীমগ্রেণ শালামুদীচীমভবর্ত্তয়ন্তে তামনুমন্ত্রয়তে চিদসি মনাঽসীত্যন্তাদনুবাকস্য” ইতি। স চ মন্ত্র এবমাম্নায়তে।

৫। “চিদসি মনাঽসি ধীরসি দক্ষিণাঽসি যজ্ঞিয়াঽসি ক্ষত্রিয়াঽস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।”

৬। “সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাতু পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়।”

৭। “অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতাঽনু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ।”

৮। “সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়তু মিত্রস্য পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা।”—ইতি।—আপস্তম্বস্তু ত্রেধা বিভজ্য বিনিযুঙ্‌ক্তে—“চিদসি মনাঽসীতি সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে, কর্ণগৃহীতা পদি বদ্ধা ভবতি, মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাত্বিতি দক্ষিণং পূর্ব্বপাদং প্রেক্ষতে, পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিতি প্রাচীমায়তীমনুমন্ত্রয়তে” ইতি। হে বাগ্দেবতারূপে সোমক্রয়ণি ত্বং চিদাদিশব্দপ্রতিপাদ্যাঽসি। অন্তঃকরণস্য চিত্তং মনো বুদ্ধিরিতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ। দেহাদিসঙ্ঘাতস্যাচেতনত্বং ব্যাবর্ত্ত্য চেতনত্বং সম্পাদয়ন্তী বাহ্যবস্তুষু বা নির্ব্বিকল্পরূপং সামান্যপ্রজ্ঞানং জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিত্তং। অয়ং পদার্থ এবং ভবতি বা ন বেতি বিচাররূপা বৃত্তির্ম্মনঃ। ভবত্যেবেতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিঃ। এতস্ত্রিতয়মিহ চিন্মনোধীশব্দৈরুচ্যতে। দক্ষিণা কুশলা দেয়দ্রব্যরূপা বা। যজ্ঞিয়া সোমক্রয়দ্বারেণ যজ্ঞসম্বন্ধিনী। ক্ষত্রিয়া দেবেষু সোমঃ ক্ষত্রিয়জাত্যভিমানী। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি—“যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রাঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ” ইতি। তেন সোমেনাভিমন্তব্যস্য সোমলতাদ্রব্যস্য ক্রয়হেতুত্বেন ক্ষত্রিয়া। জ্যোতিষ্টোমস্যাঽদ্যন্তয়োঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরদিতের্দ্দেবতাত্বাৎসেয়মুভয়তঃ শীর্ষ্ণী তদ্রূপা ত্বমসি। সা তাদৃশী ত্বমস্মদর্থং সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সম্ভব, প্রথমং সোমস্য ক্রেতারং প্রতি সুষ্ঠু প্রাঙ্মুখী গত্বা পশ্চাদস্মান্ প্রতি সুষ্ঠু প্রত্যঙ্মুখী সমাগম্যাস্মাভিঃ সঙ্গচ্ছস্ব। যথোক্তমর্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—“বাগ্বা এষা যৎসোমক্রয়ণী চিদসি মনাঽসীত্যাহ শাস্ত্যেবৈনামেতস্মাচ্ছিষ্টাঃ প্রজা জায়ন্তে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। এতেন মন্ত্রেণ বাগাত্মিকাং সোমক্রয়ণীং চিদাদিশব্দবাচ্যা ভবেত্যেবমনুশাস্তি। যস্মাদেবং তস্মাল্লোকেঽপি প্রজা অনুশিষ্যন্তে। কৃৎস্নশস্ত্যাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রত্যবয়বং ব্যাচষ্টে—“চিদসীত্যাহ যদ্ধি মনসা চেতয়তে তদ্বাচা বদতি মনাঽসীত্যাহ যদ্ধি মনসাঽভিগচ্ছতি তৎকরোতি ধীরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি দক্ষিণাঽসীত্যাহ দক্ষিণা হ্যেষা যজ্ঞিয়াঽসীত্যাহ যজ্ঞিয়ামেবৈনাং করোতি ক্ষত্রিয়াসীত্যাহ ক্ষত্রিয়া হ্যেষাঽদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণীত্যাহ যদেবাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়স্তস্মাদেবমাহ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। মনসা বৃত্তিত্রয়সাধারণেনান্তঃকরণেন চেতয়তে সামান্যতো

জ্ঞানাত্যভিগচ্ছতি বিচারয়তি ধ্যায়তি নিশ্চিনোতি। উত্তরমন্ত্রস্থায়মর্থঃ। হে সোমক্রয়ণি মিত্রো হিতকারী দেবস্ত্বাং দক্ষিণে পাদে বধ্নাতু। এতন্মন্ত্রবিরুদ্ধং পক্ষত্রয়ং ব্যাবর্ত্তয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"যদবদ্ধা স্যাদয়তা স্যাদ্যৎপদিবদ্ধাঽনুস্তরণী স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ স্যাদ্যৎকর্ণগৃহীতা বার্ত্রঘ্নী স্যাৎ স বাঽন্যং জিনীয়াত্তং বাঽন্যো জিনীয়াম্মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নাত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং তেনৈবৈনাং পদি বধ্নাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। অত্র পাদবন্ধনং কর্ণগ্রহণং চামন্ত্রকমঙ্গী চকারেত্যবিরোধঃ। অথবা, অকর্ণগৃহীতা অপদি বদ্ধেতি পদচ্ছেদঃ। তৃতীয়মন্ত্রস্থায়মর্থঃ—হে সোমক্রয়ণি ত্বাং পূষা পোষকো দেবো ভয়োপেতাম্মার্গাৎ পালয়তু। যাগাধ্যক্ষায়েন্দ্রায় ত্বাং সোমক্রয়সাধনে মাতৃপিত্রাদয়োঽনুমন্যন্তাম্। সগর্ভ্যস্ত্বয়া সহৈকস্মিন্গর্ভেঽবস্থিতঃ। হে দেবি সা ত্বমিন্দ্রার্থং সোমং দেবমনুগচ্ছ। তাং ত্বাং রুদ্রো দেবোঽস্মান্ প্রতি পুনরাবর্ত্তয়তু। আবর্ত্তয়ন্নপি ন রৌদ্রেণ মার্গেণ কিং তু মিত্রস্য পথা। ততস্তে স্বস্তি সুখং ভবতু। সোমঃ সখা যস্যাস্তব সা ত্বং সোমসখা ভূত্বা ধনেন সহাস্মান্ প্রতি পুনরাগচ্ছ। অত্র রুদ্রস্ত্বেত্যাদিনা পৃথঙ্মন্ত্রেণ সোমক্রয়াদূর্দ্ধমেতস্যাঃ প্রত্যাবর্ত্তনমিতি কেচিৎ।

মন্ত্রস্য ভাগান্ ক্রমেণ ব্যাচষ্টে—"পূষাঽধ্বনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পূষেমামেবাস্যা অধিপামকঃ সমষ্ট্যা ইন্দ্রায়াধ্যক্ষায়েত্যাহেন্দ্রমেবাস্যা অধ্যক্ষং করোতি অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতেত্যাহানুমতয়ৈবৈনয়া ক্রীণাতি সা দেবি দেবমচ্ছেহীত্যাহ দেবী হ্যেষা দেবঃ সোম ইন্দ্রায় সোমমিত্যাহেন্দ্রায় হি সোম আহ্রিয়তে যদেতদ্যজুর্ন ব্রূয়াৎ পরাচ্যেব সোমক্রয়ণীয়াদ্রুদ্রস্ত্বাঽবর্ত্তয়ত্বিত্যাহ রুদ্রো বৈ ক্রূরো দেবানাং তমেবাস্যৈ পরস্তাদ্দধাত্যাবৃত্ত্যৈ ক্রূরমিব বা এতৎকরোতি যদ্রুদ্রস্য কীর্ত্তয়তি মিত্রস্য পথেত্যাহ শান্ত্যৈ বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রয়ণ্যা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যেত্যাহ বাচৈব বিক্রীয় পুনরাত্মন্বাচং ধত্তেঽনুপদস্যকাঽস্য বাগ্ভবতি য এবং বেদ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৭) ইতি। সমষ্ট্যৈ সম্যক্প্রাপ্তয়ে। এতদ্রুদ্রস্ত্বেতি যজুঃ। তমেব ক্রূরং রুদ্রং। অস্যাঃ সোমক্রয়ণ্যা আবৃত্তয়ে পরস্তাত্তামতিক্রম্য পরভাগে স্থাপয়তি। অনুপদাসুকা ক্ষয়রহিতা। তদেতদ্বেদনস্য প্রশংসনং। অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"হয়ং ক্ষিপ্ত্বা ঘৃতে স্বর্ণং জূরসীতি জুহোতি হি॥ শুক্রেতি স্বর্ণমুদ্ধৃত্য বৈশ্বেত্যাজ্যমবেক্ষতে॥ ১॥ সূর্য্য সূর্য্যমুপস্থায় চিৎ সোমক্রয়ণীং জপেৎ॥ মিত্রো দৃষ্ট্বা বদ্ধপাদং পূষা তামনুমন্ত্রয়েৎ॥ রুদ্রস্তামাবর্ত্তয়ীত মন্ত্রাঃ সঙ্কীর্ত্তিতা নব॥ ২॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাসে যো নির্ব্বাপোঽর্থকর্ম্ম তৎ॥ নিষ্কাস প্রতিপত্তির্ব্বোদয়নীয়স্য সংস্কৃতিঃ॥ উতাঽস্যঃ পূর্ব্ববন্মৈবং মুখ্যস্য প্রকৃতিত্বতঃ॥ মধ্যোঽস্ত নোপযোক্তব্যসংস্কারস্য গুরুত্বতঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নিয়মভিনির্ব্বপতি" ইতি। অত্র পূর্ব্বন্যায়েন নিষ্কাসদ্রব্যকমুদয়নীয়সমানকর্ম্মকমন্যদর্থকর্ম্মেত্যাদ্যঃ পক্ষঃ। মুখ্যস্যোদয়নীয়স্য প্রকৃতত্বাস্তিন্নপ্রকরণাম্নাতাবভৃথধর্ম্মাতিদেশবদুদয়নীয়ধর্ম্মাতিদেশাসম্ভবান্নার্থকর্ম্মত্বং। তর্হি নিষ্কাসপ্রতিপত্তিরিতি মধ্যমঃ পক্ষোঽস্ত। সোঽপি ন সম্ভবত্যুপযুক্তসংস্কারাদুপযোক্ষ্যমাণসংস্কারস্য গরীয়স্ত্বাৎ তস্মাদুদয়নীয়স্য সংস্কারঃ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতম্—"ক্রীণাত্যরুণয়েত্যেতৎ সঙ্কীর্ণং বা ক্রয়ৈকভাক্॥ ক্রয়েণানন্বয়াৎকীর্ণঃ সর্ব্বদ্রব্যেষু রক্তিমা॥ দ্রব্যদ্বারা ক্রয়ে যোগাত্তদ্ভাগেনান্বয়ঃ পুনঃ॥ সাক্ষাৎক্রয়ে গুণস্যার্থাদ্দ্রব্যে সংনিহিতেঽস্বসৌ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যৈকহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি" ইতি। তত্রারুণাশব্দোঽরুণিমানং গুণমাচষ্টে। গুণিবিষয়তয়া প্রযুজ্যমানস্যাপি নাগৃহীতবিশেষণা বিশিষ্টে বুদ্ধিরিতি ন্যায়েন গুণবোধকত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গুণমাত্রে ব্যুৎপত্তেশ্চ। তস্য চারুনিমগুণস্য তৃতীয়াশ্রুত্যা সোমক্রয়সাধনত্বং প্রতীয়তে। তচ্চানুপপন্নম-মূর্ত্তস্য গুণস্য বাসোহিরণ্যাদিবৎক্রয়সাধনত্বাসম্ভবাৎ। ততস্তৃতীয়াশ্রুতের্ব্বিনিয়োজকত্বাভাবেন প্রকরণস্যাত্র বিনিয়োজকত্বং বক্তব্যং। প্রকরণং চ গৃহচমসাদ্যখিলদ্রব্যেষ্বরুণিমানং বিনিবেশয়তি। ন চানেন ন্যায়েন পিঙ্গাক্ষ্যেকহায়নীশব্দয়োরপি সর্ব্বদ্রব্যগামিত্বং শঙ্কনীয়ং তয়োঃ শব্দয়োর্দ্রব্যবাচিত্বাৎ। পিঙ্গলবর্ণে অক্ষিণী যস্যাঃ সা গৌঃ পিঙ্গাক্ষী। এবমেকহায়নী। যদ্যপ্যেকগোবাচিনৌ শব্দৌ তথাঽপি বিশেষণীভূতধর্ম্মভেদাচ্ছব্দদ্বয়ং। তচ্চ যুগপৎপ্রবৃত্তং সদ্ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টং গোদ্রব্যং ক্রয়সাধনত্বেন বিদধাতি। ন চৈতদ্দ্রব্যমিতরদ্রব্যে বিনিবেশয়িতুং শক্যং। অরুণিমগুণো দ্রব্যেষু বিশেষণত্বেনান্বেতুং যোগ্যত্বাত্তেষু নিবেশ্যতে। তত্রৈষাঽক্ষরযোজনা। অরুণয়েত্যেতৎ পৃথগ্বাক্যং। তত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা প্রাকরণিকানি সাধনদ্রব্যাণি সর্ব্বাণ্যনূদ্য প্রাতিপদিকেন গুণো বিধীয়তে যানি জ্যোতিষ্টোমে সাধনদ্রব্যাণি তানি সর্ব্বাণ্যরুণানি কর্ত্তব্যানীতি। তস্মাদ্গুণঃ সঙ্কীর্ণ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—যদ্যপ্যমূর্ত্তো গুণস্তথাঽপি হায়নবদক্ষিবচ্চ গোদ্রব্যমবচ্ছিনত্তি। তচ্চ দ্রব্যং সাধনমিতি তদ্দ্বারা গুণস্য ক্রয়েণান্বয়ো ভবতি। এবং সতি বাক্যভেদো ন ভবিষ্যতি। ননু বাক্যভেদাভাবেঽপি লক্ষণা দুর্ব্বারা। গুণবাচিনঃ শব্দস্য গুণিদ্রব্যপরত্বাঙ্গীকারাৎ। মৈবং। গুণস্যৈবাত্র তৃতীয়শ্রুত্যা সাধনত্বমুচ্যতে। তচ্চ দ্রব্যদ্বারমন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যর্থাপত্ত্যা দ্রব্যাবচ্ছেদকং কল্পতে। তর্হি গ্রহচমসাদিদ্রব্যমবচ্ছিদ্যতামিতি চেৎ। ন। তস্য দ্রব্যস্য ক্রয়সাধনত্বাভাবেন তদবচ্ছেদকগুণস্য শ্রূয়মাণক্রয়সাধনত্বাসিদ্ধেঃ। তর্হি বাসসা ক্রীণাত্যজয়া ক্রীণাতীতি বস্ত্রাদীনাং ক্রয়সাধনত্বাত্তদবচ্ছেদোঽস্ত্বিতি চেৎ। ন। তেষাং ক্রয়ান্তরসাধনত্বাৎ। ন হি তত্রাগ্নিহোত্রে পয়োদধ্যাদিবিকল্পবৎক্রয়ানুবাদেন বস্ত্রাদিবিকল্পো যুক্তঃ। অনুবাদ্যস্য ক্রয়মাত্রস্যাগ্নিহোত্রবদন্যত্রাবিধানাৎ। ততো বস্ত্রাদিদ্রব্যবিশিষ্টাঃ ক্রয়ান্তরবিধয়ঃ। ন হি স্ববাক্যগতমেকাঽয়নীদ্রব্যমুপেক্ষ্য বস্ত্রাদ্যবচ্ছেদো যুক্তঃ। তস্মাৎ ক্রয়েণ সাক্ষাদন্বিতয়োর্দ্রব্যগুণয়োঃ পশ্চাদন্যথাঽনুপপত্ত্যা পরস্পরাবচ্ছেদকত্বেনান্বয়ঃ। তথা সত্যারুণ্যবিশিষ্টয়ৈকহায়ন্যা ক্রীণাতীত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। তস্মাদারুণ্যগুণঃ ক্রয়হেতুমেকহায়নীমেব ভজতে।

অথ ছন্দঃ—

সূর্য্যস্য চক্ষুরারুহমিত্যনুষ্টুপ্।

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥ ৪॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের মত এই যে,—চতুর্থ অনুবাকের প্রথম মন্ত্রটী অগ্নিকে অথবা হিরণ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী সোমক্রয়ণি-রূপা 'বাক্'-সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—প্রথমতঃ ধ্রুবাস্থ আজ্য (ঘৃত) গ্রহণ-পূর্ব্বক হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রক্ষেপ করিবে; তার পর, সেই আজ্যে সংসিক্ত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটী স্বর্ণখণ্ডকে হোমাগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান্ হিরণ্য! এই দৃশ্যমান্ আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য তোমার বর্চ্চঃ অর্থাৎ তেজঃ। হে অগ্নি! তোমার এই আজ্যরূপ তনুতে তুমি একীভূত হও এবং তার পর ভ্রাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তিকে তুমি প্রাপ্ত হও।' আর এক প্রকার অর্থে, ভাষ্যকার 'ভ্রাজং' পদে 'সোমং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভাব আসিয়াছে—'তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও।' এইরূপে, ভাষ্যানুসারে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে বাক্! তুমি বেগযুক্ত আছ। তুমি কেমন? না—মনের দ্বারা নিয়মিত আর যজ্ঞার্থে প্রীতিযুক্তা।' শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় ভাষ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আবার দেখি—'বিষ্ণবে' পদের প্রতি-বাক্যে 'বিষ্ণোঃ সোমস্য' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে 'ভ্রাজং' পদেও 'সোম' বুঝায়, 'বিষ্ণু' পদেও সোম বুঝায়। হায় সোম!—বেদের অঙ্গে যে তুমি কত মূর্ত্তিতেই বিচরণ করিতেছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত "ইয়ং তে শুক্র তনুরিদং বর্চ্চঃ"—এই কয়েকটী পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই। বেদের অনেক স্থলেই এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের আভাস পাইয়াছি। সামবেদের "অপাং উপস্থে মহিষো ববর্দ্ধে" অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। * জ্ঞানরূপী ভগবানের প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয়? সে—সেই সত্ত্বভাবের নিকটই নহে কি? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপ-তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই। এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রায় জানান হইয়াছে,—"ত্বয়া সংভব ভ্রাজং গচ্ছ।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্রগুলি সূত্র-মাত্র। এ পক্ষে "ত্বয়া সংভব" একটী সূত্র, আর "ভ্রাজং গচ্ছ" একটী সূত্র। সুতরাং অর্থ-নিষ্কাশনে আবশ্যকানুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার অনিবার্য্য হয়। 'ত্বয়া' পদে তনুকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং উহার প্রতিবাক্যে আমরা "মদীয়য়া তন্বা" পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই—'আমার তনুর সহিত।' এখন "সংভব" পদে "একীভব" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,—'আমার এই দেহের সহিত আপনি মিলিত হউন; অর্থাৎ,

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'সামবেদ-সংহিতা' (আগ্নেয়-পর্ব্ব) একসপ্ততিতম সাম-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন।

জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক।' তার পর আছে—"ভ্রাজং গচ্ছ।" উহার 'ভ্রাজং' পদে 'দীপ্তিং' বা 'শুদ্ধসত্ত্বং' অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই যে,—আমার হৃদয়ে যে দীপ্তিটুকু আছে অথবা আমাতে যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন। পূর্ব্বে (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে) বুঝিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন তাই প্রার্থনা হইল,—'আপনি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন।' ভাব এই যে,—আপনার সান্নিধ্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, চতুর্থ অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এ পক্ষে দ্বিতীয় মন্ত্রটীকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্ব্বানুস্মৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সেই ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমরা কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহা হইলেই আমাদিগের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! ভগবানে ভক্তিযুত ও প্রীতিমান্ হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধির সহিত হৃদয় জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিস্ফুরণে উদ্ভাসিত হইবে।'

তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ('তস্যাস্তে' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত অংশ) এবং তৃতীয় মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করুন। উহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের 'তস্যাঃ' পদে ভাষ্যে 'অমোঘ-প্রেরণয়া তব' প্রতিবাক্যে 'বাচঃ' পদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সত্যসবসঃ' অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দার্ঢ্য প্রাপ্ত হই।' এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হোমাগ্নিতে আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তৃতীয় মন্ত্রটী সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ উপলক্ষে হোমাগ্নি হইতে স্বর্ণ-খণ্ডকে (প্রথম মন্ত্রানুসারে যে স্বর্ণ-খণ্ডকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল) উত্তোলন করিতে হইবে; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণ-খণ্ডকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতে হইবে,—'হে হিরণ্য! তুমি শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান আছ; তুমি আহ্লাদক আছ; তুমি বিনাশ-বিরহিত আছ। তুমি সর্ব্বদেবসম্বন্ধী আছ; কেন-না, হিরণ্যে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।' ভাষ্যের মত—হিরণ্য ও আজ্য উভয়ের সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আসে, আর বেদ-মন্ত্রে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদিগের মত এই যে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে যাহার সম্বন্ধে 'মনসা ধৃতা' ও 'বিষ্ণবে জুষ্টা' পদদ্বয় ব্যবহৃত দেখিয়াছি, দ্বিতীয় অংশে 'তস্যাঃ' পদে তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই ভক্তির একটী নূতন পরিচয় এখানে পাইতেছি। তাহা—'সত্যসবসঃ।' ভাব এই যে—সত্য যাহার অপত্য বা সন্তান। ভক্তি হইতেই সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি হয়। "বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক। তাই এখানে ঐ 'সত্যসবসঃ' পদের প্রয়োগ দেখি। 'প্রসবে' পদে ভাষ্যে

যেরূপভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। তাহা হইতে 'অনুবর্ত্তী আমি' এই ভাব আসিয়াছে। "বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, সে ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, এ দেহের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজীবনে কর্ম্মশক্তি-পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বাহা-মন্ত্রে হবিরর্পণ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় মন্ত্রটী—কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? কেনই বা তাহাতে আজ্য হবির সম্বন্ধ স্বীকার করিব? 'সকল দেবতার সন্তোষ' যে হিরণ্যে সাধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। হিরণ্য যে 'অমৃত', তাহাও কোনপ্রকারে মান্য করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ যে প্রকৃষ্ট তেজঃ, তাহাও বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রেও সেই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহেরই অনুস্মৃতি আছে। "বিষ্ণবে জুষ্টা" ভক্তির সাহায্যে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাহ্লাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই মরণরহিত নিত্য, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্ব-দেবতার প্রীতিসাধক। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্র-কয়েকটী যেন আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে,—'জীব! তোমরা যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের প্রতি প্রীতি-সমন্বিত ভক্তিযুত হও। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়,—মানুষে অমৃতত্ব লাভ করিবার সামর্থ্য আসে।'

বোধ-সৌকর্য্যার্থে অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্য-মতে মন্ত্রের সম্বোধন হিরণ্য, সূর্য্য এবং অগ্নি। হিরণ্য-গ্রহণে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ-'আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্য সম্বন্ধি, চক্ষুর কনীনিকা (তারকা) অগ্নি-সম্বন্ধি। তদুভয়ই যেন প্রাপ্ত হই। যেহেতু হে সূর্য্য! তুমি এতশ নামক অশ্বে গমন কর; হে অগ্নি! তুমি তেজের দ্বারা দীপ্যমান হও; সেই জন্য, রক্ষনিবারণ জন্য, আমরা তোমাদের উভয়কেই যেন প্রাপ্ত হই।' কেহ কেহ আবার (উবট ও মহীধর) 'কৃষ্ণাজিন' (কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম) সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া, সেই চর্ম্মের সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি সূর্য্যের নেত্রে আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন কর। এতদুভয়ের দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অশ্বগণের দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক।' এরূপ অর্থে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না। কৃষ্ণাজিন কিরূপে সূর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্নির কনীনিকায় (নেত্রতারকায়) আরোহণ করিবে, এবং কি প্রকারেই বা উহা জ্ঞানিগণের দ্বারা সম্যক্ দীপ্যমান হইয়া ঘোটকারোহণে গমন করিবে, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ কিরূপে হইতে পারে? রূপক ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে—রূপকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সুসাধ্য নহে।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটী হিরণ্য, সূর্য্য, অগ্নি অথবা কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সূর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞানলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে না।

'মন! তুমি সূর্য্যের চক্ষুতে আরোহণ কর।' এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানাধারের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও।' এই অংশে, পূর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।' কিন্তু মানুষ একেবারে কি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে? সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। সে অংশ ''অগ্নেঃ অক্ষঃ কনীনিকাং আরুহ।'' অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—'অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর।' এতদ্বাক্যের ভাব কি? ভাব এই যে,– 'এই দৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হউক।' ফলতঃ, মন্ত্রের এই প্রথম চরণের সার-মর্ম্ম এই যে,—'অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।' সেই পূর্ণজ্ঞানই তোমার মোক্ষদায়ক হইবে। মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কি ভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে—'বিপশ্চিতা ভ্রাজমানঃ'; অর্থাৎ, জ্ঞানীর সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও। সেই সম্মিলনে তোমাকে 'ভ্রাজমানঃ' বা দীপ্যমান করিবে। অসতের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাপীর সংসর্গে বিচরণে, কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দার্হ সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে বসবাসে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়,—সুনাম সুযশ প্রখ্যাত হয়। মুক্তির পথও তদ্দ্বারাই প্রশস্ত হইয়া আসে। এই জন্যই সাধুসঙ্গের অপার মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইতে দেখি। এখানে 'বিপশ্চিতা' পদ একবচনান্ত আছে; তদ্দ্বারা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ - এইরূপ ভাব আসিতে পারে। মানুষের শ্রেয়োলাভের প্রথম উপায়—জ্ঞানীর সংসর্গ—সাধুর আশ্রয় লাভ—সদ্গুরুর উপদেশ প্রাপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, ''এতশেভিঃ ঈয়সে" পদদ্বয় হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—বুঝিয়া দেখুন। 'এতশ' শব্দে ক্ষিপ্রগমনের ভাব আসে। তাই এখানে 'এতশেভিঃ' পদে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র আবার 'এতশ' শব্দের ব্যাখ্যায় ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর ঐ শব্দে একই ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অভিমুখে যাঁহারা ত্বরিতগমনশীল, ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সৎকর্ম্মপরতাই মনুষ্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সম্মিলন ঘটিবে, তেমনই সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই জ্ঞানাধারের সন্নিকর্ষ-প্রাপ্তি-রূপ সুমঙ্গল ঘটিবে। সতের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সৎস্বরূপকে লাভ করিতে পারিবে; দুঃখমূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—সকল কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে সেই জ্ঞানাধারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও প্রধান সহায়—সাধুসঙ্গ ও সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান। সাধুসঙ্গ-লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ-ক্রমে,

সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং তদ্দ্বারাই জ্ঞানাধারের কৃপালাভে তুমি সমর্থ হইবে।' ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, আলোকেই যে আলোক-সন্নিকটে পৌছাইয়া দেয়,—আলোক-সাহায্যেই যে আলোকলাভ সুগম হইয়া আসে,—মন্ত্রে সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র দুইটীতে এক অতি উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়। পঞ্চম মন্ত্রে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে দেবীর যে স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যে বলা হইয়াছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তাহার মূল তত্ত্ব এই মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার বেদ; যিনি যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্ত্বই প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ ভাবেই মন্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধ করিবেন।

ভাষ্যকার বলেন,—মন্ত্রদ্বয়ে বাগদেবতারূপ সোমক্রয়ণীকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং 'চিদসি' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে; আর, বাগ্‌দেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিয়া এই মন্ত্রদ্বয়ে সোমক্রয়ণী গাভীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,—'হে বাগ্‌দেবতারূপিণি সোমক্রয়ণি! তুমি চিৎ, মন, ও বুদ্ধি হও। (এস্থলে বাগাত্মিকা সোমক্রয়ণীকে চিৎ মন এবং ধী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে)। হে গাভী! তুমি দক্ষিণা হও অর্থাৎ বাগ্‌দানে প্রশস্তা-হেতু তুমি দক্ষিণা-রূপে দান-কার্য্যে বিরাজ কর। সোমক্রয়সাধনভূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যভিমানিনী এবং যজ্ঞ-সম্বন্ধিত্ব-হেতু তুমি যজ্ঞার্হা; তুমি অখণ্ডিতা, অদীনা। অতএব, উভয়তঃ আদ্যন্ত সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত চিদাদরূপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রেতার প্রতি সুষ্ঠুভাবে প্রাঙ্‌মুখী হইয়া, পরিশেষে সোম লইয়া আগমন—প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যঙ্‌মুখী হও। অপিচ, সূর্য্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞস্বামী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য পোষক দেবতা তোমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুরই উল্লেখ নাই। 'সোমক্রয়ণি' গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। সূত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-ক্রমে, মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। যে কার্য্যে যে মন্ত্রের যে প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য্য, তাহা যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব ও

যে তাৎপর্য্য সূচিত হয় এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। মানুষের হৃদয়ের তিনটী বৃত্তিই প্রধান—চিৎ, মন এবং বুদ্ধি। চিৎ বা চিত্তের কার্য্য—চৈতন্য-সম্পাদন, অচেতনে চেতনা-সম্পাদন। অচেতন দেহাদিতে যাহাতে চৈতন্য-সম্পাদন হয় এবং বাহ্যবস্তুসমূহে যাহাতে নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাই চিৎ বা চিত্ত নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না; যাহা চৈতন্যরূপী, তাহাই চেতনা-প্রদান-সমর্থ। ন্যায়মতে মনকে সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। আবার বেদান্ত-মতে মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবার মনকে "অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্"—এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরূপ্য বা অদৃশ্য জ্ঞানভেদ নাই, স্থূলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, যাহা সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত—নির্ব্বিকল্পরূপ, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তি মনঃ-পদবাচ্য। আর, নিশ্চয়রূপাত্মিকা যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, তাহাই ধী নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—'চিদসি মনাসি ধীরসি'। অর্থাৎ,—'তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও।' মন্ত্রে যদি গাভী বা সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতন্য-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়, আর তাহা মন ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যিনি চৈতন্যাধার, চৈতন্যস্বরূপ, যিনি নির্ব্বিকল্প—সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাসমন্বিতা, তিনি ভিন্ন আর কে অচেতনে চেতনা দিতে পারে? তিনি ভিন্ন বিশ্বচরাচরের জ্ঞানই বা আর কাহার আছে? অপিচ, তিনি ভিন্ন জীবে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? পঞ্চম মন্ত্রে, আমরা তাই মনে করি, ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতিকে—শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তি-রূপিণী দেবীকে—এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান এবং বিভূতি অভিন্ন। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাব অধ্যাহার করা যায় না। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সে ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতার সহিত ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে ভক্তিকে ভগবানেরই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। তখন ভগবানের গুণবিশেষণে সে ভক্তিকে বিশেষিত করাও অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত তন্ত্র-মন্ত্রে শক্তিকে ভক্তিরূপিণী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই ভাবের উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই ভক্তিরূপিণী দেবীকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি দক্ষিণা, তিনি ক্ষত্রিয়া। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণা; তিনিই কর্ম্ম, আবার তিনিই কর্ম্মফল। তিনি সর্ব্বাত্মিকা। ফলতঃ, তিনি যেমন সৎকর্ম্মরূপিণী, তিনি আবার তেমনই সৎকর্ম্ম-সাধয়িত্রী। তিনি অমিততেজা—অজেয়া। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন আর কে আছে?

মন্ত্রের 'ক্ষত্রিয়াসি' পদে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই ক্ষত্রজাত্যভিমানী বলিয়াছেন। বেদে শুদ্ধসত্ত্বমিশ্রিত ভক্তিকেই আমরা 'সোম' নাম অভিহিত করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও আছে,—'যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোম রুদ্র ইতি।' তার পর, মন্ত্রে তাঁহাকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে।

'অদিতি' পদে অনন্তকে—অখণ্ডকে বুঝায়। ভাষ্যকারও প্রথমে ঐ পদে 'অখণ্ডিতা' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আদ্যন্তবিরহিত বলিয়াই তিনি সকলের বরেণ্য—সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রথম মন্ত্রে, আমরা মনে করি, ভগবানের এই সকল গুণ-বিশেষণের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানের গুণ-বিশেষণে—রূপগুণবিবর্জ্জিতে রূপগুণের উল্লেখে, মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা এই ;—'হে দেবি! আপনি সর্ব্বাত্মিকা, সচ্চিদানন্দরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়া থাকে। আমরাও সে প্রার্থনা করি। আপনি আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন।' ভগবানের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন, সোমক্রয়ণির বা গাভীর নিকট এইরূপ প্রার্থনায় অথবা তাহার পূর্ব্বোক্ত গুণব্যাখ্যানে কি ফলোদয় আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

ষষ্ঠ মন্ত্রটীতে সরলভাবে প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে। দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,-'হে দেবি! সুপ্রাচী ভব।' ভাব এই যে,—আপনি আমাদের সহজ-প্রাপ্যা হউন। অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সহজে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত হই, আপনি তাহা করুন। পরিশেষে 'সুপ্রতীচী এধি' এইরূপ প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'আপনি আমাদিগকে আপনার অভিমুখী করুন, অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের হৃদয় মরুসদৃশ ; আমরা কিসে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের হৃদয়ে বলবতী হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন ; আমরা যদি সহজে আপনার অভিমুখী না হই, আপনি আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন। সত্ত্বস্বরূপিণী আপনি ; আপনার আগমনে সদ্ভাব আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএব প্রার্থনা, আপনি আসুন, এ মরুহৃদয়ে স্নেহধারা সিঞ্চন করুন।' ভাষ্যকার এই অংশে কিন্তু ভিন্ন ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি 'সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি' অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রথমতঃ সোমক্রেতার প্রতি প্রাঙ্মুখী হইয়া, পরে সোমক্রয় করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকালে প্রত্যঙ্মুখী হইয়া আগমন করুন।' সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোমক্রয়-পাত্রকে এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে, পাত্র হইতে সোমরস যেন পতিত না হয়—সোমক্রয়ণিকে সেই কথা বলা হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশে যে ভাব উপলব্ধি করি, উপরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যিনি, তিনি দেবতার নিকট শুদ্ধসত্ত্ব লাভের এবং দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—'যদি আমরা সহজে আপনার অভিমুখী না হই, যদি সহজে আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিজে আসিয়া আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—'মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নীতাং' অংশে—'পদি' পদ কিছু সমস্যামূলক। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'দক্ষিণপদি'। তিনি গাভীর সম্বোধন আমনন করিয়াই 'পদি' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে,—'সূর্য্যদেব তোমার দক্ষিণপদে বন্ধন করুন।' এ অর্থের তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা ঐ 'পদি' পদে প্রথমতঃ 'শ্রেষ্ঠ-প্রদেশে' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারেই

ঐ অর্থ- গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতেই আমরা 'অস্মাকং হৃদি' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। হৃদয়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান আর কি হইতে পারে? নির্ম্মল ভক্তিপ্লুত হৃদয়ই দেবতার যোগ্য আসন। 'সূর্য্যদেব তোমাকে আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি অচলা হউক,—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য। এইরূপে, মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—হে দেবি! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্চন আমরা, আমাদিগের হৃদয়ে আপনার প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদয় হইবে। তৎপ্রভাবে আমরা ভগবানের প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ হইব এবং মোক্ষ লাভ করিব। আপনি অসন্মার্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই প্রতিফলিত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ভাষ্যে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে সোমক্রয়ণি গো! সোমাহরণে প্রবৃত্তা তোমাকে তোমার মাতা অনুমতি দিউন, তোমার পিতা অনুজ্ঞা করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং তোমার সমান গৃহে জাত তোমার সখা তোমায় অনুমতি দিউন। হে সোমক্রয়ণি দেবি! তুমি ইন্দ্রদেবের জন্য সোম আনয়ন করিতে যাও। সোমগ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিত তোমাকে রুদ্রদেব আমাদিগের প্রতি নিবর্ত্তন করুন, অথবা প্রবর্ত্তন করুন। সোমদেব যাহার সখা, সেইরূপ সোমসখা অর্থাৎ সোম সহিত হইয়া তুমি সুমঙ্গলের সহিত পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন কর। রুদ্রের পথে যাইও না; মিত্রের পথে যাইও। তাহা হইলেই তুমি 'স্বস্তি' পাইবে।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যের এই প্রকার অর্থে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত সে অর্থ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেই আলোচনাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা বলি, যথাপূর্ব্ব সপ্তম মন্ত্রেরও সম্বোধন—সেই ভক্তিরূপা দেবীকে। ভগবদ্ভক্তি সংসারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর সেই ভক্তির প্রভাবে সংসারের সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুক,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় লক্ষ্য। একে একে আমরা মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"মাতা ত্বাং অনুমন্যতাং।" ভাব এই যে,—'হে দেবি! হে ভগবদ্ভক্তিরূপিণি! সংসারের সকল জননী আপনার অনুরাগিণী হউন,—আপনাকে অনুস্মরণ করুন।' সংসারের সকল জননী যদি ভগবানে ভক্তিমতী হয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও দুঃখ আসিয়া কি এ সংসারকে আক্রমণ করিতে পারে? আজিও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আজিও আমাদিগের সংসারে দুঃখের শত বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যেও যে একটু একটু শান্তির অভিষেক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার কারণ কি কেহ কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? তাহার একমাত্র কারণ—আমাদিগের মাতৃদেবীগণ এখনও ভক্তিহারা নহেন,—তাঁহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিমতী রহিয়াছেন। যদিও কাল-মাহাত্ম্যে অধিকাংশ সংসার হইতে এ ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; কিন্তু এখনও আছে - এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই আজিও মনুষ্য-বংশের মূলোচ্ছেদ হইতে

দেখিতেছি না। এই মন্ত্রে সেই ভক্তির ভাব সংসারে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উদ্বোধনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'সন্তানহিতাভিলাষিণী প্রত্যেক গর্ভধারিণী ভক্তিমতী হউন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের সন্তান-সকলের হৃদয়ে ভক্তির বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হউক।' মন্ত্রে দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'পিতা অনু'; অর্থাৎ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্ত্তী হউন। মাতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে ভক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানগণ কি কখনও অন্যপথাবলম্বী হইতে পারে? কখনও না—প্রায়ই নহে। পিতামাতাকে এইরূপে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর, সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমান জাতীয় স্বদলভুক্ত মিত্রজনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম চরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের) লক্ষ্য। মন্ত্র উদ্বোধনায় পরিপূর্ণ। বলা হইতেছে,—'মানুষ! তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হও।'

অষ্টম মন্ত্রে অশেষোপকারসাধিকা সেই দেবীকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—'হে দেবি! আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হউক ('দেবং অচ্ছেহি')'। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'আমাদিগের হৃদয়ের সেই দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের নিকট পৌঁছিয়া দিউন,—অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ের পূজা (সত্ত্বভাব) সেই ভগবান্ গ্রহণ করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "ইন্দ্রায় সোমং" পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'সেই রুদ্রদেব—যিনি সংহারমূর্ত্তি—যিনি কালস্বরূপ—আপনার কৃপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন,—তাঁহাকে আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন (রুদ্রং ত্বা বর্ত্তয়তু)।' ভগবানের প্রতি ভক্তি সঞ্জাত হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্। তার পরেই (চতুর্থতঃ) বলা হইয়াছে—"স্বস্তি।" রুদ্রদেবের কোপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে, যমদণ্ডের ভয় দূর করিতে পারিলে, তখন নিশ্চয়ই 'স্বস্তি' (মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-ভক্তির প্রভাবে চতুর্থ অবস্থায় স্বস্তিই মানুষের অধিগত হয়। উপসংহারে দেবীকে হৃদয়ে পুনরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে—তিনি 'সোমসখা।' এখানেও সোম-শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায়। 'সোম—শব্দে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্ব' ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহারই অন্তর্ভুক্ত, তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই সখাস্থানীয়, 'সোমসখা' পদে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাব যে ভগবৎ-সহযুত হয়,—সে কখন? যখন ভক্তি আসিয়া তাহার অঙ্গীভূত হয়। এখানে উপসংহারে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—তুমি আবার এস—পুনরায় এস—এবার 'সোমসখা' হইয়া এস; অর্থাৎ, আমার ভক্তি যেন অপাত্রে ন্যস্ত না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই প্রযুক্ত করিতে পারি।' এখানে, 'তুমি আবার এস—সোমসখা হইয়া এস'—বলিতে 'হে আমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।' এই ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে, এই চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। ভাষ্যকারের অভিমত এই যে,—তৃতীয় অনুবাকে দেবযজন সিদ্ধ হইলে, চতুর্থ অনুবাকে সেই দেবযজন উপলক্ষে সোমযাগের উপযোগী সোমক্রয়ণ বিষয়ক হোমাদি নিষ্পন্নের বিধি-পদ্ধতি কথিত হইয়াছে। 'ইয়ং তে শুক্র' প্রভৃতি সেই সোমক্রয়ণ-বিষয়ক হোমের মন্ত্র। চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই দুইটী অনুবাকে প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ের বিষয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিনিয়োগ-সংগ্রহের অভিমত এই,—'ইয়ং' প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে এক খণ্ড হিরণ্য (স্বর্ণ) ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া 'জূরসি' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হিরণ্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। 'শুক্র' প্রভৃতি মন্ত্রে পুনরায় সেই হিরণ্যকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া 'বৈশ্বদেবং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই আজ্যের (ঘৃতের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। 'সূর্য্যস্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে সূর্য্যস্থাপন করিয়া সোমক্রয়ণিতে 'চিদসি' মন্ত্র জপ করিতে হইবে। 'মিত্রস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বদ্ধপাদ হইয়া 'পূষাঽধনঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধনযুক্ত পাদদ্বয়কে অনুমন্ত্রিত করিবে, এবং 'রুদ্রস্ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বন্ধন উন্মোচন করিবার বিধি। ফলতঃ, সোমযাগ উদ্যাপনে সোম ক্রয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি চতুর্থ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত রহিয়াছে,—বিনিয়োগ-সংগ্রহের ইহাই অভিমত। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৪অনুবাক)।

—— * ——

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ।)

(১) বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসি॥

(২) বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু। (৩) রুদ্রো বসুভিরা চিকেতু।

(৪) পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ

পদে ঘৃতবতি স্বাহা।

(৫) পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয়।

(৬) ইদমহং রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি।

(৭) যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবাঃ অপি কৃন্তামি।

(৮-৯) অস্মে রায়স্ত্বে রায়স্তোতে রায়ঃ।

(১০) সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্ব।

(১১) ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা

বীরং বিদেয় তব সংদৃশি।

(১২) মাহহং রায়স্পোষেণ বি যোষম্ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) বস্বী। অসি। রুদ্রা। অসি। অদিতিঃ। অসি। আদিত্যা। অসি।

শুক্রা। অসি। চন্দ্রা। অসি। (২) বৃহস্পতিঃ। ত্বা। সুম্নে। রণ্বতু।

(৩) রুদ্রঃ। বসুভিরিতি বসু—ভিঃ। এতি। চিকেতু।

(৪) পৃথিব্যাঃ। ত্বা। মূর্ধন্। এতি। জিঘর্ম্মি। দেবযজন ইতি দেব—যজনে।

ইড়ায়াঃ। পদে। ঘৃতবতীতি ঘৃত—বতি। স্বাহা।

(৫) পরিলিখিতমিতি পরি—লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিখিতা ইতি পরি—লিখিতাঃ। অরাতয়ঃ।

(৬) ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি।

(৭) যঃ। অস্মান্। দ্বেষ্টি। যম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্মঃ।

ইদম্। অস্য। গ্রীবাঃ। অপীতি। কৃন্তামি।

(৮-৯) অস্মে ইতি। রায়ঃ। ত্বে ইতি। রায়ঃ। তোতে। রায়ঃ।

(১০) সমিতি। দেবি। দেব্যা। উর্ব্বশ্যা। পশ্যস্ব।

(১১) ত্বষ্টীমতী। তে। সপেয়। সুরেতা ইতি সু—রেতাঃ। রেতঃ। দধানা।

বীরম্। বিদেয়। তব। সংদৃশীতি সং—দৃশি।

(১২) মা। অহম্। রায়ঃ। পোষেণ। বীতি। যোষম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'বস্বী' (বসুরূপা, পৃথ্বীরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (অনন্তরূপা, অশেষরূপধারিণী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিত্যা' (অনন্তগুণ অংশীভূতা, দেবস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'শুক্রা' (জ্যোতির্ম্ময়ী, প্রজ্ঞানস্বরূপিণী) 'অসি'

(ভবসি); ত্বং 'চন্দ্রা' (চন্দ্ররূপা, হ্লাদিনী কোমলতাময়ী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং মন্ত্রঃ ভক্তিরূপেণাবস্থিতায়াঃ দেব্যাঃ স্বরূপং পরিকীর্ত্তয়তি। সা দেবী পৃথ্বীরূপেণ বিরাজিতা; সা দেবী সমষ্টিভূতা; সা দেবী অংশরূপা; সা দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী - প্রজ্ঞানস্বরূপিণী; সা দেবী আনন্দরূপিণী। কোমলকঠোরাশ্চ সর্ব্বে ভাবাঃ ক্ষুদ্রমহাংশ্চ সর্ব্বে রূপাঃ তস্মিন্ দেব্যাং যুগপৎ বিগ্যস্তে ইতি ভাবঃ।

২। 'বৃহস্পতিঃ' (জ্ঞানী, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'সুম্নে' (সংসারিস্য সুখহেতবে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'রণ্বতু' (সংযময়তু, জ্ঞানিনাং সাহায্যেন ত্বৎপ্রসাদেন ইহলোকঃ পরমানন্দং লভতু ইতি ভাবঃ); 'রুদ্রঃ' (কঠোরভাবঃ, যদ্বা—কঠোররূপঃ দেবভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'বসুভিঃ' (সর্ব্বংসহাভিঃ ধরিত্রীভিঃ সহ, যদ্বা—অপরৈঃ পার্থিবৈর্দ্দেবৈঃ সহ) ত্বা (ত্বাং) 'আ চিকেতু' (রক্ষিতুং কাময়তাং, ত্বৎপ্রভাবেন সৃষ্টিঃ সংহারমূর্ত্তেঃ রুদ্ররোষাৎ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—ভগবদ্ভক্তিরেব সকলসুখমূলাধারা। তস্যাঃ কৃপয়া এব নরঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবঃ) 'মূর্ধন্' (মূর্দ্ধনি, শিরোরূপে) 'দেবযজনে' (যাগযোগ্যস্থলে - অবস্থিতায়াং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (আনুপূর্ব্বেণ, অনুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) 'জিঘর্ম্মি' (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়ামি আকৃষ্যামি বা ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভগবৎসম্বন্ধযুতস্য কর্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'পদে' (অবলম্বনং) 'অসি' (ভবসি, ভব বা)। অথবা হে মদীয়ং কর্ম্ম! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভক্তিসহযুতায়াঃ স্তুত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'পদে' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি, ভব বা); মম কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ। 'ঘৃতবতি' (হে মম ভক্তিরূপিণি দেবি!) 'স্বাহা' (ত্বাং স্বাহামন্ত্রেণ ভগবতি সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ; সুহুতং সুসিদ্ধমস্তু মম কর্ম্মানুষ্ঠানং)।

৪। 'রক্ষঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতং' (নাশিতং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিলিখিতা' (বিনাশিতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। ভক্তিপ্রভাবেন সর্ব্বে শত্রবঃ নাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

৫। 'ইদং' (অনেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) 'অহং' (অনুষ্ঠানকারী) 'রক্ষসঃ' (দুর্ব্বুদ্ধিরূপস্য শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলমপি ইতি ভাবঃ) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি)।

৬। 'যঃ' (শত্রুঃ, বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (অনুষ্ঠাতৄন্ অর্চ্চকান্ ইত্যর্থঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দিষ্ম' (দ্বেষং কুর্ম্ম) 'অস্য' (তদুভয়বিধস্য আধিদৈবিকশত্রোঃ ইতি ভাবঃ) 'ইদং' অনেন কর্ম্মরূপেণ আয়ুধেন ইত্যর্থঃ) 'গ্রীবা অপি' (মূলানপি) 'কৃন্তামি' (ছেদয়ামি ইতি ভাবঃ)। কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়াম ইতি ভাবঃ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'রায়ঃ' (পরমধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইত্যর্থঃ) 'অস্মে' (মহ্যং) প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনা।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) বিন্যস্তে।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'তোতে' (সর্ব্বেষু লোকেষু ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি ইত্যর্থঃ) স্থাপয়সি। অয়ং ভাবঃ—বয়ং তানি পরমধনানি যাচামাহে। ন কেবলং অস্মান্ কিন্তু বিশ্বান্ সর্ব্বান্ জনান পরমধনং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ।

১০। 'দেবি' (হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'দেব্যাঃ' (পরমশক্তিসম্পন্নয়াঃ) 'উর্ব্বশ্যা' (সর্ব্বেষাং বশয়িত্র্যা শক্ত্যা ইতি ভাবঃ) মাং 'সং পশ্যস্ব' (সম্যক্ পশ্য, মাং প্রতি সম্যক্ করুণাপরায়ণা ভব ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তে' (তবানুগ্রহেণ) 'ত্বষ্টীমতী' (শোভনকর্ম্মশক্তি-সম্পন্নাং ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'সপেয়' (সংগচ্ছেয়, প্রাপ্নুয়াং ইতি ভাবঃ)। ভগবদ্ভক্তি ময়া সহ চিরসম্বন্ধযুতা ভবতু—ইত্যেবাং আকাঙ্ক্ষা। অপিচ 'সুরেতা' (শোভনশক্তিসম্পন্না) 'রেতঃ দধানা' (শক্তেরাধারভূতা) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তব সংদৃশি' (তব সন্দর্শনে সতি) 'বীরং' (বীর্য্যং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'বিদেম' (লভেম)। তব প্রসাদেন তব সহচারিত্বেন চ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ইতি ভাবঃ।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'অহং' (শরণাগতঃ অর্চ্চনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'রায়-স্পোষেণ' (শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েন) 'মা বিযৌষ্ম' (বিযুক্তঃ মা ভবাম)। অস্মাকং পরমধনসঞ্চয়ায় বিঘ্নং ন ভবতি তদেব বিধেহি ইতি ভাবঃ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি বসুরূপা অর্থাৎ পৃথ্বীরূপা হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হয়েন, আপনি অনন্তের অংশীভূতা অর্থাৎ দেবস্বরূপা হয়েন, আপনি রুদ্ররূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী হয়েন, আপনি চন্দ্ররূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী কোমলতাময়ী হয়েন। (এই মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিতা দেবীর স্বরূপ পরিকীর্ত্তন করিতেছে। সেই দেবী পৃথ্বীরূপে বিরাজিতা, সেই দেবীই সমষ্টিভূতা, সেই দেবীই অংশরূপা, সেই দেবীই সংহারমূর্ত্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল-কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই দেবীতেই যুগপৎ বিদ্যমান আছে।

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের সুখের নিমিত্ত আপনাকে সংযমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন; (ভাব এই যে, জ্ঞানিগণের সহায়তায় আপনার প্রসাদে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব (রুদ্রদেব) সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ আপনার প্রভাবে সৃষ্টি সংহারমূর্ত্তিরুদ্ররোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক।

(মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—ভগবদ্ভক্তিই সকল সুখের মূলীভূতা। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়)।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পৃথিবীর (অর্থাৎ বিশ্বের) শীর্ষস্থানে দেবযজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ প্রবহণ বা আকর্ষণ করিতেছি। (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক)।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মের অবলম্বন হও। অথবা হে আমার কর্ম্ম! তুমি ভক্তিযুতা স্তুতির আশ্রয় হও; (ভাব এই যে, আমার কর্ম্ম ভগবৎ-ভক্তিযুত হউক)। ভক্তিসহযুত করিয়া, হে আমার কর্ম্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি।

৪। (আমাদিগের) দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক; সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত ও বিনাশিত হউক। (ভাব এই যে, ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক)।

৫। এই সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমি যেন দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হই।

৬। যে সকল বহিরন্তঃশত্রু প্রার্থনাকারী অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, সেই উভয়বিধ আধিদৈবিক শত্রু আমাদিগের এই কর্ম্মরূপ আয়ুধের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হউক। (ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন সকল শত্রুকে নাশ করিতে সমর্থ হই)।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! পরমার্থ ধন আমাদিগকে দান করুন—এই প্রার্থনা।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমূহ আছে।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমূহ আছে, সেই ধন আপনি সকল লোকে স্থাপন করুন। (ভাব এই যে,—আমরা পরমধন প্রার্থনা করি। কেবল আমাদিগকে নহে; পরন্তু বিশ্বের সকলকেই পরমধন প্রদান করুন।

১০। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি পরম শক্তিসম্পন্ন সকলের বশীভূতকারী শক্তির দ্বারা আমার প্রতি সম্যক্ করুণাপরায়ণ হউন।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার অনুগ্রহে শোভনকর্ম্মশক্তি-সম্পন্না আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—ভগবদ্ভক্তি আমার

সহিত চিরসম্বন্ধযুত হউক)। অপিচ, শোভনশক্তিসম্পন্না, শক্তির আধার-ভূতা হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া যেন সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—আপনার প্রসাদে ও সহচারিত্বে সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামনা করিতেছি)।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অর্চ্চনাকারী আমরা সেই ধনসঞ্চয়ে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে যেন বিমুখ না হই; (অর্থাৎ আমাদিগের পরমার্থরূপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহাই করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

চতুর্থেঽনুবাকে ক্রয়প্রদেশং প্রতি সোমক্রয়ণীগমনমুক্তং। গতায়াং তস্যাং ক্রয়ায় সোমোন্মানস্যাবসরঃ। সপ্তমপদসংগ্রহস্তু গমনমধ্য এব কর্ত্তব্যঃ। ততঃ পঞ্চমে সোঽভিধীয়তে।

১। "বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসি।"—কল্পঃ—"তস্যৈ ষট্‌পদান্যনুনিষ্ক্রামতি বস্ব্যসি রুদ্রাঽস্যদিতিরস্যাদিত্যাঽসি শুক্রাঽসি চন্দ্রাঽসীতি গচ্ছন্তীং সোমক্রয়ণীমনুগচ্ছন্ ষট্‌সু তদীয়পদেষু ষড়্‌ভিরেতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ স্বপাদং প্রক্ষিপেৎ" ইতি। বসুরুদ্রাদিত্যাঃ সবনত্রয়দেবতাঃ। অদিতিঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দ্দেবতা। শুক্রশব্দেন দীপ্তিমান্ সোমো বিবক্ষিতঃ। চন্দ্রশব্দেনাহ্লাদকারি সুবর্ণং। হে সোমক্রয়ণি ত্বং বস্বাদীনাং স্বরূপমসি তদপেক্ষিতসোমযাগসাধনত্বাৎ॥

২। "বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু রুদ্রো বসুভিরা চিকেতু।"—কল্পঃ—"সপ্তমং পদমঞ্জলিনা গৃহ্ণাতি বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বতু রুদ্রো বসুভিরা চিকেত্বিতি" ইতি। হে সোমক্রয়ণীপদ ত্বাং বৃহস্পতিরস্মিন্ সুখপ্রদেশে রময়তু। বসুভিঃ সহিতো রুদ্রস্ত্বামনুজানাতু আবর্ত্তয়তু বা॥

৩। "পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে ঘৃতবতি স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথৈতস্মিন্ পদে হিরণ্যং নিধায় সম্পরিস্তীর্য্যাভিজুহোতি পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে ঘৃতবতি স্বাহেতি" ইতি। হে ঘৃত ত্বামিড়ায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ পদে সমন্তাৎ ক্ষারয়ামি। কীদৃশে পদে। পৃথিব্যা মূর্ধস্থানীয়ে দেবতানাং যাগস্থানে ঘৃতযুক্তে। তথাঽন্যত্রাঽম্নাতং—"সা যত্র যত্র ব্যক্রামত্ততো ঘৃতমপীড্যত তস্মাদ্ ঘৃতপদ্যুচ্যতে" ইতি॥ মন্ত্রান্ব্যাখ্যাতুমাদাবনুষ্ঠানং বিধত্তে—"ষট্‌পদান্যনু নি ক্রামতি ষড়হং বাঙ্‌নাতি বদত্যুত সম্বৎসরস্যায়নে যাবত্যেব বাক্তামব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। অস্তি কশ্চিৎ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হাখ্যো যাগঃ। তত্র ষড়্‌বিধানি স্তোত্রাণি বৃহদ্রথন্তরবৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতনামকৈঃ সামভিঃ সাধ্যানি। তানি চ ক্রমেণ ষট্‌সু দিনেষু গীয়ন্তে। ন তু সপ্তমং পৃষ্ঠ্যস্তোত্রং কিঞ্চিদপ্যস্তি। ততঃ প্রধানভূতপৃষ্ঠ্যস্তোত্ররূপা বাগ্দেবতা ষড়হগতাং সংখ্যামতীত্য ন ক্বাপি বদতি। অপি চ সম্বৎসরকালসম্বন্ধিনি গবাময়নেঽপি নাধিকং পৃষ্ঠ্যস্তোত্রং বদতি। তস্মাদ্বাগ্‌রূপায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ ষট্‌পদান্যনুক্রমণং যুক্তং। তস্মাদ্বাগ্‌রূপত্বাদেব সর্ব্বাং বাচমবরুন্ধে॥

বিধত্তে—"সপ্তমে পদে জুহোতি সপ্তপদা শক্করী পশবঃ শক্করী পশূনেবাব রুন্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তাঽরণ্যাঃ সপ্ত ছন্দাᳬ্ স্যুভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। গবাদয়ো গ্রামাঃ। কৃষ্ণমৃগাদয় আরণ্যাঃ। তথা চ বৌধায়নঃ—"সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবোঽজাঽশ্বো গৌর্ম্মহিষী বরাহো হস্ত্যশ্বতরী চেত্যথ সপ্তাঽরণ্যা দ্বিখুরাশ্চৈকখুরাশ্চ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাশ্চ শ্বাপদাশ্চ শরভাশ্চ মর্কটাশ্চ" ইতি। গায়ত্রী ত্রিষ্টুবিত্যাদীনি সপ্তচ্ছন্দাᳬসি। পশুজাতীয়ং ছন্দোজাতীয়ং চেত্যুভয়মপি সপ্তসংখ্যয়াঽবরুধ্যতে॥

প্রথমমন্ত্রগতশব্দস্বরূপেণৈব সোমক্রয়ণ্যা মহিমাঽখ্যায়ত ইত্যাহ—"বস্ব্যসি রুদ্রাঽসীত্যাহ রূপমেবাস্যা এতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে বৃহস্পতিশব্দম্ চিকেত্বিতি শব্দং চ ব্যাচষ্টে—"বৃহস্পতিস্ত্বা সুম্নে রণ্বত্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্ব্রহ্মণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে রুদ্রো বসুভিরা চিকেত্বিত্যাহঽবৃত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ তৃতীয়মন্ত্রার্থস্য প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—"পৃথিব্যাস্ত্বা মূর্ধন্না জিঘর্ম্মি দেবযজন ইত্যাহ পৃথিব্যা হ্যেষ মূর্দ্ধা যদ্দেবযজনমিড়ায়াঃ পদ ইত্যাহেড়ায়ৈ হ্যেতৎপদং যৎ-সোমক্রয়ণ্যৈ ঘৃতবতি স্বাহেত্যাহ যদেবাস্যৈ পদাদ্ঘৃতমপীড্যত তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥ সোমক্রয়ণীপদে হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধত্তে—"যদধ্বর্য্যুরনগ্নাবাহুতিং জুহুয়াদন্ধোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাদ্রক্ষাᳬসি যজ্ঞᳬ্ হন্যুর্হিরণ্যমপাস্য জুহোত্যগ্নিবত্যেব জুহোতি নান্ধো-ঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞᳬ্ রক্ষাᳬসি ঘ্নন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

৪। "পরিলিখিতᳬ্ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয়।"

৫। "ইদমহᳬ্ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি।"

৬। "যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামি।"—কল্পঃ—"অথোদ্ধৃত্য হিরণ্যশকলেন বা কৃষ্ণবিষাণয়া বা পদং পরিলিখতি পরিলিখিতᳬ্ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহᳬ্ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইদমস্য গ্রীবা অপি কৃন্তামীতি" ইতি। পরিলিখিতং নাশিতং, রক্ষ ইতি জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনং। গ্রীবা ইতি ব্যক্ত্যভিপ্রায়েণ বহুবচনং। ইদমিতি হস্তাভিনয়ঃ। কৃন্তামি ছিনদ্মি॥ রক্ষসঃ প্রসক্তিং পূর্ব্বোক্তাং স্মারয়ন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞᳬ্ রক্ষাᳬসি জিঘাᳬ্ সন্তি পরিলিখিতᳬ্ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহᳬ্ রক্ষসো গ্রীবা অপি কৃন্তামি যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাহ দ্বৌ বাব পুরুষৌ যং চৈব দ্বেষ্টি যশ্চৈনং দ্বেষ্টি তয়োরেবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কৃন্ততি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি। অনন্তরায়ং দ্বয়োর্ম্মধ্য একতরস্যাপ্যন্ত-রায়ো যথা ন ভবতি তথেত্যর্থঃ॥

৭-৯। "অস্মে রায়স্ত্বে রায়স্তোতে রায়ঃ।"—কল্পঃ—"অস্মে রায় ইতি স্থাল্যাং যাবৎপ্লুতᳬ্ সমোপ্য ত্বে রায় ইতি যজমানায় প্রযচ্ছতি তোতে রায় ইতি পত্ন্যৈ" ইতি। প্লুতং ঘৃতেনাঽ-প্লুতং। তাদৃশং রজঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ সপ্তমপদস্থানে যাবদস্তি তাবৎ সর্ব্বং পাত্রে ক্ষিপেৎ। অস্মিন্নধ্বর্য্যৌ রায়ো রজোরূপং ধনং তিষ্ঠতু। ত্বে ত্বয়ি যজমানে। তোতে কলত্রে॥ অনুষ্ঠান-বিধিপুরঃসরং মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্যৈ পদং যাবৎপ্লুতᳬ্ সং বপতি পশূনেবাব রুন্ধেঽস্মে রায় ইতি সং বপত্যাত্মানমেবাধ্বর্য্যুঃ পশুভ্যো নান্তরেতি ত্বে রায় ইতি যজমানায় প্র

গচ্ছতি যজমান এব রয়িং দধাতি তোতে রায় ইতি পত্নিয়া অর্দ্ধো বা এয় আত্মনো যৎপত্নী যথা গৃহেষু নিধত্তে তাদৃগেব তৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

১০। "সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্ব।"—কল্পঃ—"অথ পত্নীং সোমক্রয়ণ্যা সমীক্ষয়তি সং দেবি দেব্যোর্ব্বশ্যা পশ্যস্বেতি" ইতি। হে দেবি সোমক্রয়ণি ত্বমর্ব্বশ্যা দেব্যা সহেমাং পশ্য। অয়ং মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থত্বাদ্ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ॥

১১। "ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশি"—বৌধায়নঃ—"অথ পত্নী যজমানমীক্ষতে ত্বষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশীতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—"ত্বষ্টীমতী তে সপেয়েতি পত্নী সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে" ইতি। হে যজমান ত্বয়া সহ সপেয় সঙ্গচ্ছেয়। অথ বা হে সোমক্রয়ণি তে তবানুগ্রহেণাহং পত্যা সঙ্গচ্ছেয়। কীদৃশী। ত্বষ্টীমতী, স্ত্রীপুরুষমিথুনরূপাণাং পশুমনুষ্যাদীনাং শরীরনির্ম্মাতা ত্বষ্টা। তথা চাগ্ন্যপ-স্থানপ্রকরণে শ্রূয়তে—"যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিক্তস্য ত্বষ্টা রূপাণি বিকরোতি তাবচ্ছো বৈ তৎপ্রজায়তে" ইতি। তাদৃশস্য ত্বষ্টুরনুগ্রহেণোপেতা শোভনমমোঘং স্বকীয়ং রেতো যস্যাঃ সা সুরেতাঃ, তাদৃশমেব পত্যু রেতো দধানা তব পত্যুঃ সোমক্রয়ণ্যা বা সংদৃশ্যভীক্ষ্ণং বীক্ষণং বর্ত্তমানা বীরং স্বোচিতগুণেষু শূরং পুত্রং বিদেয় লভেয়॥ ত্বষ্টীমতীত্যেতস্য পদস্যাভিপ্রায়মাহ—"ত্বষ্টীমতী তে সপেয়েত্যাহ ত্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাꣳ রূপকৃদ্রূপমেব পশুষু দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৮) ইতি॥

১২। "মাঽহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষং।"—বৌধায়নঃ—"সোমক্রয়ণীমীক্ষতে মাঽহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি" ইতি। আপস্তম্বঃ—'মাঽহꣳ রায়স্পোষেণ বি যোষমিতি পত্নীপদং প্রদীয়মানমনুমন্ত্রয়তে" ইতি। বিযোষং বিযুক্তো মা ভূবং। অয়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ। এতস্য সোমক্রয়ণী পদরজসস্তৃতীয়ং ভাগং গার্হপত্যে প্রক্ষিপেৎ, ভাগান্তরমাহবনীয় ইতি বিধত্তে—"অস্মৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেঽমুষ্মা আহবনীয়ো যদ্গার্হপত্য উপবপেদস্মিল্লোঁকে পশুমানৎস্যাদ্যাহবনীয়েঽমুষ্মিল্লোঁকে পশুমানৎস্যাদুভয়োকপ বপত্যুভয়োরেবৈনং লোকয়োঃ পশুমন্তং করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ ৮) ইতি। অত্র সূত্রং—"পদরজস্ত্রেধা বিভজ্য তৃতীয়মুত্তরতো গার্হপত্যস্য শীতে ভস্মন্যুপবপতি তৃতীয়মাহবনীয়স্য তৃতীয়ং পত্ন্যৈ প্রযচ্ছতি তৎসা গৃহেষু দধাতি" ইতি। অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—"ষট্পদানুক্রমা বস্বী বৃহস্তৎপদসংগ্রহঃ। পৃথিব্যাস্তৎপদে হুত্বা পরি সংবেষ্ট্য রেখয়া ॥ ১ ॥ অগ্নে স্থাল্যাং পদং ক্ষিপ্ত্বা ত্বে দদ্যাৎ স্বামিনে পদং। তোতে পত্ন্যৈ পদং দদ্যাৎ সংক্রয়ণ্যা হ্যবেক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥ ত্বষ্টী তাং মন্ত্রয়েৎ পত্নী মাঽহং তদ্দীয়তে যদা। পদং তদা মন্ত্রয়েত মন্ত্রাঃ পঞ্চদশেরিতাঃ ॥ ৩॥ ইতি।

অথ মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে চিন্তিতং—"সোমক্রয়ণ্যানয়নে পদকর্ম্ম প্রযোজকং। ন বাঽ-স্যোঽক্ষাঞ্জনস্যাপি ক্রয়বৎ সন্নিকর্ষতঃ। তৃতীয়য়া ক্রয়ার্থা গৌস্তদ্দ্বারাঽনয়নস্য চ। তাদর্থ্যাত্তৎ প্রযুক্তত্বং ন প্রয়োজকতা পদে" ইতি। জ্যোতিষ্টোমে সোমক্রয় আম্নায়তে—"একহায়ন্যা ক্রীণাতি" ইতি। সেয়মেকহায়নী গৌর্যদা সোমং ক্রেতুং নীয়তে তদাঽধ্বর্য্যুস্তস্যাঃ পৃষ্ঠতো গচ্ছতি। তদপ্যাম্নাতং—"ষট্পদান্যনুনিষ্ক্রামতি" ইতি। ততঃ সপ্তমে পদে হিরণ্যং নিধায়

হুত্বা তৎপদগতং রজো গৃহ্লীয়াৎ। এতদপি শ্রূয়তে—"সপ্তমপদমধ্বর্য্যুরঞ্জলিনা গৃহ্লাতি" ইতি। যদেতদ্রজঃ সংগৃহ্যতে হবির্দ্ধানয়োঃ শকটয়োরক্ষে তেন রজসা যুক্তমঞ্জনং ক্ষিপেৎ। এতদপি শ্রুতং—"যজ্ঞং বা এতৎসম্ভরতি যৎসোমক্রয়ণ্যৈ পদং যজ্ঞমুখং হবির্দ্ধানে যর্হি হবির্দ্ধানে প্রাচী প্রবর্ত্তয়েয়ুস্তর্হি তেনাক্ষমুপাঞ্জ্যাৎ" ইতি। তত্র যথা ক্রয়ঃ সন্নিকৃষ্টস্তথৈব পদকর্ম্মাপ্যক্ষাঞ্জনং সন্নিকৃষ্টং। অথোচ্যেত দধ্যানয়নমামিক্ষয়া যথা সংযুক্তং ন তথাতথাহক্ষাঞ্জনং সোমক্রয়ণ্যানয়েন সংযুক্তমিতি। তন্ন। ক্রয়েহপি পদসংযোগস্য তুল্যত্বাৎ। অথাসংযুক্তোহপি ক্রয়ো গবানয়নেন নিষ্পাদ্যেত তর্হ্যক্ষাঞ্জনমপি তেন নিষ্পাদ্যত ইতি সমানত্বাৎ ক্রয়বৎপদকর্ম্মাপি সোমক্রয়ণ্যানয়নস্য প্রয়োজকমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—একহায়ন্যা ক্রীণাতীতি তৃতীয়াশ্রুত্যা গোঃ ক্রয়ার্থত্বং গম্যতে। গোদ্বারা তদানয়নমপি ক্রয়ার্থমেবেতি ক্রয় এবাহনয়নে প্রযোজকঃ। ন চ পদকর্ম্মার্থত্বং গোর্ব্বা তদানয়নস্য বা কচিচ্ছ্রুতং তস্মাত্তদপ্রয়োজকং॥ অস্মিন্ননুবাকে সর্ব্বাণি যজূংষ্যেবেতি নাত্র চ্ছন্দ ইতি॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, সোমক্রয়ণি-সংগ্রহে গমন সময়ে যে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে হিসাবে, সোমক্রয়ণিই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য। আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে অনুবাকের মন্ত্র-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত এবং আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিষয় একে একে বিবৃত করিতেছি; যথা,—অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের ছন্দ অনুষ্টুপ্ বা বৃহতী। এই মন্ত্রে সোমক্রয়ণিকে স্তুতি করা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—বসু, রুদ্র ও আদিত্য—সবনত্রয়-দেবতা। অদিতি—প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেবতা। শুক্র শব্দে দীপ্তিমান্ সোম বিবক্ষিত। চন্দ্র শব্দে আহ্লাদকারী সুবর্ণ উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ—'হে সোমক্রয়ণি! তুমি বসু প্রভৃতি দেবতার অপেক্ষিত সোম-যাগসাধক বলিয়া ঐ সকল দেবতাব স্বরূপ হও।' 'শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়'ও এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে উবটের ও মহীধরের ভাষ্যে একটু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থ এই—'হে গো! তুমি বসুরূপা হও, তুমি দ্বাদশ আদিত্যরূপা হও। তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্দ্ররূপা হও। বৃহস্পতি সুখে তোমায় রমণ করুন অথবা সংযমন করুন। রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন।' এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। পরন্তু 'গোঃ' সম্বোধনে গাভীকে কি অন্য কোনও অপার্থিব বস্তুকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

ঐ সম্বোধনে ঐ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞানস্বরূপিণী দেবীকে আহ্বান করা হইয়াছে মনে করিতে পারি; অথবা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিকে

সম্বোধন করা হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাভী লইয়া ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, সেই গাভীর সম্বোধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মন্ত্র-কথিত পূর্ব্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই 'ভক্তিরূপিণী দেবী' বলিয়াই মনে করিতেছি। আর, সে হিসাবে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। চতুর্থ অনুবাকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই ভাবই সুসঙ্গত। ভক্তিরূপে অবস্থিতা সেই ব্রহ্মময়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অন্য আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মন্ত্রে দেবীকে 'বস্বী' বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী যে বিশ্বরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই যে তাঁহার প্রকাশমূর্ত্তি, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহাকে 'অদিতিঃ' (দেবমাতা) বলা হইয়াছে; আবার 'আদিত্যা' (অদিতির পুত্রগণ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনিই মাতা, তিনিই পুত্র—এ আবার কি প্রকার উক্তি? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,—এই শাস্ত্রবাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি—এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তার পর, আরও একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,—'অদিতিঃ' পদে অনন্ত অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষ্য করে। দেবত্ব অশেষ প্রকারে অশেষ উপাদানের মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেবভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সমষ্টিগত বিভূতি বা দেবভাবই—"অদিতিঃ" বা অনন্তস্বরূপ ভগবান। আর, ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহা হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তস্বরূপ ভগবানকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে, আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্বিভূতিই 'আদিত্যা' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। আর, তাই আমরা 'অদিতিঃ' পদে 'অনন্তরূপা' এবং 'আদিত্যা' পদে 'অনন্তাংশীভূতা দেব-স্বরূপা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই 'অদিতিঃ' যে যুগপৎ কঠোরতাময়ী সংহারমূর্ত্তিধারিণী এবং কোমলতাময়ী আনন্দদায়িনী হয়েন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই মন্ত্রটী সোমক্রয়ণি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—'হে সোমক্রয়ণি পদ! তোমাকে বৃহস্পতি এই সুখ-প্রদেশে আনন্দিত করুন। বসুগণের সহিত রুদ্র-দেবতা তোমাকে জানুন।' আমাদের অর্থ কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের 'বৃহস্পতি' পদে আমরা জ্ঞানীকে বা জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনই সংসারের সুখের কারণ। শুষ্ক জ্ঞান—অনর্থের মূল। তাহাতে অশান্তি ঘনীভূত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে,—'হে দেবি! জ্ঞানী বা জ্ঞান তোমার সহিত মিলিত হউক।' ভগবদ্ভক্তিযুত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মূলীভূত, তাহা বলা বাহুল্য। "বৃহস্পতি ত্বা সুম্নে রণ্বতু"—সংসারের সকলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ভক্তিযুত হউক—আর তদ্দ্বারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হউক—ইহাই এখানকার লক্ষ্য। উপসংহারে "রুদ্রঃ বসুভিরা চিকেতু" অংশে ভক্তিপ্রবাহে রুদ্রদেবের সংহারমূর্ত্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। "বসুভিঃ সহ রুদ্রঃ ত্বাং রক্ষিতুং কাময়তাং"—এই অর্থে, 'পৃথিবীর সকল দেবভাবের সহিত সংহারকমূর্ত্তি (রুদ্রভাব) তোমায় কামনা করুক'—এই প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ভগবদ্ভক্তি যাহার অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত। তাহার সংহারের ভয় থাকে না। প্রার্থী তাহাই পাইবার কামনা করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

তৃতীয় ও সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—'আজ্য!' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় যাহা প্রথম অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সে অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের মত এই যে, ঐ মন্ত্রাংশ আজ্যকে (ঘৃতকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে আজ্য, অখণ্ডিতা পৃথিবীর শিরোরূপ দেব-যজনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি।' তার পর যে দ্বিতীয় অংশ—'ইড়ায়া' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে 'আজ্যকে' সম্বোধন করা হইয়াছে। তদনুসারে ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে আজ্য! তোমাব সোমক্রয়ণীয় পদে নিক্ষেপ করি। সূত্রান্তরে প্রকাশ,—একটী গাভীকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া তাহার পদাঙ্কিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তার পর, সপ্তম মন্ত্রের 'ঘৃতবতি' মন্ত্রে সপ্তমপদস্থানে স্থিত ধূলা লইয়া সমস্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—এই অধ্বর্য্যু রজঃ রূপ ধন প্রাপ্ত হউন। যজমান এবং কলত্র সে ধন প্রাপ্ত হউন। তার পর, অষ্টম মন্ত্রে যজমানকে সম্বোধন দেখিতে পাই। তাহাতে বলা হইয়াছে,—হে যজমান! তোমাতে এই রজঃ-রূপ ধনসমূহ অবস্থিতি করুক।' প্রকাশ,—'রায়ঃ' পদে 'পশুসমূহ' অর্থও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—হে যজমান! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক।' তার পর, যজমান যেন আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—'এই আমাতে ঐ গোপদাদি-রূপ ধনসমূহ বা পশুসকল বিদ্যমান রহুক।' নবম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্বর্য্যুগণই যেন বলিতেছেন,—'আমাদিগের কলত্রে যেন পশুগণ বা তাহাদিগের পদ-রূপ ধন অবস্থিতি করে।' বলা বাহুল্য, মন্ত্রের এরূপ বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কোনই মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলান না। ঐরূপ অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে—তাহাও বুঝা যায় না।

এখন, পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের মত এই যে, তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটীতে ভক্তির বা কর্ম্মের সম্বোধন আছে মনে করা যাইতে পারে। সপ্তম মন্ত্র কর্ম্মসম্বোধনেই প্রযুক্ত। অপরাপর মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন নিয়োজিত। তাহাতে কিরূপ সুষ্ঠু সুসঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন। তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রাংশে, ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) স্থান কত উচ্চে, তাহাই প্রখ্যাত আছে;—আর, সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মহৃদয়ে আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তির স্থান—সে কোথায়? সে সেই ভগবানের পাদপদ্মে নহে কি? অখণ্ড বিশ্বের যে

শীর্ষস্থান, যেখানে পূজা উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পূজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই অধিষ্ঠিতা থাকেন। ভগবানের পাপপদ্মেই ভক্তি অবিচলিতা হইয়া আছেন। তদ্ভিন্ন, অন্যত্র যে ভক্তি, তাহা ভক্তিনামের বাচ্য নহে। সেই যে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক, ইহাই এই মন্ত্রাংশের মর্ম্ম। প্রার্থী বা উপাসক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের মর্ম্ম এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'ইড়া' ও 'ঈড়া' উভয় পদেরই 'স্তুতি' অর্থ প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম যে পাদ—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং", সেখানে 'ঈড়া' পদ স্তুত্যর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে ঐ পদের স্তুতি অর্থই পাইয়াছি। এই 'ইড়া' ও 'ঈড়া—আমরা অভিন্ন ভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি। 'ইড়া' পদে 'ধেনু' অর্থও হয় বটে; কিন্তু আবার 'সরস্বতী' (স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিলাম। তদনুসারে "ইড়ায়াঃ পদে" মন্ত্রাংশে, 'আমার কর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিযুত হউক বা যেন হয়'—এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আসে—'হে দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (স্তুত্যাঃ) 'পদে' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি); অর্থাৎ,—'হে ভক্তি-দেবি! তুমি আমার স্তুতিরূপ কর্ম্মের আশ্রয় হও।' বলা বাহুল্য, দুই অর্থই অভিন্ন; উভয়ত্রই ভক্তির সহিত কর্ম্মের মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্রাংশের শেষভাগে "ঘৃতবতি স্বাহা" পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিসহযুত কর্ম্মই মানুষের শ্রেয়ঃসাধক। সেই কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ—'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে।

সপ্তম হইতে নবম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরমার্থ-রূপ ধনসমূহ আছে—সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন; আমরা সেই ধন যেন প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি;—ঐ সকল মন্ত্রে যথাপর্য্যায় এবংবিধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র-সমূহের প্রার্থনা এই যে,—'ভক্তিদেবী আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরম ধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক; আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকুক; আর, তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।'

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মন্ত্রত্রয়ে—অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রত্রয় সরল প্রার্থনামূলক। ইতিপূর্ব্বে মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সদ্ভাব অবরোধক অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মরূপ আয়ুধই প্রধান অবলম্বন। সেই কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তি জ্ঞানের উন্মেষে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্র মধ্যে প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

তার পর দশম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য

সোমক্রয়ণি। মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবি সোমক্রয়ণি! তুমি উর্ব্বশী দেবীর সহিত আমাকে দর্শন কর।' আমাদের মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রেরও সম্বোধ্য ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভক্তিরূপিণি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার যে বশীকরণী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন।' ভাব এই যে,—'আমার ভক্তি এমনই শক্তিশালিনী হউক, যাহাতে আমি ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।'

'উর্ব্বশী' পদে ভাষ্যকার 'উর্ব্বশী দেবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় স্বতন্ত্ররূপ। আমাদের মতে 'উর্ব্বশী' পদে সকলের বশকারী শক্তিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহের একটু কারণও আছে। পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় 'উর্ব্বশী' পদের 'উর্ব্বশী দেবী' অর্থ সুসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না। উর্ব্বশী শব্দ—উরু+বশ্+অ (অন্) হইতে নিষ্পন্ন হয়। উরু শব্দে মহৎ এবং বশ্ ধাতুর অর্থ বশীভূত করা। ধাতু নানা অর্থবাচী—এই ন্যায়ে ঐ বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'বশ্' ধাতুর 'বশীভূত করা' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'উর্ব্বশী' পদের অর্থ হয়—যিনি মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন মহৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ। 'উরু' শব্দের মহৎ অর্থে ভগবানকে বুঝায়। শ্রুতিতে 'মহৎ' বলিতে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। 'কঠোপনিষদে' যথা—"সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণং মহৎ" "অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং"। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যথা,—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ"। সায়ণাচার্য্যও বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'উরু' শব্দের 'মহৎ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'উরুগায়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"উরুগায়ঃ উরুভির্ম্মহদ্ভির্গীয়মানঃ।" সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে—বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন? কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? একমাত্র ভক্তি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করেন না ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান। এই জন্যই ভক্ত বিল্বমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

ভক্তি ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয়? ভক্ত ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাঁধিতে পারে? আমরা এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি অশেষ শক্তিশালিনী—ভগবদ্বশীকরণসামর্থ্যধারিণী—মন্ত্রের লক্ষ্য সেই তত্ত্ব প্রকটিত করা। এদিকে আবার বশ্ ধাতুর কান্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমান শক্তিসম্পন্ন এমন কি অধিক শক্তিশালী না হইলে, কেহ কাহারও বশীভূত হয় না বা কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে পারে না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে সমপ্রভাব-

বিশিষ্ট বশীকরণ সামগ্রীর আবশ্যক। আমাদের মতে, 'উর্ব্বশী' পদ সেই পরমশক্তিসম্পন্ন ভক্তিরই দ্যোতনা করিতেছে।

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীরং' পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে। আমরা 'বীরং' পদের 'বীরপুত্র' অর্থ গ্রহণ করি না। পূর্ব্বেই, বেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। তত্তৎস্থলে ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য' ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন দেখিতেছি। ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা যে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। 'আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবদ্ভক্তির সহিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য লাভ করি',–ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। ফলতঃ, আমার কর্ম্ম জ্ঞানান্বিত এবং ভক্তিপথাবলম্বী হউক, প্রার্থী সেই কামনাই করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

একাদশ মন্ত্রে ভাষ্যকার প্রথমে যজমানকে এবং পরে সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে যজমান! তোমার সহিত যেন গমন করি। অথবা হে সোমক্রয়ণি! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন পতিব সহিত গমন করিতে পারি। ত্বষ্টা— স্ত্রীপুরুষ মিথুন ক্রমে পশু ও মনুষ্যদিগের শরীর নির্ম্মাতা। সেই ত্বষ্টার অনুগ্রহে, হে সোমক্রয়ণি। তোমার সদৃশ বীর পুত্র যেন লাভ করিতে সমর্থ হই।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রেরও সম্বোধন—ভক্তিরূপিণি দেবী। ভক্তির সহিত সম্বন্ধ অবিচলিত হউক, অর্থাৎ যেন অবিচলিতা অনন্যা-ভক্তি-লাভে সমর্থ হই এবং সেই ভক্তিই যেন আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনের সহায়ভূত হয়,— মন্ত্রে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে ত্বষ্টার যে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মী বলিয়া বুঝিতে পারি। সেই জ্ঞান হইতে 'ত্বষ্টীমতী' পদের 'শোভনকর্ম্মশক্তিসম্পন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভক্তি যে শক্তির আধারভূতা, 'রেতঃ দধানা' বিশেষণপদে তাহা বোধগম্য হয়। বিবরণ-গ্রন্থের মতে যজমান-পত্নী এই মন্ত্র উচ্চারণে সোমক্রয়ণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। লৌকিক যাগযজ্ঞের প্রয়োগ বশতঃ ভাষ্যের এই উক্তি অসম্ভব নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক-যজ্ঞে এতদুক্তির যে সার্থকতা, তাহা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ, ভক্তি-সহযুত কর্ম্মই মানুষের একমাত্র সহায়। ভক্তি অবিচলিতা হউক, ভক্তির মধ্যে যে পরমার্থ ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ধন যেন আমরা প্রাপ্ত হই, আর ভক্তি-দেবীর সহিত যেন আমরা চিরসম্বন্ধযুত থাকি, এই ভাব—অনুবাকের উপসংহারে শেষ (দ্বাদশ) মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)॥

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।)

(১) অ৺শুনা তে অ৺শুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে

কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽমাত্যোঽসি শুক্রস্তে গ্রহঃ।

(২) অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি

সত্যসবস৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্।

(৩) ঊর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত

সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ। (৪) প্রজাভ্যস্ত্বা।

(৫) প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা।

(৬) প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্তু ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) অ৺শুনা। তে। অ৺শুঃ। পৃচ্যতাম্। পরুষা। প...। গন্ধঃ। তে। কামম্।

অবতু। মদায়। রসঃ। অচ্যুতঃ। অমাত্যঃ। অসি। শুক্রঃ। তে। গ্রহঃ।

(২) অভীতি। ত্যম্। দেবম্। সবিতারম্। উণ্যোঃ। কবিক্রতুমিতি কবি—ক্রতুম্।

অর্চ্চামি। সত্যসবসমিতি সত্য—সবসম্। রত্নধামিতি রত্ন—ধাম্।

অভীতি। প্রিয়ম্। মতিম্।

(৩) উর্ধ্বা। অস্য। অমতিঃ। ভাঃ। অদিদ্যুতৎ। সবীমনি। হিরণ্যপাণিরিতি

হিরণ্য—পাণিঃ। অমিমীত। সুক্রতুরিতি সু—ক্রতুঃ। কৃপা। স্বঃ।

(৪) প্রজাভ্য ইতি প্র—জাভ্যঃ। ত্বা।

(৫) প্রাণায়েতি প্র—অনায়। ত্বা। ব্যানায়েতি বি—অনায়। ত্বা।

(৬) প্রজা ইতি প্র—জাঃ। ত্বম্। অনু। প্রেতি। অনিহি। প্রজা ইতি

প্র—জাঃ। ত্বাম্। অনু। প্রেতি। অনন্ত ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'অংশুঃ' (মম সূক্ষ্মাবয়বঃ) 'তে' (তব) 'অংশুনা' (সূক্ষ্মাবয়বেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পৃচ্যতাং' (সংযুজ্যতাং, বিলীয়তাং ইতি ভাবঃ); অপিচ 'পরুঃ' (মম স্থূলাবয়বঃ) 'পরুষা' (তব স্থূলাংশেন সহ ইতি যাবৎ) সংমিলয়তাং, মিলিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'তে' (তব, ত্বদীয়ঃ) 'গন্ধঃ' (করুণা ইতি ভাবঃ) 'কামং' (অভীষ্টং) 'অবতু' (রক্ষতু, পূরয়তু ইতি ভাবঃ)। কৃপয়া ত্বং অস্মাকং অভীষ্টং পূরয় ইতি ভাবঃ। 'রসঃ' (স্নেহানুরাগঃ, যদ্বা—ভবতাং অংশভূতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মদায়' (অস্মাকং পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'অচ্যুতঃ' (বিনাশরহিতঃ, ক্ষয়রহিতঃ বা) ভবতু ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং 'অমাত্যঃ' (সর্ব্বেষাং সখিভূতঃ ভবসি, অপিচ ত্বং বিশ্বেষাং জড়াজড়েষু নিত্যবিদ্যমানঃ ভবসি ইতি ভাবঃ)। অতঃ 'গ্রহঃ' (ভবতাং সম্বন্ধি প্রকৃষ্টজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'শুক্রঃ' (শুদ্ধসত্ত্বেন অধিগম্যং লব্ধং বা)। জ্ঞানং হি সর্ব্বমূলং। জ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপং ন জ্ঞাতব্যং। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ ভগবতঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ। অত্র আত্মনি আত্মসম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। ভগবতা সহ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু অপিচ তেন সহ মিলনেন পুনরাবৃত্তিঃ ন সম্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

২। 'উণ্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোরভ্যন্তরে বর্ত্তমানং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং) 'কবিক্রতুং' (সৎকর্ম্মণঃ ক্রমবেত্তারং, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ইতি ভাবঃ) 'সত্যসবং' (সত্যস্বরূপং, যদ্বা—অর্চনাকারিণঃ সৎপথি পরিচালকং) 'রত্নধাং' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলরূপং রত্নধারিণং, যদ্বা—মোক্ষফলরূপং

শ্রেষ্ঠরত্নধারকং পোষকং বা) 'অভিপ্রিয়ং' (সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষাং বা প্রীতিবিষয়ং, যদ্বা—সর্ব্বেষু প্রীতিসম্পন্নং, বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রীতিস্থানীয়ং ইতি ভাবঃ) 'মতিং' (মননযোগ্যং, যদ্বা—অর্চ্চনাকারিণে সুমতিবিধায়কং ইত্যর্থঃ) 'কবিং' (ক্রান্তদর্শিনং, সর্ব্বদ্রষ্টারং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'সবিতারং' (জ্ঞানপ্রেরকং দেবং—স্বপ্রকাশং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিতঃ, সর্ব্বতঃ—কায়েন মনসা বাচা ইতি ভাবঃ) 'অর্চ্চামি' (পূজয়ামি—হৃদি ধারয়ামি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ।

৩। 'যস্য' (সবিতুর্দ্দেবস্য, জ্ঞানদেবস্য ইত্যর্থঃ) 'অমতিঃ' (অপরিমেয়া, সর্ব্বপ্রকাশশীলা) 'ভাঃ' (দীপ্তি—জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সবীমনি' (নিখিলসৎকর্ম্মবিধায়িতুং, যদ্বা—নিখিলসদ্ভাবজননার্থং) 'উর্ধ্বা' (গগনাভিমুখিনী, সাধকানাং হৃদয়াভিমুখিনী বা সতী) 'অদিদ্যুতৎ' (সর্ব্বাণি বস্তূনি দীপয়ন্তি, যদ্বা—ইহজগতি সত্ত্বভাবাদীনি প্রেরয়ন্তে); 'হিরণ্যপাণি' (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎজ্ঞানধনপ্রদানেন মুক্তহস্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনক্রতুযুক্ত, সৎকর্ম্মাধারঃ) 'সুবঃ' (সবিতৃদেবঃ) 'কৃপা' (কল্পনয়া) 'অমিমীত' (অপ্রমেয়ঃ—কল্পনয়া অপি যস্য পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনায় অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ গুণমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ।

৪। হে দেব! 'প্রজাভ্যঃ' (নিখিলজনানাং শ্রেয়ঃসাধনায়, বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

৫। (ক) হে দেব! 'প্রাণায়' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়, সৎকর্ম্মশীলজীবনায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

(খ) হে দেব। 'ব্যানায়' (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলসংরক্ষণায়—কর্ম্মশক্তিলাভায় চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

৬। (ক) হে দেব! 'ত্বং' 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইত্যর্থঃ) 'অনুপ্রাণিহি' (শুদ্ধসত্ত্বদানেন জীবয়তু)। অয়ং মন্ত্রাংশঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রাণিনাং হৃদি অধিতিষ্ঠন্ সঃ ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্ সন্মার্গগামিনঃ কুরু; অপিচ তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

(খ) হে দেব। 'প্রজাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুপ্রাণন্তু' (জীবয়ন্তু, হৃদি উদ্দীপয়ন্তু ইতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রাংশঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! এবং কুরু যেন বিশ্বনিবাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আমার সূক্ষ্মাবয়ব আপনার সূক্ষ্মাবয়বের সহিত মিলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাউক। অপিচ, আমার স্থূলাবয়ব আপনার স্থূল অংশের সহিত সম্মিলিত হউক। আপনার করুণা আমাদিগের

অভীষ্ট পূরণ করুন। (অর্থাৎ আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। আপনার স্নেহানুরাগ অথবা আপনার অংশভূত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরমানন্দদানের নিমিত্ত বিনাশরহিত ও ক্ষয়রহিত হউক। হে দেব! আপনি সকলের সখিভূত হয়েন অর্থাৎ বিশ্বের জড় অজড় সকল পদার্থে নিত্যবিদ্যমান রহিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই অধিগত হয়। (জ্ঞানই সকলেরই মূল। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞাপক। মন্ত্রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আমাদের অবিচ্ছিন্ন হউক অপিচ তাঁহার সহিত সম্মিলন-সাধনে আমাদিগের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হউক)।

২। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অর্থাৎ সৎকর্ম্মের ক্রমবেত্তা অথবা অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ অথবা অর্চ্চনাকারিদিগকে সৎপথে নয়নকর্ত্তা, সৎকর্ম্মের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠরত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চ্চনাকারীগণের সুমতিবিধায়ক, ক্রান্তদর্শী (সর্ব্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে (কায়মন ও বাক্যের দ্বারা) অর্চ্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক)।

৩। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশ-শীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ, নিখিলসদ্ভাববিধানার্থ (নিখিলসদ্ভাবজনন বা সৎ-কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিমুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন (প্রেরণ) করে; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনক্রতুসম্পন্ন অথবা সৎকর্ম্মের আধার, সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

৪। হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্য অথবা সৎকর্ম্ম-শীল জীবনের জন্য অর্থাৎ হিতের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করিতেছি।

৫। (ক) হে দেব! প্রাণবায়ুসংরক্ষণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল জীবন লাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

(খ) হে দেব! ব্যানবায়ু-সংরক্ষণ জন্য অর্থাৎ শারীরবলরক্ষায় কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চ্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

৬। (ক) হে দেব! বিশ্ববাসী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদানে জীবনদান করুন। (এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক। প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সন্মার্গগামী করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞানা-বরণ অপসারিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

(খ) হে দেব! সকল প্রজা (অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলে) আপনাকে জীবিত অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্বুদ্ধ হয়, আপনি তাহা করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেঽনুবাকে সোমক্রয়ণ্যাঃ পদসংগ্রহো মার্গমধ্যেঽভিহিতঃ। অথাঽগতয়া সোমক্রয়ণ্যা সোমঃ ক্রেতব্যঃ। স চ সোমক্রয় উন্মানপূর্ব্বক ইতি ষষ্ঠে সোমোন্মানমভিধীয়তে।

১। "অꣳশুনা তে অꣳশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽ-মাত্যোঽসি শুক্রস্তে গ্রহঃ"।—বৌধায়নঃ—"হিরণ্যবতা পাণিনা রাজানমভিমৃশতি অংশুনা তে অংশুঃ পৃচ্যতাং পরুষা পরুর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোঽমাতোঽসি শুক্রস্তে গ্রহ ইতি" ইতি। অপস্তম্বঃ—"অংশুনা তে অংশুঃ পৃচতামিতি যজমানো রাজানমভিমন্ত্রয়তে" ইতি।

অংশুঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ। পরুঃ পর্ব্ব। হে সোম তবৈকেনাংশুনাঽন্যোঽংশুঃ সংযুজ্যতাং, কোঽপ্যং-শুর্ব্বায়্বাদ্যুপঘাতেন মা বিযুজ্যতাম্। তথা পুরুষা পুরুঃ সংযুজ্যতাং, কস্যাপি পরুষো ভাগো মা ভূৎ। ত্বদীয়ো গন্ধো যজমানস্য কামং পালয়তু, ত্বদীয়ো রসো মদায় দেবানাং হর্ষায় বিনাশ-রহিতো ভবতু। ত্বমমাত্যোঽসি যজমানেন দেবতাভিশ্চ সহ সর্ব্বদা তিষ্ঠসি। তব স্বীকারঃ শুক্রোহিরণ্যসাধ্যঃ॥

এতং মন্ত্রং ব্যাচিখ্যাসুরাদৌ সোমবিক্রয়িণং প্রত্যধ্বর্য্যোঃ প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি বিচিত্যঃ সোমা৩ন বিচিত্যা ৩ ইতি সোমো বা ওষধীনাꣳ রাজা তস্মিন্তদাপন্নং গ্রসিত-

মেবাস্য তদ্যদ্বিচিনুয়াত্তথাঽস্যাদ্গ্রসিতং নিষ্খিদতি তাদৃগেব তন্ন বিচিনুয়াদ্যথাঽক্ষন্নাপন্নং বিধাবতি তাদৃগেব তৎক্ষোধুকোঽধ্বর্য্যুঃ স্যাৎক্ষোধুকো যজমানঃ সোমবিক্রয়িন্‌ৎসোমꣳ শোধয়েত্যেব ব্রূয়াদ্যদীতরং যদীতরমুভয়েনৈব সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি তস্মাৎ সোমবিক্রয়ী ক্ষোধুকঃ" (সং০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। বিচয়ো নাম সোমস্য তৃণাদেরপনয়নং। তস্মিন্নোষধীনাং রাজ্ঞি সোমে যত্তৃণাদিকমাপন্নং পতিতং তত্তৃণাদিকমস্য সোমস্য গ্রসিতমেব গ্রাস এব ভবতি। তথা সতি যদি বিচিনুয়াত্তৃণাদিকমপনয়েত্তদানীং যথা লোকে গ্রসিতমন্নং নিষ্খিদতি মক্ষিকাদ্যুপদ্রবেণ বমতি তত্তৃণাদ্যপনয়নং তাদৃক্ স্যাৎ যদি ন বিচিনুয়াত্তদানীং যথা চক্ষুষি পতিতমিতস্ততো বিধাবনেন ব্যাথাং জনয়তি তদবিবেচনং তাদৃক্ স্যাৎ। ততো দোষদ্বয়পরিহারায় সোমবিক্রয়িন্নিত্যাদিপ্রৈষমন্ত্রং ব্রূয়াৎ। তস্মিন্নুক্তে সতি যদীতরমিতরো বিচয়দোষঃ, যদীতরং ত্ববিচয়দোষস্তেনোভয়েন দোষেণ সোমবিক্রয়িণমেব যোজয়তি। তস্মাদসৌ ক্ষোধুকো ন রক্ষিতো ভবেৎ॥ অত্র সূত্রং—"উত্তরবেদিদেশ উপরবদেশে বা রোহিতং চর্ম্মাঽনড়ুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমাঽস্তীর্য্য দক্ষিণে চর্ম্মপক্ষে রাজানং নিবপত্যুত্তরস্মিন্নুপবিশতি সোমবিক্রয়্যুদকুম্ভꣳ রাজানং সোমবিক্রয়ণানিতি সর্ব্বতঃ পরিশ্রিত্যোত্তরেণ দ্বারং কৃত্বা বিচিত্যঃ সোমা৩ ইত্যুক্তং সোমবিক্রয়িন্‌সোমꣳ শোধয়েত্যুক্ত্বা পরাঙাবর্ত্ততে" ইতি॥ যথোক্তং কর্ম্ম বিধত্তে—"অরুণো স্মাঽহৌপবেশিঃ সোমক্রয়ণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুন্ধ ইতি পশূনাং চর্ম্মন্মিমীতে পশূনেবাব রুন্ধে পশবো হি তৃতীয়ꣳ সবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। অরুণনামকঃ কশ্চিদুপবেশস্য পুত্রঃ পশুচর্ম্মণি সোমং মিমীতে। অত্রৈব হি তৃতীয়সবনং সম্পাদয়িষ্যামীতি তস্যাভিপ্রায়ঃ সবনীয়ানুবন্ধ্যাখ্যয়োঃ পশ্বোস্তৃতীয়সবনে সদ্ভাবাৎ পশবস্তৃতীয়সবনং। অতঃ পশুচর্ম্মণা তৎপ্রাপ্তেঃ সোমোন্মানং তত্র কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ চর্ম্মণ উত্তরলোমাস্তরণং বিধত্তে—"যং কাময়েতাপশুঃ স্যাদিত্যৃক্ষতস্তস্য মিমীতর্ক্ষং বা অপশব্যমপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্‌ৎস্যাদিতি লোমতস্তস্য মিমীতৈ তদ্বৈ পশূনাꣳ রূপꣳ রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। ঋক্ষতো রূক্ষে পরুষে নির্লোমভাগে। লোমতঃ সলোমভাগে॥ উদকুম্ভসন্নিধিং বিধত্তে—"অপামন্তে ক্রীণাতি সরসমেবৈনং ক্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯ ইতি॥ মন্ত্রে দুর্ব্বোধভাগং ব্যাচষ্টে—"অমাত্যোঽসীত্যাহামৈবৈনং কুরুতে শুক্রস্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্রো হ্যস্য গ্রহঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। অমৈব সহৈব স্থিত ইত্যর্থঃ। সোমস্বীকারঃ শুক্রো হি সুবর্ণসাধ্যো হীত্যর্থঃ॥ শকটেন সহ সোমং প্রাপ্তুং গচ্ছেদিতি বিধত্তে—"অনসাঽচ্ছ যতি মহিমানমেবাস্যাচ্ছ যাতি "(সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অং ৯) ইতি। শকটরূপেণ বহুমানেন সোমস্য মহিমা প্রকাশিতো ভবতি॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"অনসাঽচ্ছ যাতি তস্মাদনোবাহ্যꣳ সমে জীবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। সমে প্রদেশে জীবনসাধনং ধান্যং শকটবাহ্যং তদ্বৎ সোমঃ॥ বিষমে তু প্রদেশে শিরসা সোমবাহনং বিধত্তে—"যত্র খলু বা এতꣳ শীর্ষ্ণা হরন্তি তস্মাচ্ছীর্ষহার্য্যং গিরৌ জীবনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। যত্র যদা পর্ব্বতে সোমলতোৎপত্তিপ্রদেশে সোমং ক্রীণন্তি তদেতি শেষঃ। লোকেঽপি দুর্গমে গিরৌ ধান্যং শিরসা বহন্তি। অত্র সূত্রং—"উদ্ধৃতপূর্ব্বফলকেনানসা পরিশ্রিতেন চ্ছদিষ্মতা প্রাঞ্চঃ সোমমচ্ছ যান্তি শীর্ষ্ণা গিরৌ ক্রীতং

হরন্তি অপরেণোত্তরেণ বা রাজানং প্রাগীষমুদগীষং বা নদ্ধযুগ৺ শকটং চিবুকপ্রতিষ্ঠিতং” ইতি। তস্মিঞ্ শকটে পূর্ব্বস্থাপিতং মধ্যমফলকমুদ্ধৃত্য নূতনং ফলকং স্থাপনীয়ং। অথ বোদ্ধৃমুন্নতং পূর্ব্বফলকরূপং মুখং যস্য শকটস্য তদুদ্ধৃতপূর্ব্বফলকং। পরিশ্রয়ঃ শকটস্যোপরিগৃহকুড্যবৎ পরিতো বেষ্টনং। ছদিরুপরিতনমাচ্ছাদনং॥

২-৩। “অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসব৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ।”—বৌধায়নঃ—“অথৈনমতিচ্ছন্দসর্চ্চা মিমীত একয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতেঽয়াতয়াম্নিয়ায়াম্নিয়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীর্য্যা অঙ্গুলয়ঃ সর্ব্বাস্বঙ্গুষ্ঠমুপনিগৃহ্ণাতি অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসব৺ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিমূর্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বরিতি পঞ্চকৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চকৃত্বস্তূষ্ণীং” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ক্ষৌমং বাসো দ্বিগুণং ত্রিগুণং বা প্রাগ্দশমুত্তরদশং চর্ম্মণ্যাস্তীর্ণাত্যুদগ্দশং বা তস্মিন্ হিরণ্যপাণিরঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠিকয়া চাঙ্গুল্যাংঽশূন্ সংগৃহ্য ন্যঞ্চতি ত্যং দেবং সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্চ্চা মিমীতে” ইতি। তং দেবমভ্যর্চ্চামি। কীদৃশং। উণ্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পয়োর্হস্তয়োঃ সবিতারং প্রেরকং, কবীনাং বেদার্থবিদাং ক্রতুর্যাগো যস্য প্রেরকস্য সোঽয়ং কবিক্রতুঃ। অত এব সত্যঃ ফলপর্য্যবসায়ী সবঃ প্রেরণং যস্যাসৌ সত্যসবঃ। রত্নানি দধাতীতি রত্নধাঃ। আভিমুখ্যেন সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ। মতিঃ সর্ব্বৈর্ম্মন্তব্যঃ। তাদৃশং দেবমর্চ্চামি। যস্য সবিতুরূর্ধ্বলোকবর্ত্তিনী দীপ্তিরমতির্ম্মন্তুমশক্যা দ্যোততে প্রকাশতে। স্বর্গবর্ত্তী স দেবঃ কৃপয়া মাং সমাগত্য হিরণ্যপাণিঃ সোমং মিমীতাং॥ এতস্যামৃচি বর্ত্তমানং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অভি ত্যং দেব৺ সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্চা মিমীতেঽতিচ্ছন্দা বৈ সর্ব্বাণি ছন্দাংসি সর্ব্বেভিরেবৈনং ছন্দোভির্ম্মিমীতে বর্ষ্ম বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দসর্চা মিমীতে বর্ষ্মৈবৈন৺ সমানানাং করোতি” (সং০ কা০৬ প্র০ ১ অ০ ৯)। ইতি। অক্ষরাধিক্যেন গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংস্যতিক্রম্য বর্ত্তত ইত্যতিচ্ছন্দাঃ। বর্ষ্ম শরীরং॥ অঙ্গুলীষু প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“একয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতেঽয়াতয়াম্নিয়ায়াতয়াম্নিয়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীর্য্যা অঙ্গুলয়ঃ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। উৎসর্গমুৎসৃজ্যোৎসৃজ্য কনিষ্ঠিকৈব প্রথমপর্য্যায়েঽনামিকৈব দ্বিতীয়ে মধ্যমৈব তৃতীয়ে তর্জ্জন্যেব চতুর্থে। এবং সতি সকৃৎপ্রবৃত্তায়া অঙ্গুল্যাঃ পুনঃ প্রবৃত্ত্যভাবাদ্যাতয়ামত্বং গতরসত্বং ন ভবিষ্যতি। যস্মাৎ পর্য্যায়েণ প্রবৃত্তাস্তস্মাৎ প্রত্যেকমঙ্গুষ্ঠেন সংযোক্তুং পৃথক্সামর্থ্যেঽর্পিতাঃ॥ অঙ্গুষ্ঠস্য পর্য্যায়ো নাস্তীত্যমুমর্থং বিধত্তে—“সর্ব্বাস্বঙ্গুষ্ঠমুপ নি গৃহ্ণাতি তস্মাৎ সমাবদ্বীর্য্যোঽন্যাভিরঙ্গুলিভিস্তস্মাৎ সর্ব্বা অনু সং চরতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। কনিষ্টিকাদিষু সর্ব্বাস্বঙ্গুলীষু প্রত্যেকমঙ্গুষ্ঠং সংযোজয়েৎ। সমাবদ্বীর্য্যস্তুল্যসামর্থ্যঃ। তস্মাল্লোকব্যবহারেঽপি প্রত্যেকং সর্ব্বা অঙ্গুলিরনুসঞ্চরতি॥

বিপক্ষ বাধকপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং স্বপক্ষমুপসংহরতি—“যৎসহ সর্ব্বাভির্ম্মিমীত স৺শ্লিষ্টা অঙ্গুলয়ো জায়েরন্নেকয়ৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তস্মাদ্বিভক্তা জায়ন্তে” (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০৯) ইতি॥ সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ সোমোন্মানয়োরাবৃত্তিসংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চ কৃত্বো যজুষা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে পঞ্চ কৃত্বস্তূষ্ণীং দশ সংপদ্যন্তে দশাক্ষরা

বিরাডন্নং বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে যদ্‌যজুষা মিমীতে ভূতমেবাব রুন্ধে যত্তূষ্ণীং ভবিষ্যৎ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি। যদ্যপি অতিচ্ছন্দসর্চ্চো তাসামাৎ পদার্থরূপস্য লক্ষণস্য সদ্ভাবাচ্ছাভি-তাসিত্যেবর্গৈব তথাঽপি যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইতি ব্যুৎপত্তিমভিপ্রেত্য যজুষেত্যুক্তং। অঙ্গুষ্ঠস্য ক্রমেণ কনিষ্ঠিকাদিভিঃ সহ চত্বারঃ পর্য্যায়াঃ। সমন্ত্রকে প্রয়োগে কনিষ্ঠিকাব্যতিরিক্তয়া কয়াচিৎ সহ পঞ্চমঃ পর্য্যায়ঃ। অমন্ত্রকে তু কনিষ্ঠিকয়ৈব সহ। তথা চ সূত্রং—“যয়া প্রথমং ন তয়া পঞ্চমং তয়ৈবোত্তমং” ইতি। বিরাট্‌ছন্দসোঽন্নপ্রদত্বাদন্নত্বং। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ প্রয়োগয়োঃ পূর্ব্বোত্তরভাবসাম্যেন ভূতভবিষ্যদ্‌দ্বয়প্রাপ্তিঃ।

৪। “প্রজাভ্যস্ত্বা। ৫। প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা। ৬। প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্তু॥” কল্পঃ—“অথাতিশিষ্টং রাজানং প্রজাভ্যস্ত্বেত্যুপসমূহতি সমুচ্চিত্য বসনস্যান্তান্ প্রদক্ষিণমুষ্ণীষেণোপনহ্যতি প্রাণায় ত্বেতি ব্যানায় ত্বেত্যনুশৃন্থতি অথোপরিষ্টাদঙ্গুলাবকাশং শিষ্ট্বা যজমানমীক্ষয়তি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রাণায় ত্বা ব্যানায় ত্বা প্রজাস্ত্বমনু প্রাণিহি প্রজাস্ত্বামনু প্রাণন্ত্বিতি” ইতি। হে সোমশেষ প্রজার্থং ত্বাং সমূহামি প্রাণার্থং ত্বামুপনহ্যামি ব্যানার্থং ত্বাং বিস্রংসয়ামি। প্রাণতীঃ প্রজা অনু ত্বং প্রাণিহি। প্রাণন্তং ত্বামনু প্রজাঃ প্রাণন্তু॥ অবশেষেণ বাধং ব্রুবন্ যথোক্তং সমূহনাদিকং বিধত্তে—“যদ্বৈ তাবানেব সোমঃ স্যাদ্ যাবন্তং মিমীতে যজমানস্যৈব স্যান্নাপি সদস্যানাং প্রজাভ্যস্ত্বেত্যুপ সমূহতি সদস্যানেবান্বাভজতি বাসসোপ নহ্যতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমর্দ্ধয়তি পশবো বৈ সোমঃ প্রাণায় ত্বেত্যুপনহ্যতি প্রাণমেব পশুষু দধাতি ব্যানায় ত্বেত্যনু শৃন্থতি ব্যানমেব পশুষু দধাতি তস্মাৎ স্বপন্তং প্রাণা ন জহতি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৯) ইতি।

দশকৃত্বোঽঙ্গুলিভির্ম্মিতাৎসোমস্যানাধিক্যে সত্যেতস্মিন্ সদস্যানস্থিতামপি সোমো ন স্যান্মন্ত্রেণ সমূহনে তু যজমানমনু সদস্যান্ সোমং প্রাপয়তি। প্রাণব্যানয়োঃ পশুষু স্থাপিতত্বাৎ স্বাপেঽপি নাস্তি প্রাণপরিত্যাগঃ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অংশু সোমং মন্ত্রয়েতাভি ত্যং ক্রেতুং মিমীতে তং। প্রজা সমূহ্য তচ্ছেষং প্রাণায়েত্যেব নহ্যতে॥ ব্যা বিস্রস্য প্রজেক্ষেত ষণ্মন্ত্রা ইহ বর্ণিতাঃ॥ ১॥” ইতি অস্মিন্ননুবাকে সন্দিগ্ধার্থোদাহরণাভাবাদত্র বিশেষেণ কিঞ্চিদপি মীমাংসতে। সামান্যবিচারাস্তু পূর্ব্বোক্তা যথাযোগমনুসন্ধেয়াঃ। ছন্দস্তু শ্রুতাবেবাতিচ্ছন্দসর্চ্চেতি স্পষ্টমুদাহৃতং॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সোমক্রয়-বিষয়ক। সোম পরিমাণ কালে যেরূপ প্রক্রিয়াদি অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে 'অংশু' প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে সোমকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে 'অভি ত্যং' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোমের ওজন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া, 'প্রজাভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্টগুলি পরিত্যাগানন্তর 'প্রাণায়' প্রভৃতি

মন্ত্রে সেই গুলিকে উষ্ণীশে বাঁধিতে হইবে। 'ব্যানায় ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে বদ্ধ-সোমগুলিকে খুলিয়া 'প্রজাঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোম নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রসমূহের এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

প্রথম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। তদনুক্রমে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'তোমার এক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ-সাধন কর। তোমার কোনও অংশই যেন বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতে বিযুক্ত না হয়। তোমার এক পর্ব্বের সহিত অন্য পর্ব্ব সংযুক্ত হউক। তোমার গন্ধ যজমানের কামকে পালন করুক, দেবগণের হর্ষের নিমিত্ত তোমার রস বিনাশরহিত হউক। হে সোম! তুমি অমাত্য অর্থাৎ তুমি যজমান এবং দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছ। তোমার স্বীকার হিরণসাধ্য অর্থাৎ হিরণ্য বা স্বর্ণের দ্বারাই সোম ক্রয় করিতে পারা যায়।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারের এই অর্থ কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুসারী। সেই ভাবেই তিনি এই সোম-ক্রয়-বিষয়ক মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। হিরণ্য দ্বারা সোম ক্রয়ের বিষয়, মন্ত্রের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে ভাবে যে দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সেই বিষয় বুঝিবার পক্ষে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে আমরা আত্ম-সম্মিলনের ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ অংশে সাধক কহিতেছেন,—"হে ভগবন্! আমার সূক্ষ্মাবয়ব আপনার সূক্ষ্মাবয়বের সহিত মিলিয়া যাউক; আর আমার স্থূল অবয়ব আপনার স্থূল অবয়বের সহিত সম্মিলিত হউক।' অর্থাৎ 'অণু-পরমাণু-ক্রমে আমার স্থূল-দেহ এবং সূক্ষ্ম-দেহ আপনার সহিত এক হইয়া যাউক। যেন কোনরূপ ভিন্ন ভাব বর্ত্তমান না থাকে।' 'অংশুঃ' এবং 'পরুঃ'—মন্ত্রের অন্তর্গত এই দুইটী পদ হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'অংশুঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হইয়াছে,—'সূক্ষ্মোঽবয়বঃ'; আর 'পরুঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'পর্ব্ব'। ভাষ্যের অনুসরণে আমরা 'অংশুঃ' বলিতে সেই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম অংশই গ্রহণ করিয়াছি। সূক্ষ্ম অংশ বলিতে সূক্ষ্ম দেহ—আত্মাকেই বুঝায়। সেই আত্মা পরমাত্মায়—ভগবানে বিলীন হউক,—'অংশুনা তে অংশুঃ' মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর 'পরুঃ' শব্দের 'পর্ব্ব' অর্থে আমরা স্থূল-শরীর—এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকেই লক্ষ্য করি। 'পরুঃ' পদের 'পর্ব্ব' অর্থে দেহের সন্ধি বুঝায়। তাহা হইতেই ঐ 'পরুঃ' পদে স্থূল-শরীর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচের সমবায়ে এই বিশ্বের সৃষ্ট-সামগ্রীর উৎপত্তি। শাস্ত্রে উহা পঞ্চমহাভূত নামে অভিহিত। ঐ পঞ্চমহাভূতের আবার পাঁচটী তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে 'পরুষা পরুঃ' বলিতে আমার স্থূল দেহের উপাদান যে পঞ্চমহাভূত, ভূত-সমষ্টির আধার আপনাতে সম্মিলিত হউক; আর সেই পঞ্চমহাভূতের যে ধর্ম্ম—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, তাহাও আমার পাঞ্চভৌতিক স্থূল-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক। ফলতঃ, আমার যাহা কিছু, সে সকলেরই অস্তিত্ব আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক। রস পদার্থ অর্থাৎ আমার যাহা শ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহা আপনাতে লীন হউক, আমার যাহা গন্ধ-সামগ্রী প্রাণস্বরূপ, তাহাও আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক।'

মন্ত্রে 'গন্ধঃ' এবং 'রসঃ' বিশেষিত করা হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি যেমন বীজ স্বরূপ, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিও সেইরূপ। 'রস' আদিভূত। গন্ধও আদিভূত—বীজ-স্বরূপ এবং ভগবানের অংশীভূত। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥" ফলতঃ, যাহা সার সামগ্রী, যাহা আদিভূত বীজস্বরূপ, মন্ত্রে প্রার্থনাকারী আপনার অভীষ্ট-পূরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কহিতেছেন,—আপনার 'গন্ধ' অর্থাৎ গন্ধ-তন্মাত্র আমার অভীষ্ট পূরণ করুক এবং আপনার রস-তন্মাত্র আমাকে পরমানন্দ প্রদান করুক। রস—সার সামগ্রী; গন্ধও সার সামগ্রী। উভয়ই বীজ-স্বরূপ। তাই 'গন্ধঃ' পদে ভগবানের করুণাধারা এবং 'রসঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাঁহার গন্ধ ও রস, আমার মোক্ষদায়ক হউক—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। 'অমাত্যঃ' বলিতে যিনি সর্ব্বদা নিকটে বর্ত্তমান থাকেন, সাধারণতঃ এই অর্থই উপলব্ধি হয়। আমরাও প্রকারান্তরে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে লৌকিক ভাবের অতীত এক অলৌকিক ভাবের সমাবেশ আছে। যিনি সখিভূত মিত্রভূত, আমরা তাঁহাকেই 'অমাত্য' বলি। অথবা যিনি জড় অজড়—চেতন অচেতন—সকলেরই মধ্যে নিত্য-বিদ্যমান, 'অমাত্যঃ' পদে আমরা তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি। সে 'অমাত্যঃ' পদ ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই এই বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান। 'অমাত্যোঽসি' বলিতে ভগবানের সখ্য-কামনার ভাব মনে আসে। তিনি যখন স্থাবরজঙ্গম-চরাচর বিশ্বের সকলেরই 'অমাত্যঃ' বা মিত্রভূত; তখন, তিনি আমাদিগেরই বা মিত্রভূত কেন না হইবেন? আমরাও তো এই বিশ্বের বহির্ভূত নহি! তাই এই অংশে ভগবানের সখিত্ব কামনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'রসঃ' যে নিত্যসামগ্রী—ক্ষয়রহিত, মন্ত্রের অন্তর্গত 'অচ্যুতঃ' বিশেষণ পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত জ্ঞানই ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের একমাত্র অবলম্বন। তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্ব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভের প্রার্থনা বিদ্যমান আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'শুক্রং' পদে ভাষ্যমতে 'হিরণ্য' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ঐ পদের 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। কারণ, শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদ্বিষয়ক প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-লাভের একমাত্র সোপান। হিরণ্যের দ্বারা সোম-ক্রয়ে ভগবৎসম্মিলনকামীর কোনও উপকার সাধিত হয় না। তিনি সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভেই ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই অনুবাকের দ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটী মন্ত্র সাবিত্র্যেষ্টিতে সোমোপনহনে প্রযুক্ত হয়। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা কয়েকটী মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সেই বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট তিনটী বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, এই অনুবাকের মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।

ভাষ্যকার এই অনুবাকের দ্বিতীয় হইতে মন্ত্র-পাঁচটীর যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (সূর্য্য বা কোন্ দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমহিমার বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—'সেই সবিতাদেবতাকে সর্ব্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা ?—না, তিনি, 'উণ্যোঃ' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্ত্তমান। দ্যাবাপৃথিবী রূপ হস্তের দ্বারা সবিতাদেবতার প্রেরক। তিনি 'কবিক্রতুং' অর্থাৎ মেধাবীকর্ম্মা অর্থাৎ বেদার্থবিদ্গণের যাগের প্রেরক; অতএব তিনি 'সত্যসবং' অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ; তিনি 'রত্নধাং' অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা; তিনি 'অভিপ্রিয়' অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রীতির বিষয়; তিনি 'মতিং' অর্থাৎ মননযোগ্য; তিনি 'কবিং' অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন।' তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—'অপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি 'অমতি' অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান্ করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আত্মপ্রকাশময়ী। কি জন্য সে দীপ্তি দীপ্তিমান্ হয় ? না—কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান নিমিত্ত। 'অমিমীত' অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি 'হিরণ্যপাণিঃ' অর্থাৎ সুবর্ণা-ভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সঙ্কল্পযুক্ত। স্বর্গবর্ত্তী সেই দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিয়া হিরণ্যের দ্বারা সোমের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করুন।' যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদ-সমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

অনুবাকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র-কয়টী সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সোমকে উষ্ণীষের দ্বারা বন্ধন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—'হে সোম! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে বন্ধন করি।' অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্রে উষ্ণীষের মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্ধন করা হইল, তাঁহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—'হে সোম! প্রাণার্থ তোমাকে গ্রহণ করি, প্রাণার্থ তোমাকে ক্ষরিত করি। হে সোম! প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা-সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কখনও শ্বাসরোধ না হয়,—এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া জীবিত থাক।' এই জন্যই ভাষ্যমতে হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিবর করিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্র-তিনটীর অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটী মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত

হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেবভাবকে উষ্ণীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতদ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। সূত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাৎপর্য্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায়, ভাষ্যের মর্ম্মের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবভাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গল তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—'হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।' আমরাও এস্থলে সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমরা মনে করি, দেবতাকে—শুদ্ধসত্ত্বাধার দেবভাবসমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে আমরা করি, অর্থাৎ হৃদয়-মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি।' হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ই উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার 'বধ্নামি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ণীষ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া শ্রেষ্ঠপদবাচী। ভাষ্যে তাই এখানে উষ্ণীষের প্রসঙ্গ আছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মূর্দ্ধিদেশ। আমরা তাই হৃদয়ে নিবদ্ধ করার ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

দেবতাকে কিরূপে হৃদয়ে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে, পঞ্চম মন্ত্রে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। সে পক্ষে যোগ দ্বারা বায়ু নিরোধই প্রধান সহায়। এখানে সেই যোগের বিষয়ই কথিত হইয়াছে। এখন যোগ বলিতে কি বুঝি এবং মন্ত্রের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ু-নিরোধই চিত্তস্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। মন্ত্রের 'প্রাণায় ত্বা' অংশের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণ-বায়ুর সংযম-সাধন। জীবনী শক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে! প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এ সকল বিষয় আপনি অধিগত হইয়া আসে। ব্যানবায়ু সংরক্ষণের বা সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয় নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই সকল শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ না করিলে মানুষ কয় দিন বাঁচিবে? আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই বায়ু-নিরোধ-সাধনের বিষয়েই উপদেশ আছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি নাই। আমাদের মতে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।' তবে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক—ইহার মর্ম্ম কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে—সাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই

প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে এক সত্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—'তাহারা সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসমন্বিত হউক।' দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্ম্মে অবস্থিত। সৎকর্ম্মসাধনে ভক্তি-সহযুত সৎকর্ম্মে, দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্ম্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি? সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সদ্ভাব-পোষণ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সে যে তিমিরি সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।' ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ঐ ষষ্ঠ মন্ত্রেরই প্রথম অংশে এই ভাব আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন বলা হইল, প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক;' এই অংশে তেমনি জানান হইল,—'সে তো আপনারই অনুগ্রহ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে!' তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—'আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।' কিরূপে? শুদ্ধসত্ত্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়াই আছে! অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে! সুতরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল; তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই! সে আবার অন্যের চৈতন্য-সম্পাদন করিবে কি প্রকারে? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না! তাহা হইলে, তাহারও যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—'জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সৎপথে গমন করুক; তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে।' ষষ্ঠ মন্ত্রের অংশদ্বয়ে এইরূপ পারস্পারিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অন্যের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহার তাৎপর্য্য—সদ্ভাবাহরণে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েই ভগবৎপ্রাপ্তি, আর অসন্মার্গগমনে নিরয়কূপে নিমগ্ন হওয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

অনুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটী শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব-গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও

অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, পরবর্ত্তী আলোচনায় আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অন্যদিকে তেমনি আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটী গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নির্গুণ, তিনি গুণাতীত। তাঁহাতে পরস্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—এ সকল গুণ-বিশেষণেরও তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে! যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে উপনীত হইবে—কিসের সাহায্যে? তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে! তাই ভগবান বলিয়াছেন—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অন্য আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য,—তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবিধ বিশেষণে প্রায়ই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অরূপে রূপের, গুণাতীত নির্গুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে 'অভিপ্রিয়ং' অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হইয়াছে। ভগবান যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী

হও,—তুমিও তাঁহার ন্যায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। তথন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিঃ' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'হিরণ্যং পাণৌ যস্য সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ' অর্থাৎ যাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান্। 'হিরণ্যপাণিঃ' পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—'হিরণ্যবৎ জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে,—তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধনদানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃত্বশক্তিসম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। 'নাস্তি দানং পরো ধর্ম্মঃ'—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। সুতরাং দানধর্ম্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি, শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে গুণে গুণবান্, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, যোদ্ধার নিকট যোদ্ধৃ-পুরুষের আদর, ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মপরায়ণের আদর—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদিগের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপ-গুণ-বিশেষণ-প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন। নচেৎ, সবিতা-দেবতা কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন? তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কথনই নহে! সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষভাবে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি-ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যথন দেবরূপে দর্শনে সমর্থ হইবে, তথন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য রত্ন লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আর দুইটী বিশেষণ-পদ আছে—'কবিক্রতুং' ও 'সুক্রতুঃ'। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শোভন-কর্ম্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; অপিচ, তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান সৎপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদসৎবিচারশূন্য হইয়া প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়; সুতরাং প্রতি পদেই তাহার পদ-স্খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম সৎপথে পরিচালিত হয় না—সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্ব্বোক্ত পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভগবান প্রজ্ঞান-স্বরূপ—সৎকর্ম্ম-মণ্ডিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এখানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান

কর। জ্ঞানমিশ্রিত সৎকর্ম্মেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ—তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও; তিনি যেমন সৎকর্ম্ম-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সৎকর্ম্মপর হও। হও—জ্ঞানবান্, হও—সৎকর্ম্মসাধক; সঞ্চয় কর—জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর—সৎকর্ম্ম। তাহা হইলে প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্ম্মমণ্ডিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহাতে তোমার গতিমুক্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে। আমাদের মনে হয়, ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৬অনুবাক)।

—— ০ ——

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ।)

(১) সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ৺ং।

(২) শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং

চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোঃ।

(৩) অস্মে চন্দ্রাণি।

(৪) তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং

পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি।

(৫) অস্মে তে বন্ধুর্ম্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্। (৬) অস্মে জ্যোতিঃ।

(৭) সোমবিক্রয়িণি তমো।

(৮) মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ
দক্ষিণমুশন্নুশন্তঙ্ স্যোনঃ স্যোনঙ্।

(৯) স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে
বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্রক্ষধ্বং মা বো দভন্॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) সোমম্। তে। ক্রীণামি। ঊর্জ্জস্বন্তম্। পয়স্বন্তম্। বীর্য্যাবন্তমিতি
বীর্য্য—বন্তম্। অভিমাতিষাহমিত্যভিমাতি—সাহম্।

(২) শুক্রম্। তে। শুক্রেণ। ক্রীণামি। চন্দ্রম্। চন্দ্রেণ।
অমৃতম্। অমৃতেন। সম্যৎ। তে। গোঃ।

(৩) অস্মে ইতি। চন্দ্রাণি।

(৪) তপসঃ। তনূঃ। অসি। প্রজাপতেরিতি প্রজা—পতেঃ। বর্ণঃ। তস্যাঃ। তে।
সহস্রপোষমিতি সহস্র—পোষম্। পুষ্যন্ত্যাঃ। চরমেণ। পশুনা। ক্রীণামি।

(৫) অগ্নে ইতি। তে। বন্ধঃ। ময়ি। তে। রায়ঃ। শ্রয়ন্তাম্।

(৬) অগ্নে ইতি। জ্যোতিঃ। (৭) সোমবিক্রয়িণীতি সোম—বিক্রয়িণি। তমঃ।

(৮) মিত্রঃ। নঃ। এতি। ইহি। সুমিত্রধা ইতি সুমিত্র—ধাঃ। ইন্দ্রস্য।

উরুম্। এতি। বিশ। দক্ষিণম্। উশন্। উশন্তম্। স্যোনঃ। স্যোনম্।

(৯) স্বান। ভ্রাজ। অঙ্ঘারে। বম্ভারে। হস্ত। সুহস্তেতি সু—হস্ত।

কৃশানবিতি কৃশ—অনো। এতে। বঃ। সোমক্রয়ণা ইতি সোম—ক্রয়ণাঃ।

তান্। রক্ষধ্বম্। মা। বঃ। দভন্॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে মম মনঃ (আত্মসম্বোধন)! 'তে' (তব কল্যাণায়) 'উর্জ্জস্বন্তং' (বলপ্রাণপ্রদং) 'পয়স্বন্তং' (জ্ঞানদায়কং, অমৃতপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'বীর্যবন্তং' (কর্ম্মশক্তিদায়কং) 'অভিমাতিষাহং' (পাপরূপস্য বৈরিণঃ হন্তারং, অন্তঃশত্রুনাশকং ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ক্রীণামি' (ক্রীতং করোমি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম মনঃ! 'তে' (তব কল্যাণায়) 'শুক্রং' (তেজঃস্বরূপং জ্যোতির্ম্ময়ং সৎস্বরূপং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'শুক্রেণ' (তেজসা, জ্ঞানেন, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন সত্যেন বা) 'ক্রীণামি' (হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ)। 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং, কমনীয়ং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রেণ' (কমনীয়েন শুদ্ধসত্ত্বেন, যদ্বা—পরমানন্দদায়কেন ভক্তিপ্রবাহেণ ইতি ভাবঃ) ক্রীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। তথা, 'অমৃতং' (অক্ষরং, ক্ষয়রহিতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'অমৃতেন' (ক্ষয়রহিতেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেন ভক্তিপ্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) ক্রীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অক্ষরমব্যয়ং তং ভগবন্তং জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রেণ শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা চ প্রাপ্তব্যং। অতঃ তদনুগ্রহলাভায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্ত্তব্যং ইতি ভাবঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'গোঃ' (গৌ, যৎ জ্ঞানং) তৎ 'সম্যৎ' (উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে ময়ি ইতি ভাবঃ তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ-হে দেব! ত্বং হি প্রজ্ঞানাধারঃ। কৃপয়া তব অনন্তজ্ঞানস্য কণামাত্রমপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! 'অস্মে' (অস্মাসু) 'চন্দ্রাণি, (পরমানন্দদায়কানি শুদ্ধসত্ত্বাদীনি) তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সদ্ভাবাধারঃ; যে সদ্ভাবাঃ ত্বয়ি বর্ত্তন্তে তেষাং কিঞ্চিদপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'তপসঃ' (সৎকর্ম্মণঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মপরায়ণস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'তনূঃ' (আধাররূপঃ শরীরঃ, যদ্বা—শরীরবৎ অঙ্গী প্রধানস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—তপসা সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ চ শুদ্ধসত্ত্বঃ প্রজায়তে।

(খ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং প্রজাপতেঃ (ভগবতঃ) 'বর্ণঃ' (আধাররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবান চিরাবস্থিতঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) 'তস্যা' (তথাবিধস্য) 'তে' (তব প্রসাদাৎ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রপোষং' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'পুষ্যন্ত্যঃ' (পুষ্টঃ সন্) 'চরমেণ' (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) 'পশুনা' (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ক্রীণামি' (ত্বাং অধিকরোমি ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ। শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বং অধিগন্তব্যং। তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টিঃ সাধিতঃ ভবতি তদহং করবাণি ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। জনহিতসাধনং মম জীবনব্রতং ভবতু—ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যতঃ ত্বাং 'চরমেন' (শ্রেষ্ঠেণ, উত্তমেন) 'পশুনা' (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'ক্রীণামি' (অধিকরোমি); অতঃ 'তস্যাঃ' (তথাবিধস্য) 'তে' (তব প্রসাদাৎ) 'সহস্রপোষং' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'পুষেয়ং' (পুষ্টঃ ভূয়াসং—অহমিতি শেষঃ)।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তে' (তব) 'বন্ধুঃ' (মিত্রস্বরূপঃ ভগবান্) 'অস্মে' (অস্মাসু) ক্রীড়াপরঃ ভবতু। ত্বয়া সহ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(ঙ) তথা সতি হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তে' (তব-সম্বন্ধি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'মে' (মহ্যং) 'শ্রয়ন্তাং' (প্রযচ্ছন্তাং)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং মোক্ষধনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৪। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব! ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) বিস্তারয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলক।

৫। অপিচ, 'সোমবিক্রয়িণি' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকেষু শত্রুষু ইতি ভাবঃ) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) বিস্তারয় ত্বমিতি শেষঃ। অন্ধকারেণ তান্ আবরয় বিনাশয় চ ইতি ভাবঃ।

৬। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্। ত্বং 'সুমিত্রধঃ' (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠঃ সুহৃৎ) ভবসি ইতি শেষঃ। 'মিত্রো ন' (মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব) অথবা মিত্রঃ (মিত্রভূতঃ জ্ঞানজ্যোতিরূপস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এহি' (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মান্ দীপয় জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি শুদ্ধসত্ত্বঃ অবিচলিতঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'উশন' (ভগবন্তং কাময়মানঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতি-হেতবঃ) 'শ্যোনঃ' (সুখহেতুভূতঃ, পরমসুখনিদানঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ—অঙ্গীভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'শন্তং' (সুখস্বরূপং) 'শ্যোনং' (পরমানন্দপ্রদং) 'দক্ষিণং' (বিশ্বস্য আধাররূপং) 'উরুং' (অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আবিশ' (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আত্মসম্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংসূচয়তে। ময়ি শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবতঃ সম্মিলনং ভবতু ইতোবং আকাঙ্ক্ষা অস্মিন্ মন্ত্রাংশে বর্ত্ততে।

৭। 'স্বান' (হে নাদরূপ!) 'ভ্রাজ' (হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ!) 'অঙ্ঘারে' (হে পাপহারক!) বম্ভারে' (হে বিশ্বপালক!) 'হস্ত' (হে সদানন্দরূপ!) 'সুহস্ত' (হে শোভন-কর্ম্মকারিন্, সর্ব্বস্য পোষক ধারক বা!) 'কৃশানো' (হে সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ!) হে সপ্ত-দেবাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'এতে' (পুরতঃ বর্ত্তমানাঃ, যদ্বা—অস্মিন্ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ) 'সোম-ক্রয়াণাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং ধারয়িতুঃ উদ্বোধিতাঃ ইতি ভাবঃ) 'তান্' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্ সদ্ভাবাদীন্ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষধ্বং' (পোষয়ন্তাং) অপিচ, 'বঃ' (যূয়ং) 'মা দভন্' (মা হিংসিষ্ঠ, যদ্বা—অস্মান্ সৎসম্বন্ধচ্যুতান্ মা কুরুধ্বং, যদ্বা—অস্মান্ পরিত্যজ্য মা গচ্ছধ্বং); অথবা 'বঃ' (যুষ্মান্) 'মা দভন্' (মা হিংসিষত—বৈরিণঃ ইতি যাবৎ; হে দেবাঃ! এবং কুরুত যেন অস্মাকং রিপুশত্রবঃ যুষ্মান্ হৃদয়াৎ অপসারয়িতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে দেবাঃ! এবং বিদধ্বং যেন ময়ি সৎকর্ম্মসামর্থ্যাঃ সদ্ভাবাদয়শ্চ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্তু। তেনাহং ভগবন্তং প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ)। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৭অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে আমার মন (আত্মসম্বোধন)! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত বলপ্রাণপ্রদ, জ্ঞানদায়ক অর্থাৎ অমৃতপ্রদ, কর্ম্মশক্তিদায়ক এবং পাপরূপ অন্তঃশত্রুর হন্তারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি।

(খ) হে আমার মন! তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অথবা সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে তেজের বা জ্ঞানের সাহায্যে অথবা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; পরমানন্দদায়ক বা কমনীয় শুদ্ধ-সত্ত্বকে কমনীয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক ভক্তি-প্রবাহের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত শুদ্ধসত্ত্বকে ক্ষয়রহিত সৎকর্ম্মপ্রভাবে বা ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনাসূচক। ভাব এই যে,—অক্ষর অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য)।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আপনার সম্বন্ধি যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাতে অবস্থিত হউক। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি প্রজ্ঞানাধার। কৃপাপূর্ব্বক আপনার অনন্ত প্রজ্ঞানের কণামাত্রও আমাদিগকে প্রদান করুন)।

২। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব! (আপনার সম্বন্ধি) পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আপনি সদ্ভাবের আধার! আপনাতে যে সকল সদ্ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান করুন)।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি সৎকর্ম্মের অথবা সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের আধাররূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানস্থানীয় হয়েন। (ভাব এই যে—তপঃপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়)!

(খ) অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবানের আধার স্বরূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গীভূত হয়েন। ভাব এই যে—ভগবান শুদ্ধসত্ত্বে চির অবস্থিত)।

(গ) তথাবিধ অপনার প্রসাদে সংসারের লোকসকলের পালন কার্য্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যেন আপনাকে অধিগত করিতে পারি। (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত হয়। তদ্দ্বারা যাহাতে বিশ্ববাসিগণের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব; অর্থাৎ জনহিতসাধন যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত মধ্যে গণ্য হয়)।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি বহু আয়াসে অধিগত হয়েন; আপনার সাহায্যে আমি সংসারের লোকসকলের পালন-কার্য্যে যেন পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইতে পারি।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার মিত্রস্বরূপ সেই ভগবান আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন; অর্থাৎ,—আপনার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়া বিরাজমান রহুন।

(ঙ) তাহা হইলে, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার সম্বন্ধি অর্থাৎ আপনাতে যে পরমার্থরূপ ধন আছে, তাহা আমাকে প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই)।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন।

৭। অপিচ, সদ্ভাবপ্রতিবন্ধক শত্রুগণের মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার করুন; অর্থাৎ অন্ধকারে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন।

৮। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি সুমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হয়েন। মিত্রভূত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতীরূপে আপনি আমাদিগের প্রতি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আমাদিগের হৃদয় আলোকিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা—আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত হউক)।

(খ) হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের কামনাপরায়ণ অথবা ভগবানের প্রীতিপ্রদ সুখহেতুভূত অর্থাৎ পরমসুখনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভূত সুখ-স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধারস্বরূপ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে প্রবেশ কর, অর্থাৎ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে মিশিয়া যাও। (মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর আত্ম-সম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে। ভাব এই যে,—আমাতে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের সম্মিলন ঘটুক)।

৯। হে নাদরূপ! হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ! হে পাপহারক! হে বিশ্ব-পালক! হে সদানন্দরূপ! হে সকলের পোষক! হে সকলের জীবন অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ! হে আপনারা সপ্তদেবগণ! আপনারা সম্মুখে বর্ত্তমান অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সোমক্রয় জন্য আনীত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-ধারণে উদ্বোধিত, সৎকর্ম্মসামর্থ্যকে বা সদ্ভাবাদিকে পোষণ করুন (রক্ষা করুন); অপিচ, আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে সৎসম্বন্ধচ্যুত করিবেন না, অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। অথবা শত্রুগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে, অর্থাৎ হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন,—আমাদিগের হৃদয়ের অন্তঃ-শত্রুগণ যেন আমাদিগের হৃদয় হইতে আপনাদিগকে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই যে,—হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সৎকর্ম্ম সামর্থ্য সকল এবং সদ্ভাব-

সমূহ অবিচলিত থাকে; তাহাতেই আমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইব। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠেঽনুবাকে ক্রয়ায় সোমস্তোম্মানমুক্তং। সপ্তমে লব্ধাবসরঃ ক্রয়োঽভিধীয়তে।

১। "সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ৺।" ২। শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোঃ।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং সংহিরণ্যেন পণতে সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ৺ শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যত্তে গোরিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—"সোমবিক্রয়িণে রাজানং প্রদায় পণতে সোমবিক্রয়িন্ ক্রয্যস্তে সোমা৩ ইতি ক্রয্য ইতীতরঃ প্রত্যাহ সোমং তে ক্রীণাম্যূর্জ্জস্বন্তমিত্যুক্ত্বা কলয়া তে ক্রীণানীত্যেবমাহ ভূয়ো বা অতঃ সোমো রাজার্হতীতি সর্ব্বেষু পণনেষু সোমবিক্রয়ী প্রত্যাহ সম্পদো গবা তে ক্রীণানীত্যন্ততঃ শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীতি জপিত্বা হিরণ্যেন ক্রীণাতি" ইতি। হে সোমবিক্রয়িন্নহং ত্বদীয়ং সোমং ক্রীণামি। কীদৃশং। উর্জ্জস্বন্তং শারীরবলপ্রদং, পয়স্বন্তং প্রভূতরসোপেতং, বীর্য্যাবন্তমিন্দ্রিয়পাটবহেতুং। অভিমাতিষাহং পাপরূপস্য বৈরিণো হন্তারং। শুক্রচন্দ্রামৃতশব্দৈরভিধেয়াস্তেজঃসুখাবিনাশাস্ত্বদীয়সোমেঽস্মদীয়হিরণ্যে চ সমাঃ। অতো হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামি। ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ব্বং দত্তং তস্মাত্তব হিরণ্যলাভোঽধিকঃ॥

৩। "অস্মে চন্দ্রাণি।"—কল্প—"অস্মে চন্দ্রাণীতি সোমবিক্রয়িণো হিরণ্যমপাদত্তে" ইতি। অস্মাস্বেব হিরণ্যানি চন্দ্রাণি তিষ্ঠন্তু। বহুবচনং ব্যত্যয়েন দ্রষ্টব্যং॥

৪-৫। "তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণাম্যস্মে তে বন্ধুর্ম্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনং প্রাচীনগ্রীবয়াঽজয়া পণতে তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণস্তস্যাস্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামীতি অস্মে তে বন্ধুরিতি যজমানমীক্ষতে ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তামিত্যাত্মানং" ইতি। আপস্তম্বস্ত্বেকমন্ত্রতামাহ—"তপসস্তনূরসীতি জপিত্বাঽজয়া ক্রীণামি" ইতি। হেঽজে ত্বং তপসঃ পুণ্যস্য শরীরমসি। যজ্ঞনিষ্পাদকস্য সোমস্য দ্যুলোকে ত্বয়ৈবাবরুদ্ধত্বাৎ। বর্ণ্যত ইতি বর্ণো দেহঃ প্রজাপতের্ব্বর্ণোঽসি প্রজাপতিবৎ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাৎ। তচ্চোপানুবাক্যকাণ্ডে আম্নাতং—"সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজা" ইতি। কিং চ ত্বমপত্যপরম্পরয়া সহস্রসংখ্যাতং পুষ্যসি। তাদৃশ্যাস্তব সম্বন্ধিনা চরমেণ সহস্রতমেন পশুনা সোমং ক্রীণামি ন তু ত্বয়া। অহং তব বন্ধুস্ত্বৎসম্পাদিতস্য সোমস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তত্বান্ময়ি ত্বদীয়ান্যপত্যরূপাণি ধনান্যবতিষ্ঠন্তাং॥ মন্ত্রান্ব্যাচিখ্যাসুরাদাবনভিমতং নিরাকৃত্য স্বাভিমতং পণনমন্ত্রমুৎপাদ্য বিনিযুঙ্ক্তে—"যৎকলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি পণেতাগোঅর্ঘ৺ সোমং কুর্য্যাদগোঅর্ঘং যজমানমগোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং গোস্তু মহিমানং নাব তিরেদ্গবা তে ক্রীণানীত্যেব ব্রূয়াদ্গোঅর্ঘমেব সোমং করোতি গোঅর্ঘং যজমানং গোঅর্ঘমধ্বর্য্যুং ন

গোর্ম্মহিমানমব তিরতি" (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০ ০) কলাঽল্পাদপ্যল্পো যঃ কোঽপ্যবয়বলেশঃ। কলয়া শফেন বা পদেন দোষত্রয়ং স্যাৎ। সোমো গোরূপং মূল্যং নার্হতি। যজমানস্তদ্দাতুং ন শক্নোতি। অধ্বর্য্যুশ্চ ন দাপয়তীত্যেবং সোমযজমানাধ্বর্য্যবো গোঅর্ঘরহিতা ইতি দোষত্রয়ং। কিং চ সোমো গোমূল্য ইত্যুক্তে গোর্ম্মহিমাঽধিকো ভবেৎ। তং নাবজানীয়াৎ। পরমতে ত্বসাববজ্ঞাতো ভবেৎ। গবা তে ক্রীণানীত্যনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বং সমাহিতং ভবতি॥ যথেয়ং সোমক্রয়ণী গৌস্তথৈবাজাদীনি নব দ্রব্যাণি ক্রয়সাধনানি ক্রমেণ বিধত্তে—"অজয়া ক্রীণাতি সতপসমেবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি সশুক্রমেবৈনং ক্রীণাতি ধেন্বা ক্রীণাতি সাশিরমেবৈনং ক্রীণাত্যৃষভেণ ক্রীণাতি সেন্দ্রমেবৈনং ক্রীণাত্যনড়ুহা ক্রীণাতি বহ্নির্ব্বা অনড্বান্বহ্নিনৈব বহ্নি যজ্ঞস্য ক্রীণাতি মিথুনাভ্যাং ক্রীণাতি মিথুনস্যাবরুদ্ধ্যৈ বাসসা ক্রীণাতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যঃ ক্রীণাতি দশ সম্পদ্যন্তে দক্ষাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি।

তপসস্তনূরসীত্যুক্তত্বাদজয়া ক্রীতস্য সোমস্য সতপস্ত্বং। এবমুত্তরত্রাপি যোজ্যং। সাশিরং দধ্যাদিগোরসোপেতং, সেন্দ্রমিন্দ্রিয়বর্দ্ধকং, বহ্নির্ব্বাহকঃ, যজ্ঞস্য বহ্নি যজ্ঞনির্ব্বাহকং সোমং। মিথুনাভ্যাং বৎসতরো বৎসতরী চেত্যেতাভ্যাং মিথুনাবয়বাভ্যাং ধেনোঃ সবৎসায়া বিবক্ষিতত্বাদ্দশদ্রব্যসম্পত্তিঃ॥ মন্ত্রত্রয়ং স্পষ্টার্থত্ববুদ্ধ্যোপেক্ষ্য চতুর্থমন্ত্রস্যাভিপ্রায়মাহ—"তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধ্বর্য্যুর্নিহ্নুত আত্মনোঽনাব্রস্কায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। তত্তেন মন্ত্রপাঠেন পশুভ্যোঽজাপ্রভৃতীন্নিহ্নুতেঽপলপতি। ন হ্যজা পরমার্থতস্তপসস্তনূর্ভবতি, নাপি প্রজাপতের্ব্বর্ণো রূপং। তেনাপলাপেনাজোপচরিতা ভবতি। স চোপচারঃ স্বস্যাপরাধরাহিত্যায় ক্রিয়তে॥ পশূপচারবেদনং প্রশংসতি—"গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশূনাপ্নোতি য এবং বেদ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। দত্তস্য হিরণ্যস্য পুনরাদানং বিবিৎসুর্হিরণ্যপ্রকাশকং দ্বিতীয়মন্ত্রং স্পষ্টার্থমপি পুনরনুসন্ধত্তে—"শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামীত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি॥ পুনরাদানং বিধত্তে -"দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণংস্তদভীষহা পুনরাঽদদত কো হি তেজসা বিক্রেষ্যত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণীয়াত্তদভীষহা পুনরা দদীত তেজ এবাঽঽত্মন্ধত্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। অভীষহা বলাৎকারেণ। কো হীত্যাদির্দ্দেবাভিপ্রায়ঃ॥

৬। "অগ্নে জ্যোতিঃ।"—কল্পঃ—"অগ্নে জ্যোতিরিতি শুক্লামূর্ণাস্তুকাং যজমানায় প্রযচ্ছতি তাং কালে দশাপবিত্রস্য নাভিং কুরুতে" ইতি। অবিলোমভির্নির্ম্মিতস্তস্তুরূর্ণাস্তুকা। সা চ শুক্লা জ্যোতিঃস্বরূপা তজ্জ্যোতিরস্যাস্ববতিষ্ঠতাং॥

৭। "সোমবিক্রয়িণি তমঃ।"—কল্পঃ—"কৃষ্ণামূর্ণাস্তুকামন্তিঃ ক্লেদয়িত্বেদমহঁ সর্পাণাং দন্দশূকানাং গ্রীবা উপগ্রহ্নামীত্যুপগ্রথ্য সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি সোমবিক্রয়িণি তম ইতি" ইতি॥

মন্ত্রদ্বয়ং ব্যাচষ্টে—"অগ্নে জ্যোতিঃ সোমবিক্রয়িণি তম ইত্যাহ জ্যোতিরেব যজমানে দধাতি তমসা সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি॥ বিপক্ষে বাধপুরঃসরং গ্রথনমন্ত্রমুৎপাদয়তি—"যদমুপগ্রথ্য হন্যাদ্দন্দশূকাস্তাঁ সমাঁ সর্পাঃ স্যুরিদমহঁ সর্পাণাং

দন্দশূকানাং গ্রীবা উপ গ্রথ্নামীত্যাহাদন্দশূকাস্তা৺ সমা৺ সর্পা ভবন্তি তমসা সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। কৃষ্ণয়া বিধ্যেৎ। তাং সমাং তং সংবৎসরং কৃৎস্নং। ইদমহমিত্যাদিমন্ত্রেণ সর্পদংশস্ত পরিহারঃ॥

৮। "মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্ত৺ স্যোনঃ স্যোনম্।"— কল্পঃ—"কৌৎসাদ্রাজানমাদত্তে মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইতি তং যজমানস্যোরৌ দক্ষিণত আসাদয়তি ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ দক্ষিণমুশন্নুশন্ত৺ স্যোনঃ স্যোনমিতি" ইতি। শোভনং মিত্রং সোমরূপং যস্ত যজমানস্ত স যজমানঃ সুমিত্রস্তং দধাতি পোষয়তীতি সুমিত্রধাঃ। হে সোম সুমিত্রধাস্ত্বমস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ। হে সোম, ইন্দ্রস্য যজমানস্য দক্ষিণমূরুমাবিশ। কীদৃশং, উশন্তং কাময়মানং স্যোনং সুখকরং। ত্বমপি তাদৃশঃ॥

৯। "স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ রক্ষধ্বং মা বো দভন্॥"—কল্পঃ—"অথ সোমক্রয়ণাননুদিশতি স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্রক্ষধ্বং মা বো দভন্নিতি" ইতি। স্বানাদয়ঃ সোমরক্ষকাঃ। সোমঃ ক্রীয়তে যৈর্গবাদিভিস্তে সোমক্রয়ণাঃ। হে স্বানাদয়স্তান্ সোমক্রয়ণান্ পালয়ত। কেঽপি বৈরিণো যুষ্মান্মা হিংসিষত। অত্র মূল্যভূতান্ সোমক্রয়ণাননুদিশ্য পশ্চাৎসোমস্বীকারো যুক্তঃ। অতোঽর্থক্রমেণ মিত্রো নঃ ইন্দ্রস্যোরুমিতি মন্ত্রদ্বয়মুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যতে॥ ইমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"স্বান ভ্রাজেত্যাহৈতে বা অমুষ্মিল্লোঁকে সোমমরক্ষন্তেভ্যোঽধি সোমমাঽহরন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। অধি অধিকং প্রভূতং॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দ্দোষতৎসমাধানে দর্শয়তি—"যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান্নানুদিশেদক্রীতোঽস্য সোমঃ স্যান্নাস্যৈতেঽমুষ্মিল্লোঁকে সোম৺ রক্ষেয়ুর্যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণাননুদিশতি ক্রীতোঽস্য সোমো ভবত্যেতেঽস্যামুষ্মিল্লোঁকে সোম৺ রক্ষন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১০) ইতি। সোমং সোমযাগফলং॥ অথ সোমস্বীকারস্য প্রাপ্তাবসরত্বান্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো মিত্রো ন এহি সুমিত্রধা ইত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। বন্ধনস্য বরুণপাশরূপত্বাত্তদ্যুক্তঃ সোমো বারুণঃ। অতো বরুণবৎ ক্রূরত্বপ্রাপ্তৌ তচ্ছান্তয়ে মিত্রত্বং প্রতিপাদয়তি॥ উরুস্থানং পূর্ব্বাচারপ্রাপ্তমিত্যাহ—"ইন্দ্রস্যোরুমা বিশ দক্ষিণমিত্যাহ দেবা বৈ য৺ সোমমক্রীণন্তমিন্দ্রস্যোরৌ দক্ষিণ আঽসাদয়ন্নেষ খলু বা এতর্হীন্দ্রো যো যজতে তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"সোমং জপেৎ ক্রয়াৎ পূর্ব্বং শুক্রং স্বর্ণেন তৎক্রয়ে। অস্মে স্বর্ণমপাদত্তে তপ জপ্যং ক্রয়েঽজয়া॥ ১॥ অস্মে জ্যো স্বামিনে দত্ত্বাচ্ছক্রামূর্ণাস্তুকামথ। সোম বিধ্যেৎ কৃষ্ণয়োর্ণাস্তুকয়া ক্রয়কারিণং॥ ২॥ মিত্রঃ সোমমুপাদায়েন্দ্রস্যোরাবুপবেশয়েৎ। স্বান মূল্যাননুদিশেদিমে মন্ত্রা নবোদিতাঃ॥ ৩॥" ইতি।

অথ মীমাংসা।

দ্বাদশাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতং—"ক্রয়ণেষু বিকল্পঃ স্যাৎ সাহিত্যং বাঽগ্রিমো যতঃ। কার্য্যৈক্যমানন্ত্যোভাদ্দশোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ" ইতি॥

অজয়া ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি বাসসা ক্রীণাতীত্যাদীনি বহুনি সোমক্রয়সাধনদ্রব্যাণ্যাম্না-

তানি। তেষাং কার্য্যৈক্যাদ্বিকল্প ইতি চেন্নৈবং। বহুভির্দ্দ্রব্যৈর্ব্বিক্রেতুরানতেঃ সৌলভ্যাৎ, দশভিঃ ক্রীণাতীতি সংখ্যোক্তেশ্চ সমুচ্চয়ঃ॥ অত্র সর্ব্বাণি যজূংষি॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ষষ্ঠ অনুবাকে ক্রয়ের নিমিত্ত সোমের ওজন-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এক্ষণে এই সপ্তম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে হিরণ্য-বিনিময়ে সোম-ক্রয়-কার্য্য পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, একে একে তাহার পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব বিবৃত করিতেছি।

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রে সোম-বিক্রেতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বলা হইতেছে,—'হে সোম-বিক্রেতা! আমি তোমার সোম ক্রয় করিব। সে সোম কিরূপ? 'ঊর্জ্জস্বন্তং' অর্থাৎ শারীরবলপ্রদ, 'পয়স্বন্তং' অর্থাৎ প্রভূতরসোপেত এবং 'অভিমাতিষাহং' অর্থাৎ পাপ-রূপ বৈরিগণের হন্তা। শুক্র এবং চন্দ্র পদদ্বয়ে অমৃত পদের সহ-যোগে অবিনাশী তেজ এবং সুখের কামনা করা হইয়াছে; আর তদ্দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে জানান হইয়াছে,—তোমার সোম এবং আমার হিরণ্য উভয়ই তুল্য-মূল্য। অতএব, আমার এই হিরণ্য তোমার সোমকে কিনিতে সমর্থ। আমি তোমাকে কেবলমাত্র হিরণ্য প্রদান করিতেছি না; অধিকন্তু তোমাকে সমীচীন একটী গাভী পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। অতএব, এখন তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করিতেছি, তাহা তোমার অধিক লাভ বলিয়া মনে করিবে।' * ভাষ্যের ইহাই অভিমত।

---

* শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে ভাষ্যকার মহীধর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। মহীধরের মতে মন্ত্র সোম-ক্রয়কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম! দীপ্যমান্ তোমাকে দীপ্যমান্ হিরণের দ্বারা ক্রয় করি। তুমি (সোম) কিরূপ? ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আহ্লাদকর, স্বাদুত্বে অমৃতের সমান।' অতঃপর হিরণ্যের দ্যুতি ব্যাখ্যাত হইতেছে। কিরূপ হিরণ্য? অর্থাৎ—আহ্লাদকর, অগ্নি-সংযোগেও বিনাশরহিত। পরে যে হিরণ্যের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকম্পন করিবার বিধি। সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাপ্তি-স্বীকার করিলে তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্য 'সম্যস্তে গৌঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় মন্ত্র—'অগ্নে তে চন্দ্রাণি।' সূত্রার্থে প্রকাশ,—যজমানে প্রত্যর্পিত যে গো-দ্রব্য, তাহা পুনরায় যজমানসহ সোম-বিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই সকল হিরণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদিগে প্রতিষ্ঠিত হউক; অর্থাৎ, সোমমূল্যস্বরূপ তোমার গাভী তোমার থাকুক; আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।' অতঃপর তৃতীয় মন্ত্র। অজা বা ছাগকে পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অজা! তুমি পুণ্যের দেহ হও।' দিবিস্থিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্য অজাকে গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি, তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন। এই জন্য অজার সর্ব্বদেবত্ব ও পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ। অপিচ,—'হে অজ! তুমি প্রজাপতির দেহ হও। প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজাও সেইরূপ সর্ব্বদেবপ্রিয়।' অজাকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া, সোম-সম্বোধনে 'চরমেণ পশুনা' প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম। উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু সম্বন্ধি অন্যান্য সহস্র পশুর দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিতেছি। অর্থাৎ অন্যান্য পশুর দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ, কিন্তু তোমার নিজের দ্বারা নহে। অতএব তোমার বন্ধুত্ব প্রাপ্ত সোমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত বলিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার অপত্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা এবং পুত্রপশ্বাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইব। হে অজা! প্রজাপতি তপস্বরূপ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব, তুমি তাঁহার সেই রূপ। অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ।' এস্থলে ভাষ্যকার একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান—ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ। অজা বা ছাগী প্রতি বৎসর তিন বার করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। সেই হেতু 'প্রজাপতের্ব্বর্ণত্বম্'—শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হয়। সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রসিদ্ধ। সেই সম্বোধন করিয়া পরে সোম-সম্বোধনে বলা হইতেছে,—উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব আমি তোমার প্রসাদে সহস্র প্রাণীর পোষণকারী ধনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইব।' ভাষ্যের অর্থ এইরূপ। মন্ত্রসমূহে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা—কত জনকেই সম্বোধন করা হইয়াছে; আবার কত ভাবে কত প্রকার অর্থই অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রসমূহে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে বটে; অথচ, তাহাতে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় না।

কর্ম্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রকয়েটীর ভাষ্য-প্রণোদিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্র সরল সহজবোধ্য হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য

ঐ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! সোমমূল্য-স্বরূপ তোমাকে যাহা প্রদান করিলাম, তৎসম্বন্ধি সেই গো বা গাভী পুনরায় যজমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক। অর্থাৎ, কেবলমাত্র হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্তু গাভীসমূহ তোমার হইবে না।'

আমরা ভিন্নমত পরিপোষণ করি না; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেই পন্থার অনুসরণে আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে ভাষ্যের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ। আমরা এই মন্ত্র-সমূহে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমরা ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

আমরা মন্ত্রের মধ্যে সোমবিক্রেতার বা অজার সম্বোধন-মূলক পদ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন্ত্রে 'পশুনা' পদ আছে। সম্ভবতঃ 'পশুনা' পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার 'অজা' সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়টী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের এবং শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে প্রযুক্ত। তাহাতে মন্ত্রসমূহে এক মহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুইটীকে আমরা কয়েকটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। যে শুদ্ধসত্ত্বলাভে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বে কর্ম্মশক্তির পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে শুদ্ধসত্ত্বে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হয়, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির বিষয়ই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সেই শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপ বিবৃত বলিয়া মনে করি। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, তিনি চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষয়-রহিত। তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সৎকর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্ম্মল যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই 'শুক্র'; যাহা বিশুদ্ধা ভক্তি—যাহাকে অনন্যা-ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দ-দায়িনী; আবার যাহা সৎকর্ম্ম—যে কর্ম্ম সৎস্বরূপে নিয়োজিত, তাহাই অমৃত—ক্ষয়রহিত। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি'—তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। প্রথম মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'যদি জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও; তাহা হইলে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানের অধিকারী হও। যদি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আনন্দদায়িনী অনন্যা-ভক্তির অধিকারী হও। যদি অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ হও। সৎসাহায্যে সৎকে পাওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্ব সাহায্যেই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ—সজ্জ্ঞানের অধিকারী হও; সাধনা কর—অনন্যা ঐকান্তিকী-ভক্তির; অনুষ্ঠান কর—সৎকর্ম্মের। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ সঙ্কল্প – এইরূপ আত্মোদ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইব, তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব, তাঁহাকে কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা—কে শিখাইয়া দিবে, কে জানাইয়া দিবে! মন্ত্র তাই অভয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,—'কেন, ভাবনা কিসের তোমার? তাঁহার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ দেখ; তাঁহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও।' তিনি 'শুক্রং' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাকে জ্যোতীরূপে দেখ,—জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় কর; তাহা হইলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি 'চন্দ্রং' অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক।

প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর ক্ষয়রহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটী আলোকবর্ত্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের জনয়িতা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি যাহা বা যেরূপ, তাঁহার বা সেইরূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'চন্দ্রং' এবং 'অমৃতং' পদদ্বয় 'শুক্রং' ও 'ত্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চন্দ্রেণ' ও 'অমৃতেন' পদদ্বয় 'শুক্রেণ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অন্বয়েই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় নাই কি?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—'হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সম্ভাবাধার সৎকর্ম্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সম্ভাবরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্ম্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রের "সম্যক্তে গৌঃ" অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"হে সোমবিক্রয়িন্! ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্ব্বং দত্তং তস্মাত্তব হিরণ্যলাভোঽধিকঃ।" অর্থাৎ,—পূর্ব্বে গাভী দিয়াছি; এক্ষণে হিরণ্য দিতেছি; সুতরাং এই হিরণ্য তোমাকে অধিক দেওয়া হইল। শুক্লযজুর্ব্বেদে মহীধর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"গৌঃ সোমমূল্যত্বেন তুভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গৌঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য সগ্মে যজমানে তিষ্ঠতু।' অর্থাৎ,—'সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।' দ্বিতীয় মন্ত্রের (অস্মে তে চন্দ্রাণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'হে সোমবিক্রয়িন্! তে চন্দ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তান্যস্মে প্রত্যাবৃত্য তিষ্ঠন্তু, তব গৌরেব সোমমূল্যমস্ত হিরণ্যানি মা ভুবন্নিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ,—'তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।' ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু উহাতে ক্রেতার অস্থির-চিত্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় মন্ত্রটীকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিত অংশে শুদ্ধসত্ত্বকে সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তপসস্তনূরসি'। যাগযজ্ঞতপশ্চারণা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সদ্ভাবের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়,—হৃদয় ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—'প্রজাপতের্ব্বর্ণঃ

(অসি)'। অর্থাৎ,—'তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।' সৎস্বরূপ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান; আবার শুদ্ধসত্ত্বেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় ভগবান্ আপনিই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের রূপ এবং সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। তৃতীয় (গ-চিহ্নিত) অংশের 'পশুনা' পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার 'তবসম্বন্ধিনা সহস্রতমেন পশুনা' (অজয়া পদ) অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের ঐরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'পশু' পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'পশুভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ 'পশুনা' পদে 'দর্শনেন' 'জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ 'দৃশ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে 'দর্শনেন' অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে 'পশুনা' পদে "পশুভাব মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা" ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'চরমেণ পশুনা ক্রীণামি' অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা ত্বাং ক্রীণামি'; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, 'উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন ত্বং অধিগতো ভবসি'—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু 'চরমেণ' অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্ম্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'সহস্রপোষং পুষেয়ম্।' অর্থাৎ,—সংসারের লোক-সকলের পরিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী ভক্ত সাধকের সঙ্কীর্ণ-ভাব দূরে গিয়াছে; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসঞ্জাত সদ্ভাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সদ্ভাবান্বিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতাইব। ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ দুই অংশের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরম ধন আছে, সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমরা যেন সেই ধন প্রাপ্ত হই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—ভক্তিদেবী আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধনে আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক, আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। সূত্রাকারে গ্রথিত মন্ত্রদ্বয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য

আছে, তাহা বুঝা কঠিন। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—'অবিরোম নির্ম্মিত তন্তু উর্ণাস্তক। সেই উর্ণাস্তক শুক্ল—জ্যোতিঃ-স্বরূপ। সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক।' আর 'সোম-বিক্রেতা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হউক।' আমরা মন্ত্রদ্বয়ে ভগবৎ-সম্বোধন লক্ষ্য করি। 'ভগবদনুগ্রহে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক'—মন্ত্রদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'সোম-বিক্রয়িণি' পদে আমরা সদ্ভাব প্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রু-কেই লক্ষ্য করি। তাহাতে সপ্তম 'সোমবিক্রয়িণি তমঃ' মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—যাহারা অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সদ্ভাব-উন্মেষণে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাদিগকে তমোদ্বারা আবৃত করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করুন।' তাহা হইলেই আমরা 'চন্দ্রাণি' অর্থাৎ 'জ্যোতিঃ' দিব্য-দৃষ্টি—জ্ঞান দৃষ্টি লাভে সমর্থ হইব।

তার পর অষ্টম ও নবম মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্য-কারের মতে, বাম হস্ত দ্বারা অজা প্রদানান্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম-সম্বোধনে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—'হে সোম! তুমি আমাদিগের প্রতি আগমন কর। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ সখা বা প্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ এবং শোভন মিত্রের পালক।' ক্রয়করণানন্তর বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ তারল্যসম্পন্ন বলিয়া ক্রূরতা (অর্থাৎ পতন-স্বভাব) হেতু তৎশান্তিকামনায় তাঁহার মিত্রত্বের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উরু হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়া নববস্ত্র দ্বারা উরু আচ্ছাদন করিবে। তার পর তদুপরি সোম স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যোপেত বলিয়া 'ইন্দ্রস্য' পদে যজমানকে বুঝায়। হে সোম! তুমি যজমানের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর।' তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'কিরূপ সোম? অর্থাৎ 'উরু' কাময়মান এবং সুখভূত। কিরূপ উরু? অর্থাৎ,—সোমকাময়মান এবং উপবেশনে সুখকর। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—'পুরাকালে দেবগণ সোম ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হেতু 'ইন্দ্র'-শব্দে এস্থানে যজমানকে বুঝাইতেছে। 'সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন; তাহা হইতে ইন্দ্রের যজনাকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।' নবম মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটী দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যাদি সম্মুখে স্থাপন করিয়া, সোমবিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শব্দকারী, হে শোভমান্, হে পাপারি, হে বিশ্বশোষক, হে সদাহৃষ্টরূপ, হে শোভনহস্ত, হে দুর্ব্বলরক্ষক, হে দেবতাসপ্তক! আপনাদিগের আশ্রিত এই সোমক্রয়কারীর হিরণ্যাদি পদার্থ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে।'

লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতান্তর ঘটিবারও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক

ভাব নিহিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি। মন্ত্রের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয় সরল প্রার্থনামূলক। অষ্টম মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'আপনি মিত্রের ন্যায় আসুন; জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করুন।' মন্ত্রে আছে,—'মিত্রো ন এহি।' ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন,—'ত্বং নোঽস্মান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ। কিন্তুতস্ত্বং মিত্রঃ সখা প্রীতিযুতঃ যদ্বা মিত্র মিত্ররূপং ত্বং অস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ।' আমরাও ভাষ্যকারের এই অন্বয় গ্রহণ করিয়াছি। অধিকন্তু, আমরা মনে করি 'মিত্রো ন' পদে এক উপমা সূচিত হইয়াছে। সে উপমা—'মিত্রো ন মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব।' মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃপরতঃ হিতাকাঙ্ক্ষা করেন; ভগবানও সেইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্ত সাধকের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন। ভক্ত যে তাঁহার মিত্র! তিনি যে ভক্তের মিত্র। তিনি যে ভক্তের ভগবান, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত। এইজন্য তাঁহাকে মন্ত্রে মিত্রের ন্যায় আগমনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই জন্যই তিনি 'সুমিত্রধা' অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, অথবা শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ। তিনি চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তিনিই আবার আমার মোক্ষের পথ প্রদর্শক। তাই তিনি 'সুমিত্রধা।' তিনি প্রজ্ঞানরূপী—জ্ঞানময়; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎস্বরূপ তিনি; সৎকর্ম্মেই তাঁহার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে; সদ্ভাবেই তিনি প্রকাশিত হন; সদ্ভাবের সৎকর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। মন্ত্রের 'মিত্রো ন এহি' অংশে, তাই ভক্ত সাধক বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! তুমি জ্ঞানজ্যোতীরূপে এস; তুমি মিত্রের ন্যায় সহায় হও; তুমি আমার হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া অবস্থিতি কর; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই।'

দ্বিতীয় অংশ বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রস্য' ও 'উরুং' পদে ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদে 'যজমানস্য' এবং 'উরুং' পদে 'উরুপ্রদেশং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিল, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি। 'ইন্দ্রস্য' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাই,—"যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতত্বাদত্রেন্দ্রশব্দেন যজমানঃ।" অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ইন্দ্র পদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে। শিবপূজা-প্রকরণে অষ্টমূর্ত্তির পূজা বিহিত আছে। তন্মধ্যে ভগবানের যজমানরূপী এক মূর্ত্তির পূজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই,—'ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।' আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। ভাষ্যকারও (পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে) 'যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যেণোপেতেন' ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে 'ইন্দ্রস্য' পদে আমরা সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'ভগবতঃ—যজমানরূপস্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে 'উরুং'

পদের সহিত সুন্দর অন্বয় হইতে পারে। ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের 'উরুং' পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই 'ইন্দ্রস্য' পদে সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। 'উরুং' (উরুং) পদে আমরা 'উরুপ্রদেশং' অর্থ গ্রহণ না করিয়া মহান্ বিস্তৃত অর্থে 'অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'উরুং' পদে ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থ-মূলক 'উর্ণ্' হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে কোষগ্রন্থে 'উরু' পদের নিম্নলিখিত পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়; যথা,—"পৃথূরু পৃথুলং ব্যূঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ" (হেমচন্দ্র ৬।৬৬)। দৃষ্টান্ত,—'অগাধং নিধিমূরুমন্তসামনন্তম্।' ইহা হইতেই আমরা 'উরুং' পদের 'অনন্তত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'ইন্দ্রস্য উরুং' পদদ্বয়ে 'ভগবতঃ অনন্তত্বং (সত্ত্বসমুদ্রং)' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে সাধক শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের অনন্তত্বে (অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে) প্রবেশ কর।' হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন সাধিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তরূপী ভগবান সদানন্দময়। একবার তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি? শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং' (ছান্দোগ্য, ৭। ৩।১); আবার, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ,৩।৬)। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। জীব মাত্রেই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে এবং আনন্দেই লীন হইতে চায়। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই ভূমানন্দেরই কামনা করেন। তাই, 'স্যোনঃ' এবং 'স্যোনং' পদে যথাক্রমে 'পরমসুখ-নিদানঃ' এবং 'পরমানন্দপ্রদং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে সত্ত্বভাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয়। সদ্ভাবে—সত্ত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে তাহা আলোচিত হইয়াছে। পরমসুখনিদান সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অধিষ্ঠান, তাহাই সুখকর—তাহাই আনন্দপ্রদ। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ – 'স্যোনঃ'; আর 'উরুং' পদের একটী বিশেষণ 'স্যোনং'। সৎস্বরূপ তিনি, শুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার অধিষ্ঠান; তাই তিনি শুদ্ধসত্ত্বেরই কামনা করেন। তাই 'উরুং' পদের আর এক সুপ্রযুক্ত বিশেষণ 'শন্তং'। সেইরূপ অর্থে 'উশন্' পদও সুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ এবং শুদ্ধসত্ত্ব—আধার ও আধেয় রূপে অবস্থিত। তবে কে আধার, কে আধেয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেখানে ভগবান্, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই আবার ভগবান্! পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে।' প্রথমে সৎকর্ম্মের দ্বারা, সজ্জ্ঞান-লাভে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হও। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, সদ্ভাব-ধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই আসিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে। তখন,

তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আসিবে। এ মন্ত্রে এইরূপে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

নবম মন্ত্র অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন। ঐ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্যের মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়,—স্বান-ভ্রাজ প্রভৃতি সপ্তদেব আমুষ্মিক লোকে সোম রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারা, তাহা কিবা ভাষ্য কিবা ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। বেদে 'সপ্ত' ও 'ত্রি' শব্দের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়; যথা—'ত্রি-সপ্তাঃ', 'সপ্তমাতৃভিঃ', 'ত্রীণি পদা' 'সপ্তদেবাঃ', 'সপ্তধামভিঃ' ইত্যাদি। এই 'সপ্ত' শব্দের এরূপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য্য, মৎকর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক। এই লোকসপ্তকের যাঁহারা অধিপতি, তাঁহারই সপ্তলোকপাল,—তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বরুণ—ইঁহারা সেই সপ্তলোক-পালক। 'স্বান' পদ শব্দার্থক স্বন্ হইতে নিষ্পন্ন। শাস্ত্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই স্বান্ পদে নাদরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। 'ভ্রাজ' পদে সূর্য্যদেবকে সম্বোধন আছে। 'ভ্রাজ' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। যিনি দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, তিনিই 'ভ্রাজ'। সূর্য্যদেব—স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান্। 'অঙ্ঘারে' পদে বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যমতে যিনি 'অঙ্ঘস্য পাপস্য অরিঃ' তিনিই 'অঙ্ঘারিঃ'। ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধসত্ত্বের বারিধারায় পাপকে বিধৌত করেন,—স্নেহকারুণ্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের পাপ-তাপ হরণ করেন। 'বম্ভারে' পদে বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রুদ্র সংহার-কর্ত্তা। আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হস্ ধাতু হইতে হস্ত পদ নিষ্পন্ন। 'হস্ত' পদে সদানন্দময় মহেশ্বর রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে, তিনি ভূমানন্দে সদা মত্ত, তাই তিনি 'হস্ত' অর্থাৎ সদানন্দ। 'সুহস্ত' সম্বোধনে বায়ুদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু ভিন্ন জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব। তাই বায়ু—জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধারয়িতা। যিনি সুষ্ঠুরূপে জীবনকে ধারণ বা পোষণ কারণ,—তিনিই 'সুহস্ত'। আমরা মনে করি, ভুবর্লোকের পতি সেই বায়ু-দেবতাকেই 'সুহস্ত' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'কৃশানু' পদ অগ্নি-নাম-পর্য্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ। তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না। আবার জ্ঞানাগ্নি পরিশোধিত না হইলে, আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় না। অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত। 'কৃশানো' পদে, তাই আমরা মনে করি, ভূলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডও সাত লোকে বিভক্ত।

সে সাতটী লোক বা বিভাগ,—ষট্‌চক্র এবং সহস্রার! মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ সেই সাতটী বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সপ্তককে আবাহন করা হইয়াছে। তাঁহারা দেহের অভ্যন্তরস্থ সাতটী বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! শুদ্ধসত্ত্বধারণের জন্য, আমাতে যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য ও সদ্ভাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা যাহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান করুন।' হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ জন্য, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সৎকর্ম্মে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, সৎকর্ম্মে তিনি প্রকটিত হন। কামক্রোধাদি আসিয়া, সেই সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রেরণাকে বা আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া না দেয়, সেই জন্যই দেবগণের নিকট রক্ষার বা সদ্ভাবপোষণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'বঃ মা দভন্'; অর্থাৎ,—'আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না।' ভাব এই যে,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। সদ্ভাবের আধারস্বরূপ—আপনারা; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা ডুবিয়া থাকিব;—ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। 'যূয়ং মা দভন্' মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ—'আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারে! আমাদের কর্ম্মগুণে, আমাদিগের সদ্ভাব-প্রভাবে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন।'

হৃদয় যদি পাপ-পরিশূন্য হয়, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি দেবগণ বিরাজমান্ রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাহা হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান্! তাঁহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বৃথা হয়! 'ভক্তজনে এনে বিষ দিলে খাই'—এ তো তাঁহারই বাণী! তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" একবার নহে তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

> "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
> ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
> নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ,—যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত-চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই। অতএব আমাতেই মনস্থির

কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে ঊর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' তাই ভক্ত বলিতেছেন,—'আপনারা আমাতে অবিচলিত থাকুন, আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য ও সদ্ভাব-সমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলে সেই পরমানন্দময়কে প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে,—তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে—তাহা হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।' (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক)॥

—— ০ ——

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

(১) উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনা৺ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতা৺ অনু।

(২) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি। (৩) অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ

(৪) অস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা।

(৫) আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্ বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি।

(৬) বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ।

(৭) উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্।

(৮) উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ।

(৯) বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি।

(১০) প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) উদিতি। আয়ুষা। স্বায়ুষেতি সু—আয়ুষা। উদিতি। ওষধীনাম্। রসেন।

উদিতি। পর্জ্জন্যস্য। শুষ্মেণ। উদিতি। অস্থাম্। অমৃতান্। অনু।

(২) উরু। অন্তরিক্ষম্। অন্বিতি। ইহি।

(৩) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ।

(৪) অস্তভ্নাৎ। দ্যাম্। বৃষভঃ। অন্তরিক্ষম্। অমিমীত। বরিমাণম্। পৃথিব্যাঃ।

(৫) এতি। অসীদৎ। বিশ্বা। ভুবনানি। সম্রাড়িতি সম্—রাট্।

বিশ্বা। ইৎ। তানি। বরুণস্য। ব্রতানি।

(৬) বনেষু। বীতি। অন্তরিক্ষম্। ততান। বাজম্। অর্ব্বৎস্বিত্যর্ব্বৎ—সু।

পয়ঃ। অঘ্নিয়াসু। হৃৎস্বিতি হৃৎ—সু। ক্রতুম্। বরুণঃ। বিক্ষু।

অগ্নিম্। দিবি। সূর্য্যম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

(৭) উদিতি। উ। ত্যম্। জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্। দেবম্।

বহন্তি। কেতবঃ। দৃশে। বিশ্বায়। সূর্য্যম্।

(৮) উস্রৌ। এ‍তি। ইতম্। ধূর্ষাহাবিতি ধূঃ—সাহৌ। অনশ্রূ ইতি।

অবীরহণাবিত্যবীর—হনৌ। ব্রহ্মচোদনাবিতি ব্রহ্ম—চোদনৌ।

(৯) বরুণস্য। স্কম্ভনম্। অসি। বরুণস্য। স্কম্ভসর্জ্জনমিতি স্কম্ভ—সর্জ্জনম্। অসি।

(১০) প্রত্যস্ত ইতি প্রতি—অস্তঃ। বরুণস্য। পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'স্বায়ুষা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থেন) 'আয়ুষা' (অক্ষয়জীবনলাভেন) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। আত্মজ্ঞানেন সৎকর্ম্মশীলজীবনলাভায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। অথবা 'আয়ুষা' (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি); অপিচ, 'স্বায়ুষা' (সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায় ইত্যর্থঃ) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠানি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি)। তথা 'ওষধীনাং' (কর্ম্মফলক্ষয়কারকানাং কর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) 'রসেন' (সারভূতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ইতি ভাবঃ) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইত্যর্থঃ); 'পর্জ্জন্যস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য সত্ত্বাববর্দ্ধকস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'শুষ্মেণ' (স্নেহকরুণয়া, যদ্বা—তেজসা,

জ্ঞানদীপ্ত্যা সহেতি ভাবঃ) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। ততঃ 'অমৃতান্' (অক্ষরান্, শুদ্ধসত্ত্বান্) 'অনু' (উদ্দিশ্য, অনুসৃত্য, যদ্বা—তান্ হৃদি ধারণায় ইতি ভাবঃ) 'উদস্থাং' (উত্তিষ্ঠবানস্মি, প্রবুদ্ধঃ ভবানি—অহমিতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্প-সূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থঞ্চ প্রবুদ্ধঃ ভবানি তদেবং বিধেহি ইতি প্রার্থনা।

২। হে দেব! ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিশ্রুতং নির্ম্মলং ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, শত্রোরূপদ্রবপরিশূন্যং হৃদ্‌রূপং আধারং ইতি ভাবঃ) 'অনু' (অনুসৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) 'ইহি' (আগচ্ছ)। বিশুদ্ধং নির্ম্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে ভগবন্! যেন সদৈব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শক্নোমি অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'সদঃ' (অধিষ্ঠানং, আধার-স্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ ইত্যেবং মন্যামহে। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম।

৪। 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ, যদ্বা—সর্ব্বৈর্বরণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ভগবান্ 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্লোকং বা) তথা 'অন্তরিক্ষং' (ব্যোমং—সর্ব্বলোকং ইতি ভাবঃ) 'অস্তভ্নাৎ' (স্তম্ভয়তি, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবি) তস্য ভগবতঃ 'বরিমাণং' (শ্রেষ্ঠত্বং, মহিমানং ইত্যর্থঃ) 'অমিমীত' (অপরিমেয়ং ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ সঃ ভগবান্ স্বকীয়েন প্রভাবেন সর্ব্বলোকং ধারয়তি; পরন্তু তস্য মহিম্নঃ পারং কোঽপি ন জানাতি। প্রার্থনা—সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকরোতু।

৫। সম্রাট্ (সম্যগ্‌রাজমানঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং স্বামী সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, নিখিলানি) 'ভুবনানি (ভূর্লোকানি—সর্ব্বান্ লোকান্ ইতি ভাবঃ) 'আসীদৎ' (ব্যাপ্নোতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ইৎ' (এবং, নিশ্চিতমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণস্য' (তস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ করুণাপরস্য বা ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'ব্রতানি' (কর্ম্মাণি, মহিমানঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ, অথবা সর্ব্বাণি বিশ্বানি তস্য মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কর্ম্ম ধর্ম্মঃ বা। অতঃ সঃ ভগবান মম হৃদয়ং অধিকৃত্য তত্র অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু।

৬। যঃ ভগবান 'বনেষু' (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেষু ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষং' (আকাশং) 'অর্ব্বৎসু' (পুরুষেষু) 'বাজং' (বীর্য্যং) তথা 'উস্রিয়াসু' (গোষু) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং, ক্ষীরং ইত্যর্থঃ) 'বি ততান' (বিস্তারিতবান্) সঃ 'বরুণঃ' (করুণাধারঃ এব) 'হৃৎসু' (অন্তরেষু) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসঙ্কল্পং ইত্যর্থঃ) 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্লোকপ্রাপ্তস্য সাধকস্য বা হৃদি) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং

অমৃতং) 'অদধাৎ' (স্থাপিতবান, প্রদদাতি)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং বস্তূনাং শ্রেষ্ঠঃ সারাংশঃ বা ভগবৎকরুণাসাপেক্ষঃ। সঃ হি বিশ্বস্য অধিপতিরেব।

অথবা,

যঃ 'বরুণঃ' (করুণাধারঃ ভগবান) 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং ইতি ভাবঃ) 'বি ততান' (বিস্তারিতবান), তথা 'অর্ব্বৎসু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু, যদ্বা—অদ্রিবৎ অবিচলিতহৃদয়েষু জনেষু) 'বাজং' (সৎ-কর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) বি ততান, তথা 'উস্রিয়াসু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানাভ্যন্তরেষু, যদ্বা—জ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্নেষু জনেষু ইতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (সত্ত্বভাবং, ভক্তিং ইত্যর্থঃ) বিততান, তথা 'হৃৎসু' (ভগবৎপ্রাপ্তিকামেষু অন্তরেষু) ক্রতুং (সৎকর্ম্মসাধনসঙ্কল্পং, সৎকর্ম্ম) বিততান, তথা 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং—জঠরাগ্নিং বা) বিততান, সঃ ভগবান এব 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্গে) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং, পূর্ণজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'অদ্রৌ' (পাষাণবৎকঠোরেষু অস্মাকং হৃদয়েষু ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'অদধাৎ' (নিদধাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎ-কৃপয়া অস্মাসু সত্ত্বভাবস্য উন্মেষঃ ভবতি। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মহিমাজ্ঞাপকঃ। ভগবতঃ মহিমানং কোঽপি মিমীতুং ন শক্নোতি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৭। 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বস্মৈদেবভাবায়) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং, প্রজ্ঞানাধারং বা) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং পরমব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) 'উদ্‌বহন্তি' (ঊর্দ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বন্তি।

৮। 'উস্রৌ' (হে বৃষবৎবলবীর্য্যসম্পন্নৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ, যদ্বা—সকামনিষ্কামরূপৌ ইত্যর্থঃ) 'ধূর্ষাহৌ' (শকটধুরং যথা ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ, জ্ঞানভক্তী তদ্বৎ দেবান্ নরহৃদি তথা অকিঞ্চনান্ ভগবন্নিবাসে নয়নসমর্থৌ) 'অনশ্রূ' (ক্লান্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ) 'অবীরহণৌ' (বীরাণাং হননমকুর্ব্বাণৌ, অজ্ঞানানাং সৎপথি নয়নকর্ত্তারৌ ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মচোদনৌ' (অর্চ্চনাকারিণাং সৎকর্ম্ম ভগবন্তং বা প্রতি প্রেরয়িতারৌ) এতাদৃশৌ যুবাং 'এতং' (আগচ্ছতং—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'যুজ্যেথাং' (স্বয়মেব যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং মনোরথে ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবানামানয়নো-পযোগিনং সংবাহনং কৃত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ।

৯। (ক) হে মম হৃন্নিহিতে সদ্বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতা—কর্ম্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা,—কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু।

(খ) অতঃ হে মম সদসদ্বৃত্তে জ্ঞানভক্তে বা! যুবাং 'বরুণস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভসর্জ্জনং' (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্ম্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু।

১০। হে ভগবন্! 'প্রত্যস্তঃ' (হৃদয়স্যোপরি প্রসারিতং ইতি ভাবঃ) 'বরুণস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য আবরণস্য) 'পাশং' (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ মুঞ্চতু অপসারয়তু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং সংসারবন্ধনং ছেদয়তু, স্বাত্মনি চ অস্মান্ প্রবিলীয়তু। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। (আত্মজ্ঞানলাভে সৎকর্ম্মশীল জীবন-প্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্রে বিদ্যমান)। অথবা, অক্ষয় জীবন লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই। অপিচ, সৎকর্ম্মসাধনাদির দ্বারা শোভন-জীবন-ধারণের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। কর্ম্মফলক্ষয়কারক কর্ম্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি উদ্বোধিত হই। সদ্ভাব-বর্দ্ধক স্নেহকারুণ্য-স্বরূপ ভগবানের স্নেহ-করুণার দ্বারা অথবা তেজের দ্বারা ও জ্ঞান-দীপ্তিতে যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। তদনন্তর অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে (অর্থাৎ,—তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত) আমি যেন প্রবুদ্ধ হই। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভাব এই যে,—হে দেব! আত্মোৎকর্ষসাধনে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাহাতে প্রবুদ্ধ হই, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)।

২। হে দেব! আপনি আমার কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য শত্রুর উপদ্রব-রহিত সুনির্ম্মল হৃদয়রূপ আধার্য্য-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্য্যার্থ—বিশুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্ব্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সেই হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করিয়া আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি)।

৪। অভীষ্টবর্ষণকারী অথবা সকলের বরণীয় সেই ভগবান দ্যুলোককে এবং অন্তরিক্ষ-লোককে (ব্যোমকে অর্থাৎ সর্ব্বলোককে) স্তম্ভিত করেন অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, এই পৃথিবীতে সেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে,—ভগবান স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সর্ব্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমার সীমা কেহই অবগত নহেন। প্রার্থনা—সেই ভগবান আমার হৃদয় অধিকার করুন)।

৫। সম্যক্ রাজমান অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান নিখিল বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ অথবা করুণা-পরায়ণ সেই ভগবানের কার্য্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপকতাই ভগবানের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। সেই ভগবান আমার হৃদয় ব্যাপিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুন)।

৬। যে ভগবান্ বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে দুগ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই করুণাধারই অন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে বা পূর্ণজ্ঞানকে এবং পাষাণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে.—সকল বস্তুরই শ্রেষ্ঠ বা সার অংশ ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। সেই ভগবানই বিশ্বের অধিপতি)।

অথবা,

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত স্নেহ-কারুণ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী অন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সঙ্কল্পকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবানই স্বর্গে জ্ঞান-সূর্য্যকে (পূর্ণজ্ঞানকে) এবং পাষাণবৎ-কঠোর আমা-দিগের হৃদয়-মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়)।

৭। জ্ঞান-রশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ

সর্ব্বজ্ঞ অথবা ধনপতি দ্যোতমান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে।

৮। বৃষবৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা সকামনিষ্কাম-রূপ হে বাহকদ্বয়! শকটধূর অথবা ভার-বহনসমর্থ অথবা দেবতা বা সংবহনোপযোগী দেবভাব (অর্থাৎ বৃষদ্বয় যেমন শকটের ধূর বা ভার বহন করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া আনে; অপিচ অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্লান্তিরহিত অর্থাৎ সদানন্দরূপ, দুর্ব্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞান-জনকে সৎপথে নয়নকারী, অর্চ্চনাকারীদিগকে সৎকর্ম্মসাধনের অথবা ভগবানের প্রতি প্রেরণকারী,—এতাদৃশ তোমরা (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমাদিগের মনোরথে স্বয়ং যুক্ত হও এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায় প্রবেশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। দেবগণের আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)।

৯। (ক) হে মম হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানকে উন্নত-প্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে—কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক)।

(খ) হে আমার সদ্‌সৎবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমরা আমাদিগের হৃদয়ে অথবা কর্ম্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)।

১০। হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে যে অজ্ঞানতার আবরণরূপ মোহ-পাশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অপসারিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আপনি আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

সপ্তমেঽনুবাকে সোমক্রয়ণমভিহিতং। অথ ক্রীতং সোমং প্রাচীনবংশে নেতুমষ্টমে শকটারোপণং সোমস্যোচ্যতে।

১। "উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনাꣳ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতাꣳ অনু।"—কল্পঃ—"অথৈনমাদায়োপোত্তিষ্ঠতি উদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনাꣳ রসেনোৎপর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণোদস্থামমৃতাꣳ অন্বিতি" ইতি। অমৃতান্দেবাননুলক্ষ্যাঽঽয়ুরাদিবিশেষণাবিশিষ্টেন সোমেন সহোদস্থামুত্তিষ্ঠামীতি। জীবনমায়ুঃ। তত্রাপি রোগাদ্যুপদ্রবরহিতং স্বায়ুঃ। তদুভয়প্রদত্বাৎ সোমস্য তদুভয়রূপত্বং। ওষধীনাং পর্জ্জন্যস্য চ সোমঃ সার ইত্তরৌষধিবত্‌্‌মিবিশেষে জায়মানত্বাদ্‌বৃষ্ট্যা বর্ধমানত্বাচ্চ। চতুর্ভির্ব্বিশেষণৈঃ পৃথক্‌ক্রিয়াপদমন্বেতুং চত্বার উচ্ছব্দাঃ॥ অমৃতশব্দানুশব্দয়োরর্থমাহ—"উদায়ুষা স্বায়ুষেত্যাহ দেবতা এবান্বারভ্যোত্তিষ্ঠতি" (সং০ কা০৬ প্র০১ অ০ ১১) ইতি।

২। "উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি।"—কল্পঃ—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীতি শকটায়াভিপ্রব্রজতি" ইতি॥ উত্থাপনমারভ্য পুনর্ভূমৌ স্থাপনপর্য্যন্তং সোমোঽন্তরিক্ষাধার ইত্যভিপ্রায়ং দর্শয়তি—"উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহীত্যাহান্তরিক্ষদেবত্যো হ্যেতর্হি সোমঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥

৩-৫। "অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদাস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্‌বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি।"—বৌধায়নঃ—"তস্য ছিদ্রে কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোঽসীতি, অদিত্যাঃ সদ আসীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানমথৈনমুপতিষ্ঠতেঽস্তভ্নাদ্দ্যামৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা আঽসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্‌বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানীতি" ইতি। আপস্তম্বো দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রাবেকীচকার। হে কৃষ্ণাজিন ত্বমদিত্যা ভূমেঃ সদঃ স্থানমসি। হে সোম তস্যাঃ সদ প্রাপ্নুহি। ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোঽয়ং সোমো যথা দ্যুলোকো ন পততি তথা স্তম্ভনং সংচকার। অন্তরিক্ষমেতাবদিত্যমিমীত পৃথিব্যা বরিমাণং গুরুত্বং চামিমীত। স সোমদেবঃ স্বমহিম্না সম্যগ্রাজমানো বিশ্বানি ভুবনানি আসীদদ্ব্যাপ্তবান্‌। বিশ্বেত্তানি সর্ব্বাণ্যেবোক্তানি কর্ম্মাণি সর্ব্বাবরকত্বেন বরুণনাম্নঃ সোমস্য ব্রতানি ব্রতবন্নিয়তানি॥ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—"অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥ দ্বিতীয়মন্ত্রসাধ্যং যদাসাদনং তদেব তৃতীয়মন্ত্রেণাপি কর্ত্তব্যমিত্যমুমর্থং হেতুপন্যাসপুরঃসরং বিধত্তে—"বি বা এনমেতদর্দ্ধয়তি যদ্বারুণꣳ সন্তং মৈত্রং করোতি বারুণ্যর্চ্চাঽঽসাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া সমর্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। উপনদ্ধঃ সোমো বরুণো যদ্বিষয়ে মিত্রো ন এহীতি মন্ত্রং পঠন্মৈত্রং করোতীতি যদস্তি এতেনৈনং সোমং ব্যর্দ্ধয়তি সমৃদ্ধিহীনং করোতি, বারুণ্যর্চ্চা তু সমর্ধয়তি॥

৬। "বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ।"—কল্পঃ—"অথৈনং বাসসা পরিতনোতি বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রাবিতি" ইতি। বিততানেতি প্রতিবাক্যমন্বেতি। বরুণনামকঃ সোমদেবো জগদীশ্বরেণাভিন্নঃ সর্ব্বং নির্ম্মমে। তৎ কিং, বনেষু বৃক্ষমধ্যেষু অন্তরিক্ষমবকাশং বিততান। অর্ব্বৎসু বাজিষু বাজং

বেগং গতিবিশেষং, পয়ো গোষু, হৃদয়েষু চিত্তেষু ক্রতুং সঙ্কল্পং, বিক্ষু প্রজাসু জঠরাগ্নিং, দ্যুলোকে সূর্য্যং, পর্ব্বতে সোমবল্লীমদধাদস্থাপয়ৎ॥ অনেন মন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং বিধত্তে—"বাসসা পর্য্যানহ্যতি সর্ব্বদেবত্যং বৈ বাসঃ সর্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমর্ধয়ত্যথো রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। মন্ত্রার্থো লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততানেত্যাহ বনেষু হি ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎস্বিত্যাহ বাজং্ হ্যর্ব্বৎসু পয়ো অঘ্নিয়াস্বিত্যাহ পয়ো হ্যঘ্নিয়াসু হৃৎসু ক্রতুমিত্যাহ হৃৎসু হি ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিমিত্যাহ বরুণো হি বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমিত্যাহ দিবি হি সূর্য্যং সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাণো বা অদ্রয়স্তেষু বা এষ সোমং দধাতি যো যজতে তস্মাদেবমাহ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অদ্রিশব্দেনাত্র পাষাণবহুলো গিরির্ব্বিবক্ষিতঃ। পাষাণসন্ধিষু সোমস্যোৎপত্তেঃ। যজমানস্তেষু পাষাণেষু সোমং প্রাপ্নোতি॥

কল্পঃ—'উদু ত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যর্চ্চা কৃষ্ণাজিনং প্রত্যানহ্যত্যূর্ধ্বগ্রীবং বহিষ্ঠাদ্বিশসনং' ইতি। স চ মন্ত্র এবং পঠ্যতে॥

৭। "উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ইতি॥"—কেতবো রশ্ময়স্ত্যং তং পরোক্ষং জাতবেদসমুৎপন্নস্য সর্ব্বস্য জগতো বেত্তারং সূর্য্যং দেবমুদ্বহন্তি ঊর্ধ্বপ্রদেশং প্রাপয়ন্তি। কিমর্থং, বিশ্বায় দৃশে সর্ব্বস্য জগতো দর্শনার্থং॥ সৌর্য্যমন্ত্রেণ রক্ষাংসি নিবার্য্যন্ত ইত্যাহ—'উদু ত্যং জাতবেদসমিতি সৌর্য্যর্চ্চা কৃষ্ণাজিনং প্রত্যনহ্যতি রক্ষসামপহত্যৈ' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি।

৮। "উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ।"—কল্পঃ—"অথ সোমবাহনাবানীয়মানৌ প্রতি মন্ত্রয়তে—"উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনাবিতি" ইতি। হে উস্রৌ বলীবর্দ্দাবেতমাগচ্ছতং। কীদৃশৌ, ধূর্ষাহৌ ভারং সহমানৌ অনশ্রূ অনসি শকটে শ্রুতৌ খ্যাতৌ। অবীরহণৌ বীরং শকটস্থিতং সোমমবাধমানৌ। ব্রহ্মচোদনৌ ব্রহ্মান্নং কৃষিদ্বারেণান্নপ্রবর্ত্তকৌ॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—"উস্রাবেতং ধূর্ষাহাবিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥

৯-১০। "বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশঃ।"—বৌধায়নঃ—'তয়োর্দ্দক্ষিণং পূর্ব্বং যুনক্তি বরুণস্য স্কম্ভনমসীতি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি শম্যামবগূহতি, প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ ইতি যোক্ত্রং" ইতি। আপস্তম্বঃ—"বরুণস্য স্কম্ভনমসীতি শম্যাং প্রতিমোচ্যোস্রাবেতং ধূর্ষাহাবিত্যনড়্বাহাবুপাজ্য বারুণমসীতি যোক্ত্রপাশং পরিহৃত্য প্রত্যস্তো বরুণস্য পাশ ইত্যভিধানীং প্রত্যস্যতি" ইতি। শাখান্তরানুসারেণ বারুণমসীত্যুক্তং। এতচ্ছাখানুসারেণ বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি দ্রষ্টব্যং। যুগচ্ছিদ্রে প্রক্ষেপ্যঃ শঙ্কুঃ শম্যা। হে শম্যে ত্বং বরুণস্যোক্ষ্ণো নিবারণীয়স্য বলীবর্দ্দস্য স্কম্ভনং নিবারণং কুর্ব্বত্যসি। গলবন্ধনসাধনং যোক্ত্রং। হে যোক্ত্র ত্বমপি পলায়নান্নিবারণীয়স্য শম্যেব নিবারণং সৃজসি। দীর্ঘরজ্জুঃ পাশঃ। স চ প্রত্যস্তঃ শকটস্যোপরি প্রসারিতঃ। এতে ত্রয়ো মন্ত্রাঃ স্পষ্টার্থা ইতি ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতাঃ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"উপাযু সোমমাদায়োরু গচ্ছেচ্ছকটং প্রতি। অদি ত্বম্বাহজিনং সোমমদিত্যাং সেতি সাদয়েৎ॥ ১॥ বনে-বস্ত্রেণ বদ্ধ্বোবাহু প্রত্যানহ্যতি চর্ম্মণা। উস্রাবনড়ুহোর্য্যোগো বরু শম্যাং

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ বরু বদ্ধ্বা যোক্ত্রপাশং প্রতি ধানীমুপাস্থতি। অনুবাকে হ্যষ্টমেঽস্মিন্মন্ত্রা এতে দশোদিতাঃ ॥ ৩ ॥' ইতি ॥

অত্র মীমাংসা নাস্তি ॥

অথ ছন্দঃ।

উদায়ুষেত্যনুষ্টুপ্। উর্ব্বীত্যেকপদা গায়ত্রী। অস্তভ্নাদিতি বনেষিতি চ ত্রিষ্টুভৌ। উদু ত্যমিতি গায়ত্রী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সপ্তম অনুবাকে সোম-ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ এবং তাহার প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় কথিত হইয়াছে। ক্রীত সোম প্রাচীনবংশ-শালায় সংবাহন সময়ে কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে সেই সোম শকটোপরি স্থাপন করিতে হইবে, এই অষ্টম অনুবাকে, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যে ভাবে পরিবর্ণিত আছে, যথাক্রমে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—'উদায়ুষা' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে গ্রহণ করিয়া 'উর্ব্বন্ত' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের অভিমুখে গমন করিবে। তার পর 'অদিত্যা' প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া, 'অদিত্যা সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে শকটোপরি বিস্তৃত সেই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। তদনন্তর 'বনেষু' প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে বস্ত্রে বন্ধন করিয়া 'উদুত্যং' প্রভৃতি মন্ত্রে শকটোপরিস্থিত কৃষ্ণাজিন দ্বারা পুনরায় সেই বস্ত্রবদ্ধ সোমকে বাঁধিতে হইবে। 'উস্রৌ' প্রভৃতি মন্ত্রে বলীবর্দ্দ আনয়ন করিয়া শকটে যোজনান্তর 'বরুণস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা নিক্ষেপ করিবার বিধি। তার পর 'বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি' মন্ত্রে যোক্ত্রপাশ বদ্ধ করিয়া 'প্রত্যস্তো' প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে সোমাধারকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। অষ্টম অনুবাকের দশটী মন্ত্রে সোমসংবাহনের এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিনিয়োগ-সংগ্রহকার ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, আমরা তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত পরিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—'উদায়ুষা' প্রভৃতি। এই মন্ত্রে ক্রীত সোম গ্রহণের বিধি। সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধ্য—সোম। মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া আয়ুরাদি বিশেষে বিশিষ্ট সোমের সহিত আমি উত্থিত হই। জীবন—আয়ুঃ। রোগাদি উপদ্রব-রহিত যে আয়ুঃ তাহাই স্বায়ুঃ। সোম উভয়বিধ আয়ু প্রদান করে, বলিয়া সোম সেই উভয়বিধ আয়ুর স্বরূপ। সোম ওষধীর এবং পর্জ্জন্যের সারভূত। সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃষ্টির দ্বারা উভয়ই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সোমের যে চতুর্ব্বিধ

বিশেষণ মন্ত্রের (বৃক্ষলতাদি) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্যকারের মতে সেই চারিটী 'উৎ' পদ সেই চতুর্ব্বিধ বিশেষণের সহিত অন্বিত।' *

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রের মধ্যে 'উদায়ুষা' এবং 'স্বায়ুষা' দুইটী পদের প্রতি প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে। 'উৎ' এবং 'আয়ুষা—এই দুইটী পদে 'উদায়ুষা' পদ নিষ্পন্ন। আমাদের মতে ঐ 'উদায়ুষা' পদের অর্থ হয়,—'অক্ষয়-জীবনলাভায় উত্তিষ্ঠামি।' আর 'স্বায়ুষা' পদের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভন-জীবনধারণায়!' কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে? যখন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারা যায়;—যখন চৈতন্যে চিৎস্বরূপে আত্মার সম্মিলন সংঘটিত হয়; তাহা হইলে তখনই অক্ষয় চিরজীবন লাভ হইতে পারে। আর, সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই 'স্বায়ুষা।' যিনি যাগদানাদি সৎকর্ম্মসাধন করিয়া, অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ইহসংসারে মৃত হইলেও জীবিত-পদবাচ্য। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।' তাঁহার কার্য্য—তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে জীবিত রাখে। তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে দেব! 'স্বায়ুষা' অর্থাৎ সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়, আমি যেন ভবৎপ্রসাদে সেই যশঃখ্যাতির অধিকারী হই, অর্থাৎ,—আমার প্রবৃত্তি, আমার মতিগতি যেন সৎকর্ম্মসাধনে, ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয়।' আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। তাহাতেই যেন আমার অক্ষয় জীবন লাভ হয়।' তার পর প্রার্থনা হইয়াছে,—'ওষধীনাং রসেন উত্তিষ্ঠামি।' অর্থাৎ,—কর্ম্মফল-ক্ষয়কারক যে কর্ম্ম, তাহার সারভূত যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে যেন উদ্বোধিত হই। এখানে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। যে কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হয়, সে কর্ম্ম—কোন্ কর্ম্ম? মন্ত্রের প্রথম অংশেই তাহা বলা হইয়াছে, সে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম। অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম এমন হউক, যে কর্ম্মের ফলে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়, আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমার কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। 'ওষধী' পদের অর্থ—'ফলপাকান্ত পর্য্যন্ত যে জীবিত থাকে।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যপদেশে 'ওষধী' পদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরা-লোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাব এই যে,—আমার কর্ম্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হন এবং সেই কর্ম্মের প্রভাবে আমার কর্ম্মের অবসান হয়।

তার পর 'পর্জ্জন্যস্য শুষ্মেণ উত্তিষ্ঠামি' অংশ। ঐ অংশে ভাষ্যের মত এই যে, সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টির জলে তাহারা পরিবৃদ্ধ হইয়া থাকে। লৌকিক হিসাবে,

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতায় এই প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় (মহীধরের) প্রকাশ,—সোমগ্রহণ করিয়া, সোম-সম্বোধনে মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রটী অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধী এবং পুরস্তাদ্ বৃহতী ছন্দে গ্রথিত। মন্ত্রের অর্থ—উৎকৃষ্ট চিরজীবন-লক্ষণভূত আয়ুর নিমিত্ত এবং যাগদানাদি দ্বারা লব্ধ শোভন আয়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উত্থিত হইয়াছি।'

প্রাকৃতিক নিয়মে এ অর্থ সঙ্গত হয় বটে। কিন্তু আমাদের অর্থ ভিন্নরূপ। 'পর্জ্জন্যস্ত' পদে আমরা সাধারণ বৃষ্টি অর্থ গ্রহণ করি না। বারিধারার ন্যায় 'ভগবানের করুণাধারায়' বিষয়ই ঐ 'পর্জন্যস্ত' পদে ব্যক্ত করিতেছে। 'শুষ্মেণ' পদের সাধারণ অর্থ—'শোধকেন।' কিন্তু যাহাতে অন্তরের কলুষক্লেদ পাপরাশি বিশুদ্ধ হয়, এখানে 'শুষ্মেণ' পদে 'ভগবানের করুণাধারারূপ সেই জ্ঞান-দৃষ্টিকেই' বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করি। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, শোভন জীবন-ধারণের জন্য সৎকর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সে কর্ম্ম সম্বন্ধে—সেই কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে তো জ্ঞানলাভ হওয়া চাই! কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে, সদসৎ-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, কর্ম্মানুষ্ঠানই যে সম্ভবপর হয় না! সেই জ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে অগ্রসর হইলে তো চিৎস্বরূপ চিন্ময়ে আত্মসম্মিলন ঘটিবে! অক্ষয় অমৃত ভগবানকে পাইতে হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইয়া সৎকর্ম্ম-সাধনে কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া শোভন আয়ু লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রথম প্রয়োজন। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ভগবানের স্নেহকরুণায় জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে যেন উদ্‌বুদ্ধ হই। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম সাধনে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে, এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে—অক্ষয় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করিয়া কর্ম্মফল গ্রহণে আমাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন।'

দ্বিতীয় (উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বিহি) মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকারের মতে—উত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ভূমিতে সোমস্থাপন পর্য্যন্ত সোমের আধার অন্তরিক্ষ। সেই হেতু সোম অন্তরিক্ষ দেবতা বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবানকে যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই।' কিন্তু কি উপায়ে মানুষ ভগবানকে পাইতে পারে? জপ, তপ, পূজা, আরাধনা, কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়াই দেবভাবের অধিষ্ঠান থাকা চাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। আমি যে কর্ম্ম করিব, আমি যে জপতপ-পূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, কোনও ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই কার্য্যে ব্রতী হইলেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—সর্ব্বকর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই কার্য্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও। ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।' তাহাই তোমার মোক্ষ—তাহাই তোমার পরমার্থ!

অতঃপর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম ('অদিত্যা' হইতে 'ব্রতানি' পর্য্যন্ত) মন্ত্রত্রয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যের বিভাগ অনুসারে ঐ তিনটী মন্ত্র একমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্র শকটোপরি কৃষ্ণাজিন আস্তীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। সে মতে প্রথমটী কৃষ্ণাজিনের

সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি 'অদিত্যাঃ' অর্থাৎ অখণ্ডিতা পৃথিবীর (ভূমির) স্থান-রূপ হও।' অতঃপর সেই শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে সোম স্থাপন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে সোম! তুমি ভূমিসম্বন্ধি সেই স্থান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হও! অতএব সেখানে অর্থাৎ শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।' অতঃপর সোমকে আলম্ভন করিতে করিতে 'অস্তভ্নাদ্ দ্যাং' ইত্যাদি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রদ্বয় বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী ও ত্রিষ্টুভ্-ছন্দোবিশিষ্ট। ক্রীত সোমের বরুণ-দেবতাত্ব-নিবন্ধন বরুণকে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ; যথা,—'শ্রেষ্ঠ বরুণ 'দ্যাং' অর্থাৎ দ্যুলোককে স্তম্ভন করেন অর্থাৎ দ্যুলোক যাহাতে পতিত না হয় অথবা সোম যাহাতে দ্যুলোকে পতিত না হয়, বরুণদেব স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ অন্তরিক্ষলোককেও স্তম্ভন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরন্তু স্বমহিমার দ্বারা সম্যক্ রাজমান সেই বরুণদেব বিশ্বের সকল ভুবন (লোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। পূর্ব্বোক্ত সকলই সেই সর্ব্বাবরক বরুণ নামক সোমের কার্য্য অর্থাৎ দ্যুলোক-স্তম্ভনাদি-রূপ ব্রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরুণদেব সর্ব্বদাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।'

যাহা হউক, মন্ত্রত্রয়ের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কৃষ্ণাজিন ও সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদই মন্ত্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইল না। সুতরাং ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধনমূলক পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে সে অর্থও আমরা গ্রহণ করিলাম না। সে বিষয় আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি সূত্রে আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

তৃতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। 'অদিত্যাঃ' পদ 'অদিতি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অদিতি' শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। সুতরাং 'অদিত্যাঃ' পদে 'অনন্তরূপস্য ভগবতঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সদঃ'—অধিষ্ঠান আধার। আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে। এখানে 'অদিত্যা সদঃ' বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ ও শুদ্ধসত্ত্ব যে আধার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীরূপ! যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই যে ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান, সেইখানেই যে শুদ্ধসত্ত্ব; তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি! তাই 'সদঃ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'আধাররূপঃ বা অংশীভূতঃ'; এবং তাহা হইতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের আধারস্বরূপ হও।' হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে

হইয়া থাকে। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর থাকিলেও, অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই মতানৈক্য নাই। ঐ মন্ত্রের 'অদিত্যাঃ সদঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার 'ভূমি বা পৃথিবী সম্বন্ধি স্থান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'অদিতি' পদ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায় বলিয়া, ঐ পদদ্বয়ে আমরা 'ভগবৎসম্বন্ধিনং স্থানং, যদ্বা—নির্ম্মলং হৃদয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমাংশের সহিত তাহাতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্ত্রার্থে এক উচ্চ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয় যখন নির্ম্মল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। আবার, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হইলেই,—হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইলেই, তখনই ভগবানকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চলে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন।' তখনই তাঁহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য আসে। তদ্ভিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি?

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক। তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার নিয়মে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—সকল লোকই যথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টসামগ্রী তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে—মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ' পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। মন্ত্রে 'পৃথিব্যাঃ' পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপ্তম্যান্ত 'ভুবি' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয়' অর্থ অপেক্ষা, 'বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অন্ত পায় না'—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করি।

ষষ্ঠ মন্ত্র করুণাময় ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকাশিত। তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। আমাদিগের দুই প্রকার অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ্য-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত-অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয়—মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে যেমন তাহাদিগের সারভূত এক একটী সামগ্রী আছে এবং ভগবান্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিবেশ করিয়া যেমন আপনার অপার মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় ভগবান আমাদিগের এই পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ের মধ্যে সত্ত্বভাবের ধারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছেন। তাঁহার করুণার প্রকাশ যে কত দিকে—কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—"বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান"। অর্থাৎ, তিনি বন-সমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব এই,—যদিও অন্তরিক্ষ সর্ব্বগত, তথাপি বনে মূর্ত্ত-দ্রব্যের

অভাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিপন্ন হয়। আমরা এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ 'বনেষু' পদে আমরা 'অরণ্যানি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। নিবিড় অরণ্যের পর, আর যে আকাশ আছে—সাধারণ-দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে হয়,—ঐ বনান্তেই যেন আকাশের শেষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অরণ্য যত দূর-বিস্তৃত হউক না কেন, তদন্তর্গত বৃক্ষরাজি যত-দূর ঊর্দ্ধেই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকুক না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্নতশির তরুরাজির শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিদ্যমান আছে। এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা এই যে,—আমরা যাহাকে সীমা বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে। অসীম অনন্ত আকাশের ন্যায় ভগবান্ অসীম অনন্ত রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তিনি এখানে নাই—সেখানে আছেন; অথবা তিনি সেখানে নাই, এখানে আছেন;—এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়া আমরা করুণাময় ভগবানের গণ্ডী নির্দ্দেশ করি, মন্ত্রাংশ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দিতেছে। এক পক্ষে 'বনেষু অন্তরিক্ষং' পদদ্বয়ে এই এক ভাব প্রাপ্ত হই; পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে আবার অন্তর্জগতের আর এক তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে বুঝিতে পারি। সে পক্ষে "বনেষু" পদে অরণ্যসদৃশ আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। হিংস্র রিপুশ্বাপদসঙ্কুল এই হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ কি? সে কারণ কি এই নহে—সেই করুণাময়—"বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান!" এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'অন্তরিক্ষং' পদের প্রতিবাক্যে 'অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং' পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি।

"বনেষু অন্তরিক্ষং"—করুণাময়ের করুণার এই যেমন এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ তাঁহার করুণার আর এক পরিচয়—"অর্ব্বৎসু বাজং"। এ পক্ষেও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; যাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা যে বীর্য্যবান্ হয়েন, সে এক তাঁহারই করুণা। অথবা, যাঁহারা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য স্বতঃসঞ্জাত হয়। ইহাও ভগবানেরই করুণা,—তাঁহারই অলৌকিক বিধান। তাই যাঁহারা ভগবানের প্রতি অল্প অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে।' "অর্ব্বৎসু বাজং" পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান্। তার পর—"অঘ্নিয়াসু" পয়ঃ"। এখানেও দুই রূপ ব্যাখ্যায় দুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'অঘ্নিয়া' পদে গাভীকে বুঝায়। আবার, ঐ পদে জ্ঞান-কিরণকেও (জ্ঞানকে) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান দুগ্ধকে সঞ্চিত রাখিয়াছেন; তেমনই জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই তাঁহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্য্যকারিতার একটু সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কালবশে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। আমরা তাহা দোহন করিয়া প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দোহন-রূপ কর্ম্ম, জ্ঞানকে ভক্তিসহযুত করিবার পক্ষে তদ্রূপ একটু কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানাভ্যন্তরে ভক্তি—মানুষকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান-ভক্তির এই সংযোগ—ভগবানের করুণা-প্রভাবেই সমাহিত হয়। এইরূপ, "হৃৎসু ক্রতুং" "বিক্ষু অগ্নিং", "দিবি সূর্য্যং" এবং "অদ্রৌ সোমং" প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ করুণার নিদর্শন পাই।

তাঁহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা—তাঁহার সর্ব্বপ্রধান যে করুণা, আমরা মনে করি, "অদ্রৌ সোমং" পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; এবং ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করুণা—তাঁহার সকল করুণার সার করুণা—সে কি? না—ভাষ্যকার বলিলেন,—পর্ব্বতের মধ্যে তিনি সোমলতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন! কেন-না, সোমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন; আর, সে রস-পানে ইন্দ্রাদি তৃপ্ত হন! এই এক ভ্রান্তবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। লতা-পাতা মাদক-দ্রব্য—এ তো তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্রই আছে! ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অভিনবত্ব আর কি থাকিতে পারে? আমরা তাই বলি, ঐ ভাব—ভাবই নহে, ঐ অর্থ—অর্থই নহে। যিনি দ্যুলোকে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন অথবা যিনি স্বর্গলোকে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্তরিক্ষ যাঁহার বিশাল সৃষ্টি-মহিমার দ্যোতনা করিতেছে; তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য মাত্র একটা সোমলতা-সৃষ্টির উপমা প্রয়োজন হইল? এ অর্থ আমরা কখনও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সোম-শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাঁহার অপার করুণা—আমাদিগের ন্যায় নাস্তিক পাষণ্ডের পাষাণ-হৃদয়ে তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন! যেদিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি যে 'বরুণঃ' তিনি যে কৃপাবারিবর্ষক, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মই অর্থাৎ এই পাষাণ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-করণই তাঁহার প্রধান মহিমার পরিচায়ক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি যেমন 'বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান', তিনি তেমনি 'অদ্রৌ সোমং অদধাৎ।' উভয়ত্রই অপার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়—বরুণ নামক সোমদেব এবং জগদীশ্বর অভিন্ন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কিরূপ? তিনি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্তরিক্ষরূপ অবসান নির্ম্মাণ করেন, অশ্বসমূহের মধ্যে বেগ বা গতি প্রদান করেন; গাভী-সমূহে পয়ঃ, হৃদয়ে সঙ্কল্প, মনুষ্যে জঠরাগ্নি, দ্যুলোকে সূর্য্য এবং পর্ব্বতে সোমবল্লী স্থাপন করেন।' ভাষ্যমতে এখানে 'অদ্রি' শব্দে পাষাণবহুল পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। পাষাণ-সন্ধিসমূহে সোম উৎপন্ন হয়, আর যজমানগণ সেই পাষাণের মধ্যে সোম প্রাপ্ত হন।

সপ্তম (উদুত্যং প্রভৃতি) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের দ্বারা বস্ত্রাবদ্ধ সোমকে বন্ধন করিতে হয়। মন্ত্রটী সূর্য্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ—সকল জগতের বেত্তা সূর্য্যকে রশ্মিসমূহ ঊর্দ্ধপ্রদেশ প্রাপ্ত করায়। কি জন্য!—সকল জগতের দর্শনের জন্য। (১) যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে এক উচ্চভাব প্রত্যক্ষ করি। 'কেতবঃ' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে, 'রশ্ময়ঃ'। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'প্রজ্ঞাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞাপক জ্ঞান-রশ্মিসমূহ। এ স্থলে 'প্রজ্ঞাপক' শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-দ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদের অর্থে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্য জগতো" দর্শনার্থ; অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত। আমাদের মতে সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত। এ স্থলে ভুবন বা দেবভাব

উভয় পদই অধ্যাহৃত। 'সূর্য্য' শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা 'জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরব্রহ্মের সূর্য্য-রূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ-অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। *

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয় পর্ব্বে (১প্র—৩দ—১২সা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সায়ণ যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদোদ্ধৃত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। আমরা নিম্নে সায়ণের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম; যথা,—

"কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি উৰ্দ্ধং নয়ন্তি। কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোৰ্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং দ্যোতমানং।"

অর্থাৎ,—প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্যকিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে ঊর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ,—সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অর্থ প্রদান করিলাম। যথা—(১) "অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তুমাত্রের প্রবুদ্ধকারী সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর উর্দ্ধে বহন করিতেছে। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।" (২) "যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা ঘোটকসমূহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা দ্যোতমান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে উর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।"

সামবেদের 'আগ্নেয় পর্ব্বে' এই সূর্য্য-মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সায়ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"ছত্রিণো গচ্ছন্তি" এবং "প্রাণভৃত উপদধাতি" এই ন্যায়ানুসারে সেখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও আগ্নেয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ,—'ছত্রিগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি'—এস্থলে অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির "সমবায়াৎ" সূত্রানুসারে যেমন তন্মন্ত্রযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ। ফলতঃ, উভয়ত্রই কষ্টকল্পনা দ্বারা মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনার আদৌ আবশ্যক করে না। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অষ্টম ('উস্রাবেতং' প্রভৃতি) মন্ত্র কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয়। এমন কি, অপৌরুষেয় বেদ-মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্রে কি বিপরীত অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! আর তাহা মনে হইলে—সে অর্থের বিষয় স্মরণ করিলে—যুগপৎ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হৃদয় ম্রিয়মাণ হয়। পূর্ব্ব-মন্ত্রে শকটোপরি আস্তীর্ণ কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করা হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে শকটবাহী বৃষদ্বয়ের (বলীবর্দ্দৌ) প্রতি সম্বোধন আছে। শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইল, তদুপরি সোম পরিস্থাপিত হইল। কিন্তু সে শকট বহন করিবে কে? তাই বলীবর্দ্দ বা বৃষের আবশ্যক। সেই জন্যই বোধ হয় ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বৃষের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রে 'উস্রৌ' পদ আছে। 'উস্রৌ' (উস্রা) পদের নানা পর্য্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বৃষ'ও এক পর্য্যায় বটে। কিন্তু এখানে যেভাবে পদটী প্রযুক্ত আছে, তাহাতে সাধারণতঃ বৃষ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর (বৃষ-বিশেষের) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। আমরা তাই মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে—'উস্রৌ' পদ বৃষ-বিশেষ সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, মন্ত্রান্তর্গত এই 'উস্রৌ' পদেই মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে বলীবর্দ্দদ্বয়! তোমরা এস এবং আপনা-আপনিই রথে যুক্ত হও। তোমরা কিরূপ?—না, 'ধূর্ষাহৌ'—ভারবহনক্ষম অর্থাৎ শকট-ধূর বহনে সমর্থ—রথ টানিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন'; সেইরূপ 'অনশ্রূ'—নয়নযুগলে অশ্রুবারিশূন্য অর্থাৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন; আর 'অবীরহণৌ' শকটস্থিত সোমের বধকারী নহ অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে অহিংসাকারী এবং 'ব্রহ্মচোদনৌ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের প্রতি প্রেরণকারী অথবা কৃষি দ্বারা অন্নের প্রবর্ত্তক। এবম্বিধ যে তোমরা, সেই তোমরা শান্তভাবে যজমানের গৃহ-সমূহের অভিমুখে গমন কর।'

এই মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি এবং মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। মন্ত্রের প্রথম সমস্যামূলক ঐ সম্বোধন পদ—'উস্রৌ'। নিরুক্তে 'উস্রাঃ' পদ যেমন গো-নামের অন্তর্নিবিষ্ট, সেইরূপ ঐ পদ আবার রশ্মি-নামের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। আমরা ঐ দ্বিবচনান্ত পদে ভক্তি ও জ্ঞান-রশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'উস্রৌ' পদ বৃষ-সম্বোধনে নিয়োজিত এবং দ্বিবচনে ব্যবহৃত। শকটবাহনের বিষয় মনে করিয়াই, শকট দুইটী বৃষ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়াই, ভাষ্যকার 'উস্রৌ' সম্বোধন পদের বলীবর্দ্দৌ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে সে অর্থ গ্রহণ করি না। তাহারা যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই 'উস্রৌ' পদের 'বৃষৌ' অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া যায়। ভাষ্যে বলা হইয়াছে,—বৃষ বা বলদ সোমকে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে সোম কি? সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে, সকল পদার্থের

সারভূত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও আমরা সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের সারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—বৃষের ন্যায় শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে বহন করিয়া আনে। এই ভাবেই আমরা 'উস্রৌ' পদে 'বৃষবৎবলবীর্য্যসম্পন্নৌ বাহকৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উস্রৌ' পদের বলীবর্দ্দ বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাষ্যে পরবর্ত্তী অংশে যে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রে আর যে সকল সমস্যা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সংশয়-সম্বর্দ্ধক একটী পদ—'ধূর্ষাহৌ।' ঐ পদের ভাষ্যকারের অর্থ—"ভারং সহমানৌ" অর্থাৎ 'ধূরং সহেতে ধূর্ষাহৌ। শকটধূরং বোঢ়ুং সমর্থৌ।' ভাষ্যকারের এ অর্থে সেই বৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আমরা ঐ 'ধূর্ষাহৌ' পদের অর্থ করিয়াছি—'শকটধূরং ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ,—দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনৌ ইতি ভাবঃ।' বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অনায়াসে সংবাহিত করে, জ্ঞান-ভক্তিও সেইরূপ দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বকে নরহৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। অপিচ, ভজন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবে ভগবন্নিবাস মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম দুষ্কৃত-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের হৃদয়েও জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—জ্ঞান ও ভক্তি তাহাদিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয়। ভাব এই যে,—ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়; ভক্তিতে তাঁহার প্রতি চিত্ত একৈকশরণ্য হইয়া সংন্যস্ত হয়। তখন 'ভক্তের ভগবান' আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। জ্ঞান-ভক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ়—এতই প্রবল!

মন্ত্রান্তর্গত 'অনশ্রঃ' পদও অতি উচ্চভাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—"মনসি শকটে শ্রুতৌ" অথবা 'নেত্রয়োরশ্রুরহিতৌ সোৎসাহৌ।' শকটবাহী বলীবর্দ্দ, বৃষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, ক্লান্তি-চিহ্ন নয়নাশ্রু অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাষ্যকার তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া 'অনশ্রঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরুভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্লান্তি-কষ্টের চিহ্ন অশ্রুবারি নির্গত হইতে থাকে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত শকটবাহী 'উস্রৌ' এমনই বলবীর্য্যসম্পন্ন যে, যত গুরুভারই হউক তাহা বহন করিতে তাহারা অণুমাত্র ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে না। আমরা যদিও 'অনশ্রঃ' পদে ঐরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি তাহাতে ভাষ্যকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, যাহা সদানন্দ-রূপ, তাহা ক্লান্তি-দুঃখের অতীত। জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা ভগবানের অংশীভূত অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। ভগবানের করুণা ভিন্ন জ্ঞান ভক্তির বীজ হৃদয়ে উপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ভিন্ন ভগবানের করুণা-লাভও

অসম্ভব। মানুষের পাপভার যতই গুরু হউক না কেন, ভগবদভিমুখী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় সে ভার বহন করিতে কদাচ বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না; পরন্তু সে ভার-বহনে তাহারা সর্ব্বদা আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ 'অনশ্রূঃ' পদে 'ক্লান্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে ঐ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের আর একটী সমস্যা-মূলক পদ—'অবীরহণৌ'। ভাষ্যকারের অর্থ—'শকটস্থিতং সোমমবাধমানৌ' অথবা 'শৃঙ্গাদিভির্বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' অর্থাৎ, শকটস্থিত সোমের বাধাপ্রদায়ক নহে অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে যাহারা হনন করে না অর্থাৎ পোষা ষাঁড়! 'বীর' পদের বিবিধ পর্য্যায়ের মধ্যে 'শিশু' অন্যতম। শৈশবাবস্থায় মানুষ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকে। তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের একান্ত অভাব। সে তাহার একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থা। তাই 'বীর' পদের শিশু অর্থ হইতে অজ্ঞানতার ভাব উপলব্ধ হয়। অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহারা হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না, অপিচ তাহাদিগকেও যাহারা জ্ঞানালোক-প্রদানে সৎপথে লইয়া যায়—তাহাদিগকেই 'অবীরহণৌ' বলা চলিতে পারে। জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে? জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনিই অধিকার করে। তখন ভগবৎ-সম্মিলনও সহজ হইয়া আসে। এই ভাবেই মন্ত্রান্তর্গত 'অবীরহণৌ' পদের সার্থকতা। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—'অজ্ঞানানাং সৎপথিনয়নকর্ত্তারৌ' অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে সৎপথে নয়নকারী।

জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী; নির্ম্মল হৃদয়ই তাহার আধার। তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'তোমরা দেবভাব-বহনকারী, তোমরা সদানন্দরূপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে সৎপথে লইয়া যাও। এমন যে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের ন্যায় অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও।' ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে স্বতঃপ্রদীপ্ত হউক, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক, আমরা সৎপথে থাকিয়া সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হই; ফলে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্র-মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। মন্ত্র যে শকটবাহী বৃষাদির সম্বোধন-মূলক নহে, পরন্তু মন্ত্রে রূপকে যে এক মহান্ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,—তদ্বিষয় বেশ উপলব্ধ হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি।

নবম ('বরুণস্ত' প্রভৃতি) মন্ত্রটীকে আমরা দুইটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যাভাবে বুঝা যায়, শকটোপরি সংস্থাপিত সোমকে এবং শকট-সংবদ্ধ প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে শকট-সংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যাহা সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, আমরা প্রথমে

তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশে কাষ্ঠ-দণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে। শকটের অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের দ্বারা উন্নতমুখে স্থাপন করা হয়, অথবা শকটের সম্মুখভাগস্থ পশুবন্ধমূলক দীর্ঘ যুগদণ্ডের উভয় দিকে ছিদ্রপথে বন্ধনযোগ্য যে দুইটী শলাকা থাকে, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই শম্য বা কাষ্ঠখণ্ড। ভাষ্যমতে, এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সোমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, শকটকে নহে। সেমতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়—'হে শম্য! তুমি বস্ত্রবদ্ধ সোমের উত্তম্ভন (উন্নমন) অর্থাৎ উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও অথবা তুমি নিবারণযোগ্য বলীবর্দ্দের স্কম্ভন অর্থাৎ নিবারক হও। প্রথম অংশ শম্য-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ যোক্ত্র সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশে আরোপিত হয়, তাহা শকট-যুগ নামে অভিহিত। শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত শম্যের দ্বারা বৃষের ইতস্ততঃ গমন নিবারিত হয়, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধ্য—সেই শম্যদ্বয়। আর বলীবর্দ্দের গলদেশে যে রজ্জু থাকে, যে রজ্জুর দ্বারা শম্যের সহিত বলীবর্দ্দাদি আবদ্ধ হয়, তাহাই যোক্ত্র। সেই যোক্ত্র-সম্বোধনে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—'হে যোক্ত্র! তোমরা উভয়ে বরুণের স্কম্ভসর্জ্জন অর্থাৎ রোধকারী বা ইতস্ততঃ-গমন-নিবারক হও। যাহা স্কম্ভন অর্থাৎ রোধ করে, তাহাই 'স্কম্ভসর্জ্জন'।

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন। শকটের উপরিভাগে কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি বস্ত্রবদ্ধ সোম সংস্থাপিত করিবার বিধি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে কথিত হইয়াছে। এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তারল্য-সম্পন্ন সোমরস বলিয়া আবার কোথাও সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে সে সোম—লতা কি রস, কি রূপে পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তাহা হইলে, সেই তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনা—ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমস্যামূলক। বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন অধুনা সম্ভবপর হইলেও বস্ত্রের মধ্যে তরল পদার্থ আবদ্ধ করিবার কোনও নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যানুসারী হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপারের অতীত কোনও অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষ্য করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না।

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। এতদুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাবে—উর্দ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা শম্য—যাহা দ্বারা বলীবর্দ্দ সংযত হয়। কাষ্ঠ-দণ্ড যেরূপ শকটকে, অন্তরের সদ্বৃত্তিসমূহ সেইরূপ কর্ম্মরূপ যানকে উর্দ্ধাভিমুখী বা ভগবদভিমুখী করিয়া দেয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—কাষ্ঠখণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকে

উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাও একটু প্রহেলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকটস্থিত সামগ্রী উন্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তদুপরিস্থ সোম উন্নত হয়; তেমনই অন্ত-র্নিহিত সদ্ভাব—সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যান বা শকট উন্নত বা সৎপথে পরিচালিত হইলে কর্ম্মরূপ যানাধিপতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" সেই কর্ম্মেই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্কম্ভনং' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সকল সৎকর্ম্মসাধনই হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব সাপেক্ষ। হৃদয় যদি নির্ম্মল না হয়, হৃদয়ের কলুষতা যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্কিল হৃদয় কলুষতাময় কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। হৃদয় নির্ম্মল করিতে হইলে তাই সদ্‌বৃত্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম্ম যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল সৎকর্ম্মের প্রযোজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। প্রহ্লাদ আপনার অন্তর্নিহিত সদ্ভাবের দ্বারা আপনার কর্ম্মকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্দ্বারা ভগবন্মাহাত্ম্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,—'হে আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি কর্ম্মরূপ যানে স্নেহ-করুণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও।' মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের কর্ম্ম-সমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ-সংযুত হউক।' মন্ত্র বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভাষ্যকার 'বরুণস্য' পদে 'বস্ত্রবদ্ধস্য সোমস্য' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মতে, 'বরুণস্য' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; উহার অর্থ—'স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ।'

দ্বিতীয় অংশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বোধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাব আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেকরূপ বলীবর্দ্দকে সংযত করিয়া থাকে। কর্ম্ম যান, জ্ঞান ও বিবেক বা বৈরাগ্য বলীবর্দ্দদ্বয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা শ্রদ্ধা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়; আর তৎপ্রতি যে অনন্যাভক্তি, তাহাই বিবেক। ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য-পথে চলিতে থাকে। সেই জন্য আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি। বৃষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত বৃষের ইতস্ততঃ গমন-নিবারক শম্যদ্বয়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমায় সংযম-শিক্ষার ভাব আসে। মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন কর্ম্মের গতি বিভিন্নমুখী হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি তাহাকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভিন্ন কর্ম্ম ভ্রান্ত-পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্যাভক্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া যদি সৎপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া মানুষকে মোক্ষপথে লইয়া যান। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।

অনুবাকের শেষ মন্ত্রে জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে ভববন্ধন-মোচনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যমতে শকটের উপরিভাগে যে দীর্ঘরজ্জু প্রসারিত থাকে, তাহাকে পাশ বলে। মন্ত্রের অর্থ—'সেই পাশ বা রজ্জু শকটের উপর প্রসারিত হউক।' এখানে 'পাশ' পদে আমরা 'মোহপাশ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞানতাই বন্ধনমূলীভূত। অজ্ঞানতাই স্বরূপজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টির উদয়ে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে সংসার-বন্ধন মোচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্! দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমার অজ্ঞানতম বিনাশ করুন। দিব্যজ্ঞানের দিব্য-আলোক আমার মোহের আবরণ অপসারিত হউক। সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক।' (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক— ৮ অনুবাক)।

—•—

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ।)

(১) প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি।

(২) মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা

ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো

(৩) বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য

নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং। (৪) যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসি।

(৫) অপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি

দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু।

(৬) নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতঁ
সপর্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শঁসত।

(৭) বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসি।

(৮) উন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৯ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) প্রেতি। চাবস্ব। ভুবঃ। পতে। বিশ্বানি। অভীতি। ধামানি।

(২) মা। ত্বা। পরিপরীতি পরি—পরী। বিদৎ। মা। ত্বা। পরিপন্থিন ইতি পরি—
পন্থিনঃ। বিদন্। মা। ত্বা। বৃকাঃ। অঘায়ব ইত্যঘ—য়বঃ। মা। গন্ধর্ব্বঃ।

(৩) বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ। এতি। দঘৎ। শ্যেনঃ। ভূত্বা। পরেতি। পত।
যজমানস্য। নঃ। গৃহে। দেবৈঃ। সঁস্কৃতম্।

(৪) যজমানস্য। স্বস্ত্যয়নীতি স্বস্তি—অয়নী। অসি।

(৫) অপীতি। পন্থাম্। অগন্মহি। স্বস্তিগামিতি স্বস্তি—গাম। অনেহসম্। যেন।
বিশ্বাঃ। পরীতি। দ্বিষঃ। বৃণক্তি। বিন্দতে। বসু।

(৬) নমঃ। মিত্রস্য। বরুণস্য। চক্ষসে। মহঃ। দেবায়। তৎ। ঋতম্। সপর্য্যত।

দূরেদৃশ ইতি দূরে—দৃশে। দেবজাতায়েতি দেব—জাতায়। কেতবে।

দিবঃ। পুত্রায়। সূর্য্যায়। শꣳসত।

(৭) বরুণস্য। স্কম্ভনম্। অসি। বরুণস্য। স্কম্ভসর্জ্জনমিতি স্কম্ভ—সর্জ্জনম্। অসি।

(৮) উন্মুক্ত ইত্যুৎ—মুক্তঃ। বরুণস্য। পাশঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ভুবস্পতে' (হে ভূতানাং পতি পালকো বা ভগবন্!) ত্বং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, নিখিলানি ইত্যর্থঃ) 'ধামানি' (স্থানানি—ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্র চ্যবস্ব' (প্রকর্ষেণ গচ্ছ, তত্র অধিতিষ্ঠেত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং মঙ্গলার্থং মোক্ষবিধায়কঃ সঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠত্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপরী' (সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তঃ সম্ভাবনাশকাঃ শত্রবঃ) 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ); তথা 'পরিপন্থিনঃ' (সৎকর্ম্মণঃ প্রতিষেধকাঃ কামাদিশত্রবঃ ইতি যাবৎ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্তু); অপিচ, 'অঘায়বঃ' (পরস্যাঘং পাপং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ) 'বৃকা' (বিকর্ত্তনশীলাঃ যদ্বা—সৎসম্বন্ধচ্ছেদনকারিণঃ পাপশত্রবঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'বিশ্বাবসুঃ' (সন্মার্গে গমনপ্রতিরোধকাঃ) 'গন্ধর্ব্বাঃ' (হিংসকাঃ বহিরন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং এবং আগচ্ছতু যেন মম অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোঽপি তবাগমনবার্ত্তাং ন জানন্তু; অপিচ, অস্মাভিঃ সহ তব সম্বন্ধং ছেত্তুং ন শক্নোন্তু। অপিচ অস্মাকং সন্মার্গানুসরণায় প্রতিরোধকাঃ ন ভবন্তু। তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তু ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৩। অপিচ হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বসুঃ' (বসূনি, ধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইতি ভাবঃ) 'আ দঘৎ' (শত্রুনাশেন প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'শ্যেনো ভূত্বা' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগামী ভূত্বা) 'পরাপত' (উৎপত—সমাগচ্ছেত্যর্থঃ); ততঃ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তস্য জনস্য—অস্মাকমিতি ভাবঃ). 'গৃহান্' (হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) 'গচ্ছ'

(উপাগচ্ছ, আবিশ ইত্যর্থঃ), ততঃ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনরতস্য ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, গ্রহণযোগ্যে অপিচ মম মঙ্গলসাধকে ইতি ভাবঃ) 'গৃহে' (হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ, যদ্বা—আবয়োরুপযোগিনে, তব সহ ইত্যর্থঃ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ। তদ্‌গৃহং মমহৃদয়ং ইতি ভাবঃ 'সংস্কৃতং' (সুসংস্কৃতং—ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্যং নির্ম্মলং বা) বর্ত্ততেতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎসন্নিকর্ষলাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। অস্যায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়স্ব।

৪। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'যজমানস্য' (সাধনরতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'স্বস্ত্যয়নি' (কর্ম্মফল-প্রাপকঃ) 'অসি (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং কর্ম্মফলং গৃহাণ মোক্ষফলং চ দেহি।

৫। 'যেন' (প্রসিদ্ধেন, যস্মিন্ পথি গমনেন ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বান্, নিখিলান্নিত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষিণঃ শত্রূন্, কামক্রোধাদিপাপসম্বন্ধানিতি যাবৎ) 'পরিবৃণক্তি' (পরিতঃ সর্ব্বতো বর্জ্জয়তি—নরঃ ইতি শেষঃ) হে ভগবন্! ত্বৎপ্রসাদেন তং 'স্বস্তিগাং' (স্বস্তিনা ক্ষেমেণ সুখেন বা গন্তুং যোগ্যং, যদ্বা—সৎসম্বন্ধসমন্বিতং) 'অনেহসং' (পাপসম্বন্ধরহিতং, যদ্বা—যেন গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) 'পন্থাং' (পন্থানং, মার্গং, সৎপথ-মিত্যর্থঃ) 'অগন্মহি' (বয়ং প্রাপ্তা অভূম ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং; অতঃ বয়ং সৎপথং অবলম্ব্য সৎকর্ম্মণা ভগবদভিমুখিনো ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ প্রার্থনা চ।

৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সূর্য্যায়' (জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'নমঃ' (নমস্কারং কুরুত ইতি ভাবঃ); 'মিত্রস্য বরুণস্য' (মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়, সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপায়, যদ্বা—জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষসে' (সর্ব্বজগতঃ, নিখিল-বিশ্বস্য বা দ্রষ্ট্রে) অথবা 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' (সর্ব্বদ্যাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে) 'মহো দেবায়' (মহতে তেজোরূপায় দ্যোতমানায়) 'দূরেদৃশে' (অতীতানাগতবর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে—যদ্বা, সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালাভিজ্ঞে বা) 'দেবজাতায়' (দেবানাং অনুগ্রহার্থং জাতায়, যদ্বা—দেবানাং জন্মহেতবে) 'কেতবে' (প্রজ্ঞানরূপায়, বিজ্ঞানঘনানন্দ-স্বভাবায় ইত্য... 'দিবস্পুত্রায়' (দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়, যদ্বা—বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায় জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'তদৃতং' (সৎকর্ম্ম, যদ্বা—তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) 'সপর্য্যত' (পরিচরত, পূজয়ত ইতি ভাবঃ) অপিচ 'শংসত' (স্তুতিং কুরুত)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং মন্ত্রঃ ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে। বিশ্বহেতুভূতং সর্ব্বদ্রষ্টারং জ্যোতীস্বরূপং পরব্রহ্ম অর্চ্চয়ামঃ ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অয়ং মন্ত্রঃ ব্যচক্ষতে।

৭। (ক) হে মম হৃন্নিহিতে সদ্‌বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কম্ভনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতারং—কর্ম্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা,—কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুক্তানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) অতঃ হে মম সদসদ্‌বৃত্তী জ্ঞানভক্তী বা! যুবাং 'বরুণস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য ভগবতঃ

ইতি ভাবঃ) 'স্বস্তসর্জ্জনং' (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্ম্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু।

(গ) হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া 'বরুণস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য আবরণস্য) 'পাশং' (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ) 'উন্মুক্তঃ' (বিমুক্তঃ, অপসারিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা দ্যোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং সংসার-বন্ধনং ছেদয়, স্বাত্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—৯অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভূতসমূহের অধিপতি বা পালক! আপনি নিখিল-সৎ-কর্ম্মাগারকে অথবা ভগবন্নিবাসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমাদের মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

২। হে ভগবন্! সর্ব্বতঃসঞ্চারী সদ্ভাবনাশক বহিঃশত্রু যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে; অপিচ, সৎকর্ম্ম-প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশত্রুও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে সমর্থ না হয়; বিকর্ত্তনশাল অর্থাৎ সৎসম্বন্ধছেদনকারী পাপশত্রু-গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে এবং সন্মার্গে গমনপ্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রুও যেন হিংসা করিতে না পারে! (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব, আপনি এমনভাবে আগমন করুন, যেন কিবা অন্তঃশত্রু কিবা বহিঃশত্রু কেহই আপনার আগমন-বার্ত্তা জানিতে সমর্থ না হয় এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারে। অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমাদের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক)।

৩। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি শত্রুনাশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন। অপিচ, আপনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া আগমন করুন। অতঃপর, সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের (আমাদিগের) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে গমন (প্রবেশ) করুন। আপনার এবং সৎকর্ম্মসাধনরত আমার অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য এবং আমার মঙ্গলপ্রদ সেই গৃহ (সেই হৃদয়) সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদ-কলঙ্ক-

পরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন।

৪। হে ভগবন্! আপনি সাধনরত আমার কর্ম্মফলপ্রাপক হউন। অর্থাৎ আমার কর্ম্মফল আপনি গ্রহণ করুন।

৫। যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শত্রুদিগকে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি পাপসম্বন্ধসমূহকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা যায়, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার প্রসাদে সেই সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সৎসম্বন্ধমণ্ডিত ও পাপ-সম্বন্ধরহিত (অথবা যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমরা প্রাপ্ত হইব। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মাদির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়; অতএব, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎপথ আশ্রয় করিয়া আমরা ভগবদভিমুখী হইব)।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার (স্তুতি) কর। সকলের মিত্রভূত অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপ অথবা জগতের হিতকারী, সকল জগতের (নিখিল বিশ্বের) দ্রষ্টা অথবা সকল দ্যাবাপৃথিবী-নিবাসী লোকের দ্রষ্টা, তেজোরূপে দ্যোতমান্, অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান-ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা (সর্ব্বদ্রষ্টা বা ত্রিকালাভিজ্ঞ), দেবগণের অনুগ্রহজন্য জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাব, দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয় অথবা বিশ্বের উৎপত্তি-হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে—তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ তাঁহাকে স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। বিশ্বহেতুভূত সর্ব্ব-দ্রষ্টা জ্যোতীস্বরূপ পরব্রহ্মকে যেন আমরা অর্চ্চনা করি—এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে)।

৭। (ক) হে মম হৃন্নিহিত সদ্বৃত্তি! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানের উন্নতপ্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানে অথবা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক)।

(খ) হে আমার সদসৎবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমরা আমাদিগের

হৃদয়ে অথবা কর্ম্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপন কর। (প্রার্থনা—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)।

(গ) হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের (অজ্ঞানতার আবরণরূপ) মোহপাশ অপসারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন)।• (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অষ্টমে সোমস্য শকটারোপণমুক্তমারোপিতস্য নবমে গমনমুচ্যতে।

১-৫। "প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যস্যপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু।"—বৌধায়নঃ—"সুব্রহ্মণ্যোমিতি ত্রিরুক্তায়াং প্রচ্যাবয়ন্তি প্র চ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছ্যেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্য নো গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতমিতি প্রদক্ষিণং রাজানং পরিবহন্ত্যথৈতাবগ্রসোপসংক্রামতোঽধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যস্যপি পন্থামগস্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বস্বিতি" ইতি। আপস্তম্ব উক্তমন্ত্রদ্বয়ং ত্রেধা বিভজতি—"প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইতি প্রাঞ্চোঽভিপ্রায় প্রদক্ষিণমাবর্ত্ততে শ্যেনো ভূত্বা পরা পতেত্যধ্বর্য্যু রাজানমভিমন্ত্রয়তেঽপি পন্থামগস্মহীত্যধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ দক্ষিণেনোত্তরেণ বা রাজানমতিক্রামতঃ" ইতি।

ভূশব্দেন ভূমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধ্বর্য্যুপ্রভৃতীন্যুপলক্ষ্যন্তে। তেষাং চ ভূতানাং পালকত্বাৎ পতিঃ সোমঃ। হে ভূতপতে সোম বিশ্বানি ধামানি প্রাচীনবংশহবির্ধানাদিস্থানান্যভিলক্ষ্য প্রকর্ষেণ চ্যবস্ব গচ্ছ। পরিপরী মার্গে বাধকস্তস্করপ্রভুঃ স ত্বাং মা জানাতু। পরিপন্থিনস্তদ্ভৃত্যাস্তেঽপি ত্বাং মা জানন্তু। বৃকা অরণ্যশ্বানঃ। অঘং পাপং বধরূপমিচ্ছন্তীত্যঘায়বঃ। তেঽপি ত্বাং মা জানন্তু। বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্বঃ স্বর্গমার্গে সোমস্যাপহর্ত্তা। সোঽপি ত্বাং মা দঘৎ মা প্রতীক্ষতাং। হে সোম ত্বং শ্যেনবদুৎপতনসমর্থো ভূত্বাঽস্মদ্যজমানস্য গৃহে প্রাচীনবংশে পরাপত শীঘ্রং গচ্ছ। দেবসদৃশৈরধ্বর্য্যুপ্রভৃতিভিস্তবোপবেশনায়াঽসন্দীরূপং স্থানং সংস্কৃতং। স্বস্তি শ্রেয়োরূপো যজ্ঞস্তস্যায়নং প্রাপ্তিস্তদস্যাস্তীতি স্বস্ত্যয়নী যজমানস্য যজ্ঞপ্রাপকোঽসি। অপি চ বয়ং পন্থানমনুষ্ঠানরূপমগস্মহি প্রাপ্তাঃ। কীদৃশং? স্বস্তিগাং শ্রেয়ঃপ্রাপকং। অনেহসং নকারস্য ব্যত্যয়েন হকারঃ। অনেনসং পাপরহিতং। যেন পথা বিশ্বা দ্বিষঃ সর্ব্বান্বৈরিণঃ পরিবৃণক্তি সর্ব্বতো বর্জ্জয়তি। কিং চ যেন পথা দ্রব্যং লভতে, তাদৃশং পন্থানং প্রাপ্তাঃ॥

প্রথমমন্ত্রে যথোক্তমর্থং প্রসিদ্ধতয়া স্পষ্টয়তি—"প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইত্যাহ ভূতানা৺্‌হ্যেষ পতির্বিশ্বান্যভি ধামানীত্যাহ বিশ্বানি হ্যেষোঽভি ধামানি প্রচ্যবতে মা ত্বা পরিপরী বিদদিত্যাহ যদেবাদঃ সোমমাহ্রিয়মাণং গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুষ্ণাত্তস্মাদেবমাহাপরিমোষায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। পূর্ব্বং গন্ধর্ব্বেণ সোমস্যাপহৃতত্বাদস্তি তস্করপ্রসক্তিস্তস্মান্মা ত্বেত্যাদিকং বক্তব্যং॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে স্বস্ত্যয়নী শব্দেন যজ্ঞপ্রাপ্তির্বিবক্ষিতেত্যাহ—"যজমানস্য স্বস্ত্যয়ন্যসীত্যাহ যজমানস্যৈবৈষ যজ্ঞস্যান্বারম্ভোঽনবচ্ছিত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি॥ তৃতীয়মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ॥

৬। "নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃত৺্‌ সপর্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শ৺্‌সত।"—কল্পঃ—"অথাগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্নোহ্যমানং রাজানং প্রতি মন্ত্রয়তে নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃত৺্‌ সপর্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শ৺্‌সতেতি" ইতি। অস্মিন্মন্ত্রে সূর্য্যরূপেণ সোমঃ স্তূয়তে—মিত্রস্য মিত্রায় নমঃ। কীদৃশায়? বরুণস্য স্বরশ্মিভির্জ্জগদাবৃণতে। পুনঃ কীদৃশায়! চক্ষসে সর্ব্বজ্ঞায়। হে ঋত্বিজো মহো মহতে তস্মৈ দেবায় দেবপ্রীত্যর্থং সপর্য্যাত সপর্য্যাং সেবাং কুরুত। কিং কৃত্বা? তজ্জ্যোতিষ্টোমরূপমৃতং সত্যমবশ্যফলপ্রদং কর্ম্ম কৃত্বা। কিং চ সূর্য্যায় শংসত সূর্য্যপ্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। কীদৃশায় সূর্য্যায় দূরে দৃশ্যমানায় দেবত্বেন জাতায় কেতবেঽহ্নো লক্ষণভূতায় দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়॥ অস্মিন্মন্ত্রে বরুণশব্দাভিপ্রায়মাহ—"বরুণো বা এষ যজমানমভ্যেতি যৎক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষস ইত্যাহ শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। যঃ সোম উপনদ্ধ এষ বরুণরূপঃ সন্ যজমানমভিলক্ষ্য সমাগচ্ছত্যতো বরুণনমস্কারেণ তত্রত্য উপদ্রবঃ শাম্যতি॥ যদ্যপ্যগ্নীষোমীয়স্য পশোর্নায়মনুষ্ঠানকালস্তথাঽপি প্রসঙ্গাত্তং পশুং বিধিৎসুঃ প্রসঙ্গং তাবদ্দর্শয়তি—"আ সোমং বহন্ত্যগ্নিনা প্রতি তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবন্তৌ যজমানমভি সং ভবতঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াঽত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষিতঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। ঋত্বিজঃ প্রাচীনবংশগতস্যাঽহবনীয়স্যাগ্নে সমীপং প্রতি সোমমানয়ন্তি। স চ সোমোঽগ্নিনা সমেত্য প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। তৌ চাগ্নীষোমৌ পরস্পরং যদা সঙ্গচ্ছেতে তদা যজমানমভিলক্ষ্য সঙ্গতৌ ভবতঃ। তদেতদবগম্য কিল পুরা যো দীক্ষিতঃ স এষ যজ্ঞার্থং স্বাত্মানমেবাঽলভ্য পশুত্বেনোপাকৃত্য প্রচরতি। সোঽয়ং প্রসঙ্গঃ॥ ইদানীং বিধত্তে—"যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য সঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অস্য যজমানস্য পশ্বালম্ভ আত্মনিষ্ক্রয়ণঃ। পশুং মূল্যত্বেনাগ্নীষোমাভ্যাং দত্ত্বা তেন তয়োঃ স্বভূতমাত্মানং নিষ্ক্রীণাতি॥ অত্র হবিঃশেষভক্ষণং পূর্ব্বপক্ষতয়া নিষেধতি—"তস্মাত্তস্য নাঽশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণ ইব হি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। যস্মাদয়ং পশুঃ পুরুষস্য মূল্যমিব তস্মাত্তস্য পশোঃ সম্বন্ধি হবির্ন ভক্ষণীয়ং তদ্ভক্ষণে মূল্যনাশপ্রসঙ্গাৎ॥ সিদ্ধান্তমাহ—"অথো খল্বাহুরগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাদ্বাশ্যং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। অথোশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অভিজ্ঞাস্ত্বগ্নীষোমার্থমিন্দ্রো বৃত্রং হতবানিত্যাহুঃ। অয়ং বৃত্তান্তো দ্বিতীয়কাণ্ডস্য পঞ্চমপ্রপাঠকে ত্বষ্টা হতপুত্র ইত্যস্মিন্নমুবাকে,

প্রপঞ্চিতঃ। যস্মাদগ্নীষোমার্থমিন্দ্রো বৃত্রং হতবাংস্তস্মাদগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভো যঃ সোঽহত্ত যজমানস্য বৈরিঘাতী। তস্মাত্তদীয়ং হবির্ভক্ষণীয়মেব॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমেব নমো মিত্রস্যেতি মন্ত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তে—"বারুণ্যর্চ্চা পরি চরন্তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ১১) ইতি। উপনদ্ধস্য সোমস্য বরুণো দেবতা। পরিচরণং ক্রমকারাত্যুপচারঃ। ততো বরুণমন্ত্রেণ তদনুষ্ঠানং যুক্তং। অথ প্রাগ্বংশে সোমমাসন্দ্যাং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্ কাল এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তমিত্যেতয়া তত্ত্বা যামীত্যনয়া বা বারুণ্যর্চ্চোপস্থানরূপং পরিচরণং কর্ত্তব্যং॥

৭। "বরুণস্য স্কম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমস্যুন্মুক্তো বরুণস্য পাশঃ॥" "বৌধায়নঃ—"অথৈতৎসোমবাহনমগ্রেণ শালামুদগীষমুপস্থাপয়ন্তি তদুপস্তভ্নাতি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনমসীতি শম্যামুদূহত্যুন্মুক্তো বরুণস্য পাশ ইতি যোক্ত্রং" ইতি। আপস্তম্বস্ত শম্যাযোক্ত্রাভিধানীনাং ক্রমেণোন্মোচনং মন্যতে॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"প্র চ্য প্রাগ্বংশগমনং শ্যেনোঽধ্বর্য্যুস্ত মন্ত্রয়েৎ। অপ্যতিক্রম্য রাজানং নম এনং প্রতীক্ষতে॥ বরুত্রয়েণ শম্যাদীনুঞ্চেৎ সপ্তাত্র মন্ত্রকাঃ॥ ১॥" ইতি॥

অত্রাপি নাস্তি মীমাংসা॥

অথ চ্ছন্দঃ।

প্র চ্যবস্বেতি ষট্‌পদাঽতিজগতী। শ্যেনো ভূত্বাঽপি পন্থামিত্যেতে অনুষ্টুভৌ। নমো মিত্রস্যেতি জগতী॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অষ্টম অনুবাকে শকটে সোমারোপণানন্তর নবম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে শকট-চালনার বিষয় উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, নিম্নে তাহা প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্র 'সোম' সম্বন্ধে প্রযুক্ত। শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে। তদুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে। শকটের বাহক বৃষদ্বয় শকটধূরে সংযোজিত হইয়াছে। এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম-ক্রয়কারী যজমান গৃহে গমন করিবে। তাই মন্ত্রে সোমকে সম্বোধন দেখিতে পাই। ভাষ্যের মতে মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভূ' শব্দে ভূমিতে স্থিত ভূতসমূহকে অর্থাৎ যজমান অধ্বর্য্যু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাদিগকে পালন করে বলিয়া সোম তাঁহাদিগের অধিপতি। এইরূপ অনুক্রমণে সোমকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভূতপতি! হে সোম! তুমি প্রাচীনবংশ হবির্দ্ধান প্রভৃতি স্থান-সমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

'তোমার গমনকালে, সর্ব্বত্রবিচরণশীল বাধক তস্কর-প্রভু যেন তোমার গমন-বার্ত্তা জানিতে না পারে, তাহার যাগ-প্রতিষেধক ভৃত্যগণও যেন তোমার গমন-বার্ত্তা জানিতে না পারে; 'বৃক' অর্থাৎ অরণ্যচারী শ্বাপদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পাপরূপ বধ-কর্ত্তাও যেন তোমাকে জানিতে না পারে। অপিচ স্বর্গমার্গে সোমের অপহর্ত্তা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বও যেন তোমার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন না করে।' তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে সোম! তুমি যাবতীয় শত্রুকে নাশ করিয়া শ্রেষ্ঠধন প্রদান কর এবং শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া যজমান-গৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমার জন্য সর্ব্বোপকরণ-সংযুক্ত স্থান আছে। সেখানে দেবসদৃশ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি তোমার উপবেশন জন্য আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন।' ভাষ্যভাষে মন্ত্রে এই ভাব প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভুবস্পতে' (ভুবঃ পতে) পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার ভূ-শব্দে ভূমিস্থিত যজমান প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পতি সোম—এই বচন অনুসারে, তিনি সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, 'ভুবস্পতে' পদে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। এই বিশ্বের—স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের—চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক। সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব—সেই তাঁহার রূপান্তর মাত্র। সত্ত্বভাবে স্থিতি, রাজোভাবে সৃষ্টি এবং তমোভাবে লয়। তিনি সোম বা সত্ত্ব—তাই তিনি 'ভুবস্পতি'। মন্ত্রে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রে কিন্তু সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবিধ শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে। সে সকল শত্রুই সাধনার অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বহরণে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, তাহারা সর্ব্বদা তৎপর। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পন্ন। মানুষের অজ্ঞানতাই সেই বৃক-পদবাচ্য। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ অথবা সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সৎসম্বন্ধ ছেদন করে। 'বৃকা' পদে তাই 'সৎসম্বন্ধছেদনকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সৎকর্ম্মের বা সদনুষ্ঠানের অন্তরায়-ভূত যে কাম-ক্রোধাদি রিপু-শত্রু—তাহারই 'পরিপন্থিনঃ' পদবাচ্য। প্রলোভনাদি সদ্ভাব-নাশক যে বহিঃশত্রু, তাহারাই 'পরিপরিণঃ'। 'গন্ধর্ব্বঃ বিশ্বাবসুঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার স্বর্গ-পথে সোমের অপহরণ-কর্ত্তা গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে বুঝাইয়াছেন। সেই ভাব হইতে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—সন্মার্গ-গমনে প্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রু। এই সকল শত্রুই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সদ্ভাব ভিন্ন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না, আবার সৎকর্ম্ম ভিন্ন সদ্ভাব লাভও হয় না। সৎকর্ম্ম ও সদ্ভাব ভিন্ন সৎস্বরূপের সহিত সৎসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আপনার আগমন-কালে পূর্ব্বোক্ত শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন হৃদিস্থিত অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামাদি শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে, অন্তরের আবিলতা দূর না হইলে, সে হৃদয় কি ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে?

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা হইতেছে—'সত্বর আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন।' এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যজমানস্য নঃ গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং' অংশ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—"অধ্বর্য্যু প্রভৃতি দ্বারা আসন্দীরূপ স্থান সংস্কৃত হইয়াছে।" এরূপ অর্থে সম্বোধনকারী কে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। অন্যত্র আবার অর্থ দেখিতে পাই,—"তত্র যজমানগৃহেষু আবয়োঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্ব্বোপকরণযুক্তং স্থানমস্তীতি ভাবঃ।" অর্থাৎ তোমার এবং আমার জন্য যজমান-গৃহে সর্ব্বোপকরণযুক্ত স্থান আছে,—ইহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন। আমরাও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হইয়াছে,—'আপনার গ্রহণ-যোগ্য অপিচ আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া আছে।' ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র আবিলতাময় থাকিতে পারে? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী, মুক্তির পথ যে তাহার নিকট সুগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানে কর্ম্মফল-প্রদানের বিষয় প্রখ্যাত দেখিতে পাই। ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—'স্বস্তি' অর্থাৎ শ্রেয়ঃরূপ যজ্ঞের 'অয়নঃ' অর্থাৎ প্রাপ্তি যাহার আছে; অর্থাৎ তুমি যজমানের যজ্ঞপ্রাপক হও।' এ মন্ত্রটীও সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। আত্মদর্শিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ভগবান তাঁহাদের কর্ম্মের ফল গ্রহণ করিয়া মোক্ষ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন,—তিনি তাঁহাদিগের উদ্ধার করিয়া আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন। এই নিত্য-সত্যের মধ্য দিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের কর্ম্মফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরণে আশ্রয় দান করুন। আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই।'

ভাষ্যমতে এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্র পথিদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত। ক্রীত সোম মস্তকোপরি গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'আমরা অনুষ্ঠানরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপ পথ? না—সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপক এবং পাপরূপ চৌরাদির উপদ্রব রহিত অথবা যে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না; অথবা যে পথে গমন করিলে নিখিল পাপসম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করা যায়। অথবা যে পথে গমন করিলে দ্রব্য লাভ হয়, তাদৃশ পথ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি হয়। কিন্তু আমরা ঐ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'সৎপথ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎপথে গমন নিরাবিল সুখের এবং অসৎপথ অবলম্বন দারুণ দুঃখের দৃষ্টান্ত। সংসারে প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয়। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্য-সম্পাদনে ভগবানের কৃপা অতি সহজেই পাওয়া যায়; কিন্তু অসৎপথে অসদ্‌বৃত্তির প্রেরণায় অসৎকার্য্য-সম্পাদনে, তাহা

বহু দূরে সরিয়া যায়। সৎকার্য্যের সরলতা এবং অসৎকার্য্যের কণ্টকময় জালামালা, সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। অসদ্বৃত্তি—পাপসম্বন্ধ—ইহলৌকিক সকল দুঃখের মূল। সেই দুঃখমূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা, সৎপথ অবলম্বন ও সৎকর্ম্মের সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ সৎস্বরূপ। তিনিই অনন্ত সুখের আধার! সতের আশ্রয়েই সৎকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন,—'এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানান্ধকার ঘেরিয়া ছিল;—তাই পথ চিনিতে পারি নাই। হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিদয় হইবেন না; একবার যখন চিনাইয়া দিয়াছেন, তখন যেন আর ভুলিয়া না যাই। সৎপথ-প্রদর্শনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জানাইয়া না দিলে, কিরূপে চিনিব প্রভু—কেমন করিয়া জানিব—দেব!' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই নিহিত আছে।

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমূলক শব্দদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ যে বিশেষণ-দ্বয়, 'স্বস্তিগাং' ও 'অনেহসং'—এই যে বিশেষণদ্বয়, উহা দৃষ্টে আমরা 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'সৎপথ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সৎপথে গমনেই পাপসম্বন্ধ বর্জ্জন করা যায়,—সৎপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সৎপথই "স্বস্তিগাং" অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে; সৎপথে গমন করিলেই 'দ্বিষঃ' অর্থাৎ কামক্রোধাদি পাপসম্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন অন্য যে পথেই মানুষ অগ্রসর হইবে, সেই পথই কণ্টকময়, সেই পথই শত্রুসমাকুল, সেই পথই অশেষ দুঃখময়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—'সৎপথে চলিয়া সৎস্বরূপের অনুগামী হও; শত্রু ভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।'

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ যজমান অগ্নিষোমীয় যজ্ঞের পশু গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, কৃষ্ণসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেধকে, 'নমো মিত্রস্য' প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্ভন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রটী সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। ভাষ্যকারের মতে,—এই মন্ত্রে সোমকে সূর্য্যস্বরূপ কল্পনা করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'এবংবিধ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার কর। কিরূপ সূর্য্য?—না, তিনি মিত্রবরুণ-দেবতা-রূপে বিদ্যমান্ অর্থাৎ তিনি মিত্ররূপে জগতের হিতকারী অথবা বরুণরূপে তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎ-আবরণকারী। অর্থাৎ তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন;—এই নিমিত্ত তিনি চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি দ্যোতমান্। তিনি দূরে বর্ত্তমান প্রাণিগণ কর্ত্তৃকও পরিদৃশ্যমান্, অথবা তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ দ্যোতমান্ পরমাত্মা হইতে সঞ্জাত; তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তিনি পুত্রবৎ দ্যুলোকের প্রিয়, অথবা

দ্যুলোকের পালনকর্ত্তা। হে ঋত্বিকগণ! এবম্বিধ যে সূর্য্য, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত সেবা কর অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে সত্য অবশ্যফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্য্যা কর, অথবা সেই সূর্য্যকে সত্যব্রহ্মরূপে পূজা কর এবং তাঁহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ কর। কিরূপ সূর্য্য? অর্থাৎ—দূরে দৃশ্যমান, দেবত্বের দ্বারা জাত। অহলক্ষণভূত এবং দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয়।' এই মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটী ঋত্বিক্-গণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমাদের মতে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হওয়ার সঙ্কল্প – এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত; অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে, মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন চঞ্চল; চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ বিশেষ আয়াস-সাধ্য। মন্ত্রে সেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের প্রয়াস দেখিতে পাই। আমাদের প্রধান লক্ষ্য—ক্রিয়া-কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের অনুমোদিত যাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মন্ত্রের মর্ম্ম কি, তাহাই মাত্র আমরা কহিতেছি।

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই। কয়েকটী পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানতঃ মতান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার 'মিত্রস্য বরুণস্য' পদদ্বয়ে 'চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যৌ' বলিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া, ঐ দুই পদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,—'মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়।' আমরাও এ মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদনুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ স্নেহকারণ্যরূপায়।' যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সখিভূত, যাঁহার করুণাধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে জগতের সকলেরই প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে? তাই এস্থলে আমরা 'যদ্বা' অভিধায়ে "জগতাং হিতকারিণে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারও এই ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুসরণে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম। তবে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষণার্থে 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' পদত্রয়ের অর্থ করিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না। তাহাতে অর্থ হয়—'সর্ব্বদ্যাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে' অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্ব্বদ্রষ্টা। মন্ত্রের 'দূরেদৃশে' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিরাছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। ভাষ্যকারের মতে, ঐ পদের অর্থ,—"দূরে দৃশ্যমানায়" অথবা "দূরে বর্ত্তমানৈঃ প্রাণিভির্দৃশ্যত ইতি দূরেদৃক্ তস্মৈ; যদ্বা দূরে পশ্যতীতি দূরেদৃক্।" পরব্রহ্ম পক্ষে ইহার কোনও অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দূরের লোকও তাঁহাকে দেখিতে পায়, অথবা তিনি দূরের লোককেও দেখিতে পান,—এ গুণ-বিশেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয় না। যাহারা কর্ম্মবশে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও

তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন,—ভাষ্যকারের অর্থে এই এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু সেরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে যদি বলা যায়, "অতীতানাগতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে,—সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালাভিজ্ঞে বা' অর্থাৎ তিনি অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকলকালসম্বন্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বকালাভিজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা; তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ সাহজসাধ্য হয় না কি? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই 'দূরেদৃশে' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'দেবজাতায়' ও 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ের অর্থে পরব্রহ্মকে ভাষ্যে 'দেবগণের অনুগ্রহার্থ জাত' এবং 'দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়' বলা হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা—তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী! কেবলমাত্র দেবগণের অনুগ্রহের জন্য তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান্—অতি মহান। তাঁহা হইতে দেবগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি সকলেরই জন্মহেতুভূত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তঃ"। অন্যত্র দেখিতে পাই,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"। অন্যত্র আবার আছে,—

"যঃ স্থূলসূক্ষ্মপ্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥"

'দেবজাতায়' এবং 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা ঐ দুই পদের 'দেবানাং জন্মহেতবে' এবং 'বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায়' অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'তদৃতং' পদের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ—'সত্যমবশ্যফলপ্রদং জ্যোতিষ্টোমরূপং কর্ম্ম'; এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—'সূর্য্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম'। প্রথম প্রকারের অর্থ—ক্রিয়াকাণ্ডানুগত; দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক। জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস—কর্ম্মসাপেক্ষ; আর তাঁহাকে সত্য ব্রহ্ম 'ওঁ তৎসৎ' বলিয়া জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্য্যকরী। জ্ঞান ও কর্ম্ম সে পক্ষে পারস্পারিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমরা যে পথের পথিক, আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই 'তদৃতং' পদে সৎকর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও 'যদ্বা' অভিধায়ে 'তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই অধিকৃতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'কেতবে' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ—'বিজ্ঞানঘনানন্দস্বভাবায়।' তাঁহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষরূপ পরমধন এবং সদানন্দ বিরাজমান; অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দময়। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সত্য জ্ঞান, মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্রে তাঁহাকে আরাধনামূলক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হইতেছে—'সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন, মোক্ষদান করুন এবং চিরানন্দ দান করুন।'

এই অনুবাকের সপ্তম বা শেষ মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের শেষ দুইটী মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন। প্রভেদ মাত্র ক্রিয়াপদ লইয়া। অষ্টম অনুবাকের 'প্রত্যস্তঃ' পদের পরিবর্ত্তে নবম অনুবাকে 'উন্মুক্তঃ' পদ রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও পার্থক্য নাই। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যপদেশে আমরা এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছি। সুতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক)।

—— * ——

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ।)

(১) অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা।

(২) সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা।

(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা। (৪) অগ্নয়ে ত্বা।

(৫) রায়স্পোষদাবে বিষ্ণবে ত্বা।

(৬) শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।

(৭) যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান্।

(৮) অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ।

(৯) বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দ্দেবানাং
সখ্যাম্মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহি।

(১০) আপতয়ে ত্বা গৃহ্নামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্নামি তনূনপ্ত্রে
ত্বা গৃহ্নামি শাক্করায় ত্বা গৃহ্নামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্নামি।

(১১) অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্।

(১২) অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পাতিরঞ্জসা
সত্যমুপ গেষং স্বিতে মা ধাঃ॥ ১০॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) অগ্নেঃ। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(২) সোমস্য। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৩) অতিথেঃ। আতিথ্যম্। অসি। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৪) অগ্নয়ে। ত্বা। (৫) রায়স্পোষদাব্নে ইতি রায়স্পোষ—দাব্নে। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৬) শ্যেনায়। ত্বা। সোমভৃত ইতি সোম—ভৃতে। বিষ্ণবে। ত্বা।

(৭) যা। তে। ধামানি। হবিষা। যজন্তি। তা। তে। বিশ্বা।

পরিভূরিতি পরি—ভূঃ। অস্তু। যজ্ঞম্। গয়স্ফান ইতি গয়—স্ফানঃ।

প্রতরণ ইতি প্র—তরণঃ। সুবীর ইতি সু—বীরঃ। অবীরহেত্যবীর—হা।

প্রেতি। চর। সোম। দুর্য্যান্।

(৮) অদিত্যাঃ। সদঃ। অসি। অদিত্যাঃ। সদঃ। এতি। সীদ।

(৯) বরুণঃ। অসি। ধৃতব্রত ইতি ধৃত—ব্রতঃ। বারুণম্। অসি।

শংযোরিতি শং—যোঃ। দেবানাম্। সখ্যাৎ। মা।

দেবানাম্। অপসঃ। ছিৎস্মহি।

(১০) আপতয় ইত্যা—পতয়ে। ত্বা। গৃহ্লামি।

পরিপতয় ইতি পরি—পতয়ে। ত্বা। গৃহ্লামি। তনূনপত্র ইতি তনূ—নপত্রে।

ত্বা। গৃহ্লামি। শাকরায়। ত্বা। গৃহ্লামি।

শক্মন্। ওজিষ্ঠায়। ত্বা। গৃহ্লামি।

(১১) অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্। অসি। অনাধৃষ্যমিত্যনা—ধৃষ্যম্।

দেবানাম্। ওজঃ। অভিশস্তিপা ইত্যভিশস্তি—পাঃ।

অনভিশস্তেন্যমিত্যনভি—শস্তেন্যম্।

(১২) অন্বিতি। মে। দীক্ষাম্। দীক্ষাপতিরিতি দীক্ষা—পতিঃ।

মন্যতাম্। অন্বিতি। তপঃ। তপস্পতিরিতি তপঃ—পতিঃ।

অঞ্জসা। সত্যম্। উপেতি। গেষম্। সুবিতে। মা। ধাঃ॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপস্য ভগবতঃ) 'আতিথ্যং' (অতিথিবৎ সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং; যদ্বা—তুষ্টিসম্পাদকং ইত্যর্থঃ, প্রকাশকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোমস্য' (সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং, ভগবন্তং লাভায় বা ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পমূলকশ্চ। সত্যেন শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং সৎস্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবাদিনা যথা ভগবৎসন্নিকর্ষং লভেম, তথা করবাণি ইতি ভাবঃ।

৩। হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! ত্বং 'অতিথে' (অতিথিরূপেণ জগৎপ্রীণয়িতুঃ ভগবতঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং নমস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুকং, তুষ্টিসম্পাদকং প্রজ্ঞাপকং বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ! অয়ং ভাবঃ—অতিথিরূপেণ সঃ ভগবান জগতাং আরাধনীয়ঃ। তদারাধনায় শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং কর্ম্ম প্রধানোপকরণং। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎপ্রীতয়ে ত্বং কর্ম্ম সাধয়ামি শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ নিয়োজয়ামি।

৪। অপিচ হে মম তথাবিধ কর্ম্ম! 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে, যদ্বা—জ্ঞান-রূপায় পরব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৫। তথা হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রায়স্পোষদাবে,' (ধনপুষ্টিপ্রদাত্রে যদ্বা—পরমধনপ্রদাত্রে অপিচ সদ্ভাবজনয়িত্রে) 'বিষ্ণবে' (সর্ব্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ।

অথবা

৪-৫। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'রায়স্পোষদাবে,' (পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানজ্যোতিঃলাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি। অপিচ, 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা – তৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি পরমার্থপ্রদং। শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানকিরণং সমাহৃত্য ভগবৎপ্রাপ্তয়ে তজ্জ্ঞানং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'সোমভৃতে' (সৎস্বরূপায়, যদ্বা—হৃদি সদ্ভাবসংজনয়িত্রে ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনায়' (শ্যেনবৎক্ষিপ্রগামিনে, যদ্বা—ক্ষিপ্রেণ পাপিনাং উদ্ধারকারকে, অথবা ভক্তিসমন্বিতান্ শরণাগতান্ প্রতি করুণাপরায়ণস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ। অপিচ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ পূজনায় প্রীতি-সাধনায় বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং উদ্বোধনমূলকঃ। সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবেন চ প্রীতঃ সন্ ভগবান ভক্তান্ ত্বরায় উদ্ধারয়তি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—সদ্ভাবোন্মেষণেন সৎকর্ম্মসাধনেন চ শুদ্ধসত্ত্বং সমাহৃত্য মোক্ষলাভায় তৎ শুদ্ধসত্ত্বং নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে ভগবন্! 'তে' (ভবৎসম্বন্ধি) 'যা' (যানি) 'ধামানি' (স্থানানি নামানি বা) অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ 'হবিষা' (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ) 'যজন্তি' (যাগং নির্ব্বাহয়ন্তি, ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি—মনুজাঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তবসম্বন্ধি) 'যজ্ঞঃ (উপাসনং) তা (তানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি ধামানি নামানি ইতি ভাবঃ) 'পরিভূঃ' (ত্বয়া পরিতঃ প্রাপ্তবান) 'অস্তু' (ভবতু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে ভগবন্! যঃ জনঃ যস্মিন্ স্থানে যেন নাম্না জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ত্বামর্চ্চয়তি ত্বমপি তস্মিন্ স্থানে তেন নাম্না পরিতুষ্টঃ সন্ ত্বাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে ভগবন্! 'গয়স্ফানঃ' (গৃহাভিবর্দ্ধকঃ, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'প্রতরণঃ' (প্রকর্ষেণ বিপদুদ্ধারকঃ, যদ্বা—সংসারসমুদ্রপারনয়নকারী) 'সুবীরঃ' (শোভনবার্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) 'অবীরহা' (বীরাণাং পরিপালকঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা ইতি যাবৎ) ত্বং 'দুর্য্যান্' (গৃহান্, অস্মাকং হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহান্ ইতি ভাবঃ) 'প্রচারা' (প্রচর, প্রাপ্নুহি—অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ)। অতস্ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ আশ্রয়ং দেহি সংসারসমুদ্রাচ্চ তারয় ইতি প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য ভগবতঃ) 'সদঃ' (অধিষ্ঠানং, আধারস্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি) ; অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং

ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। অতঃ ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য তস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, সত্যরূপং আশ্রয়স্থানং—মম নির্ম্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ধৃতব্রতঃ' (যজ্ঞস্য ধারকঃ, যদ্বা—জনানাং সৎকর্ম্মণি প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'বরুণঃ' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ স্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অপিচ ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'শংযোঃ' (সুখেন মিশ্রয়িতা—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) তথা 'বারুণং' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ যথা অহং 'দেবানাং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাণাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যাং' (সখিত্বং, সখ্যভাবং ইত্যর্থঃ) অপিচ 'অপসং' (কর্ম্মসামর্থ্যং) 'মা ছিৎস্মহি' (মা ছেদয়ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ)। মম কর্ম্মবিচ্ছেদঃ সদ্ভাবচ্যুতি চ মা ভূয়াস্তাং ইতি ভাবঃ।

১০। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'আপতয়ে' (সততঃ সর্ব্বতো গমনশীলায়, যদ্বা—জগতাং প্রাণস্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্লামি' (নিয়োজয়ামি, নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

(খ) তথা 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপতয়ে' (সর্ব্বব্যাপিনে, যদ্বা—মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবৎ, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্লামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

(গ) অপিচ, হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'তনূনপ্ত্রে' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসংরক্ষকায়, জন্মকারণনিবারকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং লাভার্থং বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্লামি' (নিবেদয়ামি সম্প্রদদামি উৎসৃজ্যামি বা ইত্যর্থঃ)।

(ঘ) তথা, 'ত্বা' (ত্বাং) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'শাক্বরায়' (প্রভূতশক্তিশালিনে, যদ্বা—সর্ব্বশক্তেঃ আধারভূতায় ভগবতে, তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্লামি' (নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ)।

(ঙ) অপিচ 'শক্মন্' (বিশ্বকর্ম্মন্, যদ্বা—সর্ব্বেষু প্রাণিষু শক্তি-বিধায়ক, অথবা—সৎকর্ম্ম-সাধনায় শক্তিপ্রদাতঃ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ওজিষ্ঠায়' (প্রভূতেতজো-বীর্য্যসম্পন্নায়, অনাধৃষ্টবলায়েতি ভাবঃ ভগবতে, যদ্বা—তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্লামি' (নিয়োজয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। অত্র ভগবৎসকাশাৎ নিখিলসদ্ভাবলাভাকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মম হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা পরিতুষ্টঃ সন্ ময়ি সদ্ভাবান্ সংরক্ষ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয়।

১১। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অনাধৃষ্টং' (সদৈব অতিরস্কৃতং, যদ্বা—প্রমাদ-পরিশূন্যং অহিংসিতং হিংসারহিতমিত্যর্থং তথা অনভিভূতং সর্ব্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং ময়ি অস্মাকং সম্বন্ধে বা 'অনাধৃষ্যং' (কেনাপ্যতিরস্কৃতঃ হিংসিতঃ বা, যদ্বা—পাপকলঙ্কপরিশূন্যঃ সদানির্ম্মলঃ সুখসাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, সদ্ভাবানাং বা ইতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলঃ শক্তিরিতি যাবৎ, যদ্বা—সারভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিশস্তিপা' (অভিসম্পাতাৎ পাপাৎ বা

পরিত্রাতা ইত্যর্থঃ) তথা 'অনভিশস্তেন্যং' (অনিন্দিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমঃ, যদ্বা—ভগবৎ-সন্নিকর্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ।

১২। (ক) 'দীক্ষাপতিঃ' (দীক্ষায়াঃ, সৎকর্ম্মণঃ বা পালকঃ অধিপতি সঃ ভগবান ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'দীক্ষাং' (শোভনং অনুষ্ঠানং, মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অনুমন্যতাং' (স্বীকরোতু, গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) তথা 'তপস্পতি' (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস, যদ্বা—সাত্ত্বিকরাজসতামস-ত্রিবিধতপঃকারিণাং পালকঃ রক্ষকঃ বা সঃ ভগবান্) 'মে' (মম) 'তপঃ' (তথাবিধানি ত্রিবিধাণি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ) অনুমন্যতু ইতি শেষঃ।

(গ) তস্য ভগবতঃ অনুগ্রহেণ যথা অহং 'অঞ্জসা' (নির্ম্মলচিত্তেন, জ্ঞানদৃষ্টিলাভেন, যদ্বা—সন্মার্গেন গত্বা ইত্যর্থঃ) 'সত্যং' (সত্যমূর্ত্তেঃ ভগবতঃ স্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অনুগেষং' (দৃষ্টোঽস্মি, লভেয়ং ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্! তথা 'মা' (মাং) 'সুবিতে' (শোভনমার্গে, সৎপথি বা ইত্যর্থঃ) 'ধাঃ' (ধারয়ঃ, স্থাপয় ইত্যর্থঃ)।

প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র প্রার্থনাকারী নির্ম্মলচিত্তেন সৎকর্ম্মসাধনেন চ সৎপথি সংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্! মাং মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ সদ্ভাবসমন্বিতং কুরু। অপিচ মাং সৎপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা ময়ি অনুগ্রহপরায়ণঃ ভব মম পূজাং গৃহাণ। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অতিথিবৎ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রকাশক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সৎস্বরূপ ভগবানের প্রীতি-হেতুভূত হও। অতএব তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক। একমাত্র সত্যের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শুদ্ধসত্ত্বের এবং সদ্ভাবাদির দ্বারা যাহাতে ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইব)।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! তুমি অতিথিরূপে জগৎপ্রীতিকর (অথবা অতিথিরূপে সকলের নমস্য পূজ্য) ভগবানের প্রীতিহেতুভূত এবং

তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবান অতিথিরূপে জগতের আরাধনীয়। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ—সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে তাই সঙ্কল্প—ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে নিয়োজিত করিতেছি)।

৪। অপিচ, হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের উদ্দেশে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কর্ম্ম! তোমাকে ধনপুষ্টিদায়ক অর্থাৎ পরমধনপ্রদায়ক সদ্ভাবজননকারী সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি।

অথবা

৪-৫। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমার্থ-ধনসমূহের পুষ্টিদান-কারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য তোমাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছি। অপিচ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত, তোমাকে সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে জ্ঞান-কিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৬। হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সোমানয়নকর্ত্তা অথবা হৃদয়ে সদ্ভাব-সংজনয়িতা, ভক্তিমান অর্চ্চনাকারিগণের প্রতি শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগমন-কারী, ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত, তোমাকে আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি। (সৎকর্ম্মের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন করেন। অতএব সঙ্কল্প—সদ্ভাবের উন্মেষে সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৭। (ক) হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থান বা নাম অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথবা আপনার অর্চ্চনা করে, আপনার সম্বন্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চ্চন আপনার যাবতীয় স্থানে বা নামে আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

যে জন যেখানে হইতে যে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন)।

(খ) হে ভগবন্! আপনি গৃহাভিবর্দ্ধক অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক, প্রকৃষ্ট-রূপে বিপদুদ্ধারকারী অথবা সংসার-পারে নয়নকর্ত্তা, শোভনবীর্য্যসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্ঞান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দাতা। আপনি আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন)।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সে হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি)।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি যজ্ঞের ধারক অর্থাৎ সৎকর্ম্মে সকলের প্রেরক এবং স্নেহকরুণাধার ভগবানের স্বরূপ হও। অপিচ, তুমি ভগবানের সহিত দেবভাবসমূহের সুষ্ঠু-মিশ্রয়িতা এবং ভগবানের প্রীতিসাধক স্নেহকরুণারূপ হও। অতএব যাহাতে আমি দেবভাবসমূহের সখিত্ব এবং কর্ম্মসামর্থ্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, তাহার বিধান কর। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মবিচ্ছেদ এবং সদ্ভাবচ্যুতি যেন না ঘটে)।

১০। (ক) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সততসর্ব্বত্রগমনশীল অথবা জগতের প্রাণস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমায় উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) সেইরূপ, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! সর্ব্বব্যাপী অথবা বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠাতা ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমাকে উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) অপিচ, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সংরক্ষক অথবা জন্মকারণবিনাশকরী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত—তাঁহাকে

লাভ করিবার জন্য, তোমাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি বা উৎসর্গ করি। (ভগবান মঙ্গল বিধান করুন)।

(ঘ) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত সেই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (আমি যেন কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করি)।

(ঙ) অপিচ, বিশ্বকর্ম্মী, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তিবিধায়ক অথবা সৎকর্ম্মসাধনে শক্তিপ্রদানকারী হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে প্রভূততেজোবীর্য্যসম্পন্ন অথবা অনাধৃষ্টবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক। মন্ত্রে ভগবানকে নিখিল সদ্ভাব-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া আমাতে সদ্ভাব সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকারণ নিবারণ করুন)।

১১। (ক) হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সদা অতিরস্কৃত অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসাদিরহিত অপিচ সর্ব্বসাফল্যপ্রদ। (অতএব আমাতে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধে তুমি তেমনি অহিংসিত ও অতিরস্কৃত অর্থাৎ পাপকলঙ্ক-পরিশূন্য সদা-নির্ম্মল এবং সুখসাধক হও; আমাদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর)।

(খ) তথাবিধ হে আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি নিখিলসদ্ভাব-সমূহের অথবা সদ্ভাবসম্পন্ন জনের বল-শক্তি-স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত এবং পাপ হইতে পরিত্রাণকারক এবং আনন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক হও।

১২। (ক) দীক্ষারূপ সৎকর্ম্মের পালক ভগবান আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান বা সৎকর্ম্ম স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

(খ) আমার শারীর বাচিক মানস অথবা সাত্ত্বিক রাজস তামস ত্রিবিধ তপঃকর্ম্মের পালক (রক্ষক) ভগবান, আমার উক্তরূপ ত্রিবিধ তপঃ কর্ম্ম স্বীকার করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

(গ) সেই ভগবানের অনুগ্রহে নির্ম্মলচিত্তে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া সন্মার্গগমনে সত্যমূর্ত্তি ভগবানের স্বরূপ আমি যাহাতে দর্শন করিতে সমর্থ

হই অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেইরূপ শোভনমার্গে বা সৎপথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থী বিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মসাধনে সৎপথে গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সদ্ভাবসম্পন্ন করুন। অপিচ আমাতে অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নবমেঽনুবাকে সোমস্য প্রাচীনবংশং প্রতি গমনমুক্তং দশমে তু সমীপমাগতস্যাতিথিরূপস্য সোমস্য সৎকারায়াঽতিথ্যেষ্টিরুচ্যতে।

১—৬। "অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বাঽতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বাঽগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদাবে, বিষ্ণবে ত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।" কল্পঃ— "আতিথ্যং নির্ব্বপত্যন্বারব্ধায়াং পত্ন্যামথ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি প্রতিপদং কৃত্বাঽগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বা সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বাঽতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বাঽগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদাবে, বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতামেব প্রতিপদং কৃত্বা শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীতি পঞ্চকৃত্বো যজুষা" ইতি।

প্রকৃতিগতেঽগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামীত্যেতস্মিন্মন্ত্রেঽতিদেশাৎ প্রাপ্তে 'সতি তত্রত্যদেবতাপদস্থৈবাত্র পঞ্চভিঃ পর্য্যায়ৈরপোদিতত্বাৎ পঞ্চমেঽপি সাবিত্রং জুষ্টং চানুষজতি। অত্র বিষ্ণুরেক এব হবিষো দেবতা। অগ্ন্যাদয়স্তু তদনুচরাঃ। অততি সততং গচ্ছতীত্যতিথিঃ। তদর্থং ক্রিয়মাণং সৎকাররূপং কর্ম্মাঽতিথ্যং। লোকে স্বামিনে দীয়মানেন দ্রব্যেণ তদনুচরা অপি পরিতুষ্যন্তি। তস্মাদত্রাগ্ন্যাদীনামিদং হবির্ভবত্যাতিথ্যং। হে হবিস্ত্বমতিথিরূপস্যাগ্নেঃ সৎকাররূপমসি। তাদৃশং ত্বাং বিষ্ণুশব্দাভিধেয়ায় সোমায় নির্ব্বপামি। সোমস্যেত্যত্র প্রধানভূতঃ সোমো ন ত্বপরঃ কশ্চিত্তন্নামাঽনুচরঃ। অতিথিনামকোঽন্যঃ। রায়স্পোষদাবা ধনসমৃদ্ধের্দাতা কশ্চিদগ্নিনামকোঽন্যঃ। সোমং বিভর্ত্তি পোষয়তীতি সোমভৃচ্ছেননামকোঽন্যঃ। এতাবুভাবপি সোমস্য রাজ্ঞোঽতিপ্রত্যাসন্নাবনুচরাবিত্যভিপ্রেত্যাগ্নয়ে শ্যেনায়েতি চতুর্থ্যা ত্বাশব্দেন চ প্রধানসমতয়া নির্দ্দিশ্যেতে॥ মন্ত্রাখ্যাচিখ্যাসুরাদৌ কালবিশেষসহিতমাতিথ্যং কর্ম্ম বিধত্তে—"যদুভৌ বিমুচ্যাতিথ্যং গৃহ্নীয়াদযজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাদযদুভাববিমুচ্য যথাঽনাগতায়াঽতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব তদ্বিমুক্তোঽন্যোঽনড্বান্ভবত্যবিমুক্তোঽন্যোঽথাতিথ্যং গৃহ্লাতি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। দ্বয়োর্ব্বলীবর্দ্দয়োর্ব্বিমুক্তয়োঃ সতোঃ সোমগমনরূপং কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যক্তং ভবতি। আতিথ্যকর্ম্ম তুপক্রান্তং, ততো যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিদ্যেত। অবিমুক্তয়োস্তু দ্বয়োর্গমনস্যা-

সংপূর্ণত্বাদনাগতায় সোমায়াঽতিথ্যং কৃতং ভবেৎ। একস্মিন্নিমুক্তে চ বিমুক্তত্বাদেব গমনং সম্পূর্ণং ভবতি। ইতরস্য বিমোকাভাবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাপি ন ত্যক্তং। অতস্তস্মিন্‌কালে নির্ব্বাপাদ্‌যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি। নির্ব্বাপকালেঽধ্বর্য্যমনু পত্ন্যাঃ শকটস্পর্শং বিধত্তে—"পত্ন্যন্বারভতে পত্নী হি পারীণহ্যস্যেশে পত্নিয়ৈবানুমতং নির্ব্বপতি যদ্বৈ পত্নী যজ্ঞস্য করোতি মিথুনং তদথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যান্বা-রম্ভোঽবচ্ছিত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। পরিণদ্‌গৃহং তত্র ভবং ব্রীহ্যাদিদ্রব্যং পারীণহ্যং তস্যেশানা পত্নী। কিং চ যজ্ঞঃ পুমানপত্নী স্ত্রীত্যেতন্মিথুনং। কিং চ যোঽয়ং পত্ন্যাঃ শকটস্য যজ্ঞাঙ্গস্য স্পর্শঃ স যজ্ঞস্য বিচ্ছেদরাহিত্যায় ভবতি॥ মন্ত্রান্ব্যাচষ্টে—"যাবদ্ভির্ব্বৈ রাজাঽনু-চরৈরাগচ্ছতি সর্ব্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দাꣳসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞোঽনু-চরাণ্যগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি সোমস্যাঽতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ ত্রিষ্টুভ এবৈতেন করোত্যতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ জগত্যা এবৈতেন করোত্যগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষাদাবে, বিষ্ণবে ত্বেত্যাহঽনুষ্টুভ এবৈতেন করোতি শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্রিয়া এবৈতেন করোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। সোমস্য ভৃত্যৈরগ্ন্যাদিভির্ভূত্যাস্তরাণিগায়ত্র্যাদীন্যুপলক্ষ্যন্তে। উপলক্ষকবিশেষাণামগ্ন্যাদীনামুপলক্ষ্য-বিশেষৈর্গায়ত্র্যাদিভিঃ প্রাতিস্বিকসম্বন্ধবিশেষে প্রমাণমিদং ব্রাহ্মণমেব॥ নির্ব্বাপাবৃত্তিসংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ কৃত্বো গৃহ্ণাতি পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি।

আদ্যন্তয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্গায়ত্র্যা দ্বিরূপলক্ষিতত্বং প্রশ্নোত্তরাভ্যামুপপাদয়তি—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎসত্যাদগায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ইতি যদেবাদঃ সোমমাহরত্তস্মাদ্‌ গায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্য ক্রিয়তে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। আতিথ্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ॥ নিরুপ্তৈস্তণ্ডুলৈর্নবকপালঃ পুরোডাশঃ কার্য্য ইতি বিধত্তে—"শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাতিথ্যং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তস্মান্নবধা শিরো বিষ্যূতং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। আতিথ্যেষ্টেঃ সংকাররূপত্বেন শিরোবদুত্ত-মাঙ্গত্বং। যস্মাদত্র কপালেষু নবসংখ্যা তস্মাদ্দৃষ্টান্তভূতং শিরোঽপি নবভিঃ কপালৈর্ব্বিশেষেণ স্যূতং। পৌরোডাশিকব্রাহ্মণে হ্যেবমাম্নাতং—"তস্মাদষ্টাকপালং পুরুষস্য শিরঃ" ইতি। ততোঽষ্টানাং কপালানাং পরস্পরমষ্টধা স্যূতিস্ততস্তৎসমূহরূপস্য শিরসোঽধস্তনেন কবন্ধেন সহৈকধা স্যূতিঃ॥ উক্তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা স্তোমেন সংমিতাস্তেজস্ত্রিবৃত্তেজ এব যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। ত্রিবৃন্নামকে স্তোমে ত্রীণি সূক্তানি। তেষ্বেকৈকস্মিন্‌ সূক্তে তিস্রস্তিস্র ঋচঃ। অতঃ সংখ্যাসাম্যান্নবকপালস্য ত্রিবিত্রিদ্রূপত্বং। ত্রিবৃচ্চ প্রজাপতের্ম্মুখাদগ্নিনা সহ জাতত্বাত্তেজো-রূপং। তথা সতি যজ্ঞশিরোরূপ আতিথ্যে তেজঃ স্থাপিতং ভবতি॥ পুনরপ্যনূদ্য প্রশংসতি—"নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়স্ত্রিকপালাস্ত্রিবৃতা প্রাণেন সংমিতাস্ত্রিবৃদ্বৈ প্রাণস্ত্রিবৃতমেব প্রাণমভিপূর্ব্বং যজ্ঞস্য শীর্ষন্দধাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি।

ত্রিভিঃ কপালৈঃ সংস্কৃতঃ পুরোডাশস্ত্রিকপালঃ। তাদৃশাশ্চ পুরোডাশাস্ত্রয়ঃ। নবসংখ্যায়াং বিভজ্যমানায়ামেবং সম্পদ্যতে। তথা সতি যৎকপালগতং ত্রিবৃত্ত্বং যচ্চ পুরোডাশগতং তেন

সদৃশী প্রাণসংখ্যা প্রাণস্যোধর্ব্বাধোমধ্যবৃত্তিভিস্ত্রিগুণত্বাৎ। অথ বা নবসু ছিদ্রেষু বর্ত্তমানো নবসংখ্যাকঃ প্রাণঃ। তস্য ত্রেধা বিভাগে সতি প্রকৃতনবকপালসাদৃশ্যং ভবতি। তাদৃশং প্রাণমভিপূর্ব্বমনুক্রমেণ যজ্ঞস্য শিরস্যাতিথ্যে স্থাপয়তি॥ অস্যামাতিথ্যেষ্টৌ প্রকৃতিবৎপ্রস্তরস্য বিধৃত্যোশ্চ কুশময়ত্বে প্রাপ্তে তদ্বাধিতুং দ্রব্যান্তরং বিধত্তে—"প্রজাপতের্ব্বা এতানি পক্ষ্মাণি যদশ্ববালা ঐক্ষবী তিরশ্চী যদাশ্ববালঃ প্রস্তরো ভবত্যৈক্ষবী তিরশ্চী প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। পক্ষ্মাণ্যক্ষিরোমাণি। অশ্ববালাঃ কাশাখ্যা দর্ভবিশেষাঃ। ঐক্ষবী ইক্ষুপত্রিকে। তিরশ্চী চক্ষুষশ্চর্ম্মপুটিকে। যথা সোমপর্ণস্য পলাশবৃক্ষরূপেণোৎপত্তির্যথা চাপসু মেধ্যাংশো দর্ভরূপেণোৎপন্নস্তথৈব প্রজাপতেঃ পক্ষ্মণাং চর্ম্মপুটয়োশ্চ কাশরূপেণেক্ষুপত্ররূপেণ চাহবির্ভাবোহর্থবাদান্তরে দ্রষ্টব্যঃ। এবং সতি প্রশস্তত্বাদত্র প্রস্তরাখ্যতৃণমুষ্টিরাশ্ববালঃ কর্ত্তব্যঃ। তস্যাধস্তাত্তির্য্যক্ত্বেন স্থাপনীয়ে বিধৃতী ঐক্ষব্যৌ কুর্য্যাৎ। তাবতা প্রজাবতেস্তচ্চক্ষুঃ সম্পাদিতং ভবতি॥

পরিধিষু শ্রীপর্ণীবৃক্ষং বিধত্তে—"দেবা বৈ যা আহুতীরজুহবুস্তা অসুরা নিষ্কাবমাদন্তে দেবাঃ কার্ম্মর্য্যমপশ্যন্ কর্ম্মণ্যো বৈ কর্ম্মেনেন কুর্ব্বীতেতি তে কার্ম্মর্য্যময়ান্ পরিধীনকুর্ব্বত তৈর্ব্বৈ তে রক্ষাᳬ᳭স্যাপাঘ্নত যৎকার্ম্মর্য্যময়াঃ পরিধয়ো ভবন্তি রক্ষসামপহত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। নিষ্কাবং নিঃশব্দং চর্ব্বণাদিশব্দেন দেবা জানন্তীতি মত্বা চৌর্য্যেণাভক্ষয়ন্। কার্ম্মর্যবৃক্ষো রক্ষোনিবারকত্বেন কর্ম্মণ্যঃ। তস্মাত্তেনৈব কর্ম্ম কুর্ব্বীতেতি মত্বা তন্ময়ান্ পরিধীনকুর্ব্বত। তথৈবান্যেনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং। মধ্যমপরিধের্দ্দক্ষিণোত্তরপরিধিভ্যাং সহ সংস্পর্শং বিধত্তে—"সᳬ᳭স্পর্শয়তি রক্ষসামনন্ববচারায়' (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। স্পর্শাভাবে পরিধ্যোঃ সন্ধৌ রক্ষসামন্তরনুপ্রবেশঃ স্যাৎ॥ পূর্ব্বস্যাং দিশি রক্ষঃপ্রবেশনিবারণায় প্রসক্তং চতুর্থপরিধিং নিষেধতি—"ন পুরস্তাৎপরি দধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্পুরস্তাদ্রক্ষাᳬ᳭স্যপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি॥ আঘারসমিধোর্দ্ধ্বয়োরাহবনীয়পূর্ব্বভাগে স্থাপনং বিধত্তে—"ঊর্দ্ধে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষাᳬ᳭স্যপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। যদ্যপ্যুর্দ্ধ্বায়াং দিশি রক্ষসাং নিবারণায়োপরিষ্টাদেব সমিধৌ স্থাপনীয়ে তথাহপি ব্যোম্নি স্থাপয়িতুমশক্যত্বাদূর্দ্ধদিশি (স্বগ্রে) স্থাপনীয়ে॥ তত্র কঞ্চিদ্বিশেষং বিধত্তে—"যজুষাহন্যাং তূষ্ণীমন্যাং মিথুনত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। বীতিহোত্রং ত্বা কব ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণামাদধ্যাত্তূষ্ণীমুত্তরাং। সমন্ত্রকামন্ত্রকয়োঃ স্ত্রীপুরুষলক্ষণত্বান্মিথুনত্বং॥ সমিৎসংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বে আ দধাতি দ্বিপাদ্যজমানঃ প্রতিষ্ঠিতৈ" (সং০ কা০ ৬প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। দ্বিত্বং পাদদ্বয়প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবতি। নম্ব সংস্পর্শাদিবিধয়ঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্টাৎপি সন্তীত্যতিদেশাদেব তদনুষ্ঠানস্যাত্র প্রাপ্তত্বায় পৃথগ্বিধ্যপেক্ষেতি চেন্ন। উপসদর্থং বিধেয়ত্বাৎ। তর্হি তত্রৈব বিধীয়তামিতি চেন্ন। আতিথ্যোপসদোঃ পরিধ্যাদিভেদং বারয়িতুং সাধারণত্বেনাত্রৈব বিধেয়ত্বাৎ॥

৭। "যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান্।"—বৌধায়নঃ—"অথ যজমানো নীড়াদ্রাজানমপাদত্তে যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞমিতি পূর্ব্বয়া দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যানিতি" ইতি। আপস্তম্বো মন্ত্রৈক্যং

মন্যতে—"যা তে ধামানীতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাগ্বংশং প্রবিশ্য" ইতি। হে সোম যা তে ধামানি ত্বদীয়েষু যেষু স্থানেষু প্রাতঃসবনাদিষু হবিষা যজন্তি যজ্ঞমুদ্দিশ্য তা তে বিশ্বা ত্বদীয়ানি তানি সর্ব্বাণি পরিভূরস্তু পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভব। হে সোম ত্বং দুর্য্যান্ গৃহান্ প্রাচীনবংশরূপান্ প্রচর প্রাপ্নুহি। কীদৃশস্ত্বং? গয়স্ফানো গৃহাভিবর্দ্ধকঃ। প্রতরণঃ প্রকর্ষেণ যজ্ঞপারং প্রতি অস্মাংস্তারয়িতা। সুবীরঃ শোভনাস্ত্বৎপ্রসাদলব্ধা বীরা অস্মৎপুত্রপৌত্রা যস্য তব স ত্বং সুবীরঃ। অবীরহা যথোক্তানাং বীরাণামহন্তা পরিপালক ইত্যর্থঃ॥

৮। "অদিত্যাঃ সদোঽস্যদিত্যাঃ সদ আ সীদ।"—কল্পঃ—"অথৈনামাসন্দীমগ্রেণাহবনীয়ং পর্য্যাহৃত্য দক্ষিণতো নিদধাতি তস্যাং কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোঽসীত্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং" ইতি॥

৯। "বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দ্দেবানা৺ সখ্যান্মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহি।"—বৌধায়নঃ—"অথৈনমুপতিষ্ঠতে বরুণোঽসি ধৃতব্রতো বারুণমসীতি সমুচ্ছিত্য কৃষ্ণাজিনং তস্যান্তান্-গুন্দ্যয়া নানন্দ্যা বিগ্রথ্য বংশে প্রগথ্নাতি শংযোর্দ্দেবানা৺ সখ্যাদিত্যথ পরাবাসন্দীপাদাবন্তরেণ ব্রাহ্মণোঽভিষিঞ্চতি শূদ্রঃ প্রক্ষালয়তি মা দেবানামপসশ্ছিৎস্মহীতি" ইতি। আপস্তম্বোঽত্র প্রথমমন্ত্রোত্তরার্দ্ধস্য দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োশ্চৈকতাং মন্যতে—"বরুণোঽসি ধৃতব্রত ইতি রাজানমভি-মন্ত্রয়তে, বারুণমসীতি বাসসা পর্য্যানহ্যতি" ইতি।

. হে সোম ত্বং বরুণপাশস্য নিবারকোঽসি। ধৃতং যজ্ঞরূপং ব্রতং যেন ত্বয়া স ত্বং ধৃতব্রতঃ। হে সোম ত্বমুপনদ্ধস্বরূপত্বাদ্বরুণসম্বন্ধ্যসি। তথা সতি ত্বদীয়াচ্ছংযোঃ সুখমিশ্রাদ্বরুণাদিদেবানাং সখ্যাদ্বয়মপসো মা ছিৎস্মহি। সকারান্তোঽপঃশব্দঃ কর্ম্মবাচী। অস্মাকং কর্ম্মবিচ্ছেদো মা ভূদিত্যর্থঃ। যা তে ধামানীত্যাদয়ো মন্ত্রা ব্রাহ্মণোনোপেক্ষিতাঃ॥

আতিথ্যেষ্টিমধ্যে বহ্নিমন্থনপূর্ব্বকমাহবনীয়ে মথিতাগ্নি প্রক্ষেপং বিধত্তে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যগ্নিশ্চ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোময়াঽতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্নয় ইতি যদগ্নাবগ্নিং মথিত্বা প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অগ্নিশ্চ সোমশ্চেত্যেতাবুভাবপি যাগনির্ব্বাহকৌ দেবৌ, তয়োঃ সাম্যে সতি কথমগ্নয় আতিথ্যং নেতি প্রশ্নঃ। অগ্নিং মথিত্বাঽহবনীয়ে প্রহরেত্তদিদমাহবনীয়াগ্নেরাতিথ্যং॥ মথনস্য কালং বিধত্তে—"অথো খল্বাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি যদ্ধবিরাসাদ্যাগ্নিং মন্থতি হব্যায়ৈবাঽসন্নায় সর্ব্বা দেবতা জনয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি। অপি চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ কালবিবক্ষাবন্তস্তদুপোদ্ঘাত-ত্বেন বহ্নেঃ সর্ব্বাত্মকত্বমাহুঃ। তচ্চ সর্ব্বদেবতাত্মকত্বমেকদ্বিত্রিতানামুৎপত্তৌ বিস্পষ্টমাম্নাতং। যদাতিথ্যপুরোডাশং বেদ্যামাসাদ্য তস্মিন্কালেঽগ্নিং মথ্নীয়াত্তথা মথ্যমানাগ্নাবন্তর্ভূতাঃ সর্ব্বা অপি দেবতা আসন্নহবির্ভোক্তুমুৎপাদিতা ভবন্তি তৎ স এব কাল ইত্যর্থঃ। মথনমন্ত্রাস্ত্বধ্বর্য্যবা অগ্নী ষোমীয়পশু প্রস্তাবে সমাম্নাস্যন্তে। হোত্রাস্তু বহ্বৃচব্রাহ্মণ আতিথ্যেষ্টিসমীপ এবোদাহৃতাঃ॥

১০। "আপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি তনূনপ্ত্রে ত্বা গৃহ্ণামি শাক্বরায় ত্বা গৃহ্ণামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্ণামি।"—কল্পঃ—"অথৈতদ্ধ্রৌবমাজ্যমাপ্যায্য কণ্৺সং বা চমসং বা যাচতি তমন্তর্ব্বেদি নিধায় তস্মিন্নেতত্তানূনপ্ত্রং সমবদ্য বিগৃহ্ণাতি আপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি তনূনপ্ত্রে ত্বা গৃহ্ণামি শাক্বরায় ত্বা গৃহ্ণামি শক্মন্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্ণামীতি" ইতি।

আপতির্নিশ্বাসরূপেণ বহির্গতঃ পুনরাভিমুখ্যেনাস্তঃ পততীত্যাপতিঃ প্রাণঃ। হে আজ্য প্রাণার্থং ত্বামস্মিন্ পাত্রে গৃহ্ণামি। পরিতো নানাবিষয়েষু পততীতি পরিপতির্ম্মনঃ। তনুং শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনূনপ্তা জাঠরোঽগ্নিঃ। শকনশীলঃ শক্বরঃ শক্তিমান্ পুরুষস্তস্য সম্বন্ধি শাক্বরং শক্তিস্বরূপং। শক্মঞ্ শক্তিমৎসু যদোজিষ্ঠং তস্মৈ। ওজো নামাষ্টমো ধাতুস্তস্য সারমোজিষ্ঠং। তদবষ্টম্ভেনৈব শক্তিরবতিষ্ঠতে। এতৈর্ম্মন্ত্রৈস্তানূনপ্ত্রং গ্রাহ্যং॥

তনূনপ্তৃসংজ্ঞকজাঠরবহ্নিবিষয়স্য শপথকর্ম্মণো হেতুভূতমাজ্যং তানূনপ্ত্রং তস্য গ্রহণং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেঽন্যোঽন্যস্মৈ জ্যৈষ্ঠ্যায়াতিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নগ্নির্বসুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্দ্রো মরুদ্ভির্বরুণ আদিত্যৈ-র্বৃহস্পতির্বিশ্বৈর্দেবৈস্তেঽমন্যন্তাসুরেভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যেভ্যোরধ্যামো যন্মিথো বিপ্রিয়াঃ স্মো যা ন ইমাঃ প্রিয়াস্তনুবস্তাঃ সমবদ্যামহৈ তাভ্যঃ স নির্ঋচ্ছাদ্যো নঃ প্রথমোঽন্যোঽন্যস্মৈ দ্রুহ্যাদিতি তস্মাদ্যঃ সতানূনপ্ত্রিণাং প্রথমো দ্রুহ্যতি স আর্ত্তিমার্চ্ছতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। সংযত্তাঃ সংগ্রামং প্রাপ্তাঃ। মিথঃ পরস্পরং তে চ দেবাঃ সর্ব্বেঽপি স্বাতিরিক্তস্য জ্যৈষ্ঠ্যমনঙ্গী-কুর্ব্বাণাঃ পঞ্চব্যূহা অভবন্। তেষু ব্যূহেষ্বগ্ন্যাদয়ঃ পঞ্চ দেবাঃ সেনান্যো বস্বাদয়ঃ পঞ্চ গণাঃ। ততস্তে কঞ্চিৎকালং পরস্পরবিরোধিনো ভূত্বা পশ্চাদেবং বিচারিতবন্তো যদি বয়মন্যোন্যবিরোধিন-স্তদা বৈরিণামসুরাণামিদং জয়রূপং কার্য্যং বয়মেব সাধয়ামঃ। ততস্তদ্বিরোধপরিহারহেতুং শপথং কর্ত্তুমস্মদীয়াঃ প্রিয়াঃ পুত্রভার্য্যাদিরূপা ইমাস্তনূরেকত্র সংস্থী কুর্ম্ম ইতি বিচার্য্য সংস্থীকৃত্য শপথ-মেবং পরিভাষিতবন্তঃ। অস্মাকং মধ্যে যঃ প্রথমং দ্রুহ্যতি স তাভ্যস্তনূভ্যো নির্গচ্ছেন্নিভ্রষ্টো ভবত্বিতি। যুস্মাদ্দেবানামেবং বৃত্তং তস্মান্মনুষ্যায়ামপি শপথং কৃতবতাং মধ্যে যঃ প্রথমং দ্রুহ্যতি স বিনাশং প্রাপ্নোতি। সমান একস্মিন্বিষয়ে তানূনপ্ত্রণঃ শপথবন্তঃ স তানূনপ্ত্রিণঃ॥ ইদানীং বিধত্তে—"যত্তানূনপ্ত্রং সমবদ্যতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি সমবদ্যতি সম্ভূয়াবদানং কুর্য্যাৎ। স্বয়ং ভূতিমান্ ভবতি বৈরী তু পরাভবতি। ইয়মেব ভ্রাতৃব্যাভিভূতিঃ॥ অবদানসংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ কৃত্বোঽব দ্যতি পঞ্চধা হি তে তৎসমবাদ্যন্তাথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। তে দেবাস্তদানীং পঞ্চধা বিভক্তাঃ পশ্চাৎসম্ভূয়ৈকবৎ প্রিয়তনূরবাদ্যস্ত স্থাপিতবন্তঃ॥

মন্ত্রান্ ব্যাচষ্টে—"আপতয়ে ত্বা গৃহ্ণামীত্যাহ প্রাণো বা আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতি পরিপতয় ইত্যাহ মনো বৈ পরিপতির্ম্মন এব প্রীণাতি তনূনপত্র ইত্যাহ তনুবো হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শাক্বরায়েত্যাহ শক্ত্যৈ হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত শক্মন্নোজিষ্ঠায়েত্যাহৌজিষ্ঠং হি তে তদাত্মনঃ সমবাদ্যন্ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। তনূশাক্বরৌজিষ্ঠশব্দৈরেব বৃত্তান্তঃ সূচ্যতে। তে দেবাস্তদানীং স্বাত্মসম্বন্ধং পুত্রাদিতনূরূপমোজঃ সারং সমবাদ্যন্ত॥

১১। "অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্।"—কল্পঃ—"যাবন্ত ঋত্বিজস্ত এতৎ সমবমৃশন্তি অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যমিতি" ইতি। হে তানূনপ্ত্রাজ্য ত্বমিতঃ পূর্ব্বং কেনাপ্যতিরস্কৃতমসি। ইতঃ পরমপ্যতিরস্কার্য্যং মোজঃ সারমসি। অভিশস্তের্হিংসারূপাদন্যোন্যবিরোধাদস্মান্ পালয়সি। ত্বং পুনরভিশস্তেরবিষয়-

ভূতমসি॥ মন্ত্রস্য যথোক্তার্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—"অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যমিত্যাহানাধৃষ্ট৺ হ্যেতদনাধৃষ্যং দেবানামোজ ইত্যাহ দেবানা৺ হ্যেতদোজোঽভিশাস্তিপা অনভিশস্তেন্যমিত্যাহাভিশস্তিপা হ্যেতদনভিশস্তেন্যং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥

১২। "অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা সত্যমুপ গেষ৺ সুবিতে মা ধাঃ।"—কল্পঃ—"যজমানমতিবাচয়তি অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিরঞ্জসা সত্যমুপ গেষ৺ সুবিতে মা ধা ইতি" ইতি। দীক্ষণীয়েষ্টৌ যো দেবঃ স দীক্ষাপতির্ম্মেমাং দীক্ষামনুজানাতু। তপ উপসত্তত্রত্যো দেবো মদীয়ং তপোঽনুজানাতু। অহং চাঞ্জসা সত্যমুপ-গেষমার্জ্জবেন তানূনপত্রস্পর্শনরূপং শপথং প্রাপ্তোঽস্মি। হে তানূনপত্র মাং সুবিতে শোভনমার্গে যজ্ঞকর্ম্মণি স্থাপয়॥ মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামাহ—"অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

"অগ্নেঃ পঞ্চকনির্ব্বাপো যা তে প্রাগ্বংশবেশনং।
অগ্ন্যাসন্দ্যাং ক্ষিপেচ্চর্ম্ম হৃদি সোমং তু সাদয়েৎ॥ ১॥
বরু তং মন্ত্রয়েদ্বারু বাসসা পরিণহ্যতি।
আপ তানূনপত্রমাজ্যং সমবস্থতি পঞ্চভিঃ॥ ২॥
অনা সর্ব্ব ঋত্বিজস্তু তানূনপত্রং স্পৃশন্তি হি।
অনু স্বামী স্পৃশেদেতদিতি সপ্তদশেরিতাঃ॥ ৩॥" ইতি॥

অথ মীমাংসা।

সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"বৈষ্ণবে ত্রিকপালে বৈষ্ণবান্নবকপালতঃ। ধর্ম্মাতি-দেশঃ স্যান্নো বা বিস্ততেঽত্রাগ্নিহোত্রবৎ॥ শ্রুত্যা বৈষ্ণবশব্দোঽয়ং দেবতায়া বিধায়কঃ। ন গৌণবৃত্তিমাশ্রিত্য ধর্ম্মানতিদিশত্যতঃ" ইতি॥ আতিথ্যেষ্টৌ বৈষ্ণবো নবকপালো বিহিতঃ। তত্র শ্রুত্যা বৈষ্ণবশব্দো রাজসূয়গতে বৈষ্ণবে ত্রিকপালে প্রযুজ্যমানোঽগ্নিহোত্রবন্নবকপাল-ধর্ম্মানতিদিশতীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। বিষ্ণুর্দ্দেবতাঽস্যেতি বিগ্রহে সতি বিহিতস্তদ্ধিতপ্রত্যয়ো দেবতামভিধত্তে ন তু ধর্ম্মান্। তস্মান্নাতিদিশতি।

চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—"যদাতিথ্যাবর্হিরেতদুপসৎস্বতিদেশনম্। সাধারণ্য-বিধির্ব্বাঽন্যস্তদীয়স্যোপসংহৃতেঃ॥ বর্হিঃশ্রুত্যৈকতাভানান্নাতিদেশস্য লক্ষণা। আতিথ্যয়োপ-সত্ত্বিশ্চ বর্হিরেতৎ প্রযুজ্যতে" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—'যদাতিথ্যং বর্হিস্তদুপসদাং তদগ্নী-ষোমীয়স্য চ" ইতি। ক্রীতং সোমং শকটেঽবস্থাপ্য প্রাচীনবংশং প্রত্যানীয়মানেঽভিমুখে যামিষ্টিং নির্ব্বপতি সেয়মাতিথ্যা। তত ঊর্দ্ধং ত্রিষু দিনেষ্বনুষ্ঠীয়মানা উপসদঃ। ঔপবসথ্যে দিনেঽনুষ্ঠেয়োঽগ্নীষোমীয়ঃ। তত্রাঽতিথ্যেষ্টৌ বিহিতং যদ্বর্হিস্তদ্যদি তস্যা ইষ্টেরাচ্ছিদ্যোপসৎসু বিধীয়েত তদানীমাতিথ্যায়াং বিধানমনর্থকং স্যাৎ। যদি চ তত্রোপযুক্তমিতরত্র বিধীয়েত বিনিযুক্তবিনিয়োগরূপো বিরোধঃ স্যাৎ। তস্মাদাতিথ্যবর্হিষো যে ধর্ম্মা আম্বনাদয়স্তে ধর্ম্মা উপসৎস্বপসংহ্রিয়ন্ত ইত্যতিদেশপরং বাক্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বর্হিঃশব্দস্য ধর্ম্মাতিদেশপরত্বে

লক্ষণা প্রসজ্যেত। শ্রুত্যা তু বর্হিষ আতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়েষু একত্বং প্রতিভাতি। অতঃ সাধারণ্যমত্র বিধেয়ং। আতিথ্যার্থং যদ্বর্হিরুপাদীয়তে তন্ন কেবলমাতিথ্যার্থং কিং তূপসদর্থমগ্নী-ষোমীয়ার্থং চোপাদেয়মিতি বিধিবাক্যার্থঃ। তস্মাদাতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়াস্ত্রয়োঽপ্যস্য বর্হিষঃ প্রয়োজকাঃ। এবং পরিধিসন্ধিস্পর্শাদিবিধীনাং সাধারণ্যং দ্রষ্টব্যং॥

অথ চ্ছন্দঃ।

যা তে ধামানীতি ত্রিষ্টুপ্॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

সমীপে আনীত অতিথিরূপ সোমের সৎকারের নিমিত্ত দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টির বিষয় কথিত হইতেছে। সোম ক্রয় করা হইল, যাজ্ঞিক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সোম যজ্ঞশালায় সংবাহিত হইল। এক্ষণে সেই সোম পরিশোধিত হইয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে। তাই এই মন্ত্রের অবতারণা। এই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে এক নবভাবের বিকাশ হইয়াছে; মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞিককে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতেছে।

দশম অনুবাকের বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্নরূপ বিনিয়োগে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদুপক্ষে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছি। এই অনুবাকের কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বোধসৌকার্য্যার্থে 'বিনিয়োগ-সংগ্রহ' হইতে তদ্বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি; যথা,—

'অগ্নে' প্রভৃতি প্রথম ছয়টী মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া, 'যা তে ধামানি' মন্ত্রে প্রাগ্বংশ-শালায় গমন করিতে হয়। তার পর 'অদিত্যাঃ সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে আসন্দীতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া, দ্বিতীয় 'অদিত্যাঃ সদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তদুপরি সোম স্থাপন করিতে হয়। অতঃপর 'বরুণোঽসি ধৃতব্রতঃ' মন্ত্রে আসন্দীস্থিত সোমকে অভিমন্ত্রিত করিয়া 'বারুণ-মসি' প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিবে। তদনন্তর তনূনপ্ত্র নামক জঠরাগ্নির উদ্দেশে কাংস্য বা চমস পাত্রে আজ্যহবিঃ স্থাপন করিয়া, 'আপতয়ে' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে সেই আজ্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। 'অনাধৃষ্টং' প্রভৃতি মন্ত্রে ঋত্বিক্‌গণ সেই তনূনপ্ত্র অগ্নিকে স্পর্শ করিলে পরিশেষে 'অনু মে দীক্ষাং' প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞকামী সেই অগ্নি স্পর্শ করিবেন। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে এই অনুবাকে সতেরটী মন্ত্র আছে। সেই সকল মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বিনিয়োগ-মতে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

কল্প অনুসারে প্রথম ছয়টী মন্ত্রের এক একটী উচ্চারণ করিয়া এক একটী পদবিক্ষেপের বিধি। এইরূপ পদবিক্ষেপ-ক্রমে সোম লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে হয়। মন্ত্রার্থের

প্রারম্ভে ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—নবম অনুবাকে স-ঋত্বিক্ যজমানের যজ্ঞশালা প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যজ্ঞশালা প্রবেশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টিতে প্রযুজ্য হবিগ্র্হণাদি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ কথিত হইতেছে। মন্ত্র-ছয়টী বিষ্ণুদেবতাত্মক; মন্ত্রের সম্বোধ্য—হবিঃ। ভাষ্যে অনুবাকের প্রথম ছয়টী মন্ত্রের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই,—

'প্রকৃতিগত অগ্নিকে জুষ্ট প্রদান করি'—এই মন্ত্রের অতিদেশ-প্রাপ্তি ঘটিলে তত্রত্য দেবতা পদের পাঁচটী পর্য্যায় এই মন্ত্রকয়টীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর সেই ছয়টী মন্ত্রেরই লক্ষ্য—সাবিত্র জুষ্ট। মন্ত্রসমূহের দেবতা—একমাত্র বিষ্ণু। অগ্ন্যাদি তাঁহার অনুচর। যিনি সর্ব্বদা গমনশীল, তিনিই অতিথি। সেই অতিথির সৎকারস্বরূপ যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই আতিথ্য। লৌকিক-ব্যবহারে প্রভুকে কোনও সামগ্রী প্রদান করা হইলে, প্রভুর অনুচরগণও সেই দত্ত উপঢৌকনে পরিতোষ লাভ করে। তদনুসারে এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিঃ অগ্নির তুষ্টি-হেতুভূত হওয়ায়, তাহাই অগ্নির আতিথ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।' মন্ত্রার্থের অবতরণিকা এইরূপ। অতঃপর মন্ত্রের অর্থ এই,—'হে হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্নির সৎকাররূপ হও। তাদৃশ তোমাকে বিষ্ণুনামধেয় সোমের উদ্দেশ্যে নির্ব্বপিত করি।' এখানে সোমের প্রধানভূত যে সোম, সেই সোম ভিন্ন সোম-নামধেয় তাঁহার অন্য কোনও অনুচর লক্ষীভূত নহেন। তাঁহার অতিথি নামক এক অনুচর; ধনসমৃদ্ধিদাতা অগ্নিনামক অন্য এক অনুচর; সোমের পোষণকারী অন্য অনুচর—শ্যেন। ইহারা সকলেই সোম রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এই জন্যই 'শ্যেনায়' ও 'ত্বা' প্রভৃতি পদে সেই সোমরাজার শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে পূর্ব্বোল্লিত মন্ত্র-সমূহে সোম রাজার বিভিন্ন অনুচরের বা ভৃত্যের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক তাহাদের অংশ-স্বরূপ হবিঃকে বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইতেছে। মন্ত্র-সমূহে অগ্নি, সোম, অতিথি, শ্যেন প্রভৃতি যে সকল পদ পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্য-মতে তাহারা সোমরাজার বিভিন্ন-নামধেয় ভৃত্যকে বুঝাইতেছে। বিনিয়োগ অনুসারে, ভাষ্য-মতে উহারা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা; উহারাও দেবপর্য্যায়-ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার অনুচরস্থানীয়, সেই সোম রাজা—বিষ্ণু। ভাষ্যে যে 'বিষ্ণুশব্দাভিধেয়ায় সোমায়' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তানুসারে, সাধারণভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকর্ম্মানুসারী অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য—হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব। হবিঃ যেমন গো-দুগ্ধের সার; শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ হৃদয়ের, অন্তরের সার-সামগ্রী—ভক্তি-সুধা। হবিঃ আহুতি পাইলে জড় অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয়; অন্তরের জ্ঞানবহ্নিও তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রদ্দীপিত হইয়া থাকে, অথবা জ্ঞানাগ্নি-পরিশোধিত শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। হবিঃ বা ঘৃতের আহুতির দ্বারা যেমন দেবতা পরিতুষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও সেইরূপ ভগবান ভক্ত-হৃদয়ে সমাকৃষ্ট হয়েন। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা, সদ্ভাবের উন্মেষণ, ভক্তির সংমিশ্রণ প্রধান অবলম্বন। তাই দেবভাবমূলক মন্ত্র-সমূহে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই

সম্বোধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। পরমার্থ-জ্ঞানে হৃদয়ে নির্ম্মলতা আসে,—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সমাবেশ হয়, হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যায়। তাই তাহাকে অগ্নির 'আতিথ্য' অর্থাৎ অগ্নির তুষ্টি-সম্পাদক বা প্রকাশক বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব যেমন জ্ঞানাগ্নির অঙ্গীভূত ও আশ্রয়স্থানীয়, তেমনি তাহা আবার 'সোম' অর্থাৎ সৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ ও প্রকাশক। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। তিনি যেমন বিভূতি-সমূহকে ধারণ করেন, বিভূতি-সমূহ আবার তেমনি তাঁহাকে ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার ও আধেয় ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভূতি তাঁহার অংশ। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি যে ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। জ্ঞানের অঙ্গীভূত, ভগবানের বিভূতিরূপ যে সদ্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন! ভক্ত তদ্দ্বারাই তো তাঁহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! মন্ত্র কয়েকটীতে সাধক ভগবানকে আপনার হৃদ্গত ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্যেনায়' পদে আমরা 'ক্ষিপ্রগামিনে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভক্ত যদি ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—'এমন যে ভক্তের ভগবান, তাঁহার চরণে শুদ্ধসত্ত্বমণ্ডিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।' মন্ত্র-মধ্যে হৃদয়ের সদ্ভাবরাশি 'অতিথেরাতিথ্যমসি' রূপে উপমিত। আতিথ্য পদে অতিথির প্রীণনসাধক দ্রব্যাদি—পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজ্যপেয়াদি বুঝাইয়া থাকে। অতিথি দেবতা। অতিথির পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই 'আতিথ্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের প্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের সামগ্রীকে ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইতেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিস্ফুট। জ্ঞানে পরমার্থরূপ পরমধন অধিগত হয়; জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইলে, তৎপ্রভাবে হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ তৎপ্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তাঁহাকে না চিনিলে, তাঁহাকে না জানিলে,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় কি? তাই মন্ত্রে জ্ঞান-লাভে হৃদয়ের পাপকলুষ বিদূরিত করিয়া, ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। *

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের এই ছয়টী মন্ত্রের কতকাংশ শুক্লযজুর্ব্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রসমূহের একটু রূপান্তরও দেখিতে পাই। শুক্লযজুর্ব্বেদে, এই ছয়টী মন্ত্র পাঁচটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মহীধরের ভাষ্যে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; যথা,—

(১) হে হবিঃ! তুমি 'অগ্নেস্তনূরসি' অর্থাৎ অগ্নিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভৃত্য, তাহারই গায়ত্রীছন্দাধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতুষ্টির জন্য নির্ব্বপিত করি। (২) হে হবিঃ! তুমি 'সোমস্য তনূরসি' অর্থাৎ সোমসংজ্ঞক কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ত্রিষ্টুপছন্দাধিষ্ঠাতা। তাহার তৃপ্তি-

সপ্তম মন্ত্রের দুইটী অংশে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্নভাব তিরোহিত,—এখানে সব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন; সকলেই নাম-রূপ হারাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ সেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক;—ঐকান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি সেই নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। তিনি যে ভক্তের ভগবান—তিনি যে ভক্তিডোরে ভক্তের নিকট বাঁধা আছেন! হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, ভক্ত-সাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,—'বল্, তোর হরি কি এই স্তম্ভে আছেন?' সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিভরে প্রহ্লাদ উত্তর দিল,—'হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন।' ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জন্য—ভক্তের কথা রক্ষার নিমিত্ত—ভগবান সেই স্ফটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন! জগৎ দেখিল,—মানুষ যে অবস্থায় যে ভাবে যে নামেই তাঁহাকে ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকে, ভক্তের ভগবান, সেই ভাবেই আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই সত্য-তত্ত্ব-প্রচারের জন্যই, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অবতারণা;—মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন। অজ্ঞান অকিঞ্চন আমরা

প্রদ বলিয়া তুমি তাহার তনু হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বপিত করি। (৩) হে হবিঃ! তুমি 'অতিথরাতিথ্যমসি' অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজার অনুচর জগতীছন্দোধিষ্ঠাতা। হে হবিঃ! তুমি অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজানুচরের আতিথ্য নামক সংস্কাররূপ হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বপিত করি। (৪) সোমরাজানুচর শ্যেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্যেনরূপ-ধারী গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে এবং বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য, হে হবিঃ! তোমাকে নির্ব্বপিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা রাজার ধন বহুরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়া যিনি রাজাকে প্রদান করেন, সোমরাজার অগ্নিনামধেয় অপর সেই অনুচর অনুষ্টুছন্দোধিষ্ঠাতা। ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য তোমাকে নির্ব্বপিত করি। বিষ্ণুশব্দাভিধেয় সোম-রাজার হবির্দ্দাতা তাঁহার অনুচর অগ্ন্যাদি দেবগণের এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধি গায়ত্র্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের 'সোমস্যাতিথ্যমসি' স্থলে শুক্ল-যজুর্ব্বেদে 'সোমস্য তনুরসি' এবং 'অগ্নে-স্বাতিথ্যমসি' স্থলে 'অগ্নেস্তনুরসি' পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন।

আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান্ আমরা, কুলকিনারা কিছুই পাইতেছি না; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমরা আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।' দ্বিতীয় অংশে আমাদের মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত।

কি সূত্রে কি ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয় সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ঋষি গোতম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্‌গণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি সে সকল স্থান সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা ঋত্বিক্‌গণ তোমার যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরূপ? 'গয়স্ফানঃ' অর্থাৎ গৃহাভিবর্দ্ধক, 'প্রতরণঃ' প্রকৃষ্টরূপে আপদ হইতে ত্রাণকর্ত্তা অথবা যজ্ঞপারে নয়নকর্ত্তা, 'সুবীরঃ' তোমার প্রসাদলব্ধ আমাদিগের বীরপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক।'

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ। সপ্তম মন্ত্রের অংশদ্বয় ভগবৎ-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, ভবাব্ধিপারে নয়নকর্ত্তা—একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? ভগবদনুকম্পা ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথবা সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। 'ধামানি' পদের ভাষ্যকার 'স্থানানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ পদে তদতিরিক্ত 'নামানি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। নিরুক্তে 'নাম এবং ধাম' একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'হবিষা' পদে 'সোমলতার রস' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক—দ্রব্য প্রদান করিতে উদ্‌বুদ্ধ হন? তাঁহার দেয়,—সেই অন্তরের সার-সামগ্রী ভক্তিসুধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে 'যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—যে স্থানে যে নামেই আপনাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করে।' এই ভাবে পরবর্ত্তী অংশেও যে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'অবীরহা' পদ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—'বীরাণাং পরিপালকঃ।' বীর যাঁহারা, যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো নিজের শক্তির দ্বারাই ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন! তাঁহাদের উদ্ধারে ভগবানের গুণমাহাত্ম্য অধিক আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু যাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়—আপনার সামর্থ্যে যাহারা ভগবদনুকম্পা-লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তো তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হয়! এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 'অবীরহা' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আর এক অর্থ—'অজ্ঞানা-কিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ—অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রে 'অবীরহণৌ' পদ আছে। সেই পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন,—'বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' 'বীর' অর্থে সেখানে

'শিশু' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। শিশু—অজ্ঞান, সামর্থ্যহীন। যাহারা শিশুর ন্যায় অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বা সামর্থ্যহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। এইরূপভাবে এবং অর্থে 'অবীরহা' পদে আমরা 'অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রতরণঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'প্রকর্ষেণ তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়তীতি প্রতরণঃ।' ভগবান যে বিপদুদ্ধারকর্ত্তা—মানুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তিনি যজ্ঞপার-প্রাপণকর্ত্তা। যজ্ঞ অর্থে কর্ম্ম বুঝায়। সংসার—কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মের বা যজ্ঞের পারে পৌঁছা যায়। যতচিতাত্মা ভিন্ন সে নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন।'

এই অনুবাকের অষ্টম মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশ অভিন্ন। অষ্টম অনুবাকের সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি পরিদৃষ্ট হইবে। বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা সোমকে আচ্ছাদন করিতে হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে সোম! তুমি বরুণপাশ-নিবারক হয়। যজ্ঞরূপ ব্রতকে যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধৃতব্রত। হে সোম! উপসদস্বরূপ বলিয়া তুমি বরুণ-সম্বন্ধি হও। সেইরূপ বলিয়া ত্বদীয় সুখমিশ্রণহেতু বরুণাদিদেবগণের সখ্যাদ্বয় যেন আমি ছিন্ন না করি। (সকারান্ত অপশব্দ কর্ম্মবাচী) অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মবিচ্ছেদ যেন সংঘটিত না হয়।' আমাদের মতে মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্বসম্বোধনে প্রযুক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রজ্ঞাপক, অপিচ শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে,—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই প্রকটিত। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি এবং এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়াছি—'সোম' শব্দে অন্তরের সেই শুদ্ধসত্ত্ব—ভক্তি-সুধাকেই বুঝাইয়া থাকে। সদ্ভাব ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের প্রেরণা আসে কি? তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'ধৃতব্রতঃ' বলা হইয়াছে; আর, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি ভগবদ্বিভূতি, ভগবানের স্নেহকরুণার অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয় বলিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব 'বরুণঃ।' ভাষ্যকার 'বরুণোঽসি' মন্ত্রাংশে 'বরুণপাশস্য নিবারকোঽসি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বরুণের পাশ নিবারণ করেন,—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার 'বরুণঃ' পদে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরক। আবার অষ্টম কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'বরুণস্য স্কম্ভনং' মন্ত্রের বরুণ পদে বলীবর্দ্দকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত 'বরুণ' পদে বরুণ-দেবতাকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত 'বরুণ' পদের ব্যাখ্যায় 'জলরূপে আবরণকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, 'বরুণ' পদের অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এখানে এই মন্ত্রে আবার 'বরুণং' পদে বরুণের পাশ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এক হিসাবে এইরূপ অর্থে মোহাবরণ উন্মোচনের—

সংসার-বন্ধন-ছেদনের ভাব প্রাপ্ত হই। সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমং হইলে, সেই কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানের প্রীতিসাধক অপিচ শুদ্ধসত্ত্বেই যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'বারুণং' পদে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শংযোঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধন করে, এই তত্ত্বই অবগত হই। সমধর্ম্মাবলম্বী সামগ্রীর পরস্পর সম্মিলন—বিধি-বিশ্রুত। সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত সদ্ভাব-প্রভাবেই সম্মিলিত হইতে পারা যায়। সদ্ভাবই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; সদ্ভাবই তাঁহাকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আছে। সমধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সম-অবস্থাপন্ন সামগ্রীর মিলনই মাধুর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে 'শংযো' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ পদে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকটিত দেখিতে পাই। যখনই বলা হইল,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সদ্ভাবের মিশ্রণকারী, তখনই সেই গুণে গুণান্বিত হইবার উপদেশ এবং সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে করি। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ভাব দেখিয়া—সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত এবং সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতে পারিলে তো সেই গুণময় গুণাতীতের সহিত—সেই রূপময় অরূপের সহিত—সেই ভাবময় ভাবাতীতের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইবে! তাই 'শংযোঃ' পদের উপদেশ—'শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে। সুতরাং, ভগবানের অনুগ্রহ লাভে, তাঁহার সহিত সম্মিলনের অভিলাষী হইলে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আহরণে যত্নবান হও!' মন্ত্রের শেষাংশে কর্ম্মশক্তি এবং সদ্ভাব যাহাতে অন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে সকারান্ত 'অপঃ' শব্দ 'কর্ম্মবাচী'। আমরা ভাষ্যকারের এই নির্দ্দেশ অনুসারে 'অপসঃ' পদের 'কর্ম্মসামর্থ্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ভাবে মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের সঙ্কল্প—আমরা যেন এমন ভাবে না চলি, আমরা যেন এমন কর্ম্ম না করি, যদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্মসামর্থ্য নষ্ট হয় এবং আমরা সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হই।

এক্ষণে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—অনুবাকের এই শেষ তিনটী মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম ও একাদশ মন্ত্র আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমাংশে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই; তবে শেষাংশে তনুনপ্ত্র আজ্য সম্বোধন ভাষ্য-পাঠে উপলব্ধি হয়। দশম মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে দেবগণ আপনাপন প্রাধান্য-খ্যাপনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হন। স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহারা পাঁচটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরস্পর-বিরোধী সেই পাঁচটী দলের পাঁচটী ব্যূহ রচিত হয়। অগ্ন্যাদি পঞ্চদেবতা সেনানী এবং বসুদেবগণ সৈন্য-সামন্ত রূপে সেই পাঁচটী ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া অবস্থানান্তর তাঁহাদের মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। তাঁহারা তখন বিচার করিয়া দেখেন, যদি তাঁহারা পরস্পর এইরূপভাবে আত্মকলহে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারাই অসুরগণের জয়ের কারণ হইবেন। তখন পরস্পর বিরোধ পরিহারের জন্য, তাঁহারা পুত্রভার্য্যাদি সহ পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে,—আমাদিগের মধ্যে যিনিই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন,

তিনিই স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিনষ্ট হইবেন। মন্ত্রের অঙ্গীভূত এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন,—দেবগণের অনুসরণে মন্ত্রে মনুষ্যদিগের সেইরূপ শপথের বিষয় উপলব্ধি হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রথমে বিদ্রোহী হইবে, সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে,—ইহাই তাৎপর্য্য।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এরূপ কোনও উপাখ্যানের অবতারণা করিবার কোনও হেতু দেখি না। যাহা হউক, ভাষ্য-মতে তিনটী মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, নিম্নে যথাক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি; যথা,—

দশম মন্ত্র।—'আপতিঃ' পদে প্রাণকে বুঝায়। নিঃশ্বাস রূপে বহির্গত হয়, পরে আবার প্রশ্বাসরূপে অন্তর অভিমুখে পতিত হয় বলিয়াই 'আপতিঃ' পদ প্রাণ-দ্যোতক! হে আজ্য। প্রাণের নিমিত্ত তোমাকে এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি। নানা বিষয়ে পতিত হয় বলিয়া 'পরিপতিঃ' শব্দে মনকে বুঝায়। তনু অর্থাৎ শরীরকে যে বিনষ্ট করে না, তাহাকেই তনুনপ্তা বলা যায়। সেইরূপ অর্থে তনুনপ্তা পদে জাঠরাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। শকনশীলকে শক্কান বলা যায়। শক্তিমান পুরুষের যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্কর। শক্তিমন্ত পুরুষের যাহা ওজঃ বা সামর্থ্য, তাহাকেই ওজিষ্ঠ বলিতে পারি। ওজঃ অষ্টম ধাতু। তাহার সারভূত 'ওজিষ্ঠং।' এই সকল মন্ত্রের দ্বারা তনুনপ্ত্র স্বীকৃত হয়।'

একাদশ মন্ত্র।—'হে তনুনপ্ত্র আজ্য! তুমি ইতিপূর্ব্বে সকলরই অতিরস্কৃত ছিলে। ইতঃপরও অতিরস্কৃত ও দেবগণের সারভূত হও। তুমি হিংসারূপ অন্যান্য বিরোধ সমূহ হইতে আমাদিগকে পালন অর্থাৎ রক্ষা কর! অতএব তুমি পুনরায় অভিশস্তির অবিষয়ভূত হও।'

দ্বাদশ মন্ত্র।—দীক্ষণীয়েষ্টির অধিপতি যে দেবতা, সেই দেবতা দীক্ষাপতি। দীক্ষাপতি আমার এই দীক্ষা জ্ঞাত হউন। তপ অর্থাৎ উপসদের অধিপতি দেবতা মদীয় তপ অবগত হউন। আমি আর্জবের দ্বারা তনুনপ্ত্র-স্পর্শনরূপ শপথ প্রাপ্ত হই। হে তনুনপ্ত্রে! আমাকে শোভন-মার্গে—যজ্ঞকর্ম্মে স্থাপন কর।'

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধ সায়ণাচার্য্যের অভিমত ব্যক্ত হইল। শুক্লযজুর্ব্বেদে ভাষ্যকার মহীধর ও উবট প্রভৃতি মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, বোধ-সৌকার্য্যার্থে এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত নিম্নে পরিব্যক্ত হইল; যথা,—তাঁহাদের মতে মন্ত্র-কয়টী বায়ুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ধ্রৌব-ব্রতপ্রদানে, যে পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ধ্রুব আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। তদনুসারে দশম মন্ত্রের অর্থ; যথা,—'আপতয়ে' সততগমনশীল বায়ুর উদ্দেশ্যে, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বায়ুর উদ্দেশ্যে? 'পরিপতয়ে'—সর্ব্বত্রপতনশীল অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; 'তনূতপ্ত্র' যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তনুর বা আত্মার পৌত্রের উদ্দেশ্যে। 'শাক্করায়'—শক্কর শব্দে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্কর অর্থাৎ বায়ু। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; সুতরাং শাক্কর পদে বায়ুকে বুঝায়। 'শাক্করায়' অর্থাৎ বায়ুর উদ্দেশ্যে। 'শক্কন' সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং 'ওজিষ্ঠায়' অতিশয় তেজস্বী বায়ুর উদ্দেশ্যে। তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্রের যে অর্থান্তর প্রখ্যাপিত হয়,

তাহা এই,—'হে আজ্য! তোমাকে 'আপতয়ে' প্রাণদেবতার প্রীতির জন্য গ্রহণ করিয়া এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি। সম্যক্‌প্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়া 'আপতিঃ' পদে প্রাণ বুঝায়। ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিন্তা করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই 'পরিপতিঃ' অর্থাৎ মন; তাঁহার তৃপ্তির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'তনু' বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই 'তনুনপ্তা' বা জঠরাগ্নি। সেই জঠরাগ্নি-দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'শক্বরঃ' পদে শক্তিমান্ পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্বর। মন্ত্রার্থ—শক্তিস্বরূপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান্ পুরুষে যাহা সার-স্বরূপ বিদ্যমান, তাহাই ওজঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,—যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মান্ত্রার্থ—ওজ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, মন্ত্রার্থ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী।

তাঁহাদের মতে, 'তনুনপ্ত্রে' ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণমুখ হইয়া বেদিশ্রেণীতে আজ্যস্থালী স্থাপন-পূর্ব্বক ঋত্বিক ও যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে একাদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—"হে—'আজ্য! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ? 'অনাধৃষ্টং' অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে অন্য কর্তৃক অতিরস্কৃত, 'অনাধৃষ্যং' অর্থাৎ পরবর্ত্তিকালেও তিরস্কাররহিত। 'দেবানামোজঃ' অর্থাৎ অগ্ন্যাদি দেবগণের সারভূত; 'অনভিশস্তি' অর্থাৎ নিন্দারহিত; 'অভিশস্তিপা' অর্থাৎ ঋত্বিকগণের পরস্পর-বিরোধে যে নিন্দা, তাহা হইতে রক্ষাকারী; 'অনভিশস্তেন্যং' অর্থাৎ অনিন্দিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্ত্তা।' দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ,—'যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব হে তনূতপ্তা আজ্য! ঋত্বিক আমি ঋজুভাবে মানসকৌটিল্য রহিত হইয়া সত্যস্বরূপ আজ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অপিচ, হে আজ্য! আমাকে শোভনমার্গে বা যজ্ঞকার্য্যে স্থাপন কর।' ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রদ্বয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"For him who flies around and rushes onward I take thee, for Tanunapat, the mighty, the very strong, of all surpassing vigour.

"Strength of the Gods, inviolate inviolable still art thou, the strength that turns the curse away, uncursed and never to be cursed.

O Lord of Vows, let our vows be united. May Diksha's Lord allow my consecration, may holy Fervour's Lord approve my Fervour."

"May I go straight to truth. Place me in comfort."

এই তে গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদনুবর্ত্তী অনুবাদকের অভিমত। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রদ্বয়ে কি ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা দশম ও একাদশ মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মতে এই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রত্রয় আত্মোদ্বোধনমূলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। তবে তাহা হইতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জন্মে। সে ভাব এই যে, আজ্য লইয়া যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিকে আহুতি দিতে হয়; সেইরূপে সেই ভাবেই হৃদয়ের সদ্ভাবরাজিও ভগবানে অর্পণ করিতে হয়। ফলতঃ, পরমত্যাগশীল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণই জন্মগতিনিরোধের একমাত্র উপায়।

দশম মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনূনপ্ত্রে' পদের নানা অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। প্রধানতঃ ঐ পদে বায়ুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার 'তনু শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনূনপাৎ' এই বাক্যে 'তনূনপাৎ' পদে 'জঠরাগ্নিকে' লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়,—যিনি প্রাণবায়ু-রূপে জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিরাজমান, 'তনূনপ্ত্রে' পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট কর্ম্ম নবকলেবর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তিনি 'তনূনপাৎ'। তনূ+ঊন+প+অৎ—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহারই চতুর্থীর একবচনে 'তনূনপ্ত্রে' পদ পাওয়া যায়। অর্থ হয়—'ঊন' (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ), 'তনু' (দেহের) 'প' (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি 'অৎ' (ভক্ষণ) করেন, তাঁহাকেই 'তনূনপাৎ' কহে। কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব দান করিয়া, তাহার স্থূলভাব ক্লেদরাশি ভস্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান 'তনূনপাৎ' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দেহের 'পূর্ণতা'—কিনা 'স্থূলভাব', তাহার 'নাশ'—কিনা 'তনূনপাৎ'। ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্ম্মের নাশ। 'তনূনপ্ত্রে' পদে তাই আমরা 'বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসংরক্ষকায়' পক্ষান্তরে 'জন্মকারণনিবারকায়' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এই অর্থেই 'তনূনপ্ত্রে' পদের সার্থকতা,—এই অর্থেই বিশেষণ- পদগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। উবটের মন্তব্যে প্রকাশ,—'তনুশব্দেনাত্মাভিপ্রেতঃ'। আত্মা শব্দে এখানে সেই পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র পরমাত্মাই—ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন; একমাত্র তিনিই সত্ত্বভাবসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ-পদে স্থাপন করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। 'শাক্বরায়' এবং 'শক্বন' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পায় যে,—ভগবান্ স্বয়ং যেমন সর্ব্বশক্তির-আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তিসঞ্চারক। ঐ দুই পদে প্রার্থনা-কারীর কর্ম্মশক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভগবান্—প্রাণ, মন, শক্তি ব্যাপিয়া অবস্থান করুন; তাঁহার কার্য্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। গুণ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত

হইতে হইবে ; তাই নানা গুণ-বিশেষণের সমাবেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত দেখি। যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে ভাব ; যে গুণেই হউক, গুণান্বিত হও। তাঁহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা ! মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাকে কর্ম্মশক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর ; আমি তোমার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার কর্ম্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আসুক ;—তাহাই আমার গতিমুক্তির হেতু হউক ; তাহাই আমার মোক্ষদায়ক হউক।'

একাদশ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রটীও আজ্যসম্বোধনমূক এবং আজ্যদেবতাক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা এই মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তৎসামঞ্জস্য-রক্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথম (ক) অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি প্রমাদ-পরিশূন্য হিংসারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্তৃক অনভিভূত ও সর্ব্বাভীষ্টপূরক বা সর্ব্বফল-প্রদ ; অতএব, আমার কর্ম্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিরস্কৃত বা সুখসাধক হও।' শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন আর তাহাদের আক্রমণে কোনও অনুষ্ঠানেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না ; তখন আর অজ্ঞানতাজনিত ভ্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্ম্ম পণ্ড করে না। ফলে, সৎপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত কর্ম্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বফলপ্রদ। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (খ) অংশের মর্ম্ম এই যে,—'তুমি দেবগণের শক্তিস্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকারী এবং অনিন্দনীয় পরমলোকে নয়নসমর্থ।' পাপ যখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর সদ্ভাবালোক পৌছিতে পারে না। তবে পাপী কি উদ্ধার-লাভ করে না ? করে—যদি কোনও প্রকারে ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে বিমণ্ডিত হয় ; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ভগবানকে পাইবার অধিকারী হয়। সদ্ভাব যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, তেমনই তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপ-সংশ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। দেবগণ তখনই শক্তিশালী হন, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারক, আর এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসান্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'এবম্বিধ যে আপনি, সেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর শোভনীয় মার্গে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নির্ম্মলচিত্তে সৎপথে চলিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারি।' মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে এবম্বিধ ভাব হওয়া যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে, অগ্নিকে, 'দীক্ষাপতিঃ' ও 'তপস্পতিঃ' বলিবার তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রই ব্রতপর্য্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্র-কারী মানসিক নির্ম্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃ-পর্য্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কর্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে প্রায়শঃ 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতে' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোন্‌টী সৎকর্ম্ম কোন্‌টী অসৎকর্ম্ম—তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে। অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে বা অন্তরস্থিত জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'দীক্ষাপতিঃ' 'তপস্পতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টী শারীর তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই কয়টী বাচিক তপঃ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টী মানসতপঃ। কোনও কোনও মতে আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হয়। যাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নাম সাত্ত্বিক তপঃ। সৎকার, মান ও পূজার্থ দম্ভপূর্ব্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস; রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। মরীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিভূতি-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর ন্যায় পাপাদি মলভার বিগলিত হয়; এই জন্য ইহার নাম তপঃ। তন্ত্রমতে 'দীক্ষা' অর্থ—মন্ত্রের উপদেশ। "দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।" ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদসৎ-বিচারে আর কেহ সমর্থ নহে। সেই জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ অধিগত হয়। জ্ঞানের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রভাবও অল্প কার্য্যকরী নহে। জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি অপেক্ষা, কেহ কেহ আবার মনের প্রাধান্যই খ্যাপন করেন। ত্রিবিধ তপের কোনও তপই মন ভিন্ন সুসিদ্ধ হইবার নহে। মন যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, মন যদি দুর্নিবার হয়, কাহার সাধ্য তপশ্চারণ করে! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের উক্তিতে সে তত্ত্ব পূর্ণ প্রকটিত। শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন,—"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।" মনকে বশীভূত না করিতে পারিলে, কর্ম্মই বল, জ্ঞানই বল, আর ভক্তিই বল—কিছুই সম্ভবপর হয় না। আবার ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদুক্তিতেই তাহা বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।" সুতরাং মনই সকলের মূলীভূত। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া তপশ্চারণে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। মনকে ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারিলেই—একাগ্রমনে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেই—সকল চিন্তার অবসান হয়। চিন্তাময় চিৎস্বরূপের করুণায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক)॥

— • —

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) অꣳশুরꣳশুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ

আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাঽপ্যায়য় সখীন্ৎসন্যা

মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়।

(২) এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো

নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা।

(৩) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা

মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ꣳ সা ময়ি

সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি।

(৪) যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহা।

(৫) যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা

গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহা॥ ১১॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) অং‌শুরং‌শুরিত্যং‌শুঃ—অং‌শুঃ। তে। দেব। সোম। এতি। প্যায়তাম্।

ইন্দ্রায়। একধনবিদ ইত্যেকধন—বিদে। এতি। তুভ্যম্। ইন্দ্রঃ। প্যায়তাম্।

এতি। ত্বম্। ইন্দ্রায়। প্যায়স্ব। এতি। প্যায়য়। সখীন্। সন্যা।

মেধয়া। স্বস্তি। তে। দেব। সোম। সুত্যাম্। অশীয়।

(২) এষ্টাঃ। রায়ঃ। প্রেতি। ইষে। ভগায়। ঋতম্। ঋতবাদিভ্য

ইত্যৃতবাদি—ভ্যঃ। নমঃ। দিবে। নমঃ। পৃথিব্যৈ।

(৩) অগ্নে। ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে। ত্বম্। ব্রতানাম্। ব্রতপতিরিতি

ব্রত—পতিঃ। অসি। যা। মম। তনূঃ। এষা। সা। ত্বয়ি। যা। তব।

তনূঃ। ইয়ম্। সা। ময়ি। সহ। নৌ। ব্রতপত ইতি

ব্রত—পতে। ব্রতিনোঃ। ব্রতানি।

(৪) যা। তে। অগ্নে। রুদ্রিয়া। তনূঃ। তয়া। নঃ।

পাহি। তস্যাঃ। তে। স্বাহা।

(৫) যা। তে। অগ্নে। অয়াশয়েত্যয়া—শয়া। রজাশয়েতি রজা—শয়া।

হরাশয়েতি হরা—শয়া। তনূঃ। বর্ষিষ্ঠা। গহ্বরেষ্ঠেতি গহ্বরে—স্থা। উগ্রম্।

বচঃ। অপেতি। অবধীম্। ত্বেষম্। বচঃ। অপেতি। অবধীম্। স্বাহা ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'দেব' (হে দ্যোতমান্, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'সোম' (মম জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'অংশুরংশুঃ' (সর্ব্বোঽপি অবয়বঃ, যদ্বা—যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপি ইত্যর্থঃ) 'একধনবিদে' (একং মুখ্যং পরমধনং তস্য বেদিত্রে প্রজ্ঞাপয়িত্রে বা, যদ্বা—মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে) 'আপ্যায়তাং' (বর্দ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তাং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। ভগবৎপ্রীতয়ে হৃদ্গতান্ সর্ব্বান্ সদ্ভাবান নিয়োজয়ায় সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হৃদি বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎসন্নিকর্ষং লভন্তু।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বঃ! 'তুভ্যং' (তদ্গ্রহণায়, তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আপ্যায়তাং' (অভিবৃদ্ধঃ ভবতু, যদ্বা—ত্বদভিবৃদ্ধয়ে উদ্বুদ্ধঃ ভবতু); অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বমপি 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়স্ব' (অভিবৃদ্ধঃ ভব,—পবিত্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবল্লাভায় চিত্তোৎকর্ষতাং প্রার্থয়তি।

(গ) হে দ্যোতমান্ দেব! 'সখীন্' (সখিবৎপ্রীতিবিষয়ান্, তবপ্রীতিহেতুভূতান, যদ্বা—

তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (সাধনসম্পন্নান্, যদ্বা—ভক্তিযুতান্ সাধকান্ ইতি ভাবঃ) 'সন্যা' (পরমধনদানেন) 'মেধয়া' (তদ্ধারণশক্ত্যা চ) 'আপ্যায়য়' (প্রবর্দ্ধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় হৃদি ভগবৎপ্রতিষ্ঠার্থং চ ভগবন্তং অর্চ্চয়তি। ভাবার্থঃ - হে ভগবন্! মাং মোক্ষাধিকারিণং মেধাবিঞ্চ কুরু।

(ঘ) হে 'দেব সোম' (হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব, তবসম্বন্ধিনং) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং) অস্মভ্যং অবিনাশং ভবতু; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন 'সুত্যাং' (কর্ম্মফলং—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং, যদ্বা—তব কার্য্যে বয়ং ব্যাপৃতাঃ ভবাম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ময়ি সদ্ভাবাঃ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্তু। তেনাহং সতত্মাধারং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি।

২। (ক) হে ভগবন্! 'প্রেষে' (প্রেষ্যমাণায়, অভিলষিতরূপায় ইত্যর্থঃ) ভগায়' (ঐশ্বর্য্যায়, পরমধনায় ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (ধনানি, সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'এষ্টা' (সর্ব্বতোভাবেন দত্তা—অস্মভ্যমিতি শেষঃ)। প্রার্থনা—ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং অভিলষিতং মোক্ষধনং সন্তু ইতি ভাবঃ। 'ঋতবাদিভ্যঃ' (সৎকর্ম্মসম্পন্নেভ্যঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং অস্মাকং) 'ঋতং' (অবশ্যম্ভাবিফলোপেতং, যদ্বা—কর্ম্মফলমিতি ভাবঃ) সম্পাদয় অথবা অস্তু ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং সৎকর্ম্ম সুফলমণ্ডিতং ভবতু।

(খ) 'দিবে' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায়) 'নমঃ' (নমস্করোমি); 'পৃথিব্যৈঃ' (ভূলোকাধিষ্ঠাত্রে দেবায় ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্করোমি); তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং সিদ্ধিঃ ভবতু। অথবা' নমঃ' (নমস্কাররূপং সৎকর্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'দিবে' (দ্যুলোকং ব্যাপ্য) প্রকাশতু ইতি শেষঃ; অপিচ 'নমঃ' (মম নমস্কাররূপং সৎকর্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) 'পৃথিব্যা' (ভূর্লোকং ব্যাপ্য প্রকাশতু ইতি ভাবঃ।

৩। (ক) 'ব্রতপতে' (সৎকর্ম্মপালক, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং 'ব্রতানাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং) 'ব্রতপতিঃ' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অহং ত্বাং শরণং গচ্ছামি। মাং সদ্ভাবাধিকারী কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) অতঃ হে দেব। 'যা' (কলুষকলঙ্কপরিম্লানং) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) 'সা এষা' (সা খলু তনূঃ) 'ত্বয়ি' (তব শরীরে) ভবতু—লীনং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ; অপিচ, 'তব' (সৎকর্ম্মপালকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'যা তনূঃ' (যৎ পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'সা ইয়ং' (তং তব পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'ময়ি (মহ্যং) ভবতু ইতি শেষঃ। ত্বদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। মন্ত্রাংশোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। তত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! কলুষকলঙ্কপরিলিপ্তং পাপক্লিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তব পূতং দেবদেহং স্থাপয়। মর্ম্মার্থস্তু—পাপাৎ মাং ত্রাহি পরং চ মাং পবিত্রং সত্ত্বসমন্বিতং কুরু। ত্বয়া সহ আত্মসম্মিলনেন অহং পরমাং গতিং লভেম ইতি ভাবঃ।

(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার ভগবন্ !) 'ব্রতিনোঃ' (সৎকর্ম্মণঃ অনুষ্ঠাতারঃ অস্মাকং) 'ব্রতানি' (অনুষ্ঠেয়ানি সৎকর্ম্মাণি) 'নৌ সহ' (ত্বয়া ময়া চ সহ ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুমন্যতাং, প্রবর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ)। যাবান্ ব্রতেষু মমাদরস্তাবান্ তবাপি ভবতু ইতি ভাবঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলক।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) 'রুদ্রিয়া' (রুদ্রভাবসম্পন্নং—শত্রুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং পবিত্রকারকং ইতি ভাবঃ) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি 'তয়া' (পবিত্রকারকেন শত্রুনাশকেন তেন শরীরেন—প্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পাহি' (পালয়, পরিত্রায়স্ব)। 'তে' (তব) 'তস্মৈ' (সা শত্রুনাশকং তনূঃ) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, স্বাহামন্ত্রেণ প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভবতাং প্রভাবেন অহং শত্রুনাশসামর্থ্যং নির্ম্মলং সত্ত্বভাবং চ লভেয়ং ইতি প্রার্থনা।

৫। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্ !) 'বর্ষিষ্ঠা' (উরুতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাম-ভীষ্টবর্ষণশীলং ইতি ভাবঃ) 'গহ্বরেষ্ঠাঃ' (হৃদাং অতিনিগূঢ়দেশে স্থিতং) 'অয়াশয়া' (লৌহময়ং বজ্রবৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি তমোরূপং তব তচ্ছরীরং, অপিচ 'রজাশয়া' (রজতময়ং, রজোভাবসমন্বিতং ইতি ভাবঃ) তব তচ্ছরীরং, তথা 'হরাশয়া' (হিরণ্ময়ং, সত্ত্বভাবসমন্বিতং ইত্যর্থঃ) তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শত্রূণাং অতিতীব্রবাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদিনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) অপিচ 'ত্বেষং বচঃ' (তেষাং শত্রূণাং পৌরুষ-ব্যঞ্জকং বাক্যং, যদ্বা—কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি)। 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং পূজয়ামি ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিমূর্ত্তিভিঃ ভগবান সর্ব্বান্ শত্রূন্ নাশয়তি। অতঃ তৈঃ ত্রিভাবৈঃ স ভগবান অস্মাকং সর্ব্বশত্রূন্ নিরাকৃত্য অস্মাকং আরব্ধং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু অপিচ অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে দ্যোতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত আমার জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও হীনতেজস্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধন-প্রদায়ক পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদ্গত সদ্ভাবসমূহকে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ সদ্ভাবসমূহ ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আত্মোন্নতি হউক)।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে গ্রহণ জন্য (তোমার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে) পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান অভিবৃদ্ধ হউন অথবা তোমাকে অভিবৃদ্ধ করিতে উদ্‌বুদ্ধ হউন! অপিচ, তুমিও ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অথবা তাঁহার জন্য অভিবৃদ্ধ অথবা উৎকর্ষসম্পন্ন বা পবিত্রতা-প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে ভগবানকে পাইবার জন্য সাধক চিত্তের উৎকর্ষ প্রার্থনা করিতেছেন)।

(গ) হে দ্যোতমান্ দেব! সখিবৎ প্রীতির সামগ্রী অথবা তোমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিযুক্ত সাধকগণকে (অর্চ্চনা-কারী আমাদিগকে) পরমধনদানে এবং আপনাকে হৃদয়ধারণযোগ্য শক্তির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এবং মোক্ষলাভের জন্য ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাকে মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন)।

(ঘ) হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! তোমার সম্বন্ধি মঙ্গল আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক। তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন বিনাশ-রহিত হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হই; অথবা তোমার কার্য্য (সৎকর্ম্ম) সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমাতে সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুক; এবং তদ্দ্বারা সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই)।

২। (ক) হে ভগবন্! আমাদিগের অভিলষিত পরমৈশ্বর্য্য (মোক্ষরূপ ঐশ্বর্য্য) লাভের নিমিত্ত, আমাদিগের সকল কর্ম্মফল (নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাবাদি) আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে; প্রার্থনা—আপনার প্রসাদে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষধন অধিগত হউক। সৎকর্ম্মকারী আমাদিগকে কর্ম্মফল অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করুন। (ভাবার্থ—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম সুফল-মণ্ডিত এবং মোক্ষফল-সমন্বিত হউক)।

(খ) দ্যুলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি; ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। তাহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। অথবা আমার নমস্কাররূপ সৎকর্ম্ম দ্যুলোক ব্যাপিয়া

প্রকাশ পাউক ; এবং আমার নমস্কার রূপ সৎকর্ম্ম ভূলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক। (ভাবার্থ—আমার সৎকর্ম্ম সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হউক)।

৩। (ক) সৎকর্ম্মপালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মকারীদিগের প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন। অতএব আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন।

(খ) অতএব হে দেব! কলুষ-কলঙ্ক-পরিম্লান আমার পাপপঙ্কিল যে দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্ত্তমান হউক অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক (লীন হউক); এবং সৎকর্ম্মপালক আপনার যে পবিত্র পুণ্যময় শরীর আছে, আপনার সেই পবিত্র-কারক পুণ্যময় শরীর আমাতে বর্ত্তমান হউক অর্থাৎ লীন হউক। (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে প্রার্থনাকারী পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—কলুষ-কলঙ্ক-পরিলিপ্ত পাপময় আমার এই ভৌতিক দেহ নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপুত দেবদেহ স্থাপন করুন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র সত্ত্বসমন্বিত করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত এবং সদ্ভাবযুক্ত হই)।

(গ) হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার দেব! (আপনার ও আমার শরীর এইরূপে বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-সমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রাতি হউক।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! রুদ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ শত্রুনাশক আপনার যে পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শরীর আছে, পবিত্রকারক শত্রুনাশক সেই শরীরের প্রভাবে আপনি আমাদিগেকে পরিত্রাণ করুন। স্বাহামন্ত্রের দ্বারা আপনার সেই শরীর প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—আপনার অনুগ্রহে আমি যেন শত্রুনাশ-সামর্থ্য এবং নির্ম্মল সত্ত্বভাব লাভ করি)।

৫। প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্ট-বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, লৌহময় অথবা বজ্রবৎ

অতি-কঠোর অর্থাৎ তমোরূপ আপনার যে শরীর আছে, অপিচ রজতময় অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর আছে, এবং হিরণ্ময় অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই ত্রিবিধ ভাবময় আপনার সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুদিগের তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসা-প্রলোভনাদির পাপ-সঙ্কল্পব্যঞ্জক কর্ম্মকে সমূলে নাশ করে। অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়-অভিভবকারী শক্তিকে নাশ করে। অতএব স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে পূজা করি, আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রি-মূর্ত্তিতে (বা ভাবে) ভগবান সকল শত্রুকে নাশ করেন। অতএব সেই ত্রি-মূর্ত্তির বা ত্রিভাবের দ্বারা ভগবান আমাদিগের সর্ব্ববিধ শত্রুকে নিরাকৃত করিয়া আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদিগকে ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউন। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাক আতিথ্যেষ্টিরুক্তা। তন্মধ্যে সোমঃ প্রাগ্বংশে স্থাপিতঃ। তেন সোমেন করিষ্যমাণস্য যাগস্য বিঘ্নকারিণোঽসুরাঃ প্রথমং জেতব্যা ইতি তদ্বিজয়ার্থমুপসদ একাদশে বর্ণ্যন্তে। তত্রাঽদৌ তাবদতিথেঃ সোমস্য বন্ধনোপদ্রবপরিহারেণাপ্যাপ্যায়নাত্নুপচারঃ ক্রিয়তে।

১। অ৺শুর৺শুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাঽপ্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়।”—বৌধায়নঃ—“অথ মদন্তীরুপস্পৃশ্যোপোত্থায় বিস্রস্য হিরণ্যমবধায় রাজানমাপ্যায়য়তি অ৺শুর৺শুস্তে দেব সোমাঽপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেতি যজমানমভি-বাচয়তি আ প্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়েতি” ইতি। আপস্তম্বস্য তু এক এব মন্ত্রঃ। মদন্তী(ন্ত্য)স্তপ্তা আপঃ। অংশুঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ। হে সোম দেব তে যোঽংশুঃ শুষ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীয়তে স সর্ব্বোঽপ্যংশুর্বর্দ্ধতাং। কিমর্থং? ইন্দ্রার্থং। কীদৃশায়েন্দ্রায়? একং মুখ্যং শোভনং সোমরূপং ধনং বেত্তীত্যেকধনবিত্তস্মৈ। হে সোম তুভ্যং ত্বদর্থমিন্দ্র আপ্যায়তাং ত্বাং পাতুমুৎসহতাং। ত্বমপীন্দ্রার্থমাপ্যায়স্ব বর্দ্ধস্ব। সখীনৃত্বিজঃ সন্যা ধনলাভেন মেধয়া প্রজ্ঞয়া চ বর্দ্ধস্ব। হে সোম দেব তে স্বস্তি শুভমস্তু। ত্বৎপ্রসাদেনাহং সুত্যামভিষবতন্ত্রমশীয় প্রাপ্নবানি। এতন্মন্ত্রং ব্যাখ্যাতুং প্রস্তৌতি—“ঘৃতং বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্নন্তিকমিব খলু বা অস্যৈতচ্চরন্তি যত্তানূনপ্‌ত্রেণ প্রচরন্তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। পুরা কদাচিৎ স্বসামর্থ্যাদ্বজ্রীকৃতেন ঘৃতেন সোমস্য দেবৈস্তাড়িতত্বাৎ সোমো ঘৃতাদ্বিভেতি। ঋত্বিজশ্চ বেত্থাং

স্তানূনপ্‌ত্রেণাহঞ্জ্যেন প্রচরন্তীতি যদেতদস্য সোমস্যাস্তিকং যথা ভবতি তথা চরন্তি। আহবনীয়-দক্ষিণভাগে সোমস্য স্থিতত্বাৎ। অতো ভীতঃ সোম আপ্যায়য়িতব্যঃ॥ আপ্যায়নস্য প্রসঙ্গং দর্শয়িত্বা তন্মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—"অংশুরংশুস্তে দেব সোমাহপ্যায়তামিত্যাহ যদেবাস্যাপুবায়তে যন্মীয়তে তদেবাস্যৈতেনাহপ্যায়য়ত্যা তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেত্যাহোভাবেবেন্দ্রং চ সোমং চাহপ্যায়য়ত্যা প্যায়য় সখীন্‌ৎসন্যা মেধয়েত্যাহর্ত্বিজো বা অস্য সখায়স্তানেবাহপ্যায়য়তি স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়েত্যাহাহশিষমেবৈতামা শাস্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। অস্য সোমস্য যদঙ্গমপুবায়তে শুষ্যতি যচ্চ মীয়তে॥

২। "এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ।"—কল্পঃ—"ন প্রস্তরায়াহশ্রাবয়তি ন বর্হিরনুপ্রহরতি তং দক্ষিণার্দ্ধে বেদ্যৈ নিধায় তস্মিন্দক্ষিণোত্তরেণ নিহ্নুবতে—এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়র্ত্তমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি" ইতি।

আতিথ্যেষ্টৌ যঃ প্রস্তরো যচ্চ তত্রত্যং বর্হিস্তদুভয়মগ্নৌ ন প্রহরণীয়ং কিং তু তং প্রস্তরং বেদ্যা দক্ষিণার্দ্ধে নিধায় তস্মিন্ প্রস্তরে দক্ষিণপাণীনুত্তানান্ কৃত্বা সব্যান্নীচৈঃ কৃত্বা সর্ব্বে নিহ্নবমপলাপসদৃশং নমস্কারোপচারং কুর্য্যুঃ। মন্ত্রার্থস্তু এষ্টৃশব্দ ইচ্ছাবন্তং দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিনং দেবমাচষ্টে। স হি দয়ালুতয়া ভক্তেষু পুরুষেষ্বিচ্ছাবান্। হে তাদৃগ্‌দেব ত্বমৃতবাদিভ্যো যজ্ঞবাদিভ্যোঽস্মভ্যমৃতং যজ্ঞং প্রকৃষ্টং দেহীত্যধ্যাহারঃ। কিমর্থং? রায়ো রায়ে ধনার্থং। ইষেঽন্নার্থং। ভগায়ৈ-শ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণার্থং। তে চ গুণা এবং স্মর্য্যন্তে—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা" ইতি॥ বয়ং পুনর্দ্যুদেবতায়ৈ ভূদেবতায়ৈ চ নমস্কুর্ম্মঃ॥ নায়মকাণ্ডে নমস্কারঃ কিং তু তস্য নিমিত্তমস্তীত্যাহ—"প্র বা এতেঽস্মাল্লোকাচ্চ্যবন্তে যে সোমমাপ্যায়য়ন্ত্যন্তরিক্ষদেবত্যো হি সোম আপ্যায়িত এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায়েত্যাহ দ্যাবা-পৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যাস্মিল্লোঁকে প্রতি তিষ্ঠন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। আপ্যায়িতস্য সোমস্য নাভিদঘ্নামাসন্দ্যাং পর্য্যবস্থিতত্বাদন্তরিক্ষদেবত্যত্বং। তাদৃশস্য সোমস্যাহপ্যায়য়িতারোঽপি তথাবিধা ইত্যস্মাল্লোকাৎ প্রচ্যুতা অতোঽস্মিঁল্লোকে প্রতিষ্ঠিত্যৈ নমস্কারঃ ক্রিয়তে॥

৩। "অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানি।"—কল্পঃ—"অথ যজমানমবান্তরদীক্ষামুপনয়তি অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা মম তনূরেষা সা ত্বয়ি যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোর্ব্রতানীতি" ইতি। অনেন মন্ত্রেণাহহবনীয়স্যোপস্থানং। অত্রাবান্তরদী-ক্ষোপক্রমঃ। হেঽগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতপতিরসি। নৈকস্য ব্রতস্য পতিঃ কিং তু সর্ব্বেষামিতি বিবক্ষাং দ্যোতয়িতুং ব্রতানিত্যুক্তং। ব্রতমাচরন্তী মদীয়া তনুস্ত্বয়ি মনসা সমর্পিতা। ত্বদীয়া তু ব্রতং পালয়ন্তী তনূর্ময়ি মনসা স্থাপিতা। তথা সতি আবামুভাবপি ব্রতিনৌ সম্পন্নাবহে। তয়োর্ব্রতানি সহ প্রবর্ত্তন্তাং॥

৪। "যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহা।"—কল্পঃ—"অথৈনং সংশাস্তি সন্তরাং মেখলাং সমাযচ্ছস্ব সন্তরাং মুষ্টী কুরুষ্ব তপ্তব্রত এধি মদন্তীভির্ম্মার্জ্জয়স্বোৎপূর্ব্বং ব্রতং সৃজ যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূস্তয়া নঃ পাহি তস্যাস্তে স্বাহেত্যেতেনৈবাতোঽধিব্রতয়" ইতি।

যা মেখলা পূর্ব্বং মধ্যে সন্নদ্ধা সা সঙ্কুচিততরা যথা ভবতি তথা নিয়ন্তব্যা। যে চ মুষ্টী কৃতে তে অপ্যতিসঙ্কোচেন দৃঢ়ীকর্ত্তব্যে। উষ্ণক্ষীরী ভবেদুষ্ণোদকী ভবেৎ। পূর্ব্বচমসমুৎসৃজেৎ। তত্র যা তে অগ্ন ইত্যয়ং মন্ত্রঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণাত ঊর্দ্ধং ব্রতং পিবেৎ। হেঽগ্নে যা তব তনুস্ত্বয্যি রুদ্রিয়া ক্রূরা তয়াঽস্মান্ পালয়। ত্বদীয়ায়াস্তস্যা তুভ্যা ইদং হুতমস্তু।

অগ্নে ব্রতপত ইত্যস্য মন্ত্রস্য স্পষ্টার্থতামভিপ্রেত্যাবান্তরদীক্ষারম্ভং বিধত্তে—"দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশংস্তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতা ইতি তেঽগ্নিমেব বরূথং কৃত্বাঽসুরানভ্যভবন্নগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিশতি যোঽবান্তরদীক্ষামুপৈতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২)। পরকায়প্রবেশহেতুত্বাদ্যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেন সংযমবিশেষেণ দেবা অগ্নিমগ্নিশরীরং প্রাবিশন্। তপোরূপত্বেনাগ্নিসমানাঽবান্তরদীক্ষা ততস্তামুপেয়াৎ॥ পূর্ব্বোক্তাং দীক্ষামিদানীমুচ্যমানাবান্তরদীক্ষাং চ প্রশংসতি—"আত্মানমেব দীক্ষয়া পাতি প্রজামবান্তরদীক্ষয়া" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি॥ অবান্তরদীক্ষানিয়মান্বিধত্তে—"সন্তরাং মেখলাঁ সমাযচ্ছতে প্রজা হ্যাত্মনোঽন্তরতরা তপ্তব্রতো ভবতি মদন্তীভির্ম্মার্জ্জয়তে নির্হ্যগ্নিঃ শীতেন বায়তি সমিদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। সর্ব্বো জনঃ স্বাত্মানং ক্লেশয়িত্বাঽপ্যপত্যামি সম্যক্‌পরিপালয়তি। অতঃ স্বস্মাদপি প্রজাঽভ্যন্তরা। মেখলায়াস্তু প্রজাস্থানীয়ত্বেনান্তরতরত্বাৎ সংশ্লিষ্টতরং যথা ভবতি তথা সমাচ্ছাদয়েৎ। শীতেন ক্ষীরেণ শীতাভিরদ্ভিশ্চাগ্নির্নির্ব্বায়তি। তস্মাদুদরাগ্নিসমিন্ধনায় পেয়স্য ক্ষীরস্য মার্জ্জনহেতোরুদকস্য চৌষ্ণ্যং কর্ত্তব্যং॥ ব্রতমন্ত্রে রুদ্রিয়াশব্দাভিপ্রায়মাহ—"যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূরিত্যাহ স্বয়ৈবেনদ্দেবতয়া ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শান্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি। স্বোদরাগ্নেয়ৈপরং রূপং রুদ্রিয়া তনুস্তয়া দুগ্ধে তপ্তে সতি তয়া দেবতয়া সহৈ (স্বয়ৈ)ব দুগ্ধং ব্রতয়তি ভুঙ্‌ক্তে। তচ্চ ভোজনং সযোনিত্বায় যোনিভূতেনাগ্নিনা সাহিত্যায়। তচ্চ সাহিত্যমুগ্রস্যাগ্নেঃ শান্ত্যৈ ভবতি।

৫। "যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীঁ স্বাহা।"—কল্পঃ—"আজ্যস্থাল্যাঃ স্রুবেণোপহত্য প্রথমামুপসদং জুহোতি যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীঁ স্বাহেতি" ইতি।

অত্র যা তে অগ্নেঽয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনূর্ব্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠেত্যেতাদৃশ (শো) (মন্ত্র) আম্নাতঃ। তস্মিন্নয়াশয়াদিপদত্রয়েণ ত্রয়ো মন্ত্রা ভবন্তি। তেষু প্রথমমন্ত্রে তনূরিত্যাদিরনুষজ্যতে। দ্বিতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইতি তনূরিতি চোভয়মনুষজ্যতে। তৃতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইত্যয়মেবানুষজ্যতে। তৈরেতৈস্ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈস্ত্রিষু দিনেষু ক্রমেণোপসদাখ্যা আহুতয়ো হোতব্যাঃ। অয়সি শেত ইত্যয়াশয়া লোহনির্ম্মিতা। তথা রজতে শেত ইতি রজাশয়া। হিরণ্যে শেত ইতি হরাশয়া। বর্ষিষ্ঠা বৃদ্ধতমা। গহ্বরে স্পষ্টুমশক্যে তপ্তে লোহে তপ্তরজতে তপ্তহিরণ্যে বা তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা। অন্নপানয়োরলাভেন ক্ষুধিতোঽহং পিপাসিতোঽহমিত্যুক্তিরুগ্রং বচস্তদেতদৈহিকমামুষ্মিকং তু ত্বেষং দীপকং মনসঃ সন্তাপজনকং বচঃ। তত্র জনা ইত্থং বদন্তি অস্য গোবধাদ্যুপপাতকলক্ষণমেনঃ প্রাপ্তং বিপ্রাদ্‌ব্রাহ্মণবধাদিরূপা বীরহত্যা প্রাপ্তেতি। ইদং তু

পদব্যাখ্যানমত্র ব্রাহ্মণে স্পষ্টমাম্নাতং—"অশনয়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ। এনশ্চ বৈরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ" ইতি। অত্রায়ং বাক্যার্থঃ—হেঽগ্নে যা তবায়াশয়া তনূস্তয়াঽহং দ্বে অপি বচসী অপাবধীং নাশিতবানস্মি। এবমুত্তরয়োরপি যোজ্যং। তস্মা অগ্নয় ইদং হুতমস্ত॥ ত্রীনেতানুপসদ্ধোমান্বিধাতুং প্রস্তৌতি—"তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়স্ময্যবমাঽথ রজতাঽথ হরিণী তা দেবা জেতুং নাশক্নুবন্তা উপসদৈবাজিগীষন্তস্মাদাহুর্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ নোপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি ত ইষুং সমস্কুর্ব্বতাগ্নিমনীকং সোমং শল্যং বিষ্ণুং তেজনং তেঽব্রুবন্ক ইমামসিষ্যতীতি রুদ্র ইত্যব্রুবন্ রুদ্রো বৈ ক্রূরঃ সোঽস্যত্বিতি সোঽব্রবীদ্বরং বৃণা অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশূনামধিপতিস্তাং রুদ্রোঽবাসৃজৎ স তিস্রঃ পুরো ভিত্বৈভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্ প্রাণুদত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি।

যে পূর্ব্বমগ্নিনা বরূথেন পরাভূতা অসুরাস্তেষামসুরাণাং পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু স্বরক্ষার্থং তিস্রঃ পুরো দুর্গরূপা আসন্। তাসু পৃথিবীবর্ত্তিনী লোহপ্রাকারবেষ্টিতা। অন্তরিক্ষবর্ত্তিনী রজতপ্রাকারবেষ্টিতা। দ্যুলোকবর্ত্তিনী হিরণ্যপ্রাকারবেষ্টিতা। তাদৃশীঃ পুরো দেবা অগ্নিনা বরূথেনাপি জেতুমশক্তা যুদ্ধং পরিত্যজ্যোপসদৈব জেতুমৈচ্ছন্। দুর্গং পরিতোঽবরুধ্য চিরং তৎসমীপেঽবস্থায় তমুপবসত চিরকালাবস্থানে সতি দুর্গমধ্যেঽন্নপানাদিক্ষয়াদন্তর্ভেদাদ্বা জয়ো ভবতি। যস্মাদ্দেবৈশ্চিরবাসো জয়োপায়ত্বেন বিচারিতস্তস্মাল্লোকেঽপ্যাহুঃ। কে কিমাহুঃ। যশ্চ ব্রাহ্মণাদির্ব্বেদাধ্যয়নেন বেদবিচারং জানাতি যশ্চ শূদ্রাদির্ন জানাতি তে সর্ব্বেঽপি যুদ্ধেনাজেয়ং মহাপুরমুপসদা জেতুং শক্যমিত্যাহুঃ। ততো দেবাঃ কালবিলম্বো মা ভূদিতি বিচার্য্য যুদ্ধেনৈব জেতুমিষুং সংস্কৃতবন্তঃ। অগ্নিং সোমং বিষ্ণুং চ সম্ভুয়ৈকবাণং কৃত্বা তেন জেতুমুদ্যুক্তাঃ। অনীকশব্দো বাণস্য প্রথমভাগকাষ্ঠমাচষ্টে। শল্যশব্দো লোহং। তেজনশব্দস্তদগ্রং। তামিমাং দেবতাত্রয়সমষ্টিরূপামিষুং স্ত্রীবালসহিতকৃৎস্নাসুরঘাতিনীং কো নাম মোক্ষ্যতীতি বিচার্য্য শক্তো নির্ঘৃণশ্চ রুদ্র ইতি নিশ্চিত্য তস্মৈ বরং দত্তবন্তঃ। স রুদ্রস্তামিষুং মুক্ত্বা তয়া প্রাকারত্রয়ং বিভিদ্য ত্রিভ্যো লোকেভ্যোঽসুরান্নিঃসারয়ামাস॥

বিধত্তে—"যদুপসদ উপসদ্যন্তে ভ্রাতৃব্যপরাণুত্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। বৈরিদুর্গোপসদনকার্য্যকারিত্বাদেতা আহুতয় উপসদ ইত্যুচ্যন্তে। তত্রাগ্নিঃ সোমো বিষ্ণুরিত্যেবংরূপাস্তিস্রো দেবতাস্তাসাং যাজ্যাপুরোনুবাক্যা হোত্র এবাঽম্নায়ন্তে। অয়াশয়াদিতনূধারী বহ্নিশ্চতুর্থী দেবতা। তদীয়মন্ত্র আধ্বর্য্যবত্বাদত্রৈবাঽম্নাতঃ॥ উপসদামাজ্যহবিষ্টেনোপাংশুযাজবৎপ্রযাজাজ্যভাগাদ্যাহুতিপ্রসক্তৌ প্রতিষেধতি—"নান্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদ্যদন্যামাহুতিং পুরস্তাজ্জুহুয়াদন্যন্মুখং কুর্য্যাৎ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অগ্নিমনীকমিতি বাণব্যাজেনাগ্নেঃ প্রথমভাবিত্বলক্ষণং মুখত্বমুক্তং। তত্র প্রযাজাদিহোমে বহ্নের্ম্মুখত্বং হীয়েত॥ আহুত্যন্তরাণাং সর্ব্বেষাং নিষেধপ্রাপ্তৌ কাঙ্ক্ষিদাহুতিং বিধত্তে—"স্রুবেণাঽঘারমা ঘারয়তি যজ্ঞস্য প্রজ্ঞাত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দর্শপূর্ণমাসাদিযজ্ঞানামাঘারোপেতত্বাদুপসদামপি যজ্ঞত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় স্রুবাঘারঃ॥ তিসৃণামুপসদাং হোমপ্রকারং বিধত্তে—"পরাঙতিক্রম্য জুহোতু পরা চ এবৈভ্যো লোকেভ্যো যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পরাঙ্ পুনরাবৃত্তিরহিতো বেদ্যাহবনীয়য়োর্ম্মধ্যমতিক্রম্য

দক্ষিণস্যাং দিশ্যুদঙ্মুখঃ স্থিত্বা ক্রমেণাগ্নেঃ সোমস্য বিষ্ণোশ্চ তিস্র আহুতির্জুহুয়াৎ। তথা সতি বৈরিণোঽপি পুনরাবৃত্তির্হিতানেব কৃত্বা লোকত্রয়ান্নিঃসারয়তি॥

চতুর্থাহুতিপ্রকারং বিধত্তে—"পুনরত্যাক্রম্যোপসদং জুহোতি প্রণুদৈবৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যাণ্ণিত্বা ভ্রাতৃব্যলোকমভ্যারোহতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। দক্ষিণ-দেশাদুত্তরস্যাং দিশি সমাগত্য চতুর্থীমুপসদং জুহুয়াৎ। তথা সতি বৈরিস্থানং পুরত্রয়মধি-তিষ্ঠতি। অত্র সূত্রং—"ধ্রৌবাদষ্টৌ জুহ্বাং গৃহ্ণাতি চতুরুপভৃতি ঘৃতবতীশব্দে জুহুপভৃতা-বাদায় দক্ষিণা সকৃদতিক্রান্ত উপাংশু যাজবৎ প্রচরতার্দ্ধেন জৌহবস্যাগ্নিং যজতি অর্দ্ধেন সোম-মৌপভৃতং জুহ্বামানীয় বিষ্ণুমিষ্ট্বা প্রত্যাক্রম্য যা তে অগ্নেঽয়াশয়া তনূরিতি ক্রবেণোপসদং জুহোতি" ইতি॥ কালদ্বয়ে তদনুষ্ঠানং বিধত্তে—"দেবা বৈ যাঃ প্রাতরুপসদ উপাসীদন্নহ-স্তাভিরসুরান্ প্রাণুদন্ত যাঃ সায়ং রাত্রিয়ে তাভির্য্যৎসায়ংপ্রাতরুপসদ উপসদ্ভ্যন্তেঽহোরাত্রাভ্যামেব তদ্যজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রণুদতে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। উপাসীদন্নুষ্ঠিতবন্তঃ। প্রাতরনুষ্ঠিতাভিরহ্নো বৈরিনিঃসারণং সায়মনুষ্ঠিতাভিস্ত রাত্রেঃ॥ কালদ্বয়ে যাজ্যানুবাক্যয়ো-র্ব্যত্যাসং বিধত্তে—"যাঃ প্রাতর্য্যাজ্যাঃ স্যুস্তাঃ সায়ং পুরোনুবাক্যাঃ কুর্য্যাদয়াতয়ামত্বায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। যাতয়ামত্বং গতরসত্বং তদ্বর্জ্জনায় ব্যত্যাসঃ॥ দিনত্রয়ে তদনুষ্ঠানং বিধত্তে—"তিস্র উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥ ত্রিষু দিনেষু কালদ্বয়েঽনুষ্ঠানং প্রশংসতি—"ষট্ সংপদ্যন্তে ষড়্বা ঋতব ঋতূনেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। প্রসঙ্গাদহীনে দ্বিরাত্রাদবুপসদ্দিনসংখ্যাং বিধত্তে—"দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎ-সরমেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। অহঃসঙ্ঘেন নিষ্পাদ্যঃ সোমযাগো-ঽহীনঃ। সত্রমপ্যনেনোপলক্ষ্যতে। অহঃসমূহস্য সমানত্বাৎ॥ দ্বাদশদিনেষু কালদ্বয়ানুষ্ঠানং প্রশংসতি—"চতুর্ব্বিংশতিঃ সংপদ্যন্তে চতুর্ব্বিংশতিরর্দ্ধমাসা অর্দ্ধমাসানেব প্রীণাতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি॥ এতেষূপসদ্দিনেষবান্তরদীক্ষাব্রতপানে স্তনসংখ্যাং বিধত্তে—"আরাগ্রামবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতাস্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিত্যেকমগ্রেঽথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এষা বা আরাগ্রাঽবান্তরদীক্ষাঽস্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। বলীবর্দ্দপ্রতোদনং লোহমারং তদ্বদল্পমগ্রং মুখং যস্যাঃ সাঽরাগ্রা। অর্দ্ধুকং সমৃদ্ধিশীলং ফলং। সোমক্রয়দিনে সায়মেকং স্তনং দুহ্যাৎ, অপরেদ্যুঃ প্রাতর্দ্বৌ স্তনৌ, সায়ং ত্রীন্ স্তনান্, পরেদ্যুঃ প্রাতশ্চতুরঃ॥ যস্তু পরলোকসমৃদ্ধিকামস্তস্যোক্তবৈপরীত্যং বিধত্তে—"পরোবরীয়সীমবান্তরদীক্ষামুপেয়াদ্যঃ কাময়েতামুষ্মিন্মে লোকেঽর্দ্ধুকং স্যাদিতি চতুরোঽগ্রেঽথ ত্রীণথ দ্বাবথৈকমেষা বৈ পরোবরীয়স্যবান্তরদীক্ষাঽমুষ্মিন্নেবাস্মৈ লোকেঽর্দ্ধুকং ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৩) ইতি। পরঃশব্দেনাত্র শ্রেষ্ঠতাদুপক্রমো বিবক্ষিতঃ। উপক্রমে বরীয়োঽধিকং যস্যাঃ সা পরোবরীয়সী। অয়ং পক্ষঃ সূত্র উপন্যস্তঃ—"যদহঃ সোমং ক্রীণীয়ুস্তদহশ্চতুরঃ সায়ং দুহ্যাস্ত্রীন্ প্রাতর্দ্বৌ সায়মেকমুত্তমে" ইতি॥ অশক্তস্য ক্ষীরব্রতাদূর্দ্ধ-মাহারমন্নমনুজানাতি—"সুবর্গং বা এতে লোকং যন্তি য উপসদ উপযন্তি তেষাং য উন্নয়তে হীয়ত এব স নোদনেষীতি সূন্নিয়মিব" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। উপসদাং

স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুত্বাত্তদনুষ্ঠায়িভিরবহিতৈর্ভবিতব্যং। তেষাং মধ্যে যঃ কোঽপি হীনমনস্কো যথোক্তব্রতাদূর্দ্ধমোদনাদিকমত্তুর্ন্নয়েৎ স স্বর্গাদ্ধীয়ত এব। তস্মাদশক্তোঽপি শ্রদ্ধালুতয়া নোদনেষি ন কিঞ্চিদপি ব্রতাদূর্দ্ধমত্তুর্নেষ্যামীতি যদি মন্যেত তেন সুনিয়মিব শোভনং বাক্যান্তরাভ্যনুজ্ঞাতং বস্তু নীতমিব কুর্য্যাৎ। অশক্তিপরিহারমাত্রোপযুক্তং কিঞ্চিদেব স্বীকর্ত্তব্যং। বাক্যান্তরং তু কুষ্মাণ্ডহোমপ্রকরণে সমাম্নায়তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য ব্রতং যবাগূ রাজন্যস্যাঽমিক্ষা বৈশ্যস্যাথো সৌম্যেঽপধ্বর এতদ্ব্রতং ব্রূয়াদ্যদি মন্যেতোপদস্যামীত্যোদনং ধানাঃ সক্তূন্ ঘৃতমিত্যনুব্রতয়েদাত্মনোঽনুপদাসায়" ইতি। উপদস্যাম্যুপক্ষীণো ভবামি॥ অনুব্রতে কৃতেঽপি ফলভ্রংশো নাস্তীত্যস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্তমাহ—"পো বৈ স্বার্থেতাং যতাং শ্রান্তো হীয়ত উত স নিষ্ট্যায় সহ বসতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। স্বার্থং যন্তি গচ্ছন্তীতি স্বার্থেতস্তেষাং স্বার্থেতাং। যতন্ত ইতি যতন্তেষাং যতাং। মকরমাসে প্রয়াগস্নানং কেষাংচিৎ স্বার্থস্তং প্রাপ্তুং প্রযতমানানাং স্বগ্রামান্নির্গত্য গচ্ছতাং মধ্যে যঃ কশ্চিচ্ছ্রান্তো গন্তুমশক্তঃ সংক্রান্তিকালীনস্নানাদ্ধীয়তে সোঽপি নিষ্ট্যায় পয়বত্যানির্গত্য তীর্থে গত্বা তৈস্তীর্থবাসিভিঃ সহাবশিষ্টং মাসং বসতি তদ্বদয়মপ্যেকেনানুব্রতেনাশক্তিং পরিহৃত্য শিষ্টং নিয়মমনুতিষ্ঠেৎ॥ তমিমর্থং নিয়ময়তি—"তস্মাৎ সকৃদুন্নীয়নাপরমুন্নয়েত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ সকৃদুন্নয়েন দ্রব্যং বিধত্তে—"দধ্নোন্নয়েতৈতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈব পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি॥ অথ সৌমিকীং বেদিং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণু রূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশত্তং দেবা হস্তান্ৎসং রভ্যৈচ্ছন্তমিন্দ্র উপর্য্যুপর্য্যত্যক্রামৎ সোঽব্রবীৎ কো মাঽয়মুপর্য্যুপর্য্যত্যক্রমীদিত্যহং দুর্গে হন্তেত্যথ কস্ত্বমিত্যহং দুর্গাদাহর্ত্তেতি সোঽব্রবীদ্দুর্গে বৈ হন্তাঽবোচথা বরাহোঽয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং গিরীণাং পরস্তাদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণাং বিভর্ত্তি তং জহি যদি দুর্গে হন্তাঽসীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদবৃত্য সপ্ত গিরিন্ ভিত্ত্বা তমহন্ৎসোঽব্রবীদ্দুর্গাদ্বা আহর্ত্তাঽবোচথা এতমা হরেতি তমেভ্যো যজ্ঞ এব যজ্ঞমাঽহরদ্যত্তদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণামবিন্দন্ত তদেকং বেদ্যৈ বেদিত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। স্বর্গলোকে স্থিতো যজ্ঞপুরুষস্তিরোধানায় বিষ্ণুর্ভূত্বা বৈষ্ণবং রূপং সম্পূর্ণং কৃত্বা দেবেভ্যঃ পলায্য পৃথিবীং প্রাবিশৎ। দেবাশ্চ পৃষ্ঠত এব সমাগত্য হস্তান্ প্রসার্য্য তং ধর্ত্তুমৈচ্ছন্। অয়ং যজ্ঞো যত্র যত্র গচ্ছতি তত্র তত্রেন্দ্রস্তমতিক্রম্য পুরতো মার্গমবরুধ্যাতিষ্ঠৎ। কোঽয়ং মামত্যক্রমীদিতি যজ্ঞেনাঽক্ষিপ্ত ইন্দ্রঃ কেনাপ্যগম্যে দুর্গে গত্বা বিরোধিনং তাড়য়িষ্যামীতি স্বমহিমানং প্রতিজজ্ঞে। অথৈবং মচ্ছক্তেঃ পরীক্ষকঃ কো নাম ত্বমসীতীন্দ্রেণাঽক্ষিপ্তো যজ্ঞস্তাদৃশশ্চ দুর্গাত্তং বিরোধিনমাহরিষ্যামীতি স্বশক্তিং প্রতিজজ্ঞৌ (জ্ঞে)। প্রতিজ্ঞায় স্বকীয়ং পূর্ব্ববৃত্তান্তমিন্দ্রস্য পুরতঃ সর্ব্বমবোচৎ। পুরা কদাচিদসুরপ্রাবল্যং দৃষ্ট্বা মদঙ্গভূতদীক্ষাদ্যভিমানিনঃ সর্ব্বেঽপি স্বর্গলোকবাসিনো মর্ত্ত্যে নির্গত্য পৃথিবীং প্রাবিশন্। তে চ কে, চতস্রো দীক্ষাস্তিস্র উপসদ একা সুত্যেত্যষ্টদিবসসাধ্যানি কর্ম্মাণি। তত্র দীক্ষোপসদঃ সপ্ত পৃথিব্যাং গত্বা গিরয়োঽভবন্। সুত্যাভিমানী দেবো বামমোষো বামং কমনীয়ং সৌমিকবেদিগ্রহচমসাদিরূপং দৈবং বিত্তং মুষ্ণাত্যপহরতীতি বামমোষঃ। স চ মুষিতং তৎসর্ব্বমসুরেভ্যো দত্ত্বা স্বয়ং বরাহো ভূত্বা সপ্তভ্যো গিরিভ্যঃ পরস্তাদসুরাণাং তদ্বিত্তং বিভর্ত্তি রক্ষতি। তচ্চ বিত্তং বেদ্যং দেবৈঃ পুনর্লব্ধব্যং। অতো হে ইন্দ্র ত্বং যদি দুর্গে স্থিতং বিরোধিনং হন্তাঽসি তর্হি তং বরাহং জহীত্যুক্ত ইন্দ্রো দর্ভস্তম্বেনৈব

গিরীন্ ভিত্বা বরাহং তাড়িতবান্। তত ইন্দ্রো যজ্ঞমুবাচ বিরোধিনমাহরিষ্যামীতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎকর্ত্তুং শক্নোষি চেদেনং বিরোধিনং বরাহমাহরেত্যুক্তো যজ্ঞাভিমাঙ্কেব তং বরাহাকারং বেদিগ্রহচমসাদিবিত্তোপেতং যজ্ঞমেভ্যো দেবেভ্য আহৃত্য দদৌ। যস্মাদ্দেবৈর্ব্বল্ক্ব্যমসুরাণাং তদ্বেদিরূপং বিত্তং দেবা অবিন্দন্তালভন্ত তস্মাদ্বিত্তস্তে লভ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বেদের্ব্বেদিনাম সম্পন্নং। বক্ষ্যমাণমপেক্ষ্যায়মেকঃ প্রকারঃ। তস্মাদেকং বেদিত্বমিত্যুচ্যতে॥ প্রকারান্তরেণাপি বেদিত্বং দর্শয়তি—"অসুরাণাং বা ইয়মগ্র আসীত্তাবদাসীনঃ পরাপশ্যতি তাবদ্দেবানাং তে দেবা অব্রুবন্নস্ত্বেব নোঽস্যামপীতি কিয়দ্বো দাস্যাম ইতি যাবদিয়ং সলাবৃকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবন্নো দত্তেতি স ইন্দ্রঃ সলাবৃকী রূপং কৃত্বেমাং ত্রিঃ সর্ব্বতঃ পর্য্যক্রামত্তদিনামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বেদ্যৈ বেদিত্বং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। দার্শিকে বেদিব্রাহ্মণেঽপ্যেতদুপাখ্যানং শ্রুতং। তত্র বসবস্ত্বেতি মন্ত্রৈর্যাবান্ প্রদেশঃ পরিগৃহীতস্তাবত্যেব বেদিঃ। অত্র তু কৃৎস্নাঽপি ভূমির্ব্বেদিরিতি বিশেষঃ॥ কৃৎস্নভূমের্ব্বেদিত্বেঽপি যাগোপযুক্তদেশঃ পৃথক্কল্পনীয় ইতি বিধত্তে—"সা বা ইয়ং সর্ব্বৈব বেদিরিয়তি শক্ষ্যামীতি ত্বা অবমায় যজন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। ভূমিঃ সর্ব্বা যদ্যপি বেদিরেব তথাঽপি ন যত্র ক্বাপি যষ্টব্যং কিং ত্বেতাবতি প্রদেশে সদোহবির্দ্ধানাদিকং নির্ম্মাতুং শক্ষ্যামীতি নিশ্চিত্য তাবন্তং প্রদেশমবমায় পদৈঃ পরিমিত্য তস্মিন্ প্রদেশে যজেরন্॥ তত্র পদসংখ্যাং বিধত্তে—"ত্রিংশৎ পদানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি ষট্ত্রিংশৎ প্রাচী চতুর্ব্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ সংপদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড়্বিরাজৈবান্নাদ্যমব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। অত্রোক্তপদসংখ্যায়াং সর্ব্বস্যাং মেলিতায়াং নবসংখ্যাকানি দশকানি সম্পদ্যন্তে। তদেবং বেদিপ্রদেশপ্রমাণং মধ্যম উপসদ্দিনে প্রাতঃকালীনায়া উপসদ ঊর্দ্ধং কর্ত্তব্যং।

তথা চ সূত্রং—"অন্তরা মধ্যমে প্রবর্দ্ধোপসদৌ বেদিং কুর্ব্বন্তি প্রাগ্বংশস্য মধ্যমাল্লালাটিকাত্রীন্ প্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রম্য শঙ্কুং নিহন্তি তস্মাৎ পঞ্চদশসু দক্ষিণত এবমুত্তরতস্তে শ্রোণী প্রথমনিহিতাচ্ছঙ্কোঃ ষট্ত্রিংশতি পুরস্তাত্তস্মাদ্দ্বাদশসু দক্ষিণত এবমুত্তরতস্তাবংসৌ" ইতি। যথোক্তপরিমাণবতিপ্রদেশ উপরিতনমৃত্তিকায়া অপনয়নং বিধত্তে - "উদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপহন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। নিষ্ঠীবনাদিকৃতমশুচিত্বমুদ্ধননেনাপৈতি॥ তমেব বিধিমনূদ্য প্রশংসতি—"উদ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি বর্হিঃ স্তৃণাতি তস্মাদোষধয়ঃ পুনরা ভবন্তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। পূর্ব্বং তস্মিন্ প্রদেশে সমুৎপন্নাস্তৃণবিশেষা উদ্ধননেন পরাভূতা ভবন্তি তস্মাৎ কৃৎস্নবেদ্যাং বর্হিরাস্তরণাদোষধয়ঃ পুনরাগতা ভবন্তি॥ তস্য বর্হিষ উপরি পুনরপ্যগ্নীষোমীয়পশ্বর্থং বর্হিরুত্তরবেদিপ্রদেশে স্তৃণীয়াদিতি বিধত্তে—"উত্তরং বর্হিষ উত্তরবর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হির্যজমান উত্তরবর্হির্যজমানমেবাযজমানাদুত্তরং করোতি তস্মাদ্যজমানোঽযজমানাদুত্তরঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ॥ যৎপূর্ব্বং বিহিতং তিস্র উপসদ উপৈতি দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতীতি তত্র বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্ব্বাধাবাধাবুপপক্ষস্ততি—"যদ্বা অনীশানো ভারমাদত্তে বি বৈ স লিশতে যদ্দ্বাদশ সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য যজ্ঞস্য সবীর্য্যত্বায়াথো সলোম ক্রিয়তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। লোকে যদ্যশক্তঃ কশ্চিৎপ্রৌঢ়ং ভারং বোঢ়ুমাদদীত তদা স বিলিশতে

বিশেষণাল্লী ভবতি উথাতুমশক্তো ভূমৌ পতেৎ। তদ্বদত্রাপি যোজ্যতে। অহ্না সহ বর্ত্তত ইতি সাহ্ন একাহো জ্যোতিষ্টোমঃ। অহঃসঙ্ঘসাধ্যোঽহীনো দ্বিরাত্রাদিঃ। তত্র যজ্ঞস্য সাহ্নস্য দ্বাদশ স্থর্য্যাদি বাহধিকস্যাহীনস্য তিস্রঃ স্যুস্তদা বিলোম বিপরীতং ক্রিয়তে। তথা সতি সাহ্নস্য বীর্য্যং হীয়েত। স্বপক্ষে তু নাস্তি তদ্ভয়ং॥ যচ্চান্যৎপূর্ব্বং বিহিতমারাগ্রামবান্তরদীক্ষা-মুপেয়াদিতি তৎপ্রশংসতি—"বৎসস্যৈকঃ স্তনো ভাগী হি সোঽথৈকং স্তনং ব্রতমুপৈত্যথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এতদ্বৈ ক্ষুরপবি নাম ব্রতং যেন প্র জাতান্ ভ্রাতৃব্যান্নুদতে প্রতি জনিষ্যমাণানথো কনীয়সৈব ভুয় উপৈতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। বৎসস্য ভাগো যঃ স্তনস্তস্মিন্নপ্যল্পং পয়ো যজমানশ্চতুর্থে পর্য্যায়ে স্বী করোতি। ততোঽস্য চতুস্তননিয়ম সিধ্যতি। তদেতদেকস্তনাদিকং ব্রতং ক্ষুরপবীত্যুচ্যতে। পবির্ব্বজ্রং তেন তীক্ষ্ণত্বমুপলক্ষ্যতে। ক্ষুরবৎপবিস্তৈক্ষ্যং যস্যাঽহরাগ্রাব্রতস্য তেন ব্রতেন পূর্ব্বমুৎপন্নান্বৈরিণো বিনাশয়তি জনিষ্যমাণাশ্চ প্রতিবধ্নাতি। কিং চাত্যল্পেন কর্ম্মণা ভূয়ঃ ফলং প্রাপ্নোতি। যথোক্তেনাল্পেন বীজেন প্রৌঢ়ং বৃক্ষং ফলং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। যদন্যৎপূর্ব্বং বিহিতং পবোবরীয়সীমবান্তরদীক্ষা-মুপেয়াদিতি তৎপ্রশংসতি—"চতুরোঽগ্রে স্তনান্ ব্রতমুপৈত্যথ ত্রীনথ দ্বাবথৈকমেতদ্বৈ সুজঘনং নাম ব্রতং তপস্যং সুবর্গ্যমথো প্রৈব জায়তে প্রজয়া পশুভিঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যথা রূপবত্যা যুবত্যা যোষিতো জঘনপ্রদেশঃ স্থূলস্তস্যোপরি দেহমধ্যপ্রদেশঃ কৃশস্তদ্বদস্য ব্রতস্যাধোভাগশ্চতুস্তন উপরিভাগ একস্তন ইতি সুজঘনমিতি নাম। তপস্য-মুত্তরোত্তরমাহারক্ষয়াত্তপসো যোগ্যং। অতএব স্বর্গসাধনং। কিং চ সুজঘনত্বাদেব প্রজাঃ পশূংশ্চ প্রজনয়তি॥ ত্রৈবর্ণিকানাং মধ্যে ক্ষত্রিয়স্য দ্রব্যং বিধত্তে—"যবাগূ রাজন্যস্য ব্রতং ক্রূরেব বৈ যবাগূঃ ক্রূর ইব রাজন্যো বজ্রস্য রূপং সমৃদ্ধ্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। যবাগ্বা ওদনবতৃপ্তিহেতুত্বাভাবাৎ ক্রূরত্বং। রাজন্যো দুষ্টশিক্ষকত্বাৎ ক্রূরঃ। উভয়ং মিলিত্বা যদ্বজ্রসদৃশং তচ্চানিষ্টনিবর্ত্তকত্বেন সমৃদ্ধ্যৈ ভবতি॥ বিধত্তে—"আমিক্ষা বৈশ্যস্য পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। তপ্তে পয়সি দধিপ্রক্ষেপেণ ঘনীভূতো ভাগো-ঽসবামিক্ষা। পক্বেন পুরোডাশাদিনা কৃতো যজ্ঞঃ পাকযজ্ঞঃ। আমিক্ষায়াঃ পক্বপয়োনিষ্পন্নত্বাৎ-পাকযজ্ঞস্য রূপমতঃ পুষ্ট্যৈ ভবতি॥ বিধত্তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য তেজো বৈ ব্রাহ্মণস্তেজঃ পয়স্তেজসৈব তেজঃ পয় আত্মন্ধত্তেঽথো পয়সা বৈ গর্ভা বর্দ্ধন্তে গর্ভ ইব খলু বা এষ যদ্দীক্ষিতো যদস্য পয়ো ব্রতং ভবত্যাত্মানমেব তদ্বর্দ্ধয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। ব্রাহ্মণোঽধ্যাপনাদিরূপেণ তেজসা যুক্তঃ। পয়সস্তেজোবৎস্বচ্ছরূপত্বাৎ স্বয়মেব তেজস্বি। পয়সি পীতে সতি স্বকীয়েন তেজসা সহ পয়োরূপং তেজ আত্মনি ধৃতং ভবতি। কিং চ দীক্ষিতস্য গর্ভরূপত্বাৎ পয়সা বৃদ্ধির্যুজ্যতে॥ মধ্যাহ্নমধ্যরাত্রয়োর্ব্রতকালত্বং বিধাতুং প্রস্তৌতি—"ত্রিবৃতো বৈ মনুরাসীদ্দ্বিব্রতা অসুরা একব্রতা দেবাঃ প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনে সায়ং তন্মনোর্ব্রতমাসীৎ পাকযজ্ঞস্য রূপং পুষ্ট্যৈ প্রাতশ্চ সায়ং চাসুরাণাং নির্ম্মধ্যং ক্ষুরো রূপং ততস্তে পরাঽভবন্মধ্যন্দিনে মধ্যরাত্রে দেবানাং ততস্তেঽভবন্ৎসুবর্গং লোকমায়ন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অহনি ত্রিষু কালেষু ব্রতং ভোজনং কুর্ব্বতো মনোরেকস্মিন্নেব কালে ব্রতং কুর্ব্বতাং দেবানাং চ মধ্যাহ্নকালে ব্রতমস্তি। স চ কালঃ। ক্ষুধঃ স্বরূপং। তস্মিন্ ব্রত-

রহিতা অসুরাঃ পরাভূতাঃ। ব্রতযুক্তাস্তু মনুর্দ্দেবাশ্চ পুষ্টিং স্বর্গং চ প্রাপ্তাঃ। ততো মধ্যাহ্নকালঃ প্রশস্তঃ॥ বিধত্তে—"যদস্য মধ্যন্দিনে মধ্যমাত্রে ব্রতং ভবতি মধ্যতো বা অন্নেন ভুঞ্জতে মধ্যত এব তদূর্জ্জং ধত্তে ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য ভ্রাতৃব্যো ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৪) ইতি। মুখমধ্যেঽন্নস্য ভোজনমুদরমধ্যেঽন্নস্য চ ধারণং যথা লোকে তথৈবাত্রাপি মধ্যাহ্নে মধ্যরাত্রে চ ব্রতং কর্ত্তব্যং॥ দীক্ষিতস্য স্বনিবাসস্থানাৎ প্রবাসং নিষেধতি-"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিতো যোনির্দ্দীক্ষিতবিমিতং যদ্দীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাৎ প্রবসেদ্যথা যোনের্গর্ভঃ স্কন্দতি তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। দীক্ষিতো বিশেষেণ মীয়তে প্রক্ষিপ্যতে যস্মিংশালাস্থানে তদ্দীক্ষিতবিমিতং তস্য যোনিরূপত্বাৎ। ততোঽস্য নির্গমনং গর্ভস্রাবসমং। তত আত্মরক্ষণার্থং ন নির্গন্তব্যং॥ এতমেব নিষেধং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"এষ বৈ ব্যাঘ্রঃ কুলগোপা যদগ্নিস্তস্মাদ্যদ্দীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোঽনূত্থায় হন্তোন প্রবস্তব্যমাত্মনো গুপ্ত্যৈ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। এষ এবাঽহবনীয়োঽগ্নিঃ প্রবসতো ব্যাঘ্রবদ্ধিংসকো নিবসতঃ কুলরক্ষকঃ। তস্মাৎ সোঽগ্নিঃ প্রবসন্তমেনমস্নু স্বয়মুত্থায় হন্তুং সমর্থঃ। "প্রবাসাভাবস্ত্বাত্মনো রক্ষণায় ভবতি" আহবনীয়স্য দক্ষিণদেশং শয়নার্থং বিধত্তে—"দক্ষিণতঃ শয় এতদ্বৈ যজমানস্যাঽযতনং স্ব এবাঽযতনে শয়ে (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি!

শেত ইত্যর্থঃ। শয়নস্যাঽহবনীয়াভিমুখ্যং বিধত্তে—"অগ্নিমভ্যাবৃত্য শয়ে দেবতা এব যজ্ঞমভ্যাবৃত্য শয়ে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৫) ইতি। অথ কাম্যানি দেবযজনানি বিধীয়ন্তে। তত্র পুরোঽহবিরাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষা উক্থ্যযোড়শ্যতিরাত্রাদ্যুত্তরযজ্ঞাঃ। স্বর্গকামিনং প্রতি বিধত্তে—"পুরোঽহবিষি দেবযজনে যাজয়েদ্যং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদভি সুবর্গং লোকং জয়েদিতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। অনেন প্রকারেণ যং যজমানমুদ্দিশ্য কাময়েত তং পুরোঽবির্নামকে যাজয়েৎ। তস্য লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ পুরোঽবির্দ্দেবযজনং যস্য হোতা প্রাতরনুবাকমনুক্রবন্নগ্নিমপ আদিত্যমভি বিপশ্যতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। যস্য দেবযজনস্য হবির্দ্ধানমণ্ডপ আসীনঃ প্রাঙ্মুখো হোতা প্রাতরনুবাকনামকং শস্ত্রং পঠেৎ পুরোবর্ত্তিনমাহবনীয়াগ্নিং ততঃ প্রাগ্বর্ত্তিনং নদীতড়াগাদিজলং ততোঽপি প্রাগ্দিশ্যুদ্যন্তমাদিত্যং চাঽভিমুখ্যেন যুগপৎপশ্যত্যেতাদৃগ্দেবযজনং পুরোঽবিরিত্যুচ্যতে। কামিতফলসিদ্ধিং দর্শয়তি—"উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যভি সুবর্গং লোকং জয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। অন্যদ্বিধত্তে—"আপ্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ভ্রাতৃব্যবন্তং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥

আপ্তনামকস্য লক্ষণমাহ—"পন্থাং বাঽধিস্পর্শয়েৎ কর্ত্তং বা যাবন্নানসে যাতবৈ ন রথায়ৈতদ্বা আপ্তং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রৌঢ়ং রাজমার্গং প্রৌঢ়ং গর্ত্তং বা বিলোক্যাঽধিক্যেন তৎসংস্পর্শো যথা ভবতি তথা দেবযজনং নির্ম্মাতব্যং। দেবযজনগর্ত্তয়োর্ম্মধ্যে শকটস্য বা রথস্য বা যাতবৈ গন্তুং যাবদন্তরং ন পর্য্যাপ্তং তাবদেবান্তরং কর্ত্তব্যং। সোঽয়মধিস্পর্শঃ। এতদেবাঽপ্তনামকং। কামিতার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি—"আপ্নোত্যেব ভ্রাতৃব্যং নৈনং ভ্রাতৃব্য আপ্নোতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। জয়তীত্যর্থঃ। বিধত্তে—"একোন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ পশুকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রশংসতি

"একোন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ পশূন্ সৃজন্ত" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"অন্তরা সদো হবির্দ্ধানে উন্নতং স্যাদেতদ্বা একোন্নতং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রাচীনবংশাৎ পুরতঃ প্রত্যাসন্নং সদঃ, উত্তরবেদেঃ পশ্চাৎপ্রত্যাসন্নং হবির্দ্ধানং, তয়োর্ম্মধ্যমুন্নতং কুর্য্যাৎ। ফলমাহ—"পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"ত্র্যুন্নতে দেবযজনে যাজয়েৎ সুবর্গকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। প্রশংসতি—"ত্র্যুন্নতাদ্বৈ দেবযজনাদঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকমায়ন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"অন্তরাঽহবনীয়ং চ হবির্দ্ধানং চোন্নতং স্যাদন্তরা হবির্দ্ধানং চ সদশ্চান্তরা সদশ্চ গার্হপত্যং চৈতদ্বৈ ত্র্যুন্নতং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উত্তরবেদিহবির্দ্ধানসদঃ প্রাচীনবংশানাং চতুর্ণামন্তরালপ্রদেশেষু ত্রিষুন্নতং কুর্য্যাৎ। ফলমাহ—"সুবর্গমেব লোকমেতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"প্রতিষ্ঠিতে দেবযজনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ প্রতিষ্ঠিতং দেবযজনং যৎ সর্ব্বতঃ সমং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। ফলমাহ—'প্রত্যেব তিষ্ঠতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি॥ অথ নামবিশেষমনুক্ত্বা লক্ষণপুরঃসরং বিধত্তে—"যত্রান্যা অন্যা ওষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ স্যুস্তদ্যাজয়েৎ পশুকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। যবগোধূমপ্রিয়ঙ্গুকোদ্রব্যাদিবীজানি পরস্পরবিলক্ষণানি যস্মিন্ প্রদেশে সহোৎপন্নস্তে তত্র পশুকামং যাজয়েৎ। প্রশংসতি—"এতদ্বৈ পশূনাং রূপং রূপেণৈবাস্মৈ পশূনব রুন্ধে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ফলমাহ—"পশুমানেব ভবতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"নির্ঋতিগৃহীতে দেবযজনে যাজয়েত্তং কাময়েত নির্ঋত্যাঽস্য যজ্ঞং গ্রাহয়েয়েতি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। নির্ঋতির্যজ্ঞবিঘাতী রাক্ষসঃ। লক্ষণমাহ—"এতদ্বৈ নির্ঋতিগৃহহীতং দেবযজনং যৎসদৃশ্যৈ সত্যা ঋক্ষং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। নিম্নোন্নতত্বরাহিত্যেন সদৃশ্যাঃ সত্যা ভূমেঃ সম্বন্ধি যদৃক্ষং তৃণাদিশূন্যং স্থানং তন্নির্ঋতিগৃহীতং॥ কামিতার্থসিদ্ধিমাহ—"নির্ঋত্যৈবাস্য যজ্ঞং গ্রাহয়তি" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। বিধত্তে—"ব্যাবৃত্তে দেবযজনে যাজয়েদ্ব্যাবৃৎকামং যং পাত্রে বা তল্পে বা মীমাংসেরন্" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি॥ পাত্রোপলক্ষিতে সহপঙ্ক্তিভোজনে তল্পোপলক্ষিতে বিবাহে বা বন্ধুমিত্রাদয়ো যং পুরুষমুদ্দিশ্য মীমাংসেরন্ সন্দিহীরন্ স পুরুষঃ সন্দেহ হেতোরপবাদাদেঃ পাপ্মনো ব্যাবৃত্তিং কাময়তে তং ব্যাবৃত্তে যাজয়েৎ। ব্যাবৃত্তস্য লক্ষণমাহ—"প্রাচীনমাহবনীয়াৎ প্রবণং স্যাৎপ্রতীচীনং গার্হপত্যাদেতদ্বৈ ব্যাবৃত্তং দেবযজনং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উভয়তঃ প্রবণং নিম্নং॥ ফলসিদ্ধিমাহ—"বি পাপ্মনা ভ্রাতৃব্যেণাঽবর্ত্ততে নৈনং পাত্রে ন তল্পে মীমাংসন্তে" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। পাপরূপেণ বৈরিণা ব্যাবর্ত্ততে বিযুজ্যতে ততো ন সন্দিহ্যতে॥ বিধত্তে—"কার্য্যে দেবযজনেযাজয়েদ্ভূতিকামং" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। কার্য্যে মৃচ্ছিলাদিভিরুন্নতীকরণীয়ে॥ প্রশংসতি—"কার্য্যো বৈ পুরুষঃ" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ২ অ০ ৬) ইতি। উপনয়নাদিসংস্কারৈরুন্নতীকরণীয়ঃ পুরুষস্তৎতস্যেদং যোগ্যং॥ ফলসিদ্ধিং দর্শয়তি—"ভবত্যেব" (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৬) ইতি। ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব। তদেতৎ সর্ব্বং

যা তে অগ্নেঽযাশয়া রজাশয়েত্যনেনমন্ত্রেণ সাধ্যয়োঃ প্রাতঃকালীনসায়ংকালীনোপসদোর্ম্মধ্যে কর্ত্তব্যং॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ।

"অংশুরাপ্যায়য়েৎসোমমেষ্টা প্রস্তরনিহ্নবঃ। অগ্নে পূর্ব্বাগ্নিমামন্ত্র্য যা তে মার্জ্জয়তে তথা॥ ১॥
ব্রতং চ তেন কুরুতে যা তে ক্র্যপসদামমী। আজ্যহোমা অয়াশেতি রজেতি চ হরেতি চ॥ ২॥
ত্রিবিধো মন্ত্রভেদঃ স্যান্মন্ত্রাঃ সপ্তেহ ঈরিতাঃ॥ ৩॥"

অথ মীমাংসা।

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—"আবৃত্তিরুপসৎস্বেষা সঙ্ঘস্যৈকৈকগাঽথ বা। ত্রিরধ্যায়ং পঠেত্যাদাবিব স্যাৎ সমুদায়গা॥ প্রথমা মধ্যমাঽন্ত্যেতি প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে। একৈকস্যা দ্বিরভ্যাসে ষট্সংখ্যাঽপি প্রসিধ্যতি" ইতি॥ অগ্নৌ শ্রূয়তে—"ষড়ুপসদঃ" ইতি। তত্র চোদকপ্রাপ্তানাং তিসৃণামুপসদাং পূর্ব্বন্যায়েনাঽবৃত্ত্যা ষট্সংখ্যা সম্পাদনীয়া। যথা পূর্ব্বাধিকরণে প্রযাজেষু সঙ্ঘাবৃত্ত্যৈকাদশসংখ্যা সম্পাদিতা তদ্বদত্রাপি সাঽবৃত্তির্দ্দণ্ডকলিতবৎ সমুদায়স্য যুক্তা। যথা দণ্ডেন ভূপ্রদেশং সংমিমানঃ পুরুষ আমূলাগ্রং কৃৎস্নদণ্ডং পুনঃপুনঃ পাতয়তি, ন তু দণ্ডস্য প্রত্যবয়বং পৃথগাবৃত্তিং করোতি। যথা বা ত্রিবারং রুদ্রাধ্যায়ং জপতীত্যত্র কৃৎস্ন এবাধ্যায় আবর্ত্ত্যতে ন ত্বধ্যায়ৈকদেশ একৈকোঽনুবাকঃ পৃথগেব ত্রিঃ পঠ্যতে তথা তিসৃণামুপসদাং সমুদায় আবর্ত্তনীয় ইতি চেন্মৈবং। প্রাকৃতক্রমবাধপ্রসঙ্গাৎ। প্রকৃতৌ হি দীক্ষানন্তরভাবিনি দিনে হোতব্যা প্রথমোপসৎ। তত উর্দ্ধদিনে দ্বিতীয়া। ততোঽপ্যূর্দ্ধ্বদিনে তৃতীয়া। তা এতাঃ সকৃদনুষ্ঠায় পুনরুপরিতনদিনেষ্বনুষ্ঠীয়ন্তে চেৎ পুনরনুষ্ঠীয়মানায়াঃ প্রথমায়াঃ প্রথমাত্বমপৈতি চতুর্থীত্বমায়াতি। তস্মাৎ প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে প্রথমাং দ্বিরভ্যস্য ততো দ্বিতীয়াং দ্বিরভ্যস্যেত্যেবং স্বস্থানবুদ্ধ্যা তাসামাবৃত্তিঃ কার্য্যা। ন চাধ্যায়দৃষ্টান্তো যুক্তঃ। অনুবাকসমুদায়স্যৈবাধ্যায়ত্বাত্তস্যৈব চাঽবৃত্তিবিধানাৎ। ন ত্বিহ সমুদায়স্যোপসত্ত্বমস্তি। তস্মাৎ প্রত্যেকমুপসদাবর্ত্তনীয়া। অনেন ন্যায়েন দ্বাদশাহীনস্যেত্যত্রৈকৈকোপসচ্চতুর্ব্বারমাবর্ত্তনীয়া।

তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চিন্তিতঃ—"তিস্র এব হি সাহ্নে স্যুরহীনে দ্বাদশেত্যদঃ। জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশত্বমথ বাঽহর্গণে ভবেৎ॥ অস্তু প্রকরণাদাদ্যো নাহীনত্বং বিরুধ্যতে। প্রকৃতিত্বান্ন কেনাপি হীনোঽতোঽত্র বিকল্প্যতাং॥ সাহ্নাত্ত্বিন্নাঽহীনসংজ্ঞা রূঢ়ৈষাঽহর্গণে ভবেৎ। ষষ্ঠীশ্রুত্যা দ্বাদশত্বং প্রক্রিয়াস্থেঽপকৃষ্যতাং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রূয়তে—"তিস্র এব সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য" ইতি। একেনাহ্না নিষ্পাদ্যত্বাৎ সাহ্নো জ্যোতিষ্টোমঃ। দীক্ষাদিবসাদূর্দ্ধং সোমাভিষবদিবসাৎ পূর্ব্বং কর্ত্তব্যা হোমা উপসদঃ। তাসাং দ্বাদশত্বং প্রকরণবলাজ্জ্যোতিষ্টোমে নিবিশতে। অহীনশব্দস্য তস্মিন্নবকল্প্যতে। জ্যোতিষ্টোমস্য নিখিলসোমযাগপ্রকৃতিত্বেন সর্ব্বেষামঙ্গানাং তত্রোপদেশে সতি তদুপদেশবিকলবিকৃতীনামিব হীনত্বাভাবাৎ। অতো দ্বাদশত্বত্রিত্বয়োর্ব্বিকল্প ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আবৃত্তঃ সোমযাগরূপো দ্বিরাত্রত্রিরাত্রাদিরহর্গণঃ। তস্মিন্নহীনশব্দো রূঢ়ঃ। যৌগিকত্বে তু ন হীন ইতি বিগৃহ্য সমাসে কৃতে সত্যযজ্ঞাদি-

শব্দবদাত্যুদাত্তঃ স্যাৎ। মধ্যোদাত্তস্বাম্নায়তে। রূঢ়িশ্চ বিগ্রহনিরপেক্ষত্বাচ্ছীঘ্রবুদ্ধিহেতুঃ। অতো জ্যোতিষ্টোমবাচিনঃ সাহ্নশব্দাদভিন্নেয়মহীনসংজ্ঞা জ্যোতিষ্টোমাদ্ভিন্নমহর্গণমভিধত্তে। তস্মিন্নহর্গণে যষ্ঠীশ্রুত্যা তদুক্তং দ্বাদশত্বং নিবেশ্যতে। তৎসিদ্ধয়ে প্রকরণাদিদমপনেতব্যং।

তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমপাদে চিন্তিতং—"মুখ্যার্থা সৌমিকী বেদিরুভয়ার্থোত মুখ্যগা। চিকীর্ষিতত্বান্মুখ্যস্য বেদ্যাং তৎকৃতিসম্ভবাৎ॥ মুখ্যপৌষ্কল্যহেতুত্বাত্তদঙ্গং চিকীর্ষিতং। মুখ্যবত্তেন তদ্বেদিরঙ্গেষপ্যুপকারিণী" ইতি॥ দার্শিকীং বেদিং মধ্যেহন্তর্ভাব্য প্রাচীনবংশো মণ্ডপোহবস্থিতঃ। ততঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি সদোহবির্দ্ধানাদীনাং পর্য্যাপ্তো ভূভাগবিশেষঃ। তৈঃ সদঃপ্রভৃতিভিঃ সহ সৌমিকী বেদিরিত্যুচ্যতে। সেয়ং মুখ্যস্য সোমযাগস্যৈবোপকারং করোতি, ন ত্বমুখ্যানামগ্নীষোমীয়াত্বঙ্গানাং। কুতঃ। মুখ্যস্য চিকীর্ষিতত্বাৎ। ন চাঙ্গান্যপি চিকীর্ষিতানীতি বাচ্যং। চিকীর্ষাস্বরূপস্য বেদেনৈবাভিহিতত্বাৎ। এবং শ্রূয়তে—"ষট্‌ত্রিংশৎপ্রক্রমা প্রাচী চতুর্ব্বিংশতিরগ্রেণ ত্রিংশজ্জঘনেনেতি শক্ষ্যামহে" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—শ্রূয়মাণেনানেন দৈর্ঘ্যপ্রমাণেন তির্য্যক্‌প্রমাণেন চ প্রমিতে ভূভাগে ফলহেতুং সোমযাগং কর্ত্তুং শক্ষ্যামহ ইতি নিশ্চিত্য তত্তথৈব কুর্য্যাদিতি। সেয়ং চিকীর্ষা মুখ্যবিষয়া। ইতি শক্ষ্যামহ ইতি পরিমাণস্য শক্তেশ্চোপন্যাসাৎ। অঙ্গানাং তু পশুনামিষ্টীনাং চ সদোহবির্দ্ধানাদিমণ্ডপনিরপেক্ষাণাং যথোক্তপরিমাণমন্তরেণাপ্যনুষ্ঠাতুং শক্যত্বাৎ স উপন্যাসস্তত্র নিরর্থকঃ। সোমস্য ত্বনুষ্ঠানং যথোক্তবেদ্যামেব সম্ভবতি ন ত্বন্যত্র। তস্মাৎ সা বেদির্মুখ্যস্যৈবোপকরোতীতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ইয়তি শক্ষ্যামহ ইত্যত্র সাঙ্গপ্রধানানুষ্ঠানে শক্তিরুক্তা। তাদৃশস্যৈব ফলং প্রতি পুষ্কলহেতুত্বাৎ। অতো মুখ্যাঙ্গয়োশ্চিকীর্ষায়াস্তুল্যত্বাদ্বেদিরুভয়ার্থা। ন চাত্র বপনাদিসাম্যং শঙ্কনীয়ং। দৃষ্টোপযোগাভাবস্য তত্রোক্তত্বাৎ। ইহ তু হবিরাসাদনাদির্দৃষ্ট উপযোগঃ। স চ মুখ্যাঙ্গয়োঃ সম ইত্যুভয়ার্থত্বং।

ষষ্ঠাধ্যায়স্যাষ্টমপাদে চিন্তিতং—"অন্যাভাবেহন্যভাবেহপি পয়োভক্ষাদয়োহগ্রিমঃ। নিমিত্তে সত্যনুষ্ঠানান্নিয়মাদৃষ্টতোহন্তিমঃ" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"পয়ো ব্রাহ্মণস্য ব্রতং" ইতি। তদেতদসত্যন্যস্মিন্ভক্ষ্যে কর্ত্তব্যং। কুতঃ। অন্যাভাবস্য নিমিত্তত্বাৎ। নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাদিতি চেন্মৈবং। ন হ্যত্রান্যাভাবো নিমিত্তত্বেন শ্রুতঃ। তস্মাৎ সত্যপ্যন্যস্মিন্ ভক্ষ্যে নিয়মাদৃষ্টায় পয় এব ভক্ষয়েৎ। তত্রৈবান্যচ্চিন্তিতং—"অজীর্ণিসম্ভবে কার্য্য ব্রতং নো বাহগ্রিমো বিধেঃ। রোগোৎপত্ত্যা প্রধানস্য বিরোধান্ন পয়োব্রতং" ইতি॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"মধ্যন্দিনে মধ্যরাত্রে ব্রতং ব্রতয়তি" ইতি। তত্র যস্যাজীর্ণিঃ সম্ভাবিতা তেনাপি বিহিতত্বাৎ পয়ো ব্রতয়িতব্যমেবেতি চেন্মৈবং। প্রধানানুষ্ঠানবিঘ্নপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাত্তথাবিধবেলায়াং পয়ো বর্জ্জয়েৎ॥ অত্র সর্ব্বাণি যজূংষ্যেবেতি নাস্তি ছন্দঃ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১১ অনুবাক)।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরিয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে

দ্বিতীয়প্রপাঠক একাদশোহনুবাকঃ॥ ১১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দশম অনুবাকে আতিথ্যেষ্টি-সম্পাদনের ক্রম-পদ্ধতি উল্লিখিত হইল। তাহাতে প্রাগ্বংশশালায় সোম স্থাপিত হইয়াছে। সেই সোমের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেই যজ্ঞের বিঘ্নকারী অসুরগণকে প্রথমে বিতাড়িত করিতে হইবে। সেই অসুরগণকে বিজয়ের নিমিত্ত উপসদ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয়। একাদশ অনুবাকে সেই উপসদ-যজ্ঞের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে। উপসদেষ্টির প্রারম্ভেই অতিথি সোমের বন্ধনোপদ্রব-পরিহার-কল্পে আপ্যায়নাদি উপচার কর্ত্তব্য।

একাদশ কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের আলোচনায় প্রথমে আমরা ভাষ্যকারের মন্তব্য প্রদান করিতেছি। মন্ত্র-দুইটী সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'অংশু বলিতে সূক্ষ্ম অবয়ব বুঝায়। হে সোমদেব! তোমার যে অংশু শুষ্ক হইতেছে এবং যে অংশু পরিক্ষীণ হইয়াছে, তোমার সেই সকল অংশু বা অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। কি জন্য? ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির জন্য। কিরূপ ইন্দ্র? মুখ্য বা শোভন সোমরূপ ধন যিনি অবগত আছেন অথবা বিজ্ঞাপিত করেন, সেইরূপ একধনবিৎ। হে সোম! তোমার নিমিত্ত—তোমাকে পান করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্র তোমাকে অভিবৃদ্ধ করেন। তুমিও ইন্দ্রের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হও। সখিভূত ঋত্বিকদিগকে ধনদানে এবং মেধার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর। হে সোমদেব! তোমার শুভ হউক। তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব-ক্রিয়ার শেষ দিন প্রাপ্ত হই।'

আতিথ্যেষ্টির প্রস্তর এবং বর্হি অগ্নিতে স্থাপন বিধি-বিরুদ্ধ; কিন্তু সেই প্রস্তর বেদির দক্ষিণার্দ্ধে স্থাপন করিয়া, তদুপরি দক্ষিণহস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়া এবং বামহস্ত নিম্নদিকে (উপুড় করিয়া) স্থাপনান্তর নমস্কার দ্বারা সোমের পরিচর্য্যা করিতে করিতে ঋত্বিক্‌গণ দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'এষ্টৃ শব্দে ইচ্ছাবস্ত দ্যাবাপৃথিব্যভিমানী দেবতাকে বুঝায়। দয়ালু বলিয়া সেই দেবতা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। হে তাদৃশ দেবতা! তুমি যজ্ঞবাদী আমাদিগকে অমৃতসদৃশ যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর। কি জন্য? ধনের নিমিত্ত। আর অন্নের নিমিত্ত। এবং 'ভগায়' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়গুণের জন্য। দ্যুলোক অভিমানী দেবতা নমস্কার প্রাপ্ত হউন।' *

---

* শুক্লযজুর্ব্বেদে এই মন্ত্রদ্বয় পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যকার মহীধর যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

'হে সোমদেব! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। চিরাবস্থানহেতু সোমবল্লরীর যে যে অংশ শুষ্ক ও ম্লান হইয়াছে, তদুভয় অংশ এই মন্ত্র-প্রভাবে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক। কিরূপ ইন্দ্রের জন্য? 'একধনবিদে'—মুখ্য সোমরূপ ধন যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সোম-গ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত। অথবা সোম-কণ্ডন জন্য জলকুম্ভ আনীত হইয়াছে, এতদ্বিষয় যিনি অবগত আছেন। সেই একধনবিৎ ইন্দ্রের জন্য ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন; এবং হে সোম! তুমিও ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও। উভয়েরই অভিবৃদ্ধি হউক—এতদ্দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অপিচ, হে সোম! সখিবৎ-

ভাষ্যানুমোদিত যে অর্থ প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য ঘটে নাই। তবে আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার জন্য, কোনও কোনও স্থলে সামান্য মতান্তরে ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদিগের মতে সে সোম—পার্থিব সোমলতা নহে; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর সূচনা করিয়াছে। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যেখানেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, আমরা সেই 'সোম' শব্দে সর্ব্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি; আর, তাহাতে সর্ব্বত্রই মন্ত্র-সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। বেদমন্ত্র-সমূহ যে একই সুরে বাঁধা—একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, আমাদিগের অর্থে তাহা সর্ব্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে; পরন্তু কোনও স্থলেই সুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই। 'সোম' শব্দের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'সোম' বলিলেই—সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের সেই

প্রীতিহেতুভূত এই ঋত্বিক আমাদিগকে মেধা দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর; তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব—ক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই।

ঋত্বিক্‌গণ প্রস্তর হইতে আপন আপন হস্ত উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধমুখ (চিৎ) করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতে করিতে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'ধনসমূহ আমাদিগের অপেক্ষিত হইয়া আদিষ্ট হইয়াছে। হে সোম! তোমার প্রসাদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই; অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে। কি জন্য? প্রেপ্সমাণ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা প্রকৃষ্টরূপ অন্নের জন্য। অপিচ, ঋতবাদী অগ্নিহোত্রী-দিগের জন্য অবশ্যম্ভাবিত-ফলোপেত কর্ম্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী। অথবা ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্য অবশ্যম্ভাবিতফলোপেত কর্ম্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী। অথবা ঋতবাদী আমাদিগের কর্ম্মফল অধিগত হউক। দ্যাবাপৃথিব্যভিমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে যজমান-গণের বিঘ্ন বিদূরিত হউক।

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"May every stalk of thine wax full and strengthen for Indra, Ekadhanbid, God Soma.

"May Indra grow in strength for thee: for Indra mayest thou grow strong.

"Increase us friends with strength and mental vigour. May all prosperity be thine, God Soma. May I attain the solemn Soma-pressing.

"May longed for wealth come forth for strength and fortune. Let there be truth for those whose speech is truthful,

"To Heaven and Earth be adoration offered."

অনন্যাভক্তি-রসামৃতকেই মনে পড়ে। এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণের আবশ্যক হয় না। এখানেও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে, মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। বোধসৌকর্য্যার্থ তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যাদি মিলাইয়া পাঠ করিলেই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতদ্বৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয়—'অংশুরংশু' পদ। 'অংশু' পদ দুই বার ব্যবহৃত হইবার তাৎপর্য্য কি? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—"যোঽংশুঃ শুষ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীয়তে স সর্ব্বোঽপ্যংশুঃ।' অর্থাৎ যে অংশ শুকাইয়া যাইতেছে এবং যে অংশ পরিক্ষীণ হইতেছে, সেই সকল 'অংশুঃ' বা অংশ। মহীধর আবার অর্থ করিয়াছেন,—"সর্ব্বোঽপ্যবয়বো; চিরাবসানেন যঃ সোমাবয়বো ম্লানশুষ্কশ্চ তত্তৃভয়ং।" আমরাও কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ঐ দুই পদে একই সামগ্রীর দুই বিভিন্ন অবস্থা সূচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জন্মসহজাত যে সদ্ভাবরাজি, তাহা উৎকর্ষা-ভাবে পরিম্লান থাকে; অর্থাৎ, মানুষ যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় না; মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতারূপ সেচনাভাবে শুষ্ক অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। এই ভাব হইতে 'অংশুরংশুঃ পদের অন্তর্গত দ্বিবিধ 'অংশুঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপি।' এখানে একটী 'অংশুঃ' পদ ব্যবহারে যেন তৃপ্তি সাধিত হইল না; মনে হইল,—যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না; তাই এখানে সকল অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্য 'অংশু' পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আমার হৃদয়ে জন্মাবধি যে সদ্বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অনুগ্রহে—তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্! তাহা পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন হউক; অপিচ তাহার কোনও অংশই যেন উৎকর্ষাভাবে হীনবল না থাকে। ফলতঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক—এই ভাবই এখানে—এই মন্ত্রে দ্যোতিত হইতেছে।

'আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তাং'—এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'ত্বদর্থমিন্দ্রঃ আপ্যায়তাং' ত্বাং পাতুমুৎসহতাং।' আমাদের অর্থ—'ত্বদ্গ্রহণায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবান্ উদ্বুদ্ধঃ বর্ত্ততাং।' ভাব এই যে,—তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান উদ্বুদ্ধ হউন। হৃদয়ের সার-সামগ্রী শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য ভগবান উদ্বুদ্ধ হন কখন? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে একৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে ন্যস্ত হয়। তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমার হৃদয়ের ভক্তি অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হউক। দ্বিতীয় মন্ত্রের 'রায়ঃ' এবং 'ভগায়'—একই ভাবদ্যোতক। কিন্তু আমরা 'ভগায়' পদে 'পরমধনায়' এবং 'রায়ঃ' পদে 'সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণীতি ভাবঃ'—এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—আমি আমার সকল কর্ম্মফল অর্থাৎ আমার জীবন-ব্যাপী সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্ব—আমার হৃদয়ের সার সামগ্রী—আমি তোমার পায়ে উৎসর্গ করিতেছি। বিনিময়ে, হে ভগবন্! সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন সেই মোক্ষরূপ পরমফল

আমাকে প্রদান করুন।' মন্ত্রে আছে—'সুত্যামশীয়'। ভাষ্যকারের অর্থ—"ত্বৎপ্রসাদেনাহং সুত্যামভিষবতন্ত্রমশীয় প্রাপ্নবানি।' অথবা (মহীধরের মতে)—"তবপ্রসাদাদহং সুত্যাং সোমাভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয় প্রাপ্নুয়াম।" উহা হইতে আমরা যে ভাব অধ্যাহার করি, তাহা এই,—'সৎকর্ম্মের সুফল-রূপ যে ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ—যতদিন তাহা আমার অধিগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যেন নিরুদ্বেগে তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।'

মন্ত্র-দুইটীই উচ্চভাবদ্যোতক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র-দুইটীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রদ্বয়ে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অন্তরের সদ্ভাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত, সদ্ভাবে ও ভগবানে অভিন্নতা-প্রতিপাদন এবং মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা ও ভগবৎসামীপ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বোধনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের তাহাই প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্যই সদ্ভাব—দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের ও জ্ঞানোন্মেষণের জন্য তাঁহার প্রয়াস দেখিতে পাই।

তৃতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মের চরম পরিণতি এইখানেই বিকশিত দেখিতে পাই। তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ,—তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই; আমার দীক্ষা, আমার তপঃ—সকলই যেন তোমাতে সমাপিত হয়,—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মায় আত্ম-সম্মিলন—পরমাত্মায় আত্মলীন করার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার সুখে আমার সুখ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আসুক;—তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহা ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? একাদশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী নিষ্কাম কর্ম্মের এই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে না। তবে ভাব-পক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রে যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্য-মতে এই মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় উপস্থাপন করিতে হয়। তদনুসারে ভাষ্যের অর্থ হয়,—'এই মন্ত্রে অবান্তর দীক্ষার ক্রম পরিব্যক্ত। মন্ত্রের অর্থ,—হে ব্রতপতি অগ্নি! তুমি ব্রতের অধিপতি হও। একই মাত্র ব্রতের অধিপতি তুমি নও; পরন্তু অগ্নি বিশ্বের যাবতীয় ব্রতের পালক। 'ব্রতানাং' পদে তাহাই বিবক্ষিত। ব্রতাচরণকারী আমাদিগের তনু মানস-সঙ্কল্পে তোমাকে সমর্পণ করি; আর ব্রতপালনকারী তোমার তনু মানস-সঙ্কল্পে আমাতে স্থাপন করিতেছি। তাহা হইলে আমরা উভয়েই সমভাবে ব্রতকারী হইব। অর্থাৎ তোমার ও আমার—উভয়ের সহযোগে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতায়, মহীধরের ও উবটের ভাষ্যে, আরও একটু স্পষ্টভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য গ্রহণ-পক্ষে মহীধরের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি! তুমি আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রতের

পালক হও। তথাবিধ ব্রত-পালক তোমার যে তনু বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক। আর আমার যে তনু বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেরূপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রত-পালক অগ্নি! অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্ম-সমূহ অগ্নির এবং যজমানের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ ব্রত-সমূহে যেমন আমার আদর, তেমনি তোমারও আদর হউক।' ভাষ্যের অনুবর্ত্তী একটী ইংরাজী অনুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। নিম্নে সেই ইংরাজী অনুবাদটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"O Agni! Guardian of the vow, O guardian of vow in thee.

"Whatever form there is of thine, may that same form be here on me; on thee be every form of mine.

ফলতঃ, ভাষ্যকারের মতে যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির শরীরের সহিত আপনার শরীর বিনিময় এবং আহবনীয় অগ্নিতে সমিধ অর্পণ করিতেছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যা' পদ বহুভাবদ্যোতক। 'যা তনূঃ' পদে 'যাবতীয় আকৃতি' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি—তাঁহার রূপ যেমন অনন্ত, তাঁহার আকৃতিও সেইরূপ অনন্ত অসীম। 'যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি' মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয়,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমায় অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর 'যো মম তনূরেষাং সা ত্বয়ি' অংশের ভাব এই যে,—আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই যে পরম সুখ—এস্থলে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মূল লক্ষ্যও—সেই আত্মায় আত্ম-সম্মিলন।

উপসংহারে অগ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতিঃ' প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রেই ব্রতপর্য্যায়ভুক্ত। জ্ঞান—সে পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানাগ্নিকে 'ব্রতপা' ও ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হয়। স্বরূপ জ্ঞান না জন্মিলে কোন্‌টী সৎকর্ম্ম কোন্‌টী অসৎকর্ম্ম—তাহা কিরূপে চিনিতে পারিব? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তি-বিমিশ্র কলুষিত হইতে পারে। অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে আমরা অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ, আবর্জ্জনা-রাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই পরীক্ষানলে দগ্ধীভূত করিয়া কর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিদেবকে—অন্তরস্থিত জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপা', 'ব্রতপতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ মন্ত্রের সহিত তৃতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করি। পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-

সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, এই মন্ত্রে সেই আত্মসম্মিলনের অন্তরায়মূলক শত্রুনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্তঃশত্রুর বিনাশ ভিন্ন, হৃদয়ের নির্ম্মলতা ভিন্ন, আত্মায় আত্মসম্মিলন সম্ভবপর হয় কি ? মন্ত্রের তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—হে ভগবন্! আপনার তমোভাবের দ্বারা আমাদের অন্তঃশত্রু নাশ করুন। প্রথমে তমোভাবে শত্রুনাশ করিয়া সত্ত্বভাবে হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রুদ্রিয়া' পদে সেই তমোভাবে শত্রুনাশের বিষয় সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপভাবেই মন্ত্রার্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা হয়, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এই অনুবাকের শেষ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,—দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, অসুরগণ তপস্যা আরম্ভ করে; ফলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের তিনটী পুর নির্ম্মিত হয়—পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। তখন, সেই তিনটী পুর দগ্ধ করিবার জন্য, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। উপসদ্দেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার ত্রিবিধ—লৌহময়, রজতময় ও হিরণ্ময়—দেহ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারম্ভে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তিতে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ—সকলই দগ্ধীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পনা করা যায়; রজতদগ্ধকালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দগ্ধ করে এবং স্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে অগ্নির হিরণ্ময় শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে 'অয়াশয়া', 'রজাশয়া' এবং 'হরাশয়া' পদে যথাক্রমে 'লৌহময়ী', 'রজতময়ী' এবং 'হিরণ্ময়ী' অর্থের পরিকল্পনা। যখন অসুরগণের পুরীত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে অসুরগণ 'কাটকাট' প্রভৃতিরূপ যে উগ্র ও দ্বেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন তাহারা সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা হতোদ্দম এবং নির্ব্বাক হইয়া বিনষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ ভাব পরিস্ফুট। অগ্নি দেবগণের এই উপকার সাধন করেন বলিয়া দেবগণ 'স্বাহা' মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'উগ্রং বচঃ' এবং 'ত্বেষং বচঃ' বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের প্রতি অসুরগণ শ্লেষপূর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই 'উগ্রং বচঃ'; আর দেববীরগণের সন্তাপজনন জন্য, 'বীরগণকে হত্যা করিয়াছি' প্রভৃতি রূপে যে বাক্য অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহাই 'ত্বেষং বচঃ'—"অশনায়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ্চ বৈ বীরহত্যং চ ত্বেষং বচঃ।"

এই ভাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশণ করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠেই তাহা অবগত হইবেন। ভাষ্য সহজবোধ্য; বাহুল্যভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম। ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in iron, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha!

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in silver hath chased the awful word, the word of terror. Svaha.

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in gold around it, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha!"

যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্ত্রের সহিত কোনও উপাখ্যান বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক এবং উচ্চ-ভাবদ্যোতক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়াশয়া' 'রজাশয়া' ও 'হরাশয়া' পদত্রয়ে আমরা ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্ত্বরজস্তমো-রূপে ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,—আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রু বহুবিধ; নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়। যাহাদিগকে তমোভাবে সংহার করা সম্ভবপর, তাহারা সেই তমোভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়; আবার যাহাদের প্রতি সত্ত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাদের সংহার-সাধনে সেই শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা ঐ ত্রিবিধ ভাবকেই শত্রু-সংহারক-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছি। ভগবানের 'অয়াশয়া', রজাশয়া' ও 'হরাশয়া'—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আমরা যথাক্রমে তাঁহার তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব ভাব উপলব্ধি করি।

'উগ্রং বচঃ' আর 'ত্বেষং বচঃ' পদসমূহের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,—মানুষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদির দ্বারা অভিভূত হয়, কাম-ক্রোধাদি আসিয়া যখন তাহার হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার মুখ হইতে অন্যায় অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থাকে। তখনই 'মার্ মার্' 'কাট্ কাট্' প্রভৃতি হিংসাক্রোধাদি-বিজৃম্ভিত পৌরুষবচন প্রযুক্ত হয়। এই ভাব হইতে যথাক্রমে 'ত্বেষং বচঃ' অর্থ 'কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীঃ শক্তিঃ' এবং 'উগ্রং বচঃ' অর্থে 'হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ অন্তঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্যক হয়। মোক্ষলাভেচ্ছু সাধকের প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্!

আপনি সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবির্ভূত হইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শত্রুগণকে বিনাশ করুন; আমার সাধনা সিদ্ধ হউক।' আমাদের মনে হয়, এইরূপ ভাবই মন্ত্র-সমূহের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক)।

—— • ——

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাদশোঽনুবাকঃ।)

(১) বিত্তায়নী মেঽসি তিক্তায়নী মেঽস্যবতান্মা নাথিতমবতান্মা ব্যথিতং।

(২) বিদেরগ্নির্নভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোঽস্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধে।

(৩) অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যায়ুষা নাম্নেহি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাঽদধে।

(৪) সিꣳহীরসি মহিষীরসি।

(৫) উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাঽসি দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব।

(৬) ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দ্দক্ষিণতঃ

পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু

বিশ্বকর্ম্মা ত্বাহদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু।

(৭) সিꣳহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা সিꣳহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা

সিꣳহীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিꣳহীরস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা

সিꣳহীরস্যা বহ দেবান্দেবয়তে যজমানায় স্বাহা।

(৮) ভূতেভ্যস্ত্বা। (৯) বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃꣳহ।

(১০) ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ। (১১) অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃꣳহ।

(১২) অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১২ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ।

(১) বিত্তায়নীতি বিত্ত—অয়নী। মে। অসি। তিক্তায়নীতি তিক্ত—অয়নী।

মে। অসি। অবতাৎ। মা। নাথিতম্। অবতাৎ। মা। ব্যথিতম্।

(২) বিদেঃ। অগ্নিঃ। নভঃ। নাম। অগ্নে। অঙ্গিরঃ। যঃ। অস্যাম্।

পৃথিব্যাম্। অসি। আয়ুষা। নাম্না। এহি। ইহি। যৎ। তে।

অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্। নাম। যজ্ঞিয়ম্। তেন। ত্বা। এহি। দধে।

(৩) অগ্নে। অঙ্গিরঃ। যঃ। দ্বিতীয়স্যাম্। তৃতীয়স্যাম্। পৃথিব্যাম্। অসি।

আয়ুষা। নাম্না। এহি। ইহি। যৎ। তে। অনাধৃষ্টমিত্যনা—ধৃষ্টম্।

নাম। যজ্ঞিয়ম্। তেন। ত্বা। এহি। দধে।

(৪) সিংহীঃ। অসি। মহিষীঃ। অসি।

(৫) উরু। প্রথস্ব। উরু। তে। যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ। প্রথতাম্। ধ্রুবা।

অসি। দেবেভ্যঃ। শুন্ধস্ব। দেবেভ্যঃ। শুম্ভস্ব।

(৬) ইন্দ্রঘোষ ইতীন্দ্র—ঘোষঃ। ত্বা। বসুভিরিতি বসু—ভিঃ। পুরস্তাৎ। পাতু।

মনোজবা ইতি মনঃ—জবাঃ। ত্বা। পিতৃভিরিতি পিতৃ—ভিঃ। দক্ষিণতঃ।

পাতু। প্রচেতা ইতি প্র—চেতাঃ। ত্বা। রুদ্রৈঃ। পশ্চাৎ। পাতু।

বিশ্বকর্ম্মেতি বিশ্ব—কর্ম্মা। ত্বা। আদিত্যৈঃ। উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ। পাতু।

(৭) সিꣳহীঃ। অসি। সপত্নসাহীতি সপত্ন—সাহী। স্বাহা। সিꣳহীঃ। অসি॥

সুপ্রজাবনিরিতি সুপ্রজা—বনিঃ। স্বাহা। সিꣳহীঃ। অসি।

রায়স্পোষবনিরিতি রায়স্পোষ—বনিঃ। স্বাহা। সিꣳহীঃ। অসি॥

আদিত্যবনিরিত্যাদিত্য—বনিঃ। স্বাহা। সিꣳহীঃ। অসি। এতি। বহ॥

দেবান্। দেবয়ত ইতি দেব—য়তে। যজমানায়। স্বাহা॥

(৮) ভূতেভ্যঃ। ত্বা। (৯) বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ। অসি। পৃথিবীং। দৃꣳহ॥

(১০) ধ্রুবক্ষিদিতি ধ্রুব—ক্ষিৎ। অসি। অন্তরিক্ষম্। দৃꣳহ।

(১১) অচ্যুতক্ষিদিত্যচ্যুত—ক্ষিৎ। অসি। দিবম্। দৃꣳহ।

(১২) অগ্নেঃ। ভস্ম। অসি। অগ্নেঃ। পুরীষম্। অসি॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'বিত্তায়নী' (দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যদ্বা—শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পরমধনং মোক্ষং চ দেহি।

(খ) পুনঃ ত্বং, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'তিক্তায়নী' (পাপতাপনাশিনী, যদ্বা—পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ পাপাৎ মাং রক্ষ।

(গ) অতঃ ত্বং 'মা' (মাং) 'নাথিতং' (দারিদ্র্যদুঃখাৎ, যদ্বা—পাপপ্রভাবাৎ) 'অবতাৎ' (রক্ষ, পাহি ইতি ভাবঃ)। অতঃ যেনাহং পাপেনানভিভূতঃ ভবামি তৎ কুরু।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিস্বরূপিণি দেবি! ত্বং 'ব্যথিতং' (পাপভয়াৎ, প্রলোভনাদিজনিতাৎ পদস্খলনাচ্চ, যদ্বা—পাপসম্মোহাৎ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'অবতাৎ' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ)।

অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে পাপসন্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং মাং পাপসম্বন্ধচ্যুতং কুরু মোক্ষস্য পথি চ স্থাপয়।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। ত্বাং 'নভো নামা' (তৎসজ্ঞঃ, ত্বদধিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদ্রূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'বিদেঃ' (অনুজানাতু, গৃহ্লাতু ইত্যর্থঃ)।

(খ) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলজ্ঞানানামাধারভূত) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্ত্বং) 'অস্যাং' (দৃশ্যমানায়াং, স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকায়াং, যদ্বা—সর্ব্বেষাং আধারভূতায়াং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (পঞ্চভূতাত্মিকায়াং ভূম্যাং, ইহলোকে, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আয়ুষা নাম্না' (আয়ুঃ-নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুষা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ ইতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ)।

(গ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্ব্বসাফল্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না, তেন স্থানেন চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পমূলকঃ। জ্ঞানভক্ত্যোরভেদসম্বন্ধঃ। যত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি যত্র ভক্তিঃ তত্র জ্ঞানং বর্ত্ততে। অতঃ জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবন্তং আহ্বয়ামি।

৩। (ক) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলপ্রজ্ঞানাধার) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্ত্বং) 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (অন্তরিক্ষলোকে ইতি যাবৎ) 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) বর্ত্তসে, তস্মাৎ স্থানাৎ ইত্যর্থঃ ত্বং 'আয়ুষা নাম্না' (আয়ুর্নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ—মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্ব্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যাগযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানং অস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নাম্না স্থানেন চ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)।

৪। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), অপিচ 'ত্বং' 'মহিষী' (মহনীয়া, শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বেষাং আধারভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ শক্তিলাভায় প্রার্থয়তি। ভক্তি হি সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা অশেষশক্তিসম্পন্না চ। অতঃ ভক্তিপ্রভাবেন পরমার্থলাভায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে।

৫। (ক) 'উরু' (হে বিশ্বব্যাপিন্ ভগবন্!) ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণেন, অনন্তেন সত্ত্বসমুদ্রেন

ইত্যর্থঃ) 'প্রথস্ব' (প্রসর, ব্যাপ্নুহি—অস্মান্ ইত্যর্থঃ); অপিচ, ত্বং 'তে' (ভবৎসম্বন্ধিনং, ভবতাং শরণাপন্নং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞপতিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকং—মাং ইতি যাবৎ) 'প্রথতাং' (প্রতিষ্ঠাপয়তাং,—স্বাত্মনি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মনি আত্ম-সম্মিলনায় আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ত্বং মাং স্বাত্মনি প্রতিষ্ঠাপয়, অপিচ মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! ত্বং 'ধ্রুবা' (স্থিরা, অবিচলিতা—একৈকশরণ্যা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি তাৎপর্য্যঃ)। তথা সতি ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (সদ্ভাবসংরক্ষণায়) 'শুন্ধস্ব' (শুদ্ধা, পাপকলুষপরিশূন্যা ইত্যর্থঃ ভব) অপিচ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবান্—অনন্তং শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা ইতি ভাবঃ) 'শুম্ভস্ব' (শোভিতা ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—সদ্ভাবলাভায় সৎস্বরূপে ভগবতি আত্মানং বিনিবেশয় ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ইন্দ্রঘোষঃ' (ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়বাণী, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান ইতি ভাবঃ) 'বসুভিঃ' (স্বকীয়াভিঃ পরমধনযুক্তাভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুরস্তাৎ' (পূর্ব্বস্যাং দিশি, পুরোভাগাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাতু' (পালয়তু, রক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'মনোজবাঃ' (মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকৃষ্টমননশীলঃ, হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'পিতৃভিঃ' (পিতৃগুণৈঃ, স্নেহকরুণামায়াভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দক্ষিণতঃ' (দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণভাগাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্ব! 'প্রচেতাঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ চিন্ময়ঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'রুদ্রৈঃ' (শত্রুসংহারকৈঃ উগ্রৈঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবপন্নাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পশ্চাৎ' (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাৎ ভাগাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বকর্ম্মা' (নিখিলকর্ম্মকুশলঃ, নিখিলকর্ম্মাণাং আধার-ভূতঃ, সর্ব্বকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'আদিত্যৈঃ' (অজ্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (উত্তরস্যাং দিশি, বামভাগাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু, পরিত্রায়তু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সর্ব্বাভিঃ বিভূতিভিঃ পরিবৃতঃ সন ভগবাম হৃদি অধিতিষ্ঠতু কিঞ্চ সর্ব্বাসু দিক্ষু মাং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু পরিত্রায়তু চ।

৭। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ 'সপত্নসাহী' (বহিরন্তঃশত্রূণাং—রিপুরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ কর্ম্মশক্তিলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা; সুসিদ্ধং সুহুতমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা ভগবৎপূজনসামর্থ্যং লভেমহি ইত্যব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধাভূতা বা) অপিচ 'সুপ্রজাবনিঃ' (সদ্ভাবানাং সংজনয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); অতঃ সদ্ভাবজননায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা ইতি ভাবঃ; সুহুত সুসিদ্ধমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সদ্ভাবলাভায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! মাং সদ্ভাবং পরমার্থঞ্চ বিধেহি।

(গ) হে মম শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহীঃ' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ 'আদিত্যবনিঃ' (প্রজ্ঞানময়ী বিবেকরূপিণী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ প্রজ্ঞানলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ; সুসিদ্ধমস্তু মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র প্রজ্ঞানলাভায় সাধকঃ ভগবদনুগ্রহং কাময়তে।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহীঃ' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইত্যর্থঃ); অতঃ স্বশক্ত্যা ত্বং 'দেবয়তে' (দেবভাবানাং প্রার্থনাপরায়ণে) 'যজমানায়' (যজমানস্ত মম উপকারার্থং—শরণাগতস্ত মম অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্ - শুদ্ধসত্ত্বান্ ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয় - মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সদ্ভাব-সঞ্চয়ায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ সূচয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং সদ্ভাবাধিকারী ভবেম তৎ বিধেহি।

(৮) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ভূতেভ্যঃ' (ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদুপকারায়, বিশ্বসেবায় ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি, উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ; সুহুতং সুসিদ্ধং অস্তু মমানুষ্ঠানং)। অত্র লোকহিতার্থং সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। জগতাং উপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদ্গতং শুদ্ধসত্ত্ববিমিশ্রং ভক্তিং নিয়োজয়ামি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৯। হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপঃ, জীবনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—মম সদ্বৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ অবিচলিতেন মনসা সদ্বৃত্তিং সঞ্চয়াম—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অস্মিন্ মন্ত্রে বর্ত্ততে।

১০। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ধ্রুবক্ষিৎ' (সত্যে সৎস্বরূপে বা বাসয়িতা, অথবা সত্যস্ত সৎস্বরূপস্ত বা আধারভূতঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ত্বং' 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সৎকর্ম্মমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মর্ম্মার্থস্তু—হে দেব! মাং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বিধেহি।

১১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অচ্যুতক্ষিৎ' (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসয়িতা, অথবা পরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'দিবং' (মম হৃদ্রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। তৎ হি

পরমসুখনিদানঃ। যেনাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরমসুখনিদানং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, হে দেব! তদ্বিধেহি—ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

১২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানরূপস্য ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ, জ্ঞানদৃষ্টেঃ বা ইত্যর্থঃ) 'ভস্ম' (ভাসকং, প্রকাশকং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা) 'পুরীষং' (পূরকঃ, পূর্ণতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পূর্ণজ্ঞানং দেহি ইতি প্রার্থনা। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১২ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্য-দুঃখনাশিনী অথবা পরম-ধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের আধার-স্বরূপা হও। (অতএব আমাকে মোক্ষরূপ পরমধন প্রদান কর)।

(খ) পুনশ্চ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) পাপ-তাপ-নাশিনী অথবা পাপ-সন্তপ্তদিগের আশ্রয়ভূতা হও। (অর্থাৎ আমাকে পাপ হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ কর)।

(গ) অতএব (হে ভক্তিরূপিণি দেবি!) তুমি আমাকে দারিদ্র্যদুঃখ হইতে অর্থাৎ পাপ-প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা কর বা পরিত্রাণ কর। (অর্থাৎ পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর)।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাকে পাপ-ভয় হইতে অথবা পাপ-প্রলোভনাদি-জনিত পদস্খলন হইতে অথবা পাপ-সম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপসন্তাপ-হারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত কর এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর)।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ হৃদধিষ্ঠিত অথবা হৃদ্রূপ-নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তোমাকে অবগত হউন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

দ্যুলোকস্থাকাশবর্ত্তিমেঘমিব গ্রহং ভিন্ধি ভিন্নং কুরু। দিব্যস্তু দিবি ভবতোদন উদকস্ত সমৃদ্ধিং নোঽস্মভ্যং দেহি। ঈশানঃ সমর্থস্ত্বং দৃতিং বিস্থজ জলবিধারকং দৃতিসমানং মেঘং বিমুঞ্চ॥

অথ বিধত্তে—"পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোষধীঃ প্রাস্তাগ্নাবাদিত্যং জুহোতি রুদ্রাদেব পশূনন্তর্দ্দধাত্যথো ওষধীষ্বেব পশূন্ প্রতি ষ্ঠাপয়তি" ইতি। আদিত্যগ্রহ ইতি যদেতে পশবো বৈ তস্ত পশুপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ। অগ্নিরিতি যদেষ ক্রূরো দেবস্তস্মাৎক্রৌর্য্যপরিহারায়াগ্না-বোষধীঃ প্রক্ষিপ্য পশ্চাদাদিত্যগ্রহং জুহোতি। তথা সতি রুদ্ররূপাগ্নিসকাশাদাদিত্যগ্রহরূপান্ পশূনন্তর্হিতানেব করোতি। কিং চৌষধীষ্বেবাদিত্যগ্রহরূপান্ পশূন্ প্রতিষ্ঠিতান্ করোতি॥

কল্পঃ—"কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পন্থামিতি গ্রহং হুত্বা" ইতি।

পাঠস্তু—"কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পন্থাং নাকস্ত পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ। যেন হব্যং বহসি যাসি দূত ইতঃ প্রচেতা অমৃতঃ সনীয়ান্" ইতি। যজ্ঞস্ত কবির্বিদ্বানয়মাদিত্যগ্রহো নাকস্ত পন্থাং বিতনোতি স্বর্গস্ত মার্গং বিতনোতি বিস্তৃতং করোতি। কুত্রেতি তদুচ্যতে—অধিরোচন আধিক্যেন ভাসমানে দিবঃ পৃষ্ঠে দ্যুলোকস্তোপরি। হেঽগ্নে যেন পথা হব্যং বহসি দেবানাং দূতস্ত্বমিতো নির্গত্য যেন পথা যাসি তাদৃশং পন্থানং বিতনোতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কীদৃশো দূতঃ, প্রকর্ষেণ চেততে কর্ম্মানুষ্ঠাতারং জানাতীতি প্রচেতাঃ। অমুতোঽমুষ্মিন্স্বর্গে সনীয়ানতিশয়েন ফলস্ত দাতা॥

কল্পঃ—"যাস্তে বিশ্বাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্ন ইতি দর্ভানাহবনীয়ে প্রাস্ত" ইতি।

পাঠস্তু—"যাস্তে বিশ্বাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বর্হিষি সূর্য্যে যাঃ। তাস্তে গচ্ছন্ত্বাহুতিং ঘৃতস্ত দেবায়তে যজমানায় শর্ম্ম" ইতি। হেঽগ্নে ত্বদীয়াঃ সমিধঃ সম্যগ্দীপ্যমানা জ্বালা যাঃ সন্তি তা এব বিশেষাকারেণোচ্যন্তে—পৃথিব্যাং ভূলোকে বর্হিষি যজ্ঞদেশে যা দীপ্তয়ঃ সন্তি সূর্য্যে চ যা দীপ্তয়ঃ সন্তি তে ত্বদীয়াস্তা দীপ্তয়ো ঘৃতস্তাহুতীর্গচ্ছন্তু প্রাপ্নুবন্তু। দেবানাত্মন ইচ্ছতীতি দেবায়ংস্তস্মৈ দেবায়তে যজমানায় শর্ম্ম সুখং প্রযচ্ছন্তু। আদিত্যগ্রহবিষয়াস্ত এতে মন্ত্রাঃ কদাচন স্তরীরসীত্যনুবাকাদূর্দ্ধং দ্রষ্টব্যাঃ॥

অথ কল্পে -"যূপং যজমান উপতিষ্ঠতে নমঃ স্বরুভ্যঃ" ইত্যুপক্রম্যান্তে পঠিতম্—"আশাসানঃ সুবীর্য্যমিতি চোপস্থায়" ইতি।

পাঠস্তু—"আশাসানঃ সুবীর্য্যꣳ রায়স্পোষꣳ স্বশ্বিয়ম্। বৃহস্পতিনা রায়া স্বগাকৃতো মহ্যং যজমানায় তিষ্ঠ।" ইতি। হে যূপ ত্বং যজমানায় মহ্যং রায়স্পোষমাশাসানস্তিষ্ঠ। কীদৃশং পোষং, সুবীর্য্যং শোভনেন ভোগসামর্থ্যেনোপেতং স্বশ্বিয়ং শোভনৈরশ্বৈরুপেতম্। কীদৃশো যূপঃ, বৃহস্পতিনা দেবেন রায়াস্তনেকধননিমিত্তং স্বগাকৃতো যজমানস্ত স্বগতো যথা ভবতি তথা কৃতঃ। সোঽয়ং মন্ত্রঃ পশুপ্রকরণগতাৎ সমুদ্রং গচ্ছেত্যনুবাকাদূর্দ্ধং দ্রষ্টব্যঃ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ। সূর্য্যো তৃতীয়সবন আদিত্যগ্রহহস্তকঃ। উত্তিষ্ঠেদহমিত্যস্মাৎ স্বাধ্যায়ভতে গ্রহম্॥ আ সমু চ্যাবয়েদ্দর্ভৈরুন্নং বৃষ্ট্যর্থিহোমকঃ। কবির্হরেদগ্রহং যাস্তে বহ্নৌ প্রাস্থতি দর্ভকান্॥ আশা যূপোপস্থিতিঃ স্যাৎ সপ্ত মন্ত্রা ইহেরিতাঃ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥ ৫॥

* * *

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।)

সং ত্বা নহ্যামি পয়সা ঘৃতেন সং ত্বা নহ্যাম্যপ ওষধীভিঃ।

সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়াঽহমদ্য সা দীক্ষিতা সনবো বাজমস্মে।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ণেন সীদতু। অথাঽহমনুকামিনী

স্বে লোকে বিশা ইহ। সুপ্রজসস্ত্বা বয়ং সুপত্নীরুপ

সেদম। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্। ইমং বি

ষ্যামি বরুণস্য পাশম্ যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ

যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি।

প্রেহ্যুদেহ্যৃতস্য বামীরন্বগ্নিস্তেঽগ্রং নয়ত্বদিতির্মধ্যং দদতাং

রুদ্রাবসৃষ্টাঽসি যুবা নাম মা মা হিংসীর্বসুভ্যো রুদ্রেভ্য

আদিত্যেভ্যো বিশ্বেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পন্নেজনীর্গৃহ্ণামি যজ্ঞায়

বঃ পম্নেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্য তে বিশ্বাবতো বৃষ্ণিয়াবতঃ

তবাগ্নে বামীরনু সন্দৃশি বিশ্বা রেতাᳪসি ধিষীয়াগন্দেবান্যজ্ঞো

নি দেবীর্দ্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিষন্নস্মিন্‌ৎসুম্বতি যজমান আশিষঃ

স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতানু। বাতস্য

পত্মন্নিড় ঈড়িতাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সমিতি। ত্বা। নহ্যামি। পয়সা। ঘৃতেন। সমিতি। ত্বা। নহ্যামি। অপঃ॥

ওষধীভিরিত্যোষধি—ভিঃ। সমিতি। ত্বা। নহ্যামি। প্রজয়েতি প্র—জয়া।

অহম্। অত্র। সা। দীক্ষিতা। সনবঃ। বাজম্। অগ্ন ইতি। প্রেতি। এতু॥

ব্রহ্মণঃ। পত্নী। বেদিম্। বর্ণেন। সীদতু। অথ। অহম্। অমুকামিনীত্যনু—

কামিনী। স্বে। লোকে। বিশে। ইহ। সুপ্রজস ইতি সু—প্রজসঃ॥

ত্বা। বয়ম্। সুপত্নীরিতি সু—পত্নীঃ। উপেতি। সেদিম। অগ্নে। সপত্নদম্ভন-

মিতি সপত্ন—দম্ভনম্। অদব্ধাসঃ। অদাভ্যম্। ইমম। বীতি। স্যামি।

বরুণস্য। পাশম্। যম্। অবধ্নীত। সবিতা। সুকেত ইতি সু—কেতঃ।

ধাতুঃ। চ। যোনৌ। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। লোকে। স্যোনম্। মে।

সহ। পত্যা। করোমি। প্রোত। ইহি। উদেহীত্যুৎ—এহি। ঋতস্য। বামীঃ।

অম্বিতি। অগ্নিঃ। তে। অগ্রম্। নয়তু। অদিতিঃ। মধ্যম্। দদতাম্।

রুদ্রাবসৃষ্টেতি রুদ্র—অবসৃষ্টা। অসি। যুবা। নাম। মা। মা। হিꣳসীঃ।

বসুভ্য ইতি বসু—ভ্যঃ। রুদ্রেভ্যঃ। আদিত্যেভ্যঃ। বিশ্বেভ্যঃ। বঃ। দেবেভ্যঃ।

পন্নেজনীরিতি পৎ—নেজনীঃ। গৃহ্নামি। যজ্ঞায়। বঃ। পন্নেজনীরিতি পৎ—

নেজনীঃ। সাদয়ামি। বিশ্বস্য। তে। বিশ্বাবত ইতি বিশ্ব—বতঃ। বৃষ্ণিয়াবত

ইতি বৃষ্ণিয়—বতঃ। তব। অগ্নে। বামীঃ। অম্বিতি। সন্দৃশীতি সং—দৃশি।

বিশ্বা। রেতাꣳসি। ধিষীয়। অগন্। দেবান্। যজ্ঞঃ। নীতি। দেবীঃ।

দেবেভ্যঃ। যজ্ঞম্। অশিষন্। অস্মিন্। সুন্বতি। যজমানে। আশিষ ইত্যা-

—শিষঃ। স্বাহাকৃতা ইতি স্বাহা—কৃতাঃ। সমুদ্রেষ্ঠা ইতি সমুদ্রে—স্থাঃ। গন্ধর্ব্বম্।

এতি। তিষ্ঠত। অনু। বাতস্য। পত্নন্। ইড়ঃ। ঈড়িতাঃ॥ ৬॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

আদিত্যগ্রহমন্ত্রা যে তে পঞ্চম উদীরিতাঃ॥ অথ ষষ্ঠেঽনুবাকে পত্নীবিষয়া মন্ত্রা উচ্যন্তে।

কল্পঃ—"অত্র দর্শপূর্ণমাসবৎ পত্নী৺ সন্নহ্যতি সং ত্বা নহ্যামীতি বিকারঃ" ইতি॥

পাঠস্ত—"সং ত্বা নহ্যামি পয়সা ঘৃতেন সং ত্বা নহ্যাম্যপ ওষধীভিঃ। সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়াঽ-হমদ্য সা দীক্ষিতা সনবো বাজমস্মে" ইতি। হে পত্নি ত্বাং পয়সা ঘৃতেন চ নিমিত্তভূতেন সন্নহ্যামি তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং সম্যগ্যোক্ত্রেণ বধ্নামি। তথৌষধীভিঃ সহিতা অপ উদ্দিশ্য তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং ত্বাং সন্নহ্যামি। প্রজয়া নিমিত্তভূতয়াঽহমধ্বর্য্যুরস্মিন্ কর্ম্মণি ত্বাং সন্নহ্যামি। অস্মে অস্মাসু বাজমন্নং সনবঃ সনিতুং দাতুং সা পত্নী দীক্ষিতা ভবতু॥

কল্পঃ—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নীতি প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমুদানয়তি" ইতি।

পাঠস্ত—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ণেন সীদতু" ইতি। ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য যজমানস্য পত্নী প্রৈতু পত্নীশালায়া নির্গত্য প্রকর্ষেণ গচ্ছতু গত্বা প্রাপ্নোতু॥

কল্পঃ—"অথাহমনুকামিনীতি পত্নী শালামুখীয়মুপোপবিশ্য" ইতি।

পাঠস্ত—"অথাহমনুকামিনী স্বে লোকে বিশা ইহ" ইতি। অথাহমিহ স্বে লোকে স্থানে বিশা উপাবশামি। কীদৃশী, অনুকামিনী যজমানস্যাঽনুকূল্যং কাময়মানা।

কল্পঃ—"সুপ্রজসস্ত্বা বয়মিতি জপতি" ইতি।

পাঠস্ত—"সুপ্রজসস্ত্বা বয়৺ সুপত্নীরুপ সেদিম। অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসো অদাভ্যম্।" ইতি। হেঽগ্নে সুপ্রজসঃ শোভনাপত্যাঃ সুপত্নীর্দ্ধর্ম্মপত্ন্যো বয়মদব্ধাসঃ কেনাপ্যতিরস্কৃতাঃ সন্তস্ত্বামুপসেদিম তব সমীপ উপবিষ্টাঃ স্মঃ। কীদৃশং ত্বাং, সপত্নদম্ভনং বৈরিনাশকম্। অদাভ্যং কেনাপ্যতিরস্কার্য্যম্।

কল্পঃ—"বিচৃত্ত ইমং বি ষ্যামীতি পত্নী যোক্ত্রম্" ইতি।

পাঠস্ত—"ইমং বি ষ্যামি বরুণস্য পাশং যমবধ্নীত সবিতা সুকেতঃ। ধাতুশ্চ যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং মে সহ পত্যা করোমি" ইতি। সুকেতঃ শোভনজ্ঞানযুক্তঃ সবিতা প্রেরকোঽন্তর্য্যামী যং যোক্ত্ররূপং বরুণস্য পাশং পূর্ব্বমবধ্নীত তমিমং বিষ্যামি বিমুঞ্চামি।

ততঃ সুকৃতস্য ফলভূত উত্তমে লোকে ধাতুশ্চ পরমেশ্বরস্য যোনৌ স্থানে পত্ন্যা সহ মে ত্বোনং সুখং করোমি ॥

কল্পঃ—"প্রেহ্যুদেহীতি নেষ্টা পত্নীমুদানয়তি" ইতি।

পাঠস্তু—"প্রেহ্যুদেহ্যতস্য বামীরম্বগ্নিস্তেঽগ্রং নয়ত্বদিতির্ম্মধ্যং দদতাং রুদ্রাবসৃষ্টাঽসি যুবা নাম মা মা হিꣳসীঃ" ইতি। হে পত্নি প্রেহি শালামুখীয়স্থানান্নির্গত্য পন্নেজনীরপ আনেতুং প্রকর্ষেণ গচ্ছোদেহি বিলম্বমকৃত্বোত্থায় গচ্ছ। ঋতস্য বামীর্যজ্ঞস্য প্রেরকোঽয়মগ্নিস্তে গমনমনুমন্যমানোঽগ্রং নয়তু পুরতঃ প্রেরয়তু। অদিতিভূর্মিশ্চ মধ্যং দদতাম্, উভয়োঃ পার্শ্বয়োর্ম্মধ্যেঽবস্থিতং মার্গং প্রযচ্ছতু। ত্বং চ রুদ্রাবসৃষ্টাঽসি ক্রূরেণোপদ্রবকারিণা দেবেন বিমুক্তাঽসি। অতো যুবা নামাসি যুবতির্ব্বা বাধকেভ্যঃ পৃথগ্ভূতা বাঽসি। ইত্থমাকারয়ন্তং মাং নেষ্টারং মা হিংসীর্ম্মা বাধস্ব ॥

কল্পঃ—"পন্নেজনীর্গৃহ্ণাতি প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্তী বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্য ইতি" ইতি।

পাঠস্তু—"বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো বিশ্বেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পন্নেজনীর্গৃহ্ণামি যজ্ঞায় বঃ পন্নেজনীঃ" ইতি। হে আপো যো যুষ্মান্ পন্নেজনীর্গৃহ্ণামি। কিমর্থং, বস্বাদিদেবপ্রীত্যর্থম্। কিঞ্চ, যজ্ঞার্থমপি পন্নেজনীর্ব্বো গৃহ্ণামি ॥

"সাদয়ামি" কল্পঃ—"পত্নী পন্নেজনীঃ সাদয়তি প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্তী বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্য ইতি" ইতি। অত্র সাদয়ামীত্যেতাবানাম্নাতো মন্ত্রঃ। তস্য চ শেষত্বেন বসুভ্য ইত্যাদিকং গৃহ্ণামীতিপদব্যতিরিক্তং সর্ব্বমনুষজ্য পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

কল্পঃ—"বিশ্বস্য তে বিশ্বাবত ইতি হিংকারমনূদ্গাত্রা পত্নীং সংখ্যাপয়তি" ইতি। হিংকার-মুচ্চার্য্যানন্তরমুদ্গাতা যথা পত্নীং পশ্যতি তথাঽধ্বর্য্যুরিমং মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ প্রদর্শয়েদিত্যর্থঃ ॥

পাঠস্তু—"বিশ্বস্য তে বিশ্বাবতো বৃষ্ণিয়াবতস্তবাগ্নে বামীরনু সন্দৃশি বিশ্বা রেতাꣳসি ধিষীয়" ইতি। হেঽগ্নে বিশ্বস্য তে সন্দৃশি বিশ্বাত্মকস্য তব কটাক্ষবীক্ষণে সতি তথা বিশ্বমস্যাস্তীতি বিশ্বাবান্। বৃষ্ণিয়ং বলমস্যাস্তীতি বৃষ্ণিয়াবান, তাদৃশস্য তব বীক্ষণে সতি বামীর্ব্বননীয়স্যাঽনুষ্ঠানস্য প্রবর্ত্তকোঽহং বিশ্বা রেতাংসি বহুপুত্রকারণানি সর্ব্বাণ্যপি বীর্য্যাণি ধিষীয়ানুক্রমেণ পত্ন্যাং স্থাপয়েয় ॥

কল্পঃ—"অগন্দেবানিতি চ পত্ন্যপ উপপ্রবর্ত্তয়তি" ইতি।

পাঠস্তু—"অগন্দেব যজ্ঞো নি দেবীর্দ্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিষন্নস্মিন্ৎসুন্বতি যজমান আশিষঃ স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতানু। বাতস্য পত্মন্নিড় ঈড়িতাঃ" ইতি। অয়ং যজ্ঞো দেবানগন্ প্রাপ্নোৎ। দেবীর্দ্যোতমানা আপো দেবেভ্যোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং নিতরামশিষন্নিষ্পষ্ট-মুক্তবত্যঃ। অস্মিন্যজমানে সুন্বতি সোমাভিষবং কুর্ব্বতি স্বাহাকৃতাঃ স্বাহাকারেণ সম্পাদিতাঃ সমুদ্রসমানে স্বর্গেঽবস্থিতা আশিষঃ ফলবিশেষা যে সম্পন্নাস্তে তে সর্ব্বেঽপ্যনুক্রমেণ গন্ধর্ব্বং পত্ন্যা মম গন্ধর্ব্ববৎ প্রিয়ং যজমানমাতিষ্ঠত প্রাপ্নুবন্তু। বাতস্য যজ্ঞপ্রবর্ত্তকস্য বায়োঃ। "বাতাদ্বা অধ্বর্য্যুর্যজ্ঞং প্রযুঙ্‌ক্তে" ইত্যন্যত্রাম্নাতম্। তস্য বায়োঃ পত্মনুপতনে প্রেরণে সতীড়ঃ ফলসাধন-ভূতাঃ স্তোত্রবিশেষা ঈড়িতা ঋত্বিগ্ভিঃ প্রযুক্তাঃ। তস্মাত্তৎফলং সর্ব্বং যজমানঃ প্রাপ্নোত্বিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র সং ত্বা নহ্যামীত্যয়ং যোৎক্রবন্ধনমন্ত্রো দীক্ষাপ্রকরণ ইন্দ্রস্য যোনিরসীত্যো

তস্মান্মন্ত্রাৎ পূর্ব্বং দ্রষ্টব্যঃ। তত্রৈবাথাহং সুপ্রজস ইত্যেতৌ দ্রষ্টব্যৌ। ইমং বি ষ্যামীতি মন্ত্রোঽবভৃথানুবাকে দেবীরাপ এষ ব ইত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বং দ্রষ্টব্যঃ। প্রেহ্যদেহীতি মন্ত্রো হৃদে ত্বেত্যনুবাকে দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যেতস্মাৎ পূর্ব্বং দ্রষ্টব্যঃ। বসুভ্য ইতি গ্রহণসাদনমন্ত্রৌ সমুদ্রস্য বোঽক্ষিত্যা উন্নয় ইত্যেতস্মাদূর্দ্ধং দ্রষ্টব্যৌ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহ—সং ত্বা পত্ন্যাং যোক্ত্রবন্ধঃ প্রৈতু শালামুখে নয়েৎ। অথাহমুপবিশ্যৈষা সুপ্রজেতি জপেদথ॥ ইমং কালে যোংক্রমোকঃ প্রেহি পত্নীমুদানয়েৎ। বসুপন্নেজনীঃ পত্নী গৃহীত্বা তেন সাদয়েৎ॥ বিশ্বস্য পত্নীমুদগাত্রা সংখ্যাপয়তি সা স্বগন্। অপঃ প্রবর্ত্তয়ন্নাবত্র মন্ত্রা দশ স্মৃতাঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥ ৬॥

* * *

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ)।

বষট্কারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোঽচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাঽপতৎ স

পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোঽভবদ্যস্য খাদিরঃ স্রুবো ভবতি

ছন্দসামেব রসেনাব দ্যতি সরসা অস্যাহুতয়ো ভবন্তি তৃতীয়-

স্যামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরত্তস্য পর্ণমচ্ছিদ্যত

তৎপর্ণোঽভবত্তৎপর্ণস্য পর্ণত্বং যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি

সৌম্যা অস্যাঽহুতয়ো ভবন্তি জুষন্তেঽস্য দেবা আহুতীর্দ্দেবা

বৈ ব্রহ্মন্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ সুশ্রবা বৈ নাম যস্য পর্ণ-

ময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপ৺ শ্লোক৺ শৃণোতি ব্রহ্ম বৈ পর্ণো

বিশ্মরুতোহন্নং বিশ্মারুতোহশ্বত্থো যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যাশ্বত্থ্যু-

পভৃদ্ব্রহ্মণৈবান্নমব রুন্ধেহথো ব্রহ্ম এব বিশ্যধ্যূহতি রাষ্ট্রং বৈ

পর্ণো বিডশ্বত্থো যৎপর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যাশ্বত্থ্যুপভৃদ্রাষ্ট্রমেব

বিশ্যধ্যূহতি প্রজাপতির্ব্বা অজুহোৎ সা যত্রাহহুতিঃ প্রত্যতিষ্ঠত্ততো

বিকঙ্কত উদতিষ্ঠত্ততঃ প্রজা অসৃজত যস্য বৈকঙ্কতী

ধ্রুবা ভবতি প্রত্যেবাস্যাহহুতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়ত এতদ্বৈ

স্রুচা৺ রূপং যস্যৈব৺ রূপাঃ স্রুচো ভবন্তি সর্ব্বাণ্যেবৈন৺

রূপাণি পশূনামুপ তিষ্ঠন্তে নাস্যাপরূপমাত্মঞ্জায়তে ॥ ৭ ॥

* * *

পদ পাঠঃ।

বষট্‌কার ইতি বষট্—কারঃ। বৈ। গায়ত্রিয়ৈ। শিরঃ। অচ্ছিনৎ। তস্যৈ।

রসঃ। পরেতি অপতৎ। সঃ। পৃথিবীম্। প্রেতি। অবিশৎ। সঃ। খদিরঃ।

অভবৎ। যস্য। খাদিরঃ। স্রুবঃ। ভবতি। ছন্দসাম্। এব। রসেন। অবেতি। স্থতি। সরসা

ইতি স—রসাঃ। অস্য। আহুতয় ইত্যা—হুতয়ঃ। ভবন্তি। তৃতীয়স্যাম্। ইতঃ। দিবি।

সোমঃ। আসীৎ। তম্। গায়ত্রী। এতি। অহরৎ। তস্য। পর্ণম্। অচ্ছিদ্যত। তৎ।

পর্ণঃ। অভবৎ। তৎ। পর্ণস্য। পর্ণত্বমিতি পর্ণ—ত্বম্। যস্য। পর্ণময়ীতি

পর্ণ—ময়ী। জুহূঃ। ভবতি। সৌম্যাঃ। অস্য। আহুতয় ইত্যা—হুতয়ঃ। ভবন্তি।

জুষন্তে। অস্য। দেবাঃ। আহুতীরিত্যা—হুতীঃ। দেবাঃ। বৈ। ব্রহ্মন্।

অবদন্ত। তৎ। পর্ণঃ। উপেতি। অশৃণোৎ। সুশ্রবা ইতি সু—শ্রবাঃ। বৈ।

নাম। যস্য। পর্ণময়ীতি পর্ণ—ময়ী। জুহূঃ। ভবতি। ন। পাপম্। শ্লোকম্।

শৃণোতি। ব্রহ্ম। বৈ। পর্ণঃ। বিট্। মরুতঃ। অন্নম্। বিট্। মারুতঃ।

অশ্বত্থঃ। যস্য। পর্ণময়ীতি পর্ণ—ময়ী। জুহূঃ। ভবতি। আশ্বত্থী। উপভৃদিত্যুপ—

ভৃৎ। ব্রহ্মণা। এব। অন্নম্। অবেতি। রুন্ধে। অথো ইতি। ব্রহ্ম। এব।

বিশি। অধীতি। উহতি। রাষ্ট্রম্। বৈ। পর্ণঃ। বিট্। অশ্বত্থঃ। যৎ।

পর্ণময়ীতি পর্ণ—ময়ী। জুহূঃ। ভবতি। আশ্বত্থী। উপভৃদিত্যুপ—ভৃৎ।

রাষ্ট্রম্। এব। বিশি। অধীতি। উহতি। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। বৈ।

অজুহোৎ। সা। যত্র। আহুতিরিত্যা—হুতিঃ। প্রত্যতিষ্ঠদিতি প্রতি—অতিষ্ঠৎ।

ততঃ। বিকঙ্কত ইতি বি—কঙ্কতঃ। উদিতি। অতিষ্ঠৎ। ততঃ। প্রজা

ইতি প্র—জাঃ। অসৃজত। যস্য। বৈকঙ্কতী। ধ্রুবা। ভবতি। প্রতীতি।

এব। অস্য। আহুতয় ইত্যা—হুতয়ঃ। তিষ্ঠন্তি। অথো ইতি। প্রেতি। এব।

জায়তে। এতৎ। বৈ। স্রুচাম্। রূপম্। যস্য। এবং রূপা ইত্যেবং—রূপাঃ।

স্রুচঃ। ভবন্তি। সর্ব্বাণি। এব। এনম্। রূপাণি। পশূনাম্। উপেতি।

তিষ্ঠন্তে। ন। অস্য। অপরূপমিত্যপ—রূপম্। আত্মন্। জায়তে॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ষষ্ঠেঽনুবাকে সম্প্রোক্তা যোক্ত্রবন্ধাদিমন্ত্রকাঃ। অথ সপ্তমেঽনুবাকে দর্শপূর্ণমাসাঙ্গভূতানাং স্রুচাং বৃক্ষবিশেষা বিধীয়ন্তে॥

তত্র স্রুধবৃক্ষং বিধত্তে—"বষট্কারো বৈ গায়ত্রিয়ৈ শিরোঽচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাঽপতৎ স পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোঽভবত্তস্য খাদিরঃ স্রুবো ভবতি ছন্দসামেব রসেনাব দ্যতি সরসা অস্যাহুতয়ো ভবন্তি" ইতি। বষট্কারাভিমানী দেবঃ কেনাপি বিরোধেন গায়ত্রিয়াঃ শিরশ্চিচ্ছেদ, তদা তস্যা গায়ত্র্যাশ্ছিন্নপ্রদেশাজ্জলং ভূমৌ পতিত্বা খদিরো বৃক্ষোঽভবৎ। অতঃ স্রুবঃ

খাদিরঃ কর্ত্তব্যঃ। তথা সতি স্রুবেণ যচ্ছদবদ্যতি তৎসর্ব্বং ছন্দোরসেনাবত্তং ভবতি। ততোঽস্য যজমানস্যাঽহুতয়ঃ সরসা ভবন্তি॥

অথ জুহ্বা বৃক্ষবিশেষং বিধত্তে—"তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাঽহরত্তস্য পর্ণমচ্ছিদ্যত তৎপর্ণোঽভবত্তৎ পর্ণস্য পর্ণত্বং যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি সৌম্যা অস্যাঽহুতয়ো ভবন্তি জুষন্তেঽস্য দেবা আহুতীঃ" ইতি। ইতো ভূলোকাদারভ্য গণ্যমানো যো দ্যুলোকস্তৃতীয়ো ভবতি তত্র সোমঃ পূর্ব্বমাসীৎ। তং চ গায়ত্রী সমাহরৎ। আহরণপ্রকারঃ কদ্রূশ্চেত্যনুবাকে প্রপঞ্চিতঃ। তস্যাঽহ্রিয়মাণস্য সোমস্যৈকং পর্ণং ভূমৌ পতিত্বা পলাশবৃক্ষোঽভবৎ। পর্ণজন্যত্বাত্তস্য বৃক্ষস্য পর্ণনাম সম্পন্নম্। তাদৃশেন পর্ণবৃক্ষেণ জুহূং নিষ্পাদয়েৎ। তথা সতি জুহ্বা হূয়মানা আহুতয়ঃ সর্ব্বাঃ সোমসম্বন্ধিন্যো ভবন্তি। দেবাশ্চ তা আহুতীঃ প্রীতিপুরঃসরা সেবন্তে॥

তং পর্ণবৃক্ষং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"দেবা বৈ ব্রহ্মন্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ সুশ্রবা বৈ নাম যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপꣳ শ্লোকꣳ শৃণোতি" ইতি। যদা দেবা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে পরস্পরং সংবাদং রহসি কৃতবন্তস্তদানীং পর্ণবৃক্ষাভিমানী দেবস্তদ্বৃক্ষচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টানাং দেবানাং বচনমশৃণোৎ। তস্মাৎ সুশ্রবা ইতি তস্য নাম সম্পন্নম্। যস্মাদয়ং বৃক্ষঃ সুশ্রবাস্তস্মাজ্জুহ্বাস্তন্ময়ত্বে সতি যজমানঃ শোভনং স্তুতিরূপমেব বাক্যং সর্ব্বদা শৃণোতি নতু কদাচিদপি পাপং শ্লোকং নিন্দাবচনং শৃণোতি॥

অথ জুহ্বাঃ পর্ণময়ীত্বং দৃষ্টান্তার্থমনুবদন্ উপভৃতোঽশ্বত্থবৃক্ষং বিধত্তে—"ব্রহ্ম বৈ পর্ণো বিণ্মরুতো-ঽন্নং বিণ্মরুতোঽশ্বত্থো যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যাশ্বত্থ্যুপভৃদ্ব্রহ্মণৈবান্নমব রুন্ধেঽথো ব্রহ্মৈব বিশ্যধ্যূহতি" ইতি। দেবৈরুচ্যমানস্য ব্রহ্মণঃ শ্রবণাৎ পর্ণবৃক্ষোঽপি ব্রহ্মৈব বৈশ্যজাত্যভি-মানিত্বেন মরুতাং সৃষ্টত্বান্মরুতোঽপি বিড্রূপাঃ। কৃষ্যাদিপরৈর্বৈশ্যৈঃ সম্পাদিতত্বাদন্নমপি মরুদ্রূপম্। "মরুতাং বা এতদোজো যদশ্বত্থঃ" ইতি শ্রবণাদশ্বত্থস্য মারুতত্বম্। এবং স্থিতে সতি যো যজমানো জুহূং পর্ণময়ীং করোতি স এবোপভৃতমাশ্বত্থং কুর্য্যাৎ। উভয়স্মিন্ কৃতে সতি জুহূরূপেণ ব্রহ্মণৈবাশ্বত্থস্বামিনাং মরুতাং বিড্রূপান্নমবরুদ্ধং ভবতি। কিঞ্চ, ব্রাহ্মণজাতি-মেব বৈশ্যজাতাবধিকত্বেন স্থাপয়তি॥

তদুভয়মপি প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—"রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডশ্বত্থো যৎপর্ণময়ী জুহূর্ভবত্যাশ্বত্থ্যু-পভৃদ্রাষ্ট্রমেব বিশ্যধ্যূহতি" ইতি। পর্ণবৃক্ষস্বামিব্রাহ্মণজাতিনিবাসস্থানত্বাদ্রাষ্ট্রত্বং পর্ণরূপত্বম। মরুদ্দেবতাদ্বারাঽশ্বত্থস্য বিড্রূপত্বম্। অতঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা জুহূপভৃতোর্বৃক্ষদ্বয়নিষ্পাদিতয়োঃ সত্যোর্বৃক্ষরূপং রাষ্ট্রমশ্বত্থরূপায়াং বিশ্যধিকত্বেন স্থাপিতং ভবতি॥

অথ ধ্রুবায়া বিকঙ্কতবৃক্ষং বিধত্তে—"প্রজাপতির্ব্বা অজুহোৎ সা যত্রাঽহুতিঃ প্রত্যতিষ্ঠত্ততো বিকঙ্কত উদতিষ্ঠত্ততঃ প্রজা অসৃজত যস্য বৈকঙ্কতী ধ্রুবা ভবতি প্রত্যেবাস্যাঽহুতয়স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়তে" ইতি। প্রজাপতিনা পূর্ব্বহুতাঽহুতির্যত্র স্থিতা তস্মাদ্দেশাদ্বিকঙ্কতবৃক্ষ উপপদ্যত। তস্মাদ্বিকঙ্কতাত্তজ্জসাধনভূতাৎ প্রজা অসৃজত। তস্মাদ্ধ্রুবাং বৈকঙ্কতীং কুর্য্যাৎ। তথা সত্যস্য যজমানস্যাঽহুতয়ঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। কিং চায়ং প্রজা উৎপাদয়তি॥

স্রুগ্বৃক্ষবিধিমুপসংহরতি—"এতদ্বৈ স্রুচাꣳ রূপং যস্যৈবꣳরূপাঃ স্রুচো ভবন্তি সর্ব্বাণ্যেবৈনꣳ রূপাণি পশূনামুপ তিষ্ঠন্তে নাস্যাপরূপমাত্মঞ্জায়তে" ইতি॥ খাদিরত্বং পর্ণময়ীত্বমাশ্বত্থত্বং বৈকঙ্কতত্বং

চেতি যদেতদেব ক্রমেণ স্রুচাং স্রুব জুহূপভৃদ্‌ধ্রুবাণাং মুখ্যং স্বরূপম্। তথা সতি যস্ত যজমানস্ত স্রুব এবংরূপা ভবন্তি, এনং যজমানং গবাশ্বাদিরূপাণি সর্ব্বাণ্যপি প্রাপ্নুবন্তি। কিঞ্চাস্ত যজমানস্তাঽস্মিন্ স্বোদরে কিঞ্চিদপ্যপত্যমপরূপং বিরুদ্ধস্বরূপোপেতং ন জায়তে, কিন্তু সর্ব্বমপ্যপত্যং সুস্বরূপমেব জায়তে॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭॥

* * *

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।)

উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং

গৃহ্ণামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোঽগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্ত্তায়ুভ্য

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠেভ্যো বরুণরাজভ্যো বাতাপিভ্যঃ পর্জ্জন্যাত্মভ্যো

দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বাঽপেন্দ্র দ্বিষতো

মনোঽপ জিজ্যাসতো জহ্যপ যো নোঽরাতীয়তি তং জহি

প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাঽসতে ত্বাঽদ্ভ্য-

স্ত্বৌষধীভ্যো বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অকৃখিদ্রা

অজায়ন্ত তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্নে জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে। ত্বা। জ্যোতিষ্মতে। জ্যোতিষ্মন্তম্। গৃহ্লামি। দক্ষায়। দক্ষবৃধ ইতি দক্ষ—বৃধে। রাতম্। দেবেভ্যঃ। অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ। ত্বা। ঋতায়ুভ্য ইত্যৃতায়ু—ভ্যঃ। ইন্দ্র-জ্যেষ্ঠেভ্য ইতীন্দ্র—জ্যেষ্ঠেভ্যঃ। বরুণরাজভ্য ইতি বরুণরাজ—ভ্যঃ। বাতাপিভ্য ইতি বাতাপি—ভ্য। পর্জ্জন্যাত্মভ্য ইতি পর্জ্জন্যাত্ম—ভ্যঃ। দিবে। ত্বা। অন্তরিক্ষায়। ত্বা। পৃথিব্যৈ। ত্বা। অপেতি। ইন্দ্র। দ্বিষতঃ। মনঃ। অপেতি। জিজ্যাসতঃ। জহি। অপেতি। যঃ। নঃ। অরাতীয়তি। তম্। জহি। প্রাণায়েতি প্র—অনায়। ত্বা। অপানায়েত্যপ—অনায়। ত্বা। ব্যানায়েতি বি—অনায়। ত্বা। সতে। ত্বা। অসতে। ত্বা। অদ্ভ্য ইত্যৎ—ভ্যঃ। ত্বা। ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ।

বিশ্বেভ্যঃ। ত্বা। ভূতেভ্যঃ। যতঃ। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। অকৃখিদ্রাঃ অজায়ন্ত।

তস্মৈ। ত্বা। প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে। বিভূদাব, ইতি বিভু—দাবে,।

জ্যোতিষ্মতে। জ্যোতিষ্মন্তম্। জুহোমি। ৮॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

ইষ্ট্যঙ্গানাং স্রুচাং বৃক্ষাঃ সপ্তমে সমুদীরিতাঃ। অথাষ্টমে দধিগ্রহমন্ত্রা উচ্যন্তে।

কল্পঃ—"উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্লামীতি দধি গৃহীত্বা" ইতি।

পাঠস্তু—"উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্লামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোঽগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্ত্তায়ুভ্য ইন্দ্রজ্যেষ্ঠেভ্যো বরুণরাজভ্যো বাতাপিভ্যঃ পর্জ্জন্যাত্মভ্যো দিবে ত্বাঽন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা" ইতি। হে দধিগ্রহ, উপযামেন পার্থিবপাত্রেণ গৃহীতোঽসি। জ্যোতিষ্মতে প্রজাপতয়ে জ্যোতিষ্মন্তং ত্বা গৃহ্লামি। দক্ষান্ কর্ম্মকুশলান্বর্দ্ধয়তীতি দক্ষবৃধ্ তস্মৈ দক্ষবৃধে দক্ষায় দক্ষনাম্নে রাতং পূর্ব্বং প্রজাপতিনা দত্তম্। কিঞ্চ, দেবেভ্যো রাতং দত্তম্। কীদৃশেভ্যোঽগ্নিজিহ্বেভ্যঃ, অগ্নিরেব জিহ্বা যেষাং তেঽগ্নিজিহ্বাঃ। ঋতং সত্যমাত্মন ইচ্ছন্তীত্যৃতায়বঃ। ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো যেভ্যস্ত ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। বরুণো রাজা যেষাং তে বরুণরাজানঃ। বাতং বায়ুমাপ্নুবন্তীতি বাতাপিনো বায্বাহারা ইত্যর্থঃ। পর্জ্জন্য এবাঽত্মা যেষাং তে পর্জ্জন্যাত্মানো বৃষ্ট্যাদিসহিষ্ণব ইত্যর্থঃ। ঈদৃশেভ্যো দেবেভ্যো রাতং ত্বাং গৃহ্লামি। তথা দিবে দ্যুলোকপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বাং গৃহ্লামি। এবমন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেত্যুভয়ং যোজ্যম্।

কল্পঃ—"অপেন্দ্র দ্বিষতো মন ইতি হরতি" ইতি।

পাঠস্তু—"অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো জহ্যপ যো নোঽরাতীয়তি তং জহি" ইতি। ত্রিবিধো হি শত্রুর্দ্বিষজ্জিজ্যাসন্নরাতীয়ংশ্চেতি। যজমানস্য বিদ্যমানং দ্রব্যাদিকং যো বিনাশয়তি স দ্বিষন্নিত্যুচ্যতে যস্য দ্রব্যমপহর্ত্তুং শক্তোঽপ্যস্য বয়োহানিং মরণমেবেচ্ছতি স জিজ্যাসন্নিত্যুচ্যতে। রাতির্দ্দানমরাতিরদানং তদাত্মন ইচ্ছতি দেয়ত্বেন প্রাপ্তং কিমপি ন দদাতীত্যর্থঃ। তাদৃশোঽরাতীয়ন্নিত্যুচ্যতে হে ইন্দ্র ত্বং দ্বিষতঃ শত্রোর্ম্মনোঽপজহি। তথা জিজ্যাসতঃ শত্রোর্ম্মনোঽপজহি। তথা যো নোঽস্মাকমরাতিমিচ্ছতি তমপজহি॥

কল্পঃ—"প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বেতি জুহোতি" ইতি।

পাঠস্তু—"প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাঽসতে ত্বাঽদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যো বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অকৃখিদ্রা অজায়ন্ত তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাবে, জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি” ইতি॥ হে দধিগ্রহ প্রাণায় প্রাণপ্রীত্যৈ ত্বাং জুহোমি। এবমপানায় ত্বেত্যাদিষু যাজ্যম্। প্রাণ ঊর্দ্ধবৃত্তিঃ। অপানোঽবাগ্‌বৃত্তিঃ। ব্যানো মধ্যবৃত্তিঃ শাস্ত্রীয়মার্গব পুরুষঃ সংস্তদ্বিপরীতোঽসন্। আপ ওষধয়শ্চ প্রসিদ্ধাঃ। ওষধীভ্য ইত্যত্রানাম্নাতমপিত্তী ত্বেতিপদমনুষঞ্জনীয়ম। বিশ্বানি ভূতানি সর্পপ্রাণিনস্তেষাং সর্ব্বেষাং প্রীত্যৈ ত্বাং জুহোমি। কিঞ্চ, যতঃ প্রজাপতেঃ সকাশাৎ প্রজাঃ সর্ব্বা অকৃখিদ্রাঃ খেদরহিতা উৎপন্নাঃ স প্রজাপতির্ব্বিভুত্বমৈশ্বর্য্যং দদাতীতি বিভূদাবা সর্ব্বপ্রকাশকত্বেন জ্যোতিষ্মন্তং ত্বাং জুহোমি॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—উপয়া দধি গৃহ্লাত্যপেন্দ্রেতি হরতি গ্রহম্। প্রাণায়েতি জুহোত্যেবং ত্রয়ো মন্ত্রা ইহেরিতাঃ॥ ১॥ এতে চ মন্ত্রা যমগ্নে পৃংক্ষু মর্ত্ত্যমিত্যেতস্মান্মন্ত্রাদূর্দ্ধং দ্রষ্টব্যাঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকেঽষ্টমোঽনুবাকঃ॥ ৮॥

* * *

নবমঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। নবমোঽনুবাকঃ)।

যাং বা অধ্বর্য্যুশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্যা আ বৃশ্চ্যেতে

প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্নীয়াৎ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতা

দেবতাভ্য এব নি হ্নুবাতে জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং

যস্যৈষ গৃহ্যতে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সর্ব্বাসাং বা এতদ্দেবতানাং

রূপং যদেষ গ্রহো যস্যৈষ গৃহ্যতে সর্ব্বাণ্যেবৈনং রূপাণি

পশূনামুপ তিষ্ঠন্ত উপযামগৃহীতঃ। অসি প্রজাপতয়ে ত্বা

জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্ণামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনং

সমানানাং করোত্যগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্ত্তায়ুভ্য ইত্যাহৈতাবতীর্ব্বৈ

দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্ব্বাভ্যো গৃহ্ণাত্যপেন্দ্র দ্বিষতো মন

ইত্যাহ ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বেত্যাহ প্রাণানেব

যজমানে দধাতি তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্নে জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ইত্যাহ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ

সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোত্যাজ্যগ্রহং গৃহ্ণীয়াত্তেজস্কামস্য

তেজো বা আজ্যং তেজস্ব্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহ্ণীয়াদ্ব্রহ্ম-

বর্চ্চসকামস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ সোমো ব্রহ্মবর্চ্চস্যেব ভবতি

দধিগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎপশুকামস্যোর্গ্বৈ দধ্যূর্কপশব ঊর্জ্জৈবাস্মা

ঊর্জ্জং পশূনব রুন্ধে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যাম্। বৈ। অধ্বর্য্যুঃ। চ। যজমানঃ। চ। দেবতাম্। অন্তরিত ইত্যন্তঃ—ইতঃ। তস্মৈ। এতি। বৃশ্চ্যেতে ইতি। প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্। দধিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্। গৃহ্ণীয়াৎ। প্রজাপতিরিতি প্রজা - পতিঃ। সর্ব্বাঃ। দেবতাঃ। দেবতাভ্যঃ। এব। নীতি। হ্নুবাতে ইতি। জ্যেষ্ঠঃ। বৈ। এষঃ। গ্রহাণাম্। যস্ম। এষঃ। গৃহ্যতে। জৈষ্ঠ্যম্। এব। গচ্ছতি। সর্ব্বাসাম্। বৈ। এতৎ। দেবতানাম্। রূপম্। যৎ। এষঃ। গ্রহঃ। যস্য। এষঃ। গৃহ্যতে। সর্ব্বাণি। এব। এনম্। রূপাণি। পশূনাম্। উপেতি। তিষ্ঠন্তে। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—গৃহীতঃ। অসি। প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে। ত্বা। জ্যোতিষ্মতে। জ্যোতিষ্মন্তম্। গৃহ্ণামি। ইতি। আহ। জ্যোতিঃ। এব। এনম্। সমানানাম্। করোতি। অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ। ত্বা। ঋতাযুভ্য ইত্যৃতাযু—ভ্যঃ। ইতি। আহ। এতাবতীঃ। বৈ। দেবতাঃ। তাভ্যঃ। এব। এনম্। সর্ব্বাভ্যঃ। গৃহ্ণাতি। অপেতি। ইন্দ্র। দ্বিষতঃ। মনঃ।

ইতি। আহ। ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যা ইতি ভ্রাতৃব্য—অপনুত্ত্যৈ। প্রাণায়েতি প্র—অনায়।

ত্বা। অপানায়েত্যপ—অনায়। ত্বা। ইতি। আহ। প্রাণানিতি প্র—অনান্।

এব। যজমানে। দধাতি। তস্মৈ। ত্বা। প্রজাপতয়। ইতি প্রজা—পতয়ে।

বিভূদাব্ন ইতি বিভু—দাব্নে। জ্যোতিষ্মতে। জ্যোতিষ্মন্তম্। জুহোমি ইতি।

আহ। প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। সর্ব্বাঃ। দেবতাঃ। সর্ব্বাভ্যঃ। এব।

এনম্। দেবতাভ্যঃ। জুহোতি। আজ্যগ্রহমিত্যাজ্য—গ্রহম্। গৃহ্ণীয়াৎ। তেজ-

স্কামস্যেতি তেজঃ—কামস্য। তেজঃ। বৈ। আজ্যম্। তেজস্বী। এব। ভবতি।

সোমগ্রহমিতি সোম—গ্রহম্। গৃহ্ণীয়াৎ। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্যেতি ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য।

ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসম্। বৈ। সোমঃ। ব্রহ্মবর্চ্চসীতি ব্রহ্ম—বর্চ্চসী। এব।

ভবতি। দধিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্। গৃহ্ণীয়াৎ। পশুকামস্যেতি পশু—কামস্য।

ঊর্ক্। বৈ। দধি। ঊর্ক্। পশবঃ। ঊর্জ্জা। এব। অস্মৈ।

ঊর্জ্জম্। পশূন্। অবেতি। রুন্ধে॥ ৯॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দধিগ্রহস্য যে মন্ত্রা অষ্টমে তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। অথ নবমেঽনুবাকে তে মন্ত্রা ব্যাখ্যাস্যন্তে।

তত্রাঽদৌ দধিগ্রহং বিধত্তে—"যাং বা অধ্বর্য্যুশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্যা আ বৃশ্চ্যেতে প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতা দেবতাভ্য এব নি হ্নুবাতে" ইতি। সোমযাগে দেবতাবাহুল্যাদধ্বর্য্যুযজমানৌ প্রমাদেন যস্যা দেবতায়া অন্তরায়ং কুর্ব্বাতে তস্যা দেবতায়া উভৌ বিচ্ছিন্নৌ ভবতস্তস্যা দেবতায়া অপরাধিনাবিত্যর্থঃ। অতোঽপরাধ-পরিহারায় প্রজাপতিদেবতাকং দধিগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎ। প্রজাপতিশ্চ স্রষ্টৃত্বাৎ সর্ব্বদেবতারূপঃ। অতস্তস্মৈ গ্রহং দত্ত্বা সর্ব্বদেবতাভ্যোঽনবস্থাবিত্যেবং নিহ্নবমপলাপং কুরুতঃ। তেনাপলাপেন দেবতা দ্বেষং মুঞ্চতি॥

অস্য গ্রহস্য সর্ব্বগ্রহেভ্যঃ প্রাথম্যং বিধত্তে—"জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং যস্যৈষ গৃহ্যতে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি" ইতি। গ্রহাণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠঃ প্রথমভাবী, তস্মাৎ প্রথমং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। যস্য যজমানস্যৈষ গ্রহঃ প্রথমং গৃহ্যতে স যজমানো জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সর্ব্বেষাং যজমানানাং মধ্যে মুখ্যত্বং প্রাপ্নোত্যেব॥

তস্য গ্রহস্য প্রজাপতিদেবতাকত্বং প্রশংসতি—"সর্ব্বাসাং বা এতদ্দেবতানাꣳ রূপং যদেষ গ্রহো যস্যৈষ গৃহ্যতে সর্ব্বাণ্যেবৈনꣳ রূপাণি পশূনামুপ তিষ্ঠন্তে" ইতি। এষ প্রজাপতি-দেবতাকো গ্রহ ইতি যদেতৎসর্ব্বাসামেব দেবতানাং স্বরূপং, প্রজাপতেঃ সর্ব্বদেবতাত্মকত্বাৎ। অতো যস্য যজমানস্যৈষ গৃহ্যত এনং যজমানং পশূনাং সর্ব্বাণি রূপাণি গবাশ্বাদীনি প্রাপ্নুবন্তি॥

অত্র গ্রহণমন্ত্রস্য পূর্ব্বভাগে জ্যোতির্ব্বিশেষণং প্রশংসতি—"উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্ণামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনꣳ সমানানাং করোতি" ইতি। এনং যজমানং সমানাং মধ্যে জ্যোতিরেব তেজোযুক্তমেব করোতি॥

উত্তরভাগে প্রজাপত্যবয়বভূতানাং দেবতানাং প্রতিপাদকান্যগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যাদীনি নবসংখ্যা-কানি চতুর্থ্যন্তপদানি, তেষাং তাৎপর্য্যং সংগৃহ্য দর্শয়তি—অগ্নিজিহ্বেভ্যস্ত্বর্তায়ুভ্য ইত্যাহৈ-তাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্ব্বাভ্যো গৃহ্ণাতি" ইতি।

হরণমন্ত্রগতস্যাপজহীত্যেতস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—"অপেন্দ্র দ্বিষতো মন ইত্যাহ ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ" ইতি॥

হোমমন্ত্রপূর্ব্বভাগেপ্রাণাদিপদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—"প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বেত্যাহ প্রাণানেব যজমানে দধাতি" ইতি॥

প্রজাপতিপদতাৎপর্য্যং দর্শয়তি—"তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্নে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমীত্যাহ প্রজাপতিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোতি" ইতি। এনং দধিগ্রহম্॥

অত্র কাম্যান্ গুণবিশেষাংস্ত্রীন্বিধত্তে—"আজ্যগ্রহং গৃহ্ণীয়াত্তেজস্কামস্য তেজো বা আজ্যং তেজস্ব্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহ্ণীয়াদ্ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং বৈ সোমো ব্রহ্ম-বর্চ্চস্যেব ভবতি দধিগ্রহং গৃহ্ণীয়াৎ পশুকামস্যোর্গ্বৈ দধ্যূক্ পশব উর্জ্জৈবাস্মা উর্জ্জং পশূনব রুন্ধে॥" ইতি॥ স্পষ্টোঽর্থঃ॥

অত্র মীমাংসা।

চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে চিন্তিতম্—নিত্যনৈমিত্তিকত্বে বা নিত্যতৈব দধিগ্রহে। দেবান্তরায়াজ্জ্যৈষ্ঠ্যাচ্চ স্যাদস্যোভয়রূপতা॥ নিমিত্তত্বস্যোক্তিনোঽত্র যদিশব্দাদয়ো নহি। অতোঽস্য ন নিমিত্তত্বং কেবলা নিত্যতোচিতা॥

জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—"যাং বৈ কাঞ্চিদধ্বর্য্যুর্যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্যা আবৃশ্চ্যেতে যৎ প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্ণাতি শময়ত্যেবৈনাম্" ইতি। সোঽয়ং দধিগ্রহো নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চেত্যুভয়াত্মকঃ। কুতঃ। আকারদ্বয়সম্ভাবাৎ। দেবতান্তরায়েণ তদ্দেবতাক্ষোভমুপন্যস্য গ্রহেণ সমাধানাভিধানাদন্তরায়ো নিমিত্তং গ্রহো নৈমিত্তিক ইতি প্রতিভাতি। তথা জ্যৈষ্ঠ্যমাম্নাতম্—"জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাম্" ইতি। জ্যৈষ্ঠ্যং নাম প্রশস্তত্বং, তচ্চ নিত্যত্বে সত্যুপপদ্যতে। নৈমিত্তিকস্য পাক্ষিকত্বাদপ্রশস্তত্বম্। তস্মাদ্ধেতুদ্বয়বলাদুভয়াত্মক ইতি চেন্নৈবম্। দেবতান্তরায়স্যানিমিত্তত্বাৎ। নিমিত্তত্বে যদিশব্দ উপবধ্যেত, সপ্তমী বা শ্রূয়তে, যচ্ছব্দো বাঽন্তরায়কর্ত্রোরধ্বর্য্যুযমানয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন প্রযুজ্যেত। "যদি রথন্তরসামা সোমঃ স্যাদৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গৃহ্ণীয়াদ্ভিন্নে জুহোতি যো বৈ সম্বৎসরমুখ্যমভৃত্বাঽগ্নিং চিনুতে" ইত্যাদিষু সম্প্রতিপন্ননিমিত্তেষু তদ্দর্শনাৎ। তস্মাৎ কেবলনিত্যত্বমেব দধিগ্রহস্যোচিতম্। দেবতাক্ষোভতৎসমাধানোপন্যাসো বিধেয়দধিগ্রহস্তুতয়েঽর্থবাদঃ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমোঽনুবাকঃ॥ ৯॥

* * *

দশমঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। দশমোঽনুবাকঃ)।

ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্য্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমত উ ষু মধু মধুনাঽভি যোধি। উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা। জুষ্টং গৃহ্ণাম্যেষ তে যোনিঃ প্রজাপতয়ে ত্বা। প্রাণগ্রহান্গৃহ্ণাত্যেতাবদ্বা অস্তি

যাবদেতে গ্রহাঃ স্তোমাশ্ছন্দাংসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবাস্তি তৎ

অবরুন্ধে জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামক্রন্তস্মাত্তেষাং

সর্ব্বা দিশোঽভিজিতা অভূবন্যস্তৈতে গৃহ্যন্তে জৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছত্যভি

দিশো জয়তি পঞ্চ গৃহ্যন্তে পঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাস্বেব দিক্ষ্বৃধ্নুবন্তি

নবনব গৃহ্যন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধতি

প্রায়ণীয়ে চোদয়নীয়ে চ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি

প্রাণৈরুদ্যন্তি দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণেভ্যঃ

খলু বা এতৎ প্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে দশমেঽহ-

ন্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে যদ্দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণেভ্য এব

তৎ প্রজা ন যন্তি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

দ্বে ইতি। ক্রতুম্। অপীতি। বৃঞ্জন্তি। বিশ্বে। দ্বিঃ। যৎ। এতে। ত্রিঃ।
ভবন্তি। উমাঃ। স্বাদোঃ। স্বাদীয়ঃ। স্বাদুনা। সৃজ। সমিতি। অতঃ।
উ। স্বিতি। মধু। মধুনা। অভীতি। যোধি। উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—
গৃহীতঃ। অসি। প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে। ত্বা। জুষ্টম্। গৃহ্লামি। এষঃ।
তে। যোনিঃ। প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে। ত্বা। প্রাণগ্রহানিতি প্রাণ—
গ্রহান্। গৃহ্লাতি। এতাবৎ। বৈ। অস্তি। যাবৎ। এতে। গ্রহাঃ। স্তোমাঃ।
ছন্দাꣳসি। পৃষ্ঠানি। দিশঃ। যাবৎ। এব। অস্তি। তৎ। অবেতি। রুন্ধে।
জ্যেষ্ঠাঃ। বৈ। এতান্। ব্রাহ্মণাঃ। পুরা। বিদাম্। অক্রন্। তস্মাৎ।
তেষাম্। সর্ব্বাঃ। দিশঃ। অভিজিতা ইত্যভি—জিতাঃ। অভুবন্। যস্য। এতে।
গৃহ্যন্তে। জ্যৈষ্ঠ্যম্। এব। গচ্ছতি। অভীতি। দিশঃ। জয়তি। পঞ্চ।
গৃহ্যন্তে। পঞ্চ। দিশঃ। সর্ব্বাসু। এব। দিক্ষু। ঋধ্নুবন্তি। নবনবেতি নব—নব। গৃহ্যন্তে।

নব। বৈ। পুরুষে। প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ। প্রাণানিতি প্র—অনান্। এব।
যজমানেষু। দধতি। প্রায়ণীয় ইতি প্র—অয়নীয়ে। চ। উদয়নীয় ইত্যুৎ—
অয়নীয়ে। চ। গৃহ্যন্তে। প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ। বৈ। প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—
গ্রহাঃ। প্রাণৈরিতি প্র—অনৈঃ। এব। প্রযন্তীতি প্র—যন্তি। প্রাণৈরিতি
প্র—অনৈঃ। উদিতি। যন্তি। দশমে। অহন্। গৃহ্যন্তে। প্রাণা ইতি
প্র—অনাঃ। বৈ। প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—গ্রহাঃ। প্রাণেভ্য ইতি প্র—অনেভ্যঃ।
খলু। বৈ। এতৎ। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। যন্তি। যৎ। বামদেব্যমিতি বাম—
দেব্যম্। যোনেঃ। চ্যবতে। দশমে। অহন্। বামদেব্যমিতি বাম—
দেব্যম্। যোনেঃ। চ্যবতে। যৎ। দশমে। অহন্। গৃহ্যন্তে। প্রাণেভ্য
ইতি প্র—অনেভ্যঃ। এব। তৎ। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। ন। যন্তি॥ ১০॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অনুবাকে তু নবমে দধিগ্রহবিধিঃ শ্রুতঃ। অথ দশমেঽনুবাকে গবাময়নেঽতিগ্রাহ্যাঃ প্রাণগ্রহাশ্চোচ্যন্তে। কল্পঃ—"অতিগ্রাহ্যায়তনে চত্বারিংশতিগ্রাহ্যপাত্রাণি প্রতিদিশং নিহিতানি ভবন্তি মধ্যে পঞ্চমম্" ইত্যুপক্রম্য পঞ্চসু পাত্রেষু তত্তন্মন্ত্রৈর্গ্রহণাসাদনে অভিধায়েদমুক্তং "তানন্যস্মিন্পাত্র আনীয় সর্ব্বান্মধ্যমে গৃহ্লাতি ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্ব ইতি" ইতি॥

পাঠস্ত—"তে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমাঃ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমত উ ষু মধু মধুনাঽভি যোধি। উপযামগৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লাম্যেষ তে যোনিঃ প্রজাপতয়ে ত্বা" ইতি। হেঽতিগ্রাহ্য ত্বে ত্বয়ি ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি সর্ব্বমপি ক্রতুমৃত্বিজঃ সমাপয়ন্তি। গ্রহান্তরেভ্যোঽস্য কো বিশেষ ইতি, তদুচ্যতে—যদযস্মাৎ কারণাদ্দ্বিস্ত্রির্দ্বিবারং ত্রিবারং বেত্যেবং পঞ্চসু পাত্রেষু গৃহীতা এতে রসা বিশ্বে সর্ব্বেঽপ্যমা রক্ষকা ভবন্তি তস্মাত্ত্বয়ি ক্রতোঃ সমাপনং যুক্তম্। অতস্ত্বমপি স্বাদোরপি রসাতিশয়েন স্বাদু যথা ভবতি তথা স্বাদুনা সংসৃজ সাদুত্বেন সংসর্গং কুরু। অত উ ষু অতোঽপি সুষ্ঠু যথা ভবতি তথা মধু মধুনাঽভিযোধি মধুনো ভাগং মধুনা ভাগান্তরেণাভিযোধি। য এবং মধুরস উপযামেন পার্থিবপাত্রেণ গৃহীতোঽসি প্রজাপতয়ে জুষ্টং প্রিয়মিতরপাত্রেভ্য আনীত্য ত্বাং মধ্যমপাত্রে গৃহ্লামি। সোঽয়ং গ্রহণমন্ত্রঃ। এষ খরপ্রদেশস্তে যোনিস্তব স্থানম্। অতঃ প্রজাপত্যর্থং ত্বামত্র সাদয়ামি। অনেন মন্ত্রেণ গবাময়নস্য সম্বৎসর-সত্রস্যোপান্ত্যেঽহ্নি মহাব্রতাখ্যেঽতিগ্রাহ্যং গৃহ্লীয়াৎ॥

অথ চতুর্থকাণ্ডসমাম্নাতৈরয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পৃশ্নিগ্রহবৎ সোমোন্মানরূপান্ গ্রহান্বিধত্তে—"প্রাণগ্রহান্ গৃহ্লাত্যেতাবদ্বা অস্তি যাবদেতে গ্রহাঃ স্তোমাশ্ছন্দাᳬংসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবাস্তি তদব রুন্ধে" ইতি। যথা যৎপৃশ্নয়ো গৃহ্যন্ত ইত্যত্র বায়ুরসি প্রাণো নামেত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ সোমোন্মানবিশেষাঃ এব গ্রহা ইত্যুক্তমেবমত্রা প্যয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিঃ প্রাণমন্ত্রৈঃ সোমোন্মা-নবিশেষাঃ প্রাণগ্রহা ইত্যুচ্যন্তে। তান্ গৃহ্লীয়াৎ সোমোন্মানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতে গ্রহা ইতি যাবৎ। এতাবদেবাত্রাপেক্ষিতমস্তি। স্তোমাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদয়ঃ। ছন্দাংসি গায়ত্র্যা-দীনি। পৃষ্ঠানি মাধ্যন্দিনপবমানানন্তরভাবীনি স্তোত্রাণি। দিশঃ প্রাচ্যাদ্যাঃ, ইত্যেতাদৃশং যাবদেবাপেক্ষিতমস্তি তৎসর্ব্বমেতৈর্গ্রহৈরবরুন্ধে॥

প্রকারান্তরেণ প্রাণগ্রহান্ প্রশংসতি—"জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামক্রন্ত-স্মাত্তেষাᳬ সর্ব্বা দিশোঽভিজিতা অভুবন্ যস্যৈতে গৃহ্যন্তে জ্যৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছত্যভি দিশো জয়তি" ইতি। যস্মাদেতান্ গ্রহান্ গৃহ্লন্তো ব্রাহ্মণা জ্যেষ্ঠা দিশাং জেতারশ্চাভূবং-স্তস্মাদ্যস্যৈতে গৃহ্যন্তে স ইতরেভ্যো জ্যৈষ্ঠ্যং প্রাশস্ত্যমেব প্রাপ্নোতি নানাদিক্ষ্ববস্থিতাশ্চ পুরুষস্তস্য ভবন্তি॥

প্রাণগ্রহপর্য্যায়াণাং সংখ্যাং বিধত্তে—"পঞ্চ গৃহ্যন্তে পঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাস্বেব দিক্ষৃধ্নুবন্তি" ইতি। অয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রথমঃ পর্য্যায়ঃ। অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্ম্মেত্যাদিভির্দ্বিতীয়ঃ। অয়ং পশ্চাদ্বিশ্বব্যচা ইত্যাদিভিস্তৃতীয়ঃ। ইদমুত্তরাৎ স্বরিত্যাদিভিশ্চতুর্থঃ। ইয়মুপরি মতিরি-ত্যাদিভিঃ পঞ্চমঃ। প্রাচ্যাদয় ঊর্দ্ধান্তাঃ পঞ্চ দিশঃ। তাসু দিক্ষু সর্ব্বাস্বনেন পঞ্চবিধগ্রহণেন সমৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি॥

একৈকস্মিন্ পর্য্যায়ে সোমাংশুসংখ্যাং বিধত্তে—"নবনব গৃহ্যন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু দধতি" ইতি। শিরোবস্থিতেষু সপ্তসু ছিদ্রেষধোবস্থিতয়োশ্চ দ্বয়োশ্ছিদ্রয়োঃ সঞ্চরন্তঃ প্রাণা নবসংখ্যাকাঃ। নবাংশুগ্রহণেন তান্ যজমানেষু স্থাপয়তি।

অস্য গ্রহস্য কালং বিধত্তে—"প্রায়ণীয়ে চোদয়নীয়ে চ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি প্রাণৈরুদ্যন্তি" ইতি। সম্বৎসরসত্রস্য প্রথমমহঃ প্রায়ণীয়ং চরমমহরুদয়নীয়ং

তয়োরুভয়োগৃ হ্নীয়াৎ। তথা সতি তেষাং গ্রহাণাং প্রাণরূপত্বাৎ প্রাণৈরেব সংবৎসরমুপক্রম্য প্রাণৈরেব সমাপিতবন্তো ভবন্তি ॥

কালান্তরং বিধত্তে—"দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণেভ্যঃ খলু বা এতৎপ্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে দশমেঽহন্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে যদ্দশমেঽহন্ গৃহ্যন্তে প্রাণেভ্য এব তৎ প্রজা ন যন্তি" ইতি। সংবৎসরসত্রস্থ দ্বাদশাহবিকৃতিত্বাত্তদীয়াস্তহান্যত্র প্রযোক্তব্যানি। তেষু যদ্দশমমহস্তস্মিন্ প্রাণগ্রহান্ গৃহ্নীয়াৎ। বামদেব্যাখ্যস্ত সাম্নঃ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদিত্যেষা যোনিঃ। দশমেঽহনি তু তাং যোনিং পরিত্যজ্যান্তস্যামৃচি তৎসাম গীয়তে। তথা সতি বামদেব্যং স্বযোনেশ্চ্যবত ইতি যৎ, এতেনাপরাধেন প্রজাঃ প্রাণেভ্যো যন্ত্যপগচ্ছন্তি। তত্র প্রাণগ্রহাণাং প্রাণরূপত্বাদ্দশমেঽহনি তেষাং গ্রহণেন প্রজাঃ প্রাণেভ্যো নাপগচ্ছন্তি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"স্বে গবাময়নে পাত্রেঽতিগ্রাহ্যগ্রহণং ভবেৎ। অয়ং পুরো ভুবঃ প্রাণগ্রহাণাং পঞ্চ মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥ সোমাংশবো নব নব গ্রাহ্যাঃ পর্য্যায়পঞ্চকে। কয়া নশ্চিত্র এতস্যা যোনের্ভ্রষ্টং তু সাম তৎ। অগ্নিং নর ইতি হ্যত্র গীয়তে দশমেঽহনি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোঽনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

একাদশঃ মন্ত্রঃ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ। পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। একাদশোঽনুবাকঃ।)

প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো বক্ষদানুষক্ ॥ অয়মু ষ্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে ॥ রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা। অয়মগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ইড়ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা

পৃথিব্যা অধি। জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে॥ অগ্নে

বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্। কুলা-

য়িনং ঘৃতবন্ত৺ সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু॥ সীদ হোতঃ

স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ৎসাদয়া যজ্ঞ৺ সুকৃতস্য যোনৌ। দেবাবী-

র্দ্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্‌যজমানে বয়ো ধাঃ॥ নি হোতা

হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবা৺ অসদৎ সুদক্ষঃ। অদব্ধব্রত-

প্রমতির্ব্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ॥ ত্বং দূতস্ত্বম্ উ নঃ

পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা। অগ্নে তোকস্য নস্তনে

তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ॥ অভি ত্বা দেব সবিতরী-

শানং বার্য্যাণাম্॥ সদাহবন্ ভাগমীমহে॥ মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ

ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ॥ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্॥ তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণেরণে॥ উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্ব্বৃত্রহাঽজনি ধনঞ্জয়ো রণেরণে॥ আ যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্॥ প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু॥ আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্॥ অগ্নিনাঽগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্য়ুবা। হব্যবাড্‌জুহ্বাস্যঃ॥ ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্‌ৎসতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে॥ তং মর্জ্জয়ন্ত

সুক্রতুং পুরোযাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্॥ যজ্ঞেন

যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং

মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১১॥

পূর্ণর্ষয়োঽগ্নিনা দেবেন যে দেবাঃ সূর্য্যঃ সং ত্বা বষট্কারঃ স খদির

উপযামগৃহীতোঽসি যাং বৈ ত্বে ক্রতুং প্র দেবমেকাদশ॥ ১১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

প্রেতি। দেবম্। দেব্যা। ধিয়া। ভরত। জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্।

হব্যা। নঃ। বক্ষৎ। আনুষক্। অয়ম্। উ। স্যঃ। প্রেতি। দেবয়ুরিতি

দেব—য়ুঃ। হোতা। যজ্ঞায়। নীয়তে। রথঃ। ন। যোঃ। অভীবৃত

ইত্যভি—বৃতঃ। ঘৃণীবান্। চেততি। ত্মনা। অয়ম্। অগ্নিঃ। উরুষ্যতি।

অমৃতাৎ। ইব। জন্মনঃ। সহসঃ। চিৎ। সহীয়ান্। দেবঃ। জীবাতবে।

কৃতঃ। ইড়ায়াঃ। ত্বা। পদে। বয়ম্। নাভা। পৃথিব্যাঃ। অধি। জাতবেদ

ইতি জাত—বেদঃ। নীতি। ধীমহি। অগ্নে। হব্যায়। বোঢ়বে। অগ্নে।

বিশ্বেভিঃ। স্বনীকেতি সু—অনীক। দেবৈঃ। উর্ণাবন্তমিত্যূর্ণা—বন্তম্। প্রথমঃ।

সীদ। যোনিম্। কুলায়িনম্। ঘৃতবন্তমিতি ঘৃত—বন্তম্। সবিত্রে। যজ্ঞম্। নয়।

যজমানায়। সাধু। সীদ। হোতঃ। স্বে। উ। লোকে। চিকিত্বান্।

সাদয়। যজ্ঞম্। সুকৃতস্যেতি সু—কৃতস্য। যোনৌ। দেবাবীরিতি দেব—

অবীঃ। দেবান্। হবিষা। যজাসি অগ্নে। বৃহৎ। যজমানে। বয়ঃ। ধাঃ।

নীতি। হোতা। হোতৃষদন ইতি হোতৃ—সদনে। বিদানঃ। ত্বেষঃ। দীদিবান্।

অসদৎ। সুদক্ষ ইতি সু—দক্ষঃ। অদব্ধব্রতপ্রমতিরিত্যদব্ধব্রত—প্রমতিঃ। বসিষ্ঠঃ।

সহস্রম্ভর ইতি সহস্রং—ভরঃ। শুচিজিহ্ব ইতি শুচি—জিহ্বঃ। অগ্নিঃ। ত্বম্। দূতঃ।

ত্বম্। উ। নঃ। পরস্পা ইতি পরঃ—পাঃ। ত্বম্। বস্যঃ। এতি। বৃষভ। প্রণেতেতি

প্র—নেতা। অগ্নে। তোকস্য। নঃ। তনে। তনূনাম্। অপ্রযুচ্ছন্নিত্যপ্র—

যুঞ্জন্। দীদ্যৎ। বোধি। গোপা ইতি গো—পাঃ। অভীতি। ত্বা। দেব।

সবিতঃ। ঈশানম্। বার্য্যাণাম্ সদা। অবন্। ভাগম্। ঈমহে। মহী।

দ্যৌঃ। পৃথিবী। চ। নঃ। ইমম্। যজ্ঞম্। মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাম্। নঃ।

ভরীমভিরিতি ভরীম—ভিঃ। ত্বাম্। অগ্নে। পুষ্করাৎ। অধীতি। অথর্ব্বা।

নিরিতি। অমন্থত। মূর্দ্ধ্নঃ। বিশ্বস্য। বাঘতঃ। তম্। উ। ত্বা। দধ্যঙ্।

ঋষিঃ। পুত্রঃ। ঈধে। অথর্ব্বণঃ। বৃত্রহণমিতি বৃত্র—হনম্। পুরন্দরমিতি

পুরঃ—দরম্। তম্। উ। ত্বা। পাথ্যঃ। বৃষা। সমিতি। ঈধে। দস্যুহন্ত-

মমিতি দস্যু—হন্তমম্। ধনঞ্জয়মিতি ধনং-জয়ম্। রণেরণ ইতি রণে—রণে।

উত। ব্রুবন্তু। জন্তবঃ। উদিতি। অগ্নিঃ। বৃত্রহেতি বৃত্র-হা। অজনি।

ধনঞ্জয় ইতি ধনং—জয়ঃ। রণেরণ ইতি রণে—রণে। এতি। যম্। হস্তে। ন।

খাদিনম্। শিশুম্। জাতম্। ন। বিভ্রতি। বিশাম। অগ্নিম্। স্বধ্বরমিতি

সু—অধ্বরম্। প্রেতি। দেবম্। দেববীতয় ইতি দেব—বীতয়ে। ভরত। বসু-

বিত্তমমিতি বসুবিৎ তমম্। এতি। স্বে। যোনৌ। নীতি। সীদতু। এতি।

জাতম্। জাতবেদসীতি জাত—বেদসি। প্রিয়ম্। শিশীত। অতিথিম্। স্যোনে।

এতি। গৃহপতিমিতি গৃহ—পতিম্। অগ্নিনা। অগ্নিঃ। সমিতি। ইধ্যতে।

কবিঃ। গৃহপতিরিতি গৃহ—পতিঃ। যুবা। হব্যবাড়িতি হব্য—বাট্। জুহ্বাস্য

ইতি জুহু—আস্যঃ। ত্বম্। হি। অগ্নে। অগ্নিনা। বিপ্রঃ। বিপ্রেণ। সন্।

সতা। সখা। সখ্যা। সমিধ্যস ইতি সম্—ইধ্যসে তম্। মর্জ্জয়ন্ত। সুক্রতু-

মিতি সু—ক্রতুম্। পুরোযাবানমিতি পুরঃ—যাবানম্। আজিষু। স্বেষু। ক্ষয়েষু।

বাজিনম্। যজ্ঞেন। যজ্ঞম্। অযজন্ত। দেবাঃ। তানি। ধর্ম্মাণি। প্রথমানি।

আসন্। তে। হ। নাকম্। মহিমানঃ। সচন্তে। যত্র।

পূর্ব্বে। সাধ্যাঃ। সন্তি। দেবাঃ॥ ১॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

অতিগ্রাহ্যপ্রাণনামগ্রহা দশম ঈরিতাঃ। অথৈকাদশে পাশুকচৌত্রোপযোগিমন্ত্রা উচ্যন্তে। তত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থে তৃতীয়কাণ্ডে ষষ্ঠপ্রপাঠকেঽগ্নিস্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্ত ইত্যত্র পাশুকচৌত্রমন্ত্রাঃ প্রায়েণোক্তাঃ। অবশিষ্টাস্তু মন্ত্রা ইহাভিধীয়ন্তে। তত্রাষ্টভির্ম্মন্ত্রৈরুত্তরবেদিং প্রত্যগ্নিং প্রণয়েৎ॥

তেষু প্রথমমন্ত্রমাহ—"প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্ হব্যা নো বক্ষদানুষক্" ইতি। হে ঋত্বিগ্ যজমানা জাতবেদসমুৎপন্নস্য জগতো বেদিতারং দেবং দেব্যা প্রকাশরূপয়া বিবেকযুক্তয়া ধিয়া প্রকর্ষেণ ভরত পোষয়ত। সোঽপি জাতবেদা আনুষগনুষক্ত আদরযুক্তো নোঽস্মাকং হব্যা বক্ষদ্ধবীংষি বহতু॥

অথ দ্বিতীয়মন্ত্রমাহ—"অয়মু ষ্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে। রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা" ইতি। অয়মেব স্যঃ সোঽগ্নির্যজ্ঞার্থমুত্তরবেদিং প্রতি প্রকর্ষেণ নীয়তে। কীদৃশোঽগ্নিঃ, দেবানাত্মন ইচ্ছতীতি দেবয়ুঃ। হোতা হোমস্য নিষ্পাদকঃ। রথো ন যোঃ, রথ ইব যবয়িতা পৃথক্কর্ত্তা, যথা রথঃ স্বস্মিন্নারূঢ়ং পুরুষং ভূমিষ্ঠেভ্যঃ পৃথক্ কৃত্য গ্রামে নয়তি তথাঽয়মগ্নিঃ স্বস্মিন্ হুতং হবিরিতরেভ্যো হবির্ভ্যঃ পৃথক্ কৃত্য দেবেষু নয়তি। অভীবৃতো যজমানৈরাভিমুখ্যেন স্বীকৃতঃ। ঘৃণীবান্ দীপ্তিযুক্তঃ। তাদৃশোঽগ্নিস্ত্মনা চেততি স্বয়মেব যজমানভক্তিং জানাতি॥

তৃতীয়মন্ত্রপাঠস্তু—"অয়মগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ" ইতি। অয়ং প্রণীয়মানোঽগ্নির্জন্মনো জন্মমাত্রেণোরুষ্যতি প্রবৃদ্ধো ভবিতুমিচ্ছতি। অমৃতাদিব, যথা পীতেনামৃতেন মরণরহিতঃ প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ। কিঞ্চায়ং দেবো জীবাতবে জীবনৌষধায় সহসশ্চিৎ সহীয়ান্ কৃতো বলবতোঽপ্যতিপ্রবলঃ কৃতঃ। যদাঽয়মগ্নিঃ প্রবলো ভবতি তদা স্বয়মপি বিনাশরহিতো জীবতি যজমানমপি যজ্ঞনিষ্পাদনেন জীবয়তীত্যর্থঃ॥

চতুর্থমন্ত্রপাঠস্তু—"ইড়ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি। জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে" ইতি। হে জাতবেদোঽগ্নে হব্যায় বোঢ়বে হবীংষি বোঢুং ত্বাং বয়ং ধীমহি নিতরাং স্থাপয়ামঃ। কুত্রেতি তদুচ্যতে—"পৃথিব্যা অধ্যুপরি নাভা নাভিসদৃশ আহবনীয়ায়তনে। তচ্চাঽয়তনমিড়াপদসদৃশং যথা গোরূপায়া ইড়ায়াঃ পদং ঘৃতযুক্তং তথেদং ঘৃতাহুতিযুক্তং, তাদৃশে স্থানে স্থাপয়ামঃ॥

পঞ্চমমন্ত্রপাঠস্তু—"অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু" ইতি। বিশ্বেভির্দ্দেবৈঃ স্বনীক সর্ব্বৈঽপি দেবা অস্য সেনারূপাস্তাদৃশ হেঽগ্নে প্রথমো দেবানাং মধ্যে মুখ্যস্ত্বং যোনিং সীদ স্থানং প্রাপ্নুহি। কীদৃশং যোনিম্? ঊর্ণাবন্তং, যথা কম্বলাস্তরণোপেতো দেশো মৃদুস্তথাঽয়ং সেব্যস্তাদৃশং, কুলায়িনং যথা পক্ষিণাং নীড়ঃ সম্যঙ্ নির্ম্মিত এবময়মপি তাদৃশং, ঘৃতবন্তং ঘৃতাহুত্যাধারভূতম্। যদ্বাঽহবনীয়াখ্যং কুলায়োপেতং ঘৃতাহুতিযুক্তং যজ্ঞং সবিত্রেঽনুষ্ঠাত্রে যজমানায় সাধু নয় সম্যক্‌সমাপ্তিং গময়॥

ষষ্ঠমন্ত্রমাহ—"সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ৎসাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ। দেবাবী-

দ্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদযজমানে বয়োঃ ধাঃ" ইতি। হে হোতর্হোমনিষ্পাদক চিকিত্বান-ভিজ্ঞত্বং স্বকীয়স্থান উত্তরবেদিরূপে সীদোপবিশ যজ্ঞং চেমং সুকৃতস্য যোনৌ পুণ্যকর্ম্মণো যোগ্যস্থানে সাদয় স্থাপয়। দেবাম্বেতি কাময়ত ইতি দেবাবীর্দ্দেবপ্রিয়ং ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং দেবান্ হবিষা যজাসি পূজয়সি। হেঽগ্নে যজমানে বৃহদ্বয়ো ধা দীর্ঘমায়ুঃ স্থাপয়॥

সপ্তমমন্ত্রমাহ—"নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাঁ অসদৎ সুদক্ষঃ। অদব্ধব্রত-প্রমতির্ব্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ" ইতি। হোতৃষদনে হোমনিষ্পাদকস্য যোগ্যস্থান উত্তরবেদিরূপেঽয়মগ্নির্নিতরামসদৎ সম্যগুপবিষ্টবান্। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা বিদানঃ স্থানাভিজ্ঞঃ। ত্বেষো দীপ্তিমান্। দীদিবান্দ্দেবেভ্যো হবিষো দাতা। সুদক্ষোঽত্যন্তকুশলঃ। অদব্ধব্রতপ্রমতিরহিংসিতে কর্ম্মণি প্রকৃষ্টা মতির্যস্য স তথাবিধঃ। বসিষ্ঠোঽতিশয়েন বাসয়িতা। সহস্রসংখ্যাকানি হবীংষি ভরতি পোষয়তীতি সহস্রম্ভরঃ। শুচিঃ শুদ্ধা হোমযোগ্যা জিহ্বা জ্বালা যস্যাসৌ শুচিজিহ্বঃ॥

অষ্টমমন্ত্রমাহ—"ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা। অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ" ইতি। হেঽগ্নে ত্বং দেবানাং দূতোঽসি। অগ্নির্দ্দেবানাং দূত আসীদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বমেবাস্মাকমতিশয়েন পালকঃ। ত্বং বস্যস্বমে-ধাস্মিন্ কর্ম্মণি নিবাসযোগ্যঃ। হে বৃষভ দেবশ্রেষ্ঠ, আ প্রণেতা ত্বমেবাঽপত্য যাগস্য প্রবর্ত্তকঃ, তো কস্যাস্মদপত্যস্য তনূনাং তনে শরীরাণাং বিস্তারেঽপ্রযুচ্ছন্ প্রমাদমকুর্ব্বন্দীদ্যত্তমোনি-বারণেন দীপয়ন্। অথবা দেবেভ্যো হবির্দ্দদানো গোপঃ পালকঃ সম্বোধি বুধ্যস্বাপ্রমত্তো ভবেত্যর্থঃ। এতেঽষ্টৌ মন্ত্রা উত্তরবেদিং প্রত্যগ্নিপ্রণয়নকালে হোত্রা পঠনীয়াঃ॥

অথাগ্নিমন্থনে পঞ্চ মন্ত্রাঃ পঠনীয়াঃ। তত্র প্রথমং মন্ত্রমাহ—"অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাম্। সদাঽবন্ ভাগমীমহে" ইতি। হে সবিতর্দ্দেব প্রেরক পরমেশ্বর বার্য্যাণাং নিবারণীয়াণাং বিঘ্নানামীশানং বিনিবারণে সমর্থং ত্বামভি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ। সদাঽবন্ সর্ব্বদা হে রক্ষক ভাগং ভজনীয়মগ্নিমীমহে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রাপ্নুমঃ॥

অথ দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—"মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ" ইতি। মহতী দ্যৌঃ পৃথিবী চেত্যেতে উভে নোঽস্মদীয়মিমং যজ্ঞং মিমিক্ষতামাজ্য-হোমাদিভির্দ্রবদ্রব্যৈঃ সেক্তুমিচ্ছাং কুরুতাম্। ভরীমভির্ভরণৈর্নোঽস্মান্ পিপৃতাং পূরয়তাম্॥

অথ তৃতীয়ঃ—"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ" ইতি। হেঽগ্নেঽথর্ব্বাখ্য ঋষিঃ পুষ্করাদধি পদ্মপত্রস্যোপরি ত্বাং নিরমন্থত নিঃশেষেণ মথিতবান্। অত এব পঞ্চম-কাণ্ডে ব্রাহ্মণমাম্নাতম্—"পুষ্করপর্ণে হ্যেনমুপশ্রিতমবিন্দৎ" ইতি। কীদৃশাৎ পুষ্করাৎ। মূর্দ্ধ্ন উত্তমাঙ্গবৎ প্রশস্তাৎ। বিশ্বস্য বাঘতঃ সর্ব্বস্য জগতো বাহকাৎ। ইদং হি পুষ্করপর্ণমগ্নিমন্থন-যজ্ঞনিষ্পাদনাদিদ্বারা সর্ব্বং জগন্নির্ব্বহতি॥

অথ চতুর্থঃ—"তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্" ইতি। হেঽগ্নেঽথর্ব্বণঃ পুত্রো দধ্যঙ্নামক ঋষিস্তমু ত্বেধে তমু ত্বাং প্রজ্বালিতবান্। কীদৃশং ত্বাং, বৃত্রহণং বৈরিবিনাশনং পুরন্দরং রুদ্ররূপেণাসুরসম্বন্ধিনাং ত্রয়াণাং পুরাণাং বিদারয়িতারম্॥

অথ পঞ্চমঃ—"তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ঁ রণেরণে" ইতি। হেঽগ্নে

পাথ্যনামকঃ কশ্চিদৃষিস্তমু ত্বা সমীধে তমেব ত্বাং সম্যক্ প্রজ্বলিতবান্। কীদৃশঃ পাথ্যঃ, শ্রেষ্ঠঃ। কীদৃশং ত্বাং, দস্যুহন্তমং তস্করাণামতিশয়েন হন্তারম্। রণেরণে ধনঞ্জয়ং তেষু তেষু সংগ্রামেষু ধনস্য জেতারম্॥

অথ বহ্নৌ জাত ঋগ্দ্বয়ং হোতা পঠেৎ। তত্রেয়ং প্রথমা—"উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাঽজনি। ধনঞ্জয়ো রণেরণে" ইতি। উত জন্তবঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ পরস্পরমেবং ব্রুবন্তু। কিমিতি, অগ্নিরুদজনীতি। কীদৃশোঽগ্নিঃ। বৃত্রহা শত্রুঘাতী রণেরণে ধনঞ্জয়শ্চ॥

অথ দ্বিতীয়া—"আ যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্" ইতি। খাদিনং হবিষাং ভক্ষকম্। যমগ্নিং হস্তে ন পাণাবিব কস্মিংশ্চিৎ পাত্র আবিভ্রতি আনিধানাদৃত্বিজো ধারয়ন্তি। কমিব। জাতং শিশুং ন সদ্যঃ সমুৎপন্নং শিশুমিব। কীদৃশমগ্নিং? বিশাং স্বধ্বরং প্রজানাং সম্যগহিংসকম্। তমগ্নিং পুরতঃ পশ্যাম ইতি শেষঃ॥

অস্যাগ্নে পূর্ব্বাগ্নিনা সহ মেলনে প্র দেবমিত্যাদ্যাঃ ষড়্চো হোতা পঠেৎ। তত্র প্রথমমাহ—"প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু" ইতি। দেববীতয়ে দেবানাং হবিঃস্বাদনায় দেবং দীপ্তিমন্তমগ্নিং ভরত হে ঋত্বিজঃ প্রকর্ষেণ পোষয়ত। কীদৃশং দেবং, বসুবিত্তমমতিশয়েন হবির্লক্ষণধনাভিজ্ঞম্। স চ দেব আগত্য স্বে যোনৌ পূর্ব্বাগ্নিরূপে স্বকীয়ে স্থানে নিষীদতু নিতরামুপ সমীপে প্রবিষ্টো ভবতু॥

দ্বিতীয়ামাহ—"আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্" ইতি। হে ঋত্বিজ ইদানীং জাতং প্রিয়মতিথিরূপমেনমগ্নং পূর্ব্বমেব স্থিতে জাতবেদসি শিশীত শয়নং কুরুত। কীদৃশে জাতবেদসি। স্যোনে সুখরূপে। কাদৃশং জাতম্, আ গৃহপতিং সর্ব্বতো গৃহস্য পালকম্॥

তৃতীয়ামাহ—"অগ্নিনাঽগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্জুহ্বাস্যঃ" ইতি। পূর্ব্বসিদ্ধেনাগ্নিনা সহেদানীমানীতোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে সম্যক্ প্রজ্বাল্যতে। কীদৃশোঽগ্নিঃ, কবিঃ বিদ্বান্। গৃহপতির্গৃহস্য পালয়িতা। যুবা নিত্যতরুণঃ। হব্যং বহতীতি হব্যবাট্। জুহূরেবাঽস্যং মুখ্যং যস্যাসৌ জুহ্বাস্যঃ॥

চতুর্থীমাহ—"ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ৎসতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে" ইতি। হে নূতনাগ্নে ত্বং পূর্ব্বেনাগ্নিনা সহ সম্যক্ প্রজ্বাল্যসে। কীদৃশস্ত্বম্। বিপ্রো ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী সদ্বিনাশরাহিত্যেন সর্ব্বদাঽবস্থিতঃ সখা সখিবদিতরস্মিন্নগ্নৌ প্রীতিযুক্তঃ। কীদৃশেনাগ্নিনা, বিপ্রেণ সতা সখ্যা চ॥

পঞ্চমীমাহ—"তং মর্জ্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরো যাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্" ইতি। হে ঋত্বিজস্তমিমং মথিতমগ্নিং মর্জ্জয়ন্ত শোধয়ত। কীদৃশং, সুক্রতুং সুষ্ঠু ক্রতুনিষ্পাদকম্। আজিষু সংগ্রামেষু পুরোযাবানং পুরতো গন্তারম্। স্বেষু ক্ষয়েষু যজমানসম্বন্ধিষু স্বকীয়গৃহেষু বাজিনমন্নসম্পাদকম্॥

ষষ্ঠীমাহ—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" ইতি। দেবা দেবত্বং প্রেপ্সবো যজমানা যজ্ঞেন যজ্ঞসাধনেন নূতনেনাগ্নিনা সহ যজ্ঞং যজ্ঞসাধনং পুরাতনমগ্নিমযজন্ত পূজিতবন্তঃ। তানি মিলিতাগ্নি

অগ্নিদ্বয়সাধ্যানি ধর্ম্মাণি কর্ম্মানি সুকৃতানি প্রথমান্যাসন্মুখ্যান্যভবন্। তে হ মহিমানস্তে খলু মহান্তো যজমানা নাকং সচন্তে স্বর্গং সমবয়ন্তি। যত্র স্বর্গে পূর্ব্বে যজমানাঃ সাধ্যাঃ সাধ্য-ফলোপেতা দেবাঃ সন্তি যে দেবা ভূত্বা বর্ত্তন্তে, তং নাকং সেবন্ত ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—"অথ পাশুকহোত্রস্য শেষ ঔত্তরবেদিকে। অগ্নিপ্রণয়নে হ্যষ্টৌ প্র দেবমিতি মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥ অথাগ্নিমন্থনে পঞ্চ জাতে বহ্নাবুত দ্বয়ম্। প্র দেহগ্যোর্ম্মেলনে ষট্ সূর্য্মন্ত্রা অত্রৈকবিংশতিঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠক একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাপরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজ-স্যাঽজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ ॥ ৩ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরাবতারস্য শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্য শ্রীবীরবুক্কমহারাজ-স্যাঽজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়ঃ কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

—— • ——

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

———০ঃ *ঃ০———

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

———০ঃ*ঃ*ঃ০———

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

—— * ——

মন্ত্র-সূচী।

অ।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
অꣳহোমুচে বিবেষ যন্মা বি ন ইন্দ্রেন্দ্র	২২৪
অগন্দেবন্ত্যো নি দেবীর্দ্দেবেভ্যা যজ্ঞমশিষন্নস্মিন্‌ৎসুন্বতি	৩১২
অগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ	৬৮
অগাহনগ্নীদিত্যাহ যদব্রুয়াদগন্নগ্নিরত্যগ্নাবগ্নিং গময়েন্নির্যজমানꣳ	১৮১
অগ্নিঃ প্রাতঃসবনে পাত্বস্মানিতি সꣳস্থিতে সবন আহুতিং জুহোতি	৩১২
অগ্নিনাঽগ্নি সমিধ্যতে	৩৩৬
অগ্নিনা দেবেন পৃতনা জয়ামি গায়ত্রেণ ছন্দসা ত্রিবৃতা স্তোমেন রথন্তরেণ	৫৯৫
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে	৩২৮
অগ্নিময় আবহ সোমমাবহেত্যাহ দেবতা	৮৮
অগ্নিরমুষ্মিল্লোঁক আসীদাদত্যোঽস্মিন্তাবিমৌ	৭৬
অগ্নিরমুষ্মিল্লোঁক আসীত্তমোঽস্মিন্তে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ	১৯০
অগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রী ছন্দ উপাꣳশোঃ পাত্রমসি	২৯৬
অগ্নির্দ্দেবানাং দূত আসীদুশনা কাব্যোঽসুরাণাং	৭৭
অগ্নির্ব্বাব যম ইয়ং যমী কুসীদং বা এতত্তমস্ত	৪৭০
অগ্নির্ব্বৈ দীক্ষিতস্ত দেবতা সোঽস্মাদেতর্হি তির ইব র্হি যাতি	২৬৪
অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ সা মাঽবত্বিন্দ্রো জ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষস্ত সূর্য্যো	৫২২

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
অগ্নির্হোতেত্যাহাগ্নির্বৈ দেবানা৺ হোতা চ এব	৮৯
অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ	২৫৩
অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ	৪২৭
অগ্নিহোত্রোচ্ছেষণমভ্যাতনক্তি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ	২৬
অগ্নীধ আ দধাত্যগ্নিমুখানেবর্ত্তূন্ প্রীণাতি	২২০
অগ্নে তেজস্বিংস্তেজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়াস্তেজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং	৪৩৩
অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্ব্বীঃ	৪২৬
অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথম সীদ যোনিম্	৬৩৫
অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোঽমৃতস্য ধাম	৪৪২
অগ্নে মহা৺ অসীত্যাহ মহান্ হ্যেষ	৮৭
অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়া৺সো ভ্রাতর আসন্তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ	১৮৯
অঙ্গিরস ইমে সত্রমাসতে তে সুবর্গং লোকং ন প্র জানন্তি তেভ্য ইদং	৩১৪
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ	২৫৫
অঙ্গিরসো বা ইত উত্তমাঃ সুবর্গং লোকমায়ংস্তদৃষয়ো যজ্ঞবাস্ত্বভ্যবায়ংস্তেঽপশ্যন্	১৬২
অঙ্গিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব	২৫৫
অজাঽসি রয়িষ্ঠা পৃথিব্যা৺ সীদোর্দ্ধাঽন্তরিক্ষমুপ তিষ্ঠস্ব দিবি তে বৃহন্তাঃ	৫০৫
অজাঽসি রয়িষ্ঠেত্যাহৈষ্বেবৈনাং লোকেষু প্রতিষ্ঠাপয়তি	৫১১
অথাঽমনুকামিনী স্বে লোকে বিশা ইহ	৬১১
অথো খল্বাহুর্যদরণ্যোঃ সমারূঢ়ো নশ্যেদুদস্যাগ্নিঃ সীদেৎ পুনরাধেয়ঃ স্যাদিতি	৫৫৮
অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাবরুন্ধেঽথো	১০৭
অথো সামিধেনীরেবাভ্যনক্তি	৮০৭
অদিতিঃ পাশং প্র মুমোক্তেতং নমঃ পশুভ্যঃ পশুপতয়ে করোমি	২৮৫
অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাস প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ	২৫৪
অধিদেবনে জুহোত্যধিদেবন এবাস্মৈ সজাতানব রুন্ধে	৫৩৫
অধিপতিরসি প্রাণায় ত্বা প্রাণম্ জিন্বেত্যাহ প্রজাস্বেব	৫৮৯
অধ্বরবতীমন্বাহ ভ্রাতৃব্যমেবৈতয়া ধ্বরতি	৭৭
অধ্বর্য্যুর্বা ঋত্বিজাং প্রথমো যুজ্যতে তেন স্তোমো যোক্তব্য	৩৩
অনতিদৃশ্ন৺ স্তৃণাতি প্রজয়ৈবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্নং করোতি	১৭৯
অনক্তি হবিষ্কৃতমেবৈন৺ সুবর্গং লোকং গময়তি	১৮০
অনস্বান্ৎসোমপাস্মন্যমানঃ। প্রাণস্য বিদ্বান্ৎসমরে ন ধীরঃ	৩৯৯
অন্তর্দধাতি ব্যাবৃত্ত্যৈ	১৮০
অন্তমশ্বত্তিয়া ইয়মগ্নে সিষক্তু হুচ্ছুনা	২৪৫
অনাদৃত্য তচ্ছ্রুতস্যৈব পূর্ব্বস্যাব স্তেদিন্দ্রিয়মেবাস্মিন্	২৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
অনাদৃত্য তদ্দে এব যজেত যজ্ঞমুখমেব	৪৪
অনারম্ভণ ইব বা এতর্হ্যধ্বর্য্যুঃ স ঈশ্বরো	১৮১
অন্বিতিরসি দিবে ত্বা দিবং জিন্বেত্যাহৈভ্য এব লোকেভ্যো যজ্ঞং প্রাংহ	৫৮৮
অন্বিদনুমতে ত্বম্ মন্যাসৈ শং চ নঃ কৃধি। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু	৪৮৮
অন্ব নোহদ্যানুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্। অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতাং দাশুষে ময়ঃ	৪৮৭
অন্ব মন্যতামনুমন্যমানা প্রজাবন্তঁ রয়িমক্ষীয়মাণম্। তস্যৈ বয়ঁ হেড়সি	৪৮৮
অন্বুল্বণং বয়ত জোগুবামপ ইত্যাহ যদেব যজ্ঞ উল্বণং	৫১১
অন্বুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্	৫০৫
অন্তরকোশ উষ্ণীষেণাংবিষ্টিতং ভবত্যেবমিব হি পশুরুধমিবচর্ম্মেব	৪৯৯
অপ উপ স্পৃশতি ভেষজং বা আপো ভেষজমেব কুরুতে	৪৪৮
অপ বা এতস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি যঃ পাশিত্রং প্রাশ্নাত্যদ্ভির্মার্জ্জয়িত্বা	২১২
অপ বৈ সোমেনেজানাদ্দেবতাশ্চ যজ্ঞশ্চ ক্রামন্ত্যাগ্নেয়ং পঞ্চকপাল	৬০০
অপরিমিতমনু ব্রূয়াদপরিমিতি	৯৯
অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থ জিহ্মানামূর্দ্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ	১০২
অপাম সোমমমৃতা অভূমাদর্থ জ্যোতিরবিদাম দেবান্	৩৭২
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোহপ জিজ্যাসতো জহ্যপ যো নোহরাতীয়তি	৬ ১
অপ্সু ধৌতস্য সোম দেব তে নৃভিঃ সুতস্যেষ্টযজুষঃ	৩৭৪
অভি ক্রন্দস্তনয় গর্ভমা ধা উদন্বতাপরি দীয়া রথেন	৩৩১
অভিক্রামং জুহোত্যভিজিত্যৈ	১৩৩
অভিচরতা প্রতিলোমঁ হোতব্যাঃ প্রাণানেবাস্য প্রতীচঃ প্রতি যৌতি তং ততো	৫৩৭
অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাম্	৬৩৫
অমৃতমসি প্রাণায় ত্বেতি হিরণ্যমভি ব্যনিত্যমৃতং বৈ হিরণ্যমায়ু।	৪৪৮
অয়ং নো নভসা পুরঃ ইত্যাহাগ্নির্বৈ নভসা পুরোহগ্নিমেব তদাহৈতয়ে।	৪৭১
অয়ং নো নভসা পুরঃ সঁস্ফানো অভি রক্ষতু।	৪৬৯
অয়ং বাং পরি ষিচ্যতে সোম ইন্দ্রাবৃহস্পতী। চরুর্মদায় পীতয়ে।	৪৮৬
অযজ্ঞো বা এষ যোহসামাহগ্ন আ যাহি	৭৬
অয়মাগ্নিরুরুষ্যত্যমৃতাদিব জন্মন।	৬৩৪
অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ .	২৪৪
অয়মু ষ্য প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে।	৬১৪
অলুক্ষো ভবতি য এবং বেদ	১০৭
অশ্বমেব ঘ্রাপয়তি প্রাজাপত্যো বা।	
অশ্বঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রাণঃ স্বাদেবাস্মৈ যোনেঃ প্রাণং নির্ম্মিমীতে	৩৮৮
অশ্বিনোস্ত্বা বাহুভ্যাঁ সধ্যাসম্	৩৭০

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
অষ্টাচত্বারি৺শতমনু ব্রূয়াৎ পশুকামস্ত্বাষ্টাচত্বারি৺শদক্ষরা	৯৯
অষ্টাপ্রুড্ঢিরণ্যং দক্ষিণাঽষ্টাপদী হ্যেষাঽত্মা নবমঃ পশোরাপ্ত্যা	৪৯৯
অষ্টৌ বসবোঽষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যেকাদশ রুদ্রা একাদশাক্ষরা ত্রিষ্টুব্দ্বাদশাঽদিত্যা দ্বাদশাক্ষরা	৫৪৮
অসিতবর্ণা হরয় সুপর্ণা মিহো বসানা দিবমুৎপতন্তি	৩৩০
অস্মাকস্তু কেবলঃ	৩ ৮
অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী রয়িং ধত্ত৺শতগ্বিনম্। অশ্বাবন্ত৺সহস্রিণম্	৪৮৬
অহং পরস্তাদহমবস্তাদহং জ্যোতিষা বি তমো ববার	৬০৬
অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে	৩৬৪

আ।

আকূত্যৈ ত্বা কামায় ত্বা ইত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ	৫১০
আকূত্যৈ ত্বা কামায় ত্বা সমৃধে ত্বা কিক্কিটা তে মনঃ প্রজাপতয়ে স্বাহা	৫০৪
আগস্ত পিতরঃ পিতৃমানিতি দক্ষিণার্দ্ধং পরেক্ষতে	৩৬৫
আগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং পুরস্তান্নির্ব্বপেৎ	৫৭৯
আঘারমা ঘারয়তি তির ইব বৈ সুবর্গো লোকঃ	১০৯
আ চাগ্নে দেবান্বহ সুযজা চ যজা জাতবেদ	৮৯
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্	৬৩৬
আজ্যগ্রহং গৃহ্ণীয়াত্তেজস্কামস্য তেজো বা আজ্যং তেজস্ব্যেব	৬২৫
আ তে সুপর্ণা অমিনন্ত এবৈঃ	৩৩০
আত্মনে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রং প্রজা রাষ্ট্রং পশবো	৫৩৫
আদিত্যাশ্চাঙ্গিরসশ্চাগ্নীনাঽদধত তে দর্শপূর্ণমাসো প্রৈপ্সন্তেষামঙ্গিরসাং	৫ ।৮
আ নঃ প্রাণ এতু পরাবত আঽন্তরিক্ষাদ্দিবস্পরি	৪৪২
আপূর্য্যাঃ স্থাঽমা পুরয়ত প্রজয়া চ ধনেন	৩৭২
আ প্যায়স্ব সং তে	৩২৮
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণিয়ম	৩৭২
আ প্রতিষ্ঠায়ৈ খনতি যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি	১৭৩
আ বর্ত্তন বর্ত্তয় নি নিবর্ত্তন বর্ত্তয়েন্দ্র নর্দ্দবুদ। ভূম্যাশ্চতস্রঃ	৪৮২
আ বর্ত্তন বর্ত্তয়েত্যাহ ব্রহ্মণৈবৈনমা বর্ত্তয়তি	৪৯৮
আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার। উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি	৫০৪
আ বিশ্বদেব৺সৎপতি৺সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে।	৫৬৬
আ বৃশ্চাতে বা এতদ্যজমানোঽগ্নিভ্যাং যদেনয়োঃ শৃতং কৃত্যাথান্যত্রাবভৃথমবৈত্যামূর্দ্দা	৫৬৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
আ যৎ হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি	৬১৬
আয়তনবতীর্ব্বা অন্যা আহুতয়ো হূয়ন্তেঽনায়তনা অন্যা যা আঘারবতীস্তা আয়তনবতীর্যাঃ	৩১১
আয়ুরাশাস্তে সুপ্রজাস্ত্বমা শাস্ত ইত্যাহাঽশিষমেবৈতামা শাস্তে	২২৩
আয়ুর্দ্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি	৪৬৯
আয়ুষ্ট আয়ুর্দ্দা অগ্ন আ প্যায়স্ব সং তেঽব তে হেড়	২২
আর্দ্ধং সূক্তবাকমুত নমোবাকমিত্যাহেদমরাৎস্মেতি বাবৈতদাহ	২০২
আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরেব নৈত্যথো সন্তত্যৈ	৭৮
আশাসানঃ সুবীর্যাং রায়স্পোষং স্বশ্বিয়ম্	৬০৭
আশীর্দ্দায়া দম্পতী বামমশ্নুতামরিষ্টো রায়ঃ সচতাং সমোকসা	৪০০
আশীর্ম্ম উর্জ্জমুত সুপ্রজাস্ত্বমিষং দধাতু দ্রবিণং সবর্চ্চসং	৪০০
আশ্রাব্যাঽহ দেবান্ যজেতি	২২১
আসবং সধিতুস্বৎ ভগস্যেব ভুজিং হুবে	৩৪১
আ সমুদ্রাদাঽন্তরিক্ষাৎ প্রজাপতিরুদধিং চ্যবয়াতীন্দ্রঃ	৩০৬
আসিনো যজত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি	১০৬
আস্পাত্রং জুহূর্দ্দেবানামিত্যাহ জুহ্বোষ	৮৮
আঽগম্য মিত্রাবরুণা বরেণ্যা রাত্রীণাং ভাগো যুবয়োর্যো অস্তি	৫২৯
আঽহং পিতৃন্‌ৎসুবিদত্রাং অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং	২৫১
আহবনীয়াদুল্মুকমাদায় বেদিমুপোষতি যৎ কুসীদমপ্রতীত্তমিতি	৪৬৯
আঽস্মিন্নুগ্রা অচুচ্যবুর্দ্দিবো ধারা অসশ্চত	৪৫১
আঽস্মিন্নুগ্রা অচুচ্যবুরিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ	৪৫৭
আহুতয়ো বা এতস্যাক্লৃপ্তা যস্য রাষ্ট্রং ন কল্পতে স্বরথস্য দক্ষিণম্	৫১৬

— ০ —

ই।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ইড়া দেবহূর্ম্মনুর্যজ্ঞনীর্বৃহস্পতিরুক্থামদানি	৪৩৮
ইড়ামুপহ্বয়তে পশবো বা ইড়া পশূনেবোপ হ্বয়তে চতুরুপ	২০১
ইদং তৃতীয়সবনং কবীনামৃতেন যে চমসমৈরয়ন্ত তে সৌধন্বনাঃ সুবরানশানাঃ	৩১৩
ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী উক্থং মদশ্চ শস্যতে	৪৮৬
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্ব্বাসো য উপরাস	৫৪
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামাব	৬৮
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞস্য প্রিয়ং ধামোপহ্বয়তে	২০২
ইধ্মাবর্হিঃ প্রোক্ষতি মেধ্যমেবৈনৎ করোতি	১৭৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ইন্দ্র বৃত্রং জঘ্নিবা৺ সং মৃধোঽভি প্রাবেপস্ব	২৫
ইন্দ্রস্য বৃত্রং জঘ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং পৃথিবীমন্ব	২৫
ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নঃ বিশে জনায় মহি	১২৬
ইন্দ্রা বিষ্ণূ দৃ৺হিতা শম্বরস্য নবপুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্	৪০৭
ইন্দ্রেন দেবেন পৃতনা জয়ামি ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা পঞ্চদশেন	৫৯৫
ইন্দ্রেন সযুজো বয়৺ সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ	৫৯৬
ইন্দ্রৌ জম্বিয়োজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ওজস্বন্তং মমায়ুষ্মন্তং বর্চ্চস্বন্তং	৪৩৪
ইন্দ্রো বৃত্র৺ হত্বা দেবতাভিশ্চেন্দ্রিয়েণ চ ব্যার্দ্ধ্যত	২৫
ইন্দ্রো বৃত্র৺ হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছ দপারাধমিতি	২৬
ইমং পশুং পশুপতে তে অদ্য বধ্নাম্যগ্নে সুকৃতস্য মধ্যে	২৮১
ইমং বিষ্যামি বরুণস্য পাশম্ যমবধ্নীত সবিতা সুকেত	৬১১
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ	২৪৫
ইমে বৈ সহাঽস্তাং তে বায়ুর্ব্ব্যবাত্তে গর্ভমদধাতাং ত৺ সোমঃ প্রাজনয়দগ্নিরগ্রসত	৫০৮
ইয়ং বাব রথন্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেবৈনমন্তরেত্যস্য বাব রথন্তর৺	৩০১
ইয়ং বৈ হোতাঽসাবধ্বর্য্যুর্যদাসীনঃ শ৺সত্যস্যা এব তদ্ধোতা	৪১১
ইয়ন্তং গৃহ্লাতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতম্	১৭৯
ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বস্তস্যাঽপোঽপ্সরসো মুদা	৫৩০
ইষ্টর্গো বা অধ্বর্য্যুর্যজমানস্যেষ্টর্গঃ খলু বৈ পূর্ব্বোঽষ্টুঃ ক্ষীয়ত	১০০
ইহ গর্ভির্ব্বাগস্যেদং নমো দেবেভ্য ইত্যাহ যাশ্চৈব	২২৭
ইহি ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে	৩৮

— ০ —

ঈ।

ঈড়ামহৈ দেবা৺ ঈড়েন্যান্নমস্যাম নমস্যান্যজাম	৮৯

— ০ —

উ।

উক্থং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিন৺ সবনং ত্রিষ্টুভৈব মাধ্যন্দিনে সবনে	৪০৫
উক্থং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিন৺ সবনং প্রতিগীর্য্য চত্বার্য্যেতান্যক্ষরাণি	৪১০
উক্থং বাচীন্দ্রায়েত্যাহ তৃতীয়সবনং প্রতিগীর্য্য সপ্তৈতান্যক্ষরাণি	৪০৯
উক্থশা ইত্যাহ প্রাতঃসবনং প্রতিগীর্য্য ত্রীণ্যেতান্যক্ষরাণি	৪১০
উত নো দেব দেবা৺ অচ্ছা বোচো বিদুষ্টর	২৪৪
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদাগ্নির্ব্বৃত্রহাঽজনি ধনঞ্জয়ঃ	৬৩৭
উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ	৫২১

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
উত্তরপরিগ্রাহং পরিগৃহ্লাত্যেতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী	১৭৪
উত্তরং বর্হিষঃ প্রস্তর৺ সাদয়তি প্রজা বৈ বর্হির্যজমানঃ প্রস্তরঃ	১৮০
উত্তরস্যাং দেবযজ্যায়ামুপহূতো ভূয়াসি হবিষ্করণ	২০২
উত্তরেষহঃ স্বমুতোহর্ব্বাঞ্চো গৃহস্তেহভিজিত্যৈবেমাল্লোঁকান্ পুনরিমং	৪৫৯
উদপ্রুতো ন বায়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ	৫৬৬
উদপ্রুতো মরুস্তা৺ ইয়র্ত্ত বৃষ্টিং যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি	৩৩৩
উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ	২৫৩
উদু ত্যং চিত্রম্	৩৬৩
উদ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি	১৭৩
উদ্ধন্তি যদেবাস্যা অমেধ্যং তদপি হন্তি	১৭৩
উন্নন্ভয় পৃথিবীং ভিন্ধাবীং দিব্যং নভঃ। উদনো দিব্যস্য নো॥	৬০৬
উন্নিবত উদ্বতশ্চ গোষং পাতং মা	৩৬৫
উপ ব্যয়তে দেবলক্ষমেব তৎ কুরুতে	১০৬
উপ মা দ্যাবাপৃথিবী হবৈ্য তামুপাহস্তাবঃ কলশঃ	৩৬৩
উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপতয়ে ত্বোতি দ্রোণকলশমভি	৩৪৬
উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জোতিষ্মন্তং	৬২১
উপযামগৃহীতোহসি রাক্ষসদসি বাক্পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্য	৪১১
উপযামগৃহীতোহস্যৃতসদসি চক্ষুষ্পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্য যজ্ঞস্য	৪১১
উপশ্রিতো দিবঃ পৃথিব্যোরিত্যাহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উপশ্রিতঃ	২২২
উপহূতং বামদেব্য৺ সহান্তরিক্ষেণেত্যাহ পশবো বৈ বামদেব্যং পশূনেব	২০১
উপহূতা ধেনুঃ সহর্ষভেত্যাহ মিথুনমেবোপহ্বয়তে	২০১
উপহূতাং৩হো ইত্যাহাত্মানমেবোপহ্বয়তে	২০১
উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু	২৫৩
উপহূতে দ্যাবাপৃথিবী ইত্যাহ দ্যাবাপৃথিবী এবোপহ্বয়তে	২০২
উপহূতোহয়ং যজমান ইত্যাহ যজমানমেবোপহ্বয়তে	২০১
উপহূত৺ রথংতর৺ সহ পৃথিব্যেত্যাহেয়ং বৈ রথন্তরমিমামেব	২০১
উপহূতো ভক্ষঃ সখেত্যাহ সোমপীথমেবোপহ্বয়তে	২০১
উপাকৃত্য পঞ্চ জুহোতি পাঙ্ক্ত্যাঃ পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধে	২৯২
উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনো	৪২৭
উরুদ্রপ্সো বিশ্বরূপ ইন্দুরিত্যাহ প্রজা বৈ পশব ইন্দুঃ প্রজয়ৈবৈমং পশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি	৪৯৮
উরুদ্রপ্সো বিশ্বরূপ ইন্দুঃ পবমানো ধীর আনঞ্জ গর্ভম্	৪৮৩
উর্দ্ধাস্তিষ্ঠন্ হোতারং বৃণাতেহগ্নির্দ্দেবো হোতা	১০৯
উর্দ্ধে সমিধাবা দধাত্যুপরিষ্টাদেব রক্ষা৺স্যপহন্তি	১৯০

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
উশন্তস্ত্বা হবামহ উশন্ত. সমিধীমহি	১৫২
উশিক্ত্বং দেব সোম গায়ত্রেণ ছন্দসাঽগ্নেঃ প্রিয়ং পাথো অপীহি	৪৪২
উশিগসি বসুভ্যস্ত্বা বসুভিষেত্যাহষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা	৫৮৮

ঋ।

ঋক্সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহর্কসামাভ্যাং	১৬৫
ঋচা স্তোমᳬ সমর্দ্ধয় গায়ত্রেণ রথন্তরম্ বৃহদ্গায়ত্রবর্ত্তনি	৩১২
ঋজুনা ধারয়ত্যাজুরিব হি প্রাণঃ সন্ততমা	১০৯
ঋতমসি সত্যং নামেত্যাহ ক্ষত্রমেবাব রুন্ধে	৪৫২
ঋতস্য বিধর্ম্মি দিবমেবাভে জয়ত্যাতস্য ত্বা জ্যোতিষ ইত্যাহ	৪৫১
ঋতাষাড়্ তধামাঽগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরস উর্জ্জো নাম স ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু	৫ ৯
ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং নাপশ্যন্তং বসিষ্ঠঃ	৫৮৭
ঋষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো হ্যেতমস্তুবন্	৮৮
ঋষেঋষের্ব্বা এতা নির্ম্মিতা যৎ সামিধেন্যস্তা	৬৮

এ।

একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী পঞ্চপদী ষট্পদী সপ্তপদ্যষ্টাপদী ভুবনাঽনু	৪৮৩
একবিᳬশতিমনু ব্রূয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামৈকবিᳬশঃ স্তোমানাং	১৮
এতং যুবানং পরি বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরতে প্রিয়েন	৪৭৮
এতত্তে তত যে চ ত্বামন্বেতত্তে পিতামহ প্রপিতামহ	৩১৭
এতদ্বৈ নামাঽসুর আসীৎ স এতর্হি যজ্ঞস্যাহ শিষমবৃঙ্ক্ত	২২২
এতদ্বা অপাং নামধেয়ং গুহ্যং যদাধাবা মান্দাসু তে শুক্র	৪৪৭
এতদ্বৈ দেবানামায়ুং যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ য	৫৭
এতদ্বৈ দেবিকাঃ সর্ব্বাণি চ ছন্দাᳬসি সর্ব্বাশ্চ দেবতা	৫৪৮
এতদ্বৈ সর্ব্বমধ্বর্য্যুরুপাকুর্ব্বন্নদগাতৃভ্য উপাকরোতি তে দেবাঃ	৪৩৮
এতদ্বৈ ঋচাᳬ রূপং যদ্ধৈবᳬ রূপা ঋচো ভবন্তি	৬১৭
এতা এব নিঃ বপেদ্যং যজ্ঞো নোমনমেচ্ছন্দাᳬসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাᳬসি খলু বা এতম্	৫৪৭
এতা এব নির্ব্বপেজ্জ্যোগামযাবী ছন্দাᳬসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাᳬসি খলু বা এতমভি	৫৪৬
এতা এব নির্ব্বপেৎ পশুকামশ্ছন্দাᳬসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাᳬসি ইব খলু বৈ পশব	৫৪৬
এতা এব নির্ব্বপেৎ রুক্কামশ্ছন্দাᳬসি। বৈ দেবিকাশ্ছন্দাᳬসীব খলু বৈ রুক্ছন্দোভিরেবাস্মিন্	৫৪৮

মন্ত্র | পৃষ্ঠা।
এতা এব নির্ব্বপেদীজানশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকা যাতয়ামানীব খলু বা এতস্য ছন্দাংসি ৫৪৭
এতা এব নির্ব্বপেন্তং মেধা নোপানমেচ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসি খলু বা ৫৪৭
এতানি বা অঙ্গাবরূংষি সম্বৎসরস্য যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ ৫৬
এতাবদ্বৈ পুরুষং পরিতস্তদেবাবরুন্ধ ৪৫৩
এতে বৈ সম্বৎসরস্য চক্ষুষী যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ ৫৭
এতেন হ স্ম বা ঋষয়ঃ পুরা বিজ্ঞানেন দীর্ঘসত্রাদিকং ৪৭০
এতৌ বৈ দেবনাং হরি যদ্দর্শ পূর্ণমাসৌ ৫৭
এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজনং হ্যেষ পৃথিব্যা ২৬৫
এন্দ্র সানসিং রয়িম্ সজিত্বানং সদাসহম্ বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ৫৬৭
এবৈনং পুরোনুবাক্যয়া দত্তে প্রযচ্ছতি যাজ্যয়া প্রতি ১৪৮
এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেব ২৭০
এষ তে রুদ্র ভাগো যং নিরযাচথাস্তং জুষস্ব বিদের্গৌপত্যং রায়স্পোষং ৩১৪
এষ বৈ হবির্দ্ধানী যো দর্শপূর্ণমাসযাজী ৫৭
এষ বৈ দেবযানঃ পন্থা যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ ৫৭
এষ বৈ দেবরথো যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্ট্বা ৫৬
এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদ্দর্শপূর্ণমাসৌ ৫৭

—•—

ও।

ওজোঽসি পিতৃভ্যস্ত্বা পিতৃভিস্ত্বেত্যাহ দেবানেব পিতৄনমু সং তনোতি ৫৮৮
ওষধী তেঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমান দ্যাবাপৃথিবী স্তামিত্যাহাঽশিষমেবৈতামা ২২
ওষধয়ো বৈ সোমস্য বিশো বিশঃ খলু বৈ রাজ্ঞঃ প্রদাতোরীশ্বরা ৩০৭

—০—

ঔ।

ঔর্ব্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে ৩৪৩

—০—

ক।

ককুহং রূপং বৃষভস্য রোচতে বৃহৎ সোমঃ সোমস্য পুরোগাঃ ৪৪১
কবিংস্থ নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্ ২৪৫
কবির্যজ্ঞস্য বি তনোতি পন্থাং নাকস্য পৃষ্ঠে ৬০৬
কমু ষিদস্য সেনয়াঽগ্নের পাক চক্ষসঃ ২৪৫
কিক্কিটাকারং জুহোতি কিক্কিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো রমন্তে প্রাঽরণ্যাঃ ৫০

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
কিতবা'সো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম	৫৬৮
কুহূমহ॰ সুভগাং বিদ্মনাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি। সা নো দদাতু শ্রবণং॥	৪৮৮
কুহূর্দ্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্যা নো অস্য হবিষশ্চিকেতু। সং দাশুষে কিরতু ভূরি॥	৪৮৯
কেশিনং হ দার্ভ্যং কেশী সাত্যকামিরুবাচ সপ্তপদাং	১৪৭
ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যৎখনত্যপো নিনয়তি শান্ত্যৈ	১৭৯
ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যদ্বেদিং করোতি ধা অসি স্বধা	১৭৪
ক্ষীরে ভবতি রুচমেবাস্মিন্দধাতি	৫৩৮
গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপতয় ইত্যাহাইশিষমেবৈতামা শাস্তে	২৩৭
গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়াস্মেত্যাহা পিষমেবৈতামা শাস্তে	৫১১
গ্রামকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রং সজাতা রাষ্ট্রেণৈবাস্মৈ	৫৩৫
গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রিষ্টুগ্‌যাজ্যা ব্রহ্মন্নেব	১৪৮
গায়ত্রী পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রিষ্টুগ্‌যাজ্যৈষা	১৪৯
গায়ত্রী বা অনুমতিস্ত্রিষ্টুগ্রাকা জগতী সিনীবাল্যনুষ্টুপ্ কুহূর্দ্ধাতা	৫৪৮
গায়ত্র্যেব তেন গর্ভং ধত্তে সা প্রজাং পশূন্	১৩৪
গায়ত্রো বা অগ্নির্গায়ত্রছন্দাস্তং ছন্দসা ছন্দসা ব্যর্দ্ধয়তি	৬০০
গোমা॰ এসো অসুর প্রজাবান্দীর্ঘো রয়িঃ	৩২৮

—•—

ঘ।

ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী মধুনা সমুক্ষত পয়স্বতী কৃণুতাহপ ওষধী	৩৪৩
ঘোরা ঋষায়া নামা অস্বেভ্যঃ চক্ষুষ এষাং মনসশ্চ সন্ধৌ	৩৯৮

—•—

চ।

চক্ষুরসি শ্রোতং নামেত্যাহাহয়ুরেবাব রুন্ধে রূপমসি বর্ণো নামে	৪৫২
চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্যভাগৌ	১৪৬
চতুঃশরাবো ভবতি দিক্ষ্যেব প্রতি তিষ্ঠতি	৫:৮
চতুঃ সংপদ্যতে চতুষ্পাদঃ পশবঃ পশূনেবাব রুন্ধে	২১১
চতুরবত্তং ভবতি হবির্বৈ চতুরবত্তং পশবশ্চতুরবত্তম্	২১০
চতুর্ব্বিংশতিমনুব্রূয়াদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা	৯৮
চত্বার আর্ষেয়াঃ প্রাশ্নন্তি দিশামেব জ্যোতিষি জুহোতি	৫৩৮
চারু কৃপণকাশী কামো গন্ধর্ব্বস্তস্যাহধয়োহপ্সরসঃ	৫৩০
চিত্তং চ চিত্তিশ্চাহকূতং চাহকূতিশ্চ বিজ্ঞাতং চ বিজ্ঞানং চ মনশ্চ শক্বরীশ্চ	৫ ৭

—০—

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ছ।	
ছন্দাᳬসি দেবেভ্যোঽপাক্রামন্নবোঽভাগানি হব্য বক্ষ্যাম ইতি তেভ্য	১৬২
জ।	
জগত্যা পরি দধ্যাজ্জাগতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ	৯৮
জয়তি দশ সং পদ্যন্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং বিরাড্‌বিরাজ্যেবান্নাদ্যে	৪৫৩
জাতবেদো বপয়া গচ্ছ দেবান্ত্বᳬহি হোতা প্রথমো বভূথ	১৮৫
জামি বা এতদ্‌যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদন্বঞ্চৌ পুরোডাশাবু পাᳬশুযাজমন্তরা	১৯০
জামি বা এতদ্‌যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদান্বোন প্রযাজা ইজ্যন্ত	২৩৭
জুষ্টো বাচো ভূয়াসং জুষ্টো বাচস্পতয়ে দেবি বাক	৩২২
জ্যৈষ্ঠো বা এষ গ্রহণাং যস্যৈষ গৃহ্যতে জ্যৈষ্ঠমেবগচ্ছতি	৬ ৪
ত।	
তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গির	৭৬
তং নেমিমৃভবো যথাঽনমস্বসহূতিভিঃ	২৪৪
তং পশুভিশ্চরন্তং যজ্ঞবাস্তৌ রুদ্র আঽগচ্ছৎ সোঽব্রবীন্মম বা ইমে পশব	৩১৪
তং মর্জ্জয়ন্ত সুক্রতু পুরোযাবানমাজিষু	৬৩৩
তᳬ সুপ্রতীকᳬ সুদৃশᳬ স্বঞ্চমবিদ্বাᳬসো বিদুষ্টরᳬ	১২৪
তচ্ছং যোরা বৃণীমহ ইত্যাহ যজ্ঞমেব তৎস্বগা করোতি	২৩৭
তৎপুষ্ণে পর্য্যহরস্তৎপুষা প্রাশ্য দতোঽরুণতস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগোঽদন্তকো	১১১
তৎশংযোরাবৃণীমহ ইত্যাহ শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন	২৩৭
তৎ সᳬস্থাপ্য বাত্র স্বᳬ হবির্ব্বজমাদায়	১৪
ততোঽধি হি কামং যজেত	৩৭
তদগ্নির্দ্দেবো দেবেভ্যো বনতে বয়মগ্নের্ম্মানুষা ইত্যাহাগ্নির্দ্দেবেভ্যো	২২৩
তন্নস্তরীপমধ পোষয়িত্নু দেব	৩২৮
তন্তং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতন্	৫০৫
তন্তং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহীত্যাহেমানেবাস্মৈ লোকাঞ্জ্যোতিষ্মতঃ	৫১১
তন্তুরসি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজা জিম্ব ইত্যাহ পিতৃনেব প্রজা	৫৮৮
তমব্রুবন্ কথাঽহাস্থা ইত্যমু পাঙ্‌ক্তোঽভুবমিত্য ব্রবীদ যথাঽঙ্ক্তোঽমু পাঙ্‌ক্তঃ	১৬৩
তমপ্সরা যুবতয়ো যুবানং মর্ম্মৃজ্যমানাঃ পরিযন্ত্যাপঃ	১২৩
তমু ত্বা দধ্যঙ্‌ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ	৬৩৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
তমূ ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্	৬৩৬
তয়োরাবিষ্টগ্নিরিদঁ হবিরজুষতেত্যাহ যা অযাক্ষা দেবতাস্তা	২২৩
তস্মাদপ্যন্তদেবব‌ত্যামালভমান আগ্নেয়মষ্টাকপালং পুরস্তান্নির্ব্বপেদ গ্নেরেবৈনামধি	৫০৯
তস্মাদাহুর্য্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন কথা পুত্রস্ত কেবলং কথা	১৩৪
তস্মাত্তত্র দশোষিত্বা প্রযাতি তত্তজ্জবাস্তবাস্তেব তত্ত্বত্তোঽর্ব্বাচীনম্	৫৫৭
তস্মাদাসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্য্যঃ	৫৮৭
তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাবে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্ত জুহোমি	৬২৫
তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া	২৪৫
তস্যাঞ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্লাত্তাঁ সম্বৎসরমবি ভস্তং	২
তস্যৈতদ্‌ব্রতং নানৃতং বদেন্ন মাঁ সমশ্নীয়ান্ন	৪৬
তস্যৈ বা এতস্যা একমেবাদেবযজনং যদালব্ধায়ামভ্রঃ ভবতি	৫১২
তাবব্রুতামগ্নাষোমৌ মা প্র হারাবযন্তঃ	১৩
তাবব্রুতামভি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শক্নুব	১৪
তা যৎ সহ সর্ব্বা নির্ব্বপেদীশ্বরা এনং প্রদহো দ্বে প্রথমে নিরূপ্য	৫০৮
তাসাং ত্রীণি চ শতানি ষষ্টিশ্চাক্ষরাণি	৭৬
তির্য্যঞ্চমাষারয়ত্যচ্ছম্বট্‌কারম্	১০৮
তিষ্ঠন্নাহ তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রুততবং বদতি	১০৬
তিষ্ঠন্যাহ স্বর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ	১০৬
তৃতীয়স্যামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাঽহরত্তস্য পর্ণমচ্ছিদ্যত	৬১৬
তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভির্য্য এবং বেদ	১০৭
তৃম্পন্তাঁ হোত্রা মধ্যের্য্যতস্য যজ্ঞপতিমৃষয় এনসা	৩৯৮
তেজো মা মা হাসীন্মাঽহং তেজো হাসিষং মা মাং তেজো হাসীদিন্দ্রৌজস্বিন্নোজস্বী	৪৩৪
তে দেবা বৃত্রঁ হত্বাঽগ্নাষোমাবব্রুবন্ হব্যং নো	১৫
তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাঽমাবাস্যায়ামনুবন্ধ্যা	৪৫
ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে	৫৬৫
ত্বং তুরীয়া বশিনী বশাঽসি সকৃত্তত্বা মনসা গর্ভ আঽশয়ৎ	৫০৫
ত্বং ত্যা চিদচ্যুতাগ্নে পশুর্ন যবসে	৩৪২
ত্বং নৃতস্ত্বম্ উ নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ	৬৩৫
ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্দেবস্য হেড়োঽব	১০৩
ত্বঁ সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ	৫৬৭
ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনুদ্যাবাপৃথিবী	২৫২
ত্বঁ সোম প্রচিকিতো মনীষা ত্বঁ যজিষ্ঠমনু	২৫২
ত্বঁ হ যত্যবিষ্ট্য সহসঃ সূনবাহুত	২৪৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ত্ব৺হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্‌ৎসতা	৬১৬
ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদোঽহব্যবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বা	৫৪
ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো দধাসি দেব দাশুষে কবির্গৃহপতির্যুবা	৫৬৫
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্ব্বে কর্ম্মাণি চক্রুঃ	২১২
ত্বষ্টা হতপুত্রো বীন্দ্র৺ সোমমাঽহরত্তস্মিন্নিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত	১৩
ত্বাং গাবোঽবৃণত রাজ্যায় ত্বা৺ হবন্ত মরুতঃ স্বর্কাঃ	৪৭৯
ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিত্র৺ রত্নধাতমম্। গুহাসন্ত৺ সুভগং বিশ্বদর্শতং	৪৮৭
ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহ৺ শৃতঙ্কর্ত্তারমুত যজ্ঞিয়ং চ	২৮৫
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমা	৬৯
ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ	৭৮
ত্রি৺শতমনুব্রূয়াদন্ন কামস্য ত্রি৺শদক্ষরা বিরাডন্নং	৯৯
ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাং যজ্ঞস্যৈব	৬৭
ত্রিপদা পুরোনুবাক্যা ভবতি ত্রয় ইমে লোকা ত্রিম্বেব	১৪৯
ত্রিবৃদসি প্রবৃদসীত্যাহ মিথুনত্বায়	৫৮৯
ত্রিরব জিঘ্রেৎ প্রজাপতৌ ত্বা মনসি জুহোমীত্যেষা	২৭১
ত্রিরূপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা	১০৮
ত্রির্ব্বি গৃহ্ণাতি ত্রয় ইমে লোকা	৬৭
ত্রির্ম্মধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানেবাতি জয়তি	১০৮
ত্রির্হরতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যো	১৭৩
ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়কামঃ খলু	৯৮
ত্রী৺স্তৃচানমু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য ত্রয়ো বা অন্যে	৯৮
ত্রীণি বাব সবনান্যথ তৃতীয় সবনমব লুম্পন্ত্য৺শু কুর্ব্বন্ত	৩৫০
ত্রীণ্যায়ূ৺ষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে	৪২৭
ত্রেধাঽনক্তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোঽনক্তি	১৮০

— ০ —

দ।

দক্ষক্রতুভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্চ্চোদৌ বর্চ্চসে পাবথা৺	৩৫৭
দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি দেবযজনস্যৈব রূপমকঃ	১৭৩
দধদ্বে বা যদীমনু বোচদ্ব্রহ্মাণি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা	৪৪৩
দশমেঽহন্ গৃহন্তে প্রাণাঃ বৈ প্রাণগ্রহাঃ	৬৩০
দশ সমানত্র জুহোতি দশাক্ষরা বিরাড়্বিরাজমেবাহস্থ্রেষ্টকাং কৃত্বোপ	৫৫৬

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
দশ সম্পন্তস্তে দশাক্ষরা বিরাডন্নং	১৩২
দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ব্ব আ২লভন্ত দর্শপূর্ণমাসাবালভমান	৫৭৮
দাক্ষায়ণযজ্ঞেন সুবর্গকামো যজেত পূর্ণমাসে	৪৫
দারুপাত্রেণ জুহোতি ন হি মৃন্ময়মাহুতিমানশ	৩৬
দিবং বৈ যজ্ঞস্য বৃদ্ধং গচ্ছতি পৃথিবীমতিরিক্তং তত্তন্ন শময়েদার্ত্তিমার্চ্ছেদ্যজমানো	৪৯৮
দিবি তে বৃহদ্ভা ইত্যাহ সুবর্গ এবাস্মৈ লোকে জ্যোতির্দধাতি	৫১১
দিবে ত্বা২ন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি বর্হিরাসাদ্য	১৭৯
দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিম্বত	৩৪২
দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং	৩২৯
দূরেহেতিরমৃড়য়ঃ মৃত্যুর্গন্ধর্ব্বস্তস্য প্রজা অপ্সরসো ভীরুবঃ	৩৫০
দৃঢ়ে স্থঃ শিথিরে সমীচী মাহং২সম্পাতং	৩৬৪
দেবকৃতস্যৈনসো২বযজনমসি মনুষ্যকৃতস্যৈনসো২যজনমসি	৩৭৩
দেবতাসু বা এতে প্রাণাপানয়োঃ ব্যাযচ্ছন্তে	৩০০
দেবলোকং বা অগ্নিনা যজমানো২নু পশ্যতি	১১৬
দেব সবিতরেতত্তে প্রা২হ তৎ প্র চ সুব প্র চ যজ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা২যুসত্যা	৩৯২
দেব সবিতরেতত্তে প্রা২হেত্যাহ প্রসূত্যৈ বৃহস্পতি ব্রহ্মেত্যাহ	২২১
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্ফ্যমাদত্তে প্রসূত্যা অশ্বিনো	১৭২
দেবানাং বা অনিষ্টা দেবতা আসন্নথাসুরা	১৩৩
দেবানাং বা ইষ্টা দেবতা আসন্নথাগ্নির্নোদজ্বলত্তং দেবা	২২২
দেবানামেষ উপনাহ আসীদপাং গর্ভ ওষধীষু ন্যক্তি	৪৭৮
দেবা বা অহঃ যজ্ঞিয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপু	৫৮
দেবা বৈ নার্চ্চি ন যজুষ্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত	৬৭
দেবা বৈ পুরা রক্ষোভ্য ইতি স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু	১৩৩
দেবা বৈ ব্রহ্মন্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ সুশ্রবা	৬১৬
দেবা বৈ যজ্ঞস্য স্বগাকর্ত্তারং নাবিন্দন্তে সং যুং বার্হস্পত্যমব্রুবন্নিমং	২৩৬
দেবা বৈ যজ্ঞাদ্রুদ্রমন্তরায়ন্ত স যজ্ঞমবিধ্যত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্ত	২১১
দেবা বৈ যদযজ্ঞে২কুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা	৩৫
দেবা বৈ যদ্যজ্ঞে২কুর্ব্বত তদসুরা অকুর্ব্বত তে দেবা এতানভ্যাতানানপশ্যন্তানভ্যাতন্বত	৫২৫
দেবা বৈ সামিধেনীরনূচ্য যজ্ঞ নান্বপশ্যন্ত স	১০৭
দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্ হ্যেষা২বতি বিশ্ববারামিত্যাহ	৮৯
দেবাসুরা এষু লোকেষ্বস্পর্দ্ধন্ত তে দেবাঃ প্রযাজৈরেভ্যো	১৩২
দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ত স ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপাধবত্তস্মা এতাগ্নমান্	৫২০
দেবিকা নির্ব্বপেৎ প্রজাকামশ্ছন্দাংসি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাংসীব খলু	৫৪৫

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
দেবেদ্ধ ইত্যাহ দেবা	৮৭
দেবেভ্যস্ত্বা বিশ্বদেবেভ্যস্ত্বা বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যো	৪২১
দৈবা বৈ য যদ্‌যজ্ঞেন নাবারুন্ধত তৎ পরৈরবারুন্ধত তৎপরাণাং পরত্বং	৪৫৯
দৈব্যা অধ্বর্য্যব উপহূতা উপহূতা মনুষ্যা ইত্যাহ দেবমনুষ্যানেবোপহ্বয়তে	২০২
দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিগৃহ্ণামি	৪০০
দ্যাবাপৃথিব্যামা লভেত কৃষমাণঃ প্রতিষ্ঠাকামো দিব এবাস্মৈ পর্জ্জন্যো বর্ষতি	৫০৯
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু দ্যামিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্ব্বঃ তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং	৩০৮
দ্বাত্রিংশতমনুব্রুয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্ত দ্বাত্রিংশদক্ষরাঽনুষ্টুপছন্দসাং	৯৯
দ্বাদশকপালোঽমাবাস্যা বৈ সরস্বতী পূর্ণমাসঃ সরস্বান্তাবেব	৫৭৯
দ্বাদশ সম্পদ্যন্তে দ্বাদশমাসাঃ সম্বৎসরঃ	১০৮
দ্বিরভি ঘারয়তি চতুরবত্তস্যাঽপ্ত্যৈ	১৯১
দ্বৌ সমুদ্রৌবিততাবর্য্যেণ পর্য্যাবর্ত্তেতে জঠরেব পাদাঃ	৩৫০

—o—

ধ।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ধাতা দদাতু দাশুষে বসূনি প্রজাকামায় মীঢ়ুষে দুরোণে। তস্মৈ দেবা অমৃতাঃ সং ব্যয়ন্তাং ॥	৪৮৭
ধাতা দদাতু নো রয়িং প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি ॥	৪৮৭
ধাতা দদাতু নো রয়িমীশানো জগতস্পতিঃ। স নঃ পূর্ণেন বাবনৎ ॥	৪৮৭
ধাতা প্রজায়া উত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বং ভুবনং জজান	৪৮৭
ধুরসি শ্রেষ্ঠা রশ্মীনামপানপা অপানং মে পাহি	৪২২
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাঽব সোমং নয়ামসি	৪০০

—•—

ন।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ন দ্বে যজেত যৎ পূর্ব্বয়া সম্পতি যজেতোত্তরয়া	৪৪
ন পুরস্তাৎ পরি দধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্রক্ষাংস্যপহন্তি	১৯০
ন পুরস্তাৎ প্রত্যস্যেত্যৎ পুরস্তাৎ প্রত্যস্যেৎ সুবর্গাল্লোকাদ্‌যজমানং প্রতিনুদেৎ	১৮০
ন প্রতি শৃণাতি যৎ প্রতিশৃণীয়াদনূর্দ্ধং ভাবুকং যজমানস্য	৮০
নব নব গৃহ্যন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু	৬৩০
ন বিষঞ্চং বি যুযান্ যদ্বিষঞ্চং বিযুযাৎ স্ত্রাস্য জায়েৎ	১৮০
নম ইন্দ্রায় মথঘ্ন ইন্দ্রিয়ং মে বীর্য্যং নির্ব্বধীরিতি	৩৬৩
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ	২৪৫
নমঃ পিতৃভ্যো অভি যে নো অধ্যন্যজ্ঞকৃতো যজ্ঞকামাঃ সুদেবা অকামা	৩৯৯
নমঃ সদসে নমঃ সদসস্পতয়ে নমঃ সখীনাং	৩৬৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো	৩৭৩
নমো মহিম্ন উত চক্ষুষে তে মরুতাং পিতস্তদহং	৪৭৮
নমো রুদ্রায় মখঘ্নে নমস্কৃত্যা মা পাহীত্যাগ্নীধ্রং তস্মা এব নমস্কৃত্য	৩৬৩
নাগতশ্রীর্মহেন্দ্রং যজেত ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ	৩৭
নাত্যগ্রং প্রহরেদ্‌যদত্যগ্রং প্রহরেদত্যা সারিণ্যধ্বর্য্যোর্নাশুকা স্যাৎ	১৮০
নানা প্রাণো যজমানস্য পশুনা যজ্ঞো দেবেভিঃ সহ দেবযানঃ	২৮৪
নামাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাং চ স্ত্রিয়মুপেয়াদ্‌যদুপেয়ান্নিরিন্দ্রিয়	৫৮
নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্য পয়ঃ	৪৩
নিগ্রাভ্যাঃ স্থ দেবশ্রুত আয়ুর্মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়তাপানং	৩০৭
নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ	১০৬
নিবেশনী সঙ্গমনী বসূনাং বিশ্বারূপাণি বসূন্যাবেশয়ন্তী	৫৭৮
নিযচ্ছতি বৃষ্টিমেবাস্মৈ নি যচ্ছতি	১০০
নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাং অসদ	৬১৫
নৃমেধশ্চ পরুচ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাদ্যমবদে তামস্মিন্দারাবাদ্রেঽগ্নিং	৭৭
নৈয়গ্রোধ ঔদুম্বর আশ্বত্থঃ প্লাক্ষ ইতীধ্মো ভবত্যেতে বৈ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গৃহাঃ	৫৩৬

— ০ —

প।

পঙ্‌ক্তিপ্রায়ণো বৈ যজ্ঞঃ পঙ্‌ক্ত্যুদয়নঃ পঞ্চ প্রযাজা ইত্যন্তে	২৩৭
পঙ্‌ক্তৌ যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞস্তেনৈব	৬০০
পঞ্চ গৃহ্যন্তে পঞ্চ দিশঃ সর্ব্বাস্বেব দিক্ষু দিক্ষ্বৃধ্নুবন্তি	৬৩০
পঞ্চদশ সমিধেনীরন্বাহ পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য	৭৬
পঞ্চদশান্যু ব্রূয়াদ্রাজন্যস্য পঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ	৯৮
পন্নেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বদা তে বিশ্বাবতো	৬১২
পবক্তে হি যন্তি পরাচীভিঃ স্তুবতে বৈষ্ণবার্চ্চা পুনরেত্যোপ তিষ্ঠতে যজ্ঞো	৩২৩
পর্ব্বতশ্চিদ্ম্যহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্চিৎ মানু রেজত স্বনেবঃ	৩৩১
পরমেষ্ঠ্যধিপতির্মৃত্যুর্গন্ধর্ব্বস্তস্য বিশ্বমপ্সরসো ভুবঃ	৫৩০
পর্য্যগ্নৌ ক্রিয়মাণে জুহোতি জীবন্তীয়মেবৈনাং সুবর্গং লোকং গময়তি ত্বং তুরীয়া বশিনী	৫১০
পরস্যা অধি সম্বোতোঽবরাং অভ্যা তর	২৪৫
পরস্তাদর্ব্বাচো বৃণীতে তস্মাৎ	৭৮
পরা বা এতস্যাঽয়ং প্রাণ এতি যোঽযশু গৃহ্নাত্যা	৪৪৭
পরিধনুৎসং মাষ্ঠি পুনাত্যে বিমান্	২২০
পরিভূরগ্নিংপরিভূরিন্দ্রং পরিভূর্ব্বিশ্বাদেবান পরিভূর্ম্মাং	৩৫৬
পশবো বা ইড়া স্বয়মা দত্তে কামমেবাঽঽত্মনা পশূনামা	২১০

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোষধীঃ	৬০৬
পশবো বৈ আহুতয় এষো রুদ্রো যদগ্নি নং পূর্ব্বা	১৯১
পারধীন পরি দধাতি রক্ষসামপহত্যৈ	১৮৯
পিবন্ত্যাপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো ঘৃতবদ্বিদথেষাভুবঃ	৩৪২
পিতা বৎসানাং পতিরঘ্নিয়ানামথো পিতা মহতাং	৪৭৯
পিতা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাঃনুযাজা যৎ প্রযাজানিষ্ট্বা	১৩৪
পিতৃদেবত্যাঽতীং খনতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন	১৭৩
পিশঙ্গরূপ সুভরো বয়োধাঃ শ্রুষ্টী বীরো জায়তে দেবকামং	৩৯২
পুনরগ্নিশ্চক্ষুরদাৎ পুনরিন্দ্রো বৃহস্পতিঃ	৩৭২
পুরস্তাৎ প্রস্তরং গৃহ্লাতি মুখ্যমেবৈনং করোতি	১৭৯
পুরস্তাৎ সোমস্য ক্রয়াদেবমভি মন্ত্রয়েত	২৭১
পুরস্তাল্লক্ষ্মা পুরোনুবাক্যা ভবতি জাতানেব	৪০৯
পুরীষবতীং করোতি প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ	১৭৩
পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং সুতস্তেষামেতমর্দ্ধমাসং	৪৫
পূর্ণা পশ্চাদুত পূর্ণা পুরস্তাদুন্মধ্যতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়	৫৭৭
পূর্ব্বজে ঋতাবরী ইত্যাহ পূর্ব্বজে হেত্যে ঋতাবরী দেবপুত্রে	২০২
পূর্ব্বপক্ষোরাকাঽপরপক্ষঃ কুহূরমাবাস্যা সিনীবালী পৌর্ণমাস্যনুমতিশ্চন্দ্রমা	৪৪৮
পূর্ব্বার্দ্ধে জুহোতি তস্মাৎ পূর্ব্বার্দ্ধে চক্ষুষী	১৪৬
পৃতনাষাডসি পশুভ্যস্ত্বা পশুস্বিবেত্যাহ প্রজা এব	৫৮৮
পৌর্ণমাসীমেব যজেত ভ্রাতৃব্যবান্নামাবাস্যায় হত্বা	৩৬
প্রচ্যুতং বা এতদস্মাল্লোকাদাগতং দেবলোকং যচ্ছৃতং	১৬৩
প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্লাতি পূর্ব্বা প্রাণমঙ্গেভ্যঃ পর্য্যাচরন্তম্	২৮৩
প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তপোঽতপ্যত স সর্পানসৃজত	২৬৩
প্রজাপতির্দ্দেবাসুরানসৃজত তদনুযজ্ঞোঽসৃজ্যত যজ্ঞং ছন্দাংসি	১৩৪
প্রজাপতির্দ্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ ব্যাদিশৎ স আত্মান্নাজ্যমধত্ত	১৬২
প্রজাপতির্ব্বা অজুহোৎসাযত্রাঽহুতিঃ প্রত্যতিষ্ঠত্ততো	৬১৭
প্রজাপতির্ব্বিরাজমসৃজত তয়া ভূতং চ ভব্যং চাসৃজত তামৃষিভ্যস্তি	৪৫২
প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনঃ গন্ধর্ব্বস্তস্যর্কসামান্যপ্সরসো বহুয়ঃ	৫৩০
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জীতানি পরি তা বভূব	৩৭৩
প্রজাপতে স বেদ সোমাপূষণেমৌ দেবৌ	২৪৬
প্রজাপতের্জ্জায়মানাঃ প্রজা জাতাশ্চ যা ইমাঃ	১৮৩
প্রণীর্যজ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হ্যেষ যজ্ঞানাং	৮৮
প্র ণো দেব্যা নো দিবঃ	৩২৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
প্রথমং ধাতারং করোতি মিথুনী এব তেন কারোত্যম্বেবাস্মা অনুমতির্ম্মন্যতে রাতে রাকা	৫৪৫
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্	৬৩৬
প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্	৬৩৪
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎ সূর্য্যো	১২৩
প্র বঃ বাজা ইত্যনিরুক্তাং প্রাজাপত্যামন্বাহ	৬৭
প্রব হস্তম্ববাহংসীত্যাহ মিথুনত্বায়	৫৮৮
প্রবাহুগ্‌ জুহোতি তস্মাৎ প্রবাহুক্ চক্ষুষী	১৪৬
প্রবাহুগ্বা ঋত্বিজামুদগথা উদগীথ এবোদগাতৃণাম্ ঋচঃ প্রণব	৪১১
প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ তস্মাৎ প্রাচীনঁ	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যন্বাহ মাসা বৈ বাজা	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যন্বাহান্নং বৈ বাজোঽন্নমেবাব	৬৮
প্রমুঞ্চমানা ভুবনস্য রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবা	২৮৪
প্র স মিত্র মর্ত্তো অস্ত প্রয়স্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন	৫৬৭
প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূঞ্ জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু	৫৬৭
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ	৪২৬
প্র হোত্রে পূর্ব্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ বিপাং জ্যোতীঁষি বিভ্রতে ন বেধসে	৪২৬
প্রাজাপত্যা বৈ পশবস্তেষাঁ রুদ্রোঽধিপতির্যদেতাভ্যামুপাকরোতি	২৯২
প্রাজাপত্যামা লভেত যঃ কাময়েতানভিজিতমভিজয়েয়মিতি	৫১০
প্রাঞ্চং প্র হরন্তি যজমানমেব সুবর্গং লোকং গময়ন্তি	১৮০
প্রাঞ্চমগ্নিং প্র হরন্ত্যুৎপত্নীমা নয়ন্ত্যন্বনাঁসি প্র বর্ত্তয়ন্ত্যাম	২৭৯
প্রাণাপানৌ বা এনং তদজহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোঽপানঃ	১৪
প্রাণায় ত্বাঽপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাঽসতে	৬২১
প্রাণায় মে বর্চ্চোদা বর্চ্চসে পবস্বাপানায়	৩৫৬
প্রাণো বৈ পৃষদাজ্যং প্রাণো বা এতস্য স্কন্দতি যস্য পৃষদাজ্যঁ	৩৮৭
প্রায়ণীয়ে চোদনীয়ে চ গৃহ্যন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেবঃ	৬৩০
প্রাশ্নন্তি তীর্থ এব প্রাশ্নন্তি দক্ষিণাং দদাতি তীর্থঃ এব দক্ষিণাং	২১
প্রেতরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মং জিন্বেত্যাহ মনুষ্যা বৈ ধর্ম্মো মনুষ্যেভ্যঃ	৫৮৮
প্রোতবন্ত্যাজ্যানি ভরন্ত্যভিজিত্যৈ মরুত্বতীঃ প্রতিপদো বিজিত্যা	৩০১
প্রেহ্যুদেহ্যতস্য বামীরন্বগ্নিস্তেঽগ্রং নয়ত্বদিতির্ম্মধ্যং দদতাং	৫১১
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতী বেদিং বর্ণেন সীদতু	৬১১
প্রৈবৈনং পুরোনুবাক্যয়াঽহ প্রণয়তি যাজ্যয়া গময়তি বষট্‌কারেণ	১৪৮
প্রোক্ষনীরা সাদয়ত্যাপো বৈ রক্ষোঘ্নী রক্ষসামপহত্যৈ	১৭৪

—•—

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ব।	
বজ্র আজ্যং বজ্র আজ্যভাবৌ বজ্রো বষট্‌কারস্ত্রিবৃতমেব	১৪৮
বষ্‌ট্‌কারো বৈ গায়ত্রীয়ৈ শিরোঽচ্ছিনত্তস্যৈ রসঃ পরাঽপতত্	৬১৬
বপায়াং বা আহ্রিয়মাণায়ামগ্নের্মেধোঽপক্রামতি স্বামু তে	
বর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হিঃ পৃথিবী বেদিঃ	১৭৯
বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্ব্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্	২৫৩
বসবস্ত্বা প্র বৃহন্তু গায়ত্রেণ ছন্দসাঽগ্নেঃ প্রিয়ং পাথ উপেহি	৪৪১
বসুকোঽসি বেষশ্রিরসি বস্তুষ্টিরসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যৈ	৫৮৯
বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো বিশ্বেভো	৬১১
বহিস্তে অস্তু বালিতি	৪৮৩
বাক্ চ মনশ্চাঽধর্ত্তীয়েতামহং দেবেভ্যো	১০৮
বাচস্পতয়ে ত্বা হুতং প্রাশ্নামীত্যাহ বাচমেব ভাগধেয়েন প্রীণাতি	২১০
বায়ব্যয়োপাকরোতি বায়োরেবৈনামবরুধ্যাঽলভত আকূত্যৈ ত্বা কামায়	৫১০
বায়ব্যামা লভেত ভূতিকামো বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি	৫০৯
বায়ুর্ব্ব্যবাতস্মাদ্বায়ব্যা যদিমে গর্ভমদধাতাং তস্মাদ্ দ্যাব্যাপৃথিব্যা যৎ সোমঃ	৫০৯
বায়ুরন্তরিক্ষাৎ অগ্নিঃ পৃথিব্যা সমঃ পিতৃভ্যঃ	৩৬৪
বায়ুরসি প্রাণঃ নামেত্যাহ প্রাণাপানাবেবাব রুন্ধে চক্ষুরসি শ্রোত্রং	৪১২
বায়ুরসি প্রাণো নাম সবিতুরাধিপত্যোঽপানং মে দাশ্চক্ষুরসি	৪৫২
বায়ুর্হিংকর্ত্তাঽগ্নি প্রস্তোতা প্রজাপতিঃ সাম বৃহস্পতিরুদ্গাতা বিশ্বে দেবা	৪৩৭
বার্হতীমুত্তমামন্বাহ বার্হতো বা অসৌ	৬৭
বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা	৩৩১
বাস্তু বা এতদ্‌যজ্ঞস্য ক্রিয়তে যদ্‌গ্রহান্ গৃহীত্বা বহিষ্পবমানঁ সর্পন্তি	৩২৩
বাস্তোষ্পতে প্রতি জানহ্যস্মান্ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ	৫৫৬
বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সঁ সদা তে সাক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা	৫৫৬
বি তে বিষ্বগ্বাতজূতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি	৪৮৬
বি তে ভিনদ্মি তকরীং বি যোনিং বি গবীন্যৌ। বি মাতরং চ পুত্রং ॥	৪৮৩
বি তে ভিনদ্মি তকরীমিত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ	৯৮৪
বিদ্বাঁসো বৈ পুরা হোতারোঽভুবস্তস্মাদ্বিধৃতা	১০৭
বিদ্মা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্যথাঽবসঃ	২৪৫
বি পাজসা বি জ্যোতিষা	১২৪
বি বা এতং প্রজয়া পশুভির্দ্ধয়তি	৪৩
বি বা এতদ্‌যজ্ঞং ছিন্দন্তি যন্মধ্যতঃ প্রায়শ্চিত্তির্মার্জ্জয়ন্ত	২১৭

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
বি বা এতস্য যজ্ঞ ঋধ্যতে যস্য হবিরতিবিচ্যতে সূর্য্যো দেবো দিবিষদ্ভ্য ইত্যাহ বৃহস্পতিনা	৪৯৭
বি বা এতস্য যজ্ঞশ্ছিদ্যতে যস্য পৃষদাজ্য স্কন্দতি	৩৮৮
বিশ্বমস্য প্রিয়মুপহূতমিত্যাহাছম্বট্কারমেবোপ হ্বয়তে	২০২
বিশ্বরূপো বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ	১
বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য ত্বহিসঞ্জুহোম্যগ্ধাদোকোঽহুতাদেকঃ	৪৬৯
বিশ্বামিত্রজমদগ্নী বসিষ্ঠেনাস্পর্দ্ধেতাঁ ্স এতজ্জমদগ্নির্ব্বিহব্যমপশ্যস্তেন	৩০২
বিশ্বে ত্বা দেবা বৈশ্বানরাঃ প্র চ্যাবয়ন্তু দিবি দেবান্দৃঁ ্হান্তরিক্ষে	৪০০
বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অস্মানস্মিন্দ্বিতীয়ে সবনে ন উহ্যঃ	৩১৩
বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব্ব ইত্যাহ বিশ্বে হ্যেতদ্দেবা জোষয়ন্তে	২৬৫
বিষ্টম্ভোঽসি বৃষ্ট্যৈ ত্বাবৃষ্টিং জিন্বেত্যাহ বৃষ্টিমেবাব রুন্ধে	৫৫৮
বিষ্ণুবুরুক্রমৈষ তে সোমস্তঁ ্রক্ষস্ব ত তে দুশ্চক্ষা মাহব	৪১১
বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় জুহোতি যদ্বৈ যজ্ঞস্যাতিরিচ্যতে যঃ পশোর্ভূমা যা পুষ্টিস্তদ্বিষ্ণুঃ	৪৯৯
বিষ্ণো ত্বং নো অন্তমঃ শর্ম্ম যচ্ছ সহন্ত্য প্র তে ধারা মধুশ্চুত উৎসং	৩২৩
বুভূষন্ন বেক্ষেতৈষ বৈ পাত্রিয়ঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ	৩৫৭
বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ। ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুতমধ্যতো॥	৪৮৬
বেদিং প্রোক্ষত্যক্ষা বা এষাঽলোমকাঽমেধ্যা	১৭৯
বৃদ্ধেন বা এষ পশুনা যজতে যস্যৈতানি ন ত্রিয়ন্ত এষ হ ত্বৈ সমৃদ্ধেন	৪৭৯
ব্রহ্ম দেবকৃতমপহূতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবোপহ্বয়তে দৈব্যা	২০১
ব্রহ্মন্ প্র স্থাস্যাম ইত্যাহাত্র বা এতর্হি যজ্ঞঃ শ্রিতো যত্র ব্রহ্মা	২২১
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদন্ত্য ওষধয়ঃ সং ভবন্ত্যোষধয়োঽন্নমিতি	৪৫৯
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদ্যাতযামান্যন্যানি হবিঁ ্ষ্যযাতয়ামমাজ্যমিতি	১৬২
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মৈ কনধ্বর্য্যুরা শ্রাবয়তীতি ছন্দসাং বীর্য্যায়েতি	৪৬৫
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্যজ্ঞে যজমানঃ	১৪৭
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যং পৌর্ণমাসমিতি	:৫
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যঁ ্সান্নায্যমিতি	২৭
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং যজ্ঞস্য যজমান ইতি প্রস্তর ইতি তস্য	১৮১
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দগ্ন পূর্ব্বস্যাবদেয়ম্	২৬
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বা অধ্বর্য্যুঃ স্যাদো যথা সবনং প্রতিগরে ছন্দাঁ ্সি	৪০৯
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসাবা লভেত	৫৭৮
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ দর্শপূর্ণমাসৌ	৩৫
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স ত্বৈ যজেত যো যজ্ঞস্যাঽর্ত্ত্যা বসীয়ানতস্যাদিতি	১৯০
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীষ্টা দেবতা অথ কতম এতে দেবা	২২১

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ব্রহ্মবাদিনো বদন্ত্যদ্ভির্হবীংষি প্রৌক্ষীঃ কেনাপ ইতি ব্রহ্মণেতি	১৭৯
ব্রহ্মৈব পর্ণো বিন্নকতোঽহ্নঃ সন্ত্বা পর্ণমন্থী	৬৭৯
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিমো গৃহ্যানাম্	৫৬৬

ভ।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
ভক্ষেহি মাঽবিশ দীর্ঘায়ুত্বায় শন্তনুত্বায়	৩৭১
ভস্মেনাঽভি বাসয়তি তস্মান্মা৺ সেনাস্থিচ্ছন্নঃ বেদেনাভি বাসয়তি	৭৬৩
ভস্মনাঽভি সমূহতি স্বগাকৃত্যা অথো অনয়োর্বা এষ গর্ভোঽনয়োরেবৈনং দধাতি	৪৯৮
ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরসঃ স্তবাঃ	৫৩৭
ভুবনস্য পতে যস্য ত উপরি গৃহা ইহ চ। স নো রাস্বাজ্যানিং৺	৫৩০
ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ	৫৬৭
ভূতানি ক্ষুধমঘ্নন্ৎ সদ্যো মনুষ্যা অর্দ্ধমাসে	৫৯[illegible]
ভূতমসি ভূতে মা ধা মুখমসি মুখং ভূয়াসং দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরি গৃহ্নামি	৪০০
ভূতমসি ভব্যং নামেত্যাহ পশবো বা অপামোষধীনাং গর্ভঃ পশূনেবাব রুন্ধে	৪৫৩
ভূরসি শ্রেষ্ঠা রশ্মীনাং প্রাণপাঃ প্রাণং মে পাহি	৪২২

ম।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
মনস্যো হবিরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণো গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়াস্ম	৫০৫
মনস্যো হবিরসীত্যাহ স্বগাকৃত্যৈ	৫১১
মনুপুত্রেভ্যো দায়ং ব্যভজৎ স নাভানেদিষ্ঠং ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং নিরভজৎ	৩১৪
মনুঃ পৃথিব্যা যজ্ঞিয়মৈচ্ছৎ ঘৃতং নিষিক্তমবিন্দৎ সোঽব্রবীৎ	২০০
মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনমিত্যাহ মানব্যো বৈ প্রজাস্তা এবাঽঽত্মাং কুরুতে	৫১২
মন্দ্রাভিভূতিঃ কেতুর্যজ্ঞানাং বাগ্ জুষাণা সোমস্য	৩১৭
মৃদ্বিদ্ধ ইত্যাহ মনুহে তমুত্তরো	৮৭
ময়ি বসুঃ পুরোবসুর্ব্বাক্পা বাচং মে পাহি	৪২১
ময়ি বসুর্ব্বিদদ্বসুশ্চক্ষুষ্পাশ্চক্ষুর্মে পাহি ময়ি বসুঃ সংযদ্বসু শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাহি	৪২২
ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র	৪৩৪
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্	৬৩৬
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ	৪৮২
মহীনাং পয়োঽসি বিশ্বেষাং দেবানাং তনূঋধ্যাসমদ্য পৃষতীনাং	৩৬৪
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্ব্বৃহস্পতিঋক্কভির্ব্বাবৃধানঃ	২৫৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অ৺হতিঃ	২৪৫
মানবীত্যাহ মনুর্হ্যেতামগ্রে পশ্যদ্‌ঘৃতপদীত্যাহ যদেবাস্যৈ পাদাদ্‌ঘৃতমপীড্যত	২০১
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো	৫৬৬
মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা	২৪৫
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্নাতীরিবোস্রাঃ	২৪৫
মান্দাসু তে শুক্র শুক্রমা ধুনোমি ভন্দনাসু কেতনাসু রেশীষু	৪৪১
মিত্রস্য চর্ষণীধৃতঃ শ্রবো দেবস্য সানসিম্	৫৬৭
মাঙ্কুক ইধ্মঃ ভবত্যঙ্গারা এব প্রতিবেষ্টমানা অমিত্রাণামস্য সেনাম্	৫৩৬
মিত্রো জনান্যাতয়তি প্রজানন্মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্	৫৬৭
মিথুনৌ গাবৌ দক্ষিণা সমৃদ্ধ্যৈ	৫৮১
মূর্দ্ধন্বতী পুরোনুবাক্যা ভবতি মূর্দ্ধানমেবৈন৺সমানানাং	১৪৭
মূলং ছিনত্তি ভ্রাতৃব্যস্যৈব মূলং ছিনত্তি	১৭৩
মৃত্যবে বা এষ নীয়তে যৎ পশুস্তং যদন্বারভেত	২৯২

য।

যং কাময়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি প্র বো	৬৮
যং দ্বিষ্যাত্তং ধ্যায়েচ্ছুচৈবৈনমর্পয়তি	১৭৪
যং প্রথমং গৃহ্নাতীমমেব তেন লোকমভি জয়তি যং দ্বিতীয়মন্তরিক্ষং	৪৫৯
য আরণ্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাঃ বিরূপাঃ সন্তো বহুধৈকরূপাঃ	২৮৪
য ইমং যজ্ঞমবাপ্সে যজ্ঞপতিং বর্দ্ধানিত্যাহ যজ্ঞায় চৈব যজমানায়	২০২
য উগ্র ইব শর্য্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন ব৺সগঃ	২৪৬
য উন্মাদ্যেত্তস্মৈ হোতব্যা গন্ধর্ব্বাপ্সরসো বা এতমুন্মাদয়ন্তি য উন্মাদ্যত্যেতে	৫৩৬
য এবং ছন্দসাং বীর্য্যং বেদাহশ্রাবয়াস্তু শ্রৌষড্যজ যে যজামহে	৪৬৫
য এবং বিদ্বান্ প্রতিগৃণাত্যন্নাদ এব ভবত্যাহস্য প্রজায়াং বাজী জায়তে	৪১১
য এবং বিদ্বান্‌ৎসোমেন যজতে ভবত্যাত্মনা পরাহস্য ভ্রাতৃব্যো	৩৫২
য এবং বেদ সবীর্য্যৈরেব ছন্দোভিরর্চ্চতি যৎ কিং চার্চ্চতি যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্নমেধ্যং	৪৬৫
য এবং বেদোপৈনং যজ্ঞো নমতি	৪৬৫
যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূতঃ পরিষ্কৃতঃ	৪২৭
যক্ষা হি দেবহূতমা৺অশ্বা৺অগ্নে রথীরিব	২৪৪
যজমানদেবত্যা বৈ জুহূর্ভ্রাতৃব্য দেবত্যোপভৃদ্যদ্দ্বে ইব	৮৯
যজমানো বা আহবনীয়ো যজমানং বা এতদ্বি কর্ষন্তে যদাহবনীয়াৎ	২৭৯
যজ্ঞং বা এতৎ সং ভরন্তি যৎ সোমক্রয়ণ্যৈ পদ যজ্ঞমুখ৺হবির্দ্ধানে	২৭৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
যজ্ঞপতিমৃষয় এনসাঽহুঃ প্রজা নির্ভক্তা অনুতপ্যমানা	৩৯৮
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি	৬৩৭
যজ্জ্যায়োঽবস্থেদ্রোপয়েত্তদ্ যজ্ঞস্ত	২১১
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি	৫৬৮
যৎ কুসীদম অপ্রতীত্তং ময়ি যেন যমস্ত বলিনা চরামি	৪৬৯
যৎ কুসীদমপ্রতীত্তং ময়ীত্যপৌবতীহৈব সন্তমং কুসীদং	৪৭০
যৎ কৃষ্ণশকুনঃ পৃষদাজ্যমবমৃশোচ্ছূদ্রা অস্ত প্রমায়ুকঃ স্যাৎপশবো	৩৮৭
যৎ ক্রৌঞ্চমন্বাহাঽসুরং তন্মন্দ্রং মানুষং	১০৭
যৎ চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতম্	৫৬৮
যৎ পশুর্ম্মায়ুমকৃতেতি জুহোতি শান্ত্যৈ	২৯২
যৎ পশুর্ম্মায়ুমকৃতোরো বা পদ্ভিরাহতে অগ্নির্ম্মা	২৮৪
যৎ পূতীকৈর্ব্বা পর্ণবল্কৈর্ব্বাঽভঞ্জ্যাৎ সৌম্যং তদ্বৎ	২৬
যৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ স্বিতং পরাঞ্চো গৃহ্যন্তে তস্মাদিতঃ পরাঞ্চ ইমে লোকা	৪৫৯
যৎ পৃশ্নয়ো গৃহ্যন্তে পৃশ্নীনেব তৈঃ কামান্যজ মানোঽব রুন্ধে	৪৫২
যৎ প্রাঙাসীনঃ শংসতি প্রত্যঙ্ তিষ্ঠন্	৪১২
যৎ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রং জুহোত্যাহুতীষ্টকা এব তা উপ ধত্তে	৫৫৬
যৎ স্ফ্যেন বোপবেষেণ বা যোযুপ্যেত স্তৃতি স্নেবাস্য সা হস্তেন	১৮১
যত্তপস্তপ্তা দীক্ষিতবাদং বদতি প্রজা এব তদ্যজমানঃ	১৬৪
যত্তিরশ্চীনমতিহয়েদনভিবিদ্ধং যজ্ঞস্যাভি বিধ্যেদগ্রেণ পরি হরতীতি	২১১
যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহোশিক্তং	৪৪১
যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবীত্যাহৈষ বৈ হবিষা হবির্যজতি	৪৪৭
যত্র নির্দ্দিশেৎ প্রতি যজ্ঞস্যাঽশীর্গচ্ছেদা শাস্তেঽয় যজমানোঽসাবিত্যাহ	২২৩
যত্রৈতমেবং বিদ্বানগ্নিনঃ সংস্রাবং জুহোতি ন তত্র রুদ্রঃ পশূনভি মন্যতে	৩১৫
যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে	৫৬৬
যথা বা আয়তাং প্রতীক্ষত এবমধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতীয়তে	৪১১
যদ্গৃহ্লাতি প্রজাভ্যস্ত্বা প্রজাপতয়ে গৃহ্লামীতি তস্মাৎ প্রজাপতিং প্রজা অনু প্রজায়ন্তে	৪৬০
যদ্ গৃহ্লাত্যোষধীভ্যস্ত্বা প্রজাভ্যো গৃহ্লামীতি তস্মাদোষধয়ো মনুষ্যাণামন্নং	৪৬০
যদ্ব্রুয়াৎ সুপাবসানা চ স্বধ্ববসানা চেতি প্রমায়ুকো যজমান	২২২
যদ্ব্রুয়াদ্ধোঽগ্নিং হোতারমবৃথা ইত্যগ্নিনোভয়তো	৮৯
যদগ্নে কব্যবাহন পিতৄন্যক্ষ্যৃতাবৃধঃ প্র চ হব্যানি বক্ষ্যসি	২৫৪
যদগ্নেয়ো ভবত্যগ্নির্ব্বৈ যজ্ঞমুখং যজ্ঞমুখমেবর্দ্ধিং পুরস্তাদ্ধত্তে	৫৭৯
যদভিক্রম্য জুহুয়াৎ প্রতিষ্ঠায়া ইয়াত্তস্মাৎ সমানত্র তিষ্ঠতা	২৭২
যদভি প্রতি গৃহ্লীয়াত্তথা সমৃচ্ছতে তাদৃগেব তদ্দর্দ্ধর্চ্চাল্লুপ্যেত	৪১১

মন্ত্র।	পৃষ্ঠা।
যদপ্সু প্রবেশয়েজ্জন্তবেশসং কুর্য্যাৎ সর্ব্বামেব	৫১২
যদবচ্ছেদতি তদ্রেচয়েত্তস্মাবচ্ছেৎ পশোরালব্ধস্য নাব চ্ছেৎ। পুরস্তান্নাভ্যা অন্যদবচ্ছেদুপরিষ্টাদন্যৎ।	৪৯৮
যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং তবর্ত্ত্যৈন্দ্রং দধি	২৫
যদালিক্কায়ামত্রঃ স্যাদপ্সু বা প্রবেশয়েৎ সর্ব্বাং বা প্রাশ্নীয়াৎ	৫১২
যদাসীনঃ শংসতিঃ তস্মাদিতঃ প্রদানং দেবা উপ জীবন্তি	৪১২
যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্চসমস্থিতি গায়ত্রিয়া পরি	৯৮
যদি নশ্যেদাশ্বিনং দ্বিকপালং নির্ব্বপেদ্দ্যাবা পৃথিব্যমেককপালমশ্বিনৌ	১৬৪
যদিন্দ্রো বৃত্রমহন্নমেধ্যং তদ্যদতীনপাবপদমেধ্যং	৪৬৫
যদি মিশ্রমিব চরেদঞ্জলিনা সক্তূন্ প্রদাব্যে জুহুয়াদেষ	৪৭১
যদুপ চ স্তৃণীয়াদভি চ ঘারয়েদুভয়তঃ সংশ্বায়ি কুর্য্যাদবদায়াভি	২১১
যদ্গৃহ্ণাত্যন্তাস্তৌষধীভ্যো গৃহ্ণামীতি তস্মাদদ্য ওষধয়ঃ	৪৬০
যদেকয়াঽঘারয়েদেকাং প্রীণীয়াদ্দ্বাভ্যাং	১০৭
যদেকয়া জুহুয়াদ্দর্ব্বিহোমং কুর্য্যাৎ পুরোনুবাক্যামনূ	৫৫৭
যদ্বস্তেন প্রসীবেদ্বেপনঃ স্যাদ্যচ্ছীর্ষ্ণা শীর্ষক্তিমান্ স্যাদ্যত্তূষ্ণীমাসীতাসংপ্রত্তো	২১১
যদ্ভূত আদধ্যাদ্ রুদ্রং গৃহানন্বারোহয়েৎ... প্রযায়াৎ তথা	৫৫৭
যদ্ধোতা প্রাশ্নীয়াদ্ধোতাঽর্ত্তিমার্চ্ছেদ্যদগ্নৌ জুহুয়াদ্রুদ্রায় পশূনপি	২১০
যদ্বিশ্বে দেবাঃ সমভরংস্তস্মাদভ্যাতানা বৈশ্বদেবা যৎ প্রজাপতির্জয়ান্ প্রযচ্ছত্তস্মাজ্জয়াঃ	৫২৫
যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্য্যুমভ্যাহ্বয়ত আবামস্মিন্দধাতি তদ্যন্ন অপহনীত	৪১১
যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্য্যুমভ্যাহ্বয়তে বজ্রমেনমভি প্র বর্ত্তয়ত্যুক্থা	৪০৯
যদ্বৈ হোতাঽধ্বর্য্যুমভ্যাহ্বয়তে বজ্রমেনমভি প্র বর্ত্তয়তি। পরাঙ্ বর্ত্ততে বজ্রমেব তন্নি করোতি	৪১২
যন্নবিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাবিধ্যতি	৪৫
যদ্যুক্তে জুহুয়াত্তথা প্রযাতে বাস্তাবাহুতিং জুহোতি তাদৃগেব তদ্যদযুক্তে	৫৫৭
যদ্যেকং কবালং নশ্যেদেকোমাসঃ সম্বৎসরস্যানবেতঃ	১৬৪
যদ্বৈ দীক্ষিতমভিবর্ষতি দিব্যা আপোঽশান্তা ওজো বলং	২৬৪
যদ্বৈ দীক্ষিতোঽমেধ্যং পশ্যত্যপাস্মাদ্দীক্ষা ক্রামতি নীলমস্য	২৬৪
যদ্বৈ মৃধঃ পূর্ণমাসেঽনুনির্ব্বাপ্যো ভবতি মৃধ	২৫
যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাহ্মণায়াধি	১০৯
যন্ন আত্মনো মিন্দাঽভূদগ্নিস্তৎ পুনরাঽহার্জ্জাতবেদা	৩৭২
যস্ত দ্রপ্সঃ স্কন্দতি যস্তে অংশুর্ব্বাহুচ্যতো ধিষণয়োরুপস্থাৎ	৩২২
যস্য কাময়েতান্নাদ্যম্ আ দদীয়েতি তস্য সভায়ামুত্তানো নিপদ্য ভুবনস্য পত ইতি	৫৩৭
যস্য ব্রতং পশবো যন্তি সর্ব্বে যস্য ব্রতমুপতিষ্ঠন্ত আপঃ	৩২৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
যস্য ভূয়াংসো যজ্ঞক্রতব ইত্যাহুঃ স দেবতা বৃঙ্‌ক্তে ইতি যস্যাগ্নিষ্টোমঃ	৩০২
যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমীনদুর্মখস্য বা এতং যেদগ্নির্ব্বিধাংবতি	৫
যস্যামিদং প্রদিশি যদ্বিরোচতেঽনুমতিং	
প্রতি ভূষন্ত্যায়বঃ। যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নো॥	৪৮৮
যস্যাস্তে হরিতো গর্ভোঽথো যোনির্হিরণ্যয়ী অঙ্গান্যহ্রু তা যস্যৈ তাং দেবৈঃ সমজীগমম্	৪৮২
যস্যৈষা যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তিঃ ক্রিয়ত ইষ্ট্বা বসীয়ান্ ভবতি	৪৯৯
যাং বা অধ্বর্য্যুশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতস্তস্যা আ বৃশ্চ্যেতে	৬২৪
যাং মলবদ্বাসসং সম্ভবন্তি যস্ততে জায়তে	৪
যাবতী দ্যাবাপৃথিবী মহিত্বা যাবচ্চ সপ্ত সিন্ধবো বিতস্থুঃ	৩৮৭
যাবন্তো বৈ সদস্যাস্তে সর্ব্বে দক্ষিণ্যাস্তেভ্যো যো দক্ষিণাং ন নয়েদৈভ্যো বৃশ্চ্যেত	৩৯৯
যা বৈ দেবতা সদস্যার্ত্তিমার্পয়ান্তি যস্তা বিদ্বান্ প্রসর্পতি	৩৬৪
যা সুপানিঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী	৩৩০
যাস্তে বিশ্বাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বর্হিষি	৬০৩
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনিঃ। তাভির্নো অদ্য সুমনা॥	৪৮৮
যুনজ্মি তিস্রো বিপৃচঃ সূর্য্যস্য তে	২৯৬
যুনজ্মি তে পৃথিবীং জ্যোতিষা সহ যুনজ্মি বায়ুমন্তরিক্ষেণ	২৯৬
যে তে সরস্ব উর্ম্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ	৩২৯
যে দেবা যজ্ঞহনঃ পৃথিব্যা মধ্যাসতে যে অন্তরিক্ষে	৬০৭
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষঃ পৃথিব্যামধ্যাসতে। অগ্নির্মা তেভ্যো রক্ষতু॥	৫৯৯
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুষোঽন্তরিক্ষেঽধ্যাসতে	৫৯৯
যেন কর্ম্মণেৎসেত্তত্র হোতব্যা ঋধ্নোত্যেব তেন কর্ম্মণা	৫২৫
যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন হবিষা জাতবেদঃ	৫৯৯
যে ভক্ষয়ন্তো ন বসূন্যানৃহু। যানগ্নয়োঽন্বতপ্যন্ত ধিষ্ণ্যা॥	৩৯৯
যে বধ্যমানমনু বধ্যমানা অভ্যৈক্ষন্ত মনসা চক্ষুসা চ	২৮৪
যেষামীশে পশুপতি পশূনাং চতুষ্পদামুত চ দ্বিপদাম্	২৮২
যো জ্যেষ্ঠবন্ধুরপভূতঃ স্যাত্তং	
স্থলেধবসায্যব্রহ্মৌদনং চতুঃশরাবং পক্ত্বা তস্মৈ হোতব্যা॥	৫৩৭
যো দ্রপ্সো অংশু পতিতঃ পৃথিব্যাং পরিবাপাৎ পুরোডাশাৎ	৩২২
যো বা ইন্দ্র বায়ু মিত্রাবরুণাবশ্বিনাকভিদাসন্তি	৪২২
যো বা অধ্বর্য্যোঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যতো মন্যেতানভিক্রম্য	১
যো বা অধ্বর্য্যোঃ স্বং বেদ স্ববানেব ভবতি স্রুগ্বা	২
যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরত্যা দেবতাভ্যো বৃশ্চ্যতে	৫
যো বা অরত্নিঃ সামিধেনীনাং য এবং	৮

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
যো বা উপদ্রষ্টারমুপশ্রোতার মনুখ্যাতারং বিদ্বান্‌যজতে	৪১৭
যো বিদগ্ধঃ স নৈর্ঋতো যোঽশৃতঃ স রৌদ্রা যঃ শৃতঃ	১৬৩
যো বৈ তানূনপ ত্রস্য প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি	২৭১
যো বৈ দেবান্দবযশসেনার্পয়তি মনুষ্যান্মনুষ্যযশসেন দেবযশস্যেব দেবেষু ভবতি	৩১২
যো বৈ পবমানস্য সন্ততিং বেদ সর্ব্বমায়ুরেতি ন পুরাঽয়ুষঃ প্র মীয়তে পশুমান্	৩৪৩
যো বৈ পবমানামন্বারোহাম্বিদ্বান্থ জতেঽনু পবমানানা রোহতি	৩৪৫
যো বৈ প্রযাজানাং মিথুনং তদিড়ো বহ্বীরিব	১৩৩
যো বৈ প্রযাজানাং মিথনং বেদ প্র প্রজয়া	১৩৩
যো বৈ সোম৺ রাজান৺ সাম্রাজ্যং লোকং গময়িত্বা	২৭১
যো বৈ সোমম প্রতিষ্ঠাপ্য স্তোত্রমুপাকরোত্য প্রতিষ্ঠিতঃ	২৭২
যো বৈ সোমস্যাভিষূয়মাণস্য প্রথমোঽ৺শুঃ স্কন্দতি স ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যং প্রজাং	৩০৮
যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ৎস্যাৎ স এতাঞ্জুহুয়াদভ্যাতানৈরেব ভ্রাতৃব্যানভ্যাতনুতে জয়ৈর্জ্জয়তি	৫ ৬
যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ৎ স্যাৎ স পৌর্ণমাস৺ স৺স্থাপ্যোতামিষ্টিমনু	৩৬
যো রাষ্ট্রাদপভূতঃ সাত্তস্মৈ হোতব্যা যাবন্তোঽস্য রথাঃ স্যুস্তান্ ব্রূয়াদ্যুঙ্গ্ধ্বমিতি	৫৩৫

র।

রক্ষা৺সি বা এতৎ পশু৺ সচন্তে যদেকদেবত্য আলব্ধো ভূয়ান্ ভবতি	৪৯১
রথমুখ ওজস্কামস্য হোতব্যা ওজো বৈ রাষ্ট্রভৃত ওজো রথ ওজসৈবাস্মা	৫৩৫
রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিম্বেতি আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো	৫৮৮
রাকামহ৺ সুহবা৺ সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা	৪৮৭
রাজানৌ বা এতৌ দেবতানাং যদগ্নীষোমাবন্তরা দেবতা	১৪৭
রাথংতরী প্রথমামন্বাহ রাথংতরো বা অয়ং	৬৭
রাপমসি বর্ণো নামেত্যাহ ক্ষত্রমেবাব রুন্ধে	৪৫২
রায়স্পোষেণ সমিষা মদেমেত্যাহাঽশিষমেবৈতামা	২৬৫
রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডশ্বথো যৎপর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বত্থ্যুপভৃদ্রাষ্ট্রেমেব	৬১৭
রাষ্ট্রকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রেণৈবাস্মৈ রাষ্ট্রমব	৫৩৫
রুদ্রবদগণস্য সোম দেব তে মতিবিদো মাধ্যন্দিনস্য	৩৭১
রেবদস্যোধীভ্যস্ত্বৌষধীর্জ্জিম্বেত্যাহৌষধীম্বেব	৫৮৮

শ।

শভভৃষ্টিরসি বানস্পত্যো দ্বিষতো বধ ইত্যাহ বজ্রমেব	১৭৩
শামিতার উপতেন যজ্ঞং দেবেভিরিন্বিতম্	২৮৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
শমিতার উপেতনেত্যাহ যথাযজুরেবৈতৎ	২৯২
শিবস্ত্বষ্টরিহাহগহি বিভুঃ পোষ উত	৩২৯
শিরো বা এতদ্যজ্ঞস্য যদাঘার আত্মা ধ্রুবাহঘারমাঘার্য্য	১০৯
শুভ্রং তে শুক্রেণ গৃহ্নামীত্যাহৈতদ্বা অহ্নো রূপং যদ্রাত্রিঃ সূর্য্যস্য	৪৪৭
শুক্রাম্‌ তে শুক্র শুক্রমা ধূনোমি শুক্রং তে শুক্রেণ গৃহ্নাম্যহ্নো	৪৪১
শোচিষ্কেশস্তমীমহ ইত্যাহ পবিত্র মেবৈতদ্যজমানমেবৈতয়া	৭৮
শ্যেনায় সত্বনে স্বাহা বট্‌ৎস্বয়মভিগূর্ত্তায় নমো	৩৯৮

ষ।

ষট্‌ত্রিংশতমন্নু ব্রূয়াৎ পশুকামস্য ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী	৯৯
ষড়্‌ভির্হরতি ষড়্‌বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্মান্নাত্মমাদায়র্ত্তবোহস্মা অনু প্র যচ্ছন্তি	৫৩৭

স।

সং ত্বা নহ্যাসি পয়সা ঘৃতেন সং ত্বা নহ্যাম্যপ ওষধীভিঃ	৬১১
সং বাং কর্ম্মণা সমিধা হিনোমী বিষ্ণু অপসম্পারে অস্য	৪২৬
সংরোহোহসি নীরোহোহসীত্যাহ প্রজাত্যৈ বসুকোহসি	৫৮৯
সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য্য আ	২৪৬
সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তস্য মরীচয়োহপ্সরস আয়ুবঃ	৫০৯
স এতং মন্ত্রমপশ্যৎ সূর্য্যস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতি পশ্যামীত্যব্রবীন্ন হি সূর্য্যস্য চক্ষুঃ	২১২
সকৃৎ সকৃৎ সংমার্ষ্টি পরাঙিব হেতর্হি যজ্ঞঃ	২২০
সকৃৎসকৃদেব স্তৃতি সকৃদিব হি রুদ্র উত্তরার্দ্ধাদেবস্তেভ্যো বৈ রুদ্রস্য	১৯১
সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে	২৪৬
সংগ্রামে সংযত্তে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভৃতো রাষ্ট্রে খলু বা এতে ব্যাযচ্ছন্তে	৫৩৬
সজাতবনস্যামা শান্ত ইত্যাহ প্রাণা বৈ সজাতাঃ প্রাণানেব	২২৩
সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামা ইত্যাহৈষ বৈ কামঃ যজমানস্য	৫১১
স ত্বং নঃ নভসম্পাত উর্জ্জং নো ধেহি ভদ্রয়া। পুনর্নো নষ্টমা	৪৭০
স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা	১২৩
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ	১২৪
স দেবতা বৃত্রান্নির্হৃয় বার্ত্রঘ্নং হবিঃ পূর্ণমাসে	১৪
স দেব বৈ প্রসর্পন্তম্‌ পিতরোঽনু প্র সর্পন্তি তং এনমীশ্বরা	৩৬৪
স নঃ পৃথু শ্রবায্যম্‌ অচ্ছা দেব	৭৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
স নো ভুবনস্য পতে যস্য ত উপরি গৃহা ইহ চ। উরু ব্রহ্মণেহস্মৈ॥	৫০৮
সন্তুতমস্বাহ প্রাণানামন্নান্তস্য সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহত্যৈ	৬৯৭
স পৃথিবীমুপাসী ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	২১৩
সপ্তদশানুব্রূয়াদ্বৈশ্যস্য সপ্তদশো বৈ বৈশ্যঃ	২৯৮
স প্রজাপতিমুপাধাবচ্ছক্রর্ম্মেহজনীতি	১৯৩
সুপ্রিগ্রীবী পীবর্য্যস্য জায়া পীবানঃ পুত্রা অকৃশাসো অস্য	৪৫৩
স বনস্পতীনুপাসীদদস্মৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	২১৩
সম্ অন্যা যন্ত্যপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্ব্বং নদ্যঃ	১২৩
সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষঙ্ তমক্রন্ন তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদস্মৈ	২৬
সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষন্ন তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদস্মৈ	২৬
সমানয়ত উপভৃতস্তেজো বা আজ্যং	১৩২
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত	৭৮
সমিধমা দধাত্যুত্তরা সামাহুতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যা অথো সমিদ্বত্যেব	২২০
সমিধো যজতি বসন্তমেবর্ত্তূনামব রুন্ধে তনূনপাতং	৩১
সমিধো যজত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি	৩২
সমিধো যজত্যবস এব দেবতানামব রুন্ধে	৩১
সম্বৎসরমিন্দ্রং যজেত সম্বৎসরং হি ব্রতং নাতি	৩৭
সম্বৎসরমেবৈনং বৃত্রং জাঘ্নিবং সমগ্নির্ব্ব তপতি	৩৭
সম্বেশায় ত্বোপবেশায় ত্বা গায়ত্রিয়াস্ত্রিষ্টুভো জগত্যা	৬০
সর্পিষ্বান্ ভবতি মেধ্যত্বায়	৩৮
সর্ব্বাণি কপালান্যভি প্রথয়তি তাবতঃ পুরোডাশানমুষ্মিঁল্লোকেঽভি	৬৩
সর্ব্বাণি ছন্দাংস্যনু ব্রূয়াদ্বহুযাজিনঃ সর্ব্বাণি বা এতস্য	৯৯
সর্ব্বেষাং বা এতদ্দেবতানাং রূপং যদেষ গ্রহো যদেষ	২৪
স স্ত্রীষংসাদমুপা সীদদস্মৈ ব্রহ্ম হত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	৩
সাকম্প্রস্থায়ীয়েন যজেত পশুকামো যস্মৈ বা অল্পেনাহরন্তি	৩৬
সাধ্যা এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং	৪৫
সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহাশিষমেবৈতামা	৮৯
সা বা এষা ত্রয়াণামেবারুদ্ধা সম্বৎসরসদঃ সহস্রযাজিনো	১২
সারস্বতীমা লভেত যঃ ঈশ্বরো বাচো বদিতোঃ সন্বাচং ন বদেদ্বাচস্যৈ	১০
সারস্বত্যৌ হোমৌ পুরস্তাজ্জুহুয়াদামাবাস্যা বৈ সরস্বত্যনুলোমমেবৈনমাবা	৭৪
সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি	১১০
সিনীবালি যা সুপাণিঃ	১৮৮
সীদহোতঃ স্বউলোক চিকিত্বান্ৎ	১০৫

মন্ত্র	পৃষ্ঠা।
সুক্ষিতিঃ সুভূতির্ভদ্রকৃৎ সুবর্বান্ পর্জ্জন্যো গন্ধর্ব্বস্তস্য	৫৩০
সুপ্রজস্ত্বা বয়ং সুপত্নীরূপং সেদিন	৬১১
সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো বেকুরয়ো	৫২৯
সূর্য্য ভ্রাজস্বিন্ ভ্রাজস্বী ত্বং দেবেষু ভূয়া ভ্রাজস্বন্তং	৪৩৪
সূর্য্যো দেবো দিবিষদ্ভ্যো ধাতা ক্ষত্রায় বায়ুঃ প্রজাভ্যঃ	৪৮২
সূর্য্যো মা দেবো দেবেভ্যঃ পাতু বায়ুরন্তরিক্ষাদ্যজমানোঽগ্নির্মা	৬০৫
সোঽবিন্তেৎ প্রতি গৃহ্ণন্তং মা হিঁ৺সিষ্যতীতি দেবস্য ত্বা সবিতুঃ	২১২
সোঽবিন্তেৎ প্রাশ্নন্তং মা হিঁ৺সিষ্যতীত্যগ্নেস্ত্বাঽস্যেন প্রাশ্নামীত্যব্রবীন্ন	২১২
সোমস্য বৈ রাজ্ঞোঽর্দ্ধমাস্য রাত্রয়ঃ	৫৮
সোঽমাবাস্যাং প্রত্যাঽগচ্ছত্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা	২৭
সোমো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽন্তর্য্যামস্য পাত্রমসীন্দ্রো দেবতা জগতী	২৯৬
স্তুষযজুর্হরত্যেতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী বেদিস্তস্যা এতাবত	১৭৩
স্তুতস্য স্তুতমস্যূর্জ্জং মহ্য৺ স্তুতং দুহামা মা স্তুতস্য স্তুতং	৩৯২
স্ত্রিয়স্তেন যদৃচঃ স্ত্রিয়স্তেন যজ্জায়ত্রিয়ঃ	৭৭
স্পর্দ্ধমানেনৈত হোতব্যা জয়ত্যেব তাং পৃতনাম্	৫২০
স্ফ্যঃ স্বস্তির্ব্বিঘনঃ স্বস্তিঃ পশুর্ব্বেদিঃ পরশুনঃ স্বস্তিঃ	৩৬৩
স্বকৃত ইরিণে জুহোতি প্রদরে বৈতদ্বা অস্যৈ নির্ঋতিগৃহীতং নির্ঋতিগৃহীত এবৈনম্	৫৩৭
স্বাহাকারং যজতি বাচমেবাবরুন্ধে	১৩২
স্বাহা দেবেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা	২৮৫

—০—

হ।

হ৺সৈরিব সখিভির্ব্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্	৫৬৬
হব্যবাডগ্নিরজরঃ পিতা নো বিভুর্ব্বিভাবা সুদৃশীকো অস্মে	৫৬৫
হিঙ্ক মে গাত্রা হরিবো গণান্মে মা বি তীতৃষঃ	৩৭২
হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেঽহির্দ্ধু নির্ব্বাত ইব ধ্রজীণাম্	৩১০
হিরণ্যমবধায় গৃহ্লাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যং প্রাণঃ পৃষদাজ্যমমৃত মেবাস্য	৩৯১
হুবে বাত স্বনং ভোগমিব কবিং পর্জ্জন্যক্রন্দ্য৺ সহঃ	৩৪৩

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।

——,——

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে ।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা ॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য ।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী ।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ।)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

সম্পাদিতা।